মুয়াত্তা
ইমাম মালিক (র)

দ্বিতীয় খণ্ড

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী
অনূদিত

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুবাদ

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র) (২য় খণ্ড)
অনুবাদ : মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

ইফাবা প্রকাশনা : ১৪৪০/২
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.১২৪৭
ISBN : 984—06—0643—3

প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৮৭

তৃতীয় সংস্করণ
ডিসেম্বর ২০০১
অগ্রহায়ণ ১৪০৮
রমযান ১৪২২

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
মাহবুব আখন্দ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

মূল্য : ৩১০.০০ টাকা মাত্র

MUATTA IMAM MALIK (R) (2ND PART) [Muatta of Imam Malik (R)] : Compiled in Arabic, translated by Muhammad Rizaul Karim Islamabadi into Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207. December 2001

Price : Tk 310.00 ; US$: 10.00

মহাপরিচালকের কথা

ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) কর্তৃক সংকলিত "মুয়াত্তা" মুসলিম বিশ্বের একটি বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ। হাদীস সংকলনের ইতিহাসে ইমাম বুখারী, মুসলিম প্রমুখ ইমামের সংকলনের পূর্বেই এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং 'ইমাম দারুল হিজরত' বা 'মদীনার ইমাম' নামে বিখ্যাত হযরত মালিক ইবনে আনাস (র) কেবল এই মুয়াত্তার সংকলকই নন, বরং একটি ফিকহি মাযহাবেরও প্রবর্তক বিধায় এই সংকলনটি দেশে দেশে বহুল পঠিত একটি গ্রন্থ। এ কারণে ইমাম বুখারীসহ উচ্চ পর্যায়ের হাদীসের হাফেজ ও ইমামগণ এ সংকলনটির ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ করে মুয়াত্তায় "সুলাসিয়ত" বা কেবল তিনজন বর্ণনাকারীর পরেই মহানবী (সা) পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া সনদ থাকায় এটি অনন্য বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর। 'ইবনে উমর থেকে নাফি, তাঁর থেকে মালিক' এই সনদটি হাদীস শাস্ত্রে 'সোনালী চেইন' (আস-সিল্‌সিলাতুয যাহাবিয়্যাহ) নামে খ্যাত। এ ধরনের বহু সনদ এই সংকলনে বিদ্যমান রয়েছে। বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে এটি আফ্রো-আরবীয় দেশগুলোসহ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে বহুলভাবে প্রচারিত হলেও বাংলাদেশে গ্রন্থটি মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত না হওয়ায় তা অনেকটা অগোচরেই রয়ে যায়। বিশিষ্ট অনুবাদক ও স্বনামখ্যাত লেখক মাওলানা মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী এই অতি মূল্যবান গ্রন্থটি মূল আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে এক বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রথম এই গ্রন্থখানির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হওয়ার পর জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই এর দু'টো সংস্করণ ফুরিয়ে যাওয়ায় এবার এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। বর্তমান সংস্করণটিতে পাঠকদের সুবিধার্থে বাংলা অনুবাদের সাথে মূল আরবী সংযোজন করা হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন ও হাদীস জানা ও মানার তৌফিক দিন। আমীন ॥

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

মালেকী মাযহাবের প্রবর্তক ইমাম মালিক ইবনে আনাস (র) ছিলেন হাদীস সংকলনের ইতিহাসে এক মহান পথিকৃত। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থের নাম 'মুয়াত্তা'। এটি বিশুদ্ধতা ও ফিক্‌হ ভিত্তিক বিন্যাসের কারণে সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। ইসলামী শরীয়তের প্রায় প্রতিটি বিষয়ে এই সংকলনের হাদীসসমূহ থেকে সূত্র ও উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়। এই সংকলনটি ইসলামী জ্ঞানের রাজ্যে অতি উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত। এই গুরুত্বপূর্ণ হাদীস গ্রন্থটির অনুবাদ আশির দশকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রথমবারের মত ২ খণ্ডে প্রকাশ করে।

বিশিষ্ট আলেম, অভিজ্ঞ অনুবাদক ও লেখক মাওলানা রিজাউল করীম ইসলামাবাদী কর্তৃক অনূদিত এই হাদীস গ্রন্থটি প্রকাশের সাথে সাথেই বিপুল পাঠকপ্রিয়তা লাভ করে এবং অল্প দিনের মধ্যেই এর দ্বিতীয় সংস্করণও নিঃশেষ হয়ে যায়।

লেখক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও সচেতন পাঠকগণের সুবিধার্থে বর্তমান সংস্করণে বাংলার সাথে মূল আরবীও সংযোজন করা হয়েছে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, গ্রন্থটির পাঠকপ্রিয়তা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাবে এবং দীনী ইলমের প্রচার ও প্রসারে মূল্যবান অবদান রেখে যাবে। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক জীবন গড়ার তৌফিক দিন। আমীন॥

মোহাম্মদ আবদুর রব

পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের কথা

আল্লাহ্‌র প্রতি হাম্‌দ ও রাসূল (সা)-এর উপর দরূদের পর হাদীসবেত্তাগণের নেতা, মদীনার শ্রেষ্ঠ 'আলিম ইমাম মালিক ইব্‌ন আনাস (র)-এর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ 'আল-মুয়াত্তা'। এ সম্বন্ধে ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেছেন : ''আল্লাহ্‌র কিতাবের পর ইমাম মালিকের কিতাব অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ ও উপকারী কিতাব পৃথিবীতে আর নেই।" ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র) বলেন, আমি ইমাম মালিকের শাগরিদদের মধ্যে দশজনের অধিক হাফিজ-ই হাদীস থেকে 'মুয়াত্তা' শুনেছি। এর পরও আমি পুনরায় ইমাম শাফি'ঈ থেকে 'মুয়াত্তা' শুনেছি: কারণ আমি মুয়াত্তার রাবীদের মধ্যে তাঁকে সবচেয়ে দক্ষ মনে করি। ''মালিক (র) নাফি' (র) থেকে, নাফি' ইব্‌ন উমর (রা) থেকে।" ইমাম মালিক (র)-এর সনদটিকে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ সনদ বলে ইমাম বুখারী (র) উল্লেখ করেছেন। হাদীসের সনদজগতে এ সনদটিকে স্বর্ণ-সনদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হাফিজ-ই হাদীস আল্লামা ইব্‌ন হাজর ও আল-ইরাকী (র) বলেছেন 'দশ হাজার' হাদীসকে ভিত্তি করে ইমাম মালিক (র) 'আল-মুয়াত্তা' সংকলন করেছেন এবং প্রতি বছর সম্পাদনায় তিনি কিছু সংখ্যক হাদীস বাদ দিয়েছেন, এভাবে সম্পাদনার পর সহীহ্ হাদীসগুলো তিনি তাঁর কিতাবে বহাল রেখেছেন। এরই নাম আল-মুয়াত্তা। উমর ইব্‌ন আবদুল ওয়াহিদ (র) বলেছেন, আমরা চল্লিশ দিনে ইমাম মালিকের কাছে 'মুয়াত্তা' শিখেছি। ইমাম মালিক (র) আমাদের লক্ষ্য করে বলেছেন : ' তোমরা 'মুয়াত্তা'-র গভীরে পৌঁছুতে পারনি। কারণ যে কিতাব সংকলন করতে আমার চল্লিশ বছর লেগেছে তোমরা সে কিতাব চল্লিশ দিনে অধ্যয়ন করেছ।" আল্লামা ইব্‌ন 'আবদুল বর, কাজী ইব্‌ন আরবী, আল্লামা সুয়ূতী, আল্লামা মুগলতায়ী (র) প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন, ''ইমাম মালিকই প্রথম ব্যক্তি যিনি সহীহ্ হাদীস সংগ্রহ করে সংকলন করেন। ইমাম মালিক (র) ছিলেন হাদীসের ইমামগণের মধ্যমণি। তাঁরা সবাই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইমাম মালিক (র)-এর কাছে ঋণী।" পবিত্র মক্কা-মদীনা, মিসর, ইরাক, সিরিয়া, উনদুলুসিয়া, তিউনিসিয়া, আফ্রিকা ইত্যাদি স্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ তাঁর শাগরিদী গ্রহণ করে গর্ববোধ করতেন। বিভিন্ন মুহাদ্দিস যুগে যুগে শতাধিক শরাহ্ রচনা করেন। ইমাম মালিক (র)-এর ওস্তাদগণ সবাই ছিলেন হাদীস ও ফিক্‌হ জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঃ (১) ইমাম ইব্‌ন হুরমুয (র) (ওফাত : ১৪৮ হি.), ইমাম মালিক (র) সাত-আট বছর তাঁর কাছে অধ্যয়ন করেছেন। (২) ইব্‌ন শিহাব যুহ্‌রী (র), (ওফাত : ১২৪ হি.)। ইমাম যুহ্‌রী (র) ছিলেন মদীনায় তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা ও ফকীহ্। (৩) রবি'আ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান (র),(ওফাত : ১৩৬ হি,)। ইমাম মালিক (র) তাঁর এ ওস্তাদের ইন্তিকালের পর বলেছিলেন : ''রবি'আর ওফাতের পর ফিক্‌হ্-এর আর স্বাদ নেই।" (৪) নাফি' (র) (ওফাত : ১২০ হি.)।

ইমাম মালিক (র) 'আব্বাসী শাসকদের হাতে নির্যাতন ভোগ করেন। কেউ বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ নফসে-যাকিয়্যাকে সমর্থনের কারণে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়। কেউ বলেন, মনসূর তাঁকে বিচারপতি নিযুক্ত করতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু ইমাম তাঁর এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাতে তাঁকে শাস্তি দিয়েছিলেন। কারো কারো মতে জবরদস্তী তালাক দিলে সে তালাক প্রযোজ্য হয় না বলে ইমাম মালিক (র)-এর ফতওয়া কথিত খিলাফতের বিপর্যয়ে প্রভাবশীল হতে পারে বলে তিনি নির্যাতিত হয়েছেন। দীনকে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত রাখাই হচ্ছে ইমাম

মালিক (র)-এর সবচেয়ে বড় অবদান। উল্লেখ্য যে, দীন ইসলাম যখন আরব আজম সর্বত্র বিস্তার লাভ করল, পারস্য ও সিনিয়ার অনেক লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করল, উমাইয়া ও 'আব্বাসী যুগে শী'আ, খাওয়ারিয, কাদিরিয়া, মুরজিআ, মু'তাযিলা, খুরাসানিয়া, রাফিযী ও যানাদিকা ইত্যাদি নামে অনেক ফিরকা ও দল-উপদলের সৃষ্টি হলো, তখন ইমাম মালিক (র) আল্লাহ্‌র কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ্‌র খুলাফা-ই রাশিদীন, সাহাবা বিশেষ করে পবিত্র মদীনার আহলে-ইলম ও ফকীহ্ তাবিয়ীনদের রেওয়ায়ত ও দেরায়তকে ভিত্তি করে হাদীস ও ফিক্‌হ-এর চর্চায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর জ্ঞান ও ইলমের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং দীন তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ইমামের শাগরিদগণও এতে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি যেমন ছিলেন মুহাদ্দিস তেমনি ছিলেন মুজতাহিদ ও ফকীহ্। তাঁর ইজতিহাদের যোগ্যতা ও অসাধারণ জ্ঞানের কথা সমকালীন সকল মুজতাহিদ ও ফকীহ্‌গণ স্বীকার করেছেন।

হাদীস গ্রহণের বিষয়ে তিনি এত সাবধানী ছিলেন যে, হাদীসের কোন অংশে সামান্য ত্রুটি দেখা দিলেও তিনি পুরো হাদীসটিই প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁর ধী-শক্তি ও জ্ঞান চর্চায় অধ্যবসায়ের কারণে তাঁর ওস্তাদ নাফি' (র)-এর জীবদ্দশায়ই তাঁর হাদীস চর্চায় মজলিস নাফি'-এর মজলিস থেকে বড় হয়ে উঠে এবং তাঁর ছাত্রের সংখ্যা বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ 'আল-মুয়াত্তা' অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করে। প্রায় সকল মুহাদ্দিস ও ফকীহই এ কিতাবের নির্ভরযোগ্যতা ও মর্যাদা স্বীকার করেছেন।

এ ঐতিহাসিক কিতাব 'আল-মুয়াত্তা'র বাংলা অনুবাদ প্রথম খণ্ড ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৮৯ সালে। গ্রন্থখানি পাঠক মহলে বিশেষ সমাদর লাভ করে। বর্তমানে উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এর জন্য আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করি। আর ধন্যবাদ জানাই ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং আমার এ কাজের সহযোগীদের। পরবর্তী সংস্করণে এ অনুবাদকর্মের আরো সুন্দরতর উপস্থাপনার একান্ত আশা রইল। আশা করি এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের মতই দ্বিতীয় খণ্ডও সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদর লাভ করবে।

আল্লাহ্ আমাদের এ শ্রম কবূল করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

ঢাকা
২৩ রমযান ১৪০৭

মুহাম্মদ রিজাউল করীম ইসলামাবাদী

সূচিপত্র

অধ্যায় ২১
জিহাদ সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ২২
মানত ও কসম সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ২৩
কুরবানী সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ২৪
যবেহ্ সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ২৫
শিকার সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ২৬
আকীকা সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ২৭
ফারায়েয অধ্যায়

অধ্যায় ২৮
বিবাহ সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ২৯

তালাক অধ্যায়

অধ্যায় ৩০

সন্তানের দুধ পান করানোর বিধান সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ৩১

ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়

অধ্যায় ৩২
শরীকী কারবার করা অধ্যায়

অধ্যায় ৩৩

শরীকানায় ফলের বাগানে উৎপাদন বিষয়ক অধ্যায়

অধ্যায় ৩৪

জমি কেরায়া দেওয়ার অধ্যায়

অধ্যায় ৩৫

শুফ্‌'আ অধ্যায়

অধ্যায় ৩৬

বিচার সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ৩৭

ওসীয়্যত সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ৩৮

আযাদী দান এবং স্বত্বাধিকার প্রসঙ্গে

অধ্যায় ৩৯
ক্রীতদাস আযাদীর জন্য অর্থ প্রদান করার চুক্তি করার অধ্যায়

অধ্যায় ৪০
মুদাব্বার অধ্যায়

অধ্যায় ৪১
হুদুদের অধ্যায়

অধ্যায় ৪২
শরাবের বর্ণনা অধ্যায়

অধ্যায় ৪৩
দিয়াত অধ্যায়

অধ্যায় ৪৪

কাসামত বা কসম লওয়া অধ্যায়

অধ্যায় ৪৫

বিভিন্ন প্রকারের মাস'আলা সম্বলিত অধ্যায়

অধ্যায় ৪৬

তকদীর অধ্যায়

অধ্যায় ৪৭

সৎস্বভাব বিষয়ক অধ্যায়

অধ্যায় ৪৮

পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়

অধ্যায় ৪৯

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুলিয়া মুবারক

অধ্যায় ৫০

বদনজর সংক্রান্ত অধ্যায়

অধ্যায় ৫১

চুল বিষয়ক অধ্যায়

অধ্যায় ৫৫

বায়'আত অধ্যায়

অধ্যায় ৫৬

কথাবার্তা সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ৫৭

জাহান্নাম অধ্যায়

অধ্যায় ৫৮

সদকা সম্পর্কিত অধ্যায়

অধ্যায় ৫৯
ইলম অধ্যায়

অধ্যায় ৬০
মযলুমের বদ দোয়া অধ্যায়

অধ্যায় ৬১
নবী (স)-র পবিত্র নামসমূহ অধ্যায়

اَلْمُوَطَّأ

مالك بن أنس رضى الله عنه

মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)

(দ্বিতীয় খণ্ড)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ২১

كتاب الجهاد

জিহাদ সম্পর্কিত অধ্যায়

وَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

অর্থ : তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্য যাহা তাহাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হইয়াছিল, যাহাতে উহারা চিন্তা করে। (আল-কুরআন ১৬ : ৪৪)

(١) باب الترغيب فى الجهاد

পরিচ্ছেদ ১ : জিহাদের জন্য উৎসাহ প্রদান

١ - **حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الدَّائِمِ ، اَلَّذِىْ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَلاَ صِيَامٍ ، حَتّٰى يَرْجِعَ ».

রেওয়ায়ত ১

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : আল্লাহ্র পথে জিহাদরত ব্যক্তি যতদিন বাড়ি ফিরিয়া না আসে ততদিন তাহার উদাহরণ হইল এমন এক ব্যক্তি, যে ক্লান্তিহীনভাবে অনবরত রোযা রাখে এবং নামায পড়ে।

٢ - **حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِىْ الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : تَكَفَّلَ اللّٰهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِى سَبِيْلِهِ ، لاَ يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ أِلاَّ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِهِ ، وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ ، أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ . أَوْ يَرُدَّهُ إِلٰى مَسْكَنِهِ الَّذِىْ خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ

রেওয়ায়ত ২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে আর শুধুমাত্র জিহাদ এবং আল্লাহ্র কথার উপর অপরিসীম আস্থাই তাহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া নিয়া আসে, আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির জিম্মাদার হইয়া যান। হয় তাহাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাইবেন অথবা সওয়াব ও গনীমতের সম্পদসহ তাহাকে বাড়ি ফিরাইয়া আনিবেন।

٣ – **حدّثني** عَنْ مَالِك ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ . وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ . وَعَلٰى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِيْ هِيَ لَهُ أَجْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأَطَالَ لَهَا فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصَابَتْ فِيْ طِيَلِهَا ذٰلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ . وَلَوْأَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذٰلِكَ ، فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ . وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ ، فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهٖ كَانَ ذٰلِكَ لَهُ حَسَنَاتٍ فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا وَتَعَفُّفًا ، وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللّٰهِ فِيْ رِقَابِهَا وَلاَ فِيْ ظُهُوْرِهَا ، فَهِيَ لِذٰلِكَ سِتْرٌ . وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلاَمِ – فَهِيَ عَلٰى ذٰلِكَ وِزْرٌ . » وَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْحُمُرِ ، فَقَالَ : « لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِيْهَا شَيْءٌ إِلاَّ هٰذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ – فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » .

রেওয়ায়ত ৩

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : ঘোড়া তিন ধরনের। একজনের জন্য ইহা সওয়াবের, আর একজনের জন্য ইহা ঢালস্বরূপ এবং আর একজনের জন্য ইহা গুনাহ্র কারণ হইয়া থাকে। ইহা সওয়াবের কারণ হয় ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি ইহাকে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের নিয়তে লালন-পালন করে। কোন চারণক্ষেত্রে বা বাগানে ইহাকে দীর্ঘ রজ্জুর সাহায্যে খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখে। যতদূর পর্যন্ত এই ঘোড়াটি ঘাস খাইবে তাহার আমলনামায় সওয়াব লেখা হইবে। ঘোড়াটি যদি রজ্জু ছিঁড়িয়া আরো দূরে চলিয়া যায়, তবে ইহার প্রতিটি পদক্ষেপ এবং বিষ্ঠার বিনিময়ে সওয়াব লেখা হইবে। কোন নদীর কাছে গিয়া যদি ইহা পানি পান করে, তবে মালিক ইচ্ছা করিয়া পানি পান না করানো সত্ত্বেও ইহার সওয়াব লেখা হইবে। আর ইহা ঢালস্বরূপ হইল ঐ ব্যক্তির জন্য, যে ব্যক্তি ইহাকে উপার্জনের এবং পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার উদ্দেশ্যে লালন-পালন করে এবং ইহার যাকাত আদায় করে। আর পাপের কারণ হইল ঐ ব্যক্তির জন্য, যে অহংকার ও রিয়াকারী এবং মুসলমানদের সহিত শত্রুতা করার উদ্দেশ্যে ইহাকে লালন-পালন করে। গাধা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : এই সম্পর্কে আমার উপর নিম্নের এই স্বয়ংসম্পূর্ণ আয়াতটি ব্যতীত অন্য কোন হুকুম অবতীর্ণ হয় নাই। আয়াতটি হইল এই :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ

অর্থ : সামান্য পরিমাণ নেক আমল করিলে তাহাও সে দেখিতে পাইবে আর সামান্য পরিমাণ মন্দ আমল করিলে তাহাও সে দেখিতে পাইবে। (আল-কুরআন-৯৯ : ৭-৮)

٤ – **حدّثنى** عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَعْمَرٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً رَجُلٌ أَخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ، يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلاً بَعْدَهُ ؟ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِيْ غُنَيْمَتِهِ يُقِيْمُ الصَّلاَةَ ، وَيُؤْتِى الزَّكَاةَ ، وَيَعْبُدُ اللّٰهَ ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا .

রেওয়ায়ত ৪

আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির কথা তোমাদেরকে বলিব কি? যে ব্যক্তি স্বীয় ঘোড়ার লাগাম হাতে নিয়া আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদে লিপ্ত থাকে, সেই ব্যক্তি হইল সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। অতঃপর সর্বোচ্চ মর্যাদা হইল ঐ ব্যক্তির যে ব্যক্তি বকরীর এক পাল নিয়া এক কোণে পড়িয়া থাকে, নামায পড়ে, যাকাত দেয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ইবাদতে লিপ্ত হইয়া থাকে আর কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক করে নাই।

٥ – **حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ قَالَ : بَايَعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ ، وَالْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ ، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَأَنْ نَقُوْلَ أَوْ نَقُوْمَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا ، لاَ نَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ .

রেওয়ায়ত ৫

উবাদা ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন, সচ্ছল ও অসচ্ছল সকল অবস্থায় এবং সুখে ও দুঃখে কথা শোনার, আনুগত্য প্রদর্শন করার, উপযুক্ত মুসলিম প্রশাসকদের সহিত বিবাদ না করার, সকল স্থানে সত্য বলার এবং আল্লাহ্‌র কাজে নিন্দুকের নিন্দা গ্রাহ্য না করার উপরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাতে আমরা বায়'আত করিয়াছি।

٦ – **حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، قَالَ : كَتَبَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ ، إِلٰى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ ، يَذْكُرُ لَهُ جُمُوْعًا مِنَ الرُّوْمِ ، وَمَا يَتَخَوَّفُ مِنْهُمْ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ مَهْمَا يَنْزِلُ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ مِنْ مُنْزَلِ شِدَّةٍ ، يَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَهُ فَرَجًا . وَأَنَّهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ وَأَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهِ – يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

রেওয়ায়ত ৬

যাইদ ইব্ন আসলাম (রা) বর্ণনা করেন-আবূ উবায়দা ইবনুল জার্রাহ (রা) রোমক বাহিনীর শক্তিমত্তা ও নিজেদের আশংকাজনক অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া উমর বিন খাত্তাব (রা)-এর নিকট পত্র লিখিলে উমর (রা) উত্তরে লিখিয়াছিলেন : হামদ ও সালাতের পর। জানিয়া রাখুন, মু'মিনের উপর যখনই কোন বিপদ আসুক না কেন আল্লাহ তাহা দূরীভূত করিয়া দেন। মনে রাখিবেন, একবারের কষ্ট কখনো দুইবারের সুখ ও আরামের উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ أٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

ওহে মু'মিনগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা কর এবং প্রতিরক্ষায় দৃঢ় হইয়া থাক আর আল্লাহ্কে ভয় কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার।

(٢) باب النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو

পরিচ্ছেদ ২ : শত্রুর দেশে কুরআনুল করীম লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ

٧ – **حدّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْاٰنِ اِلٰى اَرْضِ الْعَدُوِّ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذٰلِكَ ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ .

রেওয়ায়ত ৭

নাফি' (রা) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন : শত্রুর দেশে কুরআন লইয়া যাইতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (রা) বলেন : এই নিষেধাজ্ঞার কারণ হইল, শত্রুরা যেন কুরআন শরীফের অবমাননা করার সুযোগ না পায়।

(٣) النهى عن قتل النساء والولد انه فى الغزو

পরিচ্ছেদ ৩ : যুদ্ধে নারী ও শিশু হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা

٨ – **حدّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ لْكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ (حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ كَعْبٍ) أَنَّهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الَّذِيْنَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ . قَالَ : فَكَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُوْلُ : بَرَّحَتْ بِنَا امْرَأَةُ ابْنُ أَبِي الْحُقَيْقِ بِالصِّيَاحِ فَأَرْفَعُ السَّيْفَ عَلَيْهَا ثُمَّ أَذْكُرُ نَهْيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَأَكُفُّ وَلَوْلاَ ذٰلِكَ اسْتَرَحْنَا مِنْهَا.

রেওয়ায়ত ৮

আবদুর রহমান ইব্‌ন কা'ব (রা) বলেন, ইব্‌ন আবুল হুকাইককে যাহারা হত্যা করিতে গিয়াছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে নারী ও শিশু হত্যা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। ইব্‌ন কা'ব বলেন : ঐ কার্যে নিয়োজিতদের একজন বলিয়াছেন : ইব্‌ন আবুল হুকাইকের স্ত্রী চিৎকার করিয়া আমাদের তৎপরতা ফাঁস করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহাকে হত্যা করার জন্য তলওয়ার উঠাইয়াছিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিষেধাজ্ঞা মনে পড়িতেই আবার নামাইয়া ফেলিয়াছিলাম। আর তাহা না হইলে তাহাকেও সেখানে শেষ করিয়া আসিতাম![১]

٩- **حدَّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ ، وَنَهٰى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

রেওয়ায়ত ৯

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন এক যুদ্ধে একজন স্ত্রীলোককে নিহত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইয়া এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করেন এবং যুদ্ধে নারী ও শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করেন।

١٠ - **حدَّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ بَعَثَ جُيُوْشًا إِلَى الشَّامِ ، فَخَرَجَ يَمْشِيْ مَعَ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ وَكَانَ أَمِيْرَ رُبْعٍ مِنْ تِلْكَ الْاَرْبَاعِ فَزَعَمُوْا اَنْ يَزِيْدَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ : إِمَّا أَنْ تَرْكَبَ ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِلَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا أَنْتَ بِنَازِلٍ ، وَمَا أَنَا بِرَاكِبٍ إِنِّيْ أَحْتَسِبُ خُطَاىَ هٰذِه فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ : إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوْا أَنَّهُمْ حَبَّسُوْا أَنْفُسَهُمْ لِلّٰهِ . فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوْا أَنَّهُمْ حَبَّسُوْا أَنْفُسَهُمْ لَهُ . وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوْا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوْسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوْا عَنْهُ بِالسَّيْفِ . وَأَنِّيْ مُوْصِيْكَ بِعَشْرٍ : لاَ تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ، وَلاَ صَبِيًّا ، وَلاَ كَبِيْرًا هَرِمًا ، وَلاَ تَقْطَّعْنَ شَجَرًا مُثْمِرًا ، وَلاَ تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا ، وَلاَ تَعْقِرَنَّ شَاةً ، وَلاَ بَعِيْرًا ، إِلاَّ لِمَأْكَلَةٍ . وَلاَ تَحْرِقَنَّ نَحْلاً ، وَلاَ تُفَرِّقَنَّهُ ، وَلاَ تَغْلُلْ وَلاَ تَجْبُنْ .

রেওয়ায়ত ১০

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা) বর্ণিত-আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সিরিয়ায় এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত বাহিনীর এক-চতুর্থাংশের অধিনায়ক ছিলেন ইয়াযিদ ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)। বিদায়ের সময় তিনি তাঁহার সঙ্গে কিছুদূর পদব্রজে গমন করেন। তখন ইয়াযিদ (রা) বলিলেন : আমীরুল মু'মিনীন! হয়

১. ইব্‌ন আবুল হুকাইক খায়বরের এক ইহুদী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাহাকে হত্যা করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) পাঁচ সদস্যের একটি কমান্ডো দল প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা বুখারী শরীফে রহিয়াছে।

আপনি সওয়ারীতে আরোহণ করিয়া চলুন, না হয় আমি নামিয়া পড়ি এবং আমিও হাঁটিয়া চলি। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন : তুমিও হাঁটিয়া চলিতে পার না আর আমিও সওয়ার হইতে পারিব না। আমার এই হাঁটাকে আমি আল্লাহ্‌র পথে কদম ফেলা বলিয়া বিশ্বাস করি। অতঃপর তিনি আরো বলিলেন : সেখানে কিছু এমন ধরনের লোক তুমি দেখিবে যাহারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিবেদিত বলিয়া মনে করে (অর্থাৎ খৃস্টান পাদ্রী)। তাহাদিগকে তাহাদের অবস্থায় ছাড়িয়া দিও। কিছু এমন লোক দেখিবে যাহারা মধ্যভাগে মাথা মুন্ডন করে (তৎকালে অগ্নি উপাসকদের এই রীতি ছিল।) তাহাদিগকে সেখানেই তলোয়ার দিয়া উড়াইয়া দিবে। দশটি বিষয়ে তোমাকে আমি বিশেষ উপদেশ দিতেছি। উহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও। নারী, শিশু ও বৃদ্ধদিগকে হত্যা করিবে না। ফলন্ত বৃক্ষ কাটিও না, আবাদ ভূমিকে ধ্বংস করিও না, খাওয়ার উদ্দেশ্যে ভিন্ন বকরী বা উট হত্যা করিও না, মৌমাছির মৌচাক পোড়াইয়া দিও না অথবা পানিতে ডুবাইয়া দিও না, গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মাল হইতে কিছু চুরি করিও না, হতোদ্যম বা ভীরু হইও না।

١١ - حدّثنى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَامِلٍ مِنْ عُمَّالِهِ : أَنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُوْلُ لَهُمْ : « اغْزُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ . تُقَاتِلُوْنَ مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ . لاَتَغُلُّوا . وَلاَ تَغْدِرُوْا . وَلاَ تُمَثِّلُوْا ، وَلاَ تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا » . وَقُلْ ذٰلِكَ لِجُيُوْشِكَ وَسَرَايَاكَ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ .

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (রা) জ্ঞাত হইয়াছেন-উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (রা) তাঁহার জনৈক শাসনকর্তাকে লিখিয়াছিলেন : আমি জানিতে পারিয়াছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন কোন দিকে সৈন্যদল প্রেরণ করিতেন তখন তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া বলিতেন : তোমরা আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌রই পথে জিহাদ করিয়া যাও। যাহারা আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করিয়াছে, কুফরী করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধেই তোমরা এই জিহাদ করিতেছ। খেয়ানত করিও না, ওয়াদা ভঙ্গ করিও না, কাহারো নাক-কান কাটিয়া বিকৃত করিও না, শিশু ও নারীদিগকে হত্যা করিও না। অন্য সেনাদল ও বাহিনীকেও এই কথাগুলি শুনাইয়া দিও। আল্লাহ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ করুন, তোমাদিগকে নিরাপদে রাখুন।

(٤) باب ماجاء في الوفاء بالأمان

পরিচ্ছেদ ৪ : নিরাপত্তা চুক্তি প্রসঙ্গ

١٢ - حدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْكُوْفَةِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عَامِلِ جَيْشٍ ، كَانَ بَعَثَهُ : إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْجَ . حَتّٰى إِذَا أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ وَامْتَنَعَ . قَالَ رَجُلٌ مَطْرَسْ (يَقُوْلُ لاَ تَخَفْ) فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَتَلَهُ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لاَ أَعْلَمُ مَكَانَ وَاحِدٍ فَعَلَ ذٰلِكَ إِلاَّ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ .

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : لَيْسَ هٰذَا الْحَدِيْثُ بِالْمُجْتَمَعِ عَلَيْهِ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالْأَمَانِ ، أَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . وَإِنِّي أَرَى أَنْ يُتَقَدَّمَ إِلَى الْجُيُوْشِ : أَنْ لاَّ تَقْتُلُوْا أَحَدًا أَشَارُوْا إِلَيْهِ بِالْأَمَانِ . لأَنَّ الْإِشَارَةَ عِنْدِيْ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ . وَإِنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ ، إِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ .

রেওয়ায়ত ১২

মালিক (রা) কুফার জনৈক ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন-উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) জনৈক সেনাধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন : জানিতে পারিলাম, অনারব কাফেরদের মধ্যে কেহ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া পাহাড়ে আশ্রয় নিলে তোমাদের কেহ তাহাকে ডাকিয়া বলে, "তোমার কোন ভয় নাই", পরে হাতের মুঠায় পাইয়া আবার তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম, সত্যই যদি কাহাকেও আমি কোনদিন এমন (ওয়াদা ভঙ্গ) করিতে দেখিতে পাই, তবে তাহার গর্দান উড়াইয়া দিব।

মালিক (র) বলেন : এই হাদীসটি সম্পর্কে আলিমগণ একমত নহেন এবং ইহার উপর আমল নাই।[১]

মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল- ইশারা ইঙ্গিতে যদি কেহ কাহাকে আমান বা নিরাপত্তা প্রদান করে, তবে কি তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে? তিনি বলিলেন; হ্যাঁ, আমি মনে করি সৈন্যদিগকে যেন বলিয়া দেওয়া হয় যে, ইশারা করিয়া যাহাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছে তাহাকে যেন হত্যা না করে। কারণ আমার মতে ইশারাও ভাষার মতোই। আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন : যে জাতি চুক্তি ভঙ্গ করে, সেই জাতির উপর শত্রু চাপাইয়া দেওয়া হয়।

(٥) باب العمل فيمن أعطى شيئا فى سبيل الله

পরিচ্ছেদ ৫ : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে দান করিল তাহার কি হুকুম

١٣ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا. فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى ، فَشَأْنَكَ بِهِ .

রেওয়ায়ত ১৩

নাফি' (রা) হইতে বর্ণিত-আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) জিহাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু দিতেন, তবে বলিতেন : ওয়াদি-এর কুরায় যখন পৌঁছিবে তখন ইহা তোমার।[২]

১. কাজটি হারাম বটে, কিন্তু কাফেরের বদলায় মুসলমানকে হত্যা করা অন্য একটি সহীহ্ হাদীসে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে।

২. ওয়াদি-এ কুরা খায়বরের নিকটবর্তী একটি স্থান। সেখানেই তৎকালীন সেনা শিবির ছিল। সেখানে গেলে বুঝা যাইত যে, সত্যই জিহাদ তাহার উদ্দেশ্য।

١٤ – حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُوْلُ إِذَا أُعْطِىَ الرَّجُلُ الشَّىْءَ فِى الْغَزْوِ ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ ، فَهُوَ لَهُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ . حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبْوَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا . فَقَالَ : لاَ يُكَابِرْهُمَا . وَلٰكِنْ يُؤَخِّرُ ذٰلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ . فَأَمَّا الْجِهَازُ ، فَإِنِّىْ أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ . فَإِنْ خَشِىَ أَنْ يَفْسُدَ ، بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ ، حَتَّى يَشْتَرِىَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ . فَإِنْ كَانَ مُوْسِرًا ، يَجِدُ مِثْلَ جِهَازِهِ إِذَا خَرَجَ ، فَلْيَصْنَعْ بِجِهَازِهِ مَا شَاءَ .

রেওয়ায়ত ১৪

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত-সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) বলিতেন : কাহাকেও যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে কোন কিছু দেওয়া হয় আর ঐ ব্যক্তি জিহাদের স্থানে পৌছিয়া যায়, তবে উহা তাহার হইয়া যাইবে।

মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল-কেহ যদি জিহাদ করার মানত করে আর তাহার পিতামাতা বা তাহাদের কোন একজন যদি তাহাকে জিহাদে যাইতে নিষেধ করে তবে সে কি করিবে? তিনি বলিলেন : আমার মতে মাতাপিতার অবাধ্যতা করা উচিত নহে এবং আপাতত জিহাদ আরেক বৎসর পর্যন্ত মওকুফ করিয়া রাখিবে, জিহাদের উপকরণসমূহও হেফাজত করিয়া রাখিবে।

নষ্ট হইয়া পড়ার আশংকা দেখা দিলে সে এইগুলি বিক্রি করিয়া মূল্য সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে, যাহাতে সে আগামী বৎসর ইহা দ্বারা পুনরায় অস্ত্র ক্রয় করিতে পারে। তবে সে যদি সম্পদশালী হয় এবং ইচ্ছা মত অস্ত্র ক্রয় করার শক্তি যদি তাহার থাকে তাহা হইলে ঐ অস্ত্র যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।

(٦) باب جامع النفل فى الغزو

পরিচ্ছেদ ৬ : যুদ্ধে প্রাপ্ত নফল প্রসঙ্গ

রেওয়ায়ত ১৫

١٥ – حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَعَثَ سَرِيَّةً فِيْهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ . فَغَنِمُوْا إِبِلاً كَثِيْرَةً . فَكَانَ سُهْمَانُهُمْ اِثْنَىْ عَشَرَ بَعِيْرًا . أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيْرًا وَنُفِّلُوْا بَعِيْرًا بَعِيْرًا .

নাফি' (রা) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নজ্দ এলাকার দিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি সেনাদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-ও ইহাতে শরীক

ছিলেন। গনীমত হিসাবে অনেক উট ধরা পড়ে। প্রত্যেকেই বারটি বা এগারটি করিয়া উট প্রাপ্ত হন এবং প্রত্যেককেই আরো একটি করিয়া নফল (হিস্যাতিরিক্ত) দেওয়া হয়।[১]

١٦ - حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ: كَانَ النَّاسُ فِى الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوْا غَنَائِمَهُمْ، يَعْدِلُوْنَ الْبَعِيْرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ.

قَالَ مَالِكٌ فِى الأَجِيْرِ فِى الْغَزْوِ : إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَكَانَ حُرًّا ، فَلَهُ سَهْمُهُ . وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ ، فَلاَ سَهْمَ لَهُ . وَأَرَى أَنْ لاَيُقْسَمَ إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الأَحْرَارِ .

রেওয়ায়ত ১৬

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (রা) বর্ণনা করেন, তিনি সাঈদ-ইব্ন মুসায়্যাব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, জিহাদের মালে গনীমত বন্টন করার সময় একটি উট দশটি বকরীর সমান বলিয়া গণ্য করা হইত।

মালিক (রা) বলেন : জিহাদে যদি কেহ মজুর হিসাবে শরীক হয় আর অন্য মুজাহিদের সহিত সেও যদি যুদ্ধে উপস্থিত থাকে ও যুদ্ধ করে, আর সে আযাদ ব্যক্তি হয়, তবে গনীমত হইতে তাহাকেও হিস্যা প্রদান করা হইবে। আর যদি সে যুদ্ধে শরীক না হয় তবে সে হিস্যা পাইবে না। মালিক (রা) বলেন : আমি মনে করি, স্বাধীন ব্যক্তি যাহারা যুদ্ধে শরীক হয় তাহারা ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য গনীমতের অংশ বরাদ্দ হইবে না।

(৭) باب مالا يجب فيه الخمس

পরিচ্ছেদ ৭ : যে ধরনের সম্পদে এক-পঞ্চমাংশ আদায় করা ওয়াজিব নহে

قَالَ مَالِكٌ فِيْمَنْ وُجِدَ مِنَ الْعَدُوِّ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ بِأَرْضِ الْمُسْلِمِيْنَ ، فَزَعَمُوْا أَنَّهُمْ تُجَّارٌ وَأَنَّ الْبَحْرَ لَفِظَهُمْ . وَلاَ يَعْرِفُ الْمُسْلِمُوْنَ تَصْدِيْقَ ذٰلِكَ إِلاَّ أَنَّ مَرَاكِبَهُمْ تَكَسَّرَتْ ، أَوْ عَطِشُوْا فَنَزَلُوْا بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُسْلِمِيْنَ : أَرَى أَنَّ ذٰلِكَ لِلإِمَامِ . يَرَى فِيْهِمْ رَأْيَهُ . وَلاَ أَرَى لِمَنْ أَخَذَهُمْ فِيْهِمْ خُمُسًا .

মালিক (র) বলেন : মুসলিম দেশে সমুদ্রর তীরে যদি কোন (শত্রুদেশের) কাফের পাওয়া যায়, আর যদি সে বলে : আমরা ব্যবসায়ী লোক, পানির টানে এই দিকে আসিয়া পড়িয়াছি। আর মুসলমানদের নিকট ঐ বিবৃতি বিশ্বাসযোগ্য না হয় বরং তাহার অবস্থাদৃষ্টে ধারণা হয় যে, জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বা পানির জন্য সে মুসলমানদের বিনানুমতিতেই এইখানে নামিয়া আসিয়াছে, তবে এই ব্যক্তির ব্যাপারটি দেশের শাসনকর্তার ইখ্তিয়ারাধীন হইবে। যে ব্যক্তি তাহাকে গ্রেফতার করিয়াছে, সে তাহার সম্পত্তির এক-পঞ্চমাংশ পাইবে না।

১. গনীমতের সাফল্য সম্পদ পাঁচ ভাগে বন্টন করা হয়। এক ভাগ সরকারী তহবিলে সংরক্ষিত হয়। আর চার ভাগ মুজাহিদগণের মধ্যে বন্টন করা হয়।

(٨) باب ما يجوز للمسلمين اكله قبل الخمس

পরিচ্ছেদ ৮ : এক-পঞ্চমাংশ আলাদা করার পূর্বে গনীমত হইতে যে সমস্ত জিনিস আহার করা যায়

قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُوْنَ إِذَا دَخَلُوْا أَرْضَ الْعَدُوِّ مِنْ طَعَامِهِمْ ، مَاوَجَدُوْا مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ فِى الْمَقَاسِمِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَأَنَا أَرَى الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ . يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُوْنَ إِذَا دَخَلُوْا أَرْضَ الْعَدُوِّ . كَمَا يَأْكُلُوْنَ مِنَ الطَّعَامِ . وَلَوْ أَنَّ ذٰلِكَ لاَ يُؤْكَلُ حَتّٰى يَحْضُرَ النَّاسُ الْمَقَاسِمَ ، وَيُقْسَمَ بَيْنَهُمْ ، أَضَرَّ ذٰلِكَ بِالْجُيُوْشِ . فَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أُكِلَ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ ، عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوْفِ . وَلاَ أَرَى أَنْ يَدَّخِرَ أَحَدٌ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا يَرْجِعُ بِهِ إِلٰى أَهْلِهِ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الطَّعَامَ فِى أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَيَتَزَوَّدُ ، فَيَفْضُلُ مِنْهُ شَىْءٌ ، أَيَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ فَيَأْكُلُهُ فِى أَهْلِهِ ، أَوْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ بِلاَدَهُ فَيَنْتَفِعَ بِثَمَنِهِ ؟ قَالَ مَالِكٌ : إِنْ بَاعَهُ وَهُوَ فِى الْغَزْوِ ، فَإِنِّىْ أَرَى أَنْ يَجْعَلَ ثَمَنَهُ فِى غَنَائِمِ الْمُسْلِمِيْنَ . وَإِنْ بَلَغَ بِهِ بَلَدَهُ ، فَلاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَهُ وَيَنْتَفِعَ بِهِ ، إِذَا كَانَ يَسِيْرًا تَافِهًا .

মালিক (র) বলেন : মুসলমানগণ শত্রুর দেশে খাদ্যদ্রব্য পাইলে বন্টনের পূর্বে তাহা আহার করিতে পারে। ইহাতে দোষের কিছু নাই।

মালিক (র) বলেন : উট, গরু, বকরীকে আমি খাদ্যসামগ্রীর অন্তর্গত মনে করি, দুশমনের দেশে প্রবেশ করিলে মুসলিমগণ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের মতো এই সবও খাইতে পারে। এমন বস্তু যাহা আহার না করিয়া বন্টনের জন্য একত্র করিলে সেনাদের কষ্ট হয় তাহা প্রয়োজনানুসারে ন্যায়নীতির সহিত ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে বাড়িতে নিয়া যাওয়ার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখা জায়েয নহে।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল-কেহ যদি কাফেরদের দেশে আহারযোগ্য কিছু পাইয়া উহা খাইয়া ফেলে এবং অবশিষ্ট খাদ্য বাড়ি নিয়া আসে বা পথে বিক্রয় করিয়া পয়সা নিয়া নেয় তবে কি হইবে? তিনি বলিলেন : জিহাদে লিপ্ত থাকা অবস্থায় যদি বিক্রয় করে, তবে উহা গনীমতের মালের সহিত সংযুক্ত হইবে। বাড়ি চলিয়া আসিলে উহা খাওয়া বা উহার মূল্য স্বীয় কাজে ব্যবহার করা জায়েয আছে যদি সামান্য এবং মামুলি ধরনের (যেমন গোশ্‌ত, রুটি ইত্যাদি) জিনিস হয়।

(٩) باب مايرد قبل ان يقع القسم مما أصاب العدو

পরিচ্ছেদ ৯ : গনীমতের মাল হইতে বন্টনের পূর্বে যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়

١٧ - **حدّثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَبَقَ . وَأَنَّ فَرَسًا لَهُ عَارَ . فَأَصَابَهُمَا الْمُشْرِكُوْنَ . ثُمَّ غَنِمَهُمَا الْمُسْلِمُوْنَ . فَرُدَّا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تُصِيْبَهُمَا الْمَقَاسِمُ .

قَالَ ، وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : فِيْمَا يُصِيْبُ الْعَدُوُّ مِنْ أَمْوَالِ الْمُسْلِمِيْنَ : إِنَّهُ إِنْ أُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِيْهِ الْمَقَاسِمُ ، فَهُوَ رَدٌّ عَلَى أَهْلِهِ . وَأَمَّا مَا وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَقَاسِمُ ، فَلاَ يُرَدُّ عَلَى أَحَدٍ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ حَازَ الْمُشْرِكُوْنَ غُلاَمَهُ ، ثُمَّ غَنِمَهُ الْمُسْلِمُوْنَ . قَالَ مَالِكٌ : صَاحِبُهُ أَوْلٰى بِهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ ، وَلاَ قِيْمَةٍ ، وَلاَ غُرْمٍ ، مَالَمْ تُصِبْهُ الْمَقَاسِمُ . فَإِنْ وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَقَاسِمُ ، فَإِنِّىْ أَرَى أَنْ يَكُوْنُ الْغُلاَمُ لِسَيِّدِهِ بِالثَّمَنِ ، إِنْ شَاءَ .

قَالَ مَالِكٌ فِىْ أُمِّ وَلَدِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، حَازَهَا الْمُشْرِكُوْنَ ، ثُمَّ غَنِمَهَا الْمُسْلِمُوْنَ فَقُسِمَتْ فِى الْمَقَاسِمِ ، ثُمَّ عَرَفَهَا سَيِّدُهَا بَعْدَ الْقَسْمِ : إِنَّهَا لاَ تَسْتَرَقُّ . وَأَرَى أَنْ يَفْتَدِيَهَا الْإِمَامُ لِسَيِّدِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْتَدِيَهَا وَلاَ يَدَعُهَا . وَلاَ أَرَى لِلَّذِىْ صَارَتْ لَهُ أَنْ يَسْتَرِقَّهَا ، وَلاَ يَسْتَحِلُّ فَرْجَهَا . وَإِنَّمَا هِىَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرَّةِ . لأَنَّ سَيِّدَهَا يُكَلَّفُ أَنْ يَفْتَدِيَهَا ، إِذَا جَرَحَتْ . فَهٰذَا بِمَنْزِلَةِ ذٰلِكَ . فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ أُمَّ وَلَدِهِ تُسْتَرَقُّ ، وَيُسْتَحَلُّ فَرْجُهَا .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلٰى أَرْضِ الْعَدُوِّ فِي الْمُفَادَاةِ ، أَوْ فِى التِّجَارَةِ ، فَيَشْتَرِى الْحُرَّ أَوِ الْعَبْدَ ، أَوْ يُوْهَبَانِ لَهُ . فَقَالَ : أَمَّا الْحُرُّ ، فَإِنْ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ ، دَيْنٌ عَلَيْهِ . وَلاَ يُسْتَرَقُ . وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ ، فَهُوَ حُرٌّ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ . إِلاَّ أَنْ يَّكُوْنَ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيْهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى الْحُرِّ . بِمَنْزِلَةِ مَااشْتَرِى بِهِ . وَأَمَّا الْعَبْدُ ، فَأَنْ سَيِّدَهُ الأَوَّلَ مُخَيَّرُ فِيْهِ . إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَهُ ، وَيَدْفَعُ إِلَى الَّذِىْ اشْتَرَاهُ ثَمَنَهُ ، فَذٰلِكَ لَهُ . وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسْلِمَهُ أَسْلَمَهُ .وَإِنْ كَانَ وُهِبَ لَهُ فَسَيِّدُهُ الأَوَّلُ أَحَقُّ بِهِ . وَلاَ شَىْءُ عَلَيْهِ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنُ الرَّجُلُ أَعْطَى فِيْهِ شَيْئًا مُكَافَأَةً ، فَيَكُوْنُ مَا أَعْطَى فِيْهِ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ .

রেওয়ায়ত ১৭

মালিক (র) জ্ঞাত হইয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন (রা)-এর একজন গোলাম ঘোড়াসহ পলাইয়া কাফেরদের হাতে পড়িয়া গিয়াছিল। পরে উহা গনীমতের মাল হিসাবে পুনরায় মুসলমানদের হস্তগত হয়। তখন বন্টনের পূর্বেই 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা)-কে এইগুলি ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

ইয়াহ্ইয়া মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, কাফেরদের হাতে মুসলমানদের কোন কিছু পাওয়া গেলে বন্টনের পূর্বে উহা পূর্ব মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করা হইবে। বন্টন হইয়া গেলে আর উহা প্রত্যর্পণ করা হইবে না।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল— কোনো মুসলমানের উম্মু ওয়ালাদ যদি কাফেররা লইয়া যায়, পরে গনীমত হিসাবে যদি পুনরায় উহা মুসলমানদের হস্তগত হয়, তবে কি করা হইবে? তিনি বলিলেন : বন্টনের পূর্বে উহাকে কোনরূপে বিনিময় ব্যতিরেকে পূর্ব মালিকের নিকই ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। আমার মতে বন্টনের পর মালিক ইচ্ছা করিলে মূল্য দিয়া উহাকে নিয়া যাইতে পারিবে।

মালিক (র) বলেন : কোনো মুসলমানের উম্মে ওয়ালাদ[১] দাসীকেও যদি কাফেরগণ ছিনাইয়া লইয়া যায়, পরে সে গনীমতের মাল হিসাবে হস্তগত হয়, আর বন্টন হইয়া যাওয়ার পরে যদি মালিক তাহাকে চিনিতে পারে, তবুও তাহাকে দাসী বানান যইবে না। আমে মনে করি, তখন সরকারের কর্তব্য হইবে তাহার ফিদয়া আদায় করিয়া তাহার মালিকের নিকট প্রত্যর্পণ করা। মালিক (র) বলেন : সরকার যদি এইরূপ না করে তবে পূর্ব মালিক তাহার ফিদ্য়া আদায় করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া লইয়া যাইবে। বন্টনের পর যাহার ভাগে সে পড়িয়াছিল তাহার জন্য তাহাকে দাসী বানান বা তাহার সহিত যৌন মিলন জায়েয নহে। উম্মে ওয়ালাদ আযাদ দাসীর মতোই। উম্মে ওয়ালাদ যদি কাহাকেও আঘাত করিয়া যখমী করিয়া ফেলে তবে মালিকের উপর ফিদ্য়া আদায় করিয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া মালিকের উপর জরুরী। তাহাকে মুক্ত না করিয়া ঐ অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া এবং তাহাকে পুনরায় দাসী বানান ও তাহার সহিত যৌন সম্ভোগ কোনক্রমেই জায়েয হইবে না।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কেহ কোন মুসলমানকে মুক্ত করিয়া আনার উদ্দেশ্যে বা ব্যবসা করিতে কাফেরদের অঞ্চলে গেল আর সেখানে আযাদ ও ক্রীতদাস উভয় ধরনের মানুষ ক্রয় করিয়া নিয়া আসিল বা কাফেরগণ তাহাকে হিবা হিসাবে দান করিল। এখন এই ব্যক্তির বিষয়ে কি হুকুম হইবে? তিনি বলিলেন : আযাদ ব্যক্তিকে ক্রয় করিয়া নিয়া আসিলে তাহাকে ক্রীতদাস বানান যাইবে না। আর তাহার মূল্য তখন ঋণ হিসাবে ধরা হইবে। হিবা হিসাবে নিয়া আসিয়া থাকিলে ঐ ব্যক্তি আযাদ হিসাবেই বহাল থাকিবে আর আনয়নকারী ব্যক্তি কিছুই পাইবে না। তবে হিবার বিনিময়ে সে সেখানে কোন কিছু আদায় করিয়া থাকিলে তৎপরিমাণ টাকা দিয়া তাহাকে ক্রয় করিয়া আনিল। আর ঐ ব্যক্তি যদি কোন দাস ক্রয় করিয়া আনে, তবে পূর্ব মালিকের ইখতিয়ার থাকিবে। ইচ্ছা করিলে মূল্য আদায় করিয়া তাহাকে সে নিয়া যাইতে পারিবে আর ইচ্ছা করিলে তাহাকে ঐ ব্যক্তির নিকট ছাড়িয়াও দিতে পারিবে।

হিবা হিসাবে পাইয়া থাকিলে পূর্ব মালিক তাহাকে এমনিই নিয়া যাইতে পারিবে। হিবার বিনিময়ে কিছু ব্যয় করিয়া থাকিলে তৎপরিমাণ টাকা আদায় করিয়া তবে পূর্ব মালিক তাহাকে নিতে পারিবে।

---

১. যে দাসীর গর্ভে মালিকের ঔরসজাত সন্তানের জন্ম হইয়াছে সে দাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বলা হয়।

(١٠) باب ماجاء فى السلب فى النفل

পরিচ্ছেদ ১০ : নফল হিসাবে কোন সৈনিককে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করা

١٨ – حدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِىْ مُحَمَّدٍ ، مَوْلَى أَبِىْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِى قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ. فَلَمَّا الْتَقَيْنَا ، كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةٌ . قَالَ : فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ قَدْ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. قَالَ : فَاسْتَدَرْتُ لَهُ ، حَتّٰى أَتَيْتَهُ مِنْ وَّرَائِهِ ، فَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلٰى حَبْلِ عَاتِقِهِ. فَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِىْ ضَمَّةً ، وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ ، فَأَرْسَلَنِىْ. قَالَ : فَلَقِيْتُ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ. فَقُلْتُ : مَا بَالُ النَّاسِ ؟ فَقَالَ : أَمْرُ اللّٰهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوْا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَّهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَ فَقُمْتُ ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ يَّشْهَدُلِىْ ؟ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ «مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً ، لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ ، فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَ فَقُمْتُ . ثُمَّ قُلْتُ : مَنْ يَشْهَدُلِىْ؟ ثَمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ الثَّالِثَةَ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «مَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةَ ؟» قَالَ : فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : صَدَقَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَسَلَبُ ذٰلِكَ الْقَتِيْلِ عِنْدِىْ فَأَرْضِهِ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : لاَ هَاءَ اللّٰهِ إِذَا لاَ يَعْمِدُ إِلٰى اَسَدٍ مِنْ أَسَدِ اللّٰهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ، فَيُعْطِيْكَ سَلَبَهُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «صَدَقَ . فَأَعْطِهِ إِيَّاهُ» فَأَعْطَانِيَهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ . فَاشْتَرَيْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِىْ بَنِىْ سَلِمَةَ. فَإِنَّهُ لأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِى الإِسْلاَمِ.

রেওয়ায়ত ১৮

আবূ কাতাদা ইব্‌ন রিব্‌য়ী (রা) বর্ণনা করেন- হুনায়ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত আমরা বাহির হইলাম। প্রচণ্ড চাপে মুসলমানগণ হটিয়া আসেন। কোন এক কাফের সৈন্যকে তখন জনৈক মুসলিম সৈন্যের উপর জয়ী হইয়া যাইতেছে দেখিয়া পিছন হইতে আমি ঐ কাফের সৈন্যটির ঘাড়ে তলওয়ারের এক কোপ বসাইলাম। সে তখন দৌড়াইয়া আমাকে ধরিয়া এমন চাপ দিল যে, আমার মৃত্যুর স্বাদ অনুভূত হইতে লাগিল। শেষে সে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িল। পরে উমর (রা) ইব্‌ন খাত্তাবের সহিত আমার সাক্ষাত হইল। আমি বলিলাম: মানুষের একি হইল! তিনি বলিলেন : আল্লাহ্‌র হুকুম। শেষে মুসলিম সৈন্যগণ আবার ময়দানে ফিরিয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সময় ঘোষণা করিলেন : সাক্ষী পেশ করিতে পারিলে যে তাহাকে হত্যা করিয়াছে তাহার আসবাবপত্র সে-ই পাইবে।

আবূ কাতাদা বলেন : এই ঘোষণা শুনিয়া আমি দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম: আমার জন্য কে সাক্ষ্য দেবে? এই কথা বলিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পুনরায় ঐ কথা ঘোষণা করিলেন।

আমি আবার দাঁড়াইলাম এবং বলিলাম : আমার জন্য কে সাক্ষ্য দিবে ? এই কথা বলিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম। তৃতীয়বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই কথা ঘোষণা করিলেন। আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম তখন বলিলেন : আবূ কাতাদা, তোমার কি হইল ? সমস্ত ঘটনা তখন আমি তাঁহাকে বিবৃত করিলাম। তখন এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্র রাসূল, ইনি সত্যিই বলিয়াছেন। ঐ নিহত কাফেরটির আসবাবপত্র আমার নিকট আছে। আপনি তাহাকে রাজী করাইয়া ঐ আসবাবপত্র আমাকে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আবূ বকর (রা) তখন বলিলেন: আল্লাহ্র কসম, কখনো নয়।

আপনি এমন কাজ করার ইচ্ছাও করিবেন না। আল্লাহ্র ব্যাঘ্রসমূহ হইতে কোন এক ব্যাঘ্র আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের পক্ষে লড়াই করিবে আর তুমি আসবাবপত্র নিয়া যাইবে, তাহা হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সালাম তখন বলিলেন: আবূ বকর যথার্থই বলিয়াছেন। আবূ কাতাদাকে ঐ আসবাবপত্র দিয়া দাও। শেষে ঐ ব্যক্তি উহা আমাকে দিয়া দিলেন। উহা হইতে একটি বর্ম বিক্রয় করিয়া বনু সালিমা মহল্লায় একটা বাগান ক্রয় করিয়া ফেলিলাম। ইসলাম গ্রহণ করার পর এই সম্পত্তিটুকু আমি লাভ করিতে পারিয়াছিলাম।

١٩ - وحدّثني مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْأَنْفَالِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اَلْفَرَسُ مِنَ النَّفَلِ . وَالسَّلَبُ مِنَ النَّفْلِ قَالَ ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ لِمَسْأَلَتِهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذٰلِكَ أَيْضًا . ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ الأَنْفَالُ الَّتِيْ قَالَ اللّٰهُ فِيْ كِتَابِهِ مَاهِيَ ؟ قَالَ الْقَاسِمُ : فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ حَتَّى كَادَ أَنْ يُحْرِجَهُ ثُمَّ قَالَ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَتَدْرُوْنَ مَا مَثَلُ هٰذَا ؟ مَثَلُ صَبِيْغٍ الَّذِيْ ضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

قَالَ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ قَتَلَ قَتِيْلاً مِنَ الْعَدُوِّ ، أَيَكُوْنُ لَهُ سَلَبُهُ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : لاَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ لأَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ . وَلاَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ مِنَ الْإِمَامِ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الْاَجْتِهَادِ . وَلَمْ يَبْلُغْنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً فَلَهُ سَلَبُهُ" إِلاَّ يَوْمَ حُنَيْنٍ .

রেওয়ায়ত ১৯

কাশিম ইব্ন মুহাম্মাদ (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)- এর নিকট আনফাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে এক ব্যক্তিকে শুনিয়াছিলাম। ইব্ন আব্বাস (রা) তখন উত্তরে বলিয়াছিলেন : ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র

আনফালের মধ্যে শামিল। ঐ ব্যক্তি ঐ প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিলে ইব্ন আব্বাস (রা) পুনরায় ঐ উত্তর প্রদান করেন। তখন ঐ ব্যক্তি বলিল : কুরআনুল করীমে যে আনফালের আলোচনা করা হইয়াছে, সেই আনফাল সম্পর্কে আপনার নিকট জানিতে চাহিতেছি। কাশিম (র) বলেন : ঐ ব্যক্তি বার বার একই কথা বলিতে লাগিল। শেষে ইব্ন আব্বাস (রা) বিরক্ত হইয়া বলিলেন : এই ব্যক্তি সবীগের মতো যাহাকে উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বেত্রদণ্ড দিয়াছিলেন।[১]

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল– মুসলিমদের কোন শত্রুকে হত্যা করিতে পারিলে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কের অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার আসবাবপত্র নিহতকারী পাইতে পারে কি? তিনি বলিলেন: না। ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধান মুনাসিব মনে করিলে এই ধরনের হুকুম জারি করিতে পারেন।

হুনায়ন যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঐ ধরনের নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত হই নাই।

(١١) باب ماجاء فى إعطاء النفل من الخمس

পরিচ্ছেদ ১১ : খুমুস হইতে নফল প্রদান করা

٢٠–حدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفْلَ مِنَ الْخُمُسِ

قَالَ مَالِكٌ وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَىَّ فِىْ ذٰلِكَ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّفَلِ ، هَلْ يَكُوْنُ فِىْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ ؟ قَالَ : ذٰلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاِجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ . وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِىْ ذٰلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوْفٌ مَوْقُوْفٌ ، إِلاَّ اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ . وَلَمْ يَبْلُغْنِىْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَفَّلَ فِىْ مَغَازِيْهِ كُلِّهَا . وَقَدْ بَلَغَنِىْ أَنَّهُ نَفَّلَ فِى بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ . وَإِنَّمَا ذٰلِكَ عَلٰى وَجْهِ الْاَجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ ، فِىْ أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيْمَا بَعْدَهُ .

রেওয়ায়ত ২০

সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলেন : মালে গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ হইতে (সাহাবা যুগের) লোকগণ 'নফল' দিতেন।[২]

মালিক (র) বলেন : এই বর্ণনাটি আমার নিকট উত্তম ।

১. ইরাকের বাসিন্দা এক ব্যক্তি হযরত উমর (রা)-এর আমলে মদীনায় আসিয়া আল-কুরআনের মুতাশাবাহ আয়াতসমূহ নিয়া নানা ধরনের উদ্ভট আলোচনার অবতারণা করিয়া দেয়। হযরত উমর (রা) তখন তাহাকে বেত্রদণ্ড দেন এবং তাহার নিকট যাইতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

২. যুদ্ধলব্ধ মাল হইতে হিস্যার অতিরিক্ত কিছু সাহসিকতার স্বীকৃতি বা উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রদান করাকে ফিকহ্‌র পরিভাষায় 'নফল' বলা হয়। তবে উহা দিতে হইলে সেনাপতিকে পূর্বে ঘোষণা করিতে হইবে।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল– গনীমতের প্রথম ভাগ হইতেই কি নফল দিতে হইবে? তিনি বলিলেন : ইহা রাষ্ট্রপ্রধানের বিবেচনার উপর নির্ভর করে। আমাদের নিকট ইহার নির্দিষ্ট রীতি নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক জিহাদেই নফল দিয়াছেন বলিয়া কোন রেওয়ায়ত আমাদের নিকট পৌঁছে নাই বরং কতক সময় তাহা দিয়াছেন, তন্মধ্যে হুনায়ন একটি। ইহা ইমামের ইচ্ছাধীন।

(١٢) القسم للخيل فى الغزو

পরিচ্ছেদ ১২ : জিহাদে ঘোড়ার অংশ

٢١–**حدّثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ بَلَغَنِىْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَ يَقُوْلُ : لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ . وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ .

قَالَ مَالِكٌ وَ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذٰلِكَ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنْ رَجُلٍ يَحْضُرُ بِأَفْرَاسٍ كَثِيْرَةٍ ، فَهَلْ يُقْسَمُ لَهَا كُلِّهَا ؟ فَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ بِذٰلِكَ . وَلاَ أَرَى أَنْ يُقْسَمَ إِلاَّ لِفَرَسٍ وَاحِدٍ . اَلَّذِىْ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَرَى الْبَرَاذِيْنَ وَالْهُجُنَ إِلاَّ مِنَ الْخَيْلِ . لأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ فِىْ كِتَابِهِ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَعِدُّوْا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ ، تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ–فَأَنَا أَرَى الْبَرَاذِيْنَ وَالْهُجُنَ مِنَ الْخَيْلِ ، إِذَا أَجَازَهَا الْوَالِىْ . وَقَدْ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ . وَسُئِلَ عَنِ الْبَرَاذِيْنَ ، هَلْ فِيْهَا مِنْ صَدَقَةٍ ؟ فَقَالَ : وَهَلْ فِى الْخَيْلِ مِنْ صَدَقَةٍ ؟ .

রেওয়ায়ত ২১

মালিক (র) বলেন : আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলিয়াছেন : গনীমতের মধ্যে ঘোড়ার দুই অংশ এবং অশ্বারোহীর এক অংশ।[১]

মালিক (র) বলেন : আমি উক্ত ধরনের অভিমতই শুনিয়া আসিয়াছি।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল– একজন যদি কয়েকটি ঘোড়া জিহাদে নিয়া আসে তবে সে প্রত্যেকটিরই কি আলাদা হিস্যা পাইবে? তিনি বলিলেন : না, আমি এইরূপ শুনি নাই, যে ঘোড়াটির উপর আহরণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে সেইটির হিস্যাই কেবল সে পাইবে।

১. ইমাম শাফিঈ, মালিক এবং আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-এর মতে অশ্বারোহী তিন হিস্যা এবং পদাতিক এক হিস্যা পাইবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন : অশ্বারোহী দুই হিস্যা আর পদাতিক এক হিস্যা পাইবে।

মালিক (র) বলেন : আমার মতে তুর্কী ঘোড়া এবং সংকর জাতীয় ঘোড়াও সাধারণ ঘোড়ার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হইবে। কেননা কুরআনুল করীমে ইরশাদ হইয়াছে : "ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর তোমাদের আরোহণের জন্য আমি সৃষ্টি করিয়াছি।"[১] আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন, "কাফেরদের মুকাবিলায় যথাশক্তি যুদ্ধাস্ত্র এবং ঘোড়া তৈরি রাখ যাহাতে ইহাদের দ্বারা আল্লাহ্‌র শত্রু এবং তোমাদের শত্রুকে সন্ত্রস্ত রাখিতে পার। "সুতরাং সরকার যখন গ্রহণ করিয়া নেন তখন আমার মতে তুর্কী ও সংকর জাতীয় ঘোড়াও সাধারণ ঘোড়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

মালিক (র) বলেন : সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)- কে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল : তুর্কী ঘোড়ারও কি যাকাত দিতে হইবে? উত্তরে তিনি বলিয়াছেন : ঘোড়ারও আবার যাকাত ওয়াজিব হয় নাকি?

(١٣) باب ماجاء فى الغلول

পরিচ্ছেদ ১৩ : গনীমতের সম্পদ হইতে চুরি করা

٢٢-حدّثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ وَهُوَ يُرِيْدُ الْجِعِرَّانَةَ ، سَأَلَهُ النَّاسُ حَتّٰى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ ، فَتَشَبَّكَتْ بِرِدَائِهِ ، حَتّٰى نَزَعَتْهُ عَنْ ظَهْرِهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « رُدُّوْا عَلَيَّ رِدَائِي . أَتَخَافُوْنَ أَنَّ لاَ أُقْسِمُ بَيْنَكُمْ مَا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ؟ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لَوْ أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ سَمُرِ تِهَامَةَ نَعَمًا، لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ . ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنِيْ بَخِيْلاً ، وَلاَ جَبَانًا، وَلاَ كَذَّابًا » فَلَمَّا نَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ فِي النَّاسِ ، فَقَالَ : « أَدُّوا الْخِيَاطَ وَالْمِخْيَطَ . فَإِنَّ الْغُلُوْلَ عَارٌ ، وَنَارٌ ، وَشَنَارٌ عَلٰى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ ، ثُمَّ تَنَاوَلَ مِنَ الْأَرْضِ وَبَرَةً مِنْ بَعِيْرٍ ، أَوْ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ : « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، مَالِيْ مِمَّا أَفَاءَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ مِثْلُ هٰذِهِ ، إِلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُوْدٌ عَلَيْكُمْ » .

রেওয়ায়ত ২২

আমর ইব্‌ন শোয়াইব (র) হইতে বর্ণিত– হুনায়নের জিহাদ হইতে যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রত্যাবর্তন করিয়া জিয়ির্রানা নামক স্থানের উদ্দেশে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহার নিকট আসিয়া লোকের গনীমতের হিস্যা চাহিতে লাগিল, এমনকি লোকের চাপে তাঁহারা উট বৃক্ষের নিকট চলিয়া গেল এবং তাঁহার চাদর কাঁটায় আটকাইয়া পিঠ হইতে পড়িয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন:

১. তুর্কী এবং সংকর জাতীয় ঘোড়ায়ও মানুষ আরোহণ করিয়া থাকে। ইহা নিঃসন্দেহে গাধা বা খচ্চরের অন্তর্ভুক্ত নহে। সুতরাং ঘোড়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

আমার চাদর আমাকে দাও। তোমরা কি মনে কর, যে জিনিস আল্লাহ্ তোমাদেরকে দিয়াছেন তাহা তোমাদেরকে আমি বাঁটিয়া দিব না? যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম, তিহামা প্রান্তরের বাবলা গাছের মতো এত অধিক সংখ্যক পশুও যদি আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে দান করেন তাহাও তোমাদের মাঝে আমি বন্টন করিয়া দিব। তোমরা আমাকে কৃপণ, ভীরু ও মিথ্যাবাদী হিসাবে দেখিতে পাইবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উট হইতে অবতরণ করিয়া লোকের সামনে দাঁড়াইলেন। অতঃপর বলিলেন : কেহ যদি একটি সুতা বা সুঁচ নিয়া যায় তবে তাহাও দিয়া দাও। গনীমত হইতে কিছু চুরি করা লজ্জা ও জাহান্নামের কারণ হয় এবং কিয়ামতের দিনও ইহা লজ্জা এবং মহাদোষের কারণ হইবে। অতঃপর তিনি মাটি হইতে বকরী বা উটের একটা পশম হাতে নিয়া বলিলেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার কসম, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদিগকে যে সম্পদ দিয়াছেন উহাতে এতটুকু হিস্যাও আমার নাই। হ্যাঁ, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ আমি পাই। উহা তোমাদের নিকটই প্রত্যাবর্তিত হয়।

٢٣ وحدّثني عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوْهُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «صَلُّوْا عَلَى صَاحِبِكُمْ» فَتَغَيَّرَتْ وُجُوْهُ النَّاسِ لِذٰلِكَ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ» قَالَ فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ يَهُوْدَ ، مَا تُسَاوِيْنَ دِرْهَمَيْنِ.

রেওয়ায়ত ২৩

যাইদ ইব্‌ন খালিদ জুহানী (র) বলিয়াছেন : হুনায়নের জিহাদে এক ব্যক্তি মারা যায়। অন্যরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আসিয়া এই সংবাদ জানাইলে তিনি বলিলেন : তোমরা তোমাদের এই সঙ্গীর জানাযা পড়িয়া নাও। এই কথা শুনিয়া সকলের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। [কারণ মৃত ব্যক্তির কোন দোষের কারণেই হয়ত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নামায পড়াইতে অস্বীকার করিতেছেন।] যাইদ (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন বলিয়াছিলেন : এই ব্যক্তি গনীমত হইতে চুরি করিয়া কিছু নিয়া গিয়াছিল। যাইদ (রা) বলেন : আমরা ঐ ব্যক্তির আসবাবপত্র খুলিয়া উহাতে ইহুদীদের পুতি হইতে সামান্য কয়েকটি পুতি পাইলাম, দুই দিরহাম পরিমাণ যাহার মূল্য হইবে।

٢٤–حدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ أَبِيْ بُرْدَةَ الْكِنَانِيِّ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَتَى النَّاسَ فِيْ قَبَائِلِهِمْ يَدْعُوْ لَهُمْ . وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيْلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ . قَالَ ، وَإِنَّ الْقَبِيْلَةَ وَجَدُوْا فِيْ بَرْدَعَةِ رَجُلٍ مِنْهُمْ عِقْدَ جَزْعٍ ، غُلُوْلاً . فَأَتَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ عَلَيْهِمْ كَمَا يُكَبِّرُ عَلَى الْمَيِّتِ.

রেওয়ায়ত ২৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুগীরা ইবন্ আবূ বুরদা কেনানী (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদিগের সকল কবীলার লোকদের কাছে আসিয়া তাহাদের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি কবীলার জন্য দোয়া করেন নাই। এই কবীলার একটি লোকের বিছানার নিচে আকীক পাথরের তৈরি একটি চুরি করা হার পাওয়া গিয়াছিল। এই কবীলার নিকট আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়াহি ওয়া সাল্লাম মুর্দাদের বেলায় যেমন তাকবীর পড়া হয় তদ্রূপ তাকবীর পাঠ করিয়াছিলেন।[১]

٢٥–وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدِ الدِّيلِي ، عَنْ أَبِي الْغَيْثَ سَالِمٍ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَّلاَ وَرِقًا ، إِلاَّ الأَمْوَالَ ، اَلثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ . قَالَ ، فَأَهْدَى رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ غُلاَمًا أَسْوَدَ ، يُقَالُ لَهُ مِدْعَمُ فَوَجَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى وَادِى الْقُرَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِوَادِيْ الْقُرَى ، بَيْنَمَا مِدْعَمُ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، إِذْ جَاءَهُ سَهْمُ عَائِرٌ . فَأَصَابَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيْئًا لَهُ الْجَنَّةَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «كَلاَّ وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَ يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» قَالَ فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ ذٰلِكَ، جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ».

রেওয়ায়ত ২৫

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : খায়বরের বৎসর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত আমরা রওয়ানা হইয়াছিলাম। এই যুদ্ধে আমরা সোনা-রূপা হস্তগত করিতে পারি নাই, তবে অনেক আসবাবপত্র ও কাপড় আমাদের হস্তগত হইয়াছিল।

রিফা'আ ইব্‌ন যাইদ (রা) মিদ'আম নামের একজন দাস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে হাদিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ওয়াদি-এ কুরার দিকে যাত্রা করেন। সেইখানে পৌছার পর মিদ'আম রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের উটের হাওদা নামাইতেছিল এমন সময় কোথা হইতে একটি তীর আসিয়া তাঁহার শরীরে বিদ্ধ হয় এবং সে মারা যায়। লোকেরা তখন বলাবলি করিতে লাগিল : মিদ'আমের জন্য জান্নাত মুবারক হউক। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : কখনো নহে। যাঁহার হাতে আমার প্রাণে সেই সত্তার কসম, খায়বরের যুদ্ধে

১. গনীমতের মাল চুরি করা জঘন্য অপরাধ এবং যাহারা এই কাজ করে তাহারা মৃত ব্যক্তির সমতুল্য। হয়ত ইহা বুঝাইবার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাকবীর পড়িয়াছিলেন।

গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে যে চাদর সে চুরি করিয়া নিয়া গিয়াছিল উহা এখন তাহার গায়ে আগুন হইয়া জ্বলিতেছে। এই কথা শুনিয়া এক ব্যক্তি একটা কি দুইটা ফিতা আনিয়া হাযির করিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন বলিলেন : এই একটি বা দুইটি ফিতাও আগুনের ছিল।

٢٦-**حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ أُلْقِيَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبُ وَلاَ فَشَا الزِّنَا فِيْ قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ كَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ . وَلاَ نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ إِلاَّ قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ . وَلاَ حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلاَّ فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَلاَ خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ إِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْعَدُوَّ.

রেওয়ায়ত ২৬

'আবদুল্লাহ্ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন : যে জাতির মধ্যে গনীমতের মাল চুরি করার প্রবণতা প্রকাশ পায় আল্লাহ্ তাহাদের মনে দুশমনের ভয় ঢুকাইয়া দেন। যে জাতির মধ্যে যিনা বেশি হয়, তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর আধিক্য ঘটে। যে জাতি মাপে কম দেয় আল্লাহ্ তাহাদের রিযিক কাটিয়া দেন। যে জাতি ন্যায়বিচার করে না, তাহাদের মধ্যে রক্তপাত বেশি হইবে। আর যে জাতি চুক্তির খেলাফ করে, আল্লাহ্ তাহাদের উপর দুশমনকে চাপাইয়া দেন।

باب الشهداء فى سبيل الله

পরিচ্ছেদ ১৪ : আল্লাহ্‌র পথের শহীদগণ

٢٧-**حدّثني** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّيْ أُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأُقْتَلُ . ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ . ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ » . فَكَانَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ ثَلاَثًا : أَشْهَدُ بِاللّٰهِ .

রেওয়ায়ত ২৭

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম, আমি চাই একবার আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হই, আবার জীবিত হই; আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই; আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই। আবূ হুরায়রা (রা) তিনবার এই কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেন : আমি সাক্ষী, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এই ধরনের কথা বলিয়াছিলেন।

٢٨-**حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « يَضْحَكُ اللّٰهُ إِلَى رَجُلَيْنِ : يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ. كِلاَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ. يُقَاتِلُ هٰذَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ . ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ، فَيُقَاتِلُ فَيُسْتَشْهَدُ ».

রেওয়ায়ত ২৮

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা দুই ব্যক্তিকে দেখিয়া হাসিবেন। তাঁহারা ছিলেন একজন অন্যজনের হত্যাকারী। তাঁহারা উভয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিবেন। একজন তো আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিতে করিতে শহীদ হন। পরে তাঁহার হত্যাকারী ইসলাম গ্রহণ করিয়া তিনিও আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিয়া শাহাদত বরণ করেন।

٢٩-حدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ، لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِيْ سَبِيْلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ الْمِسْكِ » .

রেওয়ায়ত ২৯

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন–রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : যাঁহার হাতে আমার প্রাণ তাঁহার কসম, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে আহত বা যখমী হইবে, আর কে আল্লাহ্র রাহে আহত হইয়াছে তাহাকে তিনিই ভাল জানেন, সেই ব্যক্তি কিয়ামতের দিন এমনভাবে উঠিবে যে, তখন তাহার শরীর হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। ইহার রং রক্তের রঙের মতোই হইবে, কিন্তু ইহা হইতে মেশক আম্বরের মতো সুগন্ধ ছড়াইতে থাকিবে।

٣٠-حدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَتْلِيْ بِيَدِ رَجُلٍ صَلَّى لَكَ سَجْدَةً وَاحِدَةً . يُحَاجُّنِيْ بِهَا عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

রেওয়ায়ত ৩০

যাইদ ইব্ন আসলাম (রা) বর্ণনা করেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিতেন : হে আল্লাহ্! এমন ব্যক্তির হাতে আমাকে হত্যা করাইও না যে ব্যক্তি তোমাকে একটি সিজদাও করিয়াছে।[১]

٣١-حدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . إِنْ قُتِلْتُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا ، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرٍ ، أَيُكَفِّرُ اللّٰهُ عَنِّيْ خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « نَعَمْ » فَلَمَّا أَدْبَرَ الرَّجُلُ ، نَادَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَنُوْدِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « كَيْفَ قُلْتَ ؟ » فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : « نَعَمْ إِلاَّ الدَّيْنَ . كَذٰلِكَ قَالَ لِيْ جِبْرِيْلُ » .

১. অর্থাৎ কাফেরের হাতে যেন শাহাদত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা উমর (রা)-এর এই দোয়া কবূল করিয়াছিলেন। শেষে আবূ লুলু নামক এক অগ্নি উপাসকের হাতে তাঁহার শাহাদত হইয়াছিল।

রেওয়ায়ত ৩১

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ কাতাদা (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া আরয করিল : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সওয়াবের আশায় পলায়ন না করিয়া দুশমনদের মুকাবিলায় ধৈর্যের সঙ্গে লড়িতে লড়িতে আল্লাহর রাহে যদি শহীদ হইতে পারি তবে আল্লাহ্ তা'আলা আমার গুনাহ মাফ করিয়া দিবেন কি ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : হ্যাঁ। পরে এই ব্যক্তি যখন ফিরিয়া যাইতে লাগিল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। সে আসিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তুমি আমার নিকট কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? ঐ ব্যাক্তি তাহার কথা পুনরায় ব্যক্ত করিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : হ্যাঁ, ঋণ ব্যতীত অন্য ধরনের গুনাহ্‌সমূহ আল্লাহ্ তা'আলা মাফ করিয়া দিবেন। জিবরাঈল (আ) আসিয়া এই কথাই আমাকে জানাইয়া গিয়াছেন।

٣٢-**حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْ النَّضْرِ ، مَوْلٰى عُمَرُ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ «هٰؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ» فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ : أَلَسْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ بِإِخْوَانِهِمْ ؟ أَسْلَمْنَا كَمَا أَسْلَمُوْا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «بَلٰى وَلٰكِنْ لَا أَدْرِيْ مَا تُحْدِثُوْنَ بَعْدِيْ» فَبَكٰى أَبُوْ بَكْرٍ ثُمَّ بَكٰى ثُمَّ قَالَ : أَئِنَّا لَكَائِنُوْنَ بَعْدَكَ ؟

রেওয়ায়ত ৩২

উমর ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ্ (র)-এর আযাদকৃত গোলাম আবুন্ নাযর-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণকারীদের সম্পর্কে বলিয়াছেন : আমি নিজে ইহাদের সাক্ষী। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তখন আরয করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমরা কি ইহাদের ভাই নহি ? আমরাও তাঁহাদের মতো ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি এবং তাঁহাদের মতো আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদে রত রহিয়াছি। আপনি কি আমাদের পক্ষে সাক্ষী হইবেন না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : হ্যাঁ, কিন্তু জানা নাই আমার মৃত্যুর পর তোমরা কি করিতে শুরু করিবে। ইহা শুনিয়া আবূ বকর (রা) কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন : আপনার মৃত্যুর পরও আমরা জীবিত থাকিব ?

٣٣-**حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا وَقَبْرٌ يُحْفَرُ بِالْمَدِيْنَةِ . فَاطَّلَعَ رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ ، فَقَالَ بِئْسَ مَضْجَعُ الْمُؤْمِنُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «بِئْسَ مَاقُلْتَ» فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّيْ لَمْ أُرِدْ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «لَا مِثْلَ لِلْقَتْلِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَاعَلَى الْأَرْضِ بُقْعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلٰى أَنْ يَكُوْنَ قَبْرِيْ بِهَا ، مِنْهَا» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِي الْمَدِيْنَةَ .

রেওয়ায়ত ৩৩

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক স্থানে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন মদীনায় একটি কবর খোঁড়ান হইতেছিল। এক ব্যক্তি কবরটি দেখিয়া বলিল: মুসলমানদের জন্য কত খারাপ এই জায়গা। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তুমি গর্হিত কথা বলিয়াছ। ঐ ব্যক্তি বলিল : আমার এই কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, আল্লাহ্‌র রাহে শহীদ হওয়া এই মৃত্যু হইতে অনেক ভাল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : আল্লাহ্‌র রাহে শহীদ হওয়ার চাইতে উত্তম অন্য কিছু নাই সত্য, কিন্তু মদীনা ব্যতীত এমন কোন স্থান নাই, যে স্থানে আমার কবর হইতে আমি ভালবাসি। এই কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করিলেন।

(١٥) باب ماتكون فيه الشهادة

পরিচ্ছেদ ১৫ : শাহাদতের বর্ণনা

٣٤–**حدّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ شَهَادَةً فِىْ سَبِيْلِكَ وَوَفَاةً بِبَلَدِ رَسُوْلِكَ .

রেওয়ায়ত ৩৪

যাইদ ইব্ন আসলাম (র) বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিতেন : হে আল্লাহ্! তোমার রাহে শাহাদত আর তোমার রাসূলের এই নগরে (মদীনা শরীফে) আমার মৃত্যু তোমার কাছে আমি প্রার্থনা করি।[১]

٣٥–**حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ كَرَمُ الْمُؤْمِنِ تَقْوَاهُ . وَدِيْنُهُ حَسَبُهُ وَمُرُوْءَتُهُ خُلُقُهُ وَالْجُرْأَةُ وَالْجُبْنُ غَرَائِزُ يَضَعُهَا اللّٰهُ حَيْثُ شَاءَ فَالْجَبَانُ يَفِرُّ عَنْ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ . وَالْجَرِئُ يُقَاتِلُ عَمَّا لاَ يَؤُوْبُ بِهِ إِلٰى رَحْلِهِ وَالْقَتْلُ حَتْفُ مِنَ الْحُتُوْفِ . وَالشَّهِيْدُ مَنِ احْتَسَبَ نَفْسَهُ عَلَى اللّٰهِ .

রেওয়ায়ত ৩৫

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন– উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিতেন : মু'মিনের সম্মান হইল তাহার তাকওয়া ও পরহেযগারী অর্জনে, আর দীন হইল তাঁহার শরাফত ও ভদ্রতা। ভদ্রতা ও চক্ষুলজ্জা হইল তাহার চরিত্র। বাহাদুরী ও ভীরুতা উভয়ই হইল জন্মগত গুণ। যেখানে ইচ্ছা করেন আল্লাহ্ ইহাদের একটি সেখানে রাখেন। ভীরু ও কাপুরুষ ব্যক্তি মাতাপিতাকে বিপদের মুখে ফেলিয়া পালাইয়া যায় আর বাহাদুর ব্যক্তি এমন ব্যক্তির সহিত লড়াইয়ে লিপ্ত হয় যাহার সম্পর্কে সে জানে যে, এই ব্যক্তি তাহাকে আর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে দিবে না (অর্থাৎ মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও সে যুদ্ধে লিপ্ত হয়)। মৃত্যুর বিভিন্ন রূপের মধ্যে নিহত হওয়া একটি। শহীদ হইল সেই ব্যক্তি, যে সন্তুষ্টচিত্তে নিজের প্রাণ আল্লাহর রাহে তুলিয়া দেয়।

---

১. আল্লাহ্ তাঁহার এই দোয়া কবূল করিয়াছিলেন। শহীদও হইয়াছিলেন আর মদীনা শরীফেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। যিলহজ্জ, ২৩ হিজরী সনে তিনি শহীদ হন।

(١٦) باب العمل فى غسل الشهيد

পরিচ্ছেদ ১৬ : শহীদ ব্যক্তির গোসল

٣٦–**حدثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَكَانَ شَهِيْدًا يَرْحَمُهُ اللّٰهُ .

রেওয়ায়ত ৩৬

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) বর্ণনা করেন উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে গোসল করান হইয়াছিল, কাফন পরান হইয়াছিল এবং তাঁহার জানাযাও পড়া হইয়াছিল অথচ আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আল্লাহ্র পথে তিনি শাহাদত বরণ করিয়াছিলেন (আল্লাহ্ তাঁহার উপর রহমত নাযিল করুন)।

٣٧–**حدثنى** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ الشُّهَدَاءِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لاَ يُغَسَّلُوْنَ وَلاَ يُصَلِّي عَلٰى أَحَدٍ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ يُدْفَنُوْنَ فِي الثِّيَابِ الَّتِيْ قُتِلُوْا فِيْهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيْمَنْ قُتِلَ فِي الْمُعْتَرَكِ ، فَلَمْ يُدْرَكْ حَتَّى مَاتَ .

قَالَ وَأَمَّا مَنْ حُمِلَ مِنْهُمْ فَعَاشَ مَاشَاءَ اللّٰهُ بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَمَا عُمِلَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ .

রেওয়ায়ত ৩৭

মালিক (র) বলেন : আহলে ইল্ম হইতে তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, তাঁহারা বলিতেন : আল্লাহ্র রাহের শহীদগণকে গোসল করান বা তাঁহাদের কাহারও জানাযা পড়া ঠিক নহে। বরং যে কাপড়ে শহীদ হইয়াছেন সেই কাপড়েই তাঁহাদিগকে দাফন করা উচিত।[১]

মালিক (র) বলেন : ইহা যুদ্ধের ময়দানে নিহত শহীদগণের হুকুম। আর যুদ্ধের ময়দান হইতে জীবিত আনার পর বাড়ি আসিয়া আল্লাহ্র ইচ্ছায় কিছুক্ষণ বা কিছু কাল পর যাহাদের মৃত্যু হয় তাঁহাদিগকে গোসল দেওয়া হইবে এবং তাঁহাদের জানাযাও পড়া হইবে। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর বেলায়ও এইরূপ করা হইয়াছিল।

(١٧) باب ما يكره من الشئ يجعل فى سبيل الله

পরিচ্ছেদ ১৭ : আল্লাহ্র রাহে মুজাহিদের জন্য যাহা, তাহা অন্য কোন কিছুর নামে বন্টন করা হারাম

٣٨–**حدثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَحْمِلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ عَلَى أَرْبَعِيْنَ أَلْفَ بَعِيْرٍ يَحْمِلُ الرَّجُلِ إِلٰى الشَّامِ عَلَى بَعِيْرٍ

১. আবূ হানীফার মতে শহীদগণের জানাযা পড়া দুরস্ত আছে।

وَيَحْمِلُ الرَّجُلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقِ عَلَى بَعِيْرٍ . فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ : احْمِلْنِيْ وَسُحَيْمًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ :نَشَدْتُكَ اللّٰهُ ﷺ أَسُحَيْمٌ زِقٌ ؟ قَالَ لَهُ : نَعَمْ.

রেওয়ায়ত ৩৮

ইয়াহইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বর্ণনা করেন : মুজাহিদগণের আরোহণের জন্য উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) প্রতি বৎসর চল্লিশ হাজার উট প্রদান করিতেন। তিনি সিরিয়াগামী সৈন্যদলের প্রতিজনকে একটি করিয়া এবং ইরাকগামীদের প্রতি দুইজনকে একটি করিয়া উট দিতেন। একদিন জনৈক ইরাকী আসিয়া তাঁহাকে বলিল : আমাকে এবং সুহাইমকে একটি উট দিন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিলেন : তোমাকে আল্লাহ্র কসম দিয়া বলিতেছি, সুহাইম বলিতে কি তুমি তোমার পানির মশকটিকেই বুঝাইতেছ? সে বলিল : হ্যাঁ।

(١٨) باب الترغيب فى الجهاد

পরিচ্ছেদ ১৮ : জিহাদে উৎসাহ প্রদান

٣٩-حدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا ذَهَبَ إِلَى قُبَاءٍ يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ، فَتُطْعِمُهُ. وَكَانَتْ أُمّ حَرَامٍ تَحْتَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا، فَأَطْعَمَتْهُ . وَجَلَسَتْ تَفْلِيْ فِيْ رَأْسِهِ فَنَامَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ . قَالَتْ فَقُلْتُ : مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يَرْكَبُوْنَ ثَبَجَ هٰذَا الْبَحْرِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ . أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ » (يَشُكُّ أِسْحَاقُ) قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ! اَدْعُ اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَدَعَالَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَوأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَضْحَكُ . قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! مَايُضْحِكُكَ ؟ قَالَ : « نَاسٌ مِنْ أُمَّتِيْ عُرِضُوْا عَلَيَّ غُزَاةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مُلُوْكًا عَلَى الْأَسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ » كَمَا قَالَ فِي الْأُوْلٰى . قَالَتْ فَقُلْتُ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ادْعُ اللّٰهُ أَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ « أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ » قَالَ ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِيْ زَمَانٍ مُعَاوِيَةَ .فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ.

রেওয়ায়ত ৩৯

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে যখন কোবায় তশরীফ নিয়া যাইতেন তখন উম্মে হারাম বিন্‌ত মিলহান (রা)-এর বাড়িতে যাইতেন। উম্মে হারাম (রা) তাঁহাকে সেখানে আহার করাইতেন। উম্মে হারাম (রা) ছিলেন উবাদা ইব্‌ন সামেত (রা)-এর স্ত্রী। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার বাড়িতে গেলেন। উম্মে হারাম তাঁহাকে আহার করাইয়া মাথার চুল বাছিতে বসিয়া গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘুমাইয়া পড়িলেন, হঠাৎ হাসিতে হাসিতে তিনি জাগ্রত হইলেন। উম্মে হারাম (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হাসিতেছেন কেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক আমাকে দেখানো হইল বাদশাহগণ যেমন সিংহাসনে আসীন হন তদ্রূপ তাহারা জিহাদ করার জন্য সমুদ্রের বুকে আরোহণ করিতেছে। উম্মে হারাম (রা) তখন আরয করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোয়া করিয়া দিন আমাকেও যেন আল্লাহ তা'আলা ইহাদের মধ্যে শামিল করিয়া নেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দোয়া করিলেন এবং আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন। পুনরায় তিনি হাসিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। উম্মে হারাম (রা) বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! হাসিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন : আমাকে দেখানো হইল আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক বাদশাহদের সিংহাসনারোহী হওয়ার মতো জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্রের বুকে বিচরণ করিতেছে। উম্মে হারাম (রা) আরয করিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দোয়া করিয়া দিন, আল্লাহ্ যেন আমাকে ইহাদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তুমি তো প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছ। পরে এই উম্মে হারাম (রা) মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর সহিত জিহাদে সমুদ্রযাত্রায় শরীক হইয়াছিলেন। ফিরিবার পথে জাহাজ হইতে অবতরণ করার পর সওয়ারী হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

٤٠-وحدّثني عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ صَالِحِ السَّمَانِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ أَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلٰكِنِّيْ لاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَلاَ يَجِدُوْنَ مَا يَتَحَمَّلُوْنَ عَلَيْهِ فَيَخْرُجُوْنَ وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوْا بَعْدِيْ فَوَدِدْتُ أَنِّيْ أُقَاتِلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ ، ثُمَّ أُحْيَا فَأُقْتَلُ .

রেওয়ায়ত ৪০

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : আমার উম্মতের জন্য যদি কষ্টকর না হইত তবে আল্লাহ্‌র রাহে গমনকারী প্রত্যেকটি সৈন্যদলের সঙ্গে যাইতে আমি বিরত হইতাম না। আমার নিকট এত অধিক বাহন নাই যে, প্রত্যেককেই-এক একটা দিতে পারি আর তাহাদের নিজেদের নিকট এমন কোন বাহন নাই যাহাতে আরোহণ করিয়া তাহারা জিহাদে যাইতে পারে। আমি নিজে যদি চলিয়া যাই তবে তাহাদের এইখানে থাকিতে কষ্ট হয়। আমার তো ইচ্ছা হয় আল্লাহ্‌র পথে লড়িতে যাইয়া আমি শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই।

٤١-وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ ، قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَأْتِيَنِىْ بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْأَنْصَارِىِّ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَطُوْفُ بَيْنَ الْقَتْلٰى فَقَالَ لَهُ سَعْدُ بْنِ الرَّبِيْعِ مَاشَأْنُكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: بَعَثَنِىْ إِلَيْكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِآتِيَهُ بِخَبَرِكَ قَالَ فَاذْهَبْ إِلَيْهِ فَاقْرَأْهُ مِنِّى السَّلَامُ وَأَخْبِرْهُ أَنِّىْ قَدْ طُعِنْتُ اثْنَتَىْ عَشَرَةَ طَعْنَةً . وَأَنِّىْ قَدْ أُنْفِذَتْ مَقَاتِلِىْ وَأَخْبِرْ قَوْمَكَ أَنَّهُ لَا عُذْرَ لَهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ إِنْ قُتِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَوَاحِدٌ مِنْهُمْ حَىٌّ .

রেওয়ায়ত ৪১

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (রা) বর্ণনা করেন-উহুদ যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : সা'দ ইব্‌ন রবী 'আনসারী (রা)-এর খবর আমাকে কে আনিয়া দিতে পারিবে? এক ব্যক্তি উঠিয়া বলিলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি পারিব। এই ব্যক্তি সা'দকে পড়িয়া থাকা লাশগুলির মধ্যে খুঁজিতে লাগিলেন। এক স্থানে গিয়া তাঁহাকে আহত হইয়া পড়িয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। সা'দ বলিলেন : কি ব্যাপার? লোকটি বলিলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তালাশ করিয়া আপনার খবর নিয়া যাইতে আমাকে পাঠাইয়াছেন। সা'দ বলিলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আমার সালাম দিবে। আমার এই শরীরে বারটি আঘাত লাগিয়াছে। প্রত্যেকটি আঘাতই মারাত্মক। তোমার সম্প্রদায়কে বলিবে, তোমাদের একজন জীবিত থাকিতেও যদি আল্লাহ না করুন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শহীদ হইয়া যান, তবে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের কোন ওযর ও জবাবদিহি কবূল হইবে না।

٤٢-وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغَّبَ فِى الْجِهَادِ، وَذَكَرَ الْجَنَّةَ ، وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْكُلُ تَمَرَاتٍ فِىْ يَدِهِ فَقَالَ إِنِّىْ لَحَرِيْصٌ عَلَى الدُّنْيَا إِنْ جَلَسْتُ حَتّٰى أَفْرَغَ مِنْهُنَّ فَرَمٰى مَا فِىْ يَدِهِ فَحَمَلَ بِسَيْفِهِ فَقَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ .

রেওয়ায়ত ৪২

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (রা) বর্ণনা করেন (বদরের যুদ্ধের সময়) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদেরকে জিহাদের উৎসাহ দিতে যাইয়া জান্নাতের অবস্থা বর্ণনা করেন। এমন সময় জনৈক আনসারী সাহাবী[১] যিনি কয়েকটি খেজুর হাতে নিয়া তখন খাইতেছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন : এই খেজুরগুলি খাইয়া শেষ করা পর্যন্ত যদি আমি অপেক্ষা করি তবে সত্যি আমি দুনিয়া লোভী বলিয়া প্রমাণিত হইব। শেষ পর্যন্ত বাকি খেজুরগুলি দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং তলোয়ার হাতে নিয়ে লড়াইয়ের ভিড়ে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং লড়াই করিতে করিতে শহীদ হইয়া গেলেন।

---

১. উক্ত সাহাবীর নাম ছিল উমাইদ (রা)।

٤٣–وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ الْغَزْوُ غَزْوَانِ : فَغَزْوٌ تُنْفَقُ فِيْهِ الْكَرِيْمَةُ وَيُيَاسَرُ فِيْهِ الشَّرِيْكُ وَيُطَاعُ فِيْهِ ذُو الْأَمْرِ ، وَيَجْتَنَبُ فِيْهِ الْفَسَادُ. فَذٰلِكَ الْغَزْوُ خَيْرٌ كُلُّهُ وَغَزْوٌ لاَ تُنْفَقُ فِيْهِ الْكَرِيْمَةُ وَلاَ يُيَاسِرُ فِيْهِ الشَّرِيْكُ وَلاَ يُطَاعُ فِيْهِ ذُو الْأَمْرِ وَلاَ يَجْتَنَبُ فِيْهِ الْفَسَادُ فَذٰلِكَ الْغَزْوُ لاَ يَرْجِعُ صَاحِبُهُ كَفَافًا.

রেওয়ায়ত ৪৩

মুআয ইব্‌ন জবল (রা) বলিয়াছেন : জিহাদ দুই প্রকার। এক হইল যাহাতে একজন সর্বোত্তম সম্পদ ব্যয় করে। সাথীদের সহিত প্রেম-প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকে। সেনাধ্যক্ষের নির্দেশ পালন করে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি হইতে সে বাঁচিয়া থাকে। এই ধরনের জিহাদ সম্পূর্ণভাবে সওয়াবের। আরেক ধরনের জিহাদ হইল যাহাতে একজন উত্তম সম্পদ ব্যয় করে না, সঙ্গীদের সহিত প্রীতির সম্পর্ক রাখে না, সেনাধ্যক্ষের নির্দেশের অবাধ্যতা করে এবং বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হইতে বিরত থাকে না। এই ধরনের জিহাদে সওয়াব লাভ হওয়া তো দূরের কথা, গুনাহ্ না লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারাটাই অনেক মুশকিল।

(١٩) باب ما جاء فى الخيل والمسابقة بينها والنفقة فى الغزو

পরিচ্ছেদ ১৯ : ঘোড়া, ঘোড়দৌড় এবং জিহাদে ব্যয় করার ফযীলত

٤٤–وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْخَيْلُ فِيْ نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

রেওয়ায়ত ৪৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : ঘোড়ার কপালে কিয়ামত দিবস পর্যন্ত বরকত এবং মঙ্গল লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে।

٤٥–وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ . وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضَمَّرْ مِنَ الثَّنِيَّةَ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ وَأَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ مِمَّنْ سَابَقَ بِهَا .

রেওয়ায়ত ৪৫

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় 'ইযমার'[১] কৃত ঘোড়ার জন্য 'হাফইয়া' হইতে সানিয়াতুলবিদা পর্যন্ত (পাঁচ মাইল) সীমা

১. বিশেষ এক প্রক্রিয়ায় ঘোড়াকে ছিমছাম ও দ্রুতগামী করাকে আরবীতে 'ইযমার' বলা হয়।

নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। আর সাধারণ ঘোড়ার জন্য সানিয়াতুল বিদা হইতে মসজিদে বনী যুরাইক পর্যন্ত (এক মাইল) সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এই ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় শরীক ছিলেন।

٤٦–**وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأْسٌ إِذَا دَخَلَ فِيْهَا مُحَلِّلٌ فَأَنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ .

রেওয়ায়ত ৪৬

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলিতেন : ঘোড়দৌড়ে কোন কিছুর শর্ত করায় দোষ নাই তবে শর্ত হইল, ইহাদের মধ্যে তৃতীয় এক ব্যক্তি হইতে হইবে। সে যদি সকলের আগে যাইতে পারে শর্তকৃত বস্তু সে-ই নিয়া যাইবে। আর পিছনে পড়িয়া গেলে সে কিছুই পাইবে না।[১]

٤٧–**وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رُئِيَ وَهُوَ يَمْسَحُ وَجْهَ فَرَسِهِ بِرِدَائِهِ فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : «إِنِّي عُوْتِبْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْخَيْلِ» .

রেওয়ায়ত ৪৭

ইয়াহইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে স্বীয় চাদর দ্বারা ঘোড়ার মুখ মুছিতে দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন : ঘোড়ার দেখাশুনা না করায় কাল রাতে আমাকে আল্লাহ্র তরফ হইতে সতর্ক করা হইয়াছিল।

٤٨–**وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ إِلٰى خَيْبَرَ ، أَتَاهَا لَيْلاً . وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِحَ فَخَرَجَتْ يَهُوْدُ بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ. فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوْا : مُحَمَّدٌ ، وَاللّٰهِ مُحَمَّدٌ ، وَالْخَمِيْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «اَللّٰهُ اَكْبَرُ» خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ .

রেওয়ায়ত ৪৮

আনাস ইব্ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন : জিহাদের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন খায়বার পৌছান তখন রাত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার রীতি ছিল, জিহাদের উদ্দেশ্যে কোথাও রাত্রে গিয়া

১. একজনের তরফ হইতে বাজি ধরা বা বাজি ছাড়া ঘোড়দৌড় জায়েয। উভয় তরফ হইতে বাজি ধরা যেমন দুই জনের যে ব্যক্তি হারিয়া যাইবে তাহাকে বাজির টাকা আদায় করিতে হইবে আর যে প্রথম হইবে সে ঐ টাকা পাইবে— এই ধরনের শর্তযুক্ত বাজি জায়েয নহে।

পৌঁছলে সকাল পর্যন্ত যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতেন (কোন আক্রমণ করিতেন না)। ভোরে খায়বরবাসিগণ কোদাল, ঝুড়ি ইত্যাদি লইয়া (কাজের উদ্দেশ্যে) স্বাভাবিকভাবেই বাহির হইল। তখন হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সসৈন্যে দেখিতে পাইয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল : আরে, খোদার কসম, মুহাম্মদ এবং তাঁহার সহিত পূর্ণ এক বাহিনী! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : আল্লাহু আকবার, খায়বার ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং তিনি তখন এই আয়াত পাঠ করিলেন انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين। অর্থাৎ যখন আমি কোন জাতির মুকাবিলায় অবতরণ করি তখন ভয় প্রদর্শিত জাতির ভোর বড় দুঃখজনক হয়।

٤٩–وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، نُوْدِيَ فِي الْجَنَّةِ : يَا عَبْدُ اللّٰهِ هٰذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ. وَمَنْ كَانَ» مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ ، دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ» فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. مَا عَلٰى مَنْ يُدْعٰى مِنْ هٰذِهِ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُوْرَةٍ فَهَلْ يُدْعٰى أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ «نَعَمْ وَأَرْجُوْ أَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ» .

রেওয়ায়ত ৪৯

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এক জোড়া বস্তু আল্লাহ্র পথে ব্যয় করিবে, তবে কিয়ামতের দিন বেহেশ্তের দরজায় তাহাকে ডাকিয়া বলা হইবে : হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার জন্য রহিয়াছে উত্তম প্রতিদান। অতঃপর নামাযীকে নামাযের দরজা দিয়া এবং মুজাহিদকে জিহাদের দরজা দিয়া, সদকাদাতাকে সদকার দরজা দিয়া এবং রোযাদারকে রাইয়্যান নামক দরজা দিয়া ডাকা হইবে। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তখন বলিলেন : যে কোন এক দরজা দিয়া ডাকিলেই আর অন্য দরজা দিয়া প্রবেশের প্রয়োজন পড়িবে না। তবে এমনকি কেহ হইবে যাহাকে সকল দরজা দিয়াই ডাকা হইবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : হ্যাঁ, আমার আশা আপনি তাঁহাদের মধ্যে হইবেন।

(٢٠) باب إحراز من أسلم من أهل الزمة أرضه

পরিচ্ছেদ ২০ : যিম্মীদের মধ্যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহার ভূসম্পত্তি কি করা হইবে

سُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ إِمَامٍ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ قَوْمٍ فَكَانُوْا يُعْطُوْنَهَا . أَرَأَيْتَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ . أَتَكُوْنُ لَهُ أَرْضُهُ ، أَوْ تَكُوْنُ لِلْمُسْلِمِيْنَ ، وَيَكُوْنُ لَهُمْ مَالُهُ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : ذٰلِكَ يَخْتَلِفُ أَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ ، فَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِأَرْضِهِ وَمَالِهِ . وَأَمَّا أَهْلُ

الْعَنْوَةِ الَّذِيْنَ أَخَذُوْا عَنْوَةً ، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَإِنَّ أَرْضَهُ وَمَالَهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ . لأَنَّ أَهْلَ الْعَنْوَةِ قَدْ غُلِبُوْا عَلٰى بِلاَدِهِمْ . وَصَارَتْ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِيْنَ . وَأَمَّا أَهْلُ الصُّلْحِ ، فَإِنَّهُمْ قَدْ مَنَعُوْا أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ . حَتّٰى صَالِحُوْا عَلَيْهَا . فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَا صَالِحُوْا عَلَيْهِ.

মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল : মুসলিম প্রশাসক কর্তৃক যদি কোন এলাকার কাফেরদের উপর জিযিয়া আরোপ করা হয়, আর তখন তাহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করিয়া নেয় তখন তাহার ভূসম্পত্তি তাহারই থাকিবে, না মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত হইয়া যাইবে? মালিক (রা) বলিলেন : ইহা দুই ধরনের হইতে পারে, প্রথমত কুফরী অবস্থায় কোনরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত না হইয়া যদি স্বেচ্ছায় সন্ধিশর্তে আবদ্ধ হইয়া জিযিয়া দিতে রাজী হইয়া থাকে, তবে ইসলাম গ্রহণের পর তাহার ভূমি ও সম্পদ তাহার মালিকানায় রহিয়া যাইবে। আর যুদ্ধ-বিগ্রহের পর পরাজিত হইয়া জিযিয়া কবূল করিলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিবার পরও ঐ সম্পত্তি মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত থাকিবে। কারণ তাহাদের সম্পদ মুসলমানগণ 'ফাই'-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছে। আর যাহাদের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে, সন্ধির শর্তানুযায়ী তাহাদের সম্পদ মুসলমানগণ পাইবে।

(٢١) باب الرفه فى قبر واحد من ضرورة ، وإنفاذ أبى بكر رضى الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

পরিচ্ছেদ ২১ : প্রয়োজনে এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করা এবং আবূ বকর (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র ওয়াদাসমূহ পূরণ করা

٥٠-وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ صَعْصَعَةَ : أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنْ عَمْرَو بْنِ الْجَمُوْحِ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو ، الْأَنْصَارِيَّيْنِ ، ثُمَّ السَّلَمِيَّيْنِ ، كَانَا قَدْ حَفَرَ السَّيْلُ قَبْرَهُمَا . وَكَانَ قَبْرُهُمَا مِمَّا يَلِي السَّيْلَ . وَكَانَا فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ . وَهُمَا مِمَّنِ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ فَحُفِرَ عَنْهُمَا لِيُغَيَّرَا مِنْ مَكَانِهِمَا فَوُجِدَا لَمْ يَتَغَيَّرَا كَأَنَّهُمَا مَاتَا بِالْأَمْسِ وَكَانَ أَحَدُهُمَا قَدْ جُرِحَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى جُرْحِهِ ، فَدُفِنَ وَهُوَ كَذٰلِكَ. فَأُمِيْطَتْ يَدَهُ عَنْ جُرْحِهِ ، ثُمَّ أُرْسِلَتْ فَرَجَعَتْ كَمَا كَانَتْ. وَكَانَ بَيْنَ أُحُدٍ وَبَيْنَ يَوْمَ حُفِرَ عَنْهُمَا سِتٌّ وَأَرْبَعُوْنَ سَنَةً .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُدْفَنَ الرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ فِيْ قَبْرٍ وَاحِدٍ . مِنْ ضَرُوْرَةٍ . وَيُجْعَلَ الْأَكْبَرُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ

রেওয়ায়ত ৫০

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবূ সা'সা'আ (রা) বর্ণনা করেন, 'আমর ইব্‌ন জামুহ (রা) এবং 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমর (রা) উভয়েই ছিলেন আনসার ও বনী সালমা গোত্রের। তাঁহারা উহুদের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দুইজনকে একটি কবরে সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। পানি নামার ঢালের মুখে তাঁহাদের কবর পড়িয়া গিয়াছিল। তাই পানির স্রোত ক্রমে তাঁহাদের কবর বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। তাঁহাদের লাশ স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে পরে তাঁহাদের কবর খোঁড়ান হইলে দেখা গেল তাঁহাদের লাশ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। মনে হইতেছিল কালকেই তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদের একজন আহত হওয়ার সময় ক্ষত স্থানে হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। দাফন করার সময় তাঁহার হাতটা সরাইয়া দিলে হাতটি আবার সেই স্থানেই আসিয়া লাগিয়া যায়। উহুদ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার ছিচল্লিশ বৎসর পর তাঁহাদের লাশ স্থানান্তরিত করার সময় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

মালিক (রা) বলেন : প্রয়োজনবশত এক কবরে একাধিক লাশ দাফন করিলে কোন দোষ নাই। তবে ইহাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিবলার দিকে শোয়াইবে।

৫১–وَحَدَّثَنِىْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَى أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ مَالٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَأْيٌ أَوْعِدَةٌ فَلْيَأْتِنِىْ . فَجَاءَهُ جَابِرُ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ فَحَفَنَ لَهُ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ .

রেওয়ায়ত ৫১

রবী'আ ইব্‌ন 'আবদুর রহমান (র) বলেন : আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট বাহরাইন হইতে প্রচুর ধন-সম্পদ আসিয়া পৌঁছিলে তিনি ঘোষণা করাইয়া দিয়াছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবিতকালে কাহাকেও কিছু দেওয়ার ওয়াদা করিয়া থাকিলে অথবা কেউ তাঁহার নিকট কিছু পাওনা থাকিলে সে আমার নিকট হইতে যেন তাহা নিয়া যায়। এই সময় জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) আগাইয়া আসিলেন। আবূ বকর (রা) তাঁহাকে তখন তিন অঞ্জলি (দিরহাম) দিলেন।[১]

১. রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাহরাইন হইতে অর্থ আসিলে জাবির (রা)-কে অঞ্জলি ভরিয়া দিলেন। ইহা হাতের কোষ দেখাইয়া ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ২২

كتاب النذور والأيمان

মানত ও কসম সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب مايجب من النذور فى المشى

পরিচ্ছেদ ১ : কোথাও হাঁটিয়া যাওয়ার মানত করা

١-حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، وَلَمْ تَقْضِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اقْضِهِ عَنْهَا.

রেওয়ায়ত ১

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বর্ণনা করেন-সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন : আমার মাতার ইন্তেকাল হইয়া গিয়াছে। তিনি একটা মানত করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এখন কি করা যায়? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তাঁহার তরফ হইতে তুমিই উহা আদায় করিয়া দাও।

٢-وحَدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمَّتِهِ ، أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ جَدَّتِهِ : أَنَّهَا كَانَتْ جَعَلَتْ عَلَى نَفْسِهَا مَشْيًا إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ. فَمَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ. فَأَفْتَى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ ابْنَتَهَا : أَنْ تَمشِيَ عَنْهَا.

قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لاَ يَمْشِي أَحَدُ عَنْ أَحَدٍ.

রেওয়ায়ত ২

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর (রা) হইতে বর্ণিত, তাহার ফুফু বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার দাদী মসজিদ-ই কোবায় হাঁটিয়া যাওয়ার মানত করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা পূরণ করার পূর্বেই তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া যায়। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ঐ মানত[১] আদায় করিয়া দেওয়ার জন্য তাঁহার কন্যাকে নির্দেশ দেন।

মালিক (র) বলেন : কাহারো তরফ হইতে হাঁটিয়া যাওয়ার মানত পূরণ করা জরুরী নহে।

٣–و**حدثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى حَبِيْبَةَ، قَالَ : قُلْتُ لِرَجُلٍ ، وَأَنَا حَدِيْثُ السِّنِّ : مَاعَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ ، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ نَذْرُ مَشْيٍ. فَقَالَ لِيْ رَجُلٌ : هَلْ لَكَ اَنْ أُعْطِيَكَ هٰذَا الجِرْوَ ، لِجِرْوٍ قِثَّاءٍ فِي يَدِهِ ، وَتَقُولُ : عَلَيَّ مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ ؟ قَالَ فَقُلْتُ : نَعَمْ. فَقُلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيكُ السِّنِّ . ثُمَّ مَكَثْتُ حَتَّى عَقَلْتُ. فَقِيلَ لِيْ : أَنَّ عَلَيْكَ مَشْيًا. فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ لِيْ : عَلَيْكَ مَشْيٌ. فَمَشَيْتُ.

قَالَ مٰلِكٌ : وَهٰذَا ٱلأَمْرُ عِنْدَنَا.

রেওয়ায়ত ৩

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ হাবীবা (রা) বলেন, আমার বয়স তখন অল্প। এক ব্যক্তিকে বলিলাম : "বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়ার নযর বা মানত করিলাম" কোন ব্যক্তি এই কথা না বলিয়া "বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব" এরূপ বলিলে ইহাতে কোন দোষ নাই। ঐ ব্যক্তি আমাকে তখন বলিল, আমার হাতে এই শসাটি তুমি নিয়া যাও, আর এইটুকু বল দেখি, "বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়া আমার উপর ওয়াজিব।" আমি বলিলাম : হ্যাঁ, বলিতেছি এবং ঐ কথা বলিয়া দিলাম। তখন আমি অল্প বয়স্ক ছিলাম। তাই প্রথমে কিছু চিন্তা করি নাই। কিন্তু পরে বুঝ হওয়ার পর চিন্তা হইল। অন্য লোকেরা বলিতে লাগিল : এখন তোমার উপর বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়া ওয়াজিব হইয়াছে। শেষে সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা)-কে আমি এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিও আমাকে বলিলেন : হ্যাঁ, বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত তোমাকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। শেষ পর্যন্ত আমি বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত হাঁটিয়া যাইয়া এই নযর পুরা করিলাম।

মালিক (র) বলেন : আমার মতেও হুকুম ইহাই।

---

১. মসজিদ-ই কোবা মদীনা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পদব্রজে ও আরোহী অবস্থায় সেখানে গমন করিতেন। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) ইহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মানত পুরা করার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

(٢) باب فمن نذر مشياً إلى بيت الله فعجز

পরিচ্ছেদ ২ : বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়ার মানত করা এবং পরে অক্ষম হওয়া

٤-**حدثني** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أُذَيْنَةَ اللَّيْثِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ جَدَّةٍ لِيْ عَلَيْهَا مَشْيٌ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَجَزَتْ. فَأَرْسَلَتْ مَوْلًى لَهَا يَسْأَلُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ. فَخَرَجْتُ مَعَهُ. فَسَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : مُرْهَا فَلْتَرْكَبْ . ثُمَّ لْتَمْشِ مِنْ حَيْثُ عَجَزَتْ.

قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ وَنَرَى عَلَيْهَا ، مَعَ ذٰلِكَ ، الْهَدْيَ.

وحدثني عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، كَانَا يَقُوْلاَنِ مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ.

রেওয়ায়ত ৪

উরওয়াহ্ ইব্‌ন 'উয়াইনী লাইসী (রা) বর্ণনা করেন-আমার দাদী বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়ার মানত করিয়াছিলেন। তিনি যখন মানত পূরণ করিতে যাত্রা করেন আমিও তাঁহার সহিত চলিলাম। শেষে হাঁটিতে হাঁটিতে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলে তিনি স্বীয় গোলামকে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিতে প্রেরণ করেন। আমিও তাহার সহিত গেলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) জবাবে বলিলেন : এখন সে কিছুতে আরোহণ করিয়া যাক। পরে যে স্থান হইতে আরোহণ করিয়াছিল সেই স্থান হইতে পুনরায় তাঁহাকে হাঁটিয়া যাইতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : ইহার সহিত এই ধরনের ব্যক্তিকে একটি কুরবানীও করিতে হইবে।

মালিক (র) জ্ঞাত হইয়াছেন-সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) এবং আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমানও এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর মতো অভিমত ব্যক্ত করেন।

٥-و**حدثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ عَلَيَّ مَشْيٌ. فَأَصَابَتْنِي خَاصِرَةٌ ، فَرَكِبْتُ ، حَتَّى أَتَيْتُ مَكَّةَ. فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ وَغَيْرَهُ. فَقَالُوا : عَلَيْكَ هَدْيٌ. فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، سَأَلْتُ عُلَمَاءَهَا فَأَمَرُونِي أَنْ أَمْشِيَ مَرَّةً أُخْرَى مِنْ حَيْثُ عَجَزْتُ. فَمَشَيْتُ.

قَالَ يَحْيٰى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ يَقُولُ عَلَىَّ مَشْىٌ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ ، أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ رَكِبَ. ثُمَّ عَادَ فَمَشَى مِنْ حَيْثُ عَجَزَ. فَإِنْ كَانَ لَايَسْتَطِيعُ الْمَشْىَ فَلْيَمْشِ مَاقَدَرَ عَلَيْهِ. ثُمَّ لْيَرْكَبْ. وَعَلَيْهِ هَدْىٌ بَدَنَةٍ أَوْ بَقَرَةٍ أَوْشَاةٍ ، إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّهِىَ.

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَنَا أَحْمِلُكَ إِلَى بَيْتِ اللّٰهِ. فَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ نَوَى أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، يُرِيدُ بِذٰلِكَ الْمَشَقَّةَ ، وَتَعَبَ نَفْسِهِ ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. وَلْيَمْشِ عَلَى رَجْلَيْهِ. وَلْيُهْدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى شَيْئًا ، فَلْيَحْجُجْ وَلْيَرْكَبْ ، وَلْيَحْجُجْ بِذٰلِكَ الرَّجُلِ مَعَهُ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا أَحْمِلُكَ إِلٰىَّ بَيْتِ اللّٰهِ. فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحُجَّ مَعَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ. وَقَدْ قَضٰى مَا عَلَيْهِ.

قَالَ يَحْيٰى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِنُذُورٍ مُسَمَّاةٍ مَشْيًا إِلٰى بَيْتِ اللّٰهِ ، أَنْ لَايُكَلِّمَ أَخَاهُ أَوْأَبَاهُ بِكَذَاوَ كَذَا ، نَذْرًا لِشَىْءٍ لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ. وَلَوْ تَكَلَّفَ ذٰلِكَ كُلَّ عَامٍ لَعُرِفَ أَنَّهُ لَايَبْلُغُ عُمْرُهُ مَا جَعَلَ عَلٰى نَفْسِهِ مِنْ ذٰلِكَ. فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يُجْزِيهِ مِنْ ذٰلِكَ نَذْرٌ وَاحِدٌ أَوْ نُذُورٌ مُسَمَّاةٌ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : مَاأَعْلَمُهُ يُجْزِئُهُ مِنْ ذٰلِكَ إِلاَّ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ. فَلْيَمْشِ مَاقَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَلْيَتَقَرَّبْ إِلٰى اللّٰهِ تَعَالٰى بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ. فَلْيَمْشِ مَاقَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزَّمَانِ. وَلْيَتَقَرَّبْ إِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الْخَيْرِ.

রেওয়ায়ত ৫

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (রা) বলেন : আমি বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত হাঁটিয়া যাওয়ার মানত করিয়াছিলাম, কিন্তু কোমরের ব্যথায় আক্রান্ত হইয়া পড়ি। তাই বাহনে চড়িয়া আমাকে মক্কায় আসিতে হইল। আতা ইব্‌ন আবূ রাবাহ (র) অন্যদেরকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন : তোমাকে একটা কুরবানী দিতে হইবে। মদীনায় আসিয়া সেখানকার আলিমদের নিকটও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন : যে স্থান হইতে সওয়ার হইয়াছিলে সেই স্থান হইতে তোমাকে আবার হাঁটিয়া যাইতে হইবে। শেষে আমি তাহাই করিলাম।

মালিক (র) বলেন : বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া আমার ওপর ওয়াজিব। এই কথা বলিয়া যদি কেহ হাঁটিয়া যাত্রা শুরু করে এবং পরে অপারক হইয়া যায় তবে সে সওয়ার হইয়া যাইবে এবং পরবর্তী সময়ে যে স্থান হইতে সে অপারক হইয়াছিল সেই স্থান হইতে পুনরায় হাঁটিয়া যাইবে। হাঁটিতে না পারিলে যতদূর সামর্থ্যে কুলায় হাঁটিয়া যাইবে আর বাকীটুকু সওয়ার হইয়া যাইবে এবং একটি উট বা গরু কুরবানী করিবে। সম্ভব না হইলে একটি বকরী কুরবানী করিবে।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যদি কেহ অন্য একজনকে বলে: তোমাকে আমি বায়তুল্লাহ্ পর্যন্ত বহন করিয়া লইয়া যাইব, তবে কি হুকুম হইবে? তিনি বলিলেন : যদি এই কথা বলার সময় কথকের এই নিয়্যত হইয়া থাকে যে, তাহার ঘাড়ে উঠাইয়া নিয়া যাইবে এবং এইভাবে নিজেকে কষ্টে ফেলাই তাহার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না বরং সে পায়ে হাঁটিয়া যাইবে এবং একটি কুরবানী দিবে। আর বলার সময় যদি তাহার কিছু নিয়্যত না থাকে, তবে সে সওয়ার হইয়া যাইবে এবং ঐ ব্যক্তিকেও সঙ্গে নিয়া যাইবে। কারণ সে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়ার অঙ্গীকার করিয়াছিল। ঐ ব্যক্তি যদি সঙ্গে যাইতে না চায় তবে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। কেননা সে আপন অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছে।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল-কেহ যদি নির্দিষ্ট কতিপয় মানতের শপথ করে যাহা প্রতি বৎসর চেষ্টা করিলেও সারা জীবনে পূরণ করা অসম্ভব, যেমন সে বলিল : পায়ে হাঁটিয়া বায়তুল্লাহ্ যাইব বা এক হাজার বার হজ্জ করিব, ভাই অথবা পিতার সহিত কথা বলিব না ইত্যাদি। সে কি একটি মানতই পূরণ করিবে, না সবগুলিই তাহাকে পূরণ করিতে হইবে?

মালিক (র) বলিলেন : আমার মতে সবগুলিই তাহাকে পূরণ করিতে হইবে, যতদিন এবং যতদূর পর্যন্ত সম্ভব হয় সে উহা পূরণ করিতে থাকিবে এবং নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের চেষ্টা করিয়া যাইবে।

(٣) باب العمل فى المشى الى الكعبة

পরিচ্ছেদ ৩ : পায়ে হাঁটিয়া কা'বা শরীফে যাওয়ার অঙ্গীকার করা

حدَّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ. أَوِالْمَرْأَةِ. فَيَحْنَثُ ، أَوْتَحْنَثُ. أَنَّهُ إِنْ مَشَى الْحَالِفُ مِنْهُمَا فِي عُمْرَةٍ ، فَإِنَّهُ يَمْشِيْ حَتَّى يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. فَإذَا سَعَى فَقَدْ فَرَغَ. وَأَنَّهُ إِنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ مَشْيًا فِي الْحَجِّ ، فَإِنَّهُ يَمْشِي حَتَّى يَأْتِيَ مَكَّةَ. ثُمَّ يَمْشِيْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْمَنَاسِكِ كُلِّهَا. وَلاَيَزَالُ مَاشِيًا حَتَّى يُفِيضَ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَيَكُونُ مَشْيٌ إِلاَّ فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

মালিক (র) বলেন : পুরুষ বা মহিলা যদি পায়ে হাঁটিয়া হজ্জ বা উমরা করার কসম করে, তবে ঐ পুরুষ বা মহিলার কসম ভাঙ্গিয়া ফেলিবে। কসম ভঙ্গ করার পর, উমরার বেলায় সায়ী করা পর্যন্ত এবং হজ্জের বেলায় তাওয়াফে যিয়ারত করা পর্যন্ত সে পায়ে হাঁটিয়া চলিবে। মালিক (র) বলেন : হজ্জ অথবা উমরা ব্যতীত অন্য কিছুর জন্য এই ধরনের মানতে হাঁটিতে হইবে না।

আমি এই বিষয়ে যাহাই শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই উত্তম।

(٤) باب مالايجوز من النذور فى معصية الله

পরিচ্ছেদ ৪ : পাপকার্যে মানত বৈধ নহে

٦–حدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، وَثَوْرِبْنِ الدِّيْلِيِّ ؛ أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَلٰى صَاحِبِهِ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَأٰى رَجُلاً قَائِمًا فِي الشَّمْسِ. فَقَالَ « مَا بَالُ هٰذَا ؟ » فَقَالُوا : نَذَرَ أَنْ لاَ يَتَكَلَّمَ ، وَلاَ يَسْتَظِلَّ مِنَ الشَّمْسِ ، وَلاَ يَجْلِسَ ، وَيَصُومَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ ، وَلْيَسْتَظِلَّ ، وَلْيَجْلِسْ ، وَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ ».

قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ. وَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ للّٰهِ ﷺ أَنْ يُتِمَّ مَا كَانَ لِلّٰهِ طَاعَةً ، وَيَتْرُكَ مَا كَانَ لِلّٰهِ مَعْصِيَةً.

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) বলিয়াছেন : হুমায়দ ইব্‌ন কায়স (রা) এবং সাউর ইব্‌ন দীলী (রা) তাঁহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে একবার রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন : এই ব্যক্তির কি হইয়াছে? তাঁহারা বলিলেন : এই ব্যক্তি মানত করিয়াছে যে, সে কাহারও সহিত কথা বলিবে না, ছায়ায় দাঁড়াইবে না, কোথাও বসিবে না এবং সর্বদাই সে রোযা রাখিবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তখন বলিলেন : তাঁহাকে বলিয়া দাও, সে যেন কথা বলে, ছায়ায় দাঁড়ায় ও বসে, আর যেন রোযা পুরা করিয়া নেয়।

মালিক (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উক্ত ব্যক্তিকে কোন কাফ্‌ফারার নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। তিনি তাঁহাকে যাহা ইবাদত তাহা পূরণ করা এবং যাহা নাফরমানী তাহা বর্জন করার নির্দেশ দিয়াছেন।

٧-وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَتْ : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لاَتَنْحَرِى ابْنَكِ، وَ كَفِّرِى عَنْ يَمِينِكِ. فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَكَيْفَ يَكُونُ فِى هٰذَا كَفَّارَةٌ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَالَ - وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ - ثُمَّ جَعَلَ فِيهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ مَا قَدْ رَأَيْتَ.

রেওয়ায়ত ৭

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র) কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন-'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (র)-এর নিকট একজন মহিলা আসিয়া বলিল : আমার পুত্রকে কুরবানী দেওয়ার মানত করিয়াছি। তিনি বলিলেন : পুত্রকে জবাই করিও না এবং তোমার কসমের কাফ্ফারা দিয়া দাও। এক ব্যক্তি তখন বলিয়া উঠিল : কাফ্ফারা কি করিয়া হইতে পারে? ইব্ন 'আব্বাস বলিলেন : স্ত্রীর সহিত যিহার করাও গুনাহ্। উহাতেও আল্লাহ তা'আলা কাফ্ফারার বিধান রাখিয়াছেন।[১]

٨-وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الأَيْلِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الصِّدِّيقِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ. وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ ».

قَالَ يَحْيٰى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ للّٰهِ ﷺ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلاَ يَعْصِهِ، أَنْ يَنْذِرَ الرَّجُلُ أَنْ يَمْشِيْ إِلَى الشَّامِ ، أَوْإِلَى مِصْرَ ، أَوْإِلَى الرَّبَذَةِ ، أَوْ مَاأَشْبَهَ ذَلِكَ. مِمَّا لَيْسَ لِلّٰهِ بِطَاعَةٍ. إِنْ كَلَّمَ فُلاَنًا، أَوْمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِى شَيْءٍ ذٰلِكَ ، شَيْءٌ إِنْ هُوَ كَلَّمَهُ ، أَوْحَنِثَ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ. لأَنَّهُ لَيْسَ لِلّٰهِ فِى هٰذِهِ الأَشْيَاءِ طَاعَةٌ . وَإِنَّمَا يُوَفَّى لِلّٰهِ بِمَا لَهُ فِيْهِ طَاعَةٌ.

রেওয়ায়ত ৮

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য করার মানত করে সে অবশ্যই তাঁহার আনুগত্য করিবে আর যে আল্লাহর নাফরমানী করিবে সে তাহার নাফরমানী করিবে না।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র)-এর মতে এইখানে কাফ্ফারা অর্থ কোন বকরী ইত্যাদি ফিদয়া দেওয়া। ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফিঈ (র)-এর মতে ইহা মানত হইবে না। কেননা গুনাহ্র কাজে মানত করা ধর্তব্য নহে। সুতরাং ইহার কাফ্ফারাও ওয়াজিব হইবে না।

মালিক (র) বলেন : গুনাহ্‌র কাজ করার মানত যদি কেহ করে তবে সে যেন ঐ গুনাহ্ করে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের এই কথার মর্ম হইল-যে সমস্ত কাজের সওয়াব নাই তেমন কাজে মানত করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে তবে তাহার উপর কিছুই ওয়াজিব হইবে না। যেমন কেহ শাম বা মিসর বা রাবাযা যাওয়ার মানত করিল। তদ্রূপ কাহারও সঙ্গে কথা না বলার মানত করিল অথবা মন্দ কাজ করার কসম করিল, যেহেতু এইসব কাজে আল্লাহ্‌র ফরমানবরদারী নাই। এইগুলি পূরণ না করিলে কিছুই ওয়াজিব হইবে না। যে কাজে আল্লাহ্‌র আনুগত্য রহিয়াছে সেই ধরনের কাজে মানত করিলে ইহা পূরণ করা জরুরী হয়।

(٥) باب اللغو فى اليمين

পরিচ্ছেদ ৫ : নিরর্থক কসমের বিবরণ

٩-حدّثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ : لَغْوُ الْيَمِينِ قَوْلُ الإِنْسَانِ : (لا. وَاللّٰهِ). وَ (بَلَى. وَاللّٰهِ.)

قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى هٰذَا. أَنَّ اللَّغْوَ حَلِفُ الإِنْسَانِ عَلَى الشَّيْءِ. يَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ كَذٰلِكَ. ثُمَّ يُوْجَدُ عَلَى غَيْرِ ذٰلِكَ. فَهُوَ اللَّغْوُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَعَقْدُ الْيَمِينِ ، أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لاَ يَبِيعَ ثَوْبَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ ، ثُمَّ يَبِيعَهُ بِذٰلِكَ. أَوْ يَحْلِفَ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمَهُ، ثُمَّ لاَ يَضْرِبُهُ. وَنَحْوَ هٰذَا. فَهٰذَا الَّذِىْ يُكَفِّرُ صَاحِبُهُ عَنْ يَمِينِهِ. وَلَيْسَ فِى اللَّغْوِ كَفَّارَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِى يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ آثِمٌ. وَيَحْلِفُ عَلَى الْكَذِبِ ، وَهُوَ يَعْلَمُ ، لِيُرْضِىَ بِهِ أَحَدًا. أَوْلِيَعْتَذِرَ بِهِ إِلَى مُعْتَذَرٍ إِلَيْهِ. أَوْ لِيَقْطَعَ بِهِ مَالاً. فَهٰذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ تَكُوْنَ فِيْهِ كَفَّارَةٌ.

রেওয়ায়ত ৯

হিশাম ইব্‌ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) বলিতেন: কথায় কথায় লা ওয়াল্লাহি, বালা ওয়াল্লাহি (না, আল্লাহ্‌র কসম, হ্যাঁ আল্লাহ্‌র কসম) ধরনের কসম করা য়ামীনে লাগ্‌ব্ হইবে (অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে উহা কসম বলিয়া ধর্তব্য হইবে না)।

মালিক (র) বলেন : য়ামীনে লাগ্‌ব্ হইল সত্য মনে করিয়া কোন বিষয়ে কসম করা অথচ পরে উহা বিপরীত বলিয়া সাব্যস্ত হয়। এই বিষয়ে ইহাই উত্তম যাহা আমি শুনিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : ভবিষ্যতে কোন কাজ করা না করা সম্পর্কে কসম করা হইলে তাহা পূরণ করা বাধ্যতামূলক, اليمين عقد। যেমন কেহ বলিল : আল্লাহ্‌র কসম, এই কাপড়টি আমি দশ দীনারে বিক্রয় করিব না। কিন্তু পরে দশ দীনারে উহা বিক্রয় করিয়া দিল বা কেহ বলিল : আল্লাহ্‌র কসম, এই ব্যক্তির গোলামকে আমি মারিব, পরে মারিল না ইত্যাদি। এই ধরনের কসমের কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়। আর য়ামীনে লাগ্‌ব-এর জন্য কাফ্‌ফারা নাই।

মালিক (র) বলিয়াছেন : য়ামীনে গুমুস হইল কাহাকেও খুশী করিবার জন্য বা ওযর গ্রহণ করানোর জন্য বা কাহারো ধন-সম্পত্তি আত্মসাৎ করিবার উদ্দেশ্যে জানিয়া-শুনিয়া মিথ্যা কসম করা। এই ধরনের কসমের গুনাহ্ এত মারাত্মক যে, ইহার কাফ্‌ফারা হয় না।

(٦) باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين

পরিচ্ছেদ ৬ : যে ধরনের কসমে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয় না

١٠-**حدّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : مَنْ قَالَ : وَاللّٰهِ. ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللّٰهُ. ثُمَّ لَمْ يَفْعَلْ الَّذِيْ حَلَفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَحْنَثْ.

قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِي الثُّنْيَا أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا. مَا لَمْ يَقْطَعْ كَلاَمَهُ. وَمَا كَانَ مِنْ ذٰلِكَ نَسَقًا ، يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا ، قَبْلَ أَنْ يَسْكُتَ. فَإِذَا سَكَتَ وَقَطَعَ كَلاَمَهُ ، فَلاَ ثُنْيَا لَهُ.

قَالَ يَحْيٰي : وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : كَفَرَ بِاللّٰهِ ، أَوْأَشْرَكَ بِاللّٰهِ ، ثُمَّ يَحْنَثُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ . وَلَيْسَ بِكَافِرٍ ، وَلاَ مُشْرِكٍ . حَتّٰى يَكُونَ قَلْبُهُ مُضْمِرًا عَلَى الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ . وَلْيَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ. وَلاَيَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ . وَبِئْسَ مَا صَنَعَ .

রেওয়ায়ত ১০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত ,আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন : যদি কেহ কসম করিয়া ইনশাআল্লাহ্ (যদি আল্লাহ চাহেন) বলে তবে কসমকৃত কাজটি না করিলে এই কসম ভঙ্গ হইবে না।[১]

মালিক (র) বলেন : 'ইনশাআল্লাহ্' কসমের সঙ্গে সঙ্গে এবং কথার ধারাবাহিকতা বজায় থাকিতে বলিতে হইবে। কেহ কসম করিয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর যদি 'ইনশাআল্লাহ্' বলে তবে আর উহা ধর্তব্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন : কেহ বলিল, আমি যদি এই কাজ করি তবে আমি কাফের বা মুশরিক। পরে যদি ঐ ব্যক্তি কাজটি করিয়া ফেলে তবে তাহার কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হইবে না। কিন্তু অন্তরে শির্‌ক কুফরীর আকীদা না হইলে সে ইহাতে কাফের বা মুশ্‌রিক হইয়া যাইবে না। তবে গুনাহ্‌গার হইবে। ভবিষ্যতে এই ধরনের কিছু করিবে না বলিয়া তাহাকে তওবা করিতে হইবে। এই ধরনের কসম অতি নিন্দনীয়।

---

১. অর্থাৎ ইহা কসম বলিয়াই গণ্য হয় না এবং উহাতে কাফ্‌ফারাও ওয়াজিব হয় না।

(٧) باب ماتجب فيه الكفارة من الأيمان

পরিচ্ছেদ ৭ : যে ধরনের কসমে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়

١١-حدَّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ » .

قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَنْ قَالَ : عَلَىَّ نَذْرٌ وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ .

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَحَلِفُ الإِنْسَانِ فِى الشَّىْءِ الْوَاحِدِ مِرَارًا ، يُرَدِّدُ فِيهِ الأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَيَمِينٍ . كَقَوْلِهِ : وَاللَّهِ لاَ أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا . ثَلاَثًا اَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ .

قَالَ : فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ . فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ مَثَلاً فَقَالَ : وَاللَّهِ لاَ آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ. وَلاَ أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ. وَلاَ أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ. فَكَانَ هَذَافِى يَمِينٍ وَاحِدَةٍ. فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلاَقُ، إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ. وَأَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا ، فِى كَلاَمٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ حَنِثَ فِى شَىْءٍ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ ، بَعْدَ ذَلِكَ حِنْثٌ. إِنَّمَا الْحِنْثُ فِى ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ.

قَالَ مَالِكٌ : اَلأَمْرُ عِنْدَنَا فِى نَذْرِ الْمَرْأَةِ ، إِنَّهُ جَائِزٌ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِى جَسَدِهَا . وَكَانَ ذَلِكَ لاَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا . وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا ، فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْهُ. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ.

রেওয়ায়ত ১১

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : কোন বিষয়ে কসম করার পর উহার বিপরীত বিষয় যদি অধিক ভাল ও মঙ্গলজনক মনে হয়; তবে ঐ কসম ভাঙ্গিয়া উহার কাফ্ফারা দিবে এবং মঙ্গলজনক কাজটি করিবে।

মালিক (র) বলেন, কেহ বলিল : আমি মানত করিলাম। কিন্তু কিসের উপর মানত করিল তাহা বলিল না। তবুও তাহার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন : একই কসম কেহ যদি একাধিকবার করে, যেমন আল্লাহ্র কসম, আমি ইহা হইতে কম করিব না। এই বিষয়ের উপর সে তিনবার বা ততোধিক কসম করিল। তবে তাহার একবারই কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন : কেহ কসম করিল-আল্লাহ্র কসম, আমি এই খাদ্য আহার করিব না, এই কাপড়টি পরিব না এবং এই ঘরে প্রবেশ করিব না। পরে এই কাজগুলি সে যদি করিয়া ফেলে তবে তাহার উপর একই কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিল : তোমাকে যদি এই কাপড়টি পরিতে দেই এবং মসজিদে যাইতে অনুমতি দেই তবে তুমি তালাক। উহা সমস্তটা মিলাইয়া একই কথা বলিয়া গণ্য হয় এবং যে কোন একটি হইলে তালাক হইয়া যায় আর পরে অন্যটি সংঘটিত হইলে দ্বিতীয়বার তালাক হয় না। এইখানেও তদ্রূপ একবারই কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাস্আলা এই — স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকেও স্ত্রীর মানত করা জায়েয আছে। তবে উহা একান্ত ব্যক্তিগত হইতে হইবে। শর্ত হইল, স্বামীর কোন ক্ষতি যেন না হয়। স্বামীর ক্ষতি হইলে সে স্ত্রীকে এই ধরনের মানত হইতে বিরত করিতে পারিবে। তবে স্ত্রীর উপর ঐ মানত ওয়াজিব থাকিয়া যাইবে। যখনই স্বামীর অনুমতি লাভ করিবে উহা আদায় করিবে।

(٨) باب العمل فى كفارة اليمين

পরিচ্ছেদ ৮ : কসমের কাফ্ফারা

١٢-**حدثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَوَكَّدَهَا ، ثُمَّ حَنِثَ . فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ . أَوْكِسْوَةُ عَشَرَةِمَسَاكِينَ . وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ فَلَمْ يُؤَكِّدْهَا ، ثُمَّ حَنِثَ . فَعَلَيْهِ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ .

রেওয়ায়ত ১২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন : কেহ যদি কসম করে ও পরে আরও কসম দ্বারা উহাকে জোরালো করে এবং পরে উহা ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে তাহার উপর একটি গোলাম আযাদ করা অথবা দশজনকে কাপড় দেওয়া জরুরী হইবে। আর যদি তাকীদযুক্ত নয় এমন কসম করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে দশজন মিস্কীনের প্রত্যেককে এক মুদ পরিমাণ গম দিবে আর তাহা না পারিলে তিন দিন রোযা রাখিবে।

١٣ - وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ. وَكَانَ يَعْتِقُ الْمِرَارَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ.

حدّثني عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ . وَرَأَوْا ذٰلِكَ مُجْزِئًا عَنْهُمْ.

قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِي الَّذِي يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ بِالْكِسْوَةِ. أَنَّهُ ، إِنْ كَسَا الرِّجَالَ ، كَسَاهُمْ ثَوْبًا ثَوْبًا . وَإِنْ كَسَا النِّسَاءَ كَسَاهُنَّ ثَوْبَيْنِ ثَوْبَيْنِ. دِرْعًا وَخِمَارًا. وَذٰلِكَ أَدْنَى مَايُجْزِي كُلاًّ فِي صَلاَتِهِ.

রেওয়ায়ত ১৩

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যখন স্বীয় কসমের কাফ্ফারা দিতেন তখন দশজন মিস্কীনকে আহার করাইতেন এবং প্রতিজনকে এক মুদ পরিমাণ গম দিতেন, আর কসম যত তাকীদযুক্ত করিতেন তত সংখ্যক গোলাম আযাদ করিতেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র) হইতে বর্ণিত, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) বলিলেন : আমি লোকদিগকে পাইয়াছি তাহারা যখন কসমের কাফ্ফারা দিতেন তখন প্রত্যেক মিস্কীনকে ছোট মুদের এক মুদ পরিমাণ গম দিতেন এবং উহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতেন।

মালিক (র) বলেন : কসমের কাফ্ফারা কাপড় দিতে চাহিলে পুরুষ মিস্কীনকে একটি কাপড় দিলেই চলিবে, আর মিস্কীন নারী হইলে অন্তত দুইটি করিয়া কাপড় দিতে হইবে। একটি জামা আরেকটি ওড়না। কেননা এতটুকুর কমে নামায হয় না।

(٩) باب جامع الأيمان

পরিচ্ছেদ ৯ : কসম সম্পর্কীয় বিবিধ আহকাম

١٤ - حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « أَنَّ اللّٰهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا ، فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ أَوْلِيَصْمُتْ » .

রেওয়ায়ত ১৪

নাফি' (র) ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) একবার আরোহী হইয়া যাইতেছিলেন এবং পিতার নামে কসম খাইতেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত তাঁহার সাক্ষাত হয়। তিনি তখন বলিলেন : আল্লাহ্ তা'আলা পিতার নামে কসম করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেহ কসম করিলে আল্লাহ্‌র নামে করিও, আর তাহা না হইলে চুপ থাকিও।

١٥ – وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ : « لاَ . وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ » .

রেওয়ায়ত ১৫

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিতেন : লা ওয়া মুকাল্লিবাল কুলূব! এরূপ নহে, মনের গতি পরিবর্তনকারীর কসম।

١٦ – وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ، حِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَهْجُرُ دَارَ قَوْمِي الَّتِي أَصَبْتُ فِيهَا الذَّنْبَ ، وَأُجَاوِرُكَ. وَأَنْخَلِعُ مِنْ مَالِي صَدَقَةً، إِلَى اللَّهِ ، وَإِلَى رَسُولِهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «يُجْزِيكَ مِنْ ذٰلِكَ الثُّلُثُ».

রেওয়ায়ত ১৬

ইব্‌ন শিহাব (র) জ্ঞাত হইয়াছেন, আবূ লুবাবা ইব্‌ন আবদুল মুনজির (রা)- এর তওবা যখন আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন তখন তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া আরয করিলেন: হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে আমি যেইখানে বাস করি, আমার যেই বাড়িটিতে আমি গুনাহ্ করিয়াছিলাম, যেইখানে আমার এই গুনাহ্ হইয়াছিল, উহা ত্যাগ করিয়া আপনার নিকট আসিয়া থাকিব কি ? আর আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের ওয়াস্তে এই বাড়িটি সদকা করিব কি ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তোমার ধন-সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ সদকা দিয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।[১]

১. হযরত আবূ লুবাবা (রা) মদীনার ইহুদী বসতি বনূ কুরায়যায় বসবাস করিতেন। ইহাদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ শুরু হইলে ইনি মুসলমানদের তরফ হইতে আলোচনা করিতে যান এবং ইহাদের সহানুভূতিতে ইশারায় ইহাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গোপন সিদ্ধান্ত জানাইয়া দেন। পরে এই জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হন এবং মসজিদে নববীর একটি স্তম্ভের সহিত নিজেকে বাঁধিয়া রাখেন ও বলেন : যতদিন আল্লাহ্ আমার এই গুনাহ্ মাফ না করিবেন ততদিন এই অবস্থায়ই আমি থাকিব। শুধু প্রস্রাব-পায়খানার সময় তাঁহার স্ত্রী বাঁধন খুলিয়া দিতেন, পরে আবার বাঁধিয়া রাখিতেন। শেষে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার ক্ষমার ঘোষণা করেন। তখন তিনি আনন্দে সকল কিছু সদকা করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।

١٧ – وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَجَبِيِّ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : مَالِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ.

قَالَ مَالِكٌ فِي الَّذِي يَقُولُ مَالِيْ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ ، ثُمَّ يَحْنَثُ . قَالَ : يَجْعَلُ ثُلُثَ مَالِهِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ. وَذٰلِكَ لِلَّذِيْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فِي أَمْرِ أَبِيْ لُبَابَةَ.

রেওয়ায়ত ১৭

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সে বলিয়াছিল : আমার ধন-সম্পদ কা'বার দরজায় ওয়াক্‌ফ করিলাম, তবে ইহার কি হুকুম হইবে ? আয়েশা (রা) বলিলেন : তাহাকে কসমের কাফ্‌ফারার মতো কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ বলে : আমার ধন-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে সদকা করিয়া দিলাম। অতঃপর সে কসম ভঙ্গ করিল; তবে তাহাকে সমস্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ সদকা করিতে হইবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ লুবাবা (রা) সম্পর্কে এই হুকুমই দিয়াছিলেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ২৩

كتاب الضحايا

কুরবানী সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب ماينهى عنه من الضحايا

পরিচ্ছেদ ১ : কি ধরনের পশু কুরবানী করা দুরস্ত নহে

١-**حدّثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ : مَاذَا يُتَّقٰى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ « أَرْبَعًا » وَكَانَ الْبَرَاءُ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : يَدِى أَقْصَرُ مِنْ يَدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا . وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا . وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا . وَالْعَجْفَاءُ الَّتِى لاَتُنْقِى.

রেওয়ায়ত ১

বারা ইব্ন আযিব (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল : কি ধরনের পশু কুরবানী করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন অঙ্গুলি দ্বারা গুণিয়া বলিলেন : চারি ধরনের পশু হইতে বিরত থাকা উচিত। বারা ইব্ন আযিব (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অনুকরণে অঙ্গুলি গুণিয়া এই হাদীস বর্ণনা করিতেন। বলিতেন : আমার হাত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাত হইতে ছোট। *এমন খোঁড়া যাহা হাঁটিতে অক্ষম। *এমন কানা যাহা সকলেই ধরিতে পারে। * স্পষ্ট রোগা। *এমন কৃশ যাহার হাড্ডির মগজ পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে।

٢–وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدْنِ ، الَّتِي لَمْ تُسِنَّ ، وَالَّتِي نَقَصَ مِنْ خَلْقِهَا.

قَالَ مَالِكُ : وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ.

রেওয়ায়ত ২

নাফি‘ (র) বর্ণনা করেন, মুসান্না[১] নয় বা অঙ্গহীন এবং কম বয়সের পশুর কুরবানী করা হইতে ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমর (রা) বিরত থাকিতেন।

মালিক (র) বলেন : আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে এই বিষয়টি আমার অধিক প্রিয়।

(٢) باب ما يستحب من الضحايا

পরিচ্ছেদ ২ : কি ধরনের পশু কুরবানী করা মুস্তাহাব

٣–حدّثني يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ. قَالَ نَافِعٌ : فَأَمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ. ثُمَّ أَذْبَحَهُ يَوْمَ الْاَضْحٰى ، فِي مُصَلَّى النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ : فَفَعَلْتُ. ثُمَّ حُمِلَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ حِيْنَ ذُبِحَ الْكَبْشُ. وَكَانَ مَرِيضًا لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مَعَ النَّاسِ. قَالَ نَافِعٌ : وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : لَيْسَ حِلَاقُ الرَّأْسِ بِوَاجِبٍ عَلَى مَنْ ضَحَّى. وَقَدْ فَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ.

রেওয়ায়ত ৩

নাফি‘ (র) হইতে বর্ণিত, একবার আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমর (রা) মদীনায় কুরবানী করেন। আমাকে বলিলেন : শিংওয়ালা একটি ছাগল খরিদ করিয়া ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে নিয়া যবেহ কর। আমি তাহাই করিলাম। যবেহকৃত ছাগলটি তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তিনি তখন তাঁহার মাথার চুল কাটিলেন। সেই সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন। ঈদের জামাতে হাজির হইতে পারেন নাই। নাফি‘ (র) বলেন : ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমর (রা) বলিতেন কুরবানীদাতার উপর মাথা মুন্ডন ওয়াজিব নহে। তবে তিনি নিজে মাথা মুন্ডন করিয়াছেন।

---

১. এক বৎসরের বকরী, তিন বৎসরের গরু এবং ছয় বৎসরের উটকে ‘মুসান্না’ বলা হয়। ইমাম আবূ হানিফা (র)-এর মাযহাবে দুই বৎসরের গরু এবং পাঁচ বৎসরের উট কুরবানী করা দুরস্ত আছে।

(٣) باب النهى عن ذبح الضحية قبل انصراف الامام

পরিচ্ছেদ ৩ : ঈদের জামাত হইতে ইমামের প্রত্যাবর্তনের পূর্বে কুরবানী করা দুরস্ত নহে

٤-**حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحٰى . فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ : لاَ أَجِدُ إِلاَّ جَذَعًا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. قَالَ « وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلاَّ جَذَعًا فَاذْبَحْ. »

রেওয়ায়ত ৪

বুশাইর ইব্‌ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন, আবূ বুরদা ইব্‌ন নিয়ার (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কুরবানী করিবার আগেই কুরবানী করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে পুনরায় কুরবানী করিতে নির্দেশ দেন। আবূ বুরদা বলিলেন : আমার নিকট এক বৎসরের একটি বকরী ব্যতীত আর কিছুই নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : এটিকেই কুরবানী দিয়া দাও।

٥-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ ؛ أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ ذَبَحَ ضَحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الْأَضْحٰى. وَأَنَّهُ ذَكَرَذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعُودَ بِضَحِيَّةٍ أُخْرَى.

রেওয়ায়ত ৫

আব্বাদ ইব্‌ন তামীম (র) হইতে বর্ণিত, উয়াইমির ইব্‌ন আশকর (রা) ইয়াউমুল আযহাতে (যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে) ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট এই কথা উল্লেখ করা হইলে তিনি তাঁহাকে পুনরায় কুরবানী করিতে নির্দেশ দেন।

(٤) باب ادّخار لحوم الاضاحى

পরিচ্ছেদ ৪ : কুরবানীর গোশত রাখিয়া দেওয়া

٦-**حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ، « كُلُوا، وَتَصَدَّقُوا ، وَتَزَوَّدُوا ، وَادَّخِرُوا. »

রেওয়ায়ত ৬

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা) বর্ণনা করেন, তিন দিনের বেশি কুরবানীর গোশ্ত রাখিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছিলেন। পরে বলিলেন : তোমরা নিজেরা উহা খাও, পাথেয় হিসাবে ব্যবহার কর এবং (ভবিষ্যতের জন্য) রাখিয়া দাও।

٧–وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ وَاقِدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ : فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، فَقَالَتْ : صَدَقَ. سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُولُ : دَفَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحٰى ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ. وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ» قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ ، قِيلَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ ، وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ ، وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «وَمَا ذٰلِكَ» أَوْ كَمَا قَالَ. قَالُوا : نَهَيْتَ عَنْ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِيْ دَفَّتْ عَلَيْكُمْ. فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا، وَادَّخِرُوا».

يَعْنِي بِالدَّافَّةِ ، قَوْمًا مَسَاكِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ.

রেওয়ায়ত ৭

‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ওয়াকিদ (র) বর্ণনা করেন-তিন দিনের পর কুরবানীর গোশত্ খাইতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (র) বলেন : এই কথা আমি ‘আমরা বিন্ত আবদুর রহ্মানকে গিয়া শুনাইলাম। তিনি বলিলেন : ‘আবদুল্লাহ্ সত্য বলিয়াছেন। নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট শুনিয়াছি : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময় একবার ঈদুল আযহার দিন কিছু সংখ্যক বেদুঈন আসেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তিন দিনের মতো গোশ্ত রাখিয়া বাকীটা খয়রাত করিয়া দাও। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বলা হইল, পূর্বে লোকেরা কুরবানীর জন্তু দ্বারা ফায়দা লাভ করিত। ইহার চর্বি রাখিয়া দিত এবং চামড়া দ্বারা মশক বানাইয়া রাখিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : তোমরা কি বলিতে চাও? বলা হইল : আপনি তিন দিনের অতিরিক্ত কুরবানীর গোশত রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : কিছু অভাবী লোক গ্রাম হইতে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই তিন দিনের অতিরিক্ত গোশত রাখিতে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমরা উহা খাও, খয়রাত কর এবং জমা করিয়া রাখিয়া দাও।

٨–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: اَنَّهُ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَهْلُهُ لَحْمًا. فَقَالَ : انْظُرُوا أَنْ يَكُونَ هٰذَا مِنْ لُحُوْمِ الْأَضْحٰى. فَقَالُوا : هُوَ مِنْهَا. فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ : أَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْهَا ؟ فَقَالُوا : إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، بَعْدَكَ ، أَمْرٌ. فَخَرَجَ أَبُو سَعِيْدٍ ، فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ . فَأُخْبِرَ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوْمِ الْأَضْحٰى بَعْدَ ثَلَاثٍ . فَكُلُوا ، وَتَصَدَّقُوا ، وَادَّخِرُوا. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ الاَّ نْتِبَاذِ ، فَانْتَبِذُوا. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا. وَلاَ تَقُولُوْا هُجْرًا ».

يَعْنِيَ لاَ تَقُولُوا سُوْءًا.

রেওয়ায়ত ৮

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) একবার সফর হইতে ফিরিবার পর পরিবারের লোকেরা তাঁহার সামনে গোশ্‌ত পেশ করেন। তিনি ইহা দেখিয়া বলিলেন : ইহা কুরবানীর গোশ্‌ত নহে তো? তাঁহারা বলিলেন : হ্যাঁ কুরবানীর। আবূ সা'ঈদ (রা) বলিলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা নিষেধ করেন নাই কি? তাঁহারা বলিলেন : আপনি যাওয়ার পর এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অন্য হুকুম প্রদান করিয়াছেন। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) এই বিষয়টি ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়েন। তখন তিনি জানিতে পারেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : তিন দিন পর কুরবানীর গোশত খাইতে আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমরা তা খাও, খয়রাত কর এবং জমা করিয়া রাখ। তোমাদিগকে আমি কতিপয় পাত্রে নাবীয করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, এখন যে কোন পাত্রে ইচ্ছা তোমরা তাহা বানাইতে পার, তবে (মনে রাখিও) সকল নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। কবর যিয়ারত করিতে তোমাদিগকে আমি নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করিতে যাইতে পার, তবে মুখে যেন কোন মন্দ কথা উচ্চারিত না হয়।

(٥) الشركة فى الضحايا ، وعن كم تذبح البقرة والبدنة

পরিচ্ছেদ ৫ : কুরবানীর মধ্যে শরীক লওয়া এবং গরু ও উট কত জনের পক্ষ হইতে যবেহ্ করা যাইবে

৯-**حدَّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، الْبَدَنَةَ. عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

রেওয়ায়ত ৯

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন : হুদায়বিয়ার বৎসর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত প্রতিটি উট সাতজনের এবং প্রতিটি গরু সাতজনের পক্ষে যবেহ করিয়াছি (কুরবানীর উদ্দেশ্যে)।

১০-**وحَدَّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَاأَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَا حِدَةِ ، يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ. ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ ، فَصَارَتْ مُبَاهَاةً.

قَالَ مَالِكٌ : وَأَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْبَدَ نَةِ وَالْبَقَرَةِ وَالشَّاةِ الْوَا حِدَةِ ، أَنَّ الرَّجُلَ يَنْحَرُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ الْبَدَ نَةَ. وَيَذْبَحُ الْبَقَرَةَ وَالشَّاةَ الْوَا حِدَةَ ، هُوَ يَمْلِكُهَا. وَيَذْبَحُهَا عَنْهُمْ وَيَشْرَكُهُمْ فِيهَا. فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيَ النَّفَرُ الْبَدَنَةَ أَوِ الْبَقَرَةَ أَوِ الشَّاةَ، يَشْتَرِكُونَ فِيهَا فِي النُّسُكِ وَالضَّحَايَا. فَيُخْرِجُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ حِصَّةً مِنْ ثَمَنِهَا. وَيَكُونُ لَهُ حِصَّةٌ مِنْ لَحْمِهَا. فَإِنَّ ذٰلِكَ يُكْرَهُ. وَإِنَّمَا سَمِعْنَا الْحَدِيثَ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَكُ فِي النُّسُكِ . وَإِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ.

রেওয়ায়ত ১০

উমারা ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন : আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন : আবূ আইয়ুব[১] আনসারী (রা) তাঁহাকে বলিয়াছেন ঃ আমরা এক এক পরিবারের তরফ হইতে এক একটি বকরী কুরবানী করিতাম। পরে লোকজন গর্ব ও অহংকারের বশবর্তী হইয়া পরিবারের প্রত্যেকের তরফ হইতে এক একটি বকরী কুরবানী করা শুরু করে।

১. আবূ আইয়ুব আনসারী (রা) প্রসিদ্ধ সাহাবী। তাঁহার নাম খালিদ ইব্‌ন যাইদ। — আওজায

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে সবচাইতে ভাল বর্ণনা যাহা আমি শুনিয়াছি, তাহা হইল এক ব্যক্তি নিজের এবং পরিবারের অন্যদের তরফ হইতে নিজস্ব একটি উট, গরু বা বকরী কুরবানী করিতে পারিবে এবং সওয়াবের মধ্যে অন্যদেরকেও শামিল করিয়া নিবে। কিন্তু একটি উট, গরু বা বকরী খরিদ করিয়া অন্য কাহাকে ইহার কুরবানীতে শরীক করা অর্থাৎ শরীকদের নিকট হইতে টাকা নিয়া তদনুসারে তাহাদের গোশ্ত দেওয়া মাকরূহ। আমরা শুনিয়াছি কুরবানীতে শরীক লওয়া যাইতে পারে না বরং এক পরিবারের পক্ষ হইতে এক একটি কুরবানী করিলেই চলিবে।[১]

١١-وحَدَّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَانَحَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ إِلاَّ بَدَنَةً وَاحِدَةً ، أَوْ بَقَرَةً وَاحِدَةً.

قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَدْرِى أَيَّتَهُمَا قَالَ ابْنُ شِهَابٍ.

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (র) বর্ণনা করেন, ইব্‌ন শিহাব (র) বলিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পরিবারের পক্ষ হইতে কখনো একটি উট বা গরুর অতিরিক্ত কিছু কুরবানী করেন নাই। মালিক (র) বলেন : ইব্‌ন শিহাব (র) একটি উটের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন কিংবা একটি গরুর কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট আমার স্মরণ নাই।

(٦) باب الضحية عما فى بطن المرأة ، وذكر أيام الأضحى

পরিচ্ছেদ ৬ : গর্ভস্থ সন্তানের তরফ হইতে কুরবানী প্রসঙ্গে

١٢-وحدَّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : اْلأَضْحَى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ اْلأَضْحَى .

وحَدَّثني عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ، مِثْلُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১২

নাফি' (র) বর্ণনা করেন-'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) বলিয়াছেন : ঈদুল আযহা দিবসের পর মাত্র দুই দিন কুরবানী করা দুরস্ত রহিয়াছে।

১. মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবে এইরূপ করা যায়। হানাফী মাযহাব অনুসারে এক বকরীর কুরবানী একজনের অধিক ব্যক্তি করিতে পারে না।

মালিক (র) বলেন: 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতেও তাঁহার নিকট অনুরূপ রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে।

١٣–وحدثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يُضَحِّي عَمَّا فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ.

قَالَ مَالِكٌ : الضَّحِيَّةُ سُنَّةٌ وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ. وَلاَ أُحِبُّ لأَحَدٍ مِمَّنْ قَوِيَ عَلَى ثَمَنِهَا، أَنْ يَتْرُكَهَا .

রেওয়ায়ত ১৩

নাফি' (র) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষ হইতে কুরবানী করিতেন না।

মালিক (র) বলেন : কুরবানী করা সুন্নাত (মুয়াক্কাদা)। ইহা ওয়াজিব নহে। যে কুরবানী ক্রয় করিতে সামর্থ্য রাখে, তাঁহার পক্ষে কুরবানী না করা আমি পছন্দ করি না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ২৪

كتاب الذبائح

যবেহ্ সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب ماجاء فى التسمية على الذبيحة

পরিচ্ছেদ ১ : যবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলা

١-**حدّثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ. إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِلُحْمَانٍ. وَلاَ نَدْرِى هَلْ سَمَّوُا اللّٰهَ عَلَيْهَا أَمْ لاَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهَا، ثُمَّ كُلُوهَا.»

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ فِى أَوَّلِ الْإِسْلاَمِ.

রেওয়ায়ত ১

হিশাম ইব্ন উরওয়াহ্ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল : গ্রাম হইতে লোকেরা আমাদের জন্য গোশ্ত নিয়া আসে, জানি না ইহাতে যবেহ্ করার সময় বিসমিল্লাহ্ বলা হইয়াছল কিনা। (উহা আমরা আহার করিতে পারি কি ?) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : নিজেরা বিসমিল্লাহ্ পড়িয়া আহার করিয়া নিও।

মালিক (র) বলেন : এই জবাবটি ইসলামের প্রথম যুগের।[১]

٢-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ أَبِى رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِىَّ أَمَرَ غُلاَمًا لَهُ أَنْ يَذْبَحَ ذَبِيحَةً. فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَهَا قَالَ لَهُ : سَمِّ

১. অর্থাৎ যখন বিসমিল্লাহ্ পড়ার হুকুম নাযিল হয় নাই এই হাদীসটি তখনকার। অনেক ভাষ্যকার বলিয়াছেন : হাদীসটির মর্ম হইল- কোন মুসলমান যদি গোশ্ত নিয়া আসে তবে অনর্থক সন্দেহ করিও না। বরং মনের দ্বিধা দূর করার জন্য নিজেই বিসমিল্লাহ্ বলিয়া খাইয়া নাও।

اللّٰهَ. فَقَالَ لَهُ الْغُلامُ : قَدْ سَمَّيْتُ. فَقَالَ لَهُ : سَمِّ اللّٰهِ. وَيْحَكَ. قَالَ لَهُ : قَدْ سَمَّيْتُ اللّٰهَ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَيَّاشٍ : وَاللّٰهِ. لاَ أَطْعَمُهَا أَبَدًا.

রেওয়ায়ত ২

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ইব্ন আবী রবীয়া মাখযুমী (রা) স্বীয় গোলামকে একটি পশু যবেহ করিতে নির্দেশ দেন। যবেহ করার সময় 'আবদুল্লাহ্ তাহাকে বলিলেন : বিসমিল্লাহ্ বলিয়া নাও। সে বলিল : হ্যাঁ, বলিয়াছি। 'আবদুল্লাহ্ পুনরায় বলিলেন : কম বখ্ত বিসমিল্লাহ্ বলিয়া নাও। সে বলিল : বলিয়াছি। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস ইব্ন আবী রবীয়া (রা) তখন বলিলেন : আল্লাহ্র কসম, এই গোশত আমি খাইব না।

(٢) باب ما يجوز من الزكاة فى حال الضرورة

পরিচ্ছেদ ২ : প্রয়োজনবশত যে প্রকারের যবেহ বৈধ

٣-**حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ ، مِنْ بَنِي حَارِثَةَ ، كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بِأُحُدٍ. فَأَصَابَهَا الْمَوْتُ . فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ . فَسُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ «لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَكُلُوهَا».

রেওয়ায়ত ৩

আতা ইব্ন ইয়াসার (রা) বলেন : বনূ হারিসা গোত্রের আনসারী জনৈক ব্যক্তি উহুদের নিকট তাহার দুধালো উষ্ট্রী চরাইতেছিল। উষ্ট্রীটি মৃত্যুমুখী হইলে তিনি একটি ধারাল লাকড়ি দ্বারা উষ্ট্রীটি যবেহ করেন। অতঃপর এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : ইহাতে কোন দোষ নাই। তুমি উহা খাইতে পার।

٤-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ سَعْدٍ ، أَوْسَعْدِ ابْنِ مُعَاذٍ ؛ أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهَا بِسَلْعٍ. فَأُصِيبَتْ شَاةٌ مِنْهَا. فَأَدْرَكَتْهَا ، فَذَكَّتْهَا بِحَجَرٍ. فَسُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ «لاَبَأْسَ بِهَا. فَكُلُوهَا».

রেওয়ায়ত ৪

মুআয ইব্ন সা'দ (রা) অথবা সা'দ ইব্ন মুআয (রা) হইতে বর্ণিত, কা'ব ইব্ন মালিক (রা)-এর দাসী মদীনার অদূরবর্তী সলা নামক স্থানে বকরী চরাইতেছিল। হঠাৎ একটি বকরী মরিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে একটি ধারাল পাথর দ্বারা উহাকে যবেহ করিয়া ফেলে। পরে এই সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন : ইহাতে কোন দোষ নাই। তুমি উহা খাইতে পার।

٥–وحَدَّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا . وَتَلاَ هٰذِهِ الْآيَةَ – وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ .

রেওয়ায়ত ৫

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল- আরবীয় খ্রিস্টান কর্তৃক যবেহকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া জায়েয কি না ? তিনি বলিলেন : হ্যাঁ, কোন অসুবিধা নাই। অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন :

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَانَّهُ مِنْهُمْ

অর্থাৎ উহাদের সহিত যে ব্যক্তি বন্ধুত্ব করিবে সে উহাদের মধ্যেই গণ্য হইবে।[১]

٦–وحدَّثنى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : مَافَرَى الأَوْدَاجَ فَكُلُوهُ .

حدَّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَاذُبِحَ بِهِ ، إِذَا بَضَعَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهِ .

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলিতেন : যাহা ধমনীসমূহ কাটিয়া দেয় উহা হইতে আহার করিতে পার।

সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) বলিতেন : যে জিনিসের সাহায্যে যবেহ করা হয় উহা যদি ধমনীসমূহ কাটিয়া দেয় তবে প্রয়োজনের সময় উহা আহার করা যায়।

(٣) باب ما يكره من الذبيحة فى الذكاة

পরিচ্ছেদ ৩ : যে ধরনের যবেহকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া মাকরূহ

٣–حدَّثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِى مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ : عَنْ شَاةٍ ذُبِحَتْ فَتَحَرَّكَ بَعْضُهَا . فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَهَا . ثُمَّ سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : إِنَّ الْمَيْتَةَ لَتَتَحَرَّكُ . وَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَاةٍ تَرَدَّتْ فَتَكَسَّرَتْ . فَأَدْرَكَهَا صَاحِبُهَا فَذَبَحَهَا. فَسَالَ الدَّمُ مِنْهَا وَلَمْ تَتَحَرَّكْ . فَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ ذَبَحَهَا وَنَفَسُهَا يَجْرِى ، وَهِىَ تَطْرِفُ ، فَلْيَأْكُلْهَا .

১. ইহা দ্বারা ইব্ন আব্বাস (রা)-এর এই কথা বোঝান উদ্দেশ্য ছিল যে, কাফেরদের যবেহকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া জায়েয হইলেও উহাদিগকে নিজেদের পশু যবেহ করিতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ উহা তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার শামিল।

রেওয়ায়ত ৭

আকীল ইব্‌ন আবূ তালীব (রা)-এর আযাদ করা গোলাম আবূ মুররা (র) আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করেন : একটি বকরী যবেহ্ করার পর উহার অংশ বিশেষ (পা) নড়াচড়া করিয়াছিল, উহা খাওয়া কি জায়েয হইবে ? আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন : আহার করিতে পার। পরে আবূ মুর্‌রা যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন : মৃত পশুও অনেক সময় নড়িয়া উঠিতে পারে এবং উহা আহার করিতে তিনি নিষেধ করিয়া দিলেন।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল : কোন একটি বকরী উপর হইতে পড়িয়া উহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। তখন মালিক উহাকে যবেহ্ করিয়া ফেলে। যবেহ্ করার সময় রক্ত বাহির হইয়াছিল বটে, তবে উহা নড়াচড়া করে নাই। ইহার গোশ্‌ত খাওয়া কি জায়েয হইবে ? মালিক (র) বলিলেন : যবেহ্ করার সময় যদি রক্ত প্রবাহিত হয় এবং চক্ষু নড়ে তবে উহার গোশ্‌ত খাইতে পার।

(٤) باب ذكاة ما فى بطن الذبيحة

পরিচ্ছেদ ৪ : যবেহ্‌কৃত পশুর উদরস্থ বাচ্চার যবেহ

٨-**حدّثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نُحِرَتِ النَّاقَةُ ، فَذَكَاةُ مَا فِى بَطْنِهَا فِى ذَكَاتِهَا. إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ ، ذُبِحَ حَتَّى يَخْرُجَ الدَّمُ مِنْ جَوْفِهِ .

রেওয়ায়ত ৮

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : উটনী নাহর করা হইলে উহার উদরস্থ বাচ্চাটিরও যবেহ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। শর্ত হইল, বাচ্চার সমস্ত অঙ্গ পূর্ণ হইতে হইবে এবং উহার লোম গজাইতে হইবে। আর বাচ্চাটি যদি জীবিত বাহির হয় তবে রক্ত বাহির করিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্য আলাদাভাবে উহা যবেহ করিতে হইবে।

٩-**حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : ذَكَاةُ مَا فِى بَطْنِ الذَّبِيحَةِ ، فِى ذَكَاةِ أُمِّهِ . إِذَا كَانَ قَدْ تَمَّ خَلْقُهُ ، وَنَبَتَ شَعَرُهُ.

রেওয়ায়ত ৯

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা) বলিতেন : উদরস্থ বাচ্চাটি যদি পূর্ণাঙ্গ হইয়া থাকে এবং উহার লোম গজাইয়া থাকে তবে মায়ের যবেহ বাচ্চার যবেহ বলিয়া গণ্য হইবে।[১]

১. হানাফী মাযহাবে মা'র যবেহ বাচ্চার যবেহ বলিয়া গণ্য হয় না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ২৫

كتاب الصيد

শিকার সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب ترك أكل ماقتل المعراض والحجر

পরিচ্ছেদ ১ : কাঠ বা পাথর দ্বারা যে প্রাণী হত্যা করা হইয়াছে তাহা খাওয়া জায়েয নহে

١–**حدّثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : رَمَيْتُ طَائِرَيْنِ بِحَجَرٍ وَأَنَا بِالْجُرْفِ. فَأَصَبْتُهُمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَمَاتَ ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ . وَأَمَّا الْآخَرُ فَذَهَبَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُذَكِّيْهِ بِقَدُومٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُذَكِّيَهُ ، فَطَرَحَهُ عَبْدُ اللّٰهِ أَيْضًا .

রেওয়ায়ত ১

নাফি‘ (রা) বলেন : জুরুফ নামক স্থানে পাথর দ্বারা দুইটি পাখি বধ করিয়াছিলাম, একটি তখনই মরিয়া গিয়াছিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ‘উমর (রা) উহা ফেলিয়া দেন এবং অপরটিকে যবেহ করিতে দৌড়াইয়া গেলেন। উহাও যবেহ করার পূর্বেই মারা যায়। উহাকেও তিনি ফেলিয়া দিলেন।

٢–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَكْرَهُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ وَالْبُنْدُقَةُ .

রেওয়ায়ত ২

মালিক (র) জ্ঞাত হইয়াছেন- যে সমস্ত প্রাণী লাঠি বা গোলার আঘাতে হত্যা করা হইয়াছে ঐগুলি আহার করা কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) মাকরূহ বলিয়া মনে করিতেন।

٣–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَقْتَلَ الْإِنْسِيَّةُ بِمَا يُقْتَلُ بِهِ الصَّيْدُ مِنَ الرَّمْيِ وَأَشْبَاهِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ أَرَى بَأْسًا بِمَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِذَا خَسَقَ وَبَلَغَ الْمَقَاتِلَ أَنْ لُؤْكَلَ. قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ تَعَالَى – يَاأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ– قَالَ : فَكُلُّ شَيْءٍ نَالَهُ الْإِنْسَانُ بِيَدِهِ ، أَوْ رَمْحِهِ ، أَوْ بِشَيْءٍ مِنْ سِلاَحِهِ ، فَأَنْفَذَهُ ، وَبَلَغَ مَقَاتِلَهُ ، فَهُوَ صَيْدٌ. كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى.

রেওয়ায়ত ৩

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বন্য প্রাণীর মতো গৃহপালিত প্রাণীকে তীর ইত্যাদি দ্বারা হত্যা করা মাকরূহ বলিয়া মনে করিতেন।

মালিক (র) বলেন : কোন লাঠির অগ্রভাগে ছুঁচালো কোন জিনিস লাগান থাকিলে, আর ইহা শিকারকৃত প্রাণীকে যখ্‌মী করিয়া দিলে উহা আহার করাতে আমি কোন দোষ মনে করি না।

মালিক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের হাত ও বর্শা, যাহা শিকার করে সে বিষয়ে আল্লাহ্ অবশ্য তোমাদিগকে পরীক্ষা করিবেন।"[১]

মালিক (র) বলেন : 'মানুষ তাহার বর্শা, হাত অথবা অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করায় যাহা আহত হয় তাহাই শিকার, যেইরূপ উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন।

٤–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُوْنَ : إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ ، فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ ، مِنْ مَاءٍ أَوْ كَلْبٍ ، غَيْرِ مُعَلَّمٍ ، لَمْ لُؤْكَلْ ذٰلِكَ الصَّيْدُ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ سَهْمُ الرَّامِي قَدْ قَتَلَهُ ، أَوْ بَلَغَ مَقَاتِلَ الصَّيْدِ . حَتَّى لاَ يَشُكَّ أَحَدٌ فِي أَنَّهُ هُوَ قَتَلَهُ . وَأَنَّهُ لاَ يَكُونُ لِلصَّيْدِ حَيَاةٌ بَعْدَهُ .

---

১. ৫ : ৯৪

قَالَ وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : لاَ بَأْسَ بِأَكْلِ الصَّيْدِ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ مَصْرَعُهُ ، إِذَا وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا مِنْ كَلْبِكَ ، أَوْ كَانَ بِهِ سَهْمُكَ. مَا لَمْ يَبِتْ . فَإِذَا بَاتَ ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَكْلُهُ .

রেওয়ায়ত ৪

মালিক (র) বলেন : বিজ্ঞ আলিমগণকে বলিতে শুনিয়াছি, কেহ কোন বন্য প্রাণী তীর ইত্যাদি দ্বারা আহত করিবার পর উহা অন্য একভাবে যখ্মী হইল, যেমন পানিতে পড়িয়া গেল বা শিকারের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ পায় নাই এমন কোন কুকুর উহার উপর আক্রমণ চালাইল, তবে ঐ ব্যক্তির আঘাতেই উহা মরিয়াছে বলিয়া নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ঐ প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয হইবে না।

মালিক (র) বলেন : শিকারের প্রাণী আহত হইয়া ভাগিয়া যাওয়ার পর উহা পাওয়া গেলে, উহাতে যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের আঘাতের চিহ্ন বা তীর আটকানো পাওয়া যায় তবে উহা খাওয়া জায়েয হইবে। এক রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পর যদি পাওয়া যায় তবে উহা মাকরূহ হইবে।

(٢) باب ماجاء فى صيد المعلمات

পরিচ্ছেদ ২ : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণী দ্বারা শিকার

٥-**حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، فِى الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ : كُلْ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ . إِنْ قَتَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ .

রেওয়ায়ত ৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর যদি কোন প্রাণী শিকার করে তবে উহা মারিয়া ফেলুক বা জীবিত ধরুক সকল অবস্থায়ই উহা খাওয়া জায়েয।[১]

٦-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يَقُولُ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : وَإِنْ أَكَلَ ، وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ .

---

১. প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন হিংস্র প্রাণী যেমন কুকুর, বাজপাখি ইত্যাদি যদি বিসমিল্লাহ্ বলিয়া শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়া হয় এবং উহা কোন প্রাণী মারিয়া আনে তবে উহা খাওয়া জায়েয। (ক) হামলা করিতে ইশারা করিলে হামলা করে। (খ) থামিয়া যাইতে ইশারা করিলে থামিয়া যায় এবং (গ) শিকারকৃত প্রাণী হইতে কিছু ভক্ষণ করে না- এই তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে উহাকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলিয়া গণ্য করা হয়।

রেওয়ায়ত ৬

নাফি' (র) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) বলিয়াছেন : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারকৃত প্রাণীর কিছু ভক্ষণ করুক কিংবা না করুক তবুও উহার শিকার খাওয়া জায়েয হইবে।[১]

٧–**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ . فَقَالَ سَعْدٌ : كُلْ . وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إِلاَّ بِضْعَةٌ وَاحِدَةٌ .

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল : প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর যদি কোন প্রাণী শিকার করিয়া কিছু ভক্ষণ করিয়া ফেলে তবে কি হইবে ? তিনি বলিলেন : একটি টুকরাও যদি রাখে তবুও তাহা খাইয়া নিও।

٨–**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ ، فِي الْبَازِي وَالْعُقَابِ وَالصَّقْرِ وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ : أَنَّهُ إِذا كَانَ يَفْقَهُ كَمَا تَفْقَهُ الْكِلاَبُ الْمُعَلَّمَةُ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَكْلِ مَاقَتَلَتْ ، مِمَّا صَادَتْ. إِذَا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَى إِرْسَالِهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَأَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِي الَّذِي يَتَخَلَّصُ الصَّيْدَ مِنْ مَخَالِبِ الْبَازِي أَوْ مِنَ الْكَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهِ فَيَمُوْتُ، أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَا قُدِرَ عَلَى ذَبْحِهِ ، وَهُوَ فِي مَخَالِبِ الْبَازِي ، أَوْفِي فِي الْكَلْبِ ؛ فَيَتْرُكُهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ قَادِرُ عَلَى ذَبْحِهِ ، حَتَّى يَقْتُلَهُ الْبَازِي أَوِ الْكَلْبُ . فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ الَّذِي يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَنَالُهُ وَهُوَ حَيٌّ ، فَيُفَرِّطُ فِي ذَبْحِهِ حَتَّى يَمُوْتَ ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَكْلُهُ .

---

১. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে কুকুর যদি কিছু ভক্ষণ করিয়া ফেলে তবে উহা খাওয়া জায়েয হইবে না।

قَالَ مَالِكٌ : اَلْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ نَا ، أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرْسَلَ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ الضَّارِيَ ، فَصَادَ أَوْ قَتَلَ ، إِنَّهُ إِذَا كَانَ مُعَلَّمًا ، فَأَكْلُ ذٰلِكَ الصَّيْدِ حَلَالٌ. لَابَأْسَ بِهِ . وَإِنْ لَمْ يُذَكِّهِ الْمُسْلِمُ . وَإِنَّمَا مَثْلُ ذٰلِكَ ، مَثَلُ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِشَفْرَةِ الْمَجُوسِيِّ ، أَوْيَرْمِي بِقَوْسِهِ أَوْ بِنَبْلِهِ ، فَيَقْتُلُ بِهَا. فَصَيْدُهُ ذٰلِكَ وَذَبِيحَتُهُ حَلَالٌ. لَابَأْسَ بِأَكْلِهِ . وَإِذَا أَرْسَلَ الْمَجُوسِيُّ كَلْبَ الْمُسْلِمِ الضَّارِيَ عَلَى صَيْدٍ ، فَأَخَذَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَؤْكَلُ ذٰلِكَ الصَّيْدُ . إِلاَّ أَنْ يُذَكَّى . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ ، مَثَلُ قَوْسِ الْمُسْلِمِ وَنَبْلِهِ ، يَأْخُذُهَا الْمَجُوسِيُّ فَيَرْمِي بِهَا الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ . وَبِمَنْزِلَةِ شَفْرَةِ الْمُسْلِمِ يَذْبَحُ بِهَا الْمَجُوسِيُّ ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৮

মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তিনি কোন কোন আহলে ইল্‌মকে বলিতে শুনিয়াছেন, বাজ, গৃধ্র, ঈগল ইত্যাদি শিকারী পাখি যদি প্রশিক্ষণ পায় এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের মতো বুঝিতে পারে তবে বিসমিল্লাহ্ বলিয়া ছাড়িয়া থাকিলে ঐগুলির শিকার জায়েয বলিয়া গণ্য হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমি এই বিষয়ে উত্তম যাহা শুনিয়াছি তাহা হইল, বাজপাখির পাঞ্জা বা কুকুরের মুখ হইতে যদি শিকার ছুটিয়া যায় এবং পরে মারা যায় তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না।

মালিক (র) বলেন : অনুরূপ বাজপাখির পাঞ্জায় বা কুকুরের মুখে যদি শিকারকৃত প্রাণীটি জীবিত পাওয়া যায় এবং শিকারী উহাকে যবেহ করিবার পূর্বে উহা মারা যায় তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না।

মালিক (র) বলেন : তদ্রূপ শিকার যদি কোন প্রাণী শিকার করে, উহাকে জীবিত অবস্থায় পাইয়াও যবেহ করিতে বিলম্ব করে এবং শিকারটি মারা গেলে উহা খাওয়া হালাল হইবে না।

মালিক (র) বলেন : কোন মুসলমান ব্যক্তি যদি মজূসী (অমুসলিম) দ্বারা প্রশিক্ষণপ্রপ্ত কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়ে এবং উহা শিকার করে অথবা শিকারকৃত প্রাণীটিকে মারিয়া ফেলে তবুও উহা খাওয়া হালাল হইবে। ইহাতে কোন দোষ নাই, যদিও মুসলমান উহাকে যবেহ না করিয়া থাকে। ইহার উদাহরণ হইল- কোন মুসলিম ব্যক্তি কোন মজূসীর নিকট হইতে ছুরি লইয়া কোন প্রাণী যবেহ করিল, কিম্বা তীর-ধনুক লইয়া কোন প্রাণী শিকার করিল। ইহা খাওয়া যেমন হালাল উহাও তেমন হালাল হইবে। ইহা আমাদের নিকট সর্বসম্মত।

মালিক (র) কোন মজূসী (অমুসলিম) যদি কোন মুসলমান কর্তৃক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়ে এবং শিকার করে তবে উহা খাওয়া হালাল হইবে না। কিন্তু যদি মুসলমান উহাকে জীবিত অবস্থায় পায় এবং নিজে যবেহ করে তবে হালাল হইবে। ইহার উদাহরণ হইল—কোন মজূসী ব্যক্তি কোন মুসলমান হইতে বর্শা ও তীর লইয়া কোন প্রাণী শিকার করিল এবং প্রাণীটি মারা গেল কিংবা মুসলমানের নিকট হইতে ছুরি লইয়া কোন মজূসি প্রাণীটি যবেহ করিল, উভয় অবস্থায় কোনটিই হালাল হইবে না।

(٣) باب ماجاء فى صيد البحر

পরিচ্ছেদ ৩ : জলজ প্রাণী শিকার

٩–**وحدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ . فَنَهَاهُ عَنْ أَكْلِهِ .

قَالَ نَافِعٌ : ثُمَّ انْقَلَبَ عَبْدُ اللّٰهِ فَدَعَا بِالْمُصْحَفِ ، فَقَرَأَ – أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ – قَالَ نَافِعٌ : فَأَرْسَلَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَكْلِهِ .

রেওয়ায়ত ৯

সমুদ্র (পানির স্রোত বা ঢেউ) কর্তৃক নিক্ষিপ্ত জলজ প্রাণী সম্পর্কে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হুরায়রা (রা) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উহা খাইতে নিষেধ করেন। নাফি' (র) বলেন : অতঃপর আবদুল্লাহ্ বাড়ি গিয়া কুরআন শরীফ আনিয়া নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়িয়া শোনান : أُحِلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ حِلٌّ لَكُمْ অর্থাৎ "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও উহা আহার করা হালাল করা হইয়াছে।"[১]

নাফি' (র) বলেন : অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (র) আমাকে আবদুর রহমান ইব্ন আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট এই কথা বলার জন্য পাঠান যে, তাঁহার প্রশ্নোল্লিখিত প্রাণী আহার করিতে কোন অসুবিধা নাই।

١٠–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعْدِ الْجَارِيِّ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، عَنِ الْحِيتَانِ يَقْتُلُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، أَوْ

১. ৫ : ৯৬

تَمُوتُ صَرَدًا . فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسُ. قَالَ سَعْدٌ : ثُمَّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، فَقَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১০

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সা'দুলজারী বর্ণনা করেন—যে সমস্ত মাছ পরস্পরকে হত্যা করিয়া ফেলে বা শীতে মারা যায় সে ধরনের মাছ সম্পর্কে আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি তখন বলিলেন : উহা খাওয়াতে কোন দোষ নাই। পরে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন 'আস (র)-কে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনিও অনুরূপ জবাব প্রদান করিয়াছিলেন।

١١—**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِمَا لَفَظَ الْبَحْرُ بَأْسًا

রেওয়ায়ত ১১

সমুদ্র (ঢেউ ও স্রোত) নিক্ষিপ্ত জলজ প্রাণী আহার করা আবূ হুরায়রা (রা) ও যাইদ ইব্‌ন সাবিত (রা) জায়েয বলিয়া মনে করিতেন।

١٢—**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْجَارِ ، قَدِمُوا فَسَأَلُوا مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ ، عَمَّا لَفَظَ الْبَحْرُ . فَقَالَ : لَيْسَ بِهِ بَأْسُ . وَقَالَ : اذْهَبُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ فَاسْأَلُوهُمَا عَنْ ذٰلِكَ . ثُمَّ ائْتُونِي فَأَخْبِرُونِي مَاذَا يَقُولاَنِ. فَأَتَوْهُمَا ، فَسَأَلُو هُمَا. فَقَالاَ : لاَبَأْسَ بِهِ . فَأَتَوْا مَرْوَانَ فَأَخْبَرُوْهُ . فَقَالَ مَرْوَانُ : قَدْ قُلْتُ لَكُمْ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَبَأْسَ بِأَكْلِ الْحِيتَانِ. يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ. لأَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِي الْبَحْرِ «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا أُكِلَ ذٰلِكَ ، مَيْتًا ، فَلاَ يَضُرُّهُ مَنْ صَادَهُ .

রেওয়ায়ত ১২

আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন : মদীনার দিকে সমুদ্র তীরবর্তী গ্রাম জারের বাসিন্দাগণ মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম-এর নিকট আসিয়া সমুদ্র-নিক্ষিপ্ত প্রাণী সম্পর্কে প্রশ্ন করিল। মারওয়ান বলিলেন : উহা আহার করায় কোন দোষ নাই। যাইদ ইব্‌ন সাবিত ও আবূ হুরায়রা (রা)-কেও এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে পার। তাঁহারা কি বলিলেন আমাকে তাহা জানাইয়া যাইও। তাহারা দুইজনের নিকট আসিয়া এতদসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারাও বলিলেন : ইহাতে কোন দোষ নাই। মারওয়ানের নিকট তাঁহাদের এই জবাব শুনাইলে তিনি বলিলেন : আমি তো পূর্বেই তোমাদের এই কথা বলিয়া দিয়াছিলাম।

মালিক (র) বলেন : মজূসী (অমুসলিম) ব্যক্তি কর্তৃক শিকারকৃত মাছ আহার করা জায়েয। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : সমুদ্রের পানি পাক এবং উহার মৃত প্রাণীও হালাল।

মালিক (র) বলেন : মৃত প্রাণীও যখন হালাল, তখন উহা শিকার করিয়া যে-ই আনুক না কেন উহাতে ক্ষতি নাই।

(٤) باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع

পরিচ্ছেদ ৪ : দন্তবিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী আহার করা হারাম হওয়া সম্পর্কে

١٣– **حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِى إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنْ أَبِى ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « أَكْلُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ ».

রেওয়ায়ত ১৩

আবূ সা'লাবা খোশানী (রা) বর্ণনা করেন–রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : দন্তবিশিষ্ট সকল হিংস্র প্রাণী আহার করা হারাম।

١٤–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِى حَكِيمٍ ، عَنْ عَبِيدَةَ بْنِ سُفْيَانَ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « أَكْلُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ حَرَامٌ ».

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ১৪

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : দন্তবিশিষ্ট সকল হিংস্র প্রাণী হারাম। মালিক (র) বলেন, আমাদের নিকটও মাসআলা অনুরূপ।

(٥) باب ما يكره من أكل الدواب

পরিচ্ছেদ ৫ : যে সকল প্রাণী খাওয়া মাকরূহ্

١٥–**حدّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ أَنَّ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِي الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ ، أَنَّهَا لاَتُؤْ كَلُ لأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ- وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً - وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِي الْأَنْعَامِ- لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ - وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلٰى مَارَزَ قَهُمْ مِنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ-.

قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ أَنَّ الْبَائِسَ هُوَ الْفَقِيرُ ، وَأَنَّ الْمُعْتَرَّ هُوَ الزَّائِرُ.

قَالَ مَالِكٌ : فَذَكَرَ اللّٰهُ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِلرُّكُوبِ وَالزِّينَةِ. وَذَ كَرَ الأَنْعَامَ لِلرُّكُوبِ وَاأَكْلِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْقَانِعُ هُوَ الْفَقِيرُ أَيْضًا.

রেওয়ায়ত ১৫

মালিক (র) বলেন : ঘোড়া, খচ্চর এবং গাধার গোশ্ত আহার করা সম্পর্কে উত্তর যাহা শুনিয়াছি তাহা এই–উহা আহার করা যাইবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন : অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দভ আমি আরোহণ এবং শোভার জন্য সৃষ্টি করিয়াছি।[১] আল্লাহ্ তা'আলা আন'আম সম্বন্ধে ইরশাদ করেন : যাহাতে তোমরা এইগুলির উপর আরোহণ কর এবং এইগুলি আহার কর। আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

---

১. ১৬ : ৮

আল্লাহ্ তাহাদিগকে জীবনোপকরণস্বরূপ যেসব চতুষ্পদ আন'আম দান করিয়াছেন সেই সব প্রাণী যবেহ কালে আল্লাহ্র নাম নেয়। তখন এইগুলি হইতে তোমরা আহার কর এবং প্রার্থীকে আহার করাও।[১]

মালিক (র) বলেন : আমি আহলে ইল্মের নিকট শুনিয়াছি–উপরিউক্ত আয়াতে উল্লিখিত 'বা-ইস' শব্দের অর্থ ফকির এবং মু'তার শব্দের অর্থ আগন্তুক।

মালিক (র) বলেন : (এ আয়াতগুলি দ্বারা বোঝা গেল) আল্লাহ্ তা'আলা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা আরোহণ করার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আর আন'আম জন্তুসমূহ আহার এবং আরোহণ উভয় কাজের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : কানি' ভিক্ষুককেও বলা হয়।

(٦) باب ما جاء فى جلود الميتة

পরিচ্ছেদ ৬ : মৃত প্রাণীর চামড়া

١٦–**حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَرَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ . كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَةً لِمَيْمُونَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ « أَفَلاَ انْتَفَعْتُمْ بِجِلْدِهَا » ؟ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا ».

রেওয়ায়ত ১৬

'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন : একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি মৃত বকরীর পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনা (রা)-এর জনৈক গোলামকে তিনি ইহা দিয়াছিলেন। তিনি তখন বলিলেন : তোমরা ইহার চামড়া কোন কাজে লাগাইলে না কেন? তাহারা বলিল : হে আল্লাহ্র রাসূল! ইহা তো মৃত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : হ্যাঁ, ইহা খাওয়া হারাম (কিন্তু চামড়া দ্বারা অন্য কোন উপকার লাভ করা জায়েয)।

١٧–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ »

---

১. আন'আম দ্বারা উট, গরু, মেষ, ছাগল এবং অন্যান্য অহিংস্র ও রোমন্থনকারী জন্তুকে বোঝায়। যথাঃ হরিণ, নীলগাই, মহিষ ইত্যাদি। কিন্তু ঘোড়া, গাধা ইহার অন্তর্ভুক্ত নহে।

يَعْدُوَ عَادٍ مِمَّنْ لَمْ يُضْطَرَّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، يُرِيدُ اسْتِجَازَةَ أَخْذِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَزُرُوعِهِمْ وَثِمَارِهِمْ بِذٰلِكَ ، بِدُونِ اضْطِرَارٍ.

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ .

রেওয়ায়ত ১৯

মালিক (র) বলেন : মুযতার বা খাদ্যের অভাবে ওষ্ঠাগতপ্রাণ ব্যক্তি মৃত জন্তুর গোশ্ত পেট ভরিয়া আহার করিতে পারে এবং উহা রাখিতেও পারে। যখন হালাল খাদ্য পাইবে তখন উহা ফেলিয়া দিবে।

মালিক (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল–মুযতার বা খাদ্যের অভাবে ওষ্ঠাগতপ্রাণ ব্যক্তি যদি মৃত জন্তু বা কাহারো বাগানের ফল বা ক্ষেতের শস্য বা বকরী খাইয়া ফেলে তবে কি হইবে? মালিক (র) বলিলেন : বাগান, ক্ষেত বা বকরীর মালিক যদি ঐ ব্যক্তিকে মুযতার হিসাবে সত্য বলিয়া মনে করে এবং চোর মনে করিয়া হাত না কাটায় তবে মৃত জন্তু আহার করার তুলনায় এ সমস্ত জিনিস খাওয়াই উত্তম। কিন্তু উহা হইতে বহন করিয়া লইয়া যাইবে না। আর তাহা না হইলে আমার মতে উক্ত ব্যক্তির জন্য মৃত পশু খাওয়া উত্তম। যে কোন অবস্থায়ই যদি অন্যের মাল খাওয়া জায়েয হইত তবে গুন্ডা-বদমাশরা ইহাকে বাহানা করিয়া অন্যের ধন-সম্পত্তি হাতাইয়া নিয়া যাইত।

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহা আমার নিকট উত্তম।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ২৬

كتاب العقيقة

আকীকা সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب ما جاء فى العقيقة

পরিচ্ছেদ ১ : আকীকার বর্ণনা

١-حدّثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى ضَمْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْعَقِيقَةِ ؟ فَقَالَ « لاأُحِبُّ الْعُقُوقَ » وكَأَنَّهُ إِنَّمَا كَرِهَ الاسْمَ. وَقَالَ : « مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ ».

রেওয়ায়ত ১

বনী যামরার জনৈক ব্যক্তি তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন–রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন : আমি উকূক[১] (পিতা মাতার অবাধ্যতা) পছন্দ করি না। রাসূলুল্লাহ (সা) এই নামটি পছন্দ করিলেন না। তিনি আরো বলিয়াছিলেন : কাহারো সন্তান হইলে সে যদি কিছু কুরবানী করিতে চায় তবে তাহা করিতে পারে।

٢- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، وَزَيْنَبَ وَأُمِّ كُلْثُومٍ ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَةِ ذٰلِكَ فِضَّةً.

১. 'উকূক' শব্দের অর্থ হইল পিতামাতার অবাধ্য হওয়া। আর আকীকা শব্দটির ধাতু যেহেতু 'উকূক' শব্দের অনুরূপ। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) উকূক পছন্দ করেন নাই।

রেওয়ায়ত ২

জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-তনয়া ফাতিমা (রা) হাসান, হুসাইন, যায়নব ও উম্মে কুলসুম (রা)-এর মাথার চুল ওজন করিয়া সেই পরিমাণ রৌপ্য খয়রাত করিয়াছিলেন।

٣-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : وَزَنَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ شَعَرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً.

রেওয়ায়ত ৩

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হুসায়ন (রা) বলিয়াছেন : রাসূল (সা)-তনয়া ফাতিমা (রা) হাসান ও হুসায়নের মাথার চুল ওজন করাইয়া তত পরিমাণ রৌপ্য খয়রাত করিয়াছিলেন।

(٢) باب العمل فى العقيقة

পরিচ্ছেদ ২ : আকীকার পদ্ধতি

٤-**حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَكُنْ يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ عَقِيقَةً ، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. وَكَانَ يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ . عَنِ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ.

রেওয়ায়ত ৪

নাফি' (র) বর্ণনা করেন-'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা)-এর পরিবারের কাহারও জন্য আকীকার ব্যাপারে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিতেন এবং তাঁহার নিজের সন্তানের ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ে হউক, প্রত্যেক সন্তানের জন্য একটি করিয়া বকরী কুরবানী দিতেন।[১]

---

১. আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে ছেলের পক্ষ হইতে দুইটি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ হইতে একটি করিয়া বকরী আকীকা দিতে পারিবে। ইমাম আবূ হানীফা (র) অনুরূপ মত পোষণ করেন।

٥–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِى يَسْتَحِبُّ الْعَقِيقَةَ ، وَلَوْ بِعُصْفُورٍ .

রেওয়ায়ত ৫

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম হারিস তায়মী (র) বর্ণনা করেন–পিতার নিকট শুনিয়াছি, আকীকা করা তাঁহার খুবই প্রিয় ছিল, তাহা একটি পাখিও হউক না কেন।[১]

٦–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ عُقَّ عَنْ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ ابْنَىْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ .

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) জ্ঞাত হইয়াছেন–'আলী (রা) ইব্‌ন আবূ তালিবের পুত্র হাসান ও হুসায়ন (রা) -এর আকীকা করা হইয়াছিল।

٧–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ أَبَاهُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَعُقُّ عَنْ بَنِيهِ ، الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ ، بِشَاةٍ شَاةٍ .

قَالَ مَالِكٌ : اَلْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْعَقِيقَةِ ، أَنَّ مَنْ عَقَّ فَإِنَّمَا يَعُقُّ عَنْ وَلَدِهِ بِشَاةٍ شَاةٍ . الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ . وَلَيْسَتِ الْعَقِيقَةُ بِوَاجِبَةٍ . وَلٰكِنَّهَا يُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ بِهَا. وَهِىَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِىْ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا . فَمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَإِنَّمَا هِىَ بِمَنْزِلَةِ النُّسُكِ وَالضَّحَايَا . لاَ يَجُوزُ فِيهَا عَوْرَاءُ وَلاَ عَجْفَاءُ وَلاَ مَكْسُورَةٌ وَلاَ مَرِيضَةٌ . وَلاَ يُبَاعُ مِنْ لَحْمِهَا شَىْءٌ ، وَلاَ جِلْدُهَا ، وَيُكْسَرُ عِظَامُهَا، وَيَأْكُلُ أَهْلُهَا مِنْ لَحْمِهَا. وَيَتَصَدَّقُونَ مِنْهَا . وَلاَ يُمَسُّ الصَّبِىُّ بِشَىْءٍ مِنْ دَمِهَا .

১. বকরীর কমে আকীকা দুরস্ত নহে। এইখানে বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্যে পাখির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে।

রেওয়ায়ত ৭

উরওয়াহ্ ইব্ন যুবাইর (র) ছেলে হউক বা মেয়ে, প্রত্যেক সন্তানের জন্য একটি বকরী আকীকা করিতেন।[১]

মালিক (র) বলেন : আকীকার বিষয়ে আমাদের নিকট হুকুম হইল, ছেলে হইক বা মেয়ে হউক প্রত্যেকের জন্য একটি বকরী আকীকা করা হইবে। আকীকা করা ওয়াজিব নহে, মুস্তাহাব। তবে আকীকার বকরী কুরবানীর বকরীর অনুরূপ হইতে হইবে। চোখ কানা, অতিশয় বৃদ্ধ, শিং ভাঙা এবং রোগা হইলে চলিবে না। আকীকার গোশ্‌ত এবং চামড়া বিক্রয় করা জায়েয নহে। ইহার হাড়গুলিও ভাঙ্গিয়া দেওয়া উচিত।[২]

আকীকার গোশ্‌ত নিজে খাইবে এবং দরিদ্রদিগকেও খাইতে দিবে। আকীকাকৃত বকরীর রক্ত বাচ্চাকে ছোঁয়াইবে না।[৩]

---

১. তিরমিযী শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছেলের পক্ষে দুইটি এবং মেয়ের পক্ষে একটি আকীকা করিতে বলিয়াছেন।

২. জাহেলী যুগে হাড় ভাঙ্গা অশুভ বলিয়া মনে করা হইত। তাই এইখানে এ কথার উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩. ইহাও একটি জাহেলী রসম ছিল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ২৭

كتاب الفرائض

ফারায়েয অধ্যায়

(١) باب ميراث الصلب

পরিচ্ছেদ ১ : সন্তানের মীরাস

حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَالَّذِيْ أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا فِيْ فَرَائِضِ الْمَوَارِيْثِ : أَنَّ مِيْرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ أَوْ وَالِدَتِهِمْ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ الْأَبُ أَوِ الْأُمُّ وَتَرَكَا وَلَدًا رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . فَإِنْ شَرِكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيْضَةٍ مُسَمَّاةٍ ، وَكَانَ فِيْهِمْ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرِيْضَةِ مَنْ شَرِكَهُمْ وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ بَيْنَهُمْ عَلٰى قَدْرِ مَوَارِيْثِهِمْ وَمَنْزِلَةُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ الذُّكُوْرِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءٌ ذُكُوْرُهُمْ كَذُكُوْرِهِمْ . وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ يَرِثُوْنَ كَمَا يَرِثُوْنَ وَيَحْجُبُوْنَ كَمَا يَحْجُبُوْنَ فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ، وَوَلَدُ الْاِبْنِ ، وَكَانَ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيْرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الْاِبْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ ذَكَرٌ، وَكَانَتَا ابْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ مِنَ الْبِنَاتِ لِلصُّلْبِ ، فَإِنَّهُ لَا مِيْرَاثَ لِبَنَاتِ الْاِبْنِ مَعَهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَ بَنَاتِ الْاِبْنِ ذَكَرٌ ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفّٰى بِمَنْزِلَتِهِنَّ . أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ فَإِنَّهُ يَرُدُّ

عَلَىَّ مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ هُوَ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلاً إِنْ فَضَلَ فَيَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ، فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ إِلاَّ ابْنَةً وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلاِبْنَةِ ابْنِهِ، وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مِمَّنْ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَّاحِدَةٍ، اَلسُّدُسُ فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْاِبْنِ ذَكَرٌ، هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلاَ فَرِيْضَةَ وَلاَ سُدُسَ لَهُنَّ وَلٰكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرَائِضِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَضْلٌ كَانَ ذٰلِكَ الْفَضْلُ لِذٰلِكَ الذَّكَرِ. وَلِمَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ، وَمِنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُمْ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءَ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ- يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ قَالَ مَالِكٌ : اَلْاَطْرَفُ هُوَ الْاَبْعَدُ .

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মাসআলা এই, আমাদের শহরের আলিমগণকে মীরাসের অংশ বন্টন সম্পর্কে এই মতই পোষণ করিতে দেখিয়াছি : যখন ছেলেমেয়ের পিতা-মাতার মৃত্যু হয় এবং তাহার সম্পদ রাখিয়া যায়, তবে মেয়ের দ্বিগুণ মীরাস ছেলে পাইবে; যদি শুধু দুই মেয়ে কিংবা ততোধিক মেয়ে থাকে তবে পূর্ণ মালের দুই-তৃতীয়াংশ মেয়েগণ মীরাস পাইবে। যদি এক মেয়ে থাকে তবে অর্ধেক অংশ মীরাস পাইবে। আর যদি মৃত ব্যক্তির কোন যবিল ফুরূয (যাহাদিগকে হিস্যা কুরআন মজীদে নির্ধারিত আছে) থাকে এবং ছেলেমেয়েও বিদ্যমান থাকে তবে প্রথমত অংশীদারগণের হিস্যা আদায় করিয়া ছেলেমেয়েদিগকে পূর্ব বর্ণিত নিয়মে অংশ দিবে অর্থাৎ ছেলে পাইবে মেয়ের দ্বিগুণ। তবে পিতা যবিল ফুরূয হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে অবশিষ্ট ওয়ারিশগণ বাকী পাঁচ হিস্যার দুই হিস্যা এক ছেলে এবং তিন হিস্যা তিন মেয়ে পাইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি মৃতের পুত্র কন্যা কেহ না থাকে তবে নাতি এবং নাতনিগণ ওয়ারিস হইবে। নাতি-নাতনীদের হিস্যাও পুত্র-কন্যাদের হিস্যার মতো বন্টন করা হইবে, মীরাস পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে তাহাদের হুকুম পুত্রদের মতো। তবে মৃতের একটি পুত্র ও নাতি থাকিলে নাতি ওয়ারিস হইবে না। মৃতের দুই অথবা ততোধিক কন্যা থাকিলেও নাতনিগণ ওয়ারিস হইব না। হাঁ, যদি নাতনীদের সঙ্গে কোন নাতিও থাকে, মৃতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক কন্যাদের মতো অথবা তাহাদের তুলনায় কিছু দূর-সম্পর্কীয়। তবে যবিল ফুরূযের হিস্যা দেওয়ার পর কিছু মাল বাঁচিয়া থাকিলে তাহা কন্যাদের সমপর্যায়ের নাতি এবং নাতির তুলনায় উচ্চ অর্থাৎ নিকট সম্পর্কীয়া নাতনীগণ পাইবে এবং নাতনীর দ্বিগুণ নাতি পাইবে। যদি যবিল ফুরূযকে দেওয়ার পর অবশিষ্ট না থাকে তবে তাহারা কিছুই পাইবে না। যদি মৃতের একটি মেয়ে থাকে তবে সে অর্ধেক পাইবে। আর তাহার পুত্রের মেয়ে সন্তান অর্থাৎ তাহার নাতনী এক বা একাধিক হইলে ইহারা সকলেই মৃতের ওয়ারিস হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশে পাইবে আর যদি নাতনীদের সঙ্গে নাতিও থাকে তবে নাতনীরা কিছুই পাইবে না, যদি

যবিল ফুরূযকে দিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ঐ নাতির হিস্যা এবং তাহার সঙ্গে অন্য যে তাহার সমকক্ষ এবং তাহার উর্ধ্বের নাতনীরাও তাহার সঙ্গে হিস্যা পাইবে, পুরুষ মেয়ের দ্বিগুণ এই হিসাবে আর দূরবর্তীদের জন্য কোন অংশ নাই যবিল যুরূযকে দিয়া কিছু অবশিষ্ট না থাকিলে তাহাদের জন্য কিছুই নাই।

আর ইহা এইজন্য যে, আল্লাহ্ পাক স্বীয় কিতাবে বলেন :

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْ أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ -

আল্লাহ্ তোমাদের সন্তান সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেছেন, এক পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান, কিন্তু কেবল কন্যা দুই-এর অধিক থাকিলে তাহাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর এক কন্যা থাকিলে তাহাদের জন্য অর্ধাংশ। (৪ : ১১)

মালিক (র) বলেন : আতরাফ অর্থাৎ দূরবর্তিগণ।

(٢) باب ميراث الرجل من امرأته والمرأة من زوجها

পরিচ্ছেদ ২ : মিরাস বন্টনে স্বামীর অংশ স্ত্রী হইতে এবং স্ত্রীর অংশ স্বামী হইতে কি পরিমাণ ?

قَالَ مَالِكٌ : وَمِيْرَاثُ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِذَا لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ النِّصْفُ فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا ، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثٰى ، فَلِزَوْجِهَا الرُّبُعُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصِيْ بِهَا أَوْدَيْنٍ .

وَمِيْرَاثُ الْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ، الرُّبُعُ . فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا، أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثٰى ، فَلاِمْرَأَتِهِ الثُّمُنُ . مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا أَوْدَيْنٍ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ-وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَّصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ .

মালিক (র) বলেন : স্ত্রীর মৃত্যুর পর যদি তাহার কোন ছেলে কিংবা নাতি না থাকে তবে স্বামী অর্ধেক মালের মীরাস পাইবে। যদি কোন ছেলে অথবা ছেলের ঔরসজাত নাতি বা নাতনী বিদ্যমান থাকে তবে স্বামী এক-চতুর্থাংশ মীরাস পাইবে, তবে শর্ত এই মৃতের কোন ওসীয়্যত থাকিলে কিংবা কোন ঋণ থাকিলে তাহা পূর্বেই আদায় করতে হইবে। তদ্রূপ স্বামীর মৃত্যু হইলে যদি কোন ছেলে কিংবা নাতি না থাকে, তবে স্বামীর রাখিয়া যাওয়া সম্পদ হইতে স্ত্রী এক-চতুর্থাংশ পাইবে। আর যদি কোন ছেলে কিংবা নাতি-নাতনী থাকে, তবে

স্ত্রী এক-অষ্টমাংশ মীরাস পাইবে। এ স্থলেও স্বামীর কোন ওসীয়্যত কিংবা ঋণ থাকিলে তাহা মীরাস বন্টনের পূর্বেই আদায় করিতে হইবে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন পাকে বলিয়াছেন :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوْصِيْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَدٌ ، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ، مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُوْنَ بِهَا أَوْدَيْنٍ .

তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাহাদের কোন সন্তান না থাকে এবং তাহাদের সন্তান থাকিলে তোমাদের জন্য তাহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ ওসীয়্যত পালন এবং ঋণ পরিশোধের পর তোমাদের সন্তান না থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ আর তোমাদের সন্তান থাকিলে তাহাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। তোমরা যাহা ওসীয়্যত করিবে তাহা দেওয়া ও ঋণ পরিশোধের পর।

(٣) باب ميراث الأب والأم من ولدهما

পরিচ্ছেদ ৩ : সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পিতা-মাতার মীরাস

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا اَلَّذِىْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ ، وَالَّذِىْ أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا : أَنَّ مِيْرَاثَ الْأَبِ مِنْ ابْنِهِ أَوْ ابْنَتِهِ ، أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيْضَةً . فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا فَإِنَّهُ يُبَدَأُ بِمَنْ شَرَكَ الْأَبَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ . فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ . فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ ، فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ لِلْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهُمُ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ فَرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ ، فَرِيْضَةً .

وَمِيْرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، إِذَا تُوُفِّىَ ابْنُهَا أَوْ ابْنَتُهَا ، فَتَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى أَوْ تَرَكَ مِنَ الْإِخْوَةِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا ، ذُكُوْرًا كَانُوْا أَوْ إِنَاثًا ، مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ أَوْ مِنْ أَبٍ أَوْ مِنْ أُمٍّ فَالسُّدُسُ لَهَا .

وَإِنْ لَّمْ يَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى ، وَلَدًا وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ، وَلاَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ كَامِلاً . إِلاَّ فِىْ فَرِيْضَتَيْنِ فَقَطْ .

وَإِحْدَى الْفَرِيْضَتَيْنِ ، أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ . فَلاِمْرَأَتِهِ الرُّبُعُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِىَ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَّأْسِ الْمَالِ .

وَالْأُخْرٰى : أَنْ تَتَوَفَّى امْرَأَةٌ . وَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبْوَيْهَا فَيَكُوْنُ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ .

وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ - وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإُمِّهِ السُّدُسِ -

فَمَضَتِ السُّنَّةِ أَنَّ الْإِخْوَةَ اثْنَانِ فَصَاعِدًا .

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাসআলা এই— আমাদের শহরের 'আলিমগণকেও অনুরূপ মত পোষণ করিতে দেখিয়াছি যে, মৃত ব্যক্তি যদি ছেলে কিংবা পুত্রের ঔরসজাত নাতি রাখিয়া মারা যায়, তবে মৃতের পিতা এক-ষষ্ঠাংশ মীরাস পাইবে। আর যদি মৃতের ছেলে কিংবা নাতি না থাকে তবে যবিল ফুরূযের হিস্যা দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা এক-ষষ্ঠাংশের সমান হউক কিংবা বেশি হউক তাহা পিতা পাইবে। যদি যবিল ফুরূযের হিস্যা দেওয়ার পর ষষ্ঠাংশ না থাকে তবে ষষ্ঠাংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মৃত ব্যক্তির যদি মাতা, ছেলেমেয়ে কিংবা ছেলের পক্ষের নাতি, নাত্নী কিংবা দুই ভাই কিংবা ততোধিক ভাই থাকে, আপন ভাই কিংবা মাতৃপক্ষের ভাই কিংবা পিতৃপক্ষের ভাই কিংবা বোনসমূহ থাকে তবে মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে। আর যদি উপরিউল্লিখিত কেহ না থাকে, তবে মাতা পূর্ণ এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। হাঁ, শুধু দুই অবস্থায় এক-তৃতীয়াংশ পাইবে না বরং অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। এক অবস্থা এই যে, যদি মৃতের মাতা-পিতা বিদ্যমান থাকে এবং স্ত্রী থাকে তবে স্ত্রী এক-চতুর্থাংশ মাল পাইবে। এবং মাতা এক-তৃতীয়াংশ পাইবে।

দ্বিতীয় অবস্থা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি স্বামী এবং মাতা-পিতা থাকে তবে স্বামী অর্ধেক অংশ পাইবে এবং মাতা যাহা বাকী থাকে তাহার এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। অর্থাৎ মাতা এক-ষষ্ঠাংশ এবং পিতা এক-ষষ্ঠাংশ পাইবে। কেননা তাহাই আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে ইরশাদ করিয়াছেন :

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِإُمِّهِ السُّدُسِ -

তাহার সন্তান থাকিলে তাহার পিতা-মাতা প্রত্যেকের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-ষষ্ঠাংশ, সে নিঃসন্তান হইলে এবং শুধু পিতামাতাই উত্তরাধিকারী হইলে তাহার মাতার জন্য এক-তৃতীয়াংশ ; তাহার ভাই-বোন থাকিলে মাতার জন্য এক-ষষ্ঠাংশ।

মালিক (র) বলেন : ভাইসমূহের অর্থ দুই ভাই কিংবা ততোধিক ভাই অর্থ লওয়াও প্রচলিত সুন্নতরূপে গণ্য।

(٤) باب ميراث الأخوة للأم

পরিচ্ছেদ ৪ : মাতৃপক্ষীয় ভাইয়ের এবং বোনের মীরাসের বর্ণনা

قَالَ مَالِكٌ : اَلْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْأَخْوَةَ لِلْأُمِّ لا يَرِثُوْنَ مَعَ الْوَلَدِ . وَلاَ مَعَ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ ، ذُكْرَانًا كَانُوْا أَوْ إِنَاثًا ، شَيْئًا وَلاَ يَرِثُوْنَ مَعَ الْأَبِ وَلاَ مَعَ الْجَدِّ أَبِى الْأَبِ شَيْئًا. وَأَنَّهُمْ يَرِثُوْنَ فِيْمَا سِوَى ذٰلِكَ يُفْرَضُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ السُّدُسُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثٰى . فَإِنْ كَانَا اثْنَيْنِ . فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ . يَقْتَسِمُوْنَهُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهِ -وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً ، أَوِ امْرَأَةٌ ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ - فَكَانَ الذَّكَرُ وَالْأُنْثٰى فِىْ هٰذَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ .

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত মাসআলা এই যে, মৃত ব্যক্তির যদি কোন সন্তান থাকে কিংবা তাহার পিতা কিংবা দাদা (পিতামহ) জীবিত থাকে তবে মাতৃপক্ষের ভাই-বোন মীরাস হইতে বঞ্চিত (মাহ্রূম) হইবে। যদি উল্লিখিত ওয়ারিসগণ না থাকে তবে তাহারাও মীরাস পাইবে। যদি একজন আখিয়াফি ভাই কিংবা বোন থাকে তবে সে অর্ধেক মীরাস পাইবে। যদি দুইজন আখিয়াফি ভাই কিংবা বোন থাকে তবে প্রত্যেকে অর্ধেক অংশ পাইবে। যদি ততোধিক থাকে তবে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের সকলে মিলিয়া সমান সমান অংশ পাইবে এবং বোন ভাইয়ের সমান অংশই পাইবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে বলেন :

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً ، أَوِ امْرَأَةٌ ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ -

যদি পিতা-মাতা ও সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ, তাহারা ইহার অধিক হইলে সকলে সমঅংশীদার হইবে এক-তৃতীয়াংশে। অর্থাৎ এইরূপ অবস্থায় পুরুষ ও স্ত্রীলোকে তফাৎ হইবে না, সকলে সমান অংশ পাইবে।

باب ميراث الأخوة للأب والأم

পরিচ্ছেদ ৫ : সহোদর ভাই-বোনদের হিস্যা

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْأَخْوَةَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لا يَرِثُوْنَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ شَيْئًا ، وَلاَ مَعَ وَلَدِ الْأَبْنِ الذَّكَرِ شَيْئًا وَلاَمَعَ الْأَبِ دِنْيَا شَيْئًا . وَهُمْ يَرِثُوْنَ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ ، مَالَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ ، مَافَضَلَ مِنَ

الْمَالِ . يَكُوْنُوْنَ فِيْهِ عَصَبَةً . يُبْدَأُ بِمَنْ كَانَ لَهُ أَصْلُ فَرِيْضَةٍ مُسَمَّاةٍ . فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَضْلٌ. كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ يَقْتَسِمُوْنَهُ بَيْنَهُمْ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ ذُكْرَانًا كَانُوْا أَوْ إِنَاثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَّمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ .

قَالَ : وَإِنْ لَّمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا ، وَلاَ جَدًّا أَبًا أَبٍ وَلاَ وَلَدًا ، وَلاَ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثٰى فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، النِّصْفُ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ، فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ فُرِضَ لَهُمَا الثُّلُثَانِ . فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا أَخٌ ذَكَرٌ ، فَلاَ فَرِيْضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرِكَهُمْ بِفَرِيْضَةٍ مُسَمَّاةٍ . فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ . فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . إِلاَّ فِيْ فَرِيْضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لَمْ يَكُنْ لَّهُمْ فِيْهَا شَيْءٌ فَاشْتَرَكُوْا فِيْهَا مَعَ بَنِيْ الْأُمِّ فِيْ ثُلُثِهِمْ وَتِلْكَ الْفَرِيْضَةُ هِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ . وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَأَبِيْهَا . فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ . وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ .

فَلَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيَشْتَرِكَ بَنُو الْأَبِ وَالْأُمِّ فِيْ هٰذِهِ الْفَرِيْضَةِ ، مَعَ بَنِيْ الْأُمِّ فِيْ ثُلُثِهِمْ . فَيَكُوْنُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثٰى مِنْ أَجَلِ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّي لِأُمِّهِ . وَإِنَّمَا وَرِثُوْا بِالْأُمِّ وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ فِيْ كِتَابِهِ - وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُّوْرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ . فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ - فَلِذٰلِكَ شُرِكُوْا فِيْ هٰذِهِ الْفَرِيْضَةِ . لِأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ .

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত মাস্‌আলা এই যে, মৃত ব্যক্তির ছেলে কিংবা নাতি কিংবা পিতা জীবিত থাকিলে সহোদর ভাই-বোন মীরাস পাইবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তির দাদা জীবিত না থাকে শুধু কন্যা বা নাতিন (পুত্রের কন্যা) থাকে তবে সহোদর ভাই-বোন ওয়ারিস হইবে; যবীল ফুরূযের হিস্যা দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা সহোদর ভাই-বোন পাইবে। ভাই বোনের দ্বিগুণ পাইবে। যদি যবীল ফুরূযের হিস্যা দেওয়ার পর মাল না থাকে তবে তাহারা মাহরূম হইবে।

মালিক (র) বলেন : মৃত ব্যক্তির বাপ ও দাদা যদি না থাকে, আর না ছেলে এবং নাতি থাকে, শুধু একজন সহোদর বোন থাকে, তবে সে অর্ধেক হিস্যা পাইবে। যদি দুই বোন কিংবা ততোধিক সহোদর বোন থাকে, তবে দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে। যদি এই বোনদের সঙ্গে কোন ভাইও থাকে তবে বোনদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ থাকিবে না, তাহারা যবীল ফুরূযদের অংশ প্রদান করিয়া আসাবা হইবে। যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা হইতে বোনেরা দ্বিগুণ এই হারে তাহারা পাইবে। শুধু এক অবস্থায় তাহাদের জন্য কিছুই থাকিবে না, বরং বৈপিত্রেয় ভাই বোনদের সঙ্গে শরীক হইয়া যাইবে।

যেমন কোন মৃত স্ত্রীলোকের স্বামী বিদ্যমান আছে, মাতা আছে এবং বৈপিত্রেয় ভাই সকল আছে এবং সহোদর ভাই সকলও বিদ্যমান আছে। প্রথমত স্বামী অর্ধেক অংশ পাইবে। মাতা এক-ষষ্ঠাংশ এবং বৈপিত্রেয় ভাইয়েরা এক-তৃতীয়াংশ পাওয়ার পর আর মাল অবশিষ্ট রহিল না। এমতাবস্থায় সহোদর ভাইগণ বৈপিত্রেয় ভাইদের সহিত এক-তৃতীয়াংশ হিস্যার শরীক হইবে। কেননা সকলের মাতা এক হওয়াতে সবাই তৃতীয়াংশে শরীক হইল। অংশের ভাগ এই হারে, ভাই বোনের দ্বিগুণ এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক স্বীয় কিতাবে বলেন :

"যদি পিতা-মাতা সন্তানহীন কোন পুরুষ অথবা নারীর উত্তরাধিকারী থাকে তাহার এক বৈপিত্রেয় ভাই অথবা ভগ্নী তবে প্রত্যেকের জন্য এক-ষষ্ঠাংশ তাহারা ইহার অধিক হইলে সমঅংশীদার হইবে এক-তৃতীয়াংশে।"

(٦) باب ميراث الأخوة للأب

পরিচ্ছেদ ৬ : বৈমাত্রেয় ভাই-বোনদের মীরাস সম্বন্ধে

قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مِيرَاثَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كَمَنْزِلَةِ الاخْوَةِ لِلأَبِ وَالْأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَيُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الأُمِّ فِي الْفَرِيضَةِ ، الَّتِيْ شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُوا الأَبِ وَلأُمِّ . لأَنَّهُمْ خَرَجُوْا مِنْ وِلاَدَةِ الأُمِّ الَّتِيْ جَمَعَتْ أُولَئِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنِ اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْلأُمِّ ، وَالْإِخْوَةِ لِلأَبِ ، فَكَانَ فِيْ بَنِي الأَبِ وَالأُمِّ ذَكَرٌ ، فَلاَ مِيْرَاثَ لأَحَدٍ مِنْ بَنِي الْأَبِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأَبِ وَالأُمِّ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ ، لاَ ذَكَرُ مَعَهُنَّ ، فَإِنَّهُ وَيُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ . لِلْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ . وَيُفْرَضُ لِلأَخَوَاتِ لِلأَبِ ، السُّدُسُ . تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ذَكَرٌ ، فَلاَ فَرِيْضَةَ لَهُنَّ . وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ الْمُسَمَّاةِ . فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ . فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَهُمْ فَإِنْ كَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، امْرَأَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ ، فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَلاَ مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ أَخٌ لأَبٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ لأَبٍ بُدِئَ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ بِفَرِيْضَةٍ مُسَمَّاةٍ .

فَأَعْطُوْا فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَضْلٌ، كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلاَ شَيْءَ لَّهُمْ وَلِبَنِي الْأُمِّ مَعَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَمَعَ بَنِيْ الْأَبِ ، لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَلِلاِثْنَيْنَ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى هُمْ فِيْهِ ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، سَوَاءٌ .

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত মাসআলা এই যে, মৃতের যদি সহোদর ভাই-বোন না থাকে তবে অর্থাৎ বৈমাত্রেয় ভাই সহোদর ভাই ও বৈমাত্রেয় বিমাতা ভাই-বোনগণ তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবে। বোন সহোদর বোনের মত অংশ পাইবে। উহা এইরূপ: একজন বৈমাত্রেয় ভাই থাকে তবে সে সম্পূর্ণ মাল পাইবে। যদি একজন বৈমাত্রেয় বোন থাকে তবে অর্ধেক মাল পাইবে। যদি দুই কিংবা ততোধিক বৈমাত্রেয় বোন থাকে তবে দুই-তৃতীয়াংশ মাল পাইবে। যদি ভাই বোন উভয়ই থাকে তবে বোনের দ্বিগুণ ভাই পাইবে। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাই-বোন বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের সহিত শরীক হইবে না। কেননা তাহাদের মাতা পৃথক, এক নয়।

যদি সহোদর বোনদের সহিত বৈমাত্রেয় বোনও থাকে এবং সহোদর কোন ভাইও থাকে তবে বৈমাত্রেয় বোনগণ মাহরূম (বঞ্চিত) হইয়া যাইবে। যদি সহোদর ভাই না থাকে শুধু একজন সহোদর বোন থাকে এবং বৈমাত্রেয় বোনগণ থাকে, তবে সহোদর বোন অর্ধেক অংশ পাইবে এবং বিমাতা বোনেরা ষষ্ঠাংশ পাইবে। যদি বিমাতা বোনদের সহিত কোন বিমাতা ভাইও থাকে তবে তাহার হিস্যা নির্দিষ্ট হইবে না। বরং যবীল ফুরূযকে হিস্যা দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা বিমাতা ভাই-বোনগণ ভাইয়ের দ্বিগুণ হিস্যা দিয়া বন্টন করিয়া লইবে। আর যদি কিছু অবশিষ্ট না থাকে তবে তাহারা মাহরূম হইয়া যাইবে। যদি সহোদর বোনগণ দুই কিংবা ততোধিক থাকে, তবে দুই-তৃতীয়াংশ পাইবে এবং বিমাতা বোনেরা মাহরূম হইয়া যাইবে। হাঁ, যদি বিমাতা বোনদের সহিত তাহাদের কোন ভাই থাকে তবে ভাই তাহাদিগকে 'আসাবা বানাইবে। বৈপিত্রেয় ভাই-বোন যদি সদোহর ভাই-বোনদের সহিত হয়, কিংবা বৈমাত্রেয় ভাই বোনদের সহিত হয়, তবে একজন হইলে ষষ্ঠাংশ পাইবে, আর দুইজন বা আরো অধিক হইলে এক-তৃতীয়াংশ পাইবে। এমতাবস্থায় ভাই-বোন সমান সমান অংশ পাইবে, এখানে পুরুষ ও নারী এক পর্যায়ের গণ্য হইবে।

(৭) باب ميراث الجد

পরিচ্ছেদ ৭ : দাদার (পিতামহের) অংশ

(১) حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ كَتَبَ إِلٰى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِيْ عَنِ الْجَدِّ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ وَذٰلِكَ مِمَّا لَمْ يَكُنْ يَقْضِيْ فِيْهِ إِلاَّ الْأُمَرَاءُ يَعْنِي الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيْفَتَيْنِ قَبْلَكَ . يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ ، مَعَ الْأَخِ الْوَاحِدِ . وَالثُّلُثَ مَعَ الاِثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَتِ الْأَخْوَةُ لَمْ يُنَقِّصُوْهُ مِنَ الثُّلُثِ .

রেওয়ায়ত ১

মালিক (র) বলেন : মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফিয়ান যায়দ ইব্‌ন সাবিত (র)-কে দাদার মীরাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া লিখিয়াছিলেন। যায়েদ উত্তরে লিখিলেন, তুমি দাদার মীরাস সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা এমন একটি মাসআলা সেই সম্বন্ধে দুই খলীফা [উমর, উসমান (রা)] ফয়সালা করার সময় আমি স্বয়ং ইহাতে উপস্থিত ছিলাম। মৃতের এক ভাই থাকিলে দাদাকে অর্ধেক অংশ দিতেন এবং দুই ভাই থাকিলে দাদার এক-তৃতীয়াংশ এবং অনেক ভাই-বোন থাকিলেও ঐ এক-তৃতীয়াংশই দাদাকে দিতেন, উহা হইতে কম দিতেন না।

٢–حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَرَضَ لِلْجَدِّ ، اَلَّذِيْ يَفْرِضُ النَّاسُ لَهُ الْيَوْمَ .

রেওয়ায়ত ২

মালিক (র) বলেন : উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) দাদাকে এইরূপ হিস্যা দিতেন যেরূপ আজকাল লোকেরা দিয়া থাকে। মালিক (র) বলেন, সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

٣–حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنِ عَفَّانَ ، وَزَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ ، لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ ، الثُّلُثَ .

قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَالَّذِيْ أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّ الْجَدَّ ، أَبَا الْأَبِ ، لاَ يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيَا ، شَيْئًا . وَهُوَ يُفْرَضُ لَهُ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ ، وَمَعَ ابْنِ الْابْنِ الذِّكَرِ ، السُّدُسُ فَرِيْضَةً . وَهُوَ فِيْمَا سِوَى ذٰلِكَ ، مَالَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أُمًّا أَوْ أُخْتًا لأَبِيْهِ ، يُبَدَّأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَّكَهُ بِفَرِيْضَةٍ مُسَمَّاةٍ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَمَا فَوْقَهُ ، فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيْضَةً .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَدُّ ، وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، إِذَا شَرَّكَهُمْ أَحَدٌ بِفَرِيْضَةٍ مُسَمَّاةٍ . يُبَدَّأُ بِمَنْ شَرَّكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ . فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ. فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ، أَيِّ ذٰلِكَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ لَهُ وَلِلْإِخْوَةِ . أَوْ يَكُوْنَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ مِنَ الْإِخْوَةِ ، فِيْمَا يَحْصُلُ لَهُ وَلَهُمْ ، يُقَاسِمُهُمْ بِمِثْلِ حِصَّةِ أَحَدِهِمْ ، أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ . أَيْ ذٰلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ ، أُعْطِيَهُ الْجَدِّ . وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ فِيْ فَرِيْضَةٍ وَاحِدَةٍ. تَكُوْنُ قِسْمَتُهُمْ فِيْهَا عَلٰى غَيْرَ ذٰلِكَ وَتِلْكَ الْفَرِيْضَةُ : أَمْرَأَةٌ

تُوُفِّيَتْ . وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا ، وَأُمَّهَا ، وَأُخْتَهَا لأُمِّهَا وَأَبِيْهَا ، وَجَدَّهَا . فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ . وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ . وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ . وَلِلأُخْتِ لِلأُمِّ وَالاَبِ النِّصْفُ ثُمَّ يَجْمَعُ سُدُسَ الْجَدِّ ، وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسِمُ اَثْلاَثًا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ . فَيَكُوْنُ لِلْجَدِّ ثُلُثَاهُ وَلِلأُخْتِ ثُلُثُهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِيْرَاثُ الأَخْوَةِ لِلأَبِّ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأَبٍ وَأُمٍّ كَمِيْرَاثِ الأَخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ سَوَاءٌ ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ . وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الأَخْوَةُ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ ، فَإِنَّ الأَخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ يُعَادُّوْنَ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهِمْ لأَبِيْهِمْ . فَيُمْنَعُوْنَهُ بِهِمْ كَثْرَةُ الْمِيْرَاثِ بِعَدَدِهِمْ . وَلاَ يُعَادُّوْنَهُ بِالإِخْوَةِ لِلأُمِّ لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الْجَدِّ غَيْرُهُمْ ، لَمْ يَرِثُوْا مَعَهُ شَيْئًا . وَكَانَ الْمَالُ كُلُّهُ لِلْجَدِّ . فَمَّا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ مِنْ بَعْدِ حَظِّ الْجَدِّ ، فَإِنَّهُ يَكُوْنُ لِلأَخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ دُوْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَلاَ يَكُوْنُ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ مَعَهُمْ شَيْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ امْرَأَةً وَاحِدَةً . فَإِنْ كَانَت امْرَأَةً وَاحِدَةً ، فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِإِخْوَتِهَا لأَبِيْهَا ، مَا كَانُوْا فَمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهَا مِنْ شَيْءٍ ، كَانَ لَهَا دُوْنَهُمْ . مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ فَرِيْضَتَهَا . وَفَرِيْضَتُهَا النِّصْفُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهُ . فَإِنْ كَانَ فِيْمَا يُحَازُلَهَا وَلإِخْوَتِهَا لأَبِيْهَا فَضْلٌ عَنْ نِصْفُ رَأْسِ الْمَالِ كُلُّهُ ، فَهُوَ لإِخْوَتُهَا لأَبِيْهَا . لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ . فَأَنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ ، فَلاَ شَيْءَ لَّهُمْ .

রেওয়ায়ত ৩

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা), উস্‌মান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা), যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) দাদাকে মৃতের ভাই-বোনের সহিত এক-তৃতীয়াংশ হিস্যা দিতেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে নির্ধারিত মাসআলা এই যে, মৃতের পিতা জীবিত থাকিলে দাদা মাহ্‌রূম হইয়া যায় কিন্তু মৃতের ছেলে কিংবা নাতি বিদ্যমান থাকিলে দাদা যবিল ফুরূয হিসাবে ষষ্ঠাংশ পাইবে। যদি মৃতের ছেলে কিংবা নাতি না থাকে এবং সহোদর ভাই-বোন কিংবা বিমাতা ভাই-বোন না থাকে, তবে যবিল ফুরূয থাকিলে তাহাদের হিস্যা দিয়া যদি ষষ্ঠাংশ কিংবা ততোধিক মাল অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা দাদা পাইবে। আর যদি ষষ্ঠাংশের চেয়ে কম মাল থাকে তবে ষষ্ঠাংশ দাদার জন্য অংশ হিসাবে নির্দিষ্ট হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি মৃতের দাদা এবং সহোদর ভাই-বোনদের সহিত কোন যবীল ফুরূয থাকে, তবে যবীল ফুরূযের হিস্যা দিয়া যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকিবে ইহাতে নিম্নলিখিত অবস্থায় যাহা উত্তম হয় তাহাই কার্যকরী করা হইবে। (১) অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ দাদাকে দেওয়া হইবে। (২) দাদাকে মৃতের ভাই ধার্য করিয়া এক ভাইয়ের সমান হিস্যা দেওয়া যাইবে। (৩) পূর্ণ মালের ষষ্ঠাংশ দাদাকে দেওয়ার পর যদি মাল অবশিষ্ট থাকিয়া যায় তবে তাহা ভাই-বোনদেরকে বোনের দ্বিগুণ ভাইকে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু আর একটি উদাহরণে বণ্টন অন্যরূপে হইবে। উদাহরণটি হইল এই :

এক মহিলা মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহার স্বামী, মাতা, সহোদরা ভগ্নী ও দাদা আছে, তাহার সম্পদের অর্ধেক পাইবে স্বামী, এক-তৃতীয়াংশ মাতা, ষষ্ঠাংশ দাদা আর সহোদরা ভগ্নী অর্ধেক। অতঃপর দাদার ষষ্ঠাংশ ও বোনের অর্ধেক একত্রিত করা হইবে, উহাকে এইভাবে বন্টন করা হইবে যে, দাদা পাইবে দুই-তৃতীয়াংশ ও বোন পাইবে এক-তৃতীয়াংশ। (এই মাসআলাটি 'আওলের একটি উদাহরণ।)

মালিক (র) বলেন : যদি মৃত ব্যক্তির দাদার সঙ্গে তাহার বিমাতা ভাইও থাকে তবে সে সহোদর ভাইয়ের মতো গ্রাহ্য হইবে। যদি সহোদরের সঙ্গে বিমাতা ভাই-বোনও থাকে, তবে বিমাতা ভাই শুধু ভাইদের গণনায় ধরা হইবে এবং দাদার হিস্যা কম করিয়া দিবে স্বয়ং কোন অংশ পাইবে না। হাঁ, যদি সহোদর ভাইদের সঙ্গে বৈপিত্রেয় ভাইও থাকে, তবে তাহারা ভাইদের শামিলে গণ্য হইয়া দাদার হিস্যায় কম করিতে পারিবে না। কেননা যদি দাদা থাকে এবং শুধু বৈপিত্রেয় ভাই থাকে তবে দাদা পূর্ণ মাল পাইবে এবং বৈপিত্রেয় ভাই মাহরূম হইয়া যাইবে। যেই অবস্থায় দাদাার সঙ্গে সহোদর ভাই এবং বৈমাত্রেয় ভাইবোনও থাকে তখন দাদার হিস্যা দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সহোদর ভাই-বোনদেরই হিস্যা হইবে, বৈমাত্রেয় ভাই কিছুই পাইবে না। হাঁ, যদি সহোদর মাত্র এক বোন হয় এবং বাকী সকল বিমাতা ভাই-বোন হয় তবে বিমাতাদের কারণে সহোদর বোন দাদার হিস্যা কম করিয়া দিবে এবং এই সহোদর বোন অর্ধেক অংশ পূর্ণ পাইবে। তবুও যদি কিছু মাল অবশিষ্ট থাকিয়া যায় তবে বিমাতা ভাই-বোনগণ নিজ নিজ হিস্যা ভাইয়েরা বোনদের দ্বিগুণ হিসাবে পাইবে। আর যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে বিমাতা ভাই-বোনগণ মাহরূম হইয়া যাইবে।

(৮) باب ميراث الجدة

পরিচ্ছেদ ৮ : দাদী ও নানীর অংশ প্রসঙ্গ

٤- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ ، عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلٰى أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا . فَقَالَ لَهَا أَبُوْ بَكْرٍ مَا لَكِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ . وَمَا عَلِمْتُ لَكِ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا . فَارْجِعِيْ حَتّٰى أَسْأَلَ النَّاسَ . فَسَأَلَ النَّاسَ . فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : حَضَرْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ . فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ ؟ فَقَامَ

مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ . فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرٰى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ تَسْأَلُهُ مِيْرَاثَهَا. فَقَالَ لَهَا : مَا لَكَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ شَيْءٌ . وَمَا كَانَ الْقَضَاءِ الَّذِيْ قُضِيَ بِهِ إِلاَّ لِغَيْرِكِ . وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِيْ الْفَرَائِضِ شَيْئًا، وَلٰكِنَّهُ ذٰلِكَ السُّدُسُ . فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا . وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

রেওয়ায়ত ৪

কুবাইসা ইব্‌ন ওয়াইব (র) হইতে বর্ণিত-এক মৃত ব্যক্তির দাদী তাহার মীরাসের জন্য আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আসিল। তিনি বলিলেন, তোমাদের হিস্যা সম্বন্ধে কিতাবুল্লাহ্‌তেও কোন উল্লেখ নাই এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতেও কোন হাদীস শুনি নাই। এখন তুমি চলিয়া যাও। আমি লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা বলিয়া দিব। অবশেষে আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সাহাবীদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা) বলিলেন, আমার সম্মুখে রাসূল করীম (সা) দাদীকে ষষ্ঠাংশ দিয়াছেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন, তোমার কোন সাক্ষী আছে কি ? তখন মুহম্মদ ইব্‌ন মাসলামা আনসারী দাঁড়াইয়া মুগীরা যেইরূপ বলিয়াছিলেন তদ্রূপ বলিলেন। এই সাক্ষীর পর আবূ বকর (রা) দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়া দিলেন।

অতঃপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিলাফতকালে এক দাদী মীরাসের জন্য তাঁহার নিকট আসিল। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিলেন, কুরআনে তোমাদের কোন হিস্যার উল্লেখ নাই। তুমি ব্যতীত অন্যদের সম্বন্ধে কিছু সিদ্ধান্ত পূর্বে হইয়াছে আমি স্বীয় পক্ষ হইতে কাহারও জন্য মীরাসের হিস্যা বাড়াইতে পারি না। তবে তুমিও ষষ্ঠাংশ লইয়া লও। যদি দাদী আরও অথবা নানীও থাকে তবে উভয়ে মিলিয়া ষষ্ঠাংশ বন্টন করিয়া দিও। আর তোমরা কেহ একজন থাকিলে সে ষষ্ঠাংশ পাইবে।

٥- **حَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَتِ الْجَدَّتَانِ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ . فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِيْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَمَّا إِنَّكَ تَتْرُكُ الَّتِيْ لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ حَيٌّ ، كَانَ إِيَّاهَا يَرِثُ . فَجَعَلَ أَبُوْ بَكْرٍ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا .

রেওয়ায়ত ৫

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত-নানী এবং দাদী মীরাসের জন্য আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট আসিল। তিনি নানীকে ষষ্ঠাংশ দিতে চাহিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিলেন আপনি এমন ব্যক্তির দাদীর অংশ দিতেছেন না যে, যদি সে মৃত হইত এবং উক্ত মৃত ব্যক্তি জীবিত হইত তবে সে (নাতি) তাঁহার ওয়ারিস হইত। আর এমন ব্যক্তিকে হিস্যা দিতেছেন যে, যদি সে মৃত হইত (অর্থাৎ নানী) এবং উক্ত মৃত ব্যক্তি জীবিত হইত তবে সে (মেয়ের ছেলে) তাহার ওয়ারিস হইত না। ইহা শুনিয়া তিনি উভয়কে ষষ্ঠাংশ সমান বন্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

٦- حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ ، كَانَ لاَ يَفْرِضُ إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، اَلَّذِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ ، وَالَّذِيْ أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ دِنْيًا ، شَيْئًا . وَهِيَ فِيْمَا سِوَى ذٰلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ ، فَرِيْضَةً . وَأَنَّ الْجَدَّةَ أُمَّ الأَبِ لاَ تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ ، وَلاَ مَعَ الْأَبِ شَيْئًا. وَهِيَ فِيْمَا سِوَى ذٰلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ ، فَرِيْضَةً . فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ ، أُمّ الْأَبِ وَأُمُّ الْأُمِّ ، وَلَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُوْنَهُمَا أَبٌ وَلاَ أُمٌ قَالَ مَالِكٌ : فَإِنِّيْ سَمِعْتُ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ إِنْ كَانَتْ أَقْعَدَهُمَا ، كَانَ لَهَا السُّدُسُ ، دُوْنَ أُمُّ الْأَبِ . وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الْأَبِ أَقْعَدَهُمَا أَوْ كَانَتَا فِي الْقُعْدَدِ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ سَوَاءٍ . فَإِنَّ السُّدُسَ بَيْنَهُمَا، نِصْفَانِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ مِيْرَاثُ لأَحَدٍ مِنَ الْجَدَّاتِ . إِلاَّ لِلْجَدَّتَيْنِ . لأَنَّهُ بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرَّثَ الْجَدَّةَ ثُمَّ سَأَلَ أَبُوْ بَكْرٍ عَنْ ذٰلِكَ حَتّٰى أَتَاهُ الثَّبَتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ وَرَّثَ الْجَدَّةَ . فَأَنْفَذَهُ لَهَا . ثُمَّ أَتَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهَا مَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي الْفَرَائِضِ شَيْئًا . فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا ، فَهُوَ بَيْنَكُمَا . وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا.

قَالَ مَالِكٌ : ثُمَّ لَمْ نَعْلَمْ أَحَدًا وَرَّثَ غَيْرَ جَدَّتَيْنِ مُنْذُ كَانَ الْإِسْلاَمُ إِلَى الْيَوْمِ .

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) বলেন, আবূ বকর ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন হারিস ইব্ন হিশাম নানী কিংবা দাদীকে হিস্যা দিতেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মতিক্রমে ইহা নির্ধারিত মাসআলা যে, মৃত ব্যক্তির মাতা জীবিত থাকিলে নানী হিস্যা পাইবে না। ইহা ব্যতীত অন্য অবস্থায় নানী ষষ্ঠাংশ পাইবে। আর মাতা অথবা পিতা জীবিত থাকাকালীন দাদী মাহ্রূম হইবেন। অন্য অবস্থাতে তাহার জন্য ষষ্ঠাংশ। আর যদি দাদীও মৃত ব্যক্তির নিকটের হয় অথবা নৈকট্যের বিবেচনায় দুইজন সমপর্যায়ের হয় তবে দুইজনে (দাদী ও নানী) ষষ্ঠাংশের অর্ধেক অর্ধেক হিস্যা প্রাপ্ত হইবে।

মালিক (র) বলেন : অন্যান্য দাদী-নানীর জন্য কোন মীরাস নাই এই দুই দাদী ও নানী ব্যতীত, যেহেতু আমার নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দাদীকে মীরাস দিয়াছেন।

অতঃপর আবূ বকরকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দাদীকে অংশ দিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাইয়া তিনিও দাদীকে অংশ দিয়াছেন। অতঃপর এক নানী উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিলে তিনি বলিয়াছেন আমি কাহারও জন্য মীরাসে নূতন কোন অংশ দিতে পারি না, তবে দাদী ও নানী একত্র হইলে ঐ অংশ তাহাদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। আর তাহাদের যে কেহ একজন শুধু আছে (অন্য দাদী নানী নাই) তবে সে একাই ষষ্ঠাংশ পাইবে।

মালিক (র) বলেন : ইসলামের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত উক্ত নানীগণ এবং দাদীগণ ব্যতীত কেহই অন্য নানী কিংবা দাদীগণকে কোন মীরাস দেয় নাই।

(٩) باب ميراث الكلالة

পরিচ্ছেদ ৯ : 'কালালা'র[১] মীরাস প্রসঙ্গ

٧- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْكَلاَلَةِ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « يَكْفِيْكَ مِنْ ذٰلِكَ الْاٰيَةُ الَّتِىْ : أُنْزِلَتْ فِى الصَّيْفِ ، اٰخِرَ سُوْرَةُ النِّسَاءِ » .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِىْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ ، وَالَّذِىْ أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّ الْكَلاَلَةَ عَلَى وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا الْاٰيَةُ الَّتِى أُنْزِلَتْ فِى أَوَّلِ سُوْرَةِ النِّسَاءِ الَّتِى قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِيْهَا-وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ - فَهٰذِهِ الْكَلاَلَةَ الَّتِىْ لاَ يَرِثُ فِيْهَا الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ حَتّٰى لاَ يَكُوْنُ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ وَأَمَّا الْاٰيَةِ الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ سُوْرَةُ النِّسَاءِ الَّتِىْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِيْهَا - يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرَؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوْا إِخْوَةً رِّجَالاً وَّنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوْا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ .

১. কালালাহ্ বলে ঐ লোককে যাহার পিতা এবং সন্তানাদি না থাকে। ইহাই জমহূরের মাযহাব। কেহ কেহ বলেন যে, যাহার কোন সন্তান নাই তাহাকে কালালাহ্ বলা হয়।

قَالَ مَالِكٌ فَهٰذِهِ الْكَلاَلَةُ الَّتِىْ تَكُوْنُ فِيْهَا الْإِخْوَةُ عَصَبَةً ، إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ ، فَيَرِثُوْنَ مَعَ الْجَدِّ فِى الْكَلاَلَةِ ، فَالْجَدُّ يَرِثُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، لأَنَّهُ أَوْلٰى بِالْمِيْرَاثِ مِنْهُمْ . وَذٰلِكَ أَنَّهُ يَرِثُ ، مَعَ ذُكُوْرِ وَلَدِ الْمُتَوَفّٰى السُّدُسَ وَالْإِخْوَةُ لاَ يَرِثُوْنَ مَعَ ذُكُوْرِ وَلَدِ الْمُتَوَفّٰى ، شَيْئًا . وَكَيْفَ لاَ يَكُوْنَ كَأَحَدِهِمْ ، وَهُوَ يَأْخُذُ السُّدُسَ مَعَ وَلَدِ الْمُتَوَفّٰى ؟ فَكَيْفَ لاَ يَأْخُذُ الثُّلُثُ مَعَ الْإِخْوَةِ ، وَبَنُو الْأُمِّ يَأْخُذُوْنَ مَعَهُمْ الثُّلُثُ ؟ فَالْجَدُّ هُوَ الَّذِىْ حَجَبَ الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ وَمَنَعَهُمْ مَكَانَهُ الْمِيْرَاثَ . فَهُوَ أَوْلٰى بِالَّذِىْ كَانَ لَهُمْ . لأَنَّهُمْ سَقَطُوْا مِنْ أَجْلِهِ . وَلَوْ أَنَّ الْجَدَّ لَمْ يَأْخُذْ ذٰلِكَ الثُّلُثُ ، أَخَذَهُ بَنُو الْأُمِّ . فَإِنَّمَا أَخَذَ مَا لَمْ يَكُنْ يَرْجِعُ إِلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ . وَكَانَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ هُمْ أَوْلٰى بِذٰلِكَ الثُّلُثِ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ . وَكَانَ الْجَدُّ هُوَ أَوْلٰى بِذٰلِكَ مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ .

রেওয়ায়ত ৭

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কালালাহ্ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, গ্রীষ্ম মওসুমে সূরা নিসার শেষ যেই আয়াত নাযিল হইয়াছে তাহাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি বিরোধবিহীন মাস্আলা যে, কালালাহ্ দুই প্রকার। প্রথম সূরা নিসার প্রারম্ভে নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, যদি কোন স্ত্রী বা পুরুষ কালালাহ্ অবস্থায় মারা যায় এবং তাহার কোন বৈপিত্রেয় ভাই কিংবা বোন থাকে, তবে প্রত্যেক ষষ্ঠাংশ হিস্যা মীরাস পাইবে। যদি বেশি ভাই-বোন থাকে, তবে সকলে এক-তৃতীয়াংশ মালে শরীক হইবে। এইরূপ কালালাহ্ যাহার পিতা এবং সন্তান না থাকে, তবে বৈপিত্রেয় ভাইবোন মীরাস পাইবে। [৪ : ১৭৬]

ইহা ঐ কালালাহ্ যাহার ভাইবোন 'আসাবা হয়, যখন মৃতের কোন ছেলে না থাকে, তখন তাহারা দাদার সহিত মিলিয়া কালালার ওয়ারিস হইবে।

মালিক (র) বলেন, দাদা ভাইদের সহিত মিলিয়া এজন্য ওয়ারিস হইবে যে, দাদা ভাইদের চেয়ে মৃতের অতি নিকটবর্তী হন। কেননা দাদা ছেলে বিদ্যমান থাকাকালীনও ষষ্ঠাংশের মালিক হয়।

আর দাদা ভাইবোনদের সঙ্গে থাকিয়া এক-তৃতীয়াংশ পাইবার কারণ হইল সহোদর ভাই-বোন থাকাকালীন বৈপিত্রেয় ভাই-বোন এক-তৃতীয়াংশ মীরাস পায়। যদি দাদা বিদ্যমান থাকে তবে বৈপিত্রেয় ভাই-বোন মাহ্রূম হইয়া যায় এবং দাদা এক-তৃতীয়াংশ মাল পায়। বরং দাদা ঐ মালের মীরাস পাইবে যাহা সহোদর এবং বিমাতা ভাই-বোনগণ পায় না। বরং তাহা বৈপিত্রেয় ভাই-বোনদের হক ছিল। দাদার কারণে তাহারা মাহ্রূম হইল।

(١٠) باب ماجاء فى العمة

পরিচ্ছেদ ১০ : ফুফুর মীরাস সম্বন্ধে

٨ – حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِىِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، عَنْ مَوْلَى لِقُرَيْشٍ كَانَ قَدِيْمًا يُقَالُ لَهُ ابْنِ مِرْسَى أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ . فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ ، قَالَ : يَايَرْفَا . هَلُمَّ ذٰلِكَ الْكِتَابَ . لِكِتَابٍ كَتَبَهُ فِىْ شَأْنِ الْعَمَّةِ . فَنَسْأَلُ عَنْهَا وَنَسْتَخْبِرَ فِيْهَا . فَأَتَاهُ بِهِ يَرْفَا . فَدَعَا بِتَوْرٍ أَوْ قَدَحٍ فِيْهِ مَاءٍ فَمَحَا ذٰلِكَ الْكِتَابَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ : لَوْ رَضِيَكَ اللّٰهُ وَارِثَةً أَقَرَّكِ . لَوْ رَضِيَكِ اللّٰهُ أَقَرَّكِ .

রেওয়ায়ত ৮

কুরায়শ সম্প্রদায়ের এক স্বাধীন করা গোলাম (যাহাকে ইব্‌ন মুসা বলা হইত) বলিল, আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট বসা ছিলাম, তিনি যুহরের নামায পড়িয়া য়ারফা নামক সাহাবীক বলিলেন, আমার নিকট ঐ কিতাবটি লইয়া আস, যাহা ফুফুর মীরাস সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে। আমি এই ব্যাপারে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিব। অতঃপর 'উমর (রা) একটি পেয়ালা আনাইলেন যাহাতে পানি ছিল। ঐ পানি দ্বারা ঐ কিতাব ধুইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, যদি ফুফুকে অংশ দেওয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছা থাকিত তাহা হইলে স্বীয় কিতাবে উহা উল্লেখ করিতেন।

٩– حَدَّثَنِىْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ كَثِيْرًا يَقُوْلُ : كَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُوْرَثُ وَلاَ تَرِثُ –

রেওয়ায়ত ৯

মুহাম্মদ ইবন আবূ বকর ইব্‌ন হাজম (র) হইতে বর্ণিত, তিনি তাহার পিতাকে অনেক বার বলিতে শুনিয়াছেন যে, উমর ইবন খাত্তাব (রা) বলিতেন, ফুফুর ব্যাপার আশ্চর্যজনক, তিনি মীরাস পান না কিন্তু তাহার মীরাস অন্যরা পায়।

(١١) باب ميراث ولاية العصبة

পরিচ্ছেদ ১১ : আসাবা[১] দের অংশ সম্বন্ধে

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، اَلَّذِىْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ ، وَالَّذِىْ أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، فِىْ وَلاَيَةِ الْعَصَبَةِ ، أَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَوْلَى بِالْمِيْرَاثِ مِنَ

---

১. আসাবা ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাহার কোন অংশে কুরআন শরীফে উল্লেখ নাই। যদি কুরআনে উল্লিখিত অংশীদারদের অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট কিছু থাকে, তবে উহা তাহারা পাইবে, আর যদি তাহারা একলা হয় তবে সমস্ত মালই তাহারা পাইবে। যদি অবশিষ্ট কিছু না থাকে, তবে তাহারা মাহরূম থাকে।

الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأَخُ لِلْأَبِ ، أَوْلَى بِالْمِيْرَاثِ مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ . وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنْ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ. وَبَنُو الْأَخِ لِلْأَبِ، أَوْلَى مِنْ بَنِي ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَبَنُوْ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأَبِ ، أَوْلَى مِنْ بَنِيْ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الأَبِ أَخِيْ أَبِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ .

قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ شَيْءٍ سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيْرَاثِ الْعَصَبَةِ ، فَإِنَّهُ عَلَى نَحْوِ هٰذَا : اَنْسُبِ الْمُتَوَفَّى وَمَنْ يُنَازِعُ فِى وَلاَ يَتِهِ مِنْ عَصَبَتِهِ. فَإِنْ وَجَدْتَ أَحَدًا مِنْهُمْ يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لاَ يُلْقَاهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى لأَبٍ دُوْنَهُ . فَاجْعَلْ مِيْرَاثَهُ لِلَّذِيْ يُلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنٰى ، دُوْنَ مَنْ يُلْقَاهُ إِلَى فَوْقَ ذٰلِكَ . فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ كُلُّهُمْ يَلْقَوْنَهُ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ جَمِيْعًا، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ . فَإِنْ كَانَ ابْنِ أَبٍ فَقَطْ ، فَاجْعَلِ الْمِيْرَاثَ لَهُ دُوْنَ الْأَطْرَفِ . وَإِنْ كَانَ ابْنِ أَبٍ وَأُمٍّ . وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِيْنَ . يَنْتَسِبُوْنَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ . حَتّٰي يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى جَمِيْعًا. وَكَانُوْا كُلُّهُمْ جَمِيْعًا بَنِيْ أَبٍ أَوْبَنِيْ أَبٍ وَأُمٍّ . فَاجْعَلِ الْمِيْرَاثَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضُهُمْ أَخَا وَالِدِ الْمُتَوَفَّى لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَكَانَ مَنْ سَوَاهُ مِنْهُمْ إِنَّمَا هُوَ أَخُوْ أَبِيْ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيْهِ فَقَطْ ، فَإِنَّ الْمِيْرَاثَ لِبَنِيْ أَخِي الْمُتَوَفَّى لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ، دُوْنَ بَنِي الْأَخِ لِلْأَبِ . وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ - وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ- .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ ، أَوْلَى مِنْ بَنِيْ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ بِالْمِيْرَاثِ . وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، أَوْلَى مِنَ الْجَدِّ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي .

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত ব্যাপার এবং আমরা আমাদের স্থানীয় লোকদিগকেও এর উপর পাইয়াছি যে, সহোদর ভাই বৈমাত্রেয় ভাই-এর উপর অগ্রগণ্য। বৈমাত্রেয় ভাই সহোদর ভাই-এর সন্তান বৈপিত্রেয় ভাই-এর সন্তানদের উপর, বৈপিত্রেয় ভাই-এর সন্তান সহোদর ভাই-এর পৌত্রদের উপর অগ্রগণ্য। এইরূপে বৈপিত্রেয় ভাই-এর সন্তান আপন চাচার উপর, আর আপন চাচা বৈপিত্রেয় চাচার উপর, বৈপিত্রেয় চাচা আপন চাচার সন্তানের উপর, বৈপিত্রেয় চাচার সন্তান পিতার চাচার উপর অগ্রগণ্য।

মালিক (র) বলেন : ইহার সারকথা এই যে, উপস্থিত 'আসাবাকে মৃত ব্যক্তির সহিত যুক্ত করিলে তবে যাহারা উহাদের মধ্য হইতে এইরূপভাবে মৃত ব্যক্তির সহিত মিলিবে যে, তাহার নিকট পিতার সহিত সম্পর্ক হিসাবে অন্য কেহ মিলিবে না তাহা হইলে তাহাকেই অংশ দেওয়া হইবে। যে উপরের পিতার সহিত মিলিত হইবে তাহাকে অংশ দেওয়া হইবে না।

যেমন যদি ভাই আর বাচ্চা থাকে তবে দেখিতে হইবে ভাই মৃত ব্যক্তির কি হয় ? মৃত ব্যক্তির পিতার সন্তান। আর চাচা কি হয় ? মৃত ব্যক্তির পিতার পিতার সন্তান। এমতাবস্থায় ভাই অংশ পাইবে। কেননা প্রথমেই সে মৃত ব্যক্তির পিতার সহিত মিলিত। আর চাচা অন্য পিতা (দাদা)-য় মিলিত। যদি ইহাদের মধ্যে কয়েকজন পিতায় মিলিয়া যায়, তবে দেখিতে হইবে কাহার সম্বন্ধ নিকটবর্তী। যদিও নিকটবর্তী হওয়াটা সৎ-সম্পর্কিত হয় কিন্তু অংশ সে-ই পাইবে, দূরবর্তী সহোদর হইলেও অংশ সে পাইবে না।

সৎ ভাই-এর সন্তান আর সহোদর ভাই-এর পৌত্র যদিও তাহারা উভয়েই মৃত ব্যক্তির সহিত একই পিতায় মিলিয়া যায় কিন্তু সৎ ভাই-এর সন্তান মৃত ব্যক্তির নিকটবর্তী আর সহোদর ভাই-এর পৌত্র দূরবর্তী।

যদি সকলেই সম্বন্ধে বরাবর হয় বা সকলেই সৎসম্পর্কে সম্পর্কিত হয়, তবে সকলকেই সমান অংশ দিতে হইবে। যদি ইহাদের কাহারও পিতা মৃত ব্যক্তির পিতার সহোদর হয়, আর কাহারও পিতা মৃত ব্যক্তির পিতার সৎ ভাই হয়, তবে মীরাস সহোদর ভাই-এর সন্তানগণ পাইবে। কেননা আল্লাহ্ পাক বলেন :

"আত্মীয়-স্বজনগণ আল্লাহ্র কিতাবে একে অন্য অপেক্ষা অধিক হকদার; আর প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।"

মালিক (র) বলেন : দাদা ভাতিজা হইতে অগ্রগণ্য এবং চাচা হইতেও। আর মওলা (আযদ করা গোলাম)-এর অভিভাবকত্বের বেলায় সহোদর ভাই-এর দাদার উপর অগ্রগণ্য।

(١٢) باب من لا ميراث له

পরিচ্ছেদ ১২ : কে মীরাস পাইবে না

قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، اَلَّذِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ ، وَالَّذِيْ أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّ ابْنَ الأَخِ لِلأُمِّ ، وَالْجَدَّ أَبَا الأُمِّ ، وَالْعَمَّ أَخَا الأَبِ لِلأُمِّ ، وَالْخَالَ ، وَالْجَدَّةَ أُمَّ أَبِي الْأُمِّ ، وَابْنَةَ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَالْعَمَّةَ ، وَالْخَالَةَ ، لاَ يَرِثُوْنَ بِأَرْحَامِهِمْ شَيْئًا ،

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّهُ لاَ تَرِثُ امْرَأَةٌ ، هِيَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى ، مِمَّنْ سُمِّيَ فِيْ هٰذَا الْكِتَابِ ، بِرَحِمِهَا شَيْئًا ، وَإِنَّهُ لاَ يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ شَيْئًا، إِلاَّ حَيْثُ سُمِّيْنَ. وَإِنَّمَا ذَكَرَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعلَى فِيْ كِتَابِهِ : مِيْرَاثَ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا ، وَمِيْرَاثُ الْبِنَاتِ مِنْ أَبِيْهِنَّ ، وَمِيْرَاثَ الزَّوْجَةِ مِنْ زَوْجِهَا ، وَمِيْرَاثُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَمِيْرَاثَ

১. ঐ চাচা যে পিতার বৈমাত্রেয় ভাই।

الْأَخَـوَاتِ لِلْأَبِ ، وَمِـيْـرَاثَ الْأَخَـوَاتِ لِلْأُمِّ وَوَرِثَتِ الْجَـدَّةُ بِالَّذِيْ جَـاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْهَا . وَالْمَرْأَةُ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَتْ هِيَ نَفْسُهَا . لِأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِيْ كِتَابِهِ – فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ – .

মালিক (র) বলেন : ইহা আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাসআলা যে, বৈপিত্রেয় ভাইয়ের সন্তান, নানা, পিতার বৈপিত্রেয় ভাই, মামা এবং নানার মা, সহোদর ভাই-এর সন্তান, ফুফু এবং খালা যবিল আরহাম হওয়া সত্ত্বেও ওয়ারিস হইবে না।

মালিক (র) বলেন, যে স্ত্রীলোক দূরসম্পর্কীয় সে ওয়ারিস হইবে না। আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে ঐ স্ত্রীলোকেরা কেহ ওয়ারিস হইবে না, যাহাদিগকে আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে বর্ণনা করিয়া দিয়াছেন। তাহারাই হইল মা, কন্যা, স্ত্রী, সহোদর ভগ্নী, সৎ ভগ্নী, বৈপিত্রেয় ভগ্নী। নানী এবং দাদীর অংশ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এইরূপ মহিলাগণ তাহাদের মুক্ত দাসের ওয়ারিস হইবে; কারণ আল্লাহ্ পাক কুরআন মজীদে উল্লেখ করিয়াছেন :

উহাদিগকে তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা ও বন্ধুরূপে গণ্য করিবে।

(١٣) باب ميراث أهل الملل

পরিচ্ছেদ ১৩ : ভিন্ন ধর্মীয় লোকদের মীরাস

١٠–حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ» .

রেওয়ায়ত ১০

উসামা ইব্ন যায়দ (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মুসলমান কাফিরের ওয়ারিস হইবে না। (আর কাফিরও মুসলমানের ওয়ারিস হইবে না।-বুখারী)

١١–حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ إِنَّمَا وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ . وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ قَالَ : فَلِذٰلِكَ تَرَكْنَا نَصِيْبَنَا مِنَ الشِّعْبِ .

রেওয়ায়ত ১১

আলী ইব্ন আবি তালিব (রা) হইতে বর্ণিত, যখন আবূ তালিবের মৃত্যু হইয়াছে তখন তাহার ছেলে আকীল ও তালিব তাহার ওয়ারিস হইয়াছে। কিন্তু আলী তাহার ওয়ারিস হয় নাই। এইজন্য আমরা মক্কার ঘরের নিজের অংশ ছাড়িয়া দিয়াছি।

(কেননা ইহারা উভয়ে তখন কাফের ছিল, পরে আকীল মুসলমান হইয়া গিয়াছিল আর তালিব নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল।)

١٢-حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِك ، عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنِ الأَشْعَثِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَمَّةً لَهُ يَهُوْدِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً تُوُفِّيَتْ . وَأَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . وَقَالَ لَهُ : مَنْ يَرِثُهَا ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : يَرِثُهَا أَهْلُ دِيْنِهَا ثُمَّ أَتٰى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : أَتَرَانِيْ نَسِيْتُ مَا قَالَ لَكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؟ يَرِثُهَا أَهْلُ دِيْنِهَا .

রেওয়ায়ত ১২

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত–মুহাম্মদ ইব্‌ন আশ'আসের এক ফুফু ছিল ইহুদী অথবা খৃস্টান। সে মৃত্যুবরণ করিলে মুহাম্মদ ইব্‌ন আশ'আস উমর (রা)-এর নিকট তাহা বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তাহার ওয়ারিস হইবে? উমর (রা) বলিলেন, তাহার স্বধর্মীয়গণ তাহার ওয়ারিস হইবে। অতঃপর যখন' উসমান খলীফা হইলেন, তখন তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, 'উসমান (রা) বলিলেন, কেন উমর তোমাকে যাহা বলিয়াছেন তাহা কি তোমার স্মরণ নাই ? অতঃপর তিনি বলিলেন, তাহার স্বধর্মের লোকেরাই তাহার ওয়ারিস হইবে।

١٣-وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أَبِيْ حَكِيْمٍ ، أَنَّ نَصْرَانِيًّا ، أَعْتَقَهُ عُمَرُ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، هَلَكَ . قَالَ إِسْمَاعِيْلُ : فَأَمَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، أَنَّ أَجْعَلَ مَالَهُ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ .

রেওয়ায়ত ১৩

ইসমাঈল ইব্‌ন আবূ হাকীম (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন আবদীল আযীয (র)-এর এক খৃস্টান গোলাম ছিল। তিনি তাহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তাহার মৃত্যুর পর উমর আমাকে বলিলেন, তাহার মাল বায়তুলমালে জমা করিয়া দাও (কেননা মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হইবে না)।

١٤-وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ : أَبِيْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يُوَرِثَ أَحَدًا مِنَ الْأَعَاجِمِ . إِلاَّ أَحَدًا وُلِدَ فِي الْعَرَبِ .

قَالَ مَالِكُ : وَإِنْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ حَامِلٌ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ ، فَوَضَعَتْهُ فِيْ أَرْضِ الْعَرَبِ ، فَهُوَ وَلَدُهَا ، يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ . وَتَرِثُهُ إِنْ مَاتَ ، مِيْرَاثُهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ

قَالَ مَالِكُ : اَلْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَالسُّنَّةُ اَلَّتِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهَا ، وَالَّذِيْ

أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا : أَنَّهُ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ ، بِقَرَابَةٍ ، وَلاَ وَلاَءٍ ، وَلاَ رَحِمٍ . وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَنْ لاَيَرِثُ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ دُوْنَهُ وَارِثٌ . فَإِنَّهُ لاَ يَحْجُبُ أَحَدًا عَنْ مِيرَاثِهِ .

রেওয়ায়ত ১৪

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিতেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আজম দেশের লোককে আরবের লোকের ওয়ারিস হইতে নিষেধ করিতেন। অবশ্য যে আরবে জন্মগ্রহণ করিত সে মীরাস পাইত।

মালিক (র) বলেন : কোন গর্ভবতী স্ত্রীলোক কাফেরদের দেশ হইতে আসিয়া আরবে বসতি স্থির করিল, তথায় তাহার সন্তান জন্মিল, এখন সে সন্তানের এবং সন্তান তাহার ওয়ারিস হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিষয় যে, যেকোন আত্মীয়তার দরুনই হউক না কেন মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হইবে না, বংশগত আত্মীয়তা হউক বা অন্য প্রকারের, আর সে অন্য কাহাকেও তাহার মীরাস হইতে মাহ্রূম করিতে পারিবে না।

যেমন কোন কাফের মৃত্যুবরণ করিল যাহার সন্তান মুসলমান, ভাই কাফের। এখন ছেলে মীরাস পাইবে না ভাই পাইবে। এই ছেলের জন্য ভাই মাহরূম হইবে না।

মালিক (র) বলেন : এইরূপে যে মীরাস না পায় এবং সে ব্যতীত অন্য ওয়ারিস বর্তমান থাকে তবে সে অন্যকে মাহ্রূম করিতে পারে না।

(١٤) باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك

পরিচ্ছেদ ১৪ : যাহার নিহত হওয়া ইত্যাদি অজ্ঞাত থাকে

١٥–حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ : أَنَّهُ لَمْ يَتَوَارَثْ مَنْ قُتِلَ يَوْمَ الْجَمَلِ . وَيَوْمَ صِفِّيْنِ وَيَوْمَ الْحَرَّةِ ثُمَّ كَانَ يَوْمَ قُدَيْدٍ . فَلَمْ يُوَرَّثْ أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا . إِلاَّ مَنْ عُلِمَ أَنَّهُ قُتِلَ قَبْلَ صَاحِبِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الْأَمْرُ الَّذِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ . وَلاَ شَكَّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا . وَكَذٰلِكَ الْعَمَلُ فِيْ كُلِّ مُتَوَارِثَيْنِ هَلَكَا ، بِغَرَقٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْمَوْتِ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ، لَمْ يَرِثْ أَحَدٌ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئًا . وَكَانَ مِيرَاثُهُمَا لِمَنْ بَقِيَ مِنْ وَرَثَتِهِمَا يَرِثُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ .

وَقَالَ مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا بِالشَّكِّ . وَلاَ يَرِثُ أَحَدٌ أَحَدًا إِلاَّ بِالْيَقِيْنِ مِنَ الْعِلْمِ ، وَالشُّهَدَاءِ . وَذٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يَهْلَكُ هُوَ وَمَوْلاَهُ الَّذِيْ أَعْتَقَهُ أَبُوْهُ فَيَقُوْلُ بَنُوْ الرَّجُلِ الْعَرَبِيِّ : قَدْ وَرِثَهُ أَبُوْنَا . فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُمْ أَنْ يَّرِثُوْهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ شَهَادَةٍ . إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَهُ . وَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ مِنَ الْأَحْيَاءِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذٰلِكَ أَيْضًا الْأَخَوَانِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ . يَمُوْتَانِ . وَلِأَحَدِهِمَا وَلَدٌ . وَالْآخَرُ لاَ وَلَدَ لَهُ. وَلَهُمَا أَخٌ لِأَبِيْهِمَا ، فَلاَ يَعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ . فَمِيْرَاثُ الَّذِيْ لاَ وَلَدَ لَهُ ، لِأَخِيْهِ لِأَبِيْهِ . وَلَيْسَ لِبَنِيْ أَخِيْهِ ، لِأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ،

قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذٰلِكَ أَيْضًا أَنْ تَهْلَكَ الْعَمَّةُ وَابْنُ أَخِيْهَا ، أَوْ ابْنَةُ الْأَخِ وَعَمُّهَا فَلاَ يُعْلَمُ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ لَمْ يَرِثُ الْعَمُّ مِنِ ابْنَةِ أَخِيْهِ شَيْئًا . وَلاَ يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ مِنْ عَمَّتِهِ شَيْئًا .

রেওয়ায়ত ১৫

রবীয়া' ইব্ন আবূ আবদুর রহমান (র) একাধিক আলেম সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জামাল যুদ্ধে, সিফ্ফীন যুদ্ধে এবং হাররা দিবসে যাহারা নিহত হইয়াছেন তাহারা মীরাস পান নাই। এরপর ফুদাইদ দিবসে যাহারা নিহত হইয়াছে তাহারাও একে অপরের মীরাস পান নাই।

কিন্তু মীরাস পাইবে সেই ক্ষেত্রে যেই ক্ষেত্রে নিশ্চিত জানা গিয়াছে যে, তিনি তাহার সাথির পূর্বে নিহত হইয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন : আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের 'উলামায়ে কিরামের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন বিরোধ নাই।

মালিক (র) বলেন : যদি কয়েকজন পানিতে ডুবিয়া অথবা মাটিতে ধ্বসিয়া মৃত্যুবরণ করে অথবা নিহত হয়, আর কে আগে কে পরে[১] মৃত্যুবরণ করিয়াছে তাহা অজ্ঞাত থাকে, তবে তাহারা একে অন্যের ওয়ারিস হইবে না, বরং প্রত্যেকের মাল তাহাদের ওয়ারিসগণ পাইবে, যাহারা জীবিত রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : কেহ সন্দেহস্থলে কাহারও ওয়ারিস হইবে না, ওয়ারিস হওয়ার জন্য নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন। যেমন কেহ মৃত্যুবরণ করিল, আর সে তাহার যে দাসকে মুক্ত করিয়াছিল সেও মৃত্যুবরণ করিল, এখন যদি এই সন্তান বলে যে, আমার পিতা এই দাসের ওয়ারিস হইবে তবে তাহা ততক্ষণ পর্যন্ত সাব্যস্ত হইবে না যতক্ষণ না সে সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ করিবে যে, ঐ দাস তাহার পিতার পূর্বে মারা গিয়াছে। যদি প্রমাণ করিতে না পারে তবে ঐ দাসের জীবিত ওয়ারিসগণ তাহার মাল পাইবে।

---

১. জামাল যুদ্ধ ১০ই জুমাদাল উখরা ৩৬ হি. বসরায় হযরত আলী (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা)-এর মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল। যেহেতু আয়েশা (রা) উটে সওয়ার হইয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, এই জন্য ইহাকে ওয়াকি'আতু জামাল বলা হয়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে বহু লোক নিহত হইয়াছেন। এই সমস্ত যুদ্ধে যেহেতু কে আগে মরিয়াছে কে পরে মরিয়াছে তাহা জানা যায় নাই। সেইজন্য অনেকে আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও একে অন্যের ওয়ারিস হয় নাই বরং তাহাদের উভয়ের মাল তাহাদের ওয়ারিসগণ পাইয়াছে।

মালিক (র) বলেন, অনুরূপভাবে যদি দুই সহোদর ভাই মারা যায় যাহাদের একজনের সন্তান রহিয়াছে অন্যজন নিঃসন্তান, আর তাহাদের উভয়ের একজন সৎ ভাইও রহিয়াছে। কিন্তু ইহা জানা যায় নাই যে, প্রথমে কোন ভাই মরিয়াছে। এখন নিঃসন্তান ভাই-এর মাল তাহার সৎ ভাই পাইবে, তাহার ভাতিজারা পাইবে না। এইরূপে ফুফু ভাতিজা একত্রে মারা গেলে বা চাচা ভাতিজা একত্রে মারা গেলে আর কে আগে মারা গিয়াছে তাহা জানা নাই, তবে চাচা স্বীয় ভাতিজার এবং ভাতিজা স্বীয় ফুফুর ওয়ারিস হইবে না।

(١٥) باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا

পরিচ্ছেদ ১৫ : যে স্ত্রী লি'আন করিয়াছে তাহার সন্তানের মীরাস এবং জারজ সন্তানের মীরাস

١٤-وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ وَلَدِ الْمُلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا : إِنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ ، حَقَّهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ . وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوْقَهُمْ . وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ ، مَوَالِيْ أُمِّهِ . إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً . وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً ، وُرِثَتْ حَقَّهَا ، وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوْقَهُمْ . وَكَانَ مَابَقِيَ لِلْمُسْلِمِيْنَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِيْ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذٰلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

রেওয়ায়ত ১৬

মালিক (র) বলেন : উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র বলিতেন, যখন লি'আন ওয়ালী স্ত্রীলোকের সন্তান অথবা কোন জারজ সন্তান মারা যায়, তখন তাহার মা আল্লাহ্‌র কিতাব মতো তাহার অংশ পাইবে আর তাহার বৈমাত্রেয় ভাইও অংশ পাইবে। অবশিষ্ট মাল তাহার মাতার মাওলা (প্রভু)-কে দেওয়া হইবে। যদি তাহাকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, যদি সে আরবের হয়, সে তাহার অংশ পাইবে, তাহার বৈপিত্রেয় ভাই-বোনেরা তাহাদের অংশ পাইবে, আর অবশিষ্ট যাহা থাকিবে তাহা মুসলিমদের জন্য।

মালিক (র) বলেন : আমার নিকট সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হইতে এইরূপই সংবাদ পৌঁছিয়াছে আর আমাদের শহরের আলিমদেরও এই মত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ২৮

كتاب النكاح

বিবাহ সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب ماجاء في الخطبة

পরিচ্ছেদ ১ : বিবাহের পয়গাম

١–حدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيهِ ».

রেওয়ায়ত ১

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, কেউ যেন তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

٢–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ».

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِيمَا نُرَى، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ، لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيهِ. أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. فَتَرْكَنَ إِلَيْهِ. وَيَتَّفِقَانِ عَلٰى صَدَاقٍ وَاحِدٍ مَعْلُومٍ . وَقَدْ تَرَاضَيَا. فَهِيَ تَشْتَرِطُ عَلَيْهِ لِنَفْسِهَا. فَتِلْكَ الَّتِي نَهٰى أَنْ يَخْطُبَهَا الرَّجُلُ عَلٰى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَمْ يَعْنِ بِذٰلِكَ ، إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُوَافِقْهَا أَمْرُهُ ، وَلَمْ تَرْكَنْ إِلَيْهِ ، أَنْ لاَ يَخْطُبَهَا أَحَدٌ . فَهٰذَا بَابُ فَسَادٍ يَدْخُلُ عَلٰى النَّاسِ .

রেওয়ায়ত ২

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, কেউ যেন তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে (আল্লাহ সর্বজ্ঞ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের বাণী, "কেউ যেন তাহার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়।" ইহার ব্যাখ্যা এই— যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়, মহিলাটি তার প্রস্তাবের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং উভয়ে একটি নির্দিষ্ট মোহরের উপর ঐকমত্যে পৌঁছে। উভয়ে এই ভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপর রাযী হইয়াছে এবং উক্ত মহিলা তাহাকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাবকারীর উপর শর্ত করিয়াছে। এমতাবস্থায় পুরুষের পক্ষে তাহার ভাইয়ের এই প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দেওয়া নিষেধ। এক ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। কিন্তু উক্ত মহিলা তাহার এই প্রস্তাবের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করে নাই এবং তাহার দিকে আকৃষ্টও হয় নাই। এরূপ মহিলার বিবাহের জন্য কেউ প্রস্তাব দিবে না। এই হাদীসের অর্থ ইহা নহে। কারণ ইহাতে লোকের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টির দরজা উন্মুক্ত হইবে।

٣-وحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِى قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى- وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِى أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلٰكِنْ لاَتُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفًا - أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ ، وَهِىَ فِىْ عِدَّتِهَا مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا : إِنَّكِ عَلَىَّ لَكَرِيْمَةٌ. وَإِنِّى فِيكِ لَرَاغِبٌ. وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ خَيْرًا وَرِزْقًا. وَنَحْوَ هٰذَا مِنَ الْقَوْلِ .

রেওয়ায়ত ৩

"স্ত্রীলোকদের নিকট তোমরা ইঙ্গিতে বিবাহ প্রস্তাব করিলে অথবা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখিলে তোমাদের কোন পাপ নাই।" আল্লাহ জানেন যে, তোমরা তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিবে; কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ব্যতীত গোপনে তাহাদের নিকট কোন অঙ্গীকার করিও না।

আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসেম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিতেন, "আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণীর ব্যাখ্যা এই — কোন পুরুষ কর্তৃক কোন মহিলাকে তার স্বামীর ওফাতের ইদ্দত পালনের সময়ে এইরূপ বলা — "তুমি আমার নিকট সম্মানিত," "আমি তোমাকে পছন্দ করি" "আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তোমার জন্য মঙ্গল ও জীবিকা প্রেরণ করিবেন।" আরও এই জাতীয় উক্তি।

(٢) باب استئذان البكر والأيم فى انفسها

পরিচ্ছেদ ২ : কুমারী ও তালাকপ্রাপ্তা এবং বিধবা হইতে বিবাহের সম্মতি লওয়া সম্পর্কে বিধান

٤–**حدَّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « الأَيِّمُ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا. وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِى نَفْسِهَا. وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ».

রেওয়ায়ত ৪

আবদুল্লাহ্ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন : আইয়্যেম[১] তাহার ব্যাপারে অভিভাবকের তুলনায় অধিক হকদার এবং কুমারীর বিবাহের ব্যাপারে তাহার অনুমতি লইতে হইবে। চুপ থাকাই হইতেছে তাহার অনুমতি।

٥–**وحدَّثنى** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لاَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا . أَوْذِى الرَّأْيِ مِنْ أَهْلِهَا . أَوِ السُّلْطَانِ .

রেওয়ায়ত ৫

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন : অভিভাবক বা উক্ত পরিবারের বুদ্ধিমান ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমতি ব্যতীত কোন মহিলাকে যেন বিবাহ দেওয়া না হয়।

٦–**وحَدَّثنى** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، كَانَا يُنْكِحَانِ بَنَاتِهِمَا الْأَ بْكَارَ ، وَلاَ يَسْتَأْمِرَانِهِنَّ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى نِكَاحِ الْأَبْكَارِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْبِكْرِ جَوَازٌ فِى مَالِهَا ، حَتَّى تَدْخُلَ بَيْتَهَا ، وَيُعْرَفَ مِنْ حَالِهَا.

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, কাসেম ইবন মুহাম্মদ (র) ও সালিম ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) তাঁহারা উভয়ে নিজেদের কুমারী কন্যাদিগকে তাহাদের অনুমতি না লইয়া বিবাহ দিতেন।

মালিক (র) বলেন : কুমারীদের বিবাহের ব্যাপারে আমাদের নিকটও ইহা পছন্দনীয়।

মালিক (র) বলেন : স্বামীর গৃহে না আসা (স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন না করা) এবং তাহার যোগ্যতার যাচাই না হওয়া পর্যন্ত কুমারী মেয়ে তাহার সম্পদের উপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হয় না।[২]

---

১. আভিধানিক অর্থে আইয়্যেম বলা হয় স্বামীবিহীন মহিলা এবং স্ত্রীবিহীন পুরুষকে। হাদীসে উল্লিখিত আইয়্যেমের ব্যাখ্যায় হিজাজের ফকীহ্ ও আলিমগণ বলিয়াছেন-ইহার অর্থ তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা মহিলা।

২. মুয়াত্তার কোন কোন নোসখাতে 'ফি মালিহা'র স্থলে 'ফি হালিহা বর্ণিত হইয়াছে যাহার অর্থ এই — কুমারী মেয়ে তাহার বিবাহের ব্যাপারে ক্ষমতার অধিকারী হইবে না।

٧-وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ، وَسُلَيْمَانَ ابْنَ يَسَار ، كَانُوا يَقُولُوْنَ فِي الْبِكْرِ ، يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ إِذْنِهَا : إِنَّ ذٰلِكَ لاَزِمٌ لَهَا .

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র) সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) তাঁহারা সকলেই কুমারীর ব্যাপারে বলিতেন, তাহার পিতা তাহার অনুমতি না চাহিয়া তাহাকে বিবাহ দিলে সে বিবাহ প্রযোজ্য হইবে।

(٣) باب ماجاء فى الصداق والحباء

পরিচ্ছেদ ৩ : মহ্‌র ও উপঢৌকন

٨-حدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللّٰهِ ! إِنِّيْ قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ . فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيْلاً . فَقَامَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ زَوِّجْنِيهَا . إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟» فَقَالَ : مَاعِنْدِى إِلاَّ إِزَارِى هٰذَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ ، جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ . فَالْتَمِسْ شَيْئًا» فَقَالَ : مَا أَجِدُ شَيْئًا . قَالَ : «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ ؟» فَقَالَ : نَعَمْ. مَعِي سُوْرَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا. لِسُوَرٍ سَمَّاهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «قَدْأَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» .

রেওয়ায়ত ৮

সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ সায়িদী (রা) হইতে বর্ণিত—রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট একজন মহিলা আসিয়া বলিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার সত্তাকে আপনার জন্য হিবা (দান) করিলাম। ইহা বলার পর সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিল। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রয়োজন না থাকিলে এই মোহরানা বাবদ দিবার মতো তোমার কিছু আছে কি? লোকটি বলিল : আমার নিকট আমার এই তাহ্‌বন্দ্ (পরিচ্ছদ-লুঙ্গি অথবা পায়জামা) ব্যতীত আর কিছু নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তোমার এই তাহ্‌বন্দ্ উহাকে প্রদান করিলে তোমার নিকট কোন পরিচ্ছদ থাকিবে না। তাই তুমি অন্য কিছু তালাশ কর। সে ব্যক্তি বলিল : আমি কিছু পাইব না। রাসূলুল্লাহ্

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তুমি একটি লোহার আংটিও পাও কিনা দেখ। সে তালাশ করিল। কিন্তু কিছুই পাইল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন : কুরআনের কিছু অংশ তোমার জানা আছে কি? সে সূরার নাম উল্লেখ করিয়া বলিল : অমুক অমুক সূরা আমার কণ্ঠস্থ আছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : কুরআন শরীফের যে কয়টি সূরা তোমার কণ্ঠস্থ আছে সেইগুলির বিনিময়ে (সম্মানে) এই মহিলাকে আমি তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।

٩–وحدثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ . قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْجُذَامٌ ، أَوْبَرَصٌ، فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلاً . وَذٰلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذٰلِكَ غُرْمًا عَلَى وَلِيِّهَا لِزَوْجِهَا ، إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِى أَنْكَحَهَا ، هُوَأَبُو هَا أَوْ أَخُو هَا ، أَوْ مَنْ يُرَى أَنَّهُ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهَا . فَأَمَّا إِذَا كَانَ وَلِيُّهَا الَّذِى أَنْكَحَهَا ، ابْنَ عَمٍّ ، أَوْمُوْلًى ، أَوْ مِنَ الْعَشِيرَةِ ، مِمَّنْ يُرَى أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُرْمٌ . وَتَرُدُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ مَا أَخَذَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا . وَيَتْرُكُ لَهَا قَدْرَ مَا تُسْتَحَلُّ بِهِ .

রেওয়ায়ত ৯

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত—উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি এমন কোন মহিলাকে বিবাহ করিল যেই মহিলার পাগলামি, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ রহিয়াছে, উক্ত ব্যক্তি সেই মহিলার সাথে সহবাস করিলে সে মহিলা পূর্ণ মোহরানার হকদার হইবে এবং উক্ত মহিলার অভিভাবকের উপর সেই মোহরানার অর্থদণ্ড বর্তাইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি উক্ত মহিলার অভিভাবক, যে তাহাকে বিবাহ দিয়াছে তাহার পিতা বা ভাই অথবা এমন কোন আত্মীয় হয়, যে মহিলার রোগের খবর জানে, তবে তাহার স্বামীকে মোহরানার অর্থ ফেরত দিতে হইবে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত মহিলার অভিভাবক তাহার চাচাত ভাই অথবা তাহার আযাদকৃত গোলাম অথবা তাহার গোত্রের অন্য কোন লোক হয়, যাহার সম্পর্কে ধারণা করা যায় যে, সে তাহার রোগের খবর জানে না। তবে তাহার উপর অর্থদণ্ড বর্তাইবে না। উক্ত মহিলা মোহরানার নিম্নতম পরিমাণ অর্থ রাখিয়া মোহরানার অবশিষ্ট অংশ স্বামীকে ফেরত দিবে।

١٠–وحدثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . فَمَاتَ. وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا . فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ . وَلَوْ

كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا . فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذٰلِكَ. فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ . فَقَضٰى أَنْ لاَ صَدَاقَ لَهَا. وَلَهَا الْمِيرَاثُ.

রেওয়ায়ত ১০

নাফি‘ (র) হইতে বর্ণিত—উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর কন্যা আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর পুত্রের স্ত্রী ছিলেন এবং তাহার মাতা ছিলেন যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর কন্যা। তাঁহার সহিত তলব সহবাসের পূর্বে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইল। অথচ তাঁহার মহ্‌র ধার্যকৃত ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার মাতা মোহরানা দাবি করিলেন। ‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমর (রা) বলিলেন, তিনি মহ্‌র পাইবেন না। যদি তাঁহার পাওনা থাকিত, তবে আমরা অবশ্যই দিতাম এবং তাহার হক আদায় করিতে কোন প্রকার ত্রুটি করিতাম না। কন্যার মাতা এই কথা মানিলেন না। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) তাহাদের উভয়ের মীমাংসাকারী নিযুক্ত হইলেন। তিনি রায় দিলেন যে, কন্যা মোহরানা পাইবেন না। তিনি স্বামীর সম্পদে উত্তরাধিকারিণী হইবেন।

١١–وحدَّثني عَنْ مَالِكٍ ؛أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِى خِلاَفَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ . فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا ، وَيَشْتَرِطُ فِىْ صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبٰى بِهِ : إِنَّ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لاِبْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِى وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لاَ مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلاَمُ يَوْمَ تَزَوَّجَ لاَ مَالَ لَهُ . وَإِنْ كَانَ لِلْغُلاَمِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِى مَالِ الْغُلاَمِ. إِلاَّ يُسَمِّىَ الأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ . وَذٰلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الاِبْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَكَانَ فِى وِلاَيَةِ أَبِيهِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى طَلاَقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِىَ بِكْرٌ ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذٰلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ – إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ– فَهُنَّ النِّسَاءُ اللاَّتِى قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ– أَوْ يَعْفُوَ الَّذِى بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ– فَهُوَ الأَبُ فِى ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِى أَمَتِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ . وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لاَ صَدَاقَ لَهَا .

قَالَ مَالِكٌ : لاَأَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مَنْ رُبْعِ دِينَارٍ. وَذٰلِكَ أَدْنَى مَايَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ .

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) তাঁহার খিলাফতকালে জনৈক কর্মকর্তার নিকট এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, বিবাহ প্রদানকারী তিনি পিতা হউক বা অন্য কেহ স্বামীর নিকট হইতে কোন প্রকার উপঢৌকন বা সম্মানীর শর্ত করিয়া থাকিলে স্ত্রী দাবি করিলে সে উহা পাইবে।

মালিক (র) সেই মহিলা সম্পর্কে বলেন, যে মহিলাকে তাহার পিতা বিবাহ দিয়াছে এবং কন্যার মোহরানাতে কন্যার পিতা নিজের জন্য কিছু উপঢৌকনের শর্ত করিয়াছে। তবে যেই সব শর্তে বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে, সেই সব প্রাপ্য হইবে কন্যার, যদি সে দাবি করে। আর যদি তাহার স্বামী সহবাসের পূর্বে তাহাকে তালাক দেয় তবে শর্তকৃত উপঢৌকন হইতে স্বামী অর্ধেক পাইবে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রকে বিবাহ দেয়, যে পুত্র কোন সম্পদের মালিক নয়। বিবাহ অনুষ্ঠানে যদি সে পুত্র সম্পদের মালিক না থাকে তবে মহ্‌র ওয়াজিব হইবে তাহার পিতার উপর। আর যদি পুত্র সম্পদের মালিক থাকে তবে পিতা স্বয়ং মহর-এর দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া থাকে তবে পুত্রের সম্পদ হইতে মহ্‌র আদায় করিতে হইবে। কেননা পুত্র পিতার কর্তৃত্বাধীন থাকিলে এবং পুত্র অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইলে এই বিবাহ পুত্রের জন্য অপরিহার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন : কোন ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে তাহার কুমারী স্ত্রীকে তালাক দিল। কন্যার পিতা তাহার কন্যার অর্ধেক মহ্‌র মাফ করিয়া দিল। কন্যার পিতা যে পরিমাণ মহ্‌র মাফ করিয়া দিল সে পরিমাণ মহ্‌র না দেওয়া স্বামীর জন্য বৈধ হইবে।

মালিক (র) বলেন : উপরিউক্ত মাস'আলার দলীল এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমে ইরশাদ করিয়াছেন : اِلاَّ اَن يَعْفُوْنَ। "যদি না স্ত্রী মাফ করিয়া দেয়।" ইহাতে ঐ সকল স্ত্রীলোকের কথা বলা হইয়াছে যাহাদের সহিত তাহাদের স্বামীগণ সহবাস করিয়াছে।

اَوْيَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

"অথবা যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়।"[১]

---

১. পূর্ণ আয়াতটি এই— তোমরা যদি তাহাদিগকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও অথচ মহ্‌র ধার্য করিয়া থাক তবে যাহা তোমরা ধার্য করিয়াছ তাহার অর্ধেক যদি না স্ত্রী অথবা যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে সে মাফ করিয়া দেয়; এবং মাফ দেওয়াই তাকওয়ার নিকটতর। তোমরা নিজেদের মধ্যে সদাশয়তার কথা বিস্মৃত হইও না। তোমরা যাহা কর আল্লাহ্ তাহার সম্যক দ্রষ্টা।

আয়াতে উল্লিখিত "যাহার হাতে বিবাহ বন্ধন রহিয়াছে" দ্বারা উদ্দেশ্য হইতেছে, কুমারী কন্যার পিতা এবং ক্রীতদাসীর মালিক যাহাদের হাতে বিবাহ বন্ধনের অধিকার রহিয়াছে।"

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে আমি এইরূপ শুনিয়াছি এবং আমাদের মদীনাবাসীর আমলও অনুরূপ।

মালিক (র) বলেন : ইহুদী অথবা খ্রিস্টান মহিলা ইহুদী অথবা খ্রিস্টান স্বামীর বিবাহ বন্ধনে থাকিলে এবং ইহুদী অথবা খ্রিস্টান মহিলা স্বামীর সহিত সহবাসের পূর্বে মুসলমান হইলে তবে মহ্‌র তাহাদের প্রাপ্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন : দীনার-এর এক-চতুর্থাংশের কম পরিমাণ মহ্‌র-এর বিনিময়ে মহিলাকে বিবাহ দেওয়া আমি বৈধ মনে করি না। এই পরিমাণই হইতেছে সর্বনিম্ন পরিমাণ, যাহাতে চোরের হাত কাটা হয়।

(٤) باب إرخاء الستور

পরিচ্ছেদ ৪ : পর্দা টাঙানো

١٢–**حدثني** يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل، أنه إذا أرخيت الستور، فقد وجب الصداق.

রেওয়ায়ত ১২

সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ফায়সালা দিয়াছেন যে, কোন মহিলাকে কোন পুরুষ বিবাহ করিলে এবং বিবাহের পর (স্বামী-স্ত্রী গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করার পর) পর্দা টাঙ্গান হইলে তবে স্বামীর উপর মহ্‌র ওয়াজিব হইবে।[১]

١٣–**وحدثني** عن مالك، عن ابن شهاب؛ أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا دخل الرجل بامرأته، فأرخيت عليهما الستور، فقد وجب الصداق.

وحدثني عن مالك؛ أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دخل الرجل بالمرأة في بيتها، صدق الرجل عليها. وإذا دخلت عليه في بيته، صدقت عليه.

قال مالك: أرى ذلك في المسيس. إذا دخل عليها في بيتها فقالت قد مسني، وقال لم أمسها، صدق عليها. فإن دخلت عليه في بيته. فقال لم أمسها، وقالت قد مسني، صدقت عليه.

১. 'পর্দা টাঙান হইলে'-এর অর্থ স্বামী-স্ত্রী একান্ত হওয়া এবং সহবাসের মতো নির্জন পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া।

রেওয়ায়ত ১৩

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলিতেন : কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করার পর পর্দা টাঙ্গানো হইলে তাহার মহরানা ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন : তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিতেন — কোন ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর সহিত স্ত্রীর গৃহে মিলিত হইলে সঙ্গম সম্পর্কে স্বামীর কথাই সত্য বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি স্ত্রী স্বামীর গৃহে আগমন করে এবং মিলিত হয় সেই ক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাই গ্রাহ্য করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমি মনে করি, উহা হইতেছে স্পর্শ করার ব্যাপার স্বামী স্ত্রীর গৃহে তাহার সহিত মিলিত হইলে তবে স্ত্রী যদি বলে, "সে আমাকে স্পর্শ (সহবাস) করিয়াছে" আর স্বামী বলে, "আমি তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" এমতাবস্থায় স্বামীর দাবি বিশ্বাসযোগ্য হইবে। পক্ষান্তরে যদি স্ত্রী স্বামীর গৃহে মিলিত হয়, অতঃপর (সহবাসের ব্যাপারে) স্বামী দাবি করে, "আমি তাহাকে স্পর্শ করি নাই।" স্ত্রী দাবি করে, "আমাকে সে স্পর্শ করিয়াছে।" এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর দাবি বিশ্বাসযোগ্য হইবে।

(٥) باب المقام عند البكر والأيم

পরিচ্ছেদ ৫ : আইয়্যেম ও বাকেরা-এর নিকট অবস্থান করা

١٤-**حدثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ ، قَالَ لَهَا : «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ. إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ . وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ عِنْدَكِ وَدُرْتُ» فَقَالَتْ : ثَلِّثْ.

রেওয়ায়ত-১৪

আবদুর রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম মাখযুমী (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (উম্মুল মু'মিনীন) উম্মে সালামাহ্ (রা)-কে বিবাহ করেন এবং উম্মে সালামাই [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট রাত্রি যাপন করিয়া] ফজর করিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন : "তোমার স্বামীর নিকট তোমার মর্যাদা কম নহে। তুমি ইচ্ছা করিলে আমি তোমার নিকট এক সপ্তাহ অবস্থান করিব এবং অন্যান্য স্ত্রীর নিকটও এক এক সপ্তাহ করিয়া অবস্থান করিব। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর আমি তোমার নিকট তিনদিন অবস্থান করিব আর অন্যান্য স্ত্রীর নিকট পর্যায়ক্রমে অবস্থান করিব। উম্মে সালামাহ্ (রা) বলিলেন : আমার নিকট তিনদিন অবস্থান করুন।

١٥-**وحدثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِلْبِكْرِ سَبْعٌ ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ.

قَلَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ غَيْرُ الَّتِي تَزَوَّجَ . فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا . بَعْدَ أَنْ تَمْضِيَ أَيَّامُ الَّتِي تَزَوَّجَ بِالسَّوَاءِ. وَلاَ يَحْسِبُ عَلَى الَّتِي تَزَوَّجَ ، مَاأَقَامَ عِنْدَهَا .

রেওয়ায়ত ১৫

হুমাইদ তাবীল (র) হইতে বর্ণিত, আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলিতেন : (অবস্থানের হক) কুমারীর জন্য সাত দিন, আর অকুমারীর জন্য তিন দিন। মালিক (র) বলেন, মদীনাবাসীদের আমলও অনুরূপ।

মালিক (র) বলেন, নতুন স্ত্রী ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তির স্ত্রী থাকে, তবে যে স্ত্রীকে (সদ্য) বিবাহ করিয়াছে সেই স্ত্রীর (নির্দিষ্ট বিশেষ) দিন অতিবাহিত হওয়ার পর সেই উভয়ের মধ্যে সমান সমান পালা ভাগ করিবে। আর (সদ্য) বিবাহিতা স্ত্রীর নিকট যে কয়দিন অবস্থান করিয়াছে পালা বন্টনের মধ্যে সেই দিনগুলি হিসাব করা হইবে না।

(٦) باب ما لا يجوز من الشروط فى النكاح

পরিচ্ছেদ ৬ : বিবাহে যে সকল শর্ত বৈধ নহে

١٦-**حدثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَشْتَرِطُ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ يَخْرُجُ بِهَا مِنْ بَلَدِهَا . فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : يَخْرُجُ بِهَا إِنْ شَاءَ.

قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَاشَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ . وَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ : إِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيْ ذٰلِكَ يَمِيْنٌ بِطَلاَقٍ، أَوْ عِتَاقَةٍ ، فَيَجِبُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ، وَيَلْزَمُهُ .

রেওয়ায়ত ১৬

মালিক (র) বলেন, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে প্রশ্ন করা হইল : কোন স্ত্রীলোক স্বামীর উপর এই শর্ত আরোপ করিয়াছে যে, স্বামী তাহাকে নিজ শহর হইতে বাহির করিবে না। উত্তরে সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব বলিলেন : স্বামী ইচ্ছা করিলে উহাকে তাহার শহরের বাহিরে নিতে পারিবে।

মালিক (র) বলেন : এই ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত এই, যদি বিবাহ বন্ধন স্থির করার সময় পুরুষ মহিলার জন্য এই শর্ত মানিয়া লয়, "আমি তোমার উপর অন্য বিবাহ করিব না-এবং কোন ক্রীতদাসীও রাখিব না"-এইরূপ শর্ত অর্থহীন। কিন্তু এইরূপ করিলে স্ত্রীর তালাক এবং ক্রীতদাসীর আযাদ হওয়ার কথা যুক্ত করা হয়, তবে সেই শর্ত স্বামীর উপর ওয়াজিব হইবে এবং (শর্ত লঙ্ঘন করিলে) তালাক ও আযাদী প্রযোজ্য হইবে।

(٧) باب نكاح المحلل وما أشبهه

পরিচ্ছেদ ৭ : মুহাল্লিল[১]-এর বিবাহ এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিবাহ

١٧–حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الزَّبِيرِ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، تَمِيمَةَ بِنْتَ وَهْبٍ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ثَلاَثًا. فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الزَّبِيرِ. فَاعْتَرَضَ عَنْهَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا. فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا. وَهُوَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِى كَانَ طَلَّقَهَا. فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَنَهَاهُ عَنْ تَزْوِيجِهَا. وَقَالَ «لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتّٰى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»

রেওয়ায়ত-১৭

যবাইর ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন যবীর (র) হইতে বর্ণিত, রিফা'আ ইব্‌ন সিমওয়াল (র) তাঁহার স্ত্রী তামীমা বিন্‌তে ওয়াহ্‌বকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়ে তিন তালাক দিলেন। অতঃপর তামীমা আবদুর রহমান ইব্‌ন যবীরকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত মিলিত হইতে বিপত্তি[২] ঘটিল যদ্দরুন আবদুর রহমান তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তাই তিনি তামীমাকে ত্যাগ করিলেন। অতঃপর রিফা'আ তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই রিফা'আ তাহার প্রথম স্বামী যিনি তাঁহাকে তালাক দিয়াছিলেন। রিফা'আ এই বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উত্থাপন করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তামীমাকে বিবাহ করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন لا تحل لك حتى تذوق العسيلة "(অন্য স্বামী) সহবাস না করা পর্যন্ত তামীমা তোমার জন্য হালাল হইবে না।"

١٨–وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ؛ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ. فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ. حَتّٰى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

রেওয়ায়ত ১৮

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তাঁহার নিকট প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে। তারপর তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি

১. তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তাহার তালাকদাতা পূর্ব স্বামীর সহিত বিবাহ হালাল করার জন্য যে ব্যক্তি বিবাহ করে এবং পরে তালাক দেয় এইরূপ ব্যক্তিকে মুহাল্লিল বলা হয়।

২. বিপত্তি : রোগ উন্মাদনা বা অন্য কোন বাধা।

বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু সে তাহাকে স্পর্শ (সহবাস) করার পূর্বেই তালাক দিয়াছে। এই অবস্থাতে প্রথম স্বামীর জন্য তাহাকে পুনরায় বিবাহ বৈধ হবে কি? আয়েশা (রা) বলিলেন : না, তাহাকে স্পর্শ (সহবাস) না করা পর্যন্ত বৈধ হবে না।

١٩–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ. ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ. فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . هَلْ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : لاَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمُحَلِّلِ : إِنَّهُ لاَ يُقِيْمُ عَلَى نِكَاحِهِ ذٰلِكَ ، حَتَّى يَسْتَقْبِلَ نِكَاحًا جَدِيْدًا. فَإِنْ أَصَابَهَا فِى ذٰلِكَ ، فَلَهَا مَهْرُهَا .

রেওয়ায়ত ১৯

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, কাশেম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-কে প্রশ্ন করা হইল, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে তিন তালাক দিল, ইহার পর অন্য এক ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করিল। স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বেই সে ব্যক্তির মৃত্যু হইল। এইরূপ অবস্থাতে তাহার প্রথম স্বামীর পক্ষে তাহাকে পুনরায় গ্রহণ করা হালাল হইবে কি? কাশেম ইব্‌ন মুহাম্মদ বলিলেন : প্রথম স্বামীর পক্ষে সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করা হালাল হইবে না।

মালিক (র) বলেন : পূর্ব স্বামী যে স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে সেই স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করিবে তাহার সেই বিবাহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইবে। এবং (হালাল করার নিয়ত ছাড়া) নূতনভাবে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে। কিন্তু (উপরিউক্ত অবৈধ বিবাহে) যদি সে স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া থাকে তবে স্ত্রী মহ্‌র পাইবে।

(٨) باب مالا يجمع بينه من النساء

পরিচ্ছেদ ৮ : যে মহিলাকে স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ করা বৈধ নহে

٢٠–وحدّثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلاَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا » .

রেওয়ায়ত ২০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : কোন নারীকে তাহার ফুফুর সহিত এবং কোন নারীকে তাহার খালার সহিত বিবাহে একত্র করা যাইবে না [অর্থাৎ একই পুরুষ এইরূপ দুই নারীকে এক সঙ্গে দুই স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিবে না]।

٢١–**وحدَّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : يُنْهٰى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا . أَوْ عَلَى خَالَتِهَا. وَأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً. وَفِيْ بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ.

রেওয়ায়ত ২১

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) হইতে বর্ণিত, সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিতেন : কোন নারীকে তাহার ফুফু কিংবা খালার সঙ্গে একই পুরুষের স্ত্রী হইতে নিষেধ করিতে হইবে। আরো নিষেধ করা হইবে, কোন ব্যক্তিকে এমন দাসীর সহিত সহবাস করা হইতে, যে দাসীর গর্ভে অন্য পক্ষের সন্তান রহিয়াছে।

(٩) باب مالا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته

পরিচ্ছেদ ৯ : আপন স্ত্রীর জননীর সহিত বিবাহ বৈধ না হওয়া

٢٢–**وحدَّثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا. هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لاَ، اَلْأُمُّ مُبْهَمَةٌ. لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ. وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِى الرَّبَائِبِ.

রেওয়ায়ত ২২

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেন, যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি একজন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে। অতঃপর তাহার সহিত সহবাস করার পূর্বে উহাকে তালাক দিয়াছে। উক্ত ব্যক্তির জন্য সেই মহিলার মাতাকে বিবাহ করা বৈধ হইবে কি? উত্তরে যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা) বলিলেন : না, বৈধ হইবে না। কারণ জননীর ব্যাপারে (কুরআনুল করীমে) কোন শর্ত আরোপ করা হয় নাই। বরং শর্ত রহিয়াছে স্ত্রীর সৎ কন্যাদের ব্যাপারে।

٢٣–**وحدَّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ : أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُودٍ اسْتُفْتِيَ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ ، عَنْ نِكَاحِ الْأُمِّ بَعْدَ الْابْنَةِ ، إِذَا لَمْ تَكُنْ الا بْنَةُ مُسَّتْ. فَأَرْخَصَ فِى ذٰلِكَ. ثُمَّ إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَدِمَ الْمَدِينَةَ. فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ ، فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ كَمَا قَالَ . وَإِنَّمَا الشَّرْطُ فِى الرَّبَائِبِ. فَرَجَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى الْكُوفَةِ، فَلَمْ يَصِلْ إِلَى مَنْزِلِهِ ، حَتَّى أَتَى الرَّجُلَ الَّذِى أَفْتَاهُ بِذٰلِكَ . فَأَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ .

قَالَ مَلِكٌ، فِى الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا : إِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ. وَيُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا . وَيَحْرُمَانِ عَلَيْهِ أَبَدًا. إِذَا كَانَ قَدْ أَصَابَ الأُمَّ. فَإِنْ لَمْ يُصِبِ الْأُمَّ، لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، وَفَارَقَ الْأُمَّ.

وَقَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُمَّهَا فَيُصِيبُهَا : إِنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا أَبَدًا. وَلاَ تَحِلُّ لأَبِيهِ ، وَلاَ لاِبْنِهِ. وَلاَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ.

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الزِّنَا فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ . لأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ- وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ - فَإِنَّمَا حَرَّمَ مَا كَانَ تَزْوِيجًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ تَحْرِيمَ الزِّنَا. فَكُلُّ تَزْوِيجٍ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ يُصِيبُ صَاحِبُهُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ التَّزْوِيجِ الْحَلاَلِ.

فَهٰذَا الَّذِي سَمِعْتُ . وَالَّذِي عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا.

রেওয়ায়ত ২৩

মালিক (র) একাধিক শায়খ হইতে বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মসঊদ (রা)-এর নিকট কুফাতে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন মহিলার কন্যাকে বিবাহ করার পর উহার সহিত সহবাস না করা হইলে সেই কন্যার মাতাকে বিবাহ করা যাইবে কিনা? তিনি এই বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি দিলেন। অতঃপর ইব্‌ন মসঊদ (রা) যখন মদীনাতে আগমন করিলেন তখন তিনি এই বিষয়ে (অন্যান্য সাহাবীর নিকট) জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহাকে বলা হইল যে, তিনি (কুফাতে) যেরূপ বলিয়াছেন আসল ব্যাপার সেরূপ নহে (শর্ত আরোপ করা হইয়াছে কেবলমাত্র পোষ্য কন্যাদের ব্যাপারে)। তারপর ইব্‌ন মসঊদ কুফাতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং তিনি নিজ গৃহে না গিয়া যে ব্যক্তিকে এরূপ ফতোয়া দিয়াছিলেন সে ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। অতঃপর সে ব্যক্তিকে তাহার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করিয়াছে, অতঃপর সেই মহিলার মাতাকেও বিবাহ করিয়াছে এবং তাহার (স্ত্রীর মাতার) সহিত সহবাস করিয়াছে, সেই ব্যক্তির জন্য তাহার স্ত্রী হারাম হইয়া যাইবে। সে স্ত্রী ও স্ত্রীর মাতা উভয়কে পরিত্যাগ করিবে। উভয়ে তাহার জন্য সর্বদা হারাম হইবে। ইহা তখন হইবে যখন সে স্ত্রীর মাতার সহিত সহবাস করে। আর যদি সহবাস না করিয়া থাকে তবে তাহার স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইবে না। (কেবলমাত্র) স্ত্রীর মাতাকে পরিত্যাগ করিবে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করে, অতঃপর সেই স্ত্রীর মাতাকেও বিবাহ করে এবং তাহার সহিত সহবাস করে, সেই ব্যক্তির জন্য তাহার স্ত্রীর মাতা কখনো হালাল হইবে না। আর হালাল হইবে না তাহার ছেলের জন্য এবং হালাল হইবে না তাহার পিতার জন্য। আর সেই ব্যক্তির জন্য উহার কন্যাও হালাল হইবে না এবং তাহার স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : ব্যভিচার ইহার কোনটিকেই হারাম করিবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন ঃ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ "তোমাদের স্ত্রীগণের মাতাগণও তোমাদের জন্য হারাম।" উক্ত আয়াতে বিবাহের কারণে (স্ত্রীর মাতাকে) হারাম করা হইয়াছে। ব্যভিচারের দ্বারা হারাম হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয় নাই। ফলে যে কোন বিবাহ হালাল পন্থায় অনুষ্ঠিত হইবে এবং স্বামী স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবে। সেই বিবাহ হালাল গণ্য হইবে। ইহাই আমি শুনিয়াছি। মদীনাবাসীদের নিকট ইহাই গৃহীত মতো।

(١٠) باب نكاح الرجل أم امرأة قد أصابها على وجه ما يكره

পরিচ্ছেদ ১০ : যে মহিলার সহিত অবৈধ পন্থায় সহবাস করা হইয়াছে সে মহিলার মাতাকে বিবাহ করা

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ يَزْنِى بِالْمَرْأَةِ ، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحدُّ فِيهَا. إِنَّهُ يَنْكِحُ ابْنَتَهَا. وَيَنْكِحُهَا ابْنُهُ إِنْ شَاءَ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ أَصَابَهَا حَرَامًا. وَإِنَّمَا الَّذِى حَرَّمَ اللّٰهُ ، مَا أُصِيْبَ بِالْحِلاَلِ أَوْعَلَى وَجْهِ الشُّبْهَةِ بِالنِّكَاحِ. قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى-وَلاَ تَنْكِحُو امَا نَكَحَ آبَاؤُ كُمْ مِنَ النِّسَاءِ.

قَالَ مَالِكٌ : فَلَوْ أَنَّ رَجُلاً نَكَحَ امْرَأَةً فِى عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَلاَلاً. فَأَصَابَهَا. حَرُمَتْ عَلَى ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. وَذٰلِكَ أَنْ أَبَاهُ نَكَحَهَا عَلَى وَجْهِ الْحَلاَلِ، لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ فِيهِ الْحَدُّ. وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ الَّذِى يُولَدُ فِيْهِ، بِأَبِيهِ وَكَمَا حَرُمَتْ عَلَىَّ ابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، حِينَ تَزَوَّجَهَا أَبُوهُ فِىْ عِدَّتِهَا ، وَأَصَابَهَا ، فَكَذٰلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الْأَبِ ابْنَتُهَا إِذَا هُوَأَصَابَ أُمَّهَا.

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন নারীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে সেই কারণে সেই ব্যক্তির উপর (শরীয়তের বিধান মতে) শাস্তিও প্রয়োগ করা হইয়াছে। সেই ব্যক্তি সেই মহিলার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে এবং সে ব্যক্তি যাহার সহিত ব্যভিচার করিয়াছে ইচ্ছা করিলে সে মহিলার সহিত তাহার পুত্রের বিবাহ দিতে পারিবে। ইহা এইজন্য যে, উক্ত ব্যক্তি এই মহিলার সহিত হারাম পন্থায় সহবাস করিয়াছে। আর আল্লাহ তা'আলা যে মহিলার কন্যার বিবাহকে হারাম করিয়াছেন তাহা হইল সেই মহিলা যাহার সহিত হালাল পন্থায় অথবা সন্দেহযুক্ত বিবাহ বন্ধনে মিলিত হইয়াছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

وَلاَ تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ آبَا ئُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

"যে সকল স্ত্রীলোককে তোমাদের পিতৃপুরুষগণ বিবাহ করিয়াছে তোমরা সে সকল স্ত্রীলোকদের বিবাহ করিও না।" (৪ : ২২)

মালিক (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি কোন মহিলাকে তাহার ইদ্দতের সময়ে বৈধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিল এবং তাহার সহিত সহবাসও করিল, তবে তাহার ছেলের জন্য সে মহিলাকে বিবাহ করা হারাম হইবে। ইহা এইজন্য যে, তাহার পিতা সেই মহিলাকে হালাল পন্থায় বিবাহ করিয়াছে যাহাতে তাহার উপর কোন প্রকার শাস্তি (حد) প্রয়োগ করা হয় না। এই বিবাহে যে সন্তান জন্ম লাভ করিবে সে সন্তানও তাহার পিতার বলিয়া গণ্য হইবে। যদ্রূপ পুত্রের জন্য উক্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, যে মহিলার সহিত তাহার পিতা উহার ইদ্দতের সময় বিবাহ করিয়াছে ও তাহার সহিত সহবাস করিয়াছে, তদ্রূপ পিতার জন্যও উক্ত স্ত্রীলোকের কন্যাকে বিবাহ করা হারাম যে কন্যার মাতার সহিত সে সহবাস করিয়াছে।

(١١) باب جامع مالا يجوز من النكاح

পরিচ্ছেদ ১১ : বিভিন্ন অবৈধ বিবাহ

٢٤–**حدثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلٰى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ . لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

রেওয়ায়ত ২৪

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিকাহ শিগারকে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। শিগার হইতেছে : কোন ব্যক্তি নিজের কন্যাকে এই শর্তে অন্যের নিকট বিবাহ দিতেছে যে, কন্যার জামাতা ব্যক্তিটি তাহার আপন কন্যাকে ঐ ব্যক্তির নিকট(যাহার কন্যাকে সে নিজে বিবাহ করিয়াছে তাহার নিকট অর্থাৎ শশুরের নিকট) বিবাহ দিবে। আর এতদুভয়ের মধ্যে কোন মহরও ধার্য করা হয় নাই।

٢٥–**وحدثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِدَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ ؛ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ، فَكَرِهَتْ ذٰلِكَ . فَأَتَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، فَرَدَّ نِكَاحَهُ .

রেওয়ায়ত ২৫

ইয়াযিদ ইব্‌ন জারিয়াহ্ আনসারী (রা)-এর উভয় পুত্র আবদুর রহমান ও মুজাম্মি' (র) হানসা বিনতে খিজাম (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন অকুমারী (সাইয়্যিবা) ছিলেন তখন তাহার পিতা তাহাকে বিবাহ দিলেন। তিনি এ বিবাহকে পছন্দ করিলেন না। তাই তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সমীপে আসিলেন (এবং তাঁহার অসন্তুষ্টির কথা জানাইলেন)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহার এই বিবাহকে রদ করিয়া দিলেন।

٢٦–**وحدثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ . فَقَالَ هٰذَا نِكَاحُ السِّرِّ. وَلاَ أُجِيزُهُ. وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ ، لَرَجَمْتُ.

রেওয়ায়ত ২৬

আবূ যুবাইর মক্কী (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট এমন একটি বিবাহের ঘটনা উপস্থিত করা হইল, যে বিবাহে একজন পুরুষ ও একজন নারী ব্যতীত অন্য কোন সাক্ষী ছিল না। তিনি বলিলেন : ইহা গোপন বিবাহ। আমি ইহাকে জায়েয বলি না। যদি আমার এ সিদ্ধান্ত আমি পূর্বে প্রকাশ করিতাম তবে আমি তোমাকে শাস্তি (رجم) দিতাম।

٢٧-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ . وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ. كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدِ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا. فَنَكَحَتْ فِى عِدَّتِهَا. فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ. وَفَرَقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِيْ عِدَّتِهَا. فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِى تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ. ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ. ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ. ثُمَّ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

قَالَ مَالِكٌ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَ نَا فِى الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : إِنَّهَا لاَ تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيْبَةِ ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ.

রেওয়ায়ত ২৭

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, তুলায়হা আসদিয়া রুশাইদ ছকফী (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। তিনি তাঁহাকে তালাক দিলেন। তারপর তুলায়হা ইদ্দতের ভিতরে বিবাহ করিলেন। এই কারণে 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাহাকে এবং তাহার স্বামীকে কয়েকটি চাবুক মারিলেন এবং উভয়কে পৃথক করিয়া দিলেন। তারপর 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিলেন : যে স্ত্রীলোক ইদ্দতের ভিতর বিবাহ করিয়াছে, বিবাহকারী তাহার সেই স্বামী যদি তাহার সহিত সহবাস না করিয়া থাকে তবে উভয়কে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে। তারপর স্ত্রীলোকটি প্রথম স্বামীর পক্ষের অসম্পূর্ণ ইদ্দত পূর্ণ করিবে। অতঃপর দ্বিতীয় স্বামী স্বাভাবিক নিয়মে বিবাহের প্রস্তাবকারীগণের মধ্যে একজন প্রস্তাবকারী হিসাবে গণ্য হইবে। আর যদি দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত সহবাস করিয়া থাকে তবে উভয়কে পৃথক করা হইবে। তারপর প্রথম স্বামীর (পক্ষের) অবশিষ্ট ইদ্দত পূর্ণ করিবে। আর তাঁহারা (দ্বিতীয় স্বামী ও স্ত্রী) উভয়ে আর কখনো মিলিত হইতে পারিবে না।

মালিক (র) বলেন : সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন : সেই স্ত্রীলোক মহ্র-এর হকদার হইবে। কারণ তাহার সঙ্গে (বিবাহের মাধ্যমে) সহবাস করা হইয়াছে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের সিদ্ধান্ত হইল, স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, এমন স্বাধীন নারী চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিবে। আর তাহার হায়েযের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় গর্ভধারণের আশংকা দেখা দিলে সে নারী সন্দেহমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিবে না।

(١٢) باب نكاح الأمة على الحرة

পরিচ্ছেদ ১২ : আযাদ স্ত্রীর উপর দাসীকে বিবাহ করা

٢٨-**حدثني** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَ عَلَيْهَا أَمَةً. فَكَرِهَا أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا.

রেওয়ায়ত ২৮

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস ও আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, যে ব্যক্তির নিকট আযাদ স্ত্রী ছিল, এমতাবস্থায় সে দাসীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিল। উত্তরে তাহারা উভয়ে বলিলেন : আযাদ স্ত্রী[১] ও দাসীকে স্ত্রী হিসাবে একত্র করাকে আমরা পছন্দ করি না।

٢٩-**وحدثني** عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لاَ تُنْكَحُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ. إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ الْحُرَّةُ. فَإِنْ طَاعَتِ الْحُرَّةُ، فَلَهَا الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَنْبَغِي لِحُرٍّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَمَةً، وَهُوَ يَجِدُ طَوْلاً لِحُرَّةٍ. وَلاَ يَتَزَوَّجَ أَمَةً إِذَا لَمْ يَجِدْ طَوْلاً لِحُرَّةٍ، إِلاَّ أَنْ يَخْشَى الْعَنَتَ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِيْ كِتَابِهِ- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ- وَقَالَ- ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ-.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَنَتُ هُوَ الزِّنَا.

রেওয়ায়ত ২৯

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিতেন, আযাদ স্ত্রী থাকিতে তাহার অনুমতি ব্যতীত দাসী বিবাহ করা যাইবে না, আযাদ স্ত্রী অনুমতি দিলে তিনি বন্টনে দুই-তৃতীয়াংশের অধিকার লাভ করিবেন।

মালিক (র) বলেন : কোন আযাদ ব্যক্তির উচিত নহে ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা, যদি আযাদ মহিলাকে বিবাহ করার সামর্থ্য সে ব্যক্তির থাকে। আর সামর্থ্য না থাকিলেও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশংকা না হইলে দাসী মহিলাকে বিবাহ করিবে না। ইহা এইজন্য যে, কুরআনুল করীমে আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

---

১. আযাদ স্ত্রী—যে মহিলা কাহারো ক্রীতদাসী নয়, সে মহিলাকে আযাদ স্ত্রী বলা হয়। যে পুরুষ কাহারো ক্রীতদাস নয় সে পুরুষকে আযাদ বলা হয়।

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَّنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

"তোমাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীন বিশ্বাসী নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী যুবতী বিবাহ করিবে।"(৪ : ২৫) আরও ইরশাদ করিয়াছেন :

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ

"তোমাদের মধ্যে যাহারা ব্যভিচারকে ভয় করে ইহা তাহাদের জন্য।" (৪ : ২৫)

মালিক (র) বলেন : 'আনাত' (عنت) অর্থ ব্যভিচার।

(١٣) باب ما جاء فى الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

পরিচ্ছেদ ১৩ : যে ব্যক্তি এমন মহিলার মালিক হয় পূর্বে যে মহিলা তাহার স্ত্রী ছিল এবং তাহাকে তালাক দিয়াছে— এ সম্পর্কে হুকুম

٣٠–**حدّثنى** يَحْيى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ ، فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا؛ إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

রেওয়ায়ত ৩০

যায়দ ইবন্ সাবিত (রা) বলিতেন : যে ব্যক্তি দাসী স্ত্রীকে (তাহার স্ত্রী থাকা অবস্থায়) তিন তালাক প্রদান করে, পরে সে উহাকে ক্রয় করিয়া লয়; সেই দাসী সে ব্যক্তির জন্য হালাল হইবে না, যাবত সে দাসী (ইদ্দতের পর) অন্য স্বামীকে বিবাহ না করে (অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় অন্যের দাসী ও তাহার স্ত্রী ছিল, পরে সে তালাক দিয়া উহাকে ক্রয় করিয়া লইয়াছে)।

٣١–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدًا لَهُ جَارِيَةً ، فَطَلَّقَهَا الْعَبْدُ الْبَتَّةَ، ثُمَّ وَهَبَهَا سَيِّدُهَا لَهُ. هَلْ تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ ؟ فَقَالاَ : لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

রেওয়ায়ত ৩১

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইল, যে ব্যক্তি তাহার এক ক্রীতদাসের নিকট তাহার দাসীকে বিবাহ দিয়াছে। অতঃপর ক্রীতদাস (স্বামী) উহাকে তিন তালাক দিয়াছে। তারপর সেই দাসীকে তাহার কর্তা হিবা (দান) করিলেন তালাকদাতা ক্রীতদাসের নিকট। তবে দাসীর স্বত্বাধিকারী হওয়ার কারণে এই দাসী সেই ক্রীতদাসের জন্য হালাল হইবে কি? তাঁহারা উভয়ে বলিলেন : না, যাবৎ স্ত্রীলোকটি অন্য স্বামী গ্রহণ না করে।

٣٢–وحدَّثني عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ فَاشْتَرَاهَا وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ : تَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِيْنِهِ مَالَمْ يَبُتَّ طَلاَقَهَا. فَإِنْ بَتَّ طَلاَقَهَا، فَلاَتَحِلُّ لَهُ بِمِلْكِ يَمِيْنِهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الأَمَةَ فَتَلِدُ مِنْهُ ثُمَّ يَبْتَاعُهَا : إِنَّهَا لاَ تَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ، بِذٰلِكَ الْوَلَدِ الَّذِي وَلَدَتْ مِنْهُ . وَهِيَ لِغَيْرِهِ ، حَتَّى تَلِدَ مِنْهُ ، وَهِيَ فِي مِلْكِهِ. بَعْدَ ابْتِيَاعِهِ إِيَّاهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنِ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ مِنْهُ ، ثُمَّ وَضَعَتْ عِنْدَهُ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ بِذٰلِكَ الْحَمْلِ، فِيْمَا نُرَى، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ.

রেওয়ায়ত ৩২

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র)-কে প্রশ্ন করিলেন এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাহার অধীনে (বিবাহ সূত্রে) অন্যের ক্রীতদাসী ছিল, পরে সে উহাকে ক্রয় করিয়াছে (ক্রয় করার পূর্বে) সে উহাকে এক তালাক দিয়াছিল। (এখন তাহার জন্য উক্ত স্ত্রীলোকটি হালাল হইবে কি?) ইব্‌ন শিহাব (র) বলিলেন : (মিলকে য়ামীন) ক্রয়ের মাধ্যমে দাস-দাসীর স্বত্বাধিকারী হওয়ার দ্বারা সেই দাসী উক্ত ব্যক্তির জন্য হালাল হইবে তিন তালাক না দেওয়া পর্যন্ত। আর যদি দিয়া থাকে তবে তাহার জন্য উক্ত দাসী মিলকে য়ামীনের দ্বারা হালাল হইবে না, যাবৎ সে স্ত্রীলোকটি অন্য স্বামী গ্রহণ না করে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি (অন্যের) ক্রীতদাসীকে বিবাহ করে এবং তাহার সন্তান জন্মে। অতঃপর সেই দাসীকে সে ক্রয় করে। সন্তান হওয়ার দারুন এই ক্রীতদাসী তাহার উম্মে ওয়ালাদ[১] হইবে না। কারণ সে অন্যের ক্রীতদাসী। তবে উহাকে ক্রয় করার পর তাহার (এই) মালিকের স্বত্বাধিকারে থাকাকালীন সেই ক্রীতদাসী সন্তান জন্ম দিলে উম্মে ওয়ালাদ হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি উক্ত ক্রীতদাসকে ক্রয় করে এবং সেই দাসী তাহার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হয়। অতঃপর তাহারই স্বত্বাধিকারে থাকাকালীন সে সন্তান জন্ম দেয় তবে আমাদের মতে গর্ভ ধারণের কারণে এই দাসী উম্মে ওয়ালাদ বলিয়া গণ্য হইবে। (والله اعلم) আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

(١٤) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها

পরিচ্ছেদ ১৪ : ক্রয়সূত্রে মালিক হইয়া দুই বোনের সহিত মিলিত হওয়া এবং স্ত্রী ও তাহার কন্যার সহিত একত্রে মিলিত হওয়া বৈধ নহে

٣٣–حدَّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ

১. উম্মে ওয়ালাদ : যেই ক্রীতদাসী তাহার মালিকের ঔরসে সন্তান জন্ম দিয়াছে সেই ক্রীতদাসীকে উম্মে ওয়ালাদ বলা হয়।

الْيَمِينِ. تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الأُخْرَى. فَقَالَ عُمَرُ : مَاأُحِبُّ أَنْ أَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا. وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

রেওয়ায়ত ৩৩

উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন স্ত্রীলোক ও তাহার কন্যা সম্পর্কে, যাহাদের উভয়কে ক্রয়সূত্রে মালিক হইয়া পর্যায়ক্রমে সহবাস করা হইয়াছে। 'উমর (রা) বলিলেন : উভয়কে একত্র করিয়া সহবাস করাকে আমি পছন্দ করি না। তিনি এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন।

٣٤-حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ ابْنَ عَفَّانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ عُثْمَانُ : أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ. وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ .

قَالَ ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَقِيَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ : لَوْ كَانَ لِيْ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ ، لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : أُرَاهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ .

রেওয়ায়ত ৩৪

কাবীসা ইব্ন যুয়াইব (র) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি উসমান ইব্ন 'আফফান (রা)-কে এমন দুই বোন সম্পর্কে প্রশ্ন করিল, যে দুই বোনের ক্রয়সূত্রে (কেহ) মালিক হইয়াছে। এমতাবস্থায় উভয়ের সঙ্গ সংগত হওয়া যাইবে কি? উসমান (রা) বলিলেন : উভয়ের সংগত হওয়া (কুরআনুল করীমের) এক আয়াত অনুযায়ী হালাল করা হইয়াছে। আবার অন্য আয়াত অনুযায়ী ইহাকে হারাম করা হইয়াছে। তাই আমি ইহাকে (দুই বোনের সঙ্গে একত্রে সংগত হওয়া) পছন্দ করি না। প্রশ্নকারী ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে প্রস্থান করার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অন্য একজন সাহাবীর সঙ্গে সাক্ষাত হইল। তখন সে এই বিষয়ে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিল। তিনি বলিলেন : লোকের উপর যদি আমার অধিকার থাকিত তবে কাহাকেও এইরূপ করিতে পাইলে আমি তাহাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতাম!

ইব্ন শিহাব (র) বলেন : আমি মনে করি এই সাহাবী 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)।

মালিক (র) বলেন : যুবাইর ইব্ন আওয়াম (রা) হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়ত তাঁহার নিকট পৌছিয়াছে।

٣٥-وحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مِثْلُ ذَلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ، فِى الْأَمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُصِيبُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَ أُخْتَهَا : إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لَهُ ، حَتَّى يُحَرِّمَ عَلَيْهِ فَرْجَ أُخْتِهَا. بِنِكَاحٍ ، أَوْعِتَاقَةٍ ، أَنْ كِتَابَةٍ، أَوْمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ يُزَوِّجُهَا عَبْدَهُ، أَوْ غَيْرَ عَبْدِهِ .

রেওয়ায়ত ৩৫

মালিক (র) বলেন : জনৈক ব্যক্তির নিকট এক ক্রীতদাসী আছে। সে উহার সহিত সংগত হইয়া থাকে। অতঃপর সেই দাসীর বোনের সহিত সংগত হইতে ইচ্ছা করিল। ইহা সে ব্যক্তির জন্য হালাল হইবে না যাবৎ ইহার বোন তাহার জন্য হারাম না হয়; (পূর্ববর্তী বোনকে) অন্যের নিকট বিবাহ দেওয়ার ফলে অথবা আযাদ করিয়া দিয়া অথবা এই ধরনের অন্য কোন উপায় কিংবা এই দাসীকে তাহার ক্রীতদাস অথবা অন্য কাহারও নিকট বিবাহ দেওয়ার ফলে।

(١٥) باب النهى عن أن يصيب الر جل أمة كانت لأبيه

পরিচ্ছেদ ১৫ : পিতার দাসীর সহিত সহবাস নিষিদ্ধ হওয়া

٣٦-حدَّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهَبَ لاِبْنِهِ جَارِيَةً . فَقَالَ : لاَ تَمَسَّهَا. فَإِنِّى قَدْ كَشَفْتُهَا.

وحدَّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُجَبَّرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : وَهَبَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ لاِبْنِهِ جَارِيَةً . فَقَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا. فَإِنِّىْ قَدْ اَرَدْتُهَا ، فَلَمْ أَنْشَطْ إِلَيْهَا.

রেওয়ায়ত ৩৬

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাঁহার পুত্রকে একটি দাসী দান করিলেন। এবং বলিয়া দিলেন : তুমি ইহাকে স্পর্শ (সহবাস) করিও না। কারণ আমি উহার পর্দা উন্মোচন করিয়াছি (অর্থাৎ সহবাস করিয়াছি)।

'আবদুর রহমান ইব্ন মুজাব্বার[১] (র) বলেন : মালিক ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র) তাঁহার এক পুত্রকে একটি দাসী দান করিলেন এবং তিনি পুত্রকে বলিয়া দিলেন : তুমি ইহার নিকট গমন (সহবাস) করিও না, কারণ আমি উহার সাথে সংগত হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি। সুতরাং আমি তোমাকে উহার সহিত মিলিত হওয়ার অনুমতি দিতে পারি না।

٣٧-وحَدَّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ اَبَا نَهْشَلِ بْنَ الْأَسْوَدِ ، قَالَ لِلْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّى رَأَيْتُ جَارِيَةً لِىْ مُنْكَشِفًا عَنْهَا، وَهِىَ فِى الْقَمَرِ . فَجَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ. فَقَالَتْ : إِنِّى حَائِضٌ. فَقُمْتُ . فَلَمْ أَقْرَبْهَا بَعْدُ. أَفَأَهَبُهَا لاِبْنِى يَطَؤُهَا ؟ فَنَهَاهُ الْقَاسِمُ عَنْ ذٰلِكَ .

১. মুজাব্বার— উল্লেখ্য যে, তাঁহার নামও আবদুর রহমান। তাঁহার বংশের সিলসিলা— আবদুর রহমান ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন উমর ইব্ন খাত্তাব।

রেওয়ায়ত ৩৭

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, আবূ নাহ্শল ইব্ন আসওয়াদ, কাসেম ইব্ন মুহম্মদ (র)-কে বলিলেন : আমার এক দাসীকে জ্যোৎস্না রাত্রিতে পরিচ্ছদ খোলা অবস্থায় দেখিয়াছি। সংগত হওয়ার উদ্দেশ্যে কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীর নিকট যেভাবে বসে আমিও উহার নিকট সেইরূপ বসিলাম। সে দাসী বলিল : আমি ঋতুমতী। ইহা শুনিয়া আমি তাহার সহিত সংগত হইলাম না। এখন আমি উহাকে সহবাসের জন্য আমার পুত্রকে দান করিতে পারি কিন্তু কাসেম তাঁহাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন।

٣٨-وحدَّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ أَبِى عَبْلَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ؛ أَنَّهُ وَهَبَ لِصَاحِبٍ لَهُ جَارِيَةً. ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْهَا. فَقَالَ : قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَهَبَهَا لا بْنِى ، فَيَفْعَلُ بِهَا كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : لَمَرْوَانُ كَانَ أَوْرَعَ مِنْكَ . وَهَبَ لابْنِهِ جَارِيَةً . ثُمَّ قَالَ : لاَ تَقْرَبْهَا . فَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ سَاقَهَا مُنْكَشِفَةً.

রেওয়ায়ত ৩৮

ইবরাহীম ইব্ন আবি 'আবলা (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান তাঁহার এক সঙ্গীকে একটি দাসী দান করিলেন। তারপর তাঁহার নিকট উহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিলেন[১] : আমি উহা আমার পুত্রকে দান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সে উহার সহিত এমন (অর্থাৎ সহবাস) করিবে। আবদুল মালিক বলিলেন : মারওয়ান তোমার তুলনায় অধিক সাবধানী ছিলেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে একটি দাসী দান করিলেন। অতঃপর বলিয়া দিলেন : তুমি ইহার নিকট গমন (সহবাস) করিও না। কারণ, আমি উহার হাঁটু অনাবৃত অবস্থায় দেখিয়াছি।

(١٦) باب النهى عن نكاح إماء أهل الكتاب

পরিচ্ছেদ ১৬ : কিতাবীগণের দাসীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ প্রসঙ্গে

قَالَ مَلِكٌ : لاَيَحِلُّ نِكَاحُ أَمَةٍ يَهُودِيَّةٍ وَلاَ نَصْرَانِيَّةٍ . لأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِى كِتَابِهِ-وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ- فَهُنَّ الْحَرَائِرُ مِنَ الْيَهُودِيَّاتِ وَالنَّصْرَانِيَّاتِ . وَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى- وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ - فَهُنَّ الإِمَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ.

১. "আমি উহার সহিত সহবাস করার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। সফলকাম হই নাই।"- এই কথাটি এই স্থানে উহ্য রহিয়াছে।

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّمَا أَحَلَّ اللّٰهُ ، فِيمَا نُرَى ، نِكَاحَ الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ . وَلَمْ يَحْلِلْ نِكَاحَ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ . الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ الْيَهُوْدِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحِلُّ لِسَيِّدِهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ . وَلاَ يَحِلُّ وَطْءُأَمَةٍ مَجُوسِيَّةٍ بِمِلْكِ الْيَمِينِ .

মালিক (র) বলেন : ইহুদী ও খ্রীস্টান ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা হালাল নহে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবে ইরশাদ করিয়োছেন :

وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

"এবং মু'মিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের সচ্চরিত্রা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হইল (৬ : ৫)। উহারা হইতেছেন ইহুদী ও খ্রিস্টান আযাদ মহিলাগণ।"

আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً اَنْ يَّنْكِحُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

"তোমাদের মধ্যে কাহারও স্বাধীন ঈমানদার নারী বিবাহের সামর্থ্য না থাকিলে তোমরা তোমাদের অধিকারভুক্ত ঈমানদার নারী বিবাহ করিবে।" (৪: ২৫) ইহারা হইলেন মু'মিনা ক্রীতদাসিগণ।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে মু'মিন ক্রীতদাসিগণকেই আল্লাহ তা'আলা হালাল করিয়াছেন। যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে (ইহুদী ও খ্রিস্টান) তাহাদের ক্রীতদাসিগণকে (আল্লাহ তা'আলা) হালাল করেন নাই।

মালিক (র) বলেন : ইহুদী ও খ্রিস্টান ক্রীতদাসিগণের খরিদসূত্রে মালিক হইলে তবে মালিকদের জন্য উহারা হালাল হইবে।

মালিক (র) বলেন : ক্রয়সূত্রে মালিক হইলেও অগ্নিপূজারী দাসীর সহিত সহবাস করা হালাল নহে।

(١٧) باب ما جاء فى الإحصان

পরিচ্ছেদ ১৭ : সতীত্ব[১] (احصان) -এর বর্ণনা

٣٩–حَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ قَالَ الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أُولاَتُ الأَزْوَاجِ . وَيَرْجِعُ ذٰلِكَ إِلَى أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ الزِّنَا .

১. ইহসানের (احصان) আভিধানিক অর্থ দুর্ভেদ্য করা। হিস্ন (حصن) বলা হয় দুর্গকে। শরীয়তের পরিভাষায় পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী পুরুষ ও নারী, বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে যথাক্রমে মুহসান (محصن) এবং মুহসানা (محصنة) বলা হয়।

রেওয়ায়ত ৩৯

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত—সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলেন : কুরআনের আয়াতে উল্লিখিত (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ) সাধ্বী রমণিগণ "ইহারা হইলেন ঐ সকল নারী যাহাদের স্বামী আছে।" ইহা দ্বারা প্রতিভাত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যভিচারকে হারাম করিয়াছেন।

٤٠-وحدثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولاَنِ : إِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الأَمَةَ فَمَسَّهَا ، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ كَانَ يَقُولُ ذٰلِكَ : تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ . إِذَا نَكَحَهَا فَمَسَّهَا، فَقَدْ أَحْصَنَتْهُ .

قَالَ مَالِكٌ : يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ إِذَا مَسَّهَا بِنِكَاحٍ . وَلاَ تُحْصِنُ الْحُرَّةُ الْعَبْدَ ، إِلاَّ أَنْ يَعْتِقَ ، وَهُوَ زَوْجُهَا ، فَيَمَسَّهَا بَعْدَ عِتْقِهِ . فَإِنْ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ . حَتَّى يَتَزَوَّجَ بَعْدَ عِتْقِهِ ، وَيَمَسَّ امْرَأَتَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمَةُ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ. فَإِنَّهُ لاَ يُحْصِنُهَا نِكَاحُهُ.......... تَحْتَ الْحُرِّ ، فَتَعْتِقُ وَهِيَ تَحْتَهُ . قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا . فَإِنَّهُ يُحْصِنُهَا إِذَا عَتَقَتْ وَهِيَ عِنْدَهُ ، إِذَا هُوَ أَصَابَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْتِقَ .

وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ ، وَالْيَهُودِيَّةُ ، وَالْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ يُحْصِنَّ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ. إِذَا نَكَحَ إِحْدَاهُنَّ ، فَأَصَابَهَا .

রেওয়ায়ত ৪০

মালিক (র) বলেন : ইব্‌ন শিহাব (র) ও কাসেম ইব্‌ন মুহম্মদ (র) তাহারা উভয়ে বলিতেন : স্বাধীন ব্যক্তি কোন দাসীকে বিবাহ করিলে, অতঃপর উহার সহিত সহবাস করিলে ইহার দ্বারা সে মুহসান (محصن) বলিয়া গণ্য হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমি যে সকল বিজ্ঞজনের সাক্ষাত পাইয়াছি তাঁহারা বলিতেন : ক্রীতদাসী স্বাধীন ব্যক্তিকে মুহসান (محصن) করে[১] যদি সে উহাকে বিবাহ করে এবং তাহার সহিত সংগত হয়।

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাস স্বাধীন মহিলাকে মুহসানা বানায় যদি সে উহাকে বিবাহ করে এবং তাহার সহিত সংগত হয়। কিন্তু স্বাধীন নারী ক্রীতদাসকে তদ্রূপ করে না। কিন্তু ক্রীতদাস তাহার স্বামী যদি তাহাকে আযাদ করিয়া দেয় এবং স্বাধীন হওয়ার পর স্বামী হিসাবে সে তাহার সহিত সহবাস করে তবে সে মুহসান (محصن) হইবে। আর যদি মুক্ত হওয়ার পূর্বে সে স্ত্রীকে পৃথক করিয়া দেয় তবে সে মুহসানা হইবে না যাবৎ মুক্ত হওয়ার পর উহাকে বিবাহ না করে এবং উহার সহিত সংগত না হয়।

---

১. মুহসান করে অর্থাৎ তাহাকে পাপাচার হইতে রক্ষা এবং পূত-পবিত্র চরিত্রের অধিকারী হইতে সহায়ক হয়।

মালিক (র) বলেন : যে ক্রীতদাসী স্বাধীন ব্যক্তির স্ত্রীরূপে রহিয়াছে তাহার মুক্ত হওয়ার পূর্বে স্বামী তাহাকে তালাক দিলে উক্ত বিবাহ সে ক্রীতদাসীকে মুহসানা করিবে না। অবশ্য মুক্তি পাওয়ার পর তাঁহাকে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত সংগত হইলে সে মুহসানা (সধবা) হইবে।

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাসী যদি আযাদ ব্যক্তির স্ত্রী হয় এবং তাহার নিকট থাকাকালীন তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ার পূর্বে সে দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় তবে সে মুহসানার (সধবা) অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই ব্যাপারে শর্ত এই যে, উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী থাকা অবস্থায় সে মুক্তিপ্রাপ্তা হয় এবং ইহার পর তাহার স্বামী তাহার সহিত সহবাস করে।

মালিক (র) বলেন : খ্রিস্টান ও ইহুদী স্বাধীনা নারী এবং মুসলিম ক্রীতদাসী এই তিনজনের একজনকে যদি কোন আযাদ মুসলিম ব্যক্তি বিবাহ করে এবং তাহার সহিত সংগত হয় তবে সে স্ত্রী লোক মুহসানা, (সধবা) হইবে।

(١٨) باب نكاح المتعة

পরিচ্ছেদ ১৮ : মুত'আ[১] বিবাহ প্রসঙ্গ

٤١-حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ . وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَنْسِيَّةِ .

রেওয়ায়ত ৪১

'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর দিবসে মুত'আ বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং তিনি গৃহপালিত গাধার গোশ্ত আহার করিতেও নিষেধ করিয়াছেন।

٤٢-وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَتْ : إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ . فَحَمَلَتْ مِنْهُ . فَخَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَزِعًا ، يَجُرُّ رِدَاءَهُ. فَقَالَ هٰذِهِ الْمُتْعَةَ : وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهَا ، لَرَجَمْتُ .

রেওয়ায়ত ৪২

খাওলা বিন্‌ত হাকিম (রা) 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর খিদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন : রবি'আ ইব্‌ন উমাইয়া (রা) এক মুওয়াল্লাদা[২] নারীকে মুত'আ বিবাহ করেন এবং সে নারী গর্ভবতী হয়। উমর ইব্‌ন খাত্তাব

---

১. মুত'আ : মুত'আ হইল নির্দিষ্ট মালের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ করা। সময় উত্তীর্ণ হইলে তালাক ব্যতীত স্ত্রী পরিত্যক্ত হইবে। এই বিবাহ ইসলামের শুরুর দিকে বৈধ ছিল। খায়বর দিবসে উহাকে চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

২. মুওয়াল্লাদা : যে মহিলা আরব নহে কিন্তু তাহার জন্ম হইয়াছে আরবে এবং আরবীয় রীতিনীতি আদব-কায়দা মুতাবিক তাহাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইয়াছে।

(রা) ইহা শুনিয়া ঘাবড়াইয়া গেলেন এবং আপন চাদর টানিতে টানিতে বাহির হইলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন : মুত'আ নিষিদ্ধ। লোকদের মধ্যে যদি এ বিষয়ে আমি পূর্বে ঘোষণা করিতাম তবে এই (মুত'আর কারণে) ব্যভিচারীর প্রতি রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ) করিতাম।

(١٩) باب نكاح العبيد

পরিচ্ছেদ ১৯ : ক্রীতদাসের বিবাহ

٤٣–**حدَّثني** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ : يَنْكِحُ الْعَبْدُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِي ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ مُخَالِفٌ لِلْمُحَلِّلِ. إِنْ أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ . ثَبَتَ نِكَاحُهُ . وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سَيِّدُهُ . فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. وَالْمُحَلِّلُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، إِذَا أُرِيدَ بِالنِّكَاحِ التَّحْلِيْلُ .

قَالَ مَلِكٌ، فِي الْعَبْدِ إِذَا مَلَكَتْهُ امْرَأَتُهُ ، أَوِ الزَّوْجُ يَمْلِكُ امْرَأَتَهُ : إِنَّ مِلْكَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ، يَكُونُ فَسْخًا بِغَيْرِ طَلاَقٍ . وَإِنْ تَرَاجَعَا بِنِكَاحٍ بَعْدُ ، لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْفُرْقَةُ طَلاَقًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ إِذَا أَعْتَقَتْهُ امْرَأَتُهُ ، إِذَا مَلَكَتْهُ ، وَهِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ ، لَمْ يَتَرَاجَعَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ .

রেওয়ায়ত ৪৩

মালিক (র) বলেন : তিনি রবী'আ ইব্ন আবূ আবদুর রহমান (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন. ক্রীতদাস চারটি বিবাহ করিতে পারে।

মালিক (র) বলেন : এ বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই উত্তম।

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাসের বিবাহ এবং মুহাল্লিল-এর বিবাহের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ ক্রীতদাসের মালিক যদি বিবাহের অনুমতি দেয় তবে তাহার বিবাহ বৈধ হইবে। আর যদি মালিক তাহার বিবাহের অনুমতি না দেয় তবে তাহাদের উভয়কে (স্বামী ও স্ত্রী) পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে।

পক্ষান্তরে মুহাল্লিল ও তাহার স্ত্রীকে সর্বাবস্থায় পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে যদি সে হালাল করার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিয়া থাকে।

মালিক (র) বলেন : কোন ক্রীতদাসের স্ত্রী যদি তাহার মালিক হয় অথবা স্বামী স্ত্রীর মালিক হয় এমতাবস্থায় স্বামী তাহার স্ত্রীর অথবা স্ত্রী তাহার স্বামীর মালিক হওয়ার ফলে তালাক ছাড়াই তাহাদের বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি তাহারা উভয়ে নূতন বিবাহের মাধ্যমে একে অপরের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে তবে তাহাদের পূর্ববর্তী পৃথকীকরণ তালাক বলিয়া গণ্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাসের স্ত্রী যদি ক্রীতদাসকে মুক্ত করিয়া দেয় এমতাবস্থায় যে, সে তাহার মালিক হইয়াছে, তখন স্ত্রী (বিবাহ বিচ্ছেদের কারণে) ইদ্দতের মধ্যে রহিয়াছে, তবে তাহারা উভয়ে নূতন বিবাহ ছাড়া একে অপরের দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে না (অর্থাৎ নূতনভাবে বিবাহ করিতে হইবে)।

(٢٠) باب نكاح المشرك أذا أسلمت زوجة قبله

পরিচ্ছেদ ২০ : মুশরিক স্বামীর পূর্বে তাহার স্ত্রী মুসলমান হইলে তাহাদের বিবাহ সম্পর্কিত হুকুম

٤٤–حدَّثني مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ نِسَاءً كُنَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يُسْلِمْنَ بِأَرْضِهِنَّ . وَهُنَّ غَيْرُ مُهَاجِرَاتٍ . وَأَزْوَاجُهُنَّ ، حِينَ أَسْلَمْنَ ، كُفَّارٌ . مِنْهُنَّ بِنْتُ الْوَلِيدِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ . وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ. وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ مِنَ الإِسْلاَمِ . فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ابْنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ. بِرِدَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَمَانًا لِصَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ . وَدَعَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الإِسْلاَمِ. وَأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ فَإِنْ رَضِيَ أَمْرًا قَبِلَهُ. وَإِلاَّ سَيَّرَهُ شَهْرَيْنِ ، فَلَمَّا قَدِمَ صَفْوَانُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِرِدَائِهِ، نَادَاهُ ، عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ ، فَقَالَ : يَامُحَمَّدُ ! إِنَّ هٰذَا وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ جَاءَنِي بِرِدَائِكَ . وَزَعَمَ أَنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى الْقُدُومِ عَلَيْكَ. فَإِنْ رَضِيتُ أَمْرًا قَبِلْتُهُ . وَإِلاَّ سَيَّرْتَنِي شَهْرَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «انْزِلْ أَبَا وَهْبٍ» فَقَالَ : لاَ وَاللّٰهِ . لاَ أَنْزِلُ حَتَّى تُبَيِّنَ لِيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «بَلْ لَكَ تَسِيرُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قِبَلَ هَوَازِنَ بِحُنَيْنٍ. فَأَرْسَلَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَسْتَعِيرُهُ أَدَاةً وَسِلاَحًا عِنْدَهُ. فَقَالَ صَفْوَانُ : أَطَوْعًا أَمْ كَرْهًا؟ فَقَالَ «بَلْ طَوْعًا». فَأَعَارَهُ الأَدَاةَ وَالسِّلاَحَ الَّتِي عِنْدَهُ . ثُمَّ خَرَجَ صَفْوَانُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ كَافِرٌ. فَشَهِدَ حُنَيْنًا وَالطَّائِفَ، وَهُوَ كَافِرٌ. وَامْرَأَتُهُ مُسْلِمَةٌ. وَلَمْ يُفَرِّقْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. حَتَّى أَسْلَمَ صَفْوَانُ . وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ بِذٰلِكَ النِّكَاحِ .

রেওয়ায়ত ৪৪

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে স্ত্রীলোকেরা তাহাদের নিজের শহরে থাকিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতেন। তাহারা মদীনার দিকে হিজরত করিতে পারিতেন না। তাহারা মুসলমান হইতেন অথচ তাহাদের স্বামীগণ কাফের রহিয়াছে। এইরূপ স্ত্রীলোকের মধ্যে ছিলেন ওলীদ ইব্‌ন মুগীরার কন্যা। তিনি সফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়ার স্ত্রী ছিলেন, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি মুসলমান হইলেন। আর তাঁহার স্বামী সফওয়ান ইব্‌ন উমাইয়া ইসলাম কবূল না করিয়া পলায়ন করিল। সফওয়ানকে নিরাপত্তা প্রদানের প্রতীক স্বরূপ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে পবিত্র চাদরসহ সফওয়ানের চাচাতো ভাই ওহাব ইব্‌ন উমায়রকে প্রেরণ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার নিকট আসিতে বলিলেন, যদি সে খুশীতে মুসলমান হয়, তবে উহা গ্রহণ করা হইবে, নতুবা তাহাকে দুই মাস সময় দেওয়া হইবে। সফওয়ান রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের চাদর লইয়া আগমন করিল এবং লোকসম্মুখে চিৎকার করিয়া বলিল, হে মুহাম্মদ, এই যে ওহাব ইব্‌ন উমায়র, সে আপনার চাদর লইয়া আমার নিকট গিয়াছিল এবং সে বলিয়াছে, আপনি আমাকে আপনার নিকট আসিতে আহ্বান জানাইয়াছেন, আমি যদি খুশীতে মুসলমান হই, উহা গ্রহণ করা হইবে। নতুবা আপনি আমাকে দুই মাস সময় দিবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : হে আবূ ওহাব (ইহা সফওয়ানের কুনিয়ত), তুমি (উটের পিঠ হইতে) অবতরণ কর। সফওয়ান বলিল, না নামিব না। আল্লাহর কসম, যাবৎ আপনি ব্যাখ্যা না করিবেন (ইহা সত্য কিনা)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : বরং তোমাকে চার মাস সময় দেওয়া হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হুনায়নের হাওয়াযিন গোত্রের দিকে (অভিযানে) বাহির হইলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সফওয়ানের দিকে লোক প্রেরণ করিলেন তাহার নিকট যে সকল আসবাব ও যুদ্ধাস্ত্র ছিল সেগুলি (আরিয়ত) ধার স্বরূপ দেওয়ার জন্য। সফওয়ান বলিল : বাধ্যতামূলক না স্বেচ্ছায় ? তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] বলিলেন : (বাধ্যতামূলক নহে) বরং খুশীতে। সে তাহার নিকট যাহা ছিল আসবাব ও যুদ্ধাস্ত্র রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দিল। অতঃপর (মক্কা হইতে) হুনায়ন-এর দিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বাহির হইল। সে তখনও কাফের। তারপর হুনায়ন ও তায়েফ-এর অভিযানে শরীক হইল, সে তখনও কাফের আর তার স্ত্রী মুসলমান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সফওয়ান ও তাহার স্ত্রীকে পৃথক করেন নাই। পরে সফওয়ান মুসলমান হইলেন। তাহার স্ত্রীকে তাহার নিকট রাখা হইল সেই (আগের) বিবাহে।

٤٥—وحدَّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ ، إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا. إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .

রেওয়ায়ত ৪৫

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : সফওয়ানের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও তাহার স্ত্রীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মধ্যে ব্যবধান ছিল অন্তত এক মাসের।

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন : কোন স্ত্রীলোক আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের দিকে হিজরত করিলে এবং তাহার স্বামী কাফের অবস্থায় দারুল কুফ্‌রে থাকিলে তবে তাঁহার হিজরত তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিবে। তবে যদি তাঁহার স্বামী ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে হিজরত করে (এমতাবস্থায় স্ত্রী তাহারই থাকিবে)।

٤٦-وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ أُمَّ حَكِيمٍ بِنْتَ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ. فَأَسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ . وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ مِنَ الإِسْلاَمِ. حَتَّى قَدِمَ الْيَمَنَ. فَارْتَحَلَتْ أُمُّ حَكِيمٍ. حَتَّى قَدِمَتْ عَلَيْهِ بِالْيَمَنِ. فَدَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ فَأَسْلَمَ. وَقَدِمَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ. فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَثَبَ إِلَيْهِ فَرِحًا. وَمَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ . حَتَّى بَايَعَهُ. فَثَبَتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكُ : وَإِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ . وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا . إِذَاعُرِضَ عَلَيْهَا الإِسْلاَمُ فَلَمْ تُسْلِمْ . لأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي كِتَابِهِ - وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ-.

রেওয়ায়ত ৪৬

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, হারিস ইব্‌ন হিশামের কন্যা উম্মে হাকীম ইকরাম ইব্‌ন আবূ জাহ্‌লের স্ত্রী ছিল। উম্মে হাকীম মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম ধর্ম কবূল করেন। তাহার স্বামী ইকরামা ইব্‌ন আবূ জাহল ইসলাম গ্রহণ না করিয়া পলায়ন করিয়া ইয়ামনের দিকে চলিয়া যায়। উম্মে হাকীম ইয়ামনে গিয়া তাহার স্বামীর নিকট উপস্থিত হন এবং তাহাকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। ইকরামা ইসলাম কবূল করেন এবং মক্কা বিজয়ের বৎসর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে দেখিয়া আনন্দে এত দ্রুত উঠিলেন যে, তাঁহার পবিত্র দেহ তখন চাদরে আবৃত রহিল না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইকরামার বায়'আত গ্রহণ করিলেন এবং স্বামী স্ত্রী উভয়ের পূর্ব বিবাহ বহাল রাখিলেন।

মালিক (র) বলেন : স্ত্রীর পূর্বে কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিলে অতঃপর স্ত্রীকে ইসলামের দিকে আহ্বান করিলে সে যদি মুসলমান না হয় তবে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হইয়া যাইবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিতেছেন :

وَلاَتُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ "তোমরা অবিশ্বাসী নারীদিগের সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখিও না।" (৬০ : ১০)

(٢١) باب ما جاء فى الوليمة

পরিচ্ছেদ ২১ : ওয়ালিমা

٤٧–وحدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ عَوْفٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ. فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟» فَقَالَ : زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ».

রেওয়ায়ত ৪৭

আনাস ইব্ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমীপে আবদুর রহমান ইব্ন 'আউফ ইব্ন 'আউফ (রা) উপস্থিত হইলেন। তাঁহার (দেহে ও বস্ত্রে) হলুদ বর্ণের সুগন্ধি দ্রব্যের চিহ্ন ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ তাহাকে জানাইলেন তিনি জনৈক আনসার মেয়েলোককে বিবাহ করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমি উহাকে কত মহর প্রদান করিয়াছ ? তিনি বলিলেন : এক (نواة) খেজুরের বীচি পরিমাণ স্বর্ণ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : ওয়ালীমা[১] কর একটি বকরী দিয়া হইলেও।

٤٨–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : لَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُولِمُ بِالْوَلِيمَةِ ، مَا فِيهَا خُبْزٌ وَلاَ لَحْمٌ .

রেওয়ায়ত ৪৮

ইয়াহ্ইয়া (রা) বলেন : আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (এমনও) ওয়ালীমা করিতেন যে, তাহাতে রুটি ও গোশ্ত থাকিত না।

٤٩–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا».

রেওয়ায়ত ৪৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : তোমাদের কাউকে ওয়ালীমায় দাওয়াত করা হইলে সে যেন উহাতে অংশগ্রহণ করে।

---

১. বিবাহের পর ভোজের আয়োজনই ওয়ালীমা হিসাবে প্রসিদ্ধ। ইহা সুন্নত।

٥٠-وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ . يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ . وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ . وَمَنْ لَمْ يَأْتِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهُ وَرَسُولَهُ .

রেওয়ায়ত ৫০

আ'রাজ (রা) হইতে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা (রা) বলিতেন : সর্বাপেক্ষা মন্দ আহার হইতেছে সেই ওয়ালীমার আহার, যেই ওয়ালীমাতে ধনী লোকদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং মিসকিনদিগকে দাওয়াত হইতে বাদ দেওয়া হয়। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করে না, সে অবশ্য আল্লাহ্ এবং তাঁহার রাসূলের নাফরমানী[1] করিল।

٥١-وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ . قَالَ أَنَسٌ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى ذٰلِكَ الطَّعَامِ . فَقَرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ. قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الْقَصْعَةِ. فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءُ بَعْدَ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

রেওয়ায়ত ৫১

ইসহাক ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবি তালহা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, জনৈক দরজী এক প্রকারের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া উহা আহারের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দাওয়াত করিলেন। আনাস (রা) বলেন : সেই দাওয়াতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে আমিও গিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট পেশ করা হইল যবের রুটি ও ঝোল, যাহাতে কদু ছিল। আনাস বলেন : আমি পেয়ালার আশপাশ হইতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে কদু অনুসন্ধান করিতে দেখিলাম। সেই দিন হইতে আমি সর্বদা কদু পছন্দ করি।

(٢٢) باب جامع النكاح

পরিচ্ছেদ ২২ : বিবাহের বিবিধ প্রসঙ্গ

٥٢-حدّثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ. أَوِ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ. فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا. وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى الْبَعِيرَ. فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

১. যে দাওয়াত লোক দেখানো হয় এবং যে দাওয়াতে অপব্যয় করা হয়, আর যে দাওয়াতে শরীয়ত বিরোধী কোন অনুষ্ঠান থাকে সে সব দাওয়াত বর্জন করা উত্তম।

রেওয়ায়ত ৫২

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : তোমাদের কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে অথবা দাসী ক্রয় করিলে তবে উহার ললাট (কপালের উপরের চুল) ধরিয়া বরকতের দোয়া করিবে। আর উট ক্রয় করিলে তবে উহার কোহান (উটের পিঠের কুঁজ)-এর উপরিভাগ ধরিয়া অভিশপ্ত শয়তান হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় চাহিবে।

٥٣–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيّ ؛ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ إِلَى رَجُلٍ أُخْتَهُ . فَذَكَرَ أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَحْدَثَتْ ، فَبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَضَرَبَهُ ، أَوْ كَادَ يَضْرِبُهُ . ثُمَّ قَالَ : مَالَكَ وَلِلْخَبَرِ .

রেওয়ায়ত ৫৩

আবুয-যুবায়র মক্কী (র) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অন্য এক লোকের নিকট ভগ্নীর বিবাহের পয়গাম দিয়াছে। সেই ব্যক্তির নিকট কেহ উল্লেখ করিল যে, উক্ত স্ত্রীলোকে ব্যভিচার করিয়াছে। 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি সেই লোককে মারিলেন অথবা মারিতে উদ্যত হইলেন। অতঃপর বলিলেন : তোমার এই খবর বলার কি প্রয়োজন ছিল?

٥٤–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، كَانَا يَقُوْلاَنِ ، فِى الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ الْبَتَّةَ : أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَ . وَلاَ يَنْتَظِرُ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .

রেওয়ায়ত ৫৪

রবী'আ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত, কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ এবং উরওয়াহ ইব্‌ন যুবায়র (র) তাহারা উভয়ে বলিতেন : যে ব্যক্তির চারজন স্ত্রী রহিয়াছে এবং সে উহাদের একজনকে তালাক আল-বাত্তা (তিন তালাক) প্রদান করিয়াছে, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারিবে। (তালাকপ্রাপ্তা) স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার অপেক্ষা করিবে না।

٥٥–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَعُرْوَةَ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، أَفْتَيَا الْوَلِيْدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَامَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ بِذٰلِكَ . غَيْرَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ : طَلَّقَهَا مَجَالِسَ شَتَّى .

রেওয়ায়ত ৫৫

রবী'আ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত, কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ এবং উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) তাঁহারা উভয়ে ওয়ালীদ ইব্‌ন আবদুল মালিকের নিকট যে বৎসর তিনি মদীনাতে আগমন করিয়াছিলেন সেই বৎসর অনুরূপ ফতওয়া দিয়াছেন। তবে কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ এই প্রসঙ্গে স্ত্রীকে (একত্রে না দিয়া) বিভিন্ন মজলিসে তিন তালাক দেওয়ার কথা তাঁহার নিকট উল্লেখ করিয়াছেন।

٥٦–وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاَقُ ، وَالْعِتْقُ .

রেওয়ায়ত ৫৬

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলেন, তিন (প্রকার) বস্তুতে বিদ্রূপ নাই : (১) নিকাহ্ (২) তালাক (৩) মুক্তি প্রদান।

٥٧–وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؛ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِنْتَ مُحَمَّدِ ابْنِ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيِّ . فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى كَبِرَتْ. فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا فَتَاةً شَابَّةً . فَآثَرَ الشَّابَّةَ عَلَيْهَا ، فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً . ثُمَّ أَمْهَلَهَا . حَتَّى إِذَا كَادَتْ تَحِلُّ رَاجَعَهَا . ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ . فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً . ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ عَادَ فَآثَرَ الشَّابَّةَ. فَنَاشَدَتْهُ الطَّلاَقَ. فَقَالَ : مَا شِئْتِ . إِنَّمَا بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ . فَإِنْ شِئْتِ اسْتَقْرَرْتِ ، عَلَى مَا تَرَيْنَ مِنْ الأُثْرَةِ . وَإِنْ شِئْتِ فَارَقْتُكِ . قَالَتْ : بَلْ أَسْتَقِرُّ عَلَى الأُثْرَةِ . فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذٰلِكَ . وَلَمْ يَرَ رَافِعٌ عَلَيْهِ إِثْمًا حِينَ قَرَّتْ عِنْدَهُ عَلَى الأُثْرَةِ .

রেওয়ায়ত ৫৭

রাফি' ইব্ন খাদীজ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মাস্লামা আনসারীর কন্যাকে বিবাহ করেন। সে তাঁহার স্ত্রীরূপে থাকিতেই বৃদ্ধা হয়। রাফি' সেই বৃদ্ধা স্ত্রীর বর্তমানে আর একজন যুবতীকে বিবাহ করেন এবং পূর্ব স্ত্রী অপেক্ষা যুবতী স্ত্রীর দিকে অধিক ঝুঁকিয়া পড়েন। বয়োপ্রাপ্তা স্ত্রী তাঁহার নিকট তালাক কামনা করেন আল্লাহ্র কসম দিয়া। তিনি স্ত্রীকে এক তালাক দিলেন। অতঃপর তাহাকে অবকাশ দিয়া রাখিলেন। যখন ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার সময় সন্নিকট হইল তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু তিনি পুনরায় যুবতী স্ত্রীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। ফলে (প্রথমা) স্ত্রী কসম দিয়া তালাক কামনা করেন। আবার তাহাকে এক তালাক দিলেন। ইদ্দত যাওয়ার পূর্বে আবার প্রত্যাবর্তন করিলেন (অর্থাৎ পুনরায় স্ত্রীর মতো গ্রহণ করিলেন)। অতঃপর পুনরায় যুবতী স্ত্রীর দিকে বেশি ঝুঁকিয়া পড়েন। ফলে প্রথমা স্ত্রী আল্লাহ্র কসম দিয়া আবার তালাক কামনা করে। তখন তিনি বলিলেন : চিন্তা করিয়া দেখ, এখন মাত্র আর এক তালাক অবশিষ্ট আছে। যুবতী স্ত্রীর দিকে মনোযোগ বেশি থাকিবে তাহা তুমি লক্ষ্য করিয়াছ। এই অবস্থার উপর ইচ্ছা করিলে থাকিতে পার। আর ইচ্ছা হইলে বিবাহ্ বিচ্ছেদও করিতে পার। স্ত্রী উত্তর দিল : আমাকে এইভাবেই থাকিতে দাও; ফলে তাহাকে এইরূপে রাখা হয়। রাফি' উহাতে কোন ক্ষতি মনে করিতেন না। যখন (স্ত্রী) স্বেচ্ছায় এই অবস্থায় থাকিতে রাযী হয়।'

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ২৯

كتاب الطلاق

তালাক অধ্যায়

(١) باب ما جاء فى البتة

পরিচ্ছেদ ১ : আল-বাত্তা[১] তালাকের বর্ণনা

١- حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ : إِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ مِائَةَ تَطْلِيْقَةٍ . فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنِ عَبَّاسٍ : طَلُقَتْ مِنْكَ لِثَلاَثٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ اللّٰهِ هُزُوًا .

রেওয়ায়ত ১

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট বলিল : আমি আমার স্ত্রীকে একশত তালাক দিয়াছি। আমার সম্পর্কে এ বিষয়ে আপনার কি অভিমত ? ইব্‌ন আব্বাস (রা) তাহাকে বলিলেন : তিন তালাক দ্বারা তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছ। অবশিষ্ট সাতানব্বই তালাক দ্বারা তুমি আল্লাহ্‌র আয়াতকে বিদ্রূপ করিয়াছ।

٢- وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ . فَقَالَ : إِنِّيْ طَلَّقْتُ امْرَأَتِيْ ثَمَانِيَ تَطْلِيْقَاتٍ . فَقَالَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ : فَمَاذَا قِيْلَ لَكَ ؟ قَالَ : قِيْلَ لِيْ إِنَّهَا قَدْ بَانَتْ مِنِّيْ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : صَدَقُوْا . مَنْ طَلَّقَ كَمَا أَمَرَهُ اللّٰهُ فَقَدْ بَيَّنَ

---

১. স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটে এমন তালাক দেওয়াকে তালাক-ই আল-বাত্তা বলা হয়।

اللّٰهِ لَهُ . وَمَنْ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَسًا ، جَعَلْنَا لَبَسَهُ مُلْصَقًا بِهِ . لاَ تَلْبِسُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ وَنَتَحَمَّلَهُ عَنْكُمْ . هُوَ كَمَا يَقُوْلُوْنَ .

রেওয়ায়ত ২

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : আমি আমার স্ত্রীকে দুইশত তালাক দিয়াছি। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলিলেন : তোমাকে কি বলা হইয়াছে ? সে বলিল : আমাকে জানান হইয়াছে যে, আমার স্ত্রী আমার নিকট হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলিলেন : মুফতীগণ ঠিকই বলিয়াছেন। যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক তালাক প্রদান করে তাহার হুকুম আল্লাহ্ বর্ণনা করিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রতি কোন প্রকার সন্দেহজনক আচরণ করে আমরা তাহার সন্দেহ তাহার উপরই আরোপ করিব। তোমরা নিজেদের প্রতি সন্দেহজনক আচরণ করিও না, যাহাতে তোমাদের জন্য আমাদের বিপদে পড়িতে হয়। মুফতীগণ যাহা বলিয়াছেন উহাই ফতওয়া (সিদ্ধান্ত)।

٣- وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ لَهُ : الْبَتَّةُ ، مَا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهَا ؟ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : فَقُلْتُ لَهُ : كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ : لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا ، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةَ مِنْهَا شَيْئًا . مَنْ قَالَ الْبَتَّةَ فَقَدْ رَمَى الْغَايَةَ الْقُصْوَى .

রেওয়ায়ত ৩

আবূ বকর ইব্‌ন হাযম (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন আবদুল 'আযীয (র) তালাক-ই আল-বাত্তা সম্পর্কে লোকে কি বলে [অর্থাৎ সাহাবা ও তাঁহাদের পরবর্তী উলামাগণের এ বিষয়ে কি অভিমত?] ইহা আবূ বকর ইব্‌ন হাযমের নিকট জানিতে চাহিলে আবূ বকর বলিলেন : আবান ইব্‌ন উসমান উহাকে এক তালাক গণ্য করিতেন। 'উমর ইব্‌ন 'আবদুল 'আযীয বলিলেন : তিনের পরিবর্তে তালাক এক হাজার হইলেও তালাক-ই আল-বাত্তা উহার একটিও অবশিষ্ট রাখিবে না। যে ব্যক্তি আল-বাত্তা বলিল, সে শেষ সীমানায় তীর নিক্ষেপ করিল।

٤- وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِيْ فِي الَّذِيْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيْقَاتٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحَبُّ مَاسَمِعْتُ إِلَيَّ فِيْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৪

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, কেউ নিজের স্ত্রীকে তালাক-ই আল-বাত্তা দিলে মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম (র) উহাতে তিন তালাক হইয়াছে বলিয়া ফতওয়া দিতেন।

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে যাহা আমি শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই আমার নিকট পছন্দীয়।

(٤) باب ماجاء فى الخلية والبرية واشباه ذلك

পরিচ্ছেদ ২ : (خلية) খালিয়্যা (برية) বারিয়্যা এবং অনুরূপ অন্যান্য কিনায়া তালাকের জন্য প্রযোজ্য শব্দসমূহের বর্ণনা

٥- وَحَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إِلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْعِرَاقِ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِامْرَأَتِهِ : حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ . فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلِهِ : أَنْ مُرْهُ يُوَافِيْنِيْ بِمَكَّةَ فِى الْمَوْسِمِ فَبَيْنَمَا عُمَرُ يَطُوْفُ بِالبَيْتِ ، إِذْ لَقِيَهُ الرَّجُلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ . فَقَالَ عُمَرُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أَنَا الَّذِيْ أَمَرْتَ أَنْ أَجْلَبَ عَلَيْكَ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَسْأَلُكَ بِرَبِّ هٰذِهِ الْبَنِيَّةِ ، مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ حَبْلُكِ عَلَىَ غَارِبِكِ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لَوِ اسْتَحْلَفْتَنِيْ فِيْ غَيْرِ هٰذَا الْمَكَانِ مَا صَدَقْتُكَ أَرَدْتُ ، بِذٰلِكَ ، الْفِرَاقُ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ : هُوَ مَا أَرَدْتَ .

রেওয়ায়ত ৫

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, ইরাক হইতে 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট লেখা হইল যে, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিয়াছে حبلك على غاربك [তোমার রজ্জু তোমার ঘাড়ে]। 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) তাহার নিযুক্ত ইরাকের প্রশাসকের নিকট পত্র লিখিলেন-হজ্জ মওসুমে সেই ব্যক্তিকে আমার সহিত মিলিত হইতে নির্দেশ দাও। উমর যখন বায়তুল্লাহ্র তওয়াফ করিয়াছিলেন তখন এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সালাম করিল। 'উমর বলিলেন : তুমি কে ? সেই ব্যক্তি বলিল : আমি সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তিকে আপনার নিকট (হজ্জ মওসুমে) উপস্থিত হইতে নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তারপর 'উমর (রা) বলিলেন : এই (পবিত্র কাবা) গৃহের মালিকের কসম দিয়া তোমাকে আমি প্রশ্ন করিতেছি যে, তুমি তোমার সেই বক্তব্য حبلك على غاربك এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য করিয়াছ? সেই ব্যক্তি বলিল, এই স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও আপনি আমাকে হলফ করাইলে আমি সত্য কথা বলিতাম না। আমি (এই বক্তব্য দ্বারা স্ত্রীকে) বিদায় (দেওয়া)-এর নিয়্যত করিয়াছি। 'উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিলেন, তুমি যাহা নিয়্যত করিয়াছ তাহাই।

٦- وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ كَانَ يَقُوْلُ ، فِى الرَّجُلِ يَقُوْلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيْقَاتٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, যে ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীকে "তুমি আমার জন্য হারাম" এরূপ বলিয়াছে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে আলী ইব্ন আবি তালিব (রা) বলিয়াছেন যে, উহা তিন তালাক গণ্য হইবে।

মালিক (র) বলেন : এ বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই উত্তম।

٧- وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ : إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيْقَاتٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا .

রেওয়ায়ত ৭

নাফি' হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) বলিতেন : (برية) বারিয়্যা এবং (خلية) খালিয়্যা উভয় শব্দের প্রত্যেকটির দ্বারা তিন তালাক প্রযোজ্য হইবে।

٨- وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيْدَةٌ لِقَوْمٍ فَقَالَ لأَهْلِهَا : شَأْنُكُمْ بِهَا . فَرَأَىْ النَّاسَ أَنَّهَا تَطْلِيْقَةٌ وَاحِدَةٌ .

রেওয়ায়ত ৮

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত-কোন এক গোত্রের দাসী এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল। সে ব্যক্তি উক্ত দাসীর অভিভাবকদের বলিল : আপনারা তাহার দায়িত্বভার গ্রহণ করুন। ইহা দ্বারা লোকেরা এক তালাক প্রদান করিয়াছে বলিয়া অনুমান করিলেন।

٩- وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ ، فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ لاِمْرَأَتِهِ : بَرِئْتِ مِنِّيْ وَبَرِئْتُ مِنْكِ : إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيْقَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الْبَتَّةِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقُوْلُ لاِمْرَأَتِهِ : أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ : إِنَّهَا ثَلاَثُ تَطْلِيْقَاتٍ لِلْمَرْأَةِ الَّتِيْ قَدْ دَخَلَ بِهَا . وَيُدَيَّنُ فِي الَّتِيْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا . أَوَاحِدَةً أَرَادَ أَمْ ثَلاَثًا . فَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً أَحْلِفَ عَلَى ذٰلِكَ . وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ . لأَنَّهُ لاَ يُخْلِيْ الْمَرْأَةَ الَّتِيْ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا وَلاَ يُبِيْنُهَا وَلاَ يُبْرِيهَا إِلاَّ ثَلاَثُ تَطْلِيْقَاتٍ . وَالَّتِيْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، تُخْلِيهَا وَتُبْرِيهَا وَتُبِيْنُهَا الْوَاحِدَةُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৯

মালিক (র) বলেন : তিনি ইব্ন শিহাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে বলিল : "আমার তোমা হইতে দায়িত্বমুক্ত হইয়াছি। তুমিও আমা হইতে দায়িত্বমুক্ত।" ইহা দ্বারা তালাক-ই আল-বাত্তা-এর মতো তিন তালাক প্রযোজ্য হইবে।

যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে বলিল : أَنْتَ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ "তুমি দায়িত্বমুক্ত" أَنْتَ بَائِنَةٌ "তুমি আমা হইতে পৃথক"। মালিক (র) বলেন : সে স্ত্রী যাহার সঙ্গে সহবাস করা হইয়াছে এইরূপ হইলে তবে তাহার স্বামীর উপরিউক্ত বাক্যগুলির দ্বারা তাহার উপর তিন তালাক বর্তাইবে। আর যদি সেই স্ত্রী এমন হয় যাহার সহিত সহবাস করা হয়নি, তবে ধর্মত স্বামীকে বিশ্বাস করা হইবে এবং তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে-সে উপরিউক্ত বাক্যগুলি দ্বারা এক তালাক উদ্দেশ্য করিয়াছে, না তিন তালাক। যদি সে এক তালাক উদ্দেশ্য করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ করে তাহা হইলে এই বিষয়ে সেই ব্যক্তিকে হলফ দেওয়া হইবে। (যেহেতু স্বামীর উক্তির দ্বারা স্ত্রীর প্রতি এক তালাক বায়েন প্রযোজ্য হইয়াছে, তাই পুনর্বিবাহ ছাড়া স্বামী সেই স্ত্রীকে গ্রহণ করিতে পারিবে না) তাই সে বিবাহের প্রস্তাবকারী হিসাবে অন্য লোকদের মতো একজন বলিয়া গণ্য হইবে। ইহার কারণ এই যে, যে স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করা হইয়াছে সেই স্ত্রী তিন তালাক ছাড়া দায়িত্বমুক্ত বা স্বামী হইতে পৃথক হইবে না। আর যাহার সহিত সঙ্গম হয় নাই সেই স্ত্রী এক তালাক দ্বারা দায়িত্বমুক্ত ও পৃথক হইয়া যায়।

মালিক (র) বলিয়াছেন : এ বিষয়ে যাহা আমি শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই আমার নিকট উত্তম।

(٣) باب ما بين من التمليك

পরিচ্ছেদ ৩ : স্ত্রীকে তালাকের অধিকার প্রদানের বর্ণনা

١٠ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، إِنِّىْ جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِىْ فِىْ يَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : أُرَاهُ كَمَا قَالَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ : لاَ تَفْعَلْ ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَنَا أَفْعَلُ ؟ أَنْتَ فَعَلْتَهُ .

রেওয়ায়ত ১০

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল : হে আবূ আবদুর রহমান! আমি আমার স্ত্রীর হস্তে তাহার অধিকার ন্যস্ত করিয়াছি। সে নিজকে তালাক প্রদান করিয়াছে : এই বিষয়ে আপনার কি অভিমত? ইব্ন 'উমর (রা) বলিলেন : আমার মতে যেমন বলিয়াছে তেমন হইবে। সে ব্যক্তি বলিল : হে আবূ আবদুর রহমান! এইরূপ করিবেন না।

ইব্‌ন উমর বলিলেন : আমি করিতেছি, না তুমি করিয়াছ (অর্থাৎ স্ত্রীর হাতে ক্ষমতা প্রদান করিলে কেন)?

١١ - حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ . إِلاَّ أَنْ يُنْكِرُ عَلَيْهَا وَيَقُوْلُ : لَمْ أُرِدْ إِلاَّ وَاحِدَةً . فَيَحْلِفُ عَلٰى ذٰلِكَ ، وَيَكُوْنُ أَمْلَكَ بِهَا ، مَا كَانَتْ فِيْ عِدَّتِهَا .

রেওয়ায়ত ১১

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন : যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে (তালাকের) ক্ষমতা প্রদান করে তবে (এক বা একাধিক তালাকের ব্যাপারে) স্ত্রীর ফয়সালাই ফয়সালা। হ্যাঁ, সে যদি উহা অস্বীকার করে এবং বলে, আমি এক তালাক ছাড়া অন্য কিছু উদ্দেশ্য করি নাই এবং সেই মতে সে হলফ করিয়াও বলে, তবে ইদ্দতের সময়ের মধ্যে স্ত্রীর অধিক হকদার বিবেচিত হইবে স্বামী (অর্থাৎ ইচ্ছা করিলে স্বামী স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইতে পারিবে)।

(٤) باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك

পরিচ্ছেদ ৪ : যে অধিকার প্রদানে এক তালাক ওয়াজিব হয়

١٢ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنِ أَبِيْ عَتِيْقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ . فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا شَأْنُكَ ؟ فَقَالَ : مَلَّكْتُ امْرَأَتِيْ أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِيْ . فَقَالَ لَهُ زَيْدُ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذلِكَ ؟ قَالَ : الْقَدَرِ . فَقَالَ زَيْدٌ : ارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ . وَأَنْتَ أَمْلَكُ بِهَا .

রেওয়ায়ত ১২

খারিজা ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন সাবিত (র) বলেন : তিনি যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর নিকট বসা ছিলেন। এই সময় তাঁহার নিকট মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী আতীক আসিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত ছিল, যায়দ তাঁহার উদ্দেশ্যে বলিলেন : তোমার ব্যাপার কি? তিনি বলিলেন : আমার স্ত্রীকে আমি ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলাম। সে আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। যায়দ বলিলেন : এইরূপ ক্ষমতা কি জন্য প্রদান করিলে? তিনি বলিলেন : তকদীর। যায়দ বলিলেন : তুমি স্ত্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন কর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, কারণ উহা এক তালাক মাত্র। তুমি সেই স্ত্রীর অধিক হকদার।

١٣ - حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيْفٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَقَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ . فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَتْ أَنْتَ الطَّلاَقُ . فَقَالَ :

بِفِيْكِ الْحَجَرُ . ثُمَّ قَالَتْ : أَنْتَ الطَّلاَقُ . فَقَالَ : بِفِيكِ الْحَجَرُ . فَاخْتَصَمَا إِلَى مَرْوَانَ بْنُ الْحَكَمِ فَاسْتَحْلَفَهُ مَا مَلَّكَهَا إِلاَّ وَاحِدَةً ، وَرَدَّهَا إِلَيْهِ .

قَالَ مَالِكٌ ، قَالَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ : فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هٰذَا الْقَضَاءِ . وَيَرَاهُ أَحْسَنَ مَا سَمِعَ فِيْ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِيْ ذٰلِكَ ، وَأَحَبُّهُ إِلَيَّ .

রেওয়ায়ত ১৩

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর (র) হইতে বর্ণিত-সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে (তালাকের) ক্ষমতা প্রদান করিল। সেই স্ত্রী বলিল : তোমাকে তালাক। স্বামী চুপ রহিল। স্ত্রী পুনরায় বলিল : তোমাকে তালাক। সে ব্যক্তি বলিল : তোমার মুখে প্রস্তর (পতিত হউক)। স্ত্রী পুনরায় বলিল : তোমাকে তালাক। সে বলিল : তোমার মুখে পাথর। উভয়ে বিচার প্রার্থী হইয়া মারওয়ান ইব্‌ন হাকামের নিকট উপস্থিত হইল। মারওয়ান স্বামীর নিকট হইতে এই বিষয়ে হলফ তলব করিল যে, সে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বারা এক তালাক ব্যতীত অন্য কিছু উদ্দেশ্য করে নাই। অতঃপর স্ত্রীকে তাহার নিকট ফিরাইয়া দিলেন।

মালিক (র) বলেন : 'আবদুর রহমান (র) বলিয়াছেন : কাসেম (র) এই ফয়সালা খুব পছন্দ করিতেন এবং এই বিষয়ে যাহা শুনিয়াছেন তন্মধ্যে ইহাকে উত্তম বলিয়া গণ্য করিতেন।

মালিক (র) বলেন : আমি এই বিষয়ে যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম এবং আমার নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয়।

(٥) باب مالا بين من التمليك

পরিচ্ছেদ ৫ : যে ক্ষমতা প্রদান তালাকের কারণ হয় না উহার বর্ণনা

١٤ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَنَّهَا خَطَبَتْ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ قُرَيْبَةَ بِنْتَ أَبِيْ أُمَيَّةَ . فَزَوَّجُوْهُ . ثُمَّ إِنَّهُمْ عَتَبُوْا عَلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَقَالُوْا : مَا زَوَّجْنَا إِلاَّ عَائِشَةَ . فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ . فَجَعَلَ أَمْرَ قُرَيْبَةَ بِيَدِهَا . فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ طَلاَقًا .

রেওয়ায়েত ১৪

কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবী বকর (র) হইতে বর্ণিত, তিনি আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর (রা)-এর জন্য কুরায়যা বিন্‌ত আবী উমাইয়ার বিবাহের

প্রস্তাব করিলেন, (কন্যা কর্তৃপক্ষ) তাঁহার নিকট বিবাহ দিলেন। তারপর (কোন কারণে) তাঁহারা আবদুর রহমানের উপর অসন্তুষ্ট হইলেন[১] এবং তাঁহারা বলিলেন : আমরা আয়েশা (রা)-এর কারণে বিবাহে সম্মত হইয়াছি। 'আয়েশা (রা) আবদুর রহমানের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদের বক্তব্য অবহিত করিলেন। আবদুর রহমান কুরায়যার বিষয় কুরায়যার উপর ন্যস্ত করিলেন। কুরায়যা (রা) তাঁহার স্বামীকে গ্রহণ করিলেন।[২] ইহা তালাক বলিয়া গণ্য হইল না।

١٥ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ زَوَّجَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ . وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ غَائِبٌ بِالشَّامِ . فَلَمَّا قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ : وَمِثْلِيْ يُصْنَعُ هٰذَا بِهِ ؟ وَمِثْلِيْ يُفْتَاتُ عَلَيْهِ ؟ فَكَلَّمَتْ عَائِشَةَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ . فَقَالَ الْمُنْذِرُ : فَإِنَّ ذٰلِكَ بِيَدِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ . فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ : مَا كُنْتُ لأَرُدَّ أَمْرًا قَضَيْتِيْهِ . فَقَرَّتْ حَفْصَةَ عِنْدَ الْمُنْذِرِ . وَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ طَلاَقًا .

রেওয়ায়ত ১৫

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) আবদুর রহমানের কন্যা হাফ্সাকে মুনযির ইব্ন যুবায়র-এর নিকট বিবাহ দিলেন। আবদুর রহমান ছিলেন তখন সিরিয়াতে (তিনি তাই এই বিবাহে অনুপস্থিত ছিলেন)। আবদুর রহমান যখন সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন (এবং এই বিবাহের সংবাদ অবগত হইলেন) তিনি বলিলেন : আমার মতো লোকের সহিত ইহা করা হইল, আমার ব্যাপারে আমাকে উপেক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল। অতঃপর আয়েশা সিদ্দীকা (রা) মুনযির ইব্ন যুবায়র-এর সহিত আলোচনা করিলেন। মুনযির বলিলেন : আবদুর রহমানের হাতেই ইহার (এই বিবাহ বহাল রাখা না রাখার) ক্ষমতা রহিয়াছে। আবদুর রহমান বলিলেন : যেই ব্যাপারে আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন আমি উহাকে রদ করিব না, তাই হাফ্সা মুনযিরের কাছেই রহিলেন এবং ইহা তালাক বলিয়া গণ্য হয় নাই।

١٦ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، سُئِلاَ عَنِ الرَّجُلِ ، يُمَلِّكُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَتَرُدُّ ذٰلِكَ إِلَيْهِ ، وَلاَ تَقْضِيْ فِيْهِ شَيْئًا ؟ فَقَالاَ : لَيْسَ ذٰلِكَ بِطَلاَقٍ .

---

১. আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) রূঢ় প্রকৃতির ছিলেন। একদিন কোন বিষয়ে তাঁহার স্ত্রী অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন : আপনার সম্পর্কে আমাকে পূর্বেই সতর্ক করা হইয়াছিল। — আওজাযুল মাসালিক

২. অর্থাৎ আবদুর রহমান (রা) কুরায়যা (রা)-কে তাঁহার নিকট থাকা না থাকার অধিকার প্রদান করিলেন। উত্তরে কুরায়যা (রা) বলিলেন : আমি আবূ বকর (রা)-এর পুত্রকে ত্যাগ করিব না। — আওজাযুল মাসালিক

وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا . فَلَمْ تُفَارِقْهُ . وَقَرَّتْ عِنْدَهُ . فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِطَلَاقٍ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُمَلَّكَةِ إِذَا مَلَّكَهَا زَوْجُهَا أَمْرَهَا ، ثُمَّ افْتَرَقَا ، وَلَمْ تَقْبَلْ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا . فَلَيْسَ بِيَدِهَا مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ . وَهُوَ لَهَا مَا دَامَا فِيْ مَجْلِسِهِمَا .

রেওয়ায়ত ১৬

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর এবং আবূ হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তাহার নিজের বিষয়ে ইখতিয়ার দিয়াছে। স্ত্রী উক্ত ক্ষমতা স্বামীর দিকে ফিরাইয়া দিয়াছে এবং এই ব্যাপারে নিজে ক্ষমতা প্রয়োগ করে নাই। (ইহার কি হুকুম) তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, ইহা তালাক নহে।

সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) বলেন : কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তাহার (বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে) ক্ষমতা প্রদান করিলে সে যদি স্বামীকে ত্যাগ না করে এবং তাহার স্ত্রীরূপে বহাল থাকে, তবে উহা তালাক বলিয়া গণ্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন : যেই স্ত্রীলোকের প্রতি তাহার স্বামী ক্ষমতা অর্পণ করিল, অতঃপর তাহারা উভয়ে মজলিস ত্যাগ করিয়া পৃথক হইয়া গেল। স্ত্রী সেই ক্ষমতা গ্রহণ করে নাই। তবে সেই স্ত্রীর হাতে আর কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তাহার হাতে ততক্ষণ ক্ষমতা থাকিবে যতক্ষণ তাহারা সেই মজলিস ত্যাগ না করে।

(٦) باب الايلاء

পরিচ্ছেদ ৬ : স্ত্রীর সহিত মিলিত হইবে না বলিয়া শপথ করিলে তাহার কি হুকুম

١٧ - حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ . وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ . حَتَّى يُوْقَفَ . فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ . وَإِمَّا أَنْ يَفِيْءَ

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ১৭

আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) বলিতেন : কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর ব্যাপারে 'ঈলা' করিলে উহাতে তালাক হইবে না। যদি ঈলার পর চার মাস অতিবাহিত হয় (সে কিছু না করে), তবে তাহাকে বন্দী করা হইবে, হয়ত সে তালাক দিবে নতুবা ঈলা হইতে ফিরিয়া আসিবে (অর্থাৎ স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া কসমের কাফ্ফারা দিবে)।

মালিক (র) বলেন, আমাদের নিকট ইহাই সিদ্ধান্ত।

١٨ – حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ . حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ . وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ . إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، حَتَّى يُوقَفَ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، كَانَا يَقُولَانِ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ : إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ . وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ . مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ .

রেওয়ায়ত ১৮

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন : কেউ স্ত্রীর সহিত 'ঈলা' করিলে তবে চার মাস অতিবাহিত হইলে তাহাকে বন্দী করা হইবে, যাবৎ তালাক না দেয় অথবা কসম ভঙ্গ করিয়া কাফ্ফারা আদায় করে স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে। চার মাস অতিবাহিত হইলে তাহাকে বন্দী না করা পর্যন্ত তালাক প্রযোজ্য হইবে না।

ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব এবং আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) তাঁহারা উভয়ে বলিতেন : যে ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত ঈলা করিয়াছে, চার মাস অতিবাহিত হইলে উহা এক তালাক গণ্য হইবে। ইদ্দতের ভিতর সে ব্যক্তি স্ত্রীর দিকে রুজূ' (উহাকে গ্রহণ) করিতে পারিবে।

١٩ – وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ . وَلَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ . مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذٰلِكَ كَانَ رَأْيُ ابْنُ شِهَابٍ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوقَفُ ، فَيُطَلِّقُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . ثُمَّ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا . وَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا . الاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ ، مِنْ مَرَضٍ ، أَوْ سِجْنٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْعُذْرِ . فَإِنَّ ارْتِجَاعَهُ إِيَّاهَا ثَابِتٌ عَلَيْهَا . فَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ أَيْضًا . فَإِنْ لَمْ يَفِيَ دَخَلَ عَلَيْهِ الطَّلَاقِ بِالْإِيلَاءِ الْأَوَّلِ . إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ . لِأَنَّهُ نَكَحَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . فَلَا عِدَّةَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَلَا رَجْعَةَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ يُوْلِى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَيُوْقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَيُطَلِّقُ ، ثُمَّ يَرْتَجِعُ وَلاَ يَمَسُّهَا فَتَنْقَضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا : إِنَّهُ لاَ يُوْقَفُ ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ . وَإِنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ، كَانَ أَحَقُّ بِهَا . وَإِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَهَا ، فَلاَ سَبِيْلَ لَهُ إِلَيْهَا . وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِىْ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ فِى الرَّجُلِ يُوْلِى مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ، فَتَنْقَضِى الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الطَّلاَقِ . قَالَ هُمَا تَطْلِيْقَتَانِ . إِنْ هُوَ وُقِفَ وَلَمْ يَفِىْ وَإِنْ مَضَتْ عِدَّةُ الطَّلاَقِ قَبْلَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَلَيْسَ الإِيْلاَءِ بِطَلاَّقٍ . وَذٰلِكَ أَنَّ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ الَّتِىْ كَانَتْ تُوْقَفُ بَعْدَهَا ، مَضَتْ وَلَيْسَت لَهُ ، يَوْمَئِذٍ ، بِامْرَأَةٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْشَهْرًا ، ثُمَّ مَكَثَ حَتّٰى يَنْقَضِىَ أَكْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . فَلاَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ إِيْلاَءٍ وَإِنَّمَا يُوْقَفُ فِىْ الْإِيْلاَءِ مَنْ حَلَفَ عَلَى أَكْثَرِ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ . فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ أَنْ لاَ يَطَأَ امْرَأَتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، أَوْ أَدْنَى مِنْ ذٰلِكَ ، فَلاَ أَرَى عَلَيْهِ إِيْلاَءً لأَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْأَجَلُ الَّذِىْ يُوْقَفُ عِنْدَهُ خَرَجَ مِنْ يَمِيْنِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَقْفٌ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لاِمْرَأَتِهِ أَنْ لاَ يَطَأَهَا حَتّٰى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَكُوْنُ إِيْلاَءً وَقَدْ بَلَغَنِىْ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِىْ طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ ، فَلَمْ يَرَهُ إِيْلاَءً .

রেওয়ায়ত ১৯

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র) ফয়সালা দিতেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত 'ঈলা' করিয়াছে, তবে চার মাস অতিবাহিত হইলে উহা এক তালাক বলিয়া গণ্য হইবে। ইদ্দতের ভিতর স্ত্রীর দিকে রুজূ করার ইখতিয়ার স্বামীর থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : ইব্ন শিহাব (যুহরী)-এর অভিমতও অনুরূপ ছিল।

মালিক (র) বলেন : স্ত্রীর সহিত কোন লোক 'ঈলা' করিলে তাহাকে বাধ্য করা হইবে। চার মাস অতিবাহিত হইলে সে স্ত্রীকে তালাক দিবে। অতঃপর সে রুজূ' করিবে, তবে সে ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত মিলিত না হইলে এবং এইরূপে ইদ্দত খতম হইয়া গেলে সে আর রুজূ' করিতে পারিবে না। হ্যাঁ, যদি তাহার কোন ওযর থাকে, (যেমন) বন্দী থাকা, রোগ বা অনুরূপ অন্য কোন 'ওযর, তবে (মৌখিকভাবে) তাহার রুজূ' গ্রহণযোগ্য হইবে। আর যদি ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর সে পুনরায় সেই স্ত্রীকে বিবাহ করে তবে যদি সে স্ত্রীর সহিত

মিলিত না হয় এবং সেই অবস্থায় চার মাস অতিবাহিত হয় তবে তাহাকে বাধ্য করা হইবে। সে স্ত্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন না করিলে প্রথম 'ঈলা'-র দ্বারা স্ত্রীর উপর তালাক প্রযোজ্য হইবে। চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আর স্ত্রীর দিকে রুজু' করার ক্ষমতাও তাহার থাকিবে না। কারণ সে বিবাহ করিয়াছে এবং সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে, এইরূপ অবস্থাতে ইদ্দতও নাই এবং রুজু'র অধিকারও থাকিবে না।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত 'ঈলা' করিয়াছে, চার মাসের পর সে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হইবে। সে তালাক প্রদান করিবে অতঃপর রুজু' করিবে, কিন্তু (রুজু' করার পর) স্ত্রীর সহিত সঙ্গম না করিলে এবং (এইভাবে) ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে চারমাস অতিবাহিত হইলে তবে তাহাকে বাধ্য করা হইবে না এবং তালাক প্রযোজ্য হইবে না। আর যদি ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সহিত মিলিত হয় তবে সে সেই স্ত্রীর (দিকে রুজু' করার) অধিক হকদার হইবে। আর যদি মিলিত হওয়ার পূর্বে ইদ্দত শেষ হইয়া যায় তবে সেই স্ত্রীকে রাখার কোন ইখতিয়ার তাহার নাই।

মালিক (র) বলেন, ইহাই উত্তম, যাহা আমি এই বিষয়ে শুনিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত 'ঈলা' করে, অতঃপর স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে, তারপর তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে চারমাস অতিবাহিত হয়, মালিক (র) বলেন : তখন যদি সে ঈলার উপর স্থির থাকে এবং প্রত্যাবর্তন না করে তবে ইহা দুই তালাক বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে তালাকের ইদ্দত খতম হইয়া যায়, তবে 'ঈলা' তালাক বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ, যে চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাকে বাধ্য করা হইত সেই চারমাস (সময়) অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। এমতাবস্থায় সে আর তাহার স্ত্রী রহিল না।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি একদিন অথবা একমাস স্ত্রীর সহিত বসবাস করিবে না বলিয়া হলফ করিল, অতঃপর চার মাসের অধিক সময় এইভাবে অতিবাহিত হইল, তবে ইহা ঈলা বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ. চার মাসের অধিক সময় স্ত্রীর সহিত সহবাস করিবে না বলিয়া হলফ করাকে ঈলা গণ্য করা হয়। আর যে ব্যক্তি চারমাস অথবা উহা হইতে কম সময়ের জন্য হলফ করে আমি উহাকে ঈলা বলিয়া মনে করি না। কারণ, সে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, স্বামীকে বাধ্য করার নিয়ম রহিয়াছে তাহা অতিক্রম করার পূর্বে সে তাহার শপথ হইতে বাহির হইয়া আসিবে তখন তাহাকে আর বাধ্য করা যাইবে না।

মালিক (র) বলেন : বাচ্চার দুধ না ছাড়ান পর্যন্ত স্ত্রীর সহিত সঙ্গম করিবে না বলিয়া হলফ করিলে উহা 'ঈলা' বলিয়া গণ্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন : আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আলী ইব্ন আবী তালীব (রা)-কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। তিনি ইহা 'ঈলা' নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৭) باب إيلاء العبد

পরিচ্ছেদ ৭ : ক্রীতদাসের 'ঈলা'

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيْلاَءِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : هُوَ نَحْوُ إِيْلاَءِ الْحُرِّ . وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ . وَإِيْلاَءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ .

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব (র)-এর নিকট ক্রীতদাসের ঈলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন, তিনি বলিলেন : ক্রীতদাসের 'ঈলা' আযাদ (حُر) ব্যক্তির ঈলার মতো। সেই ঈলা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে। আর ক্রীতদাসের 'ঈলা'-র সময় হইতেছে দুই মাস।

(٨) باب ظهار الحر

পরিচ্ছেদ ৮ : আযাদ ব্যক্তির যিহার

٢٠ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ ، أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ ابْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ رَجُلاً جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا . فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا ، أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا ، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ .

রেওয়ায়ত ২০

সাঈদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন সুলায়মান যুরাক্কী (র) বলেন : তিনি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, যে লোক স্ত্রীকে বলিল : আমি তোমাকে বিবাহ করিলে তুমি তালাক। কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ বলিলেন : এক ব্যক্তি জনৈকা মহিলার সহিত এই বলিয়া যিহার[১] করিল, তাহার জন্য সে তাহার মাতার পিঠের তুল্য, যদি সে তাহাকে বিবাহ করে। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) সেই ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন যে, যদি সে তাহাকে বিবাহ করে তবে যিহারকারীর মতো কাফ্‌ফারা না দেওয়া পর্যন্ত সে যেন ঐ স্ত্রীর নিকট না যায়।

٢١ – حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ؟ فَقَالاَ : إِنْ نَكَحَهَا ، فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ .

রেওয়ায়ত ২১

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র)-এর নিকট প্রশ্ন করিল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যেই ব্যক্তি এক স্ত্রীলোকের সহিত যিহার করিয়াছে তাহাকে বিবাহ করার পূর্বে। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন : যদি সেই স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তবে সে যিহারের কাফ্‌ফারা না দেওয়া পর্যন্ত উক্ত স্ত্রীকে স্পর্শও করিবে না।

---

১. তুমি আমার কাছে আমার মায়ের পিঠের তুল্য, তুমি আমার মায়ের সমান, এইরূপ বলার নাম যিহার।

٢٢ - حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ ، فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ .

রেওয়ায়ত ২২

যে ব্যক্তি তাহার চার পত্নীর সহিত একবাক্যে যিহার করিয়াছে, সে ব্যক্তি সম্পর্কে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বলিয়াছেন : সেই ব্যক্তিকে একটি মাত্র কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

মালিক (র) রবি'আ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হইতে অনুরূপ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। মালিক (র) বলেন: এই ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্তও অনুরূপ।

মালিক (র) বলেন : আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার কিতাবে যিহারের কাফ্‌ফারা সম্পর্কে ইরশাদ করিয়াছেন যে, স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে সে একটি ক্রীতদাস আযাদ করিবে। যে ইহার সামর্থ্য রাখে না, সে স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে একাধারে দুই মাস রোযা পালন করিবে। আর যে ব্যক্তি ইহারও ক্ষমতা রাখে না সে ষাটজন মিসকীনকে আহার করাইবে।

وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، مِثْلَ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى فِيْ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ . فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّتَمَاسَّا -. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَّتَمَاسَّا ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا -

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِيْ مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ . قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . فَإِنْ تَظَاهَرَ ثُمَّ كَفَّرَ ، ثُمَّ تَظَاهَرَ بَعْدَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ الكَفَّارَةُ أَيْضًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَسَّهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ كَفَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَيَكُفَّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرُ . وَلْيَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ . وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ ، مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالنَّسَبِ ، سَوَاءٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَالَّذِيْنَ يُظَهِرُوْنَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا . قَالَ : سَمِعْتُ أَنْ تَفْسِيْرَ ذٰلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ . ثُمَّ

يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا . فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكُفَّارَةُ . وَإِنْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يَجْمَعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا ، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا ، فَلاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ .

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ ، لَمْ يَمَسَّهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ .

قَالَ مَالِكٌ، فِى الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ : إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ إِيْلاَءٌ فِى تَظَاهُرِهِ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مُضَارًّا لاَ يُرِيْدُ أَنْ يَفِيْءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ .

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি একাধিক মজলিসে স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়াছে, সে ব্যক্তির উপর কেবলমাত্র একটি কাফ্ফারা দেওয়া ওয়াজিব হইবে। যদিও সে যিহার করিয়া কাফ্ফারা দিয়াছে এবং কাফ্ফারা দেওয়ার পর পুনরায় যিহার করিয়াছে তবে তাহার উপর (পুনরায়) কাফ্ফারা জরুরী হইবে।

মালিক (র) বলেন : যে স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়াছে এবং কাফ্ফারা দেওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছে, সে ব্যক্তির উপর একটি মাত্র কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। কাফ্ফারা না দেওয়া পর্যন্ত স্ত্রী হইতে বিরত থাকিবে এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাহিবে।

মালিক (র) বলেন : ইহাই সর্বোত্তম যাহা আমি শুনিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : যিহারের ব্যাপারে মাহরম (যাহাদের সহিত বিবাহ হারাম এমন নিকট আত্মীয়) সে দুধপান বা বংশগত যেভাবে হউক না কেন সবাই এক সমান।[১]

মালিক (র) আল্লাহ্‌র বাণী উদ্ধৃত করিয়া বলেন :

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِسَاءِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا

"যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত যিহার করে, অতঃপর যাহা তাহারা বলিয়াছে উহা হইতে প্রত্যাবর্তন করে।" ইহার তফসীর হইতেছে এই — কোন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত জিহার করিয়াছে। অতঃপর তাহার স্ত্রীকে রাখা এবং তাহার সহিত সংগত হওয়ার সংকল্প করিয়াছে, সে যদি তাহার স্ত্রীকে রাখা সংগত হওয়ার সংকল্প করে তবে তাহার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে। আর যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং যিহার করার পর তাহাকে রাখা এবং সংগত হওয়ার সংকল্প না করে তবে তাহার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হইবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি ইহার পর সে স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করে তবে যিহারের কাফ্ফারা না দেওয়া পর্যন্ত উহার সহিত মিলিত হইবে না।

---

১. যেমন স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিল : তুমি আমার কাছে আমার দুধভগ্নীর পিঠের তুল্য অথবা বলিল : তুমি আমার কাছে আমার ফুফুর পিঠের তুল্য, কিংবা বলিল : তুমি আমার কাছে আমার শাশুড়ীর পিঠের তুল্য অর্থাৎ হারাম — এইসব উক্তি যিহার বলিয়া গণ্য হইবে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি দাসীর সহিত যিহার করিয়াছে সে যদি উহার সহিত সহবাস করিতে ইচ্ছা করে তবে সহবাসের পূর্বে তাহাকে যিহারের কাফ্‌ফারা দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : কোন ব্যক্তির প্রতি যিহারে ঈলা শামিল করা হইবে না। কিন্তু সেই লোক যদি স্ত্রীর ক্ষতি সাধনকারী হয়; যিহার হইতে ফিরিবার ইচ্ছা তাহার না থাকে তবে উহা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

٢٣ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ ، مَا عِشْتِ ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي . فَقَالَ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ . يُجْزِيهِ عَنْ ذٰلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ .

রেওয়ায়ত ২৩

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) হইতে বর্ণিত, তিনি জনৈক লোককে উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র)-এর নিকট প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছেন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে নিজের স্ত্রীকে বলিয়াছে, "তুমি বাঁচিয়া থাকা পর্যন্ত তোমার উপর যে কোন স্ত্রীলোককে আমি বিবাহ করি, সে আমার জন্য আমার জননীর পিঠের তুল্য।" উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) বলিলেন : এই উক্তির জন্য একটি ক্রীতদাসকে আযাদ করিলেই যথেষ্ট হইবে।

(٩) باب ظهار العبيد

পরিচ্ছেদ ৯ : ক্রীতদাসের যিহার

٢٤ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ ؟ فَقَالَ : نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ . قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ .

قَالَ مَالِكٌ : وَظِهَارُ الْعَبْدِ عَلَيْهِ وَاجِبٌ . وَصِيَامُ الْعَبْدِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يَتَظَاهَرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، إِنَّهُ لاَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِيلاَءٌ . وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَوْ ذَهَبَ يَصُومُ صِيَامَ كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ . دَخَلَ عَلَيْهِ طَلاَقُ الإِيلاَءِ . قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صِيَامِهِ .

রেওয়ায়ত ২৪

মালিক (র) বলেন : তিনি ইব্‌ন শিহাব (র)-কে দাসের যিহার সম্পর্কে প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন : ক্রীতদাসের যিহার আযাদ ব্যক্তির যিহারের মতো।

মালিক (র) বলেন : ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে যিহারের দ্বারা আযাদ ব্যক্তির উপর যাহা বর্তাইবে ক্রীতদাসের উপরও তাহাই বর্তাইবে।

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাসের যিহার তাহার উপর ওয়াজিব হইবে। যিহারের ব্যাপারে ক্রীতদাস দুই মাস সিয়াম পালন করিবে।

যে ক্রীতদাস নিজের স্ত্রীর সহিত যিহার করিয়াছে, সে উহার উপর 'ঈলা' ঢুকাইতে পারিবে না, কারণ সে যিহারের কাফ্ফারা রোযা পালন করিলে তাহার রোযা হইতে অবকাশ পাওয়ার পূর্বেই স্ত্রীর উপর 'ঈলা'-এর তালাক প্রযাজ্য হইবে (কারণ, তাঁহার মতে ক্রীতদাসের ঈলার সময় দুই মাস)।

(١٠) باب ما جاء فى الخيار

পরিচ্ছেদ ১০ : আযাদীর ইখতিয়ার অর্থাৎ স্ত্রী কর্তৃক তালাকের অধিকার প্রাপ্তির পর নিজের অধিকার প্রয়োগের বর্ণনা

٢٥ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِي بَرِيْرَةَ ثَلَاثُ سُنَنٍ . فَكَانَتْ إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا . وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » وَدَخَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالْبُرْمَةُ تَفُوْرُ بِلَحْمٍ . فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيْهَا لَحْمٌ » فَقَالُوْا بَلَى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . وَلٰكِنَّ ذٰلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ

রেওয়ায়ত ২৫

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত-'আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন (রা) বলিয়াছেন : বরীরা (রা) সম্পর্কে তিনটি আহকাম জারি করা হইয়াছিল। তিনটির সুন্নত বা আহকামের একটি ছিল :

তাহাকে আযাদ করা হয় এবং তাহাকে আযাদীর পর স্বামীর সহিত থাকার ব্যাপারে ইখতিয়ার প্রদান করা হয়। (দ্বিতীয় সুন্নত এই) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : যে কর্তা আযাদ করিবে সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবে। (তৃতীয় সুন্নত এই)-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বরীরা (রা)-এর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তখন ডেকচিতে গোশ্ত সিদ্ধ হইতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র খিদমতে রুটি এবং গৃহে মওজুদ ব্যঞ্জন উপস্থিত করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : আমি কি ডেক্‌চিতে গোশ্ত সিদ্ধ হইতে দেখি নাই? (তবে আমার নিকট গোশ্ত পেশ না করার কারণ কি?) তাঁহারা বলিলেন : হ্যাঁ, হে রাসূলাল্লাহ! তবে উহা ছিল এমন গোশ্ত যাহা বরীরাকে সদকা স্বরূপ দেওয়া হইয়াছিল। আপনি তো সদকার বস্তু আহার করেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : উহা বরীরার জন্য ছিল সদকা কিন্তু (বরীরা মালিক হওয়ার পর) উহা আমাদের জন্য হইতেছে হাদিয়া।

٢٦ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ، فِيْ الاَمَّةِ تَكُوْنُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ : إِنَّ الأَمَةَ لَهَا الْخِيَارِ مَالَمْ يَمَسَّهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَهِلَتْ ، أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ . فَإِنَّهَا تُتَّهَمُ وَلاَ تُصَدَّقُ بِمَا أَدَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ . وَلاَ خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا .

রেওয়ায়ত ২৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন : কোন ক্রীতদাসী কোন ক্রীতদাসের স্ত্রী থাকিলে অতঃপর সেই ক্রীতদাসীকে (মালিক কর্তৃক) আযাদ করা হইলে তবে স্বামী তাহার সহিত সহবাস না করা পর্যন্ত (বিবাহে থাকা না থাকার ব্যাপারে) ক্রীতদাসীর ইখতিয়ার থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : যদি তাহার স্বামী তাহার সহিত সহবাস করার পরে সে ধারণা করে যে, ইখতিয়ারের সম্পর্কে সে অজ্ঞ ছিল তবে তাহাকে সত্যবাদিনী মনে করা হইবে না, তাহার অজ্ঞতার দাবি গ্রহণযোগ্য হইবে না, সহবাসের পর তাহার ইখতিয়ারও অবশিষ্ট থাকিবে না।

٢٧ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِيْ عَدِيّ يُقَالُ لَهَا زَبْرَاءُ . أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ . وَهِيَ أَمَةٌ يَوْمَئِذٍ . فَعَتَقَتْ قَالَتْ: فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَدَعَتْنِيْ . فَقَالَتْ : إِنِّيْ مُخْبِرَتُكِ خَبْرًا . وَلاَ أُحِبُّ: أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا . إِنِ أَمْرَكِ بِيَدِكِ مَالَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ . فَإِنَّ مَسَّكِ فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ . قَالَتْ فَقُلْتُ : هُوَ الطَّلاَقُ . ثُمَّ الطَّلاَقُ . ثُمَّ الطَّلاَقُ فَفَارَقَتْهُ ثَلاَثًا.

রেওয়ায়ত ২৭

উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত, বনী আদী (بنى عدى) কর্তৃক আযাদীপ্রাপ্ত জনৈক ক্রীতদাসী যাহার নাম যাবরা' ছিল, সে উরওয়া ইব্ন'যুবায়রের নিকট ব্যক্ত করিয়াছে যে, সে জনৈক ক্রীতদাসের স্ত্রী ছিল তখন সে (নিজেও) ক্রীতদাসী ছিল। পরে তাহাকে মুক্তি প্রদান করা হয়। সে বলিল : অতঃপর নবীপত্নী হাফসা (রা) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন : আমি তোমাকে একটি সংবাদ বলিব, তুমি তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত নিবে তাহা আমি পছন্দ করি না। তোমার স্বামী তোমার সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত তোমার অধিকার তোমারই উপর ন্যস্ত থাকিবে। তবে তোমার স্বামী তোমার সহিত মিলিত হইলে তোমার কোন অধিকার থাকিবে না। সে বলিল, ইহার উত্তরে আমি বলিলাম, আমি তাহাকে তালাক দিলাম, পুনরায় তালাক, পুনরায় তালাক, তাহাকে তিন তালাক দিয়া পরিত্যাগ করিল।

٢٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُوْنٌ أَوْ ضَرَرٌ ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ . وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ.

রেওয়ায়ত ২৮

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) হইতে। তিনি বলেন : এমন কোন পুরুষ যে উন্মাদ বা রুগ্ন সে যদি কোন মহিলাকে বিবাহ করে, তবে সেই মহিলাকে অধিকার দেওয়া হইবে। যদি সে ইচ্ছা করে তাহা হইলে সেই স্বামীর সঙ্গে অবস্থান করিবে, আর যদি ইচ্ছা করে বিচ্ছেদ ঘটাইবে।

٢٩ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْأَمَةِ تَكُوْنُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَوْ يَمَسَّهَا : إِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلاَ صَدَاقَ لَهَا وَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ . وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ২৯

মালিক (র) বলেন : যে ক্রীতদাসী কোন ক্রীতদাসের অধীনে থাকা অবস্থায় তাহার সঙ্গে সঙ্গম বা তাহাকে স্পর্শ করার পূর্বে স্বাধীন হইয়া যায় এবং নিজের স্বাধীন অধিকার নিজে গ্রহণ করিয়া লয় তবে সে মোহর পাইবে না। আর ইহা এক তালাক বলিয়া গণ্য হইবে। মাসয়ালা আমাদের নিকটও তাহাই।

٣٠ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِطَلاَقٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُخَيَّرَةِ : إِذَا خَيَّرَهَا زَوْجُهَا ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ طَلُقَتْ ثَلاَثًا . وَإِنْ قَالَ زَوْجُهَا لَمْ أُخَيِّرْكِ إِلاَّ وَاحِدَةً . فَلَيْسَ لَهُ ذَالِكَ . وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ خَيَّرَهَا فَقَالَتْ : قَدْ قَبِلْتُ وَاحِدَةً وَقَالَ لَمْ أُرِدْ هٰذَا وَإِنَّمَا خَيَّرْتُكِ فِي الثَّلاَثِ جَمِيْعًا . أَنَّهَا إِنْ لَمْ تَقْبَلْ إِلاَّ وَاحِدَةً ، أَقَامَتْ عِنْدَهُ عَلَى نِكَاحِهَا . وَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ فِرَاقًا . إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى .

রেওয়ায়ত ৩০

মালিক (র) ইব্ন শিহাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন যে, যখন কোন পুরুষ তাহার স্ত্রীকে অধিকার প্রদান করে এবং স্ত্রী নিজেকেই গ্রহণ করে তাহা হইলে ইহা তালাক বলিয়া গণ্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন : আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই উত্তম।

মালিক (র) অধিকার প্রাপ্ত মহিলা সম্পর্কে বলেন : যখন কোন মহিলাকে তাহার স্বামী অধিকার প্রদান করে, অতঃপর সেই স্ত্রী নিজ সত্তাকেই গ্রহণ করে তাহা হইলে ইহা তিন তালাক বলিয়া গণ্য হইবে। আর যদি স্বামী বলে যে, তোমাকে শুধুমাত্র এক তালাকের অধিকার প্রদান করিতেছি, তবে এইরূপ কথা বলার অধিকার স্বামীর নাই।

মালিক (র) বলেন, ইহাই উত্তম এই ব্যাপারে যাহা আমি শুনিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : যদি স্ত্রীকে অধিকার প্রদান করে, অতঃপর স্ত্রী বলিল : আমি এক তালাক গ্রহণ করিলাম এবং স্বামী বলিল : আমি এইরূপ ইচ্ছা করি নাই বরং আমি তোমাকে পূর্ণ তিন তালাকের অধিকার প্রদান করিয়াছি। স্ত্রী যদি এক তালাক ব্যতীত গ্রহণ না করে তবে সে এই স্বামীর বিবাহে থাকিবে। এই অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিবে না।

(١١) باب ما جاء فى الخلع

পরিচ্ছেদ ১১ : খুলা[১] তালাকের বর্ণনা

٣١ - وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ حَبِيْبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ . وَأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ . فَوَجَدَ حَبِيْبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ عِنْدَ بَابِهِ فِي الْغَلَسِ : فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ هٰذِهِ ؟ » فَقَالَتْ : أَنَا حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ « مَا شَأْنُكِ ؟ » قَالَتْ : لَا أَنَا وَلَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ . لِزَوْجِهَا . فَلَمَّا جَاءَ زَوْجُهَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ ، قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « هٰذِهِ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ . قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ تَذْكُرَ » فَقَالَتْ حَبِيْبَةُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلُّ مَا أَعْطَانِيْ عِنْدِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ : « خُذْ مِنْهَا » فَأَخَذَ مِنْهَا . وَجَلَسَتْ فِيْ بَيْتِ أَهْلِهَا .

রেওয়ায়ত ৩১

হাবীবা বিন্‌ত সাহল আনসারী (র) হইতে বর্ণিত, তিনি সাবিত ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সাম্মাসের স্ত্রী ছিলেন। একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের জন্য বাহির হইলেন। এমন সময় হাবীবা বিন্‌ত সাহালকে প্রভাতে আপন গৃহের দ্বারে উপস্থিত পাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম

১. দাম্পত্য জীবন সুখের না হইলে ঝগড়া-বিবাদ লাগিয়া থাকিলে অথবা মনের মিল না হইলে স্বামী তালাক দিতে রাযী না হইলে অথবা অন্য কোন কারণে তবে স্ত্রীর জন্য ইহা বৈধ হইবে যে, সে অর্থ অথবা মোহর স্বামীকে দিয়া বলে আমাকে পরিত্যাগ কর, স্বামী যদি বলে আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, ইহাতে এক তালাক বায়েন হইবে। ইহার নাম খুলা'।

বলিলেন, কে হে? তিনি বলিলেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি হাবীবা বিন্‌ত সাহ্‌ল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : কি ব্যাপার তোমার ? তিনি বলিলেন : আমি আর আমার স্বামী সাবিত ইব্‌ন কায়স-এর সঙ্গে একত্রে থাকিতে চাহি না। তাঁহার স্বামী সাবিত ইব্‌ন কায়স আসিলে পর রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন : হাবীবা বিন্‌ত সাহল আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তোমার বিষয়ে যাহা বলার বলিয়াছে।

হাবীবা বলিলেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ্! সে যাহা আমাকে দিয়াছে উহা আমার নিকট রহিয়াছে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাবিতকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন : হাবীবা হইতে (বাগান) গ্রহণ কর। সে তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিল এবং হাবীবা তাঁহার পরিজনের নিকট চলিয়া গেলেন।

٣٢ - وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ مَوْلاَةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ : أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ،

قَالَ مَالِكُ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ الَّتِيْ تَفْتَدِيْ مِنْ زَوْجِهَا : أَنَّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ زَوْجَهَا أَضَرَّبِهَا وَضَيَّقَ عَلَيْهَا وَعُلِمَ أَنَّه ظَالِمٌ لَهَا مَضَى الطَّلاَقُ . وَرَدَّ عَلَيْهَا مَالَهَا .

قَالَ : فَهٰذَا الَّذِيْ كُنْتُ أَسْمَعُ . وَالَّذِيْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكُ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَفْتَدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا .

রেওয়ায়ত ৩২

সাফিয়্যা (صفيه) বিন্‌ত আবূ উবাইদ-এর জনৈকা ক্রীতদাসী যাহাকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে, সে তাহার স্বামী হইতে (খুলা') বিচ্ছেদ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নিকট যে সম্পদ ছিল উহার বিনিময়ে 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) ইহার প্রতি অস্বীকৃতি জানাইলেন না।

মালিক (র) বলেন : যে স্ত্রী (বিচ্ছেদের বিনিময়ে) স্বামীকে মাল প্রদান করিয়াছে, যদি প্রকাশ পায় যে, স্বামী তাহার ক্ষতি সাধন করিয়াছে এবং (দুর্ব্যবহার করিয়া মাল প্রদানে) তাহাকে বাধ্য করিয়াছে। এবং আরও প্রকাশিত হয় যে, সে স্ত্রীর প্রতি জুলুমকারী ছিল, তবে তালাক প্রযোজ্য হইবে এবং স্ত্রীর মাল স্ত্রীকে ফেরত দেওয়া হইবে। মালিক (র) বলেন, ইহা আমি শুনিয়াছি, আমাদের মতে ইহাই লোকের মধ্যে প্রচলিত নিয়ম।

মালিক (র)-এর মতে স্বামী যাহা দিয়াছে তাহা হইতে অধিক মাল বিচ্ছেদের ফিদ্‌য়া স্বরূপ স্ত্রী কর্তৃক প্রদান করিতে কোন ক্ষতি নাই।

(١٢) باب طلاق المختلعة

পরিচ্ছেদ-১২ ঃ খুলা তালাক ও উহার ইদ্দত

٣٣ - وَحَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، جَاءَتْ هِيَ وَعَمُّهَا إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِيْ زَمَانِ

عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ . وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ .

وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنَ شِهَابٍ ، كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ : إِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ جَدِيْدٍ . فَإِنَّ هُوَ نَكَحَهَا ، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلاَقِ الْآخَرِ . وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُوْلَى .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيْ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا . فَطَلَّقَهَا طَلاَقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا. فَذٰلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ صُمَاتٌ ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .

রেওয়ায়ত ৩৩

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, রুবাইয়ে বিন্ত মুয়াব্বিয ইব্ন আফ্রা (রা) তাহার ফুফুসহ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন যে, তিনি তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে খুলা' তালাক গ্রহণ করিয়াছেন। উসমান ইব্ন 'আফফান (রা)-এর খিলাফতকালে উসমান ইব্ন 'আফফান (রা) উহা অবগত হইলেন এবং উহা বহাল রাখিলেন। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) বলিলেন : খুলা' গ্রহণ করিবার ইদ্দত তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দতের মতো।

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার ও ইব্ন শিহাব (র) তাঁহারা সকলেই বলিতেন : খুলা' তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দত তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের মতো তিন ঋতু।

মালিক (র) বলেন : যে স্ত্রীলোক মালের বিনিময়ে তালাক গ্রহণ করিয়াছে, সে নূতন বিবাহ ছাড়া স্বামীর নিকট যাইবে না। যদি স্বামী সেই স্ত্রীলোককে বিবাহ করে এবং স্পর্শ করার পূর্বে তালাক প্রদান করে তবে স্ত্রীলোকের জন্য পরবর্তী তালাকের ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। প্রথম তালাকের ইদ্দতের সময় পূর্ণ করিবে। মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে যাহা আমি শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই সর্বোত্তম।

মালিক (র) বলেন : যে স্ত্রী স্বামীকে এই শর্তে মাল প্রদান করিল যে, সে তাহাকে তালাক দিবে; অতঃপর সে একাধারে (তিন তালাক) প্রয়োগ করিল, তবে এই সব তালাকই প্রযোজ্য হইবে। আর যদি তালাকের মাঝখানে নীরবতা পাওয়া যায়, তবে নীরবতার পর যেই তালাক দিয়াছে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

(١٣) باب ماجاء فى اللعان

পরিচ্ছেদ ১৩ : লি'আন[১] প্রসঙ্গ

٣٤ – وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلٰى عَاصِمِ بْنِ عَدِى الْأَنْصَارِيِّ ، فَقَالَ لَهُ : يَا عَاصِمُ . أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ سَلْ لِيْ يَاعَاصِمُ ، عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عَاصِمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا. حَتّٰى كَبُرَ عَلٰى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمُ إِلٰى أَهْلِهِ ، جَاءَهُ عُوَيْمِرُ . فَقَالَ : يَاعَاصِمُ . مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ عَاصِمُ لِعُوَيْمِرٍ : لَمْ تَأْتِنِيْ بِخَيْرٍ . قَدْ كَرِهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِيْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا . فَقَالَ عُوَيْمِرُ وَاللّٰهُ لاَ أَنْتَهِيْ حَتّٰى أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٍ حَتّٰى أَتٰى . رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ . فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «قَدْ أُنْزِلَ فِيْكَ وَفِيْ صَاحِبَتِكَ . فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا» . قَالَ سَهْلُ : فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ ، عِنْدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا ، قَالَ عُوَيْمِرُ : كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا . فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا . قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .

قَالَ مَالِكُ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانَتْ تِلْكَ ، بَعْدُ ، سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ .

রেওয়ায়ত ৩৪

আসিম ইব্ন আদী আনসার (রা)-এর নিকট ওয়াইমির আজলানী (রা) আগমন করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন : হে আসিম (عاصم) এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত ভিন্ন ব্যক্তিকে (অবৈধ কর্মে লিপ্ত) পাইল। সে ঐ ব্যক্তিকে বধ করিবে কি? যাহার ফলে প্রতিশোধ স্বরূপ (قصاص) নিহত ব্যক্তির সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাকে হত্যা করিবে অথবা অন্য কিরূপ করিবে? হে আসিম; আপনি এই বিষয়ে আমার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন করুন। আসিম! এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন।

১. কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে যিনার অপবাদ দিলে অথবা স্ত্রী যে সন্তান প্রসব করিয়াছে উহাকে তাহার সন্তান নহে বলিয়া ঘোষণা করিলে তবে স্ত্রী কাযীর নিকট মোকদ্দমা দায়ের করিবে, ফরিয়াদ দায়ের করা হইলে কাযী উভয়কে কসম করিতে বলিবে, যাহার নিয়ম সূরা-এ-নূরে উল্লিখিত হইয়াছে। কসম অনুষ্ঠানের পর কাযী তাহাদিগকে পৃথক করিয়া দিবেন। উহা এক তালাক বায়েন বলিয়া গণ্য হইবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই সকল প্রশ্নকে অপছন্দ করিলেন এবং তজ্জন্য তাহাকে তিরস্কার করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা শুনিলেন উহা আসিমের নিকট অতি ভারী মনে হইল।

আসিম যখন পরিজনের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাঁহার নিকট তখন 'উওয়াইমির উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, হে আসিম! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আপনাকে কি বলিয়াছেন? আসিম বলিলেন : আপনি আমার নিকট কোন ভাল বিষয় নিয়া আসেন নাই। আমি যে মাসআলার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট প্রশ্ন করিয়াছি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম না পছন্দ করিয়াছেন। 'উওয়াইমির বলিলেন : এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে প্রশ্ন না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না। তারপর 'উওয়াইমির অগ্রসর হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং লোকের মাঝখানে আসন গ্রহণ করিলেন। তারপর বলিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি হুকুম দেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সহিত অন্য লোককে দেখিতে পাইল, সে কি উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করিবে? ফলে, কিসাসস্বরূপ লোকেরা তাহাকেও হত্যা করিবে? অথবা সে ব্যক্তি অন্য কিরূপ করিবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তোমার এবং তোমার স্ত্রীর বিষয়ে আয়াত নাযিল হইয়াছে, তুমি যাও তাহাকে নিয়া আস। সাহল (سهل) বলেন : তারপর তাহারা উভয়ে লি'আন (لعان) করিল, অন্য লোকজনের সাথে আমিও তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তাহারা উভয়ে লি'আন হইতে অবসর গ্রহণ করার পর 'উওয়াইমির বলিলেন, এই ঘটনার পর যদি আমি এই স্ত্রীকে রাখি তবে আমি তাহার সম্বন্ধে মিথ্যাবাদী বলিয়া গণ্য হইব। তারপর স্ত্রীকে তিন তালাক দিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে কোন নির্দেশ দেওয়ার পূর্বে।

মালিক (র) বলেন : ইব্ন শিহাব (র) বলিয়াছেন, এই ঘটনার পর লি'আনকারীদের জন্য এক হুকুম নির্ধারিত রহিয়াছে।

٣٥ - وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِيْ زَمَانِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا . فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمَا . وَالْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى - وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ أَنْفُسَهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَالْخَمِيْسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ .

قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا . وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ . وَأُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ . وَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَبَدًا . وَعَلَى هٰذَا ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا . اَلَّتِي لاَ شَكَّ فِيهَا، وَلاَ اخْتِلاَفَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِرَاقًا بَاتًّا . لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ رَجْعَةٌ ، ثُمَّ أَنْكَرَ حَمْلَهَا . لاَعَنَهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلاً . وَكَانَ حَمْلُهَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ . إِذَا ادَّعَتْهُ . مَالَمْ يَأْتِ دُونَ ذٰلِكَ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِيْ يُشَكُّ فِيهِ . فَلاَ يُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْهُ .

قَالَ : فَهٰذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا . وَالَّذِيْ سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا. وَهِيَ حَامِلٌ . يُقِرُّ بِحَمْلِهَا . ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَآهَا تَزْنِيْ قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهَا ، جُلِدَ الْحَدَّ . وَلَمْ يُلاَعِنْهَا . وَإِنْ أَنْكَرَ حَمْلَهَا بَعْدَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلاَثًا، لاَعَنَهَا .

قَالَ : وَهٰذَا الَّذِيْ سَمِعْتُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِيْ قَذْفِهِ وَلِعَانِهِ . يَجْرِيْ مَجْرَى الْحُرِّ فِيْ مُلاَعَنَتِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَةً حَدٌّ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ وَالْحُرَّةُ النَّصْرَانِيَّةُ وَالْيَهُوْدِيَّةُ تُلاَعِنُ الْحُرَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ فَأَصَابَهَا . وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ – وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ – فَهُنَّ مِنَ الأَزْوَاجِ وَعَلَى هٰذَا ، الأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَبْدُ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ ، أَوِ الأَمَةَ الْمُسْلِمَةَ ، أَوِ الْحُرَّةَ النَّصْرَانِيَّةَ ، أَوِ الْيَهُوْدِيَّةَ لاَعَنَهَا .

قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُلاَعِنُ امْرَأَتَهُ فَيَنْزِعُ ، وَيُكَذِّبُ نَفْسَهُ بَعْدَ يَمِيْنٍ أَوْ يَمِيْنَيْنِ ، مَالَمْ يَلْتَعِنْ فِي الْخَامِسَةِ : إِنَّهُ إِذَا نَزَعَ قَبْلَ أَنْ يَلْتَعِنَ جُلِدَ الْحَدَّ . وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ . فَإِذَا مَضَتِ الثَّلاَثَةُ الْأَشْهُرِ قَالَتِ الْمَرْأَةُ : أَنَا حَامِلٌ . قَالَ : إِنْ أَنْكَرَ زَوْجُهَا حَمْلَهَا ، لاَعَنَهَا .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْأَمَةِ الْمَمْلُوكَةِ يُلاَعِنُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا : إِنَّهُ لاَ يَطَؤُهَا ، وَإِنْ مَلَكَهَا ، وَذَلِكَ أَنَّ السُّنَّةَ مَضَتْ ، أَنَّ الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَتَرَاجَعَانِ أَبَدًا .

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا لاَعَنَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ نِصْفُ الصَّدَاقِ .

রেওয়ায়ত ৩৫

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর প্রতি লি'আন করিয়াছে এবং ছেলের নসবকে অস্বীকার করিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদের উভয়কে পৃথক করিয়া দিয়াছেন এবং স্ত্রীকে ছেলেটি প্রদান করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : আল্লহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلاَّ اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ وَالْخَمِيْسَةَ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ.

অর্থ : এবং যাহারা নিজদিগের স্ত্রীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অথচ নিজেরা ব্যতীত তাহাদিগের কোন সাক্ষী নাই, তাহাদিগের প্রত্যেকের সাক্ষ্য এই হইবে যে, সে আল্লাহ্র নামে চারিবার শপথ করিয়া বলিবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবারে বলিবে, 'সে মিথ্যাবাদী হইলে তাহার উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহ্র লা'নত।' তবে স্ত্রীর শাস্তি রহিত হইবে যদি সে চারিবার আল্লাহর নামে শপথ করিয়া সাক্ষ্য দেয় যে, তাহার স্বামীই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবারে বলে, 'তাহার স্বামী সত্যবাদী হইলে তাহার নিজের উপর নামিয়া আসিবে আল্লাহর গযব'।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট বিধান হইল এই, লি'আনকারী তাহারা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইবে না, যদি স্বামী মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হয়, তবে তাহাকে শাস্তি (حد প্রয়োগ) দেওয়া হইবে এবং ছেলেকে তাহার সহিত যুক্ত করা হইবে। স্ত্রী সেই স্বামীর নিকট আর কখনো ফিরিয়া যাইবে না। মালিক (র) বলেন, আমাদের নিকট ইহাই নিয়ম যাহাতে কোন প্রকার মতানৈক্য বা সন্দেহ নাই।

মালিক (র) বলেন : কোন ব্যক্তি যদি স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেয় যাহাতে স্ত্রীর দিকে তাহার রুজূ করার অধিকার থাকে না, তারপর স্ত্রীর গর্ভ অস্বীকার করে, তবে তাহাকে লি'আন করিতে হইবে। যদি স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং স্ত্রীর গর্ভধারণ সেই ব্যক্তির পক্ষ হইতে হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক থাকে এবং স্ত্রীও উহার দাবি করে। অবশ্য যদি তালাকের পর এইরূপ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত না হয় যাহাতে স্বামী হইতে গর্ভধারণের সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যাহাতে এই গর্ভধারণ উক্ত স্বামী দ্বারা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায় না। আমাদের নিকট ইহাই হুকুম আর ইহাই আমি বিজ্ঞ আলিমদের নিকট হইতে শুনিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : তখন কোন ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করিল। তিন তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী যখন অন্তঃসত্ত্বা অথচ সে ব্যক্তি এই গর্ভধারণ তাহার পক্ষ হইতে হইয়াছে বলিয়া স্বীকারও করে, তারপর সে ধারণা করে যে, সে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পূর্বে যিনা করিতে দেখিয়াছে, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে (অর্থাৎ তাহার উপর ইসলামী বিধানমতে হদ জারি করা হইবে) সে লি'আন করিবে না। আর যদি তিন তালাক দেওয়ার পর সেই স্ত্রীর গর্ভধারণ (তাহার পক্ষ হইতে হওয়ার ব্যাপার) সে অস্বীকার করে সে লি'আন করিবে। মালিক (র) বলেন : আমি এরূপই শুনিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : যিনার অপবাদারোপ করা এবং লি'আন-এর ব্যাপারে ক্রীতদাস ও স্বাধীন ব্যক্তির হুকুম একই। অর্থাৎ এই দুই ব্যাপারে ক্রীতদাসের হুকুমত আযাদ ব্যক্তির মতো। কিন্তু নিজের ক্রীতদাসীর প্রতি অপবাদ দিলে মনিবের উপর হদ জারি হইবে না অর্থাৎ মনিবকে শাস্তি দেওয়া হইবে না।

মালিক (র) বলেন : মুসলিম ক্রীতদাসী, খ্রীস্টান ও ইহুদী স্বাধীন (حر) স্ত্রীলোক স্বাধীন (حر) মুসলিম স্বামীর প্রতি লি'আন করিবে, যদি সেই মুসলিম ইহাদের কাহাকেও বিবাহ করে এবং তাহার সহিত সহবাস করিয়া থাকে। কারণ আল্লাহ্ কুরআনুল করীমে ইরশাদ করিয়াছেন :

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ

"যাহারা স্ত্রীগণের প্রতি অপবাদ দেয়"। উপরিউক্ত মহিলাগণও স্ত্রীর অন্তর্ভুক্ত। (তাই উহাদিগের প্রতি অপবাদ আরোপ করিলে লি'আন করিতে হইবে।) মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহাই সিদ্ধান্ত।

মালিক (র) বলেন : কোন মুসলিম আযাদ নারীকে অথবা মুসলিম ক্রীতদাসীকে অথবা আযাদ খ্রীস্টান অথবা ইহুদী নারীকে কোন ক্রীতদাস বিবাহ করিলে সে স্ত্রীর সহিত লি'আন করিতে পারিবে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সহিত লি'আন করিয়াছে, অতঃপর সে উহা হইতে ফিরিয়া আসে (রুজু' করে) এবং মিথ্যা বলিয়াছে বলিয়া স্বীকার করে, একবার অথবা দুইবার কসম খাওয়ার পর পঞ্চমবারের লা'নত উচ্চারণ না করা পর্যন্ত। সে যদি লি'আন সমাপ্ত করার পূর্বে রুজু' করে তবে তাহাকে হদ লাগানো (শাস্তি দেওয়া) হইবে এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হইবে না।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে। অতঃপর তিন মাস অতিবাহিত হইবার পর স্ত্রী বলিল : আমি অন্তঃসত্ত্বা। মালিক (র) বলেন, এমতাবস্থায় তাহার স্বামী গর্ভ ধারণের স্বীকৃতি প্রদান না করিলে তবে লি'আন করিবে।

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাসী স্ত্রীর (امة مملوكة) সহিত তাহার স্বামী লি'আন করিয়াছে, অতঃপর সে ক্রীতদাসীকে খরিদ করিয়াছে, তবে সে মালিক হইলেও ইহার সহিত সহবাস করিতে পারিবে না। কারণ নিয়ম হইতেছে, পরস্পর লি'আনকারী কখনও একে অপরের প্রতি প্রত্যাবর্তন (রুজু) করিতে পারে না।

মালিক (র) বলেন : কোন ব্যক্তি স্ত্রীর সহিত সংগত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীর সহিত লি'আন করিলে তবে সে মহরের অর্ধেক পাইবে।

باب ميراث ولد الملاعنة

পরিচ্ছেদ ১৪ : যে দম্পতি লি'আন করিয়াছে তাহাদের ছেলের মিরাস প্রসঙ্গ

٣٦ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ وَلَدِ الْمَلاَعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا : أَنَّهُ إِذَا مَاتَ وَرِثَتْهُ أُمُّهُ حَقَّهَا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالَى . وَإِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوْقَهُمْ . وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِيَ أُمِّهِ . إِنْ كَانَتْ مَوْلاَةً . وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً وَرِثَتْ حَقَّهَا . وَوَرِثَ أِخْوَتُهُ لأُمِّهِ حُقُوْقَهُمْ . وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِيْنَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذٰلِكَ . عَلَى ذٰلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

রেওয়ায়ত ৩৬

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, যে স্ত্রীলোক ও তাহার স্বামীর মধ্যে লি'আন অনুষ্ঠিত হইয়াছে সেই স্ত্রীলোকের সন্তান এবং জারজ সন্তানের ব্যাপারে উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) বলিতেন- সেই সন্তানের মৃত্যু হইলে তাহার মাতা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তাহার নির্ধারিত অংশ পাইবে এবং তাহার ভগ্নিগণও তাহাদের অংশ পাইবে। অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা পাইবে তাহার জননীকে যে আযাদ করিয়াছে সে, যদি সে আযাদ স্ত্রীলোক হয়। আর যদি সে স্ত্রীলোক আরবী (আযাদ) হয় তবে সে তাহার অংশ পাইবে। এবং তাহার ভগ্নিগণও তাহাদের অংশ পাইবে। অবশিষ্ট মাল মুসলমানদের কল্যাণের জন্যে (বায়তুলমালে) থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : সুলায়মান ইব্ন ইয়াসারের নিকট হইতেও আমার নিকট অনুরূপ রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের শহরবাসী আলিমগণকেও আমি এই ফায়সালার উপর পাইয়াছি।

(١٥) باب طلاق البكر

পরিচ্ছেদ ১৫ : বাকিরা (কুমারী) স্ত্রীলোকের তালাক

٣٧ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ، أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا . فَجَاءَ يَسْتَفْتِيْ . فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ . فَسَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالاَ : لاَنَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ . قَالَ : فَإِنَّمَا طَلاَقِيْ إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ .

রেওয়ায়ত ৩৭

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াস ইব্ন বুকাইর (র) হইতে বর্ণিত–তিনি বলেন : এক ব্যক্তি সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়াছে, তারপর সেই স্ত্রীকে সে বিবাহ করার ইচ্ছা করিল। তাই সে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিতে আসিল। ফতোয়া জিজ্ঞাসা করার জন্য আমিও তাহার সহিত গমন করিলাম। অতঃপর এই বিষয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট সে জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন : তোমার জন্য উহাকে বিবাহ করার কোন পথ দেখি না, যতক্ষণ না তুমি ছাড়া অন্য স্বামীর পাণি সে গ্রহণ করে। সে বলিল : আমি উহাকে একত্রে তিন তালাক দিয়াছি। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলিলেন, তোমার হাতে এই ব্যাপারে যতদূর ক্ষমতা ছিল তুমি উহা পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিয়া ফেলিয়াছ।

٣٨ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ الأَنْصَارِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ يَسَأَلُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِوبْنُ الْعَاصِ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا . قَالَ عَطَاءٌ : فَقُلْتُ إِنَّمَا طَلاَقُ الْبِكْرِ وَاحِدَةٌ . فَقَالَ لِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرِ وبْنُ الْعَاصِ : إِنَّمَا أَنْتَ قَاصٌ . الْوَاحِدَةُ تُبِيْنُهَا ، وَلاَثَلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

রেওয়ায়ত ৩৮

'আতা উব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত-এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'আস (عبد الله بن عمرو بن العاص) (রা) এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে আসিল, যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে তিন তালাক দিয়াছে। 'আতা বলিলেন, কুমারীর জন্য হইতেছে এক তালাক। তখন আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর আমাকে বলিল : তুমি তো হইলে একজন বক্তা (ফতোয়া দেওয়া তোমার কাজ নহে)।

এক তালাক তাহাকে স্বামী হইতে পৃথক করিবে এবং তিন তালাক তাহাকে হারাম করিবে যাবৎ সে (স্ত্রী) অন্য স্বামীর পাণি গ্রহণ না করে।

٣٩ - حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ بُكَيْرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ عَيَّاشٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَاصِمِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ : فَجَاءَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ . فَقَالَ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . فَمَا ذَا تَرَيَانِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الزُّبَيْرِ : إِنَّ هٰذَا الْأَمْرَ مَالَنَا فِيْهِ قَوْلٌ فَاذْهَبْ إِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ فَإِنِّيْ تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ . فَسَلْهُمَا ثُمَّ ائْتِنَا فَأَخْبِرْنَا . فَذَهَبَ فَسَأَلَهُمَا . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ أَفْتِهِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، فَقَدْ جَاءَتْكَ مُعْضِلَةٌ . فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : الْوَاحِدَةُ تُبِيْنُهَا ، وَالثَّلاَثَةُ تُحَرِّمُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِثْلُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلٰى ذٰلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا . وَالثَّيِّبُ إِذَا مَلَكَهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، إِنَّهَا تَجْرِيْ مَجْرَى الْبِكْرِ . الْوَاحِدَةُ تُبِيْنُهَا ، وَالثَّلاَثُ تُحَرِّمُهَا حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .

রেওয়ায়ত ৩৯

মু'আবিয়া ইব্ন আবি 'আইয়াশ আনসারী (রা) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) ও আসিম ইব্ন উমর (রা)-এর সহিত বসা ছিলেন। এমন সময় তাঁহাদের নিকট মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াস ইব্ন বুকাইর উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন : এক বেদুঈন ব্যক্তি তাহার স্ত্রীকে সঙ্গমের পূর্বে তিন তালাক দিয়াছে সেই ব্যাপারে আপনাদের অভিমত কি? আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র বলিলেন : এই বিষয়ে আমাদের নিকট কোন রেওয়ায়ত পৌঁছে নাই, তাই তুমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-র নিকট গমন কর এবং তাঁহাদের উভয়ের নিকট প্রশ্ন কর। আমি তাঁহাদের উভয়কে 'আয়েশা সিদ্দীকা (রা)-র নিকট দেখিয়া আসিয়াছি। তাঁহাদের নিকট হইতে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করার পর আমার কাছে আসিয়া বলিয়া যাইবে।

মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াস সেখানে গেলেন এবং উভয়কে প্রশ্ন করিলেন। ইব্ন 'আব্বাস আবূ হুরায়রা (রা)-কে বলিলেন, হে আবূ হুরায়রা! আপনি ফতোয়া বলুন। আপনার নিকট কঠিন মাস'আলা উপস্থিত হইয়াছে। আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন : এক তালাক স্ত্রীকে স্বামী হইতে পৃথক করিবে (বিচ্ছেদ ঘটাইবে), তিন তালাক তাহাকে হারাম করিয়া দিবে যাবৎ সে অন্য স্বামীর পাণি গ্রহণ না করে। ইব্ন 'আব্বাসও অনুরূপ বলিলেন।

মালিক (র) বলেন, এই বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তও অনুরূপ।

মালিক (র) বলেন : অকুমারী (ثيبة) নারীর কেহ মালিক হইলে এবং উহার সহিত সংগত না হইলে তবে তালাকের ব্যাপারে তাহারও কুমারীর মতো মাস'আলা হইবে। এক তালাক তাহাকে পৃথক করিবে এবং তিন তালাক তাহাকে হারাম করিবে যাবৎ সে অন্য স্বামীর পাণি গ্রহণ না করে।

(١٦) باب طلاق المريض

পরিচ্ছেদ ১৬ : পীড়িত ব্যক্তির তালাক

٤٠ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَوْفٍ . قَالَ، وَكَانَ اَعْلَمَهُمْ بِذٰلِكَ . وَعَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيْضٌ . فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا .

রেওয়ায়ত ৪০

আবূ সালমা ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা) হইতে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) তাঁহার স্ত্রীকে আল-বাত্তা (পূর্ণ) তালাক প্রদান করিলেন। তখন তিনি পীড়িত ছিলেন। সেই স্ত্রীকে 'উসমান (রা) 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফের সম্পদ হইতে মীরাস দিলেন ইদ্দত সমাপ্তির পর।

٤١ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَرَّثَ نِسَاءِ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ . وَكَانَ طَلَّقَهُنَّ وَهُوَ مَرِيْضٌ .

রেওয়ায়ত ৪১

আ'রজ (র) হইতে বর্ণিত, ইব্ন মুকমিলের পত্নীগণকে তাহার সম্পত্তি হইতে উসমান ইব্ন আফফান (রা) মীরাস দিয়াছেন ইব্ন- মুকমিল[1] উহাদিগকে তালাক দিয়াছিলেন পীড়িত অবস্থায়।

٤٢ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ : بَلَغَنِيْ أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا . فَقَالَ : إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِيْنِيْ . فَلَمْ تَحِضْ حَتّٰى مَرِضَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ . فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ، فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ . أَوْ تَطْلِيْقَةً . لَمْ يَكُنْ بَقِيَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الطَّلَاقِ غَيْرُهَا . وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَوْمَئِذٍ مَرِيْضٌ . فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ مِنْهُ، بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا .

১. অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্ন মুকমিল ইব্ন আউফ ইব্ন আবদুল হারিস। তিনি সাহাবী কিনা এ বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে।

রেওয়ায়ত ৪২

মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তিনি রবী'আ ইব্‌ন আবী 'আবদির রহমানকে বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলেন: আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা)-এর এক স্ত্রী তাহার নিকট তালাক চাহিলেন। তিনি বলেন : তোমার মাসিক ঋতুর পর তুমি যখন পবিত্র হও তখন আমাকে অবগত করিও। তাহার ঋতু আসার পূর্বে আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। সে যখন ঋতু হইতে পবিত্র হইল তখন 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফকে খবর দিল। তিনি স্ত্রীকে আল-বাত্তা তালাক দিলেন অথবা এমন তালাক দিলেন যেই তালাক দেওয়ার পরে আর কোন তালাক দেওয়ার অবকাশ থাকে না। 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ তখন পীড়িত ছিলেন। অতঃপর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর 'উসমান (রা) 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফের সম্পদ হইতে স্ত্রীকে মীরাস দিলেন।

٤٣ - وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ : كَانَتْ عِنْدَ جَدِّيْ حَبَّانَ امْرَأَتَانِ هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ . فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ . ثُمَّ هَلَكَ عَنْهَا وَلَمْ تَحِضْ . فَقَالَتْ : أَنَا أَرِثُهُ . لَمْ أَحِضْ . فَاخْتَصَمَتَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ. فَقَضٰى لَهَا بِالْمِيْرَاثِ فَلَامَتِ الْهَاشِمِيَّةُ عُثْمَانَ. فَقَالَ : هٰذَا عَمَلُ ابْنِ عَمِّكِ. هُوَ أَشَارَ عَلَيْنَا بِهٰذَا . يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ .

রেওয়ায়ত ৪৩

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হাব্বান (র) বলেন : আমার দাদা হাব্বানের ছিল দুই পত্নী। একজন হাশিমী বংশের, অপর জন আনসার গোত্রের। তারপর তিনি আনসারী স্ত্রীকে তালাক দিলেন। তখন সেই স্ত্রী সন্তানকে দুধপান করাইতেছিল। এইরূপে এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর হাব্বান ইন্তিকাল করেন। তাঁহার স্ত্রী আর ঋতুমতী হয় নাই। স্ত্রী দাবি করিল যে, আমি তাহার মীরাস (সম্পদের অংশ) পাইব। আমার মাসিক ঋতু আসে নাই। বিবাদ লইয়া উভয় পত্নী উসমান ইব্‌ন আফফান (রা)- এর নিকট উপস্থিত হইল। উসমান (রা) আনসারী পত্নীর জন্য মীরাস প্রদানের ফয়সালা দিলেন। ইহাতে হাশিমীয় পত্নী উসমান (রা)-কে দোষারোপ[১] করিলেন। তিনি বলিলেন : ইহা তোমার চাচাতো ভাই-এর ফয়সালা। তিনি আমাদিগকে ইহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। চাচাতো ভাই হইলেন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা)।

٤٤ - وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيْضٌ . فَإِنَّهَا تَرِثُهُ .

---

১. হাশিমীয় স্ত্রী বলিলেন : আনসারী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর কিভাবে তাহাকে মীরাস দেওয়া হইল ? উত্তরে উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) বলিলেন : আমি এই বিষয়ে আলিমদের সহিত পরামর্শ করিয়াছি। বিশেষভাবে তোমার চাচাতো ভাই আলী ইব্‌ন আবূ তালিবের সহিত পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছি।

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيْضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ ، وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا . وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ ، وَالْمِيْرَاثُ . الْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ فِيْ هٰذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ .

রেওয়ায়ত ৪৪

মালিক (র) বলেন : তিনি ইব্‌ন শিহাবকে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন ব্যক্তি পীড়িতাবস্থায় স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তবে সে (স্বামীর) মীরাস পাইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি তাহার পীড়িত অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেয় তাহার সহিত সংগত হওয়ার পূর্বে তবে সে স্ত্রী মহরের অর্ধেক পাইবে এবং সে (স্বামীর) মীরাস পাইবে, তাহার ইদ্দত পালন করিতে হইবে না। আর যদি সে স্ত্রীর সহিত সংগত হইয়া থাকে তারপর তালাক দেয় তবে সে পূর্ণ মহর-এর হকদার হইবে এবং মীরাসও পাইবে।

মালিক (র) বলেন : কুমারী এবং অকুমারী এই ব্যাপারে আমাদের মতে সমান।

(১৭) باب ما جاء في متعة الطلاق

পরিচ্ছেদ ১৭ : তালাকে মুত‘আ[১] প্রদানের বর্ণনা

٤٥ - وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ . فَمَتَّعَ بِوَلِيْدَةٍ .

وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ . إِلاَّ الَّتِيْ تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمَسَّ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا.

রেওয়ায়ত ৪৫

মালিক (র) বলেন : তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, ‘আবদুর রহমান ইব্‌ন ‘আওফ তাঁহার এক স্ত্রীকে তালাক দিলেন এবং এক ক্রীতদাসী তাঁহাকে মুত‘আ স্বরূপ দান করিলেন।

নাফি‘ (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন, প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী মুত‘আ পাইবে। তবে যে স্ত্রীর মহর ধার্য করা হইয়াছে এবং তাহাকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দেওয়া হইয়াছে, সে ধার্যকৃত মহরের অর্ধেক মাত্র পাইবে।

---

১. সদ্ব্যবহারের নিদর্শনস্বরূপ তালাকের পর স্ত্রীকে এক জোড়া কাপড় বা অন্য কিছু প্রদান করাকে মুত‘আ বলা হয়। সকল প্রকার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে নফল (বাধ্যতামূলক নহে) স্বরূপ মুত‘আ প্রদান করা যায়। কিন্তু যে স্ত্রীর মহর ধার্য করা হয় নাই এবং সঙ্গমের পূর্বে তাহাকে তালাক দেওয়া হইয়াছে সেই স্ত্রীকে মুত‘আ প্রদান করা ওয়াজিব।

٤٦ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ . فِي قَلِيلِهَا وَلاَ كَثِيرِهَا ،

রেওয়ায়ত ৪৬

মালিক (র) বলেন : ইব্ন শিহাব (র) বলিতেন প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর জন্য মুত'আ রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : কাশিম মুহাম্মদ (র) হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়ত আমার নিকট পৌছিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মুত'আর ব্যাপারে কম-বেশি কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই।

(١٨) باب ماجاء في طلاق العبد

পরিচ্ছেদ ১৮ : ক্রীতদাসের তালাক

٤٧ – وَحَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ نُفَيْعًا ، مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ عَبْدًا لَهَا ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ . فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا . فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَيَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ . فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُمَا . فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا فَقَالاَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَرُمَتْ عَلَيْكَ .

রেওয়ায়ত ৪৭

সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত- নুফা''ঈ (نفيع) নবী (সা)-এর পত্নী উম্মে সালমা (রা)-এর মুকাতব[১] অথবা ক্রীতদাস ছিল; তাঁহার স্ত্রী ছিল আযাদ (حرة)। সে উহাকে দুই তালাক দিয়া পুনরায় রুজূ করার ইচ্ছা করিল। নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী (রা) তাহাকে উসমান ইব্ন আফফান (রা)-এর নিকট যাওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার নিকট প্রশ্ন করিতে বলিলেন। যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর হাত ধরাবস্থায় মসজিদের সিঁড়ির নিকটে তাঁহার সাক্ষাত পাইল। সে (এই মাস'আলার ব্যাপারে) উভয়ের নিকট প্রশ্ন করিলে তাঁহারা উভয়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন। তোমার উপর হারাম হইয়াছে, তোমার উপর হারাম হইয়াছে (তাহার স্ত্রী তাহার উপর হারাম)।

٤٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ نُفَيْعًا ، مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ . فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ .

---

১. মুকাতব : টাকা অথবা অন্য কিছুর বিনিময়ে যে ক্রীতদাসের মুক্তি ধার্য করা হইয়াছে।

রেওয়ায়ত ৪৮

সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) হইতে বর্ণিত- নবী করীম (সা)- এর পত্নী উম্মে সালমা (রা)-এর মুকাতব নুফা'ঈ তাহার আযাদ (حر) স্ত্রীকে দুই তালাক দিলেন, অতঃপর উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। 'উসমান (রা) উত্তরে বলিলেন, তোমার জন্য হারাম হইয়াছে।

٤٩ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ. فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ . فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ .

রেওয়ায়ত ৪৯

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন হারিস তায়মী (র) হইতে বর্ণিত। নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা)- এর মুকাতব নুফা'ই যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর নিকট ফতোয়া চাহিলেন এই বলিয়া আমি আযাদ (حرة) স্ত্রীকে দুই তালাক দিয়াছি। এখন ফতোয়া কি ? যায়দ ইব্‌ন সাবিত বলিলেন : (তোমার জন্য) এই স্ত্রী হারাম হইয়া গিয়াছে।

٥٠ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ . حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً . وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ . وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ .

রেওয়ায়ত ৫০

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) বলিতেন, কোন ক্রীতদাস স্ত্রীকে দুই তালাক প্রদান করিলে সে স্ত্রী তাহার জন্য হারাম হইবে যাবৎ দ্বিতীয় স্বামীর পাণি গ্রহণ না করিবে; (স্ত্রী) আযাদ হউক বা ক্রীতদাসী হউক। আর আযাদ স্ত্রীলোকের ইদ্দত হইতেছে তিন হায়য (মাসিক ঋতু), ক্রীতদাসীর ইদ্দত হইতেছে দুই হায়য।

٥١ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ . لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلاَقِهِ شَيْءٌ فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلاَمِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ.

রেওয়ায়ত ৫১

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন, যে নিজের ক্রীতদাসকে বিবাহ করার অনুমতি দিয়াছে তাহার ক্রীতদাসের তালাকের ক্ষমতা থাকিবে, অন্যের হাতে তালাকের কোন ক্ষমতা থাকিবে না। তবে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসীর বাঁদীকে নিজের অধিকারে রাখাতে কোন দোষ নাই।

(١٩) باب نفقة الامة إذا طلقت وهى حامل

পরিচ্ছেদ ১৯ : বাঁদীর খোরপোশের বর্ণনা যখন উহাকে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় তালাক দেওয়া হয়

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى حُرٍّ وَلاَ عَبْدٍ طَلَّقَا مَمْلُوكَةً ، وَلاَ عَلَى عَبْدٍ طَلَّقَ حُرَّةً طَلاَقًا بَائِنًا ، نَفَقَةٌ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً . إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ .

قَالَ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَى حُرٍّ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لاِبْنِهِ ، وَهُوَ عَبْدُ قَوْمٍ أُخَرِيْنَ . وَلاَ عَلَى عَبْدٍ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِهِ عَلَى مَا يَمْلِكُ سَيِّدُهُ ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ .

মালিক (র) বলেন : যে আযাদ (حُر) পুরুষ ক্রীতদাসীকে বায়েন তালাক দিয়াছে এবং যে ক্রীতদাস ক্রীতদাসী (স্ত্রী)-কে অথবা আযাদ (حُرة) স্ত্রীকে বায়েন তালাক দিয়াছে, তাহাদের কাহারো উপর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোশ প্রদান জরুরী হইবে না, স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা হইলেও যদি স্বামীর রুজূ' করার অধিকার না থাকে (রুজূ' করার অধিকার থাকিলে স্ত্রী খোরপোশের হকদার হইবে)।

মালিক (র) বলেন : কোন আযাদ ব্যক্তির জন্য তাহার ছেলের দুগ্ধপানের খরচ বহন করা জরুরী নহে, যদি সেই ছেলে অন্য সম্প্রদায়ের ক্রীতদাস হয়। কোন ক্রীতদাসের অধিকার নাই তাহার মনিবের মাল হইতে এমন লোকের জন্য ব্যয় করার যাহার মালিক তাহার মনিব নহে, তবে মনিবের অনুমতি লইয়া খরচ করিতে পারিবে।

(٢٠) باب عدة التى تفقد زوجها

পরিচ্ছেদ ২০ : যে স্ত্রীর স্বামী নিরুদ্দেশ তাহার ইদ্দত

٥٢ **حَدَّثَنِى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ ؟ فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ . ثُمَّ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . ثُمَّ تَحِلُّ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْلَمْ يَدْخُلْ بِهَا . فَلاَ سَبِيْلُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلُ إِلَيْهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . وَإِنْ أَدْرَكَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ يُنْكِرُوْنَ الَّذِىْ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : يُخَيَّرُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ إِذَا جَاءَ ، فِىْ صَدَاقِهَا أَوْ فِى امْرَأَتِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ ، فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، فَلاَ يَبْلُغُهَا رَجْعَتُهُ ، وَقَدْ بَلَغَهَا طَلاَقُهُ إِيَّاهَا فَتَزَوَّجَتْ : أَنَّهُ إِنْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلاَ سَبِيلَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا، إِلَيْهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ ، فِي هٰذَا وَفِي الْمَفْقُودِ .

রেওয়ায়ত ৫২

সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, যেই স্ত্রীর স্বামী নিরুদ্দেশ–জানে না সে কোথায়, সে স্ত্রী চারি বৎসর অপেক্ষা করিবে। অতঃপর চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন করিবে। তারপর অন্যত্র তাহার বিবাহ হালাল হইবে।

মালিক (র) বলেন : ইদ্দত পূর্ণ হওয়াার পর সে যদি বিবাহ করে তবে স্বামী তাহার সাথে সংগম করুক বা না করুক তাহার পূর্ববর্তী স্বামীর জন্য তাহাকে গ্রহণ করার কোন পথ নাই।

মালিক (র) বলেন : ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত। আর বিবাহের পূর্বে তাহার সহিত প্রথম স্বামীর সাক্ষাত হইলে তবে তিনিই অধিক হকদার হইবেন।

মালিক (র) বলেন : কিছু লোক বলিয়া থাকে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন : প্রথম স্বামী আসিলে তাহাকে ইখতিয়ার দেওয়া হইবে (দ্বিতীয় স্বামী হইতে) মহর ফেরত লওয়া অথবা (মহর ফেরত না লইয়া) স্ত্রী ফেরত লওয়া।

মালিক (র) বলেন : উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এই ধরনের ইখতিয়ার দিয়াছেন বলিয়া কিছু লোককে অস্বীকার করিতে পাইয়াছি।

মালিক (র) বলেন : আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, স্বামী স্ত্রীর নিকট উপস্থিত নাই, এমন স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিয়াছে। অতঃপর স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু সে যে রুজূ' করিতে চাহিয়াছে এই খবর তাহার স্ত্রীর নিকট পৌছে নাই। শুধু তাহাকে তালাক দেওয়ার সংবাদই সে পাইয়াছে। তাই সে স্বামী গ্রহণ করিয়াছে। দ্বিতীয় স্বামী তাহার সহিত সংগত হউক না হউক প্রথম স্বামী যে তাহাকে তালাক দিয়াছিল তাহার পক্ষে স্ত্রীকে পাওয়ার আর কোন পথ নাই।

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে এবং নিরুদ্দেশের বিষয়ে আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহা আমার নিকট পছন্দনীয়।

(٢١) باب ما جاء في الأقراء وعدة الطلاق ، وطلاق الحائض

পরিচ্ছেদ ২১ : তালাকের ইদ্দতে উল্লিখিত 'আকরা'[১] এবং ঋতুমতী স্ত্রীলোকের তালাকের বর্ণনা

৫৩ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ . عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ

---

১. قرء এর বহু বচন اقراء। ইহা হায়য এবং তুহ্‌র উভয় অর্থে ব্যবহার হয়, হানাফী উলামাদের মতে قرء-এর অর্থ ঋতুস্রাব হওয়ার সময়। — আওযায

. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتّٰى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيْضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ . وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِىْ أَمَرَ اللّٰهُ أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءِ . »

রেওয়ায়ত ৫৩

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁহার স্ত্রীকে তালাক দিলেন। তাঁহার স্ত্রী তখন ঋতুমতী, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) এই ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তাঁহাকে নির্দেশ দাও যেন সে স্ত্রীর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তারপর পবিত্রতা লাভ করা পর্যন্ত পুনরায় ঋতু আসা এবং উহা হইতে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে এমনই রাখিবে। অতঃপর ইচ্ছা করিলে স্ত্রী হিসাবে রাখিবে অথবা ইচ্ছা করিলে সহবাসের পূর্বে তালাক দিবে। ইহাই সেই ইদ্দত যাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্ত্রীদিগকে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়াছেন।

٥٤ – حَدَّثَنِىْ عَنْ مَالِك ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ . أَنَّهَا انْتَقَلَتْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى بَكْرِ الصِّدِّيْقِ. حِيْنَ دَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . فَقَالَتْ : صَدَقَ عُرْوَةُ . وَقَدْ جَادَلَهَا فِىْ ذٰلِكَ نَاسٌ فَقَالُوْا : إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهِ – ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ – فَقَالَتْ عَائِشَةُ : صَدَقْتُمْ . تَدْرُوْنَ مَا الْأَقْرَاءُ ؟ إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ .

রেওয়ায়ত ৫৪

উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণিত-হাফসা বিন্ত 'আবদির রহমান ইব্ন আবী বকর সিদ্দীক (রা)-কে (তাঁহার স্বামী মুনজির ইব্ন যুবায়র কর্তৃক তাঁহাকে তালাক দেওয়ার পর) যখন তিনি তৃতীয় ঋতুতে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার স্বামীর গৃহ হইতে লইয়া যাওয়া হয়। ইব্ন শিহাব বলেন : 'আমর বিন্ত 'আবদির রহমানের নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করা হইল। তিনি বলিলেন : 'উরওয়া ইব্ন যুবায়র (রা) কি বলিয়াছেন অনেক লোক এই বিষয়ে আয়েশা (রা)-এর সহিত বিতর্কে লিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা বলিলেন : আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করিয়াছেন : ثلثة قروء (তিন কুরূ) অর্থাৎ, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীগণ তিন কুরূ قروء ঋতু (তুহ্‌র পর্যন্ত ইদ্দত পালন করিবে)। (উত্তরে) আয়েশা (রা) বলিলেন, আপনারা ঠিকই

বলিয়াছেন। কিন্তু আক্‌রা اقراء-এর অর্থ কি তাহা আপনারা জানেন কি? আক্‌রা اقراء-হইতেছে তুহর (ঋতুর পরের পবিত্রতা)।

٥٥ – حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ يَقُوْلُ : مَا أَدْرَكْتُ أَحَدًا مِنْ فُقَهَائِنَا إِلاَّ وَهُوَ يَقُوْلُ هٰذَا . يُرِيْدُ قَوْلَ عَائِشَةَ .

রেওয়ায়ত ৫৫

ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন : আবূ বকর ইব্‌ন 'আবদির রহমান (র)-কে আমি বলিতে শুনিয়াছি, আমাদের ফকীহ্‌দের প্রত্যেককে 'আয়েশার উক্তির মতো এই ব্যাপারে কথা বলিতে শুনিয়াছি।

٥٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ الْأَحْوَصَ هَلَكَ بِالشَّامِ . حِيْنَ دَخَلَتِ امْرَأَتُهُ فِيْ الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ . وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا . فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ : إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ، وَبَرِىَ مِنْهَا . وَلاَ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا .

রেওয়ায়ত ৫৬

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, আহ্‌ওয়াস (احوص) (রা) সিরিয়াতে ইন্তিকাল করিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী, যাহাকে তিনি পূর্বে তালাক দিয়াছিলেন, তৃতীয় ঋতুতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফিয়ান এই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর নিকট পত্র লিখিলেন। যায়দ (রা) (উত্তরে) তাঁহার নিকট লিখিলেন, স্ত্রী যদি তৃতীয় ঋতুতে প্রবেশ করে তবে সে স্বামী হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। তাহার স্বামীও তাহা হইতে পৃথক হইয়াছে। সে স্বামীর মীরাস পাইবে না, তাহার স্বামীও তাহার মীরাস পাইবে না।

٥٧ – حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَأَبِىْ بَكْرِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ : إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا . وَلاَ مِيْرَاثَ بَيْنَهُمَا . وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا .

রেওয়ায়ত ৫৭

মালিক (র) বলেন : তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ, সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ, আবূ বকর ইব্ন 'আব্দির রহমান, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার ও ইব্ন শিহাব (র) তাঁহারা সকলে বলিতেন-তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করিলে সে স্বামী হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। তাহাদের মধ্যে মীরাস চলিবে না, আর স্বামীর জন্য স্ত্রীর দিকে রুজু'করা চলিবে না।

٥٨ – **حَدَّثَنِى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَدَخَلَتْ فِى الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ وَبَرِئَ مِنْهَا. قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ৫৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন, কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করিলে স্বামী হইতে পৃথক হইয়া যাইবে এবং স্বামী তাহা হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। স্ত্রী স্বামীর মীরাস পাইবে না এবং স্বামীও স্ত্রীর মীরাস পাইবে না। মালিক (র) বলেন, আমাদের সিদ্ধান্ত অনুরূপ।

٥٩ – **حَدَّثَنِى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ ، مَوْلَى الْمَهْرِىِّ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، كَانَا يَقُوْلاَنِ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَدَخَلَتْ فِى الدَّمِ ، مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَحَلَّتْ .

রেওয়ায়ত ৫৯

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ ও সালিম ইব্ন আবদিল্লাহ্ তাঁহারা উভয়ে বলিতেন, কোন স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর তৃতীয় ঋতুস্রাবে প্রবেশ করিলে সে স্বামী হইতে পৃথক হইয়া যাইবে এবং (অন্য স্বামীর পাণি গ্রহণ করার জন্য) হালাল হইয়া যাইবে।

٦٠ – **حَدَّثَنِى** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَابْنِ شِهَابٍ ، وَسُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ ثَلاَثَةُ قُرُوْءٍ .

রেওয়ায়ত ৬০

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব ইব্ন শিহাব ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) ইহারা সকলে বলিতেন, খুলা' তালাক গ্রহণকারিণীর ইদ্দত হইতেছে তিন কুরূ (قروء)।

٦١ - حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ : عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الْأَقْرَاءِ . وَإِنْ تَبَاعَدَتْ .

রেওয়ায়ত ৬১

মালিক (র) বলেন : তিনি ইব্‌ন শিহাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন- তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোকের ইদ্দত হইতেছে আক্‌রা' (اقراء), যদিও উহা অধিক ব্যবধানে হয়।

٦٢ - حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ . فَقَالَ لَهَا إِذَا حَضْتِ فَاذِنِيْنِى . فَلَمَّا حَاضَتْ آذَنَتْهُ . فَقَالَ : إِذَا طَهُرَتِ فَآذِنِيْنِى . فَلَمَّا طَهُرَتْ آذَنَتْهُ . فَطَلَّقَهَا .

قَالَ مَالِكُ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِىْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৬২

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) জনৈক আনসারী ব্যক্তি হইতে বর্ণনা করেন যে, সে আনসারীর স্ত্রী তাহার নিকট তালাক চাহিল। তখন স্ত্রীকে বলিলেন, তোমার ঋতুস্রাব উপস্থিত হইলে আমাকে সংবাদ দিও, অতঃপর স্ত্রীর ঋতুস্রাব হইলে তাহাকে খবর দিল। তিনি বলিলেন : যখন তুমি পবিত্রতা অর্জন কর, তখন সংবাদ দিও। সে পবিত্র হওয়ার পর খবর দিল, তারপর স্বামী তাহাকে তালাক দিল।

মালিক (র) বলেন : আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহা অতি উত্তম।

(٢٢) باب ما جاء في عدة المرأة فى بيتها إذا طلقت فيه

পরিচ্ছেদ ২২ : যেই গৃহে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হয় সেই গৃহে ইদ্দত পালন করা প্রসঙ্গ

٦٣ - حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ ، أَنَّ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَتَّةَ . فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَكَمِ . فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةَ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ . فَقَالَتِ : اتَّقِ اللّٰهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا . فَقَالَ مَرْوَانُ ، فِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمَانُ : إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَانِ غَلَبَنِى . وَقَالَ مَرْوَانُ ، فِى حَدِيْثِ الْقَاسِمِ : أَوْ مَا بَلَغَكَ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيْثِ فَاطِمَةَ . فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنْ كَانَ بِكَ الشَّرُّ ، فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ .

রেওয়ায়ত ৬৩

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ ইবনুল আ'স (রা) আবদুর রহমান ইব্ন হাকাম (র)-এর কন্যাকে তালাকে আল্-বাত্তা (বায়েন তালাক) দিলেন। আবদুর রহমান ইব্ন হাকাম কন্যাকে (স্বামীর গৃহ হইতে নিজ গৃহে) সরাইয়া নিলেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) মারওয়ান ইব্ন হাকামের নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। মারওয়ান তখন মদীনার গভর্নর। আয়েশা (রা) বলিলেন : আল্লাহ্কে ভয় করুন এবং (ইদ্দত পালনরতা) স্ত্রীকে তাহার স্বামীর গৃহে ফেরত পাঠান। সুলায়মানের রেওয়ায়ত সম্পর্কে মারওয়ান বলিলেন : আবদুর রহমান আমার উপর জয়ী হইয়াছেন। কাসিমের রেওয়ায়ত সম্পর্কে মারওয়ান বলিলেন : আপনার নিকট ফাতেমা বিন্ত কায়েসের ব্যাপার পৌঁছে নাই কি? আয়েশা (রা) বলিলেন : ফাতেমার ঘটনা,[১] উল্লেখ না করিলে আপনার কোন ক্ষতি নাই (অর্থাৎ ইহাতে কোন দলীল নাই)। মারওয়ান বলিলেন : যদি আপনার দৃষ্টিতে স্বামীর গৃহে ফাতেমার ইদ্দত পালনে কোন অসুবিধা থাকে তবে যেহেতু উভয়ের মধ্যে (আবূ আমর ও তাহার স্ত্রী আমরা) যথেষ্ট অসুবিধা রহিয়াছে (যে কারণে স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র ইদ্দত পালন করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে)। তাই ইহা আপনার সন্তুষ্টির জন্য যথেষ্ট।

٦٤ – حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بِنْتَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ . فَانْتَقَلَتْ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ .

রেওয়ায়ত ৬৪

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমর ইব্ন নুফাইল (রা)-এর কন্যা 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আমর ইব্ন 'উসমান ইব্ন 'আফফান (র)-এর বিবাহ দিলেন। তিনি স্ত্রীকে তালাকে আল-বাত্তা প্রদান করিলে সে (স্বামীর গৃহ হইতে) সরিয়া যায়। 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) উহার প্রতি সমর্থন জানাইলেন না।

٦٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، فِي مَسْكَنِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ طَرِيقُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ . فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْأُخْرَى ، مِنْ أَدْبَارِ الْبُيُوتِ ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا . حَتّٰى رَاجَعَهَا .

১. ফাতেমা বিন্ত কায়স ইব্ন খালিদ ছিলেন ইরাকের গভর্নর যাহ্হাক ইব্ন কায়স-এর বোন। তাহাকে বিবাহ করেন আবূ 'আমর ইব্ন হাফস (রা)। আবূ 'আমর ছিলেন খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ (রা)-এর চাচাতো ভাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে 'আলী ইব্ন আবি তালিবের সাথে ইয়ামানে প্রেরণ করেন। সেই সময় তিনি তাঁহার স্ত্রীকে অবশিষ্ট তৃতীয় তালাক প্রদান করেন। ইদ্দতকালীন সময়ে আবূ 'আমর ইয়ামানে ইন্তিকাল করেন। বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র ইদ্দত পালনের জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে অনুমতি দিলেন এবং তাঁহাকে অন্ধ সাহাবী ইব্ন উম্মে মাকতুম (রা)-এর গৃহে ইদ্দত পালন করার নির্দেশ দিলেন।

রেওয়ায়ত ৬৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) তাঁহার জনৈকা স্ত্রীকে নবী-পত্নী হাফসা (রা)-এর গৃহে তালাক দিলেন। এই গৃহ তাহার মসজিদে গমনের পথে অবস্থিত ছিল। তাই তিনি অন্য পথে গৃহের পিছন দিয়া মসজিদে গমন করিতেন। ইহা এইজন্য যে, স্ত্রীর দিকে রুজূ' না করা পর্যন্ত অনুমতি লইয়া তাহার নিকট যাওয়াকে তিনি ভাল মনে করিতেন না।

٦٦ – **وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءِ ، فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى زَوْجِهَا . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا ؟ قَالَ : فَعَلَيْهَا . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : فَعَلَى الْأَمِيْرِ .

রেওয়ায়ত ৬৬

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) হইতে বর্ণিত, সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইল এইরূপ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে, যাহাকে স্বামী তালাক দিয়াছে ভাড়াটে গৃহে। এখন ভাড়ার দায়িত্ব কাহার উপর বর্তাইবে? সা'ঈদ বলিলেন : ভাড়ার দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকিবে। প্রশ্নকারী বলিল : স্বামী যদি ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্য না রাখে? তিনি বলিলেন, তবে উহা প্রদানের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর বর্তাইবে। প্রশ্নকারী বলিল : যদি স্ত্রীরও সামর্থ্য না থাকে? সা'ঈদ বলিলেন - তখন শহরের শাসনকর্তার উপর দায়িত্ব বর্তাইবে।

(٢٣) باب ماجاء في نفقة المطلقة

পরিচ্ছেদ ২৩ : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর খোরপোশের বর্ণনা

٦٧ – **وَحَدَّثَنِي** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عُمَرِو بْنِ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ . وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيْلُهُ بِشَعِيْرٍ . فَسَخِطَتْهُ . فَقَالَ : وَاللّٰهُ مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ « لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ » وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيْكٍ ثُمَّ قَالَ « تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِيْ . اعْتَدِّيْ عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ . فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى . تَضَعِيْنَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِيْنِيْ » قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبَا جَهْمٍ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِيْ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لَا مَالَ لَهُ . أُنْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ »

قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ . ثُمَّ قَالَ « أَنْكِحِيْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ » فَنَكَحْتُهُ . فَجَعَلَ اللّٰهُ فِيْ ذٰلِكَ خَيْرًا . وَاغْتَبَطْتُ بِهِ .

রেওয়ায়ত ৬৭

ফাতেমা বিন্‌ত কায়েস হইতে বর্ণিত, আবূ আমর (ابو عمرو) ইব্‌ন হাফস (حفص) (রা) তাঁহাকে তালাকে আল-বাত্তা দিলেন। তাঁহার স্বামী তখন সিরিয়াতে ছিলেন। অতঃপর তাঁহার উকীলকে গমসহ তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। তিনি উহাকে অতি অল্প মনে করিলেন। তাঁহার উকীল বলিলেন, আমাদের নিকট তোমার প্রাপ্য আর কিছু নাই। তিনি (ফাতেমা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং এই ঘটনা উল্লেখ করিলে রাসূল (সা) বলিলেন, তাহার জন্য তোমার খোরপোশ প্রদান জরুরী নহে[১] এবং ফাতেমাকে উম্মে শরীফের গৃহে ইদ্দত পালন করিতে তিনি নির্দেশ দিলেন। তারপর বলিলেন : (উম্মে শরীফ এমন একজন মহিলা) যাহার গৃহে আমার সাহাবিগণ সর্বদা যাতায়াত করিয়া থাকেন। তুমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মে মকতুমের গৃহে ইদ্দত পালন কর, কারণ তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি। তোমার বস্ত্র তাঁহার নিকট উন্মুক্ত হইলেও (ইহাতে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না)। ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তুমি অন্যের জন্য হালাল হইয়া গেলে আমাকে খবর দিও। ফাতেমা বলিলেন : আমি হালাল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-র নিকট আমার বিষয় উল্লেখ করিলাম এবং বলিলাম, মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবি সুফিয়ান (রা) ও আবূ জাহম ইব্‌ন হিশাম (রা), তাহারা উভয়ে আমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আবূ জাহম তাহার গর্দান হইতে লাঠি নামায় না। আর মাবিয়া দরিদ্র ব্যক্তি। তাহার ধন-সম্পদ নাই। তুমি উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)- কে বিবাহ কর। ফাতেমা বলিলেন, আমি উসামাকে অপছন্দ করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) পুনরায় বলিলেন : তুমি উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা)- কে বিবাহ কর। তারপর আমি তাহাকে বিবাহ করি এবং আল্লাহ্ ইহাতে অনেক মঙ্গল দান করিয়াছেন, যাহার কারণে আমার প্রতি ঈর্ষা করা হইত।

٦٨ – **وَحَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ : الْمَبْتُوْتَةُ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ . وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ . إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ حَامِلاً ، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ৬৮

ইব্‌ন শিহাব (র) বলিতেন : যে স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেওয়া হইয়াছে, সে নিজ গৃহ হইতে (ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে) হালাল না হওয়া পর্যন্ত বাহির হইবে না। তাহার জন্য খোরপোশও নাই, কিন্তু যদি গর্ভবতী হয় তবে সন্তান প্রসব পর্যন্ত স্বামী তাহার খোরপোশ দিবে।

---

১. যে স্বামী তাহার স্ত্রীকে তালাক দিয়াছে সেই স্ত্রীর ইদ্দতকালীন খোরপোশ স্বামীর উপর বর্তাইবে। উহা কুরআন-হাদীস দ্বারা সপ্রমাণিত। ফাতেমার এই বর্ণনাকে অনেক সাহাবী গ্রহণ করে নাই। কারণ ফাতেমার এই বর্ণনা তাঁহার একক, ঠিক কিনা বলা যায় না। তাই তাঁহার বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া কুরআন-হাদীসের ফয়সালা রদ করা যায় না। — আওজাযুল মাসালিক

মালিক (র) বলেন : এই ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্তও অনুরূপ।

(٢٤) باب ماجاء فى عدة الأمة من طلاق زوجها

পরিচ্ছেদ ২৪ : তালাকপ্রাপ্তা বাঁদীর ইদ্দতের বর্ণনা ও বিধান

٦٩ – قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِىْ طَلاَقِ الْعَبْدِ الْأَمَةَ ، إِذَا طَلَّقَهَا وَهِىَ أَمَةٌ ، ثُمَّ عَتَقَتْ بَعْدُ ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ . لاَ يُغَيِّرُ عِدَّتَهَا عِتْقُهَا . كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، أَوْلَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ . لاَ تَنْتَقِلُ عِدَّتُهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذٰلِكَ ، الْحَدُّ . يَقَعُ عَلَى الْعَبْدِ . ثُمَّ يَعْتِقُ بَعْدَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَإِنَّمَا حَدُّهُ حَدُّ عَبْدٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْحُرُّ يَطَلِّقُ الْأَمَةَ ثَلاَثًا . وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ . وَالْعَبْدُ يُطَلِّقُ الْحُرَّةَ تَطْلِيْقَتَيْنِ . وَتَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوْءٍ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ تَكُوْنُ تَحْتَهُ الْامَةُ ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا فَيُعْتِقُهَا . إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ حَيْضَتَيْنِ . مَالَمْ يُصِبْهَا . فَإِنْ أَصَابَهَا بَعْدَ مِلْكِهِ إِيَّاهَا ، قَبْلَ عِتَاقِهَا ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا إِلاَّ الْاِسْتِبْرَاءِ بِحَيْضَةٍ .

রেওয়ায়ত ৬৯

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাস তাঁহার ক্রীতদাসী স্ত্রীকে ক্রীতদাসী থাকা অবস্থায় তালাক দিল। তার পর স্ত্রী মুক্তিলাভ করিল। এমতাবস্থায় আমাদের মতে তাহার ইদ্দত হইবে ক্রীতদাসীর ইদ্দত। মুক্তিলাভ তাহার ইদ্দতে কোন পরিবর্তন আনিবে না। তাঁহার স্বামীর তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন করার অধিকার থাকুক আর না থাকুক কোন অবস্থাতেই ইদ্দত পরিবর্তিত হইবে না।

মালিক (র) বলেন : (ইসলামী বিধান মুতাবিক অপরাধের শাস্তি)- এর ব্যাপারও অনুরূপ। ক্রীতদাসের উপর হদ-এর শাস্তি নির্ধারণ করা হইল। অতঃপর তাহাকে মুক্তি দেওয়া হইল। তাহার ক্ষেত্রেও হদ ক্রীতদাসের মতোই হইবে।

মালিক (র) বলেন : আযাদ ব্যক্তি ক্রীতদাসীকে তিন তালাক দিতে পারিবে। সে দুই হায়য (মাসিক ঋতু) ইদ্দত পালন করিবে আর ক্রীতদাস আযাদ রমণীকে দুই তালাক দিতে পারিবে, সে ইদ্দত পালন করিবে তিন কুরূ (قروء)।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তির স্ত্রী ক্রীতদাসী, অতঃপর উহাকে সে ক্রয় করিল এবং আযাদ করিয়া দিল, সেও ক্রীতদাসীর মতো দুই হায়য ইদ্দত পালন করিবে যাবৎ তাহার সহিত সহবাস না করা হয়। আর যদি মালিক হওয়ার পর স্বামী তাহার সহিত সহবাস করিয়া থাকে মুক্তি প্রদানের পূর্বে, তবে ইস্তিবরা (জরায়ুকে অন্যের বীর্য হইতে মুক্ত করা) তাহার উপর এক হায়য ব্যতীত অন্য কিছু নাই।

(٢٥) باب جامع عدة الطلاق

পরিচ্ছেদ ২৫ : তালাকের ইদ্দত সম্পর্কীয় বিবিধ বর্ণনা

٧٠ – **وَحَدَّثَنِي** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، وَعَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ اللَّيْثِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ . ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا . فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ بَانَ بِهَا حَمْلٌ فَذٰلِكَ . وَإِلاَّ اعْتَدَتْ بَعْدَ التِّسْعَةِ الْأَشْهُرِ ، ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ .

রেওয়ায়ত ৭০

উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন : যেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হইয়াছে তারপর হায়য (মাসিক ঋতু) আসিয়াছে এক হায়য বা দুই হায়য, অতঃপর তাহার ঋতুস্রাব বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সেই স্ত্রী নয় মাস যাবত অপেক্ষা করিবে (ইতিমধ্যে) গর্ভ প্রকাশ পাইলে, তবে সন্তান প্রসব দ্বারা ইদ্দত পালন করিবে, নতুবা নয় মাসের পর তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে, তারপর সে অন্যের জন্য হালাল হইবে।

মালিক (র) হইতে বর্ণিত : সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) বলিতেন, পুরুষের জন্য হইল তালাকের অধিকার আর স্ত্রীদের জন্য হইল ইদ্দত।

٧١ – **وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِيْ تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِيْنَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيْهِنَّ ، اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيْضَ . اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ . فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ . فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيْضَ . اعْتَدَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ . فَإِنْ لَمْ تَحِضْ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ . ثُمَّ حَلَّتْ . وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا ، فِيْ ذٰلِكَ ، الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ بَتَّ طَلاَقَهَا .

قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا : أَنَّهَا لاَ تَبْنِيْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا . وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً . وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأَ . إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ . فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِيْ عِدَّتِهَا . فَإِنْ انْقَضَتْ عِدَّتِهَا ، فَقَالَ سَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهَا . وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، لَمْ يُعَدَّ ذٰلِكَ طَلاَقًا . وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلاَمُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ .

রেওয়ায়ত ৭১

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) বলিয়াছেন : মুসতাহাজা (রোগের কারণে যাহার অনিয়মিত স্রাব হয়) ঐ নারীর ইদ্দত হইতেছে এক বৎসর।

মালিক (র) বলেন : তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক সম্পর্কে আমাদের মাস'আলা হইল, এই তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর যেই স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, সে নয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। এই নয় মাসের মধ্যে ঋতুস্রাব না হইলে তবে তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে। আর তিন মাস পূর্ণ করার পূর্বে যদি ঋতুস্রাব হয় তবে পুনরায় হায়য-এর ইদ্দত পালন শুরু করিবে। কিন্তু যদি হায়য আসার পূর্বে নয় মাস পূর্ণ হইয়া যায় তবে তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে। আর তৃতীয় মাসে উপনীত হইয়াছে এমন অবস্থায় যদি ঋতুস্রাব হয় তবে সে ইদ্দতের সময় পূর্ণ করিয়াছে। অন্য পক্ষে যদি তাহার ঋতুস্রাব না হয় তবে তিনমাস ইদ্দত পূর্ণ করিবে। তারপর অন্য স্বামীর রুজূ' করার অধিকার থাকিবে, কিন্তু যদি সে বায়েন তালাক দিয়া থাকে তবে আর রুজূ' করিতে পারিবে না।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সুন্নাত (নিয়ম হইল) এই যে, যদি কোন লোক তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার (রুজূ' করা) ইখতিয়ারও তাহার থাকে, এমতাবস্থায় স্ত্রী কিছু ইদ্দত পালন করিয়াছে। অতঃপর স্বামী তাহার প্রতি রুজূ' করিয়াছে এবং তাহাকে স্পর্শ করার পূর্বে পুনরায় তালাক দিয়াছে। তবে সেই স্ত্রী ইদ্দতের যাহা অতীত হইয়াছে উহার উপর ভিত্তি করিবে না বরং সে তাহাকে (দ্বিতীয়বার) তালাক দেওয়ার দিন হইতে নূতনভাবে ইদ্দত পালন করিবে, তাহার স্বামী এইরূপ করিয়া নিজের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহার আবশ্যক না থাকিলে স্ত্রীর দিকে রুজূ' করিয়া সে ভুল করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : স্ত্রী যদি ইসলাাম গ্রহণ করে তাহার স্বামী (তখনও) কাফের। তারপর স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করিল, তবে আমাদের নিকট ফয়সালা হইতেছে এই: ইদ্দতে থাকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহার স্বামী তাহার হকদার হইবে, আর যদি ইদ্দত শেষ হইয়া যায় তবে তাহার জন্য স্ত্রীকে পাওয়ার কোন পথ নাই। আর

যদি ইদ্দত সমাপ্তির পর তাহাকে বিবাহ করে তবে পূর্বে প্রদত্ত তালাক তালাক বলিয়া গণ্য হইবে না। এই ঘটনায় স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করাইয়াছে ইসলাম গ্রহণ, তালাক নহে।

(٢٦) باب ما جاء فى الحكمين

পরিচ্ছেদ ২৬ : পঞ্চায়েত বা সালিসের ব্যক্তিদ্বয়

٧٢ – وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ فِيْ الْحكَمَيْنَ ، اَلَّذِيْنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى – وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًامِنْ اَهْلِه وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا – إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا ، وَالْاِجْتِمَاعَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَحْسَنَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، أَنَّ الْحكَمَيْنَ يَجُوْزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِى الفُرْقَةِ ، وَالْاِجْتِمَاعِ.

রেওয়ায়ত ৭২

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আলী ইব্‌ন আবি তালীব (রা) হাকামান (حكين সালিসের ব্যক্তিদ্বয়) সম্পর্কে বলিয়াছেন (যাহাদের বিষয়ে) আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًامِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدًا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে তোমরা যদি বিবাদের আশংকা কর তবে স্বামীর পরিজন হইতে একজন এবং স্ত্রীর পরিজন হইতে একজন হাকাম (حكم ফয়সালাকারী, বিবাদ মীমাংসাকারী) প্রেরণ কর যদি তাহারা উভয়ে মীমাংসার ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ তাহাদের তওফীক দান করিবেন, আল্লাহ্ নিশ্চয় সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে অবহিত।

অর্থাৎ-তাহাদের হাতে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের বিচ্ছেদ ও মিলন–এই দুইয়ের সুযোগ রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : সালিসের ব্যক্তিদ্বয়ের ফয়সালা স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদ ও মিলনের ব্যাপারে প্রযোজ্য হইবে, ইহাই সর্বোত্তম যাহা আমি আলিম ব্যক্তিদের নিকট শুনিয়াছি।

(٢٧) باب يمين الرجل بطلاق مالم ينكح

পরিচ্ছেদ ২৭ : যাহাকে বিবাহ করা হয় নাই তাহাকে তালাক দেওয়ার কসম খাওয়া সম্পর্কে বর্ণনা

٧٣ – وَحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَابْنَ

شِهَابٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ : إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحُهَا ثُمَّ أَثِمَ ، إِنَّ ذٰلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ ، فِيْمَنْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ : إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيْلَةً أَوِ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيْ الرَّجُلِ يَقُوْلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ . وَكُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ . وَمَالُهُ صَدَقَةٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، فَحَنِثَ . قَالَ : أَمَّا نِسَاؤُهُ ، فَطَلَاقٌ كَمَا قَالَ . وَأَمَّا قَوْلُهُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ . فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا ، أَوْ قَبِيْلَةً أَوْ أَرْضًا أَوْ نَحْوَ هٰذَا ، فَلَيْسَ يَلْزَمُهُ ذٰلِكَ . وَلْيَتَزَوَّجْ مَا شَاءَ وَأَمَّا مَالُهُ فَلْيَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهِ .

রেওয়ায়ত ৭৩

মালিক (র) বলেন : তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা), আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা), সালিম ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ (র), কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র), ইব্‌ন শিহাব (র) এবং সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) তাঁহারা সকলেই বলিতেন : কোন লোক বিবাহের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কসম খাইলে তারপর কসম ভাঙ্গিলেও বিবাহ করার পর তালাক অবশ্যম্ভাবী হইবে।

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) বলিতেন, যে ব্যক্তি বলিয়াছে : যে কোন নারীকে আমি বিবাহ করি সে তালাকপ্রাপ্তা হইবে, যদি সে কোন গোত্রকে নির্দিষ্ট না করে অথবা কোন নারীকে নির্দিষ্ট না করে তবে তাহার উপর জরুরী হইবে না। মালিক (র) বলেন, ইহাই উত্তম যাহা আমি শুনিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে বলিল, তোমাকে তালাক এবং যে কোন নারীকে বিবাহ করি তাহাকেও তালাক এবং আমার মাল সব (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) সদকাস্বরূপ। যদি আমি অমুক অমুক কাজ না করি। পরে কসম ভাঙ্গিয়াছে (এবং সেই সেই কাজও করে নাই)। তিনি [মালিক (র)] বলেন : সে ব্যক্তির স্ত্রী তালাক হইয়া যাইবে যেমন সে বলিয়াছে, আর তাহার উক্তি : যে কোন নারীকে আমি বিবাহ করি উহার প্রতি তালাক, ইহার বিধান সে যদি কোন নারীকে অথবা গোত্রকে অথবা কোন স্থানকে অথবা এরূপ অন্য কিছুকে নির্দিষ্ট না করিয়া থাকে তবে এইরূপ কসমের দ্বারা তাহার উপর কিছুই বাধ্যতামূলক হইবে না, যত ইচ্ছা সে বিবাহ করিতে পারিবে। আর তাহার মালের এক-তৃতীয়াংশ সদকা করিয়া দিতে হইবে।

(٢٨) باب أجل الذى لا مسى امرأته

পরিচ্ছেদ ২৮ : স্ত্রীসহবাসে অক্ষম ব্যক্তিকে সময় প্রদান সম্পর্কে বিধান

٧٤ – **وَحَدَّثَنِي** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ ، سَنَةً . فَإِنْ مَسَّهَا ، وَإِلاَّ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .

রেওয়ায়ত ৭৪

সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) বলিতেন : যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিবাহ করিয়াছে এবং উহার সহিত সহবাস করার ক্ষমতা তাহার নাই, তবে তাহাকে এক বৎসর সময় দেওয়া হইবে। (এই সময়ের মধ্যে) যদি স্ত্রীর সহিত সহবাস করিতে পারে তবে মহিলাটি তাহার স্ত্রী থাকিবে, অন্যথায় উভয়কে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে।

٧٥ – **وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الأَجَلُ ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا اَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ.

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا ، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

রেওয়ায়ত ৭৫

মালিক (র) ইব্ন শিহাবের নিকট প্রশ্ন করিলেন, স্বামীকে কখন হইতে সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে? নির্জন বাস (خلوة) হইতে না (হাকিমের নিকট) বিষয় উপস্থাপিত হওয়ার সময় হইতে? তিনি বলিলেন, সময় দেওয়া হইবে হাকিমের নিকট মোকদ্দমা উপস্থাপনের দিন হইতে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে, অতঃপর সহবাসে অক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, এই ব্যক্তির জন্য কোন সময় নির্দিষ্ট করা এবং তাহাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো হইবে না। এই সম্পর্কে আমি (মালিক) কিছুই শুনি নাই, অর্থাৎ এই ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফকীহদের নিকট হইতে কোন রেওয়ায়ত বা সিদ্ধান্তের কথা তিনি শুনেন নাই।

(٢٩) باب جامع الطلاق

পরিচ্ছেদ ২৯ : তালাকের বিবিধ প্রসঙ্গ

٧٦ – **وَحَدَّثَنِي** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ ، أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، حِيْنَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا . وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .

রেওয়ায়ত ৭৬

ইব্‌ন শিহাব (র) বলিয়াছেন : আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি মুসলমান হইয়াছেন। তাঁহার দশটি বিবি ছিল। যখন তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে উহাদের মধ্য হইতে চারটিকে রাখিতে এবং অন্য সকলকে ত্যাগ করিতে নির্দেশ দিলেন।[১]

রেওয়ায়ত ৭৭

٧٧ – **وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَحُمَيْدَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَعُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كُلُّهُمْ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيْقَةً أَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتّٰى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَيَمُوْتُ عَنْهَا أَوْ يُطَلِّقُهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَإِنَّهَا تَكُوْنُ عِنْدَهُ عَلٰى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلٰى ذٰلِكَ ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا اَلَّتِيْ لَا اخْتِلَافَ فِيْهَا .

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন : আমি উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, যেই স্ত্রীকে তাহার স্বামী এক তালাক অথবা দুই তালাক দিয়াছে, তারপর ইদ্দতের সময় অতিবাহিত করিয়া হালাল হওয়া এবং দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা পর্যন্ত তাহাকে প্রথম স্বামী পরিত্যাগ করিয়া রাখিয়াছে, এমতাবস্থায় দ্বিতীয় স্বামী তাহাকে বিবাহ করার পর দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হওয়া অথবা সেই স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর প্রথম স্বামী পুনরায় সেই স্ত্রীকে বিবাহ করিয়াছে, তবে সেই স্ত্রী অবশিষ্ট (এক অথবা দুই) তালাকের অধিকারিণী হইয়া প্রথম স্বামীর স্ত্রীরূপে বহাল থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকটও মাস'আলার ফয়সালা এইরূপ, ইহাতে কোন মতানৈক্য নাই।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে যে সব স্ত্রীকে আগে বিবাহ করিয়াছে সেইরূপ চারজনকে রাখিয়া পরে যাহাদিগকে বিবাহ করিয়াছে সেইসব স্ত্রীকে ত্যাগ করিবে। — আওজাযুল মাসালিক

٧٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْأَحْنَفِ ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ ابْنِ الْخَطَّابِ . قَالَ : فَدَعَانِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ . فَجِئْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ . فَإِذَا سِيَاطٌ مَوْضُوْعَةٌ . وَإِذَا قَيْدَانِ مِنْ حَدِيْدٍ . وَعَبْدَانِ لَهُ قَدْ أَجْلَسَهُمَا . فَقَالَ : طَلِّقْهَا وَإِلاَّ ، وَالَّذِيْ يُحْلَفُ بِهِ ، فَعَلْتُ بِكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ : هِيَ الطَّلاَقُ أَلْفًا . قَالَ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ ، فَأَدْرَكْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ ، بِطَرِيْقِ مَكَّةَ . فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ كَانَ مِنْ شَأْنِيْ . فَتَغَيَّظَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ : لَيْسَ ذٰلِكَ بِطَلاَقٍ . وَإِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ . قَالَ فَلَمْ تُقْرِرْنِيْ نَفْسِيْ حَتَّى أَتَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ ، أَمِيْرٌ عَلَيْهَا . فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ كَانَ مِنْ شَأْنِيْ . وَبِالَّذِيْ قَالَ لِيْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . قَالَ فَقَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ : لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ . فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ . وَكَتَبَ إِلَى جَابِرِ بْنِ الْأَسْوَدِ الزُّهْرِيِّ ، وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ ، يَأْمُرُهُ أَنْ يُعَاقِبَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . وَأَنْ يُخَلِّيَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ أَهْلِيْ . قَالَ : فَقَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَجَهَّزَتْ صَفِيَّةُ ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، امْرَأَتِيْ ، حَتَّى أَدْخَلَتْهَا عَلَيَّ ، بِعِلْمِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . ثُمَّ دَعَوْتُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، يَوْمَ عُرْسِيْ ، لِوَلِيْمَتِيْ فَجَاءَنِيْ .

রেওয়ায়ত ৭৮

মালিক (র) হইতে বর্ণিত, আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর উম্মে ওয়ালাদ (ام ولد)-কে সাবিতুল আহ্নাফ (র) বিবাহ করিলেন। সাবিত বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমান ইব্ন যায়দ ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, আমি তাঁহার নিকট আসিলাম এবং তাঁহার সমীপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সেখানে কয়েকটি চাবুক ও দুইটি লৌহ শিকল (আর তাহার নিকটে রহিয়াছে) উপবিষ্ট তাঁহার দুইজন ক্রীতদাস। তারপর আমাকে বলিলেন, তুমি স্ত্রীকে তালাক দাও, নতুবা আল্লাহ্র কসম, আমি তোমাকে এইরূপ এইরূপ করিব (অর্থাৎ চাবুক মারিব ও শিকল পরাইব)। সাবিত বলিলেন : (চাপ দেখিয়া) আমি বলিলাম, এই স্ত্রীকে তালাক এক হাজার বার। তারপর সাবিত বলেন- আমি তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করিলাম।

মক্কার পথে আমি 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর সাক্ষাত পাইলাম, আমি তাঁহাকে আমার ব্যাপার অবহিত করিলাম। (শুনিয়া) 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা) রাগান্বিত হইলেন এবং বলিলেন : ইহা (কোন) তালাক নহে, তোমার স্ত্রী তোমার জন্য হারাম হয় নাই। তুমি তোমার স্ত্রী গ্রহণ কর, আমার মনে (কিন্তু) শান্তি আসিল না। তাই আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নিকট হাযির হইলাম। তিনি ছিলেন তখন মক্কার শাসনকর্তা। আমি তাঁহাকে বিষয়টি অবহিত করিলাম এবং আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) যাহা বলিয়াছেন তাহাও

জানাইলাম। (ঘটনা শ্রবণ করিয়া) আবদুল্লাহ্ ইব্ন যুবায়র (রা) আমাকে বলিলেন : তোমার স্ত্রী তোমার জন্য হারাম হয় নাই, তুমি তাহার দিকে রুজূ' কর। তিনি জাবির ইব্ন আসওয়াদ যুহরী (اسود) তৎকালীন মদীনার গভর্নরকে নির্দেশ দিয়া লিখিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুর রহমানকে শাস্তি দাও এবং সাবিতের স্ত্রীর সহিত তাহার মিলনের পথে বাধা অপসারিত কর। সাবিত বলেন : তখন আমি মদীনাতে যাই। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর পত্নী সফিয়্যা তাঁহার স্বামীর জ্ঞাতসারে আমার স্ত্রীকে সজ্জিত করিয়া আমার নিকট প্রেরণ করিলেন। অতঃপর আমি 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা)-কে ওয়ালীমার যিয়াফতে আমন্ত্রণ জানাইলাম। তিনি উহা গ্রহণ করেন এবং ওয়ালীমায় যোগদান করেন।

৭৯ - **وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَرَأَ –يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ –

قَالَ مَالِكُ : يَعْنِيْ بِذٰلِكَ ، أَنْ يُطَلِّقَ فِيْ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً .

রেওয়ায়ত ৭৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) পাঠ করিলেন :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ –

হে নবী, তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীগণকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর উহাদিগকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রারম্ভিক (সময়ের) প্রতি লক্ষ্য করিয়া।

মালিক (র) বলেন : প্রতি তুহরে (ঋতু হইতে পবিত্র থাকার সময়ে) একটি করিয়া তালাক দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য।

৮০ - **وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، كَانَ ذٰلِكَ لَهُ . وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ . فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا . حَتّٰى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا . ثُمَّ طَلَّقَهَا . ثُمَّ قَالَ : لاَ . وَاللّٰهِ ، لاَ اٰوِيْكِ إِلَيَّ وَلاَ تَحِلِّيْنَ أَبَدًا . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى – اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ – فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقُ جَدِيْدًا مِنْ يَوْمَئِذٍ . مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ .

রেওয়ায়ত ৮০

হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন (পূর্বে নিয়ম ছিল) স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে উহার দিকে রুজূ' করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তির ছিল, যদিও স্ত্রীকে হাজার তালাক দিয়া থাকে। এক ব্যক্তি নিজের স্ত্রীকে তালাক দিল। যখনই ইদ্দত সমাপ্তির প্রান্তে পৌঁছিয়াছে তখন স্বামী তাঁহার দিকে রুজূ' করিল। তারপর আবার তালাক দিল, অতঃপর সে বলিল : আমি

তোমাকে আর কখনও আমার নিকট আশ্রয় দিব না, আমার জন্য তুমি কখনও হালাল হইবে না। তারপর আল্লাহ তা'আলা (আয়াত) নাযিল করিলেন :

اَلطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ

অর্থাৎ -এই তালাক দুই বার। অতঃপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রাখিয়া দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করিয়া দিবে।

সেই দিন হইতে লোকেরা নূতনভাবে গণনা আরম্ভ করিল, যাহারা (ইতিপূর্বে) তালাক দিয়াছিল তাহারাও এবং যাহারা তালাক দেয় নাই তাহারাও।

٨١ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِيِّ ، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا . وَلاَ يُرِيْدُ إِمْسَاكَهَا . كَيْمَا يُطَوِّلُ ، بِذٰلِكَ ، عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا . فَأَنْزَلَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ - يَعِظُهُمُ اللّٰهُ بِذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৮১

সওর ইব্ন যায়দ দীলি (র) হইতে বর্ণিত - লোকে স্ত্রীর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে এবং ইদ্দতকে তাহার উপর দীর্ঘ করার জন্য তালাক দিয়া পুনরায় উহার দিকে রুজূ' করিত অর্থাৎ তাহার সেই স্ত্রীর কোন আবশ্যক নাই এবং উহাকে রাখার কোন ইচ্ছা নাই। তাই আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করিয়াছেন :

وَلاَ تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوْا وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ .

অর্থাৎ -কিন্তু অন্যায়রূপে তাহাদের (স্ত্রীদের) ক্ষতি করিয়া সীমালংঘন উদ্দেশ্যে তাহাদেরকে তোমরা আটকাইয়া রাখিও না। যে এইরূপ করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে।

আল্লাহ তাহাদিগকে উপদেশ দিতেছেন ইহার দ্বারা।

٨٢ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ ؟ فَقَالاَ : إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ . وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذٰلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَايُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذٰلِكَ، أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا.

রেওয়ায়ত ৮২

মালিক (র) বলেন : তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যিব এবং সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) তাহাদের উভয়কে নেশাগ্রস্ত (মাতাল) ব্যক্তির তালাক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। উভয়ে উত্তর দিলেন, নেশাগ্রস্ত মাতাল ব্যক্তি তালাক দিলে তাহার তালাক বৈধ হইবে। সে কোন ব্যক্তিকে হত্যা করিলে (কিসাসস্বরূপ) তাহাকেও হত্যা করা হইবে।

মালিক (র) বলেন, এই ফতোয়াই আমাদের নিকট গৃহীত বা সর্বাধিক সংগত।[১]

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যিব (র) বলিতেন : স্ত্রীর খোরপোশ দিতে স্বামী অক্ষম হইলে তাহাদের উভয়কে পৃথক করিয়া দেওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন, আমাদের শহরের আলিম সমাজকে আমি এই মাস'আলার উপর (এইরূপ ফতোয়া দিতে ও আমল করিতে) দেখিয়াছি।

(٣٠) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

পরিচ্ছেদ ৩০ : স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা — তাহার ইদ্দতের বিবরণ

٨٣ – **حَدَّثَنِي** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ يُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اٰخِرَ الْأَجَلَيْنِ . وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ . فَدَخَلَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلٰى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهَا عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ . فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْاٰخَرُ كَهْلٌ . فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الشَّيْخُ : لَمْ تَحِلِّيْ بَعْدُ . وَكَانَ أَهْلُهَا غَيَبًا . وَرَجَاءَ ، إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا ، أَنْ يُؤْثِرُوْهُ بِهَا . فَجَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ .

রেওয়ায়ত ৮৩

আবূ সালমা ইব্ন 'আবদির রহমান (র) বলেন : 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন স্ত্রীলোক সম্বন্ধে, যে অন্তঃসত্ত্বা ও তাহার স্বামী ইন্তিকাল করিয়াছে। ইব্ন আব্বাস (রা) উত্তরে বলিলেন : চার মাস দশ দিন এবং সন্তান প্রসব করা। নির্ধারিত এতদুভয় সময়ের মধ্যে যে সময় দীর্ঘ সে সময় ইদ্দতের সময় বলিয়া বিবেচিত হইবে।[২]

---

১. হানাফী মতে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির তালাক প্রযোজ্য নহে। ইব্ন আব্বাস, ইকরামা, জাবির ইব্নে যায়দ (রা) হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে।

২. অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত ৪ মাস ১০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে যদি স্ত্রী সন্তান প্রসব করে তবে ৪ মাস ১০ দিন পূর্ণ করিবে। আর যদি ৪ মাস ১০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও সন্তান প্রসব না করে তবে সে ইদ্দত পালন করিবে সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত।
— আওজাযুল মাসালিক

আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন : সন্তান প্রসব করিলে সে অন্যের জন্য হালাল হইবে। অতঃপর সালমা ইব্ন 'আবদির রহমান নবী (সা)-এর পত্নী উম্মে সালমা (রা)-এর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার নিকট এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিলেন। উম্মে সালমা (রা) বলিলেন : সুবাইয়া[১] আসলামিয়া (রা) তাহার স্বামীর ওফাতের অর্ধমাস পর সন্তান প্রসব করিলেন। ইহার পর দুই ব্যক্তি তাহাকে বিবাহ করার প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। তাহাদের একজন যুবক ও অপর জন হইতেছে আধাবয়সী, তিনি যুবকের (প্রস্তাবের) দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। আধাবয়সী (প্রস্তাবকারী) বলিলেন : তুমি এখন হালাল হও নাই। সুবাইয়ার পরিজন ছিল অনুপস্থিত। তাই তিনি আশা করিলেন যে, তাহারা আসিলে সুবাইয়া-(এর বিবাহ) সম্পর্কে তাহারা আধা বয়সী প্রস্তাবকারীকে অগ্রাধিকার দিবেন। সুবাইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট তাহার ব্যাপার উল্লেখ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উত্তর দিলেন : তুমি হালাল হইয়া গিয়াছ, যাহাকে ইচ্ছা তুমি বিবাহ করিতে পার।

٨٤ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ . فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيْرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ ، لَحَلَّتْ .

রেওয়ায়ত ৮৪

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী সম্পর্কে, যাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন : সন্তান প্রসব করিলে সে হালাল হইয়া যাইবে। তাঁহার নিকট উপস্থিত জনৈক আনসারী তাঁহাকে খবর দিলেন যে, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন : যদি সে প্রসব করে (অথচ) তাহার স্বামী এখনও খাটে, তাহাকে এখনও দাফন করা হয় নাই, তবু সে হালাল হইয়া গিয়াছে।

٨٥ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنِ الْمِسْوَرِبْنِ مُخْرَمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنْ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَةَ نُفِسَتْ بَعْدُ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ . فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ

রেওয়ায়ত ৮৫

হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, মিসওয়ার ইব্ন মাখ্রামা (রা) তাঁহার নিকট বলিয়াছেন : সুবাইয়া আসলামিয়া তাঁহার স্বামীর ওফাতের কয়েক রাত্র পর সন্তান প্রসব করিলেন।

১. সুবাইয়া হইতেছেন হারিসের কন্যা এবং সাদ ইব্ন খাওলা (রা)-এর স্ত্রী। আল্লামা আইনী (র) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি ইসলাম গ্রহণকারী মহিলাদের মধ্যে প্রথম মহিলা।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন : তুমি হালাল হইয়া গিয়াছ, এখন যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পার।

٨٦ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، اخْتَلَفَا فِي الْمَرْأَةِ تُنْفَسُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ . فَقَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ إِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ حَلَّتْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : آخِرَ الْأَجَلَيْنِ . فَجَاءَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِيْ . يَعْنِيْ أَبَا سَلَمَةَ . فَبَعَثُوْا كُرَيْبًا مَوْلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُهَا عَنْ ذَالِكَ . فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهَا قَالَتْ : وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدُ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ . فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ قَدْ حَلَلْتِ فَانْكِحِيْ مَنْ شِئْتِ .

قَالَ مَالِكُ : وَهٰذَا الْأَمْرُ الَّذِيْ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ عِنْدَنَا.

রেওয়ায়ত ৮৬

সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস এবং আবূ সালমা ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন আউফ (র) তাঁহারা উভয়ে মতানৈক্য করিলেন সেই স্ত্রী সম্পর্কে, যে স্ত্রী স্বামীর ওফাতের কয়েক রাত্রি পর সন্তান প্রসব করিয়াছে। আবূ সালমা (র) বলিলেন : তাহার পেটে যাহা রহিয়াছে (অর্থাৎ সন্তান) যখন উহা প্রসব করিল তখন সে হালাল হইয়া গেল। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন : দুই নির্দিষ্ট সময় (চার মাস দশ দিন ও সন্তান প্রসব)-এর সর্বশেষ সময়ই তাঁহার হালাল হওয়ার সীমা। (ইতিমধ্যে) আবূ হুরায়রা (রা) আসিলেন ও বলিলেন : আমি আমার ভাতিজা অর্থাৎ আবূ সালমা আবদির রহমানের সহিত একমত। তারপর তাঁহারা সকলে আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস কর্তৃক আযাদ ক্রীতদাস কুরাইব (র)-কে নবী (সা)-র পত্নী উম্মে সালমা (রা)-কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য প্রেরণ করিলেন। তিনি (প্রশ্ন উত্তর লইয়া) তাঁহাদের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাদের জানাইলেন যে, তিনি (উম্মে সালমা) (রা) বলিয়াছেন : সুবাইয়া আসলামিয়া তাহার স্বামীর ওফাতের কয়েক রাত্রি পর সন্তান প্রসব করিলেন এবং এই ব্যাপার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তুমি হালাল হইয়াছ, এখন যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পার।

মালিক (র) বলেন : এই ব্যাপারে মাস'আলা অনুরূপ, যাহার উপর আমাদের শহরের (মদীনার) উলামাগণ এই মতের উপরই রহিয়াছেন।

(٣١) باب مقام المتوفى عنها زوجها فى بيتها حتى تحل

পরিচ্ছেদ ৩১ : যাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে তাহার জন্য ইদ্দত পালনার্থে নিজ গৃহে অবস্থান করা

٨٧ – وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ، وَهِيَ أُخْتُ أَبِيْ

سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ، أَخْبَرَتْهَا : أَنَّهَا جَاءَتْ إِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَسْأَلُهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا فِيْ بَنِيْ خُدْرَةَ . فَإِنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِيْ طَلَبِ أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوْا حَتّٰى إِذَا كَانُوْا بِطَرَفِ الْقُدُوْمِ لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوْهُ . قَالَتْ : فَسَأَلْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِيْ فِيْ بَنِيْ خُدْرَةَ . فَإِنَّ زَوْجِيْ لَمْ يَتْرُكْنِيْ فِيْ مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ وَلاَ نَفَقَةٍ قَالَتْ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «نَعَمْ» قَالَتْ فَانْصَرَفْتُ . حَتّٰى إِذَا كُنْتُ فِيَ الْحِجَرَةِ نَادَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَوْ أَمَرَ بِيْ فَنُوْدِيْتُ لَهُ فَقَالَ «كَيْفَ قُلْتِ» فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الَّتِيْ ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَانِ زَوْجِيْ . فَقَالَ «امْكُثِيْ فِيْ بَيْتِكِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ» قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ فِيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا . قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ ، أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِيْ عَنْ ذٰلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ . فَاتَّبَعَهُ وَقَضٰى بِهِ .

রেওয়ায়ত ৮৭

যায়নাব বিন্‌ত কা'ব ইব্‌ন উজরাহ (রা)[১] হইতে বর্ণিত, আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর ভগ্নী ফুরাইয়া বিন্‌ত মালিক ইব্‌ন সিনান (রা) তাঁহাকে খবর দিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সমীপে বনী খুদরায় তাঁহার পরিজনের নিকট চলিয়া যাওয়ার (অনুমতি সম্পর্কে) সওয়াল করার জন্য উপস্থিত হইলেন, কারণ তাঁহার স্বামী কয়েকটি পলাতক ক্রীতদাসের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। যখন (মদীনা হইতে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত) কাদুম নামক স্থানের কাছে পৌঁছিয়া উহাদিগকে পাইলেন। তখন ক্রীতদাসরা তাঁহাকে হত্যা করিল। ফুরাইয়া বলেন : অতঃপর আমি বনী খুদরাতে আমার পরিজনের নিকট ফিরিয়া যাওয়ার বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন করিলাম এবং বলিলাম, আমার স্বামী তাঁহার মালিকানাধীন কোন গৃহ আমার জন্য রাখিয়া যান নাই এবং কোন খোরপোশেরও ব্যবস্থা করিয়া যান নাই। ফুরাইয়া বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : হ্যাঁ, (তুমি তোমার পরিজনের নিকট যাইতে পার)। ফুরাইয়া বলেন, আমি ফিরিয়া আসিয়া আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছি। এমন সময় আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবার আহ্বান করিলেন অথবা আহ্বান করিতে নির্দেশ দিলেন। আমি তাঁহার আহ্বানে উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, তুমি কি বলিয়াছিলে (পুনরায় বল)। আমার স্বামীর যে ঘটনা আমি তাঁহার নিকট উল্লেখ করিয়াছিলাম পুনরায় সেই ঘটনা বর্ণনা করিলাম। (ঘটনা শ্রবণ করার পর) তিনি বলিলেন : তোমার গৃহেই অবস্থান কর ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত। ফুরাইয়া বলেন : আমি ইহার পর সেই গৃহে চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিলাম। তিনি বলেন : উসমান ইব্‌ন আব্বাস (রা) আমার নিকট লোক

১. কেউ কেউ যায়নাবকে তাবেয়ী বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। — আওজাযুল মাসালিক

প্রেরণ করিলে আমি তাঁহাকে ঐ ঘটনার খবর দিলাম। তিনি উহা অনুসরণ করিলেন এবং সেই মুতাবিক ফয়সালাও দিলেন।

٨٨ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ .

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَا السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوُفِّي . وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَتْ لَهُ وَفَاةَ زَوْجِهَا . وَذَكَرَتْ لَهُ حَرْثًا لَهُمْ بِقَنَاةٍ . وَسَأَلَتْهُ هَلْ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَبِيْتَ فِيْهِ ؟ فَنَهَاهَا عَنْ ذٰلِكَ . فَكَانَتْ تَخْرُجُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ سَحَرًا . فَتُصْبِحُ فِي حَرْثِهِمْ ، فَتَظَلُّ فِيْهِ يَوْمَهَا ثُمَّ تَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ إِذَا أَمْسَتْ فَتَبِيْتُ فِي بَيْتِهَا.

রেওয়ায়ত ৮৮

সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে (উক্ত স্ত্রী ইদ্দত পালনরত ছিল) এইরূপ স্ত্রীদিগকে বাইদা নামক স্থান হইতে ফেরত পাঠাইতেন এবং হজ্জ হইতে বিরত রাখিতেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সায়িব ইব্ন কুবাব (রা) ইন্তিকাল করিলেন। তাঁহার স্ত্রী আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ উল্লেখ করিলেন, আর কানাত নামক স্থানে তাঁহার স্বামীর একটি শস্যক্ষেত্রের বিষয় তাঁহার নিকট উল্লেখ করিলেন এবং ইহা জানিতে চাহিলেন তাহার জন্য সেই শস্যক্ষেত্রে রাত্রি যাপন করা বৈধ কিনা? তিনি উহা হইতে তাহাকে বারণ করিলেন। তাই তিনি মদীনা হইতে রাত্রির শেষ ভাগে বাহির হইতেন, ফজরে ক্ষেতে পৌঁছিয়া যাইতেন, পূর্ণ দিন তথায় অবস্থান করিয়া সন্ধ্যায় আবার মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিতেন এবং আপন গৃহে রাত্রি যাপন করিতেন।

٨٩ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ، فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا تَنْتَوِيْ حَيْثُ انْتَوَى أَهْلُهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ৮৯

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিতেন, গ্রামাঞ্চলের স্ত্রীলোক যাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে সে আপন পরিজন যেই স্থানে অবস্থান করে সেই স্থানে অবস্থান করিবে। [মালিক (র) বলিলেন : আমাদের নিকটও ফয়সালা অনুরূপ]।

৯০ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تَبِيْتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ ، إِلاَّ فِيْ بَيْتِهَا .

রেওয়ায়ত ৯০

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) বলিতেন : যে নারীর স্বামী ওফাত পাইয়াছে সে এবং যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হইয়াছে সেই স্ত্রীলোক আপন স্বামীর গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করিবে না।

(٣٢) باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها

পরিচ্ছেদ ৩২ : উম্মে ওয়ালাদ-এর ইদ্দত তাহার কর্তার মৃত্যু হইলে

৯১- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ : إِنَّ يَزِيْدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَبَيْنَ نِسَائِهِمْ وَكُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدِ رِجَالٍ هَلَكُوْا . فَتَزَوَّجُوْهُنَّ بَعْدَ حَيْضَةٍ أَوْ حَيْضَتَيْنِ . فَفَرَّقَ بَيْنَهُمْ حَتَّى يَعْتَدُّوْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : سُبْحَانَ اللهِ ، يَقُوْلُ اللهُ فِيْ كِتَابِهِ - وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا- مَا هُنَّ مِنَ الْأَزْوَاجِ .

রেওয়ায়ত ৯১

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) বলেন : আমি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদকে বলিতে শুনিয়াছি, ইয়াযিদ ইব্‌ন 'আবদিল মালিক (র) কতিপয় পুরুষ ও তাহাদের স্ত্রীদের মধ্যে বিচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন। সেই স্ত্রীগণ ছিল কতিপয় লোকের উম্মে ওয়ালাদ। তাহারা (উহাদের কর্তারা) ইন্তিকাল করিয়াছেন ; অতঃপর এক হায়য অথবা দুই হায়য-এর পর তাহাদিগকে (উপরিউক্ত লোকগুলি) বিবাহ করে তাই তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করানো হইয়াছে যেন তাহারা চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করে। কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ বলিলেন, সুবহানাল্লাহ্ ! আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবে ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا-الاية

"তোমাদের মধ্যে সপত্নীক অবস্থায় যাহাদের মৃত্যু আসন্ন তাহারা যেন তাহাদের স্ত্রীদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া তাহাদের এক বৎসরের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করে। (অথচ) উম্মে ওয়ালাদগণ পত্নী নহে।"

٩٢- وَحَدَّثَنِيْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، حَيْضَةٌ .

وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، حَيْضَةٌ

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ تَحِيْضُ ، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ .

রেওয়ায়ত ৯২

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিয়াছেন, উম্মে ওয়ালাদ-এর মৃত্যু হইলে তাহার ইদ্দত হইতেছে এক হায়য।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলিতেন, উম্মে ওয়ালাদ-এর কর্তার মৃত্যু হইলে তাহার ইদ্দত হইবে এক হায়য।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকটও মাস্'আলা এইরূপ।

মালিক (র) বলেন, উম্মে ওয়ালদ-এর যদি ঋতুস্রাব না হয় তবে তাহার ইদ্দত হইবে তিন মাস।

(٣٣) باب عدة الأمة إذا توفي سيد ها أو زوجها

পরিচ্ছেদ ৩৩ : বাঁদীর ইদ্দত- যদি তাহার কর্তা কিংবা স্বামীর মৃত্যু হয়

٩٣- وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سَعِيْدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَا يَقُوْلَانِ : عِدَّةُ الْأَمَةِ ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ .

রেওয়ায়ত ৯৩

মালিক (র) বলেন, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) তাঁহারা উভয়ে বলিতেন : ক্রীতদাসীর স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার ইদ্দত হইবে দুই মাস ও পাঁচ রাত্রি।

মালিক (র) ইব্ন শিহাব হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

٩٤- وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِك ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلاَقًا لَمْ يَبُتَّهَا فِيْهِ ، لَهُ عَلَيْهَا فِيْهِ الرَّجْعَةُ ، ثُمَّ يَمُوْتُ وَهِىَ فِىْ عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ : إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ . وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ ، حَتّٰى يَمُوْتُ ، وَهِىَ فِىْ عِدَّتِهَا مِنْ طَلاَقِهِ ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا . أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا . وَذٰلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ . فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ৯৪

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাস (স্বামী) ক্রীতদাসী (স্ত্রী)-কে এমন তালাক দিল যাহা বাইন নহে এবং উহাতে স্ত্রীর দিকে রুজূ করার ইখতিয়ার আছে। তারপর তাহার মৃত্যু ঘটিল এবং স্ত্রী তখন তালাকের ইদ্দত পালন করিতেছে, তবে সে যে ক্রীতদাসীর স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে তাহার মতো ইদ্দত পালন করিবে, আর ইহা দুই মাস পাঁচ রাত্রি। আর যদি তাহাকে মুক্তি দান করা হয় তাহার স্বামীর রুজূ করার ক্ষমতা থাকাবস্থায়, তারপর তাহার স্বামীর মৃত্যুকাল পর্যন্ত সে স্বামী হইতে বিচ্ছেদ গ্রহণ করে নাই এবং সে তখনও তালাকের ইদ্দতে রহিয়াছে, তবে সে (ক্রীতদাসী) আযাদ মহিলার মতো (যাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে) চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করিবে। ইহা এইজন্য যে, আযাদ হওয়ার পর তাহার উপর (স্বামীর) ওফাতের ইদ্দত বর্তাইয়াছে। তাই তাহার ইদ্দত হইবে আযাদ স্ত্রীর ইদ্দতের মতো।

[মালিক (র) বলেন : ইহাই আমাদের নির্ধারিত মত।]

(٣٤) باب ماجاء فى العزل

পরিচ্ছেদ ৩৪ : আযল[১]-এর বর্ণনা

٩٥- وَحَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ ، أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ ، فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِىَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَقَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىّ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ بَنِى الْمُصْطَلَقِ . فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْىِ الْعَرَبِ . فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ . وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ . وَاَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ . فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ . فَقُلْنَا

১. সহবাসের সময় বাহিরে বীর্যপাত করাকে 'আযল' বলা হয়। আযল সম্পর্কে সাহাবী এবং তাহাদের পরবর্তী আলিমদের মধ্যে বিভিন্ন মত রহিয়াছে। জাবির ইব্‌ন আব্বাস, সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস, যায়দ ইব্‌ন সাবিত, ইব্‌ন মাসউদ (রা) প্রমুখ সাহাবী আযল বৈধ বলিয়া মত পোষণ করেন। ইব্‌ন মুসায়্যাব, তাউস, আতানায়'য়ী, মালিক, শাফিঈ (র) প্রমুখ তাবেয়ী ও ইমাম আযলের অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

: نَعْزِلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ ؟ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذٰلِكَ . فَقَالَ « مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوْا . مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهِيَ كَائِنَةٌ . »

রেওয়ায়ত ৯৫

ইব্‌ন মুহায়রিয (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি মসজিদে প্রবেশ করিলাম। আমি (তথায়) আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে দেখিতে পাইলাম এবং আমি তাঁহার নিকট বসিলাম ও তাঁহাকে 'আযল' সম্পর্কে প্রশ্ন করিলাম। (উত্তরে) আবূ সাঈদ খুদরী (রা) বলিলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত 'বনী মুস্তালিক' যুদ্ধে বাহির হইলাম। আমরা (সেই যুদ্ধে) কিছু সংখ্যাক আরবী যুদ্ধবন্দিনী লাভ করিলাম। (এইদিকে) নারীর প্রতি আমাদের প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল, স্ত্রী সংশ্রব হইতে দূরে থাকা আমাদের জন্য কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। (অপরদিকে) উহাদের মূল্য পাইতেও আমরা আগ্রহী। তাই আমরা (তাহাদের সহিত) আয্‌ল করার ইচ্ছা করিলাম। আমরা বলিলাম, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের মধ্যে বিরাজমান ; তাঁহার কাছে জিজ্ঞাসা করার পূর্বে আমরা আযল করিব (ইহা কিরূপে হয়)। আমরা এই বিষয়ে তাহার নিকট প্রশ্ন করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা না করিলে তোমাদের কোন ক্ষতি নাই। কিয়ামত দিবস পর্যন্ত যত প্রাণীর জন্ম অবধারিত উহা অবশ্যই অস্তিত্বে আসিবে।

٩٦– **وَحَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ ابْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ .

রেওয়ায়ত ৯৬

সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাসের ছেলে আমির ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেন যে, সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা) আযল করিতেন।

٩٧– **وَحَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْ النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنِ بْنِ أَفْلَحَ، مَوْلَى أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ .

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) ইহাকে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যদি কেহ আযল করিয়াছে বলিয়া আমি জানি তবে তাহাকে শাস্তি দিব। উমর (রা) তাঁহার কোন পুত্রকে আযল করার কারণে শাস্তি দিয়াছেন। উসমান (রা)-ও আযলকে পছন্দ করিতেন না। আবূ উসামা (রা) বলেন : কোন মুসলমান আযল করে বলিয়া আমি মনে করি না। আলী (রা) আযলকে পছন্দ করিতেন না বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাকিম ইব্‌ন হাজর (র) বর্ণনা করেন যে, ইব্‌ন হাযম (র) আযলকে হারাম জানিতেন। কেননা হাদীস শরীফে ইহাকে গুপ্ত হত্যা বলা হইয়াছে। হাদীসটি 'মুসলিম'-এ বর্ণিত হইয়াছে। আযল নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ বর্ণনায় আলিমগণ বলিয়াছেন : ইহাতে স্ত্রীর হক নষ্ট করা হয় এবং বংশ বৃদ্ধি রোধ করা হয় অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বংশ বৃদ্ধির প্রতি উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছেন : অধিক ভালবাসে এবং অধিক সন্তান জন্ম দেয় সেরূপ স্ত্রীকে বিবাহ কর। কারণ আমি আমার উম্মতের আধিক্যের উপর গর্ব করিব।— আবূ দাউদ অন্য কারণ আযল করাতে তকদীরকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা হয়। — আওজাযুল মাসালিক

রেওয়ায়ত-৯৭

আবূ আইয়ূব আনসারী (রা)-এর উম্মে ওয়ালাদ বর্ণনা করেন যে, আবূ আইয়ূব আনসারী (রা) আযল করিতেন।

৯৮- **وَحَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَعْزِلُ . وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ .

রেওয়ায়ত ৯৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) আযল করিতেন না এবং তিনি উহাকে মাকরূহ তাহ্রীমা জানিতেন।

৯৯- **وَحَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيْدِ الْمَازِنِيِّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ عُمَرَ و بْنِ غَزِيَّةَ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ . رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ . فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيْدٍ . إِنَّ عِنْدِيْ جَوَارِيَ لِيْ ، لَيْسَ نِسَائِي الأَتِيْ أُكِنَّ بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ . وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يَعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلُ مِنِّيْ . أَفَأَعْزِلُ ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ . قَالَ فَقُلْتُ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ . قَالَ : أَفْتِهِ . قَالَ فَقُلْتُ : هُوَ حَرْثُكَ . إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ . وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ . قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذٰلِكَ مِنْ زَيْدٍ . فَقَالَ زَيْدٌ : صَدَقَ .

রেওয়ায়ত ৯৯

হাজ্জাজ ইব্ন আমর ইব্ন গাযিয়্যা[১] (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর নিকট বসা ছিলেন। (ইতিমধ্যে) ইয়ামানের বাসিন্দা ইব্ন ফাহ্দ (জনৈক ব্যক্তি) তাঁহার নিকট আসিল এবং বলিল, হে আবূ সাঈদ, আমার নিকট কয়েকটি বাঁদী এমন রহিয়াছে যে, আমার স্ত্রীগণ উহাদের তুলনায় আমার নিকট বেশি পছন্দনীয় নহে।

আমার দ্বারা উহাদের প্রত্যেকে অন্তঃসত্ত্বা হউক ইহা আমি পছন্দ করি না। তবে আমি আযল করিতে পারি কি? যায়দ বলিলেন, হে হাজ্জাজ; তুমি ফতোয়া দাও; আমি বলিলাম, আল্লাহ্ আপনাকে মাফ করুন, আমরা আপনার নিকট ইল্ম শিক্ষার জন্য বসি। তিনি বলিলেন : হে হাজ্জাজ! ফতোয়া বলিয়া দাও। হাজ্জাজ বলিলেন : তারপর আমি বলিলাম-উহা তোমার ক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছা, তুমি উহাতে পানি সিঞ্চন কর অথবা উহাকে পিপাসিত ও শুষ্ক করিয়া রাখ। তিনি বলেন, আমি ইহা যায়দ হইতে শুনিয়াছি। অতঃপর যায়দ বলিলেন, (হাজ্জাজ) সত্য বলিয়াছে।

---

১. কেহ কেহ তাঁহাকে তাবেয়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

١٠٠ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسِ الْمَكِّيِّ ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيْفٌ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ . فَقَالَ : أَخْبِرِيهِمْ . فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ فَقَالَ : هُوَ ذٰلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ . يَعْنِيْ أَنَّهُ يَعْزِلُ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَعْزِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ . إِلاَّ بِإِذْنِهَا . وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا . وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ ، فَلاَ يَعْزِلُ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ .

রেওয়ায়ত ১০০

যফীফ (র) হইতে বর্ণিত, ইব্‌ন আব্বাস (র)-কে প্রশ্ন করা হইল আযল সম্পর্কে। তিনি তাঁহার জনৈকা দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন-ইহাদিগকে বাতলাইয়া দাও। দাসী লজ্জাবোধ করিল। ইব্‌ন আব্বাস বলিলেন : ইহা তাহাই (অর্থাৎ আযল করা মুবাহ) আমিও উহা করিয়া থাকি অর্থাৎ তিনিও আযল করেন।

মালিক (র) বলেন : আযাদ স্ত্রীলোকের ব্যাপারে কোন ব্যক্তি তাহার অনুমতি ছাড়া উহার সহিত আযল করাতে কোন দোষ নাই, আর কোন ব্যক্তি কোন গোত্রের দাসীকে বিবাহ করিলে তবে সেই গোত্রের লোকের অনুমতি ছাড়া সেই দাসীর সহিত আযল করিবে না।

باب ما جاء فى الاحداد

পরিচ্ছেদ ৩৫ : শোক পালনের ব্যাপারে করণীয় বিষয়ের বর্ণনা

١٠١– وَحَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هٰذِهِ الْأَحَادِيْثَ الثَّلاَثَةَ . قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَبُوْهَا أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ . فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ بِطِيْبٍ فِيْهِ صُفْرَةٌ خُلُوْقٌ أَوْ غَيْرُهُ . فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً . ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللّٰهِ مَالِي بِالطِّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ . إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

রেওয়ায়ত ১০১

যয়নাব বিন্‌ত আবূ সালমা (র) নাফি' (র)-এর নিকট তিনটি হাদীস বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে হাবীবা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিলাম, যখন তাঁহার পিতা আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) ইন্তিকাল করেন, তখন তিনি হলুদ বর্ণের কিছু সুগন্ধি চাহিলেন। খুলূক-حلوق [পাঁচ

মিশালী খোশবু যাহাতে কয়েক প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্যের সংমিশ্রণ রহিয়াছে যাফরান উহাদের অন্যতম ।] ছিল বা অন্য কোন সুগন্ধি। তিনি উহা তাঁহার বাঁদীকে লাগাইলেন। তারপর তাঁহার গণ্ডদ্বয়ে (খোশবু মাখা) হাত বুলাইলেন, অতঃপর বলিলেন : আল্লাহ্র কসম! আমার সুগন্ধির কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এমন নারীর পক্ষে কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন রাত্রির বেশি শোক পালন করা হালাল নহে। তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন (শোক পালন করিবে)।

١٠٢- قَالَتْ زَيْنَبُ : ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ . زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ تُوُفِّيَ أَخُوْهَا . فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ . ثُمَّ قَالَتْ : وَاللّٰهُ مَالِيْ بِالطِّيْبِ حَاجَةٌ . غَيْرَ أَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا » .

রেওয়ায়ত ১০২

যয়নাব বলেন : আমি অতঃপর নবী করীম (সা)-র সহধর্মিণী যয়নাব বিন্ত জাহশ-এর নিকট আগমন করিলাম, যখন তাঁহার ভাই-এর ওফাত হইল তখন। তিনি খোশবু আনাইলেন এবং উহা হইতে স্পর্শ করিলেন, তারপর বলিলেন : কসম আল্লাহ্র! আমার কোন খোশবুর আবশ্যকতা নাই, কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরের উপর বলিতে শুনিয়াছি, আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এমন কোন নারীর জন্য তিন রাত্রির অতিরিক্ত কোন মৃত ব্যক্তির জন্য শোক পালন করা হালাল নহে। তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন শোক পালন করিবে।

١٠٣- قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمِّيْ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَتِيْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا . وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا . أَفَتَكْحُلُهُمَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « لاَ » مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا . كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ « لاَ » ثُمَّ قَالَ « إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ . »

قَالَ حُمَيْدُ بْنُ نَافِعٍ . فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِيْ بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا. وَلَمْ تَمَسَّ طِيْبًا وَلاَ شَيْئًا حَتّٰى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ . ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ . حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ

طَيْرٍ . فَتَفْتَضُّ بِهِ . فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ . ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعْرَةً فَتَرْمِيْ بِهَا . ثُمَّ تَرَاجِعُ ، بَعْدَ مَاشَاءَتْ مِنْ طِيْبٍ أَوْ غَيْرِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْحَفْشِ الْبَيْتِ الرَّدِئُ. وَتَفْتَضُ تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا كَالنُّشْرَةِ .

রেওয়ায়ত ১০৩

যয়নাব বলেন, আমি আমার মাতা নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার কন্যার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, তাহার চক্ষুতে ব্যথা, আমি কি তাহার চক্ষুতে সুরমা লাগাইতে পারি? (উত্তরে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : না, দুইবার অথবা তিনবার বলিলেন; প্রতিবার এইরূপ 'না' বলিলেন। অতঃপর বলিলেন : ইদ্দত হইতেছে চার মাস দশ দিন। জাহিলিয়্যা যুগে তোমাদের প্রথা ছিল, একজন এক বৎসর পূর্ণ হইলে উটের মল ছুঁড়িয়া মারিত। হুমায়িদ ইব্ন নাফি' বলেন : আমি যয়নাবকে বলিলাম, এক বৎসর পূর্ণ হইলে উটের মল কেন ছুড়িয়া মারিত ? যয়নাব (রা) বলিলেন, কোন মেয়েলোকের স্বামীর মৃত্যু হইলে (নিয়ম এই ছিল যে,) সে একটি কুঠরিতে প্রবেশ করিত এবং নিকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিত, খোশবু এবং এই জাতীয় কোন (সাজ-সজ্জার কোন কিছু) বস্তু স্পর্শ করিত না। এইভাবে এক বৎসর অতিবাহিত হইলে পর তাহার নিকট উপস্থিত করা হইত চতুষ্পদ জন্তু গাধা, বকরী অথবা কোন পাখী এবং উহা দ্বারা (তাহার লজ্জাস্থানে) ঘর্ষণ করা হইত, ঘর্ষণ করার পর সেই জীব প্রায় মারা যাইত, তারপর সে বদ্ধ ঘর হইতে বাহির হইত। অতঃপর তাহার সম্মুখে উটের মল উপস্থিত করা হইত সে উহাকে ছুঁড়িয়া মারিত। তারপর যাহা ইচ্ছা খোশবু ইত্যাদি ব্যবহার করিত।

মালিক (র) বলেন : হিফ্শ (حفش) শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট ঘর, (تفتض)-এর অর্থ উহাকে দেহের চামড়ায় ঘর্ষণ করিত যেমন করাত।

١٠٤ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ زَوْجَي النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَحِلُ لاِمْرَأَةَ تُؤْمِنُ بِا للّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ فَوْقَ ثَلاَثَ لَيَالٍ ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ . »

রেওয়ায়ত-১০৪

নবী করীম (সা)-র সহধর্মিণীদ্বয় 'আয়েশা ও হাফসা (রা) হইতে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এমন স্ত্রীলোকের জন্য স্বামী ব্যতীত কোন মৃত ব্যক্তির জন্য তিন রাত্রির অতিরিক্ত শোক পালন করা হালাল নহে।

١٠٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِي ﷺ قَالَت لاِمْرَأَةٍ حَادٍّ عَلَى زَوْجِهَا ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، فَبَلَغَ ذلِكَ مِنْهَا : اكْتَحِلِي بِكُحْلِ الْجِلاَءِ بِاللَّيْلِ . وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ .

রেওয়ায়ত-১০৫

নবী করীম (সা)-র সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা), স্বামীর জন্য শোক পালন করিতেছিল এমন এক মহিলাকে, যাহার চক্ষুতে পীড়া হইয়াছিল এবং চক্ষুপীড়া চরমে পৌছিয়াছিল, বলিয়াছিলেন, ইস্‌মিদ সুরমা রাত্রিতে চক্ষুতে লাগাও, দিনের বেলায় সুরমা মুছিয়া ফেল।

١٠٦ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُوْلاَنِ ، فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهَا إِذَا خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا مِنْ رَمَدٍ ، أَوْ شَكْوٍ أَصَابَهَا : إِنَّهَا تَكْتَحِلُ وَتَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ أَوْ كُحْلٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ طِيبٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتِ الضَّرُوْرَةُ . فَإِنَّ دِيْنَ اللّٰهِ يُسْرٌ .

রেওয়ায়ত ১০৬

মালিক (র) বলেন : তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, যে স্ত্রীলোকের স্বামী মারা গিয়াছে (সে ইদ্দত পালনরতা) সেই স্ত্রীলোক সম্পর্কে সালিম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলিতেন : যদি চক্ষুর প্রতি কোন আশংকা দেখা দেয় চক্ষু উঠা বা অন্য কোন চক্ষুপীড়ার দরুন সে সুরমা লাগাইবে এবং সুরমা অথবা অন্য কোন ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে যদিও উহাতে সুগন্ধ থাকে।

মালিক (র) বলেন : আবশ্যক হইলে উহা করিবে, কারণ আল্লাহ্‌র দীন সহজ।

١٠٧ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ عُمَرَ . فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تَرْمَصَانِ .

قَالَ مَالِكٌ : تَدَّهِنُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِالزَّيْتِ وَالشَّبْرَقِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ . إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْحَادُّ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا مِنَ الْحَلْيِ . خَاتَمًا وَلاَ خَلْخَالاً . وَلاَ غَيْرَ ذٰلِكَ مِنَ الْحَلْيِ . وَلاَ تَلْبَسُ شَيْئًا مِنَ الْعَصْبِ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَصْبًا غَلِيظًا . وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِشَيْءٍ مِنَ الصِّبْغِ . إِلاَّ بِالسَّوَادِ . وَلاَ تَمْتَشِطُ إِلاَّ بِالسِّدْرِ . وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لاَ يَخْتَمِرُ فِي رَأْسِهَا .

রেওয়ায়ত ১০৭

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, সফিয়্যা বিন্ত আবী উবাইদ-এর চক্ষুতে রোগ দেখা দিল। তিনি তখন তাঁহার স্বামী আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর মৃত্যুর শোক পালন করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু পীড়িত হইয়া চক্ষুদ্বয়ে ছানি পড়িয়াছে, তবুও তিনি সুরমা ব্যবহার করেন নাই।

মালিক (র) বলেন : যে স্ত্রীর স্বামী মারা গিয়াছে সে স্ত্রী ইদ্দতের সময় যায়তুন তৈল এবং এই জাতীয় অন্য তৈল, যাহাতে খোশবু নাই, ব্যবহার করিতে পারিবে।

মালিক (র) বলেন : স্বামীর জন্য শোক পালনরতা স্ত্রী গহনা পরিধান করিবে না, যেমন আংটি, পায়ের চুড়ি বা অন্য কোন গহনা এবং য়ামানী নামক বস্ত্রও পরিধান করিবে না। যদি উহা মোটা হয় তবে পরিধান করিতে পারিবে। কেবলমাত্র কাল রঙ ব্যতীত কোন প্রকার রঙ্গীন কাপড় পরিধান করিবে না। কুল পাতা বা সেই জাতীয় বস্তু যাহাতে বর্ণ ও গন্ধ নাই এবং যাহা সুগন্ধিস্বরূপ ব্যবহৃত হয় না। তাহা ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা মাথা ধুইবে না এবং চিরুনী ব্যবহার করিবে না।

١٠٨ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادٌّ عَلَى أَبِيْ سَلَمَةَ وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبِرًا . فَقَالَ مَاهٰذَا يَاأُمَّ سَلَمَةَ ؟ فَقَالَتْ : إِنَّمَا هُوَ صَبِرَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . قَالَ « اجْعَلِيْهِ فِي اللَّيْلِ وَامْسَحِيْهِ بِالنَّهَارِ . »

قَالَ مَالِكٌ : الْإِحْدَادُ عَلَى الصَّبِيَّةِ الَّتِيْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيْضَ كَهَيْئَتِهِ عَلَى الَّتِيْ قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيْضَ . تَجْتَنِبُ مَا تَجْتَنِبُ الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ ، إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا .

قَالَ مَالِكٌ : تَحِدُّ الْأَمَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ ، مِثْلُ عِدَّتِهَا.

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى أُمِّ الْوَلَدِ إِحْدَادٌ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا سَيِّدُهَا . وَلاَ عَلَى أَمَةٍ يَمُوْتُ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، إِحْدَادٌ . وَإِنَّمَا الْأَحْدَادُ عَلَى ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ .

রেওয়ায়ত ১০৮

মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করিলেন উম্মে সালমা (রা)-এর নিকট। তখন তিনি (তাঁহার পূর্ব স্বামী) আবূ সালমা (রা)-এর (মৃত্যুর) শোক পালন করিতেছিলেন। তিনি চক্ষুতে সবির (صبر —এক প্রকার গাছের নির্যাস) লাগাইয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালমাকে বলিলেন : ইহা কি? তিনি (উম্মে সালমা) বলিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা সবির। তিনি [রাসূলুল্লাহ্ (সা)] বলিলেন : ইহা রাত্রিতে ব্যবহার কর এবং দিনে মুছিয়া ফেল।

মালিক (র) বলেন : যে কিশোরী বালেগা হয় নাই, তাহার শোক পালন বালেগা মহিলার মতো হইবে, তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে বালেগা মহিলা যে সব হইতে বিরত থাকিবে সেও সেই সব (বস্তু বা কার্য) হইতে বিরত থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : বাঁদী তাহার স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার ইদ্দতের মতো দুই মাস পাঁচ রাত্রি শোক পালন করিবে।

মালিক (র) বলেন : উম্মে ওয়ালাদ-এর কর্তার মৃত্যু হইলে তাহাকে শোক পালন করিতে হইবে না। বাঁদীর কর্তা মারা গেলে তাহার উপরও শোক পালন নাই। শোক পালন করিবে তাহারা, যাহাদের স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে।

١٠٩ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تَقُوْلُ : تَجْمَعُ الْحَادُّ رَأْسَهَا بِالسِّدْرِ وَالزَّيْتِ .

রেওয়ায়ত ১০৯

মালিক (র) বলেন : তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) বলিতেন : শোক পালনরতা স্ত্রী তাহার মাথার চুল কুলপতা ও তেল দ্বারা বাঁধিতে পারিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩০

كتاب الرضاع[১]

সন্তানের দুধ পান করানোর বিধান সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب رضاعة الصغير

পরিচ্ছেদ ১ : শিশুদের দুধ পান করানো

١-حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا. وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ ، يَارَسُولَ اللّٰهِ . هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «أُرَاهُ فُلاَنًا» . لِعَمِّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ ، لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا ، لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، دَخَلَ عَلَيَّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «نَعَمْ . إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ».

রেওয়ায়ত ১

আমর বিন্‌ত 'আবদির রহমান (র) হইতে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহার নিকট ছিলেন। (এমন সময়) তিনি জনৈক ব্যক্তির আওয়ায শুনিলেন। সে ব্যক্তিটি হাফ্সা (রা)- এর গৃহে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছিল। 'আয়েশা (রা) বলিলেন : আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা (অপরিচিত) ব্যক্তির আওয়ায, আপনার গৃহে

---

১. مص اللبن من الثدى স্তন হইতে দুধ চুষিয়া খাওয়াকে رضاع রাযা' বলা হয়।
وفى الشرع مص الرضيع اللبن من ثدى الادمية فى حد الرضاع নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নারীর স্তন হইতে শিশুর দুগ্ধ পান করা শরীয়তে রাযা' নামে অভিহিত।

অনুমতি চাহিতেছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : আমি মনে করি সে ব্যক্তি অমুক, হাফসা (রা)-এর দুধ চাচা হইবে। 'আয়েশা (রা) বলিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি অমুক তাহার দুধ চাচা জীবিত থাকিতেন, তিনি আমার নিকট প্রবেশ করিতে পারিতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : হাঁ জন্মসূত্রে আত্মীয়তার ফলে যেসব (সম্পর্ক ও বিবাহ) হারাম হয় দুগ্ধপান করার ফলেও সেসব হারাম হইয়া যায়।

٢-وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ ، حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ . فَجَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ : «إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ» قَالَتْ : فَقُلْتُ، يَا رَسُولَ اللّٰهِ. إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ . فَقَالَ : «إِنَّهُ عَمُّكِ . فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ» .

قَالَتْ عَائِشَةُ . وَذٰلِكَ بَعْدَ مَا ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ .

وَقَالَتْ عَائِشَةُ : يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ .

রেওয়ায়ত ২

উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন (রা) বলেন : পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর আমার দুধ চাচা আবুল কু'আয়সের ভাই আফলাহ্ (রা) আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত তাঁহাকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলাম। আয়েশা (রা) বলেন : তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনিলেন এবং আমি এই বিষয়টি তাঁহাকে অভিহিত করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে আমার নিকট আসার অনুমতি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন।

আয়েশা (রা) বলিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে স্ত্রীলোক দুধ পান করাইয়াছে, পুরুষ আমাকে পান করায় নাই। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : তিনি তোমার চাচা, তোমার নিকট সে প্রবেশ করিতে পারিবে, আয়েশা (রা) বলেন, এই ঘটনা পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পরে সংঘটিত হইয়াছে।[১] আয়েশা (রা) বলিয়াছেন : জন্মের (সম্পর্কের) দ্বারা যাহা হারাম হয় দুধ পানের (সম্পর্কের) দ্বারাও উহা হারাম হইবে।

٣-وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ أَفْلَحَ ، أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا . وَهُوَ

১. হিজরী পঞ্চম সনের যিলকদ মাসে পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হয়।

عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ . بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ . قَالَتْ : فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ . فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ . فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ.

রেওয়ায়ত-৩

উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, উম্মুল মু'মিনীন, আয়েশা (রা) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাঁহার দুধ চাচা আবূ কু'আয়স (ابو القعيس) এর ভাই আল ফালাহ (রা) পর্দার হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পর তাঁহার নিকট প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। আয়েশা (রা) বলেন : আমি আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনিলে পর আমি যাহা করিয়াছি উহা তাঁহাকে অবহিত করিলাম। অতঃপর তাঁহাকে (দুধ চাচাকে) আমার নিকট প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন।

٤–**وحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مَصَّةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ يُحَرِّمُ .

রেওয়ায়ত ৪

সাওর ইব্‌ন যাইদদিবলী (র) হইতে বর্ণিত- 'আবদুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলিতেন : দুই বৎসর সময়ের ভিতরে দুধ একবার চুষিলেও উহা হারাম করিবে। অর্থাৎ জন্মসূত্রে বিবাহ যেমন অবৈধ হয় তদ্রূপ ইহাতেও হয়।

٥–**وحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَأَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا غُلاَمًا ، وَأَرْضَعَتِ الأُخْرَى جَارِيَةً. فَقِيلَ لَهُ : هَلْ يَتَزَوَّجُ الْغُلاَمُ الْجَارِيَةَ ؟ فَقَالَ : لاَ . اللِّقَاحُ وَاحِدٌ.

রেওয়ায়ত ৫

আমর ইব্‌ন শারীদ (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাহার স্ত্রী রহিয়াছে দুইজন। তাহাদের মধ্যে এক স্ত্রী এক ছেলেকে, আর এক স্ত্রীএক কন্যাকে দুধ পান করাইয়াছে। এই ছেলে সেই কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিবে কি ? তিনি বলিলেন : না, কারণ (উভয়ে পিতার দিক দিয়া) বীর্য এক।

٦–**وحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ لِمَنْ أُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ . وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ .

রেওয়ায়ত ৬

নাফি' (রা) হইতে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) বলিতেন : ছোট বেলায় যাহাকে দুধ খাওয়ান হয় উহাই গ্রহণযোগ্য, বড়দের দুধ পান করান ধর্তব্য নহে, অর্থাৎ উহাতে রাযা' (দুধ পান)- এর ফলে যে হুকুম হয় তাহা হইবে না।[১]

٧–وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضَعُ ، إِلَى أُخْتِهَا أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَتْ : أَرْضِعِيهِ عَشْرَ رَضَعَاتٍ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيَّ . قَالَ سَالِمٌ : فَأَرْضَعَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ ثَلاَثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْنِي غَيْرَ ثَلاَثِ رَضَعَاتٍ . فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ لَمْ تُتِمَّ لِيَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ .

রেওয়ায়ত ৭

নাফি'(র) হইতে বর্ণিত, সালিম ইব্‌ন আবদিল্লাহ (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি যখন দুগ্ধপোষ্য ছিলেন, তখন আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন (রা) তাহাকে পাঠাইলেন তাঁহার ভগ্নী উম্মে কুলসুম বিন্‌ত আবী বকর (রা)- এর নিকট এবং বলিয়া দিলেন- ইহাকে (সালিমকে) দশবার দুধ চোষাইয়া দিন, যেন সে আমার নিকট প্রবেশ করিতে পারে। সালিম বলেন : উম্মে কুলসুম আমাকে তিনবার দুধ চোষাইয়াছেন। তারপর আমি পীড়িত হই, তাই আমাকে তিনবার ছাড়া আর দুধ পান করান নাই, যেহেতু উম্মে কুলসুম আমাকে দশবার দুধ পান করান নাই তাই আমি আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিতাম না।

٨–وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرْسَلَتْ بِعَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ إِلَى أُخْتِهَا ، فَاطِمَةَ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، تُرْضِعُهُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لِيَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَهُوَ صَغِيرٌ يَرْضَعُ . فَفَعَلَتْ . فَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا.

রেওয়ায়ত ৮

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, সফিয়্যা বিন্‌ত আবী উবায়দ (র) তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) আসিম ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন সা'দ (র)-কে তাহার ভগ্নী ফাতিমা বিন্‌ত 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট পাঠাইলেন। তখন আসিম ছোট এবং দুগ্ধপোষ্য, (উদ্দেশ্য) যেন তিনি আসিমকে দশবার দুধ পান করাইয়া দেন যাহাতে সে হাফসা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিতে পারে। তিনি (ফাতেমা) উহা করিলেন, তাই আসিম তাহার [হাফসা (রা)-এর নিকট যাতায়াত করিতেন।

---

১. রোযাদার ব্যক্তি দশ ফোঁটা দুধ পান করিলে যেমন তার রোযা ভঙ্গ হয় তদ্রূপ এক ফোঁটা দুধ পান করিলেও তাহার রোযা ভঙ্গ হয়। সন্তানের দুধ পান করানোর ব্যাপারেও একই মাসআলা প্রযোজ্য। দশ ফোঁটা পান করিলে যেই হুকুম হইবে এক ফোঁটা দুধ পান করিলেও সেই হুকুম প্রযোজ্য হইবে।

٩–وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَتْهُ أَخَوَاتُهَا ، وَبَنَاتُ أَخِيهَا . وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أَرْضَعَه نِسَاءِ إِخْوَتِهَا.

রেওয়ায়ত ৯

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) -এর ভগ্নীগণ অথবা তাঁহার ভাতিজীগণ যাহাদিগকে দুধ পান করাইয়াছেন তাহারা হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট প্রবেশ করিতে পারিতেন। আর যাহাদিগকে তাঁহার ভাবীগণ দুধ পান করাইয়াছেন[১] তাঁহারা তাঁহার নিকট প্রবেশ করিতে পারিতেন না।

١٠–وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّضَاعَةِ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : كُلُّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ ، وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةً ، فَهُوَ يَحَرِّمُ . وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ.

قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ : ثُمَّ سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : مِثْلَ مَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ .

রেওয়ায়ত ১০

ইবরাহীম ইব্ন 'উকবা (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-কে রাযা'আত [رضاعة - সন্তানকে দুগ্ধ পান করানো] সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন। সাঈদ বলিলেন : দুই বৎসরের মধ্যে পান করানো হইলে যদিও এক ফোঁটা হয় উহা বিবাহ সম্পর্ক হারাম করিবে,আর যাহা দুই বৎসরের পর বাহিরে হয় উহা খাদ্যদ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে, যাহা আহার করিয়াছে। উহাতে বিবাহ সম্পর্ক হারাম হইবে না]

ইবরাহীম ইব্ন 'উকবা (র) বলেন : অতঃপর আমি উরওয়াহ্ ইব্ন যুবায়র (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করি। তিনি সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব-এর মতোই বলিলেন।

١١–وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : لاَ رَضَاعَةَ إِلا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ . وَإِلاَّ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَالدَّمَ .

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الرَّضَاعَةُ ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا تُحَرِّمُ. وَالرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ تُحَرِّمُ .

১. অর্থাৎ ভাইয়ের স্ত্রী হওয়ার পূর্বে যাহাদিকে দুধ পান করাইয়াছেন তাহাদিগকে তিনি প্রবেশের অনুমতি দিতেন না।

قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الرَّضَاعَةُ ، قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا إِذَا كَانَ فِى الحَوْلَيْنِ تُحَرِّمُ . فَأَمَّا مَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ ، فَإِنَّ قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ لاَ يُحَرِّمُ شَيْئًا وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .

রেওয়ায়ত ১১

ইয়াহয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) বলেন : আমি সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি স্ত্রীলোকদের সন্তানদের দুধ পান করানো তখন গ্রহণযোগ্য হইবে যখন উহারা দোলনাতে থাকে এবং যাহা গোশত ও রক্ত সৃষ্টি করে।

ইব্‌ন শিহাব (র) বলিতেন : রাযা'আত (رضاعه) দুধ পান করান] অল্প হউক বেশি হউক উহা হারাম করিবে। আর রাযা'আত পুরুষের পক্ষের আত্মীয়তাও হারাম করিবে।

ইয়াহ্‌ইয়া (র) বলেন : আমি মালিক (র)-কে বলিতে শুনিয়াছি সন্তানদের দুধ পান অল্প হউক, বেশি হউক, যদি উহা দুই বৎসরের মধ্যে হয় তবে হারাম করিবে। তিনি বলেন -দুই বৎসরের পরে হইলে অল্প হউক বেশি হউক উহা কিছুই হারাম করিবে না। উহা হইতেছে খাদ্যদ্রব্যের মতো।

(٢) باب ماجاء فى الرضاعة بعد الكبر

পরিচ্ছেদ ২ : বয়স্ক হওয়ার পর দুধ পান করা

١٢-وحَدَّثَنِى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ؟ فَقَالَ : أَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ أَبَاحُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ . وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا . وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا الَّذِى يُقَالُ لَهُ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِىْ حُذَيْفَةَ . كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ. وَأَنْكَحَ أَبُو حُذَيْفَةَ سَالِمًا. وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ ابْنُهُ . أَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ. وَهِىَ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَّلِ. وَهِىَ مِنْ أَفْضَلِ أَيَامَى قُرَيْشٍ. فَلَمَّا أَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَى فِى كِتَابِهِ ، فِى زَيْدِ بْنِ حَرِثَةَ ، مَا أَنْزَلَ . فَقَالَ -أُدْعُوهُمْ لاِ بَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ، فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أُبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ- رُدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أُولٰئِكَ إِلَى أَبِيهِ. فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَبُوهُ رُدَّ إِلٰى مَوْلَاهُ. فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ ، وَهِىَ امْرَاةُ أَبِىْ حُذَيْفَةَ . وَهِىَ مِنْ بَنِىْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ . إِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَارَسُولَ اللّٰهِ، كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَىَّ. وَأَنَا فَضُلٌ. وَلَيْسَ لَنَا إِلاَّ بَيْتٌ

وَاحِدٌ . فَمَاذَا تَرَى فِيْ شَأْنِهِ ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرُمُ بِلَبَنِهَا". وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرَّضَاعَةِ . فَأَخَذَتْ بِذٰلِكَ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ . فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. فَكَانَتْ تَأْمُرُ أُخْتَهَا أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ. وَبَنَاتَ أَخِيْهَا. أَنْ يُرْضِعْنَ مَنْ أَحَبَّتْ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنَ الرِّجَالِ. وَأَبَى سَائِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ. وَقُلْنَ : لاَ. وَاللّٰهِ، مَا نَرَى الَّذِى أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ، إِلاَّ رُخْصَةً مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ، فِى رَضَاعَةِ سَالِمٍ وَحْدَهُ. لاَ وَاللّٰهِ، لاَ يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهٰذِهِ الرَّضَاعَةِ أَحَدٌ.

فَعَلَى هٰذَا كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِى رَضَاعَةِ الْكَبِيْرِ.

রেওয়ায়ত ১২

ইব্‌ন শিহাব (র)-কে প্রশ্ন করা হইল বয়স্কের দুধ পান করা সম্বন্ধে। তিনি (উত্তরে) বলিলেন : উরওয়াহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) আমাকে বলিয়াছেন : আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন উত্‌বা ইব্‌ন রবি'আ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে শহীদ হইয়াছেন, তিনি সালিম (রা)-কে পালক পুত্র করিয়াছিলেন যাহাকে বলা হইত-সালিম মাওলা আবূ হুযায়ফা। [সায়িবা নামক জনৈকা মহিলা তাহাকে আযাদ করেন, পরে আবূ হুযায়ফা তাহাকে লালন-পালন করেন এবং পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এইজন্য সালিমকে আবূ হুযায়ফার মাওলা বলা হইয়াছে] যেমন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যায়দ ইব্‌ন হারিসা (রা)-কে পুত্র সন্তান বানাইয়ছিলেন এবং আবূ হুযায়ফা সালিমের নিকট তাহার ভাতিজী ফাতেমা বিন্‌ত ওয়ালিদ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন রবি'আকে বিবাহ দিলেন, তিনি সালিমকে নিজের পুত্র বলিয়া মনে করিতেন।

ফাতেমা ছিলেন প্রথম ভাগে হিজরতকারিণীদের মধ্যে একজন মহিলা এবং তিনি তখন কুরাইশদের অবিবাহিত মহিলাদের মধ্যেও ছিলেন অন্যতমা। যখন আল্লাহ তাঁহার কিতাবে যায়দ ইব্‌ন হারিসা সম্পর্কে এই আয়াত অবতীর্ণ করিলেন :

اُدْعُوْهُمْ لاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَائَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ

(অর্থাৎ তোমরা উহাদিগকে ডাক উহাদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহর নিকট ইহাই ন্যায়সঙ্গত, যদি তোমরা উহাদের পরিচয় না জান তবে উহদিগকে তোমাদের ধর্মীয় ভ্রাতা ও বন্ধুরূপে গণ্য করিবে।) যাহাদিগকে পোষ্যপুত্র বানাইয়াছ তাহাদিগকে তাহাদের পিতৃপরিচয়ের দিকে ফিরাইয়া দাও। আর যদি পিতার পরিচয় না

জান তবে তাহার মাওলার (মনিব বা মিত্রতা সূত্রে স্থাপিত সম্পর্কের স্বজন) দিকে তাহাদিগকে ফিরাইয়া দাও। আর হুযায়ফার স্ত্রী সাহলা বিন্‌ত সুহায়ল যিনি ছিলেন আমির ইব্‌ন লুয়াই গোত্রের, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিলেন এবং বলিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালিমকে আমরা পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। সে আমার কক্ষে প্রবেশ করে এই অবস্থায় যে, আমি তখন একটি কাপড় পরিধান করিয়া থাকি। আর আমার গৃহও মাত্র একটি। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি ? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : এ বিষয়ে আমাদের কথা হইল তাহাকে পাঁচবার (স্তন হইতে) দুধ পান করাইয়া দাও। তাহা হইলে এই দুধের কারণে সে হারাম (حرام) হইয়া যাইবে। এবং সাহলা দুধপান করানোর কারণে তাহাকে পুত্র বলিয়া জানিতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর এ অভিমত গ্রহণ করিয়াছেন, অতএব সেই সকল পুরুষের তাঁহার নিকট প্রবেশ করা তিনি পছন্দ করিতেন। তিনি তাঁহার ভগ্নী উম্মে কুলসুম বিনত আবি বকর সিদ্দীক (রা)-কে এবং তাঁহার ভাতিজীদিগকে সেই সকল পুরুষকে দুধ পান করানোর নির্দেশ দিতেন। কিন্তু নবী করীম (সা)-এর অন্যান্য সহধর্মিণী এই প্রকার দুধ পানের দ্বারা কোন পুরুষের তাঁহাদের নিকট প্রবেশ করাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহারা বলিতেন, ['আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-কে উদ্দেশ্য করিয়া] আল্লাহর কসম, আমরা মনে করি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাহলা বিন্‌ত সুহাইলকে যে হুকুম দিয়াছিলেন তাহা কেবলমাত্র সালিমের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পক্ষ হইতে রুখ্‌সত (বিশেষ অনুমতি) স্বরূপ ছিল। কসম আল্লাহর ! এই প্রকারের দুধ পান করানো (رضاعت) দ্বারা আমাদের নিকট কোন লোক প্রবেশ করিতে পারিবে না। বয়স্কদের দুধ পান করানো (رضاعت) সম্বন্ধে আর সকল নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণীগণ এই অভিমতের উপর অটল ছিলেন।

١٣-وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ. وَأَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ. يَسْأَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ : إِنِّيْ كَانَتْ لِيْ وَلِيْدَةٌ . وَكُنْتُ أَطَؤُهَا . فَعَمَدَتِ امْرَأَتِي إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهَا. فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ : دُوْنَكَ . فَقَدْ ، وَاللّٰهِ ، أَرْضَعْتُهَا . فَقَالَ عُمَرُ : أَوْجِعْهَا . وَأْتِ جَارِيَتَكَ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ.

রেওয়ায়ত ১৩

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন : বয়স্কদের (رضاعت) দুধ পানের বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য "দারুল কাযা" (دار القضا বিচারালয় ইহা ছিল উমর ফারূক (রা)-এর ঘর, তাঁহার শাহাদতের পর তাঁহার ঋণ পরিশোধ করার জন্য এই ঘর বিক্রি করা হয়, তাই ইহাকে দারুল কাযা বলা হয়)-এর নিকট এক ব্যক্তি আসিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট তখন আমি উপস্থিত ছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) বলিলেন : এক ব্যক্তি 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আমার এক দাসী ছিল। আমি উহার সহিত সঙ্গম করিতাম – আমার স্ত্রী ইচ্ছাপূর্বক উহাকে দুধ খাওয়াইয়া দেয়, তারপর আমি সেই দাসীর নিকট (সঙ্গমের উদ্দেশ্যে) প্রবেশ করিলাম। আমার স্ত্রী বলিল থাম।

উহার সাথে সংগত হইও না আল্লাহর কসম, আমি উহাকে দুধ পান করাইয়াছি। উমর (রা) বলিলেন তোমার স্ত্রীকে শাস্তি দাও, তারপর দাসীর নিকট গমন কর, দুধ পান করানো (رضاعت) ছোটদের বেলায় গ্রহণযোগ্য হইয়া থাকে।

١٤–وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ فَقَالَ : إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَنًا ، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ : انْظُرْ مَاذَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى : فَمَاذَا تَقُولُ أَنْتَ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْعُودٍ : لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ.

فَقَالَ أَبُو مُوسَى : لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ ، مَا كَانَ هٰذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ .

রেওয়ায়ত ১৪

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবূ মূসা আশ'আরী (রা) -কে প্রশ্ন করিলেন- আমি আমার স্ত্রীর স্তন চুষিয়াছি, দুধ আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বলিলেন- আমি মনে করি, তোমার স্ত্রী তোমার উপর হারাম হইয়াছে। 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলিলেন : ভাবিয়া দেখুন এই ব্যক্তি কে, কি ফতোয়া দিতেছেন ? আবূ মূসা বলিলেন : তবে আপনি কি বলেন ? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলিলেন : দুধ খাওয়া দুই বৎসরের ভিতরেই হয়, অতঃপর আবূ মূসা (রা) বলিলেন : এই 'বিজ্ঞজন' যতদিন তোমাদের মধ্যে আছেন তোমরা (কোন বিষয়ে) আমার নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করিও না।

(٣) باب جامع ماجاء فى الرضاعة

পরিচ্ছেদ ৩ : দুধ পান করানোর বিবিধ বিষয়

١٥–وحَدَّثَنِي يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ وَعَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ»

রেওয়ায়ত ১৫

উম্মুল মু'মিনীন 'আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন- হারাম হইয়া যায় দুধ পানের দ্বারা, যেমন হয় জন্মগত সম্পর্কের দ্বারা।

١٦–وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ

الأَسَدِيَّةِ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ : «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ . حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُوْنَ ذٰلِكَ . فَلاَ يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ.

قَالَ مَالِكُ : وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ.

রেওয়ায়ত ১৬

জদামা বিনতি ওয়াহাব আসদিয়া (রা) উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) -কে খবর দিয়াছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছেন, আমি সংকল্প করিয়াছিলাম গীলা (غيلة) হইতে বারণ করার, কিন্তু আমার নিকট উল্লেখ করা হয় যে, রোম ও পারস্যের লোকেরা ইহা করিয়া থাকে, তাহাদের সন্তানদের কোন ক্ষতি হয় না।

মালিক (র) বলেন : গীলা হইতেছে শিশুকে দুধ পান করানোকালীন সময়ে স্ত্রীর সহিত স্বামীর সঙ্গম করা।

১৭–وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْاٰنِ – عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ–ثُمَّ نُسِخْنَ بِهِ–خَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ – فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

قَالَ يَحْيٰي ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ ، عَلَى هٰذَا، الْعَمَلُ .

রেওয়ায়ত ১৭

আমরা বিনৃত আবদির রহমান (র) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সা)-এর পত্নী আয়েশা (রা) বলিয়াছেন : কুরআনে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে দশবার দুধ চোষার কথা নির্ধারিত ছিল, যাহা হারাম করিবে, তারপর উহা রহিত হইয়া যায় নির্ধারিত পাঁচবার দুগ্ধ চোষার (অবতীর্ণ হুকুমের) দ্বারা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয় তখনও সেই (خمس رضعات) পাঁচবার দুধ চোষার (হুকুমের অংশ) সম্মিলিত আয়াত তিলাওয়াত করা হইত।[১]

মালিক (র) বলেন : ইহার উপর আমল নাই। অর্থাৎ পাঁচবারের উপর আমল নাই। দুগ্ধ পান অল্প হউক বা বেশি হউক বিবাহ সম্পর্ক হারাম করিবে।

১. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শেষ যুগে পাঁচবারের অংশের আয়াত তিলাওয়াত রহিত হইয়া যায়, কিন্তু কেহ কেহ উহার সংবাদ অবহিত হয় নাই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩১

كتـاب البيـوع

ক্রিয়-বিক্রয় অধ্যায়

(١) باب ماجاء فى بيع العربان

পরিচ্ছেদ ১ : বায়নার বিক্রয় প্রসঙ্গে

١ – حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ ، فِيْمَا نُرَى ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يَّشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيْدَةَ . أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ . ثُمَّ يَقُوْلُ لِلَّذِيْ اشْتَرَى مِنْهُ ، أَوْ تَكَارَى مِنْهُ : أُعْطِيْكَ دِيْنَارًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ أَقَلَّ . عَلَىَّ أَنِّيْ إِنْ أَخَذْتُ السِّلْعَةَ ، أَوْ رَكِبْتُ مَا تَكَارَيْتُ مِنْكَ ، فَالَّذِيْ أَعْطَيْتُكَ هُوَ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ . أَوْ مِنْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ : وَإِنْ تَرَكْتُ ابْتِيَاعِ السِّلْعَةِ ، أَوْ كِرَاءِ الدَّابَّةِ ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ ، لَكَ بَاطِلٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبْتَاعَ الْعَبْدُ التَّاجِرَ الْفَصِيْحَ ، بِالْأَعْبُدِ مِنَ الْحَبَشَةِ . أَوْ مِنْ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ لَيْسُوْا مِثْلَهُ فِي الْفَصَاحَةِ وَلاَ فِي التِّجَارَةِ ، وَالنَّفَاذِ وَالْمَعْرِفَةِ . لاَ بَأْسَ بِهٰذَا أَنْ تَشْتَرِيَ مِنْهُ الْعَبْدَ بِالْعَبْدَيْنِ . أَوْ بِالْأَعْبُدِ . إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ . إِذَا اخْتَلَفَ فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ. فَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُ ذٰلِكَ بَعْضًا حَتّٰى يَتَقَارَبَ ، فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ . وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُمْ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَبِيعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ ذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ . إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِيْ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَسْتَثْنٰى جَنِيْنٌ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ ، إِذَا بِيْعَتْ ، لأَنَّ ذٰلِكَ غَرَرٌ . لاَ يَدْرَى أَذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثٰى . أَحَسَنٌ اَمْ قَبِيْحٌ . أَوْ نَاقِصٌ أَوْ تَامٌّ . أَوْحَيٌّ أَوْ مَيْتٌ . وَذٰلِكَ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيْدَةَ بِمِائَةِ دِيْنَارٍ إِلَى أَجَلٍ . ثُمَّ يَنْدَمُ الْبَائِعُ . فَيَسْأَلُ الْمُبْتَاعَ أَنْ يُقِيْلَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ ، يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ نَقْدًا ، أَوْ إِلَى أَجَلٍ . وَيَمْحُوْ عَنْهُ الْمِائَةَ دِيْنَارٍ الَّتِيْ لَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ . وَإِنْ نَدِمَ الْمُبْتَاعُ ، فَسَأَلَ الْبَائِعَ أَنْ يُقِيْلَهُ فِيْ بِالْجَارِيَةِ أَوِ الْعَبْدِ ، وَيَزِيْدَهُ عَشَرَةَ دَنَانِيْرَ نَقْدًا أَوْ إِلَى أَجَلٍ . أَبْعَدَ مِنَ الأَجَلِ الَّذِيْ اشْتَرَى إِلَيْهِ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيْدَةَ . فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَنْبَغِيْ . وَإِنَّمَا كَرِهَ ذٰلِكَ لأَنَّ الْبَائِعَ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مِائَةَ دِيْنَارٍ لَهُ ، إِلَى سَنَةٍ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ بِجَارِيَةٍ وَبِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ نَقْدًا . أَوْ إِلَى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنَ السَّنَةِ فَدَخَلَ فِيْ ذٰلِكَ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ .

قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يَبِيْعُ مِنَ الرَّجُلِ الْجَارِيَةَ بِمِائَةِ دِيْنَارٍ إِلَى أَجَلٍ . ثُمَّ يَشْتَرِيْهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ الثَّمَنِ الَّذِيْ بَاعَهَا بِهِ إِلَى أَبْعَدَ مِنْ ذٰلِكَ الأَجَلِ . اَلَّذِيْ بَاعَهَا إِلَيْهِ : إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ . وَتَفْسِيْرُ مَا كَرِهَ مِنْ ذٰلِكَ ، أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِلَى أَجَلٍ . ثُمَّ يَبْتَاعُهَا إِلٰى أَجَلٍ أَبْعَدَ مِنْهُ . يَبِيْعُهَا بِثَلاَثِيْنَ دِيْنَارًا إِلٰى شَهْرٍ . ثُمَّ يَبْتَاعُهَا بِسِتِّيْنَ دِيْنَارًا إِلٰى سَنَةٍ أَوْ إِلٰى نِصْفِ سَنَةٍ . فَصَارَ ، إِنْ رَجَعَتْ إِلَيْهِ سِلْعَتُهُ بِعَيْنِهَا وَأَعْطَاهُ صَاحِبُهُ ثَلاَثِيْنَ دِيْنَارًا ، إِلَى شَهْرٍ ، بِسِتِّيْنَ دِيْنَارٍ إِلَى سَنَةٍ ، أَوْ إِلَى نِصْفِ سَنَةٍ . فَهٰذَا لاَ يَنْبَغِيْ .

রেওয়ায়ত ১

আমর ইব্‌ন শু'আইব তাঁহার পিতা হইতে, তিনি তাঁহার[১] দাদা হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উরবান (বায়না) বিক্রয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

১. শু'আইবের পিতার নাম মুহাম্মদ, তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লাহ (রা), তাঁহার পিতার নাম আমর ইবনুল 'আস (রা)।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে (আল্লাহ সর্বজ্ঞাত- وَاللّٰهُ أَعْلَمُ) ইহা (বায়না) এই, কোন ব্যক্তি ক্রীতদাস অথবা ক্রীতদাসী ক্রয় করিল অথবা কোন পশু কেরায়া লইল। অতঃপর ক্রেতা অথবা যাহার নিকট হইতে কেরায়া লইল তাহাকে বলিল, আমি আপনাকে এক দীনার অথবা এক দিরহাম কিংবা উহার চাইতে কম বা বেশি, এই শর্তে দিলাম যে, যদি আমি (ক্রীত) দ্রব্য গ্রহণ করি, কিংবা আপনার নিকট হইতে কেরায়া নেওয়া পশুর উপর আরোহণ করি, তবে যাহা আমি আপনাকে দিলাম, তাহা দ্রব্যের মূল্য অথবা পশুর কেরায়া হইতে কর্তন করা হইবে। আর যদি আমি দ্রব্য ক্রয় না করি কিংবা কেরায়ায়ত লওয়া পশুটি ব্যবহার না করিয়া ফিরাইয়া দেই অর্থাৎ কেরায়া না লই, তবে যাহা আমি আপনাকে দিয়াছি তাহা কোন বিনিময় ছাড়া আপনার হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট হুকুম এই, ব্যবসায়ী ও শুদ্ধভাষী গোলামকে হাবশী কয়েকজন গোলাম অথবা বিভিন্নজাত হইতে অন্য কোন জাতের গোলামের বিনিময়ে যাহারা বাকপটুতায় ব্যবসায় কার্য সম্পাদনে এবং অভিজ্ঞতায় ইহার তুল্য নহে [এইরূপ গোলামের বিনিময়ে] বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। একজন গোলামকে দুইজনের অথবা কয়েকজন গোলামের বিনিময়ে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত (বাকী) ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। যদি [উভয় প্রকার গোলামের মধ্যে] পার্থক্য থাকে এবং সেই পার্থক্য হয় স্পষ্ট, আর যদি [উহাদের মধ্যে] এক গোলাম অপর গোলামের সদৃশ হয় (এমন কি একে অপরের) কাছাকাছি হয় তবে উহা হইতে এক গোলামের বিনিময়ে দুই গোলাম বাকী গ্রহণ করিবে না, যদিও বা উহাদের জাত ভিন্ন ভিন্ন হয়।

মালিক (র) বলেন : তুমি উহা হইতে যাহা ক্রয় করিয়াছ তাহা কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করাতে কোন বাধা নাই যদি মূল্য নগদ আদায় কর এবং যাহার নিকট হইতে উহাকে ক্রয় করিয়াছ তাহাকে ছাড়া ভিন্ন লোকের নিকট বিক্রয় কর।

মালিক (র) বলেন : [অন্তঃসত্ত্বা ক্রীতদাসীর] পেটের বাচ্চাকে বাদ দিয়া[১] মাকে বিক্রয় করা বৈধ নহে, ইহা ধোঁকা হইবে, কারণ জানা নাই বাচ্চা ছেলে না মেয়ে, সুশ্রী না কুশ্রী, সম্পূর্ণ না অসম্পূর্ণ, জীবিত না মৃত। উপরিউক্ত গুণাবলির পার্থক্যের দ্বারা মূল্যের তারতম্য হইয়া থাকে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি দাসী অথবা দাসকে বিক্রয় করিল একশত দীনারে নির্ধারিত সময়ে আদায় করার বিনিময়ে, অতঃপর বিক্রেতা লজ্জিত হইল এবং ক্রেতাকে অনুরোধ করিল দশ দীনার গ্রহণ করিয়া, যাহা বিক্রেতা ক্রেতাকে দিবে নগদ অথবা নির্ধারিত সময়ে বিক্রিত বস্তু ফেরত দিতে। তাহার নিকট বিক্রেতা (গোলামের মূল্য বাবদ) যে একশত দীনার পাইবে উহা সে আর গ্রহণ করিল না। মালিক (র) বলেন- এইরূপ করিতে কোন দোষ নাই। যদি ক্রেতা লজ্জিত হয় এবং সে দাস-দাসীকে ফেরত নেওয়ার জন্য বিক্রেতার নিকট অনুরোধ করে এবং যেই নির্ধারিত সময়ে সে মূল্য পরিশোধ করিবে বলিয়া ধার্য করিয়া গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করিয়াছিল সেই সময়ের অধিক সময়ে পরিশোধ করিবে বলিয়া সময় নির্ধারিত করিয়া অথবা নগদ দশ দীনার বিক্রেতাকে বর্ধিত করিয়া দেয়; তবে ইহা বৈধ নহে। ইহা এইজন্য মাকরূহ্ যে, বিক্রেতা যেন ক্রেতার নিকট এক বৎসর মেয়াদে একশত দীনার বিক্রয় করিল ক্রীতদাসী ফেরত লওয়ার পূর্বে এবং দশ দীনার নগদ অথবা বাকী এক বৎসর হইতে দূরবর্তী মেয়াদে লাভ করিবে এই শর্তে। এইভাবে ইহা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ

১. অর্থাৎ সন্তান যখন ভূমিষ্ঠ হইবে তখন উহাকে পৃথকভাবে বিক্রি করার জন্য রাখিয়া দেওয়া।

[নির্ধারিত সময়ে আদায় করার বিনিময়ে] ধারে বিক্রয় করার মতো হইল। [যাহা বৈধ নহে, কাজেই ইহাও বৈধ হইবে না।]

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট মেয়াদে একশত দীনার আদায়ের বিনিময়ে অন্য ব্যক্তির নিকট নিজ ক্রীতদাসী বিক্রয় করিল, অতঃপর যে মেয়াদে বিক্রয় করিয়াছিল তার চাইতে দূরবর্তী মেয়াদে এবং উহার নিকট যেই মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল সেই মূল্য হইতে অধিক মূল্যে সেই ক্রীতদাসীকে উহা হইতে খরিদ করিল।

ইহা বৈধ নহে, ইহা মাকরূহ্ হওয়ার ব্যাখ্যা হইতেছে এই, এক ব্যক্তি নিজের দাসীকে বিক্রয় করিল নির্দিষ্ট মেয়াদে [অর্থ আদায় করিবে বলিয়া ধার্য করিয়া] অতঃপর উহাকে এই মেয়াদ হইতে লম্বা মেয়াদে খরিদ করিল। বিক্রয় করিয়াছিল এক মাস মেয়াদে ত্রিশ দীনারের বিনিময়ে, অতঃপর ক্রয় করিল এক বৎসর মেয়াদে অথবা অর্ধ বৎসর মেয়াদে ষাট দীনার মূল্যে। ইহা এইরূপ হইল যেন তাহার পণ্যদ্রব্য অবিকল তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিল এবং সে (ক্রেতা) বিক্রেতাকে দিল ত্রিশ দীনার এক মাসের মেয়াদে। অতঃপর ষাট দীনারের বিনিময়ে ক্রেতা উহাকে পুনরায় গ্রহণ করিল এক বৎসরে অথবা অর্ধ বৎসর মেয়াদে। ইহা বৈধ নহে।

(٢) باب ماجاء في مال المملوك

পরিচ্ছেদ ২ : দাসের মাল প্রসঙ্গে যখন উহাকে বিক্রয় করা হয়

٢ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ . فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ . إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ .

قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ ، نَقْدًا كَانَ أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرَضًا . يُعْلَمُ أَوْ لاَ يُعْلَمُ . وَإِنْ كَانَ لِلْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ أَكْثَرُ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ ، كَانَ ثَمَنُهُ نَقْدًا أَوْ دَيْنًا أَوْ عَرَضًا . وَذٰلِكَ أَنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهِ زَكَاةٌ . وَإِنْ كَانَتْ لِلْعَبْدِ جَارِيَةٌ اسْتَحَلَّ فَرْجَهَا بِمِلْكِهِ إِيَّاهَا . وَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدُ ، أَوْ كَاتَبَ ، تَبِعَهُ مَالُهُ . وَإِنْ أَفْلَسَ ، أَخَذَ الْغُرَمَاءُ مَالَهُ . وَلَمْ يَتَّبِعْ سَيِّدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ .

রেওয়ায়ত ২

'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) হইতে বর্ণিত-'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি দাসকে বিক্রয় করিয়াছে, আর দাসের রহিয়াছে সম্পদ, তবে উহার সম্পদ বিক্রেতার জন্য হইবে। কিন্তু যদি ক্রেতা উহা শর্ত করিয়া থাকে [তবে স্বতন্ত্র কথা-মাল ক্রেতা পাইবে।]

মালিক (র) বলেন : আমাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই, ক্রেতা যদি গোলামের মালের (নিজের জন্য) শর্ত করিয়া থাকে তবে মাল তাহার হইবে, মাল নগদ অর্থ হউক বা ঋণ হউক কিংবা সামগ্রী হউক, জ্ঞাত হউক বা অজ্ঞাত, যদি তাহাকে যে মূল্যে খরিদ করিয়াছে উহার চাইতে বেশি মালও হয়, তাহার মূল্য নগদ আদায় করা

হউক বা ধারে বিক্রয় অথবা আসবাবপত্রের বিনিময়ে। [সর্বাবস্থায় একই প্রকার হুকুম অর্থাৎ শর্ত করিলে মাল ক্রেতা পাইবে]। ইহা এইজন্য যে, দাসের মালের জন্য কর্তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। আর যদি গোলামের কোন ক্রীতদাসী থাকে যাহার সহিত সঙ্গম করিয়াছে, উহার মালিক হওয়ার দরুন। আর যদি দাস কর্তৃক কোন গোলাম আযাদ করা হইয়া থাকে অথবা কোন গোলামকে মুকাতব করা হইয়া থাকে তবে উহার মাল তাহার জন্য থাকিবে। আর যদি গোলাম কাঙ্গাল হইয়া যায় তবে ঋণদাতাগণ তাহার মাল কব্জা করিবে, তাহার ঋণের জন্য কর্তাকে দায়ী করিবে না।

(٣) باب ماجاء فى العهدة

পরিচ্ছেদ ৩ : গোলামের ব্যাপারে দায়িত্ব

٣ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِيْ خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيْقِ . فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حِيْنَ يَشْتَرَى الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيْدَةُ وَعُهْدَةَ السَّنَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : مَا أَصَابَ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيْدَةُ فِي الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ ، مِنْ حِيْنَ يُشْتَرَيَانِ حَتّٰى تَنْقَضِيَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ . فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ . وَإِنْ عُهْدَةَ السَّنَةِ مِنَ الْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ . فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ . فَقَدْ بَرِئَ الْبَائِعُ مِنَ الْعُهْدَةِ كُلِّهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيْدَةً مِنْ أَهْلِ الْمِيْرَاثِ ، أَوْ غَيْرِهِمْ بِالْبَرَاءَةِ ، فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ . وَلَا عُهْدَةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ . فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ ، لَمْ تَنْفَعْهُ الْبَرَاءَةُ . وَكَانَ ذٰلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوْدًا . وَلَا عُهْدَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ فِي الرَّقِيْقِ .

রেওয়ায়ত ৩

আবান ইব্‌ন উসমান (র) ও হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল (র) তাঁহারা উভয়ে খুতবাতে উল্লেখ করিতেন দাস বা দাসীকে ক্রয় করার সময় হইতে তিন দিনের দায়িত্বের কথা। তাঁহারা স্মরণ করাইয়া দিতেন এক বৎসরের দায়িত্বের কথা।[১]

মালিক (র) বলেন : দাস বা দাসীকে ক্রয় করার সময় হইতে তিন দিনের ভিতরে দাস বা দাসীর মধ্যে কোন দোষ পাওয়া গেলে উহা বিক্রেতার দায়িত্বের মধ্যে গণ্য হইবে। আর এক বৎসর কালের দায়িত্ব (যেমন)

---

১. দাস বা দাসীর দায়িত্বের অর্থ এই, কোন ব্যক্তি দাস বা দাসীকে ক্রয় করিলে এবং বিক্রেতা কর্তৃক উহাদের দোষমুক্ত হওয়ার শর্ত না করিলে বিক্রিত দাস-দাসীর মধ্যে তিন দিনের মধ্যে কোন দোষ পাওয়া গেলে উহার দায়িত্ব বিক্রেতা বহন করিবে। আর এক বৎসরের দায়িত্ব হইল দাস-দাসীর জটিল রোগ ইত্যাদির ব্যাপারে। অর্থাৎ বিক্রিত দাস-দাসীর যদি এক বৎসরের মধ্যে কোন জটিল রোগ প্রকাশ পায় তবে উহার দায়িত্ব বিক্রেতা বহন করিবে।

উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ, ধবলকুষ্ঠ, [ইত্যাদি জটিল রোগ]-এর ব্যাপারে এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেলে পর বিক্রেতা সম্পূর্ণ দায়িত্বমুক্ত হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন দাস বা দাসীকে বিক্রয় করিল, বিক্রেতা উত্তরাধিকারী হউক বা অন্য কেউ। বিক্রয়ের সময় দাস-দাসীর দোষের ব্যাপারে দায়িত্বমুক্ত হওয়ার কথা বিক্রেতা কর্তৃক উল্লেখ করিলে তবে বিক্রেতা দাস-দাসীর যাবতীয় দোষের দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিবে। পক্ষান্তরে বিক্রেতা কর্তৃক বিক্রয়ের সময় যদি দাস-দাসীর কোন দোষের কথা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও গোপন করে তবে বিক্রয়ের সময় দায়িত্বমুক্ত হওয়ার শর্ত করিলেও এই শর্ত তাহার উপকারে আসিবে না। এই বিক্রয় বাতিল হইয়া যাইবে। আর আমাদের নিকট একমাত্র দাস-দাসীর মধ্যেই বিক্রেতার দায়িত্ব থাকিবে।

(٤) باب العيب فى الرقيق

পরিচ্ছেদ ৪ : ক্রীতদাসের খুঁত

٤ - **حَدَّثَنِىْ** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ . وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَالَ الَّذِىْ ابْتَاعَهُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : بِالْغُلاَمِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِىْ . فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَقَالَ الرَّجُلُ : بَاعَنِىْ عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ . وَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ . فَقَضَى عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنْ يَّحْلِفَ لَهُ ، لَقَدْ بَاعَهُ الْعَبْدَ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ . فَأَبَى عَبْدُ اللّٰهِ أَنْ يَّحْلِفَ . وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ . فَصَحَّ عِنْدَهُ . فَبَاعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بَعْدَ ذٰلِكَ بِأَلْفٍ وَّخَمْسِمَائَةِ دِرْهَمٍ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ كُلَّ مَنِ ابْتَاعَ وَلِيْدَةً فَحَمِلَتْ ، أَوْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ . وَكُلَّ أَمْرٍ دَخَلَهُ الْفَوْتُ حَتّٰى لاَ يُسْتَطَاعَ رَدُّهُ . فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ ، إِنَّهُ قَدْ كَانَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَ الَّذِى بَاعَهُ . أَوْ عُلِمَ ذٰلِكَ بِاعْتِرَافٍ مِنَ الْبَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ . فَإِنَّ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيْدَةَ يَقُوَّمُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِىْ كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ . فَيُرَدُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ مَا بَيْنَ قِيْمَتِهِ صَحِيْحًا وَقِيْمَتِهِ وَبِهِ ذٰلِكَ الْعَيْبُ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِىْ الْعَبْدَ ، ثُمَّ يَظْهَرُ مِنْهُ عَلَى عَيْبٍ يُرَدُّهُ مِنْهُ ، وَقَدْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَ الْمُشْتَرِىْ عَيْبٌ اٰخَرُ : إِنَّهُ ، إِذَا كَانَ الْعَيْبُ الَّذِىْ حَدَثَ بِهِ مُفْسِدًا ، مِثْلُ الْقَطْعِ أَوِ الْعَوَرِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْعُيُوْبِ الْمُفْسِدَةِ .

فَإِنَّ الَّذِىْ اشْتَرَى الْعَبْدَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنَ . إِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، بِقَدْرِ الْعَيْبِ الَّذِىْ كَانَ بِالْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ ، وُضِعَ عَنْهُ . وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَغْرَمَ قَدْرَ مَاأَصَابَ الْعَبْدُ مِنَ الْعَيْبِ عِنْدَهُ ، ثُمَّ يَرُدُّ الْعَبْدُ ، فَذٰلِكَ لَهُ . وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الَّذِىْ اشْتَرَاهُ ، أُقِيْمَ الْعَبْدُ وَبِهِ الْعَيْبُ الَّذِىْ كَانَ بِهِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ . فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهُ ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ عَيْبٍ ، مِائَةَ دِيْنَارٍ . وَقِيْمَتُهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ وَبِهِ الْعَيْبُ ، ثَمَانُوْنَ دِيْنَارًا . وُضِعَ عَنِ الْمُشْتَرِىْ مَا بَيْنَ الْقِيْمَتَيْنِ . وَإِنَّمَا تَكُوْنُ الْقِيمَةُ يَوْمَ اشْتُرِىَ الْعَبْدُ .

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا . أَنَّ مَنْ رَدَّ وَلِيْدَةً مِنْ عَيْبٍ وَجَدَهُ بِهَا . وَكَانَ قَدْ أَصَابَهَا : أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا . وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِىْ إِصَابَتِهِ إِيَّاهَا شَىْءٌ . لِأَنَّهُ كَانَ ضَامِنًا لَهَا .

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا . فِيْمَنْ بَاعَ عَبْدًا أَوْ وَلِيْدَةً أَوْ حَيَوَانًا بِالْبَرَاءَةِ . مِنْ أَهْلِ الْمِيْرَاثِ أَوْ غَيْرِهِمْ . فَقَدْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فِيْمَا بَاعَ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنُ عَلِمَ فِىْ ذٰلِكَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ . فَإِنْ كَانَ عَلِمَ عَيْبًا فَكَتَمَهُ ، لَمْ تَنْفَعَهُ تَبْرِئَتُهُ . وَكَانَ مَابَاعَ مَرْدُودًا عَلَيْهِ .

قَالَ مَالِكُ : فِى الْجَارِيَةِ تُبَاعُ بِالْجَارِيَتَيْنِ ، ثُمَّ يُوْجَدُ بِإِحْدَى الْجَارِيَتْين عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ . قَالَ : تُقَامُ الْجَارِيَةُ الَّتِىْ كَانَتْ قِيْمَةَ الْجَارِيَتَيْنِ . فَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُهَا ؟ ثُمَّ تُقَامُ الْجَارِيَتَانِ بِغَيْرِ الْعَيْبِ الَّذِىْ وَجِدَ بِإِحْدَاهُمَا . تُقَامَانِ صَحِيْحَتَيْنِ سَالِمَتَيْنِ . ثُمَّ يُقْسَمُ ثَمَنُ الْجَارِيَةُ الَّتِى بِيْعَتْ بِالْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِمَا ، بِقَدْرٍ ثَمَنِهِمَا . حَتّٰى يَقَعَ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حِصَّتُهَا مِنْ ذٰلِكَ . عَلَى الْمُرْتَفِعَةِ بِقَدْرِ ارْتِفَاعِهَا . وَعَلَى الْأُخْرَى بِقَدَرِهَا . ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى الَّتِىْ بِهَا الْعَيْبُ . فَيُرَدُّ بِقَدْرِ الَّذِىْ وَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ تِلْكَ الْحِصَّةِ . إِنْ كَانَتْ كَثِيْرَةً أَوْ قَلِيْلَةً . وَإِنَّمَا تَكُوْنُ قِيْمَةُ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمَ قَبْضِهِمَا .

قَالَ مَالِكُ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدُ فَيُؤَاجِرُهُ بِالْإِجَارَةِ الْعَظِيْمَةِ ، أَوِ الْغَلَّةِ الْقَلِيلَةِ . ثُمَّ يَجِدُ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ : إِنَّهُ يَرُدُّهُ بِذٰلِكَ الْعَيْبِ . وَتَكُوْنُ لَهُ إِجَارَتُهُ وَغَلَّتُهُ . وَهٰذَا الْأَمْرُ الَّذِيْ كَانَتْ عَلَيْهِ الْجَمَاعَةُ بِبَلَدِنَا . وَذٰلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْدًا ، فَبَنَى لَهُ دَارًا قِيْمَةُ بِنَائِهَا ثَمَنُ الْعَبْدِ أَضْعَافًا . ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُرَدُّ مِنْهُ ، رَدَّهُ . وَلاَ يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ عَلَيْهِ إِجَارَةُ فِيْمَا عَمِلَ لَهُ . فَكَذٰلِكَ تَكُوْنُ لَهُ إِجَارَتُهُ ، إِذَا آجَرَهُ مِنْ غَيْرِهِ . لأَنَّهُ ضَامِنُ لَهُ . وَهٰذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِيْمَنْ ابْتَاعَ رَقِيْقًا فِيْ صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ . فَوَجَدَ فِيْ ذٰلِكَ الرَّقِيْقُ عَبْدًا مَسْرُوْقًا . أَوْ وَجَدَ بِعَبْدٍ مِنْهُمْ عَيْبًا . إِنَّهُ يُنْظَرُ فِيْمَا وَجَدَ مَسْرُوْقًا . أَوْ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَإِنْ كَانَ هُوَ وَجْهُ ذٰلِكَ الرَّقِيْقُ أَوْ أَكْثَرَهُ ثَمَنًا . أَوْ مِنْ أَجْلِهِ اشْتَرَى وَهُوَ الَّذِيْ فِيْهِ الْفَضْلُ فِيْمَا يَرَى النَّاسِ . كَانَ ذٰلِكَ الْبَيْعُ مَرْدُوْدًا كُلُّهُ . وَإِنْ كَانَ الَّذِيْ وُجِدَ مَسْرُقًا . أَوْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ مِنْ ذٰلِكَ الرَّقِيْقُ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيْرِ مِنْهُ . لَيْسَ هُوَ وَجْهُ ذٰلِكَ الرَّقِيْقِ . وَلاَ مِنْ أَجْلِهِ اشْتُرِيَ وَلاَ فِيْهِ الْفَضْلُ فِيْمَا يَرَى النَّاسُ . رَدُّ ذٰلِكَ الَّذِيْ وُجِدَ بِهِ الْعَيْبُ . أَوْ وُجِدَ مَسْرُوْقًا بِعَيْنِهِ ، بِقَدْرِ قِيْمَتِهِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِيْ اشْتَرَى بِهِ أُولٰئِكَ الرَّقِيْقَ .

রেওয়ায়ত ৪

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁহার এক দাস বিক্রয় করিলেন বারাআত[1]-এর শর্তে আটশত দিরহাম মূল্যে। অতঃপর ক্রেতা বলিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর গোলামের মধ্যে একটি রোগ রহিয়াছে, আপনি আমার নিকট উহা চিহ্নিত করেন নাই। তারপর তাহারা উভয়ের বিবাদ লইয়া উপস্থিত হইলেন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর নিকট। ক্রেতা ব্যক্তি বলিলেন-তিনি আমার নিকট গোলাম বিক্রয় করিলেন অথচ উহার রহিয়াছে একটি রোগ যাহার কথা তিনি আমার নিকট বলেন নাই। আবদুল্লাহ্ বলিলেন : আমি গোলাম বিক্রয় করিয়াছি বারাআত (দায়িত্বমুক্ত থাকা)-এর শর্তে। উসমান (রা) ফয়সালা দিলেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) শপথ করিয়া বলিবে-ক্রেতার নিকট তিনি যে গোলাম বিক্রয় করিয়াছেন উহার মধ্যে কোন রোগ আছে বলিয়া তিনি জানিতেন না। আবদুল্লাহ্ (রা) এইরূপ শপথ করিতে অস্বীকৃতি জানাইলেন এবং গোলাম তিনি ফেরত গ্রহণ করিলেন। অতঃপর উক্ত গোলাম সুস্থ হইয়া গেল। তারপর আবদুল্লাহ্ (রা) উহাকে দেড় হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করিলেন।

১. বারাআত অর্থাৎ এই দাসের কোন প্রকার দোষ-ত্রুটির জন্য আমি দায়ী থাকিব না— এই শর্তে বিক্রয় করিতেছি। ইহাকে বারাআত বলা হয়।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত ফয়সালা হইল এই, যে ব্যক্তি কোন দাসী ক্রয় করিল এবং তাহার দ্বারা উহা অন্তঃসত্ত্বা হইল, অথবা দাস ক্রয় করিয়া উহাকে আযাদ করিল এবং এই জাতীয় যে কোন প্রকার ক্ষমতা পরিচালনা[১] বা কার্য সম্পাদন করে যাহাতে সেই দাসী বা দাসকে আর ফেরত দেওয়া চলে না। অতঃপর (এই মর্মে) প্রমাণ উপস্থিত হইয়াছে যে, বিক্রেতার কাছে থাকা কালে উহার মধ্যে খুঁত ছিল অথবা খুঁত প্রকাশিত হইয়াছে বিক্রেতার স্বীকারোক্তির দ্বারা কিংবা অন্য কোন উপায়ে, [এইরূপ হইয়া থাকিলে] তবে খুঁতসহ বিক্রয়ের দিন সেই দাস অথবা দাসীর কত মূল্য হইতে পারে তাহা নির্ণয় করা হইবে, তারপর ত্রুটি মুক্তাবস্থায় উহার যাহা মূল্য হইবে এবং খুঁত অবস্থায় যাহা উহার মূল্য হইতে পারে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানিক মূল্যের অর্থটি ক্রেতাকে ফেরত দিবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের কাছে সর্বসম্মত ফয়সালা এই, সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি কোন ক্রীতদাস ক্রয় করিয়াছে। অতঃপর উহা হইতে এমন কোন খুঁত প্রকাশ পাইয়াছে, [যে খুঁত প্রকাশ পাওয়ার দরুন] যাহাতে উহাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ক্রেতার নিকট (থাকাবস্থায়) অন্য নূতন খুঁত সৃষ্টি হইয়াছে। যদি নব্যসৃষ্ট খুঁত যাহা ক্রেতার নিকট পয়দা হইয়াছে উহা নষ্টকারী হয় যেমন (কোন অংশ) কর্তন করা কিংবা কানা হওয়া অথবা এই জাতীয় নষ্টকারক খুঁতসমূহ হইতে অন্য কোন খুঁত। তবে দুই বিষয়ের যে কোন উত্তম বিষয়কে গ্রহণ করার ইখতিয়ার ক্রেতার থাকিবে। যদি দাসের ত্রুটিসহ যেই দিন উহাকে ক্রয় করিয়াছে সেই দিন যাহা মূল্য হইতে পারে [এবং নিখুঁতাবস্থায় উহার যাহা মূল্য হয় উভয়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানিক মূল্য] তাহা হইতে বাদ দেওয়াকে তিনি পছন্দ করেন তবে (যেই পরিমাণ) অর্থ উহা হইতে বাদ দেওয়া হইবে অথবা সে যদি পছন্দ করে তবে ক্রীতদাসের যেই পরিমাণ ক্ষতি তাহার কাছে থাকিতে হইয়াছে উহার খেসারত প্রদান করিবে, অতঃপর গোলাম ফেরত দেওয়া হইবে (তিনি ইচ্ছা করিলে এইরূপ করা যাইবে)। আর যদি ক্রীতদাস ক্রেতার নিকট মারা যায় তবে খুঁতসহ যেই দিন উহাকে বিক্রয় করা হইয়াছিল সেই দিন উহার মূল্য কত ছিল তাহা নির্ণয় করা হইবে, যদি ক্রয়ের দিন দোষ মুক্তাবস্থায় উহার মূল্য একশত দীনার থাকে, আর দোষসহ উহার মূল্য ক্রয়ের দিন আশি দীনার হয়, তবে ক্রেতার উপর হইতে উভয় মূল্যের মধ্যে ব্যবধানিক মূল্য বাদ দেওয়া হইবে। মূল্য ধার্য করা হইবে ক্রয়ের দিনেরই।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন দাসীকে উহাতে খুঁত পাওয়ার কারণে ফেরত দেয় (অথচ) সে উহার সহিত সহবাস করিয়াছে। তবে দাসী যদি কুমারী হয় তবে (সহবাস করাতে) যতটুকু উহার মূল্য হইতে কমিয়াছে ততটুকু মূল্য তাহাকে আদায় করিতে হইবে আর যদি দাসী কুমারী না হয়, তবে উহার সহিত সঙ্গম করাতে ক্রেতাকে কিছু দিতে হইবে না, কারণ সে উহার জামিনস্বরূপ ছিল।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি কোন দাস বা দাসীকে অথবা কোন প্রাণীকে বিক্রয় করিয়াছে বারাআতের শর্তে সে আহলে-মীরাস হউক বা আহলে-মীরাস ব্যতীত অন্য কেহ হউক, তবে সে বিক্রীত বস্তুতে যেকোন প্রকার দোষ পাওয়া যায় উহার দায়-দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যদি কোন দোষ জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও গোপন করিয়া থাকে তবে তাহাব দায়িত্ব মুক্তির শর্ত করা কোন কাজে লাগিবে না এবং তাহার বিক্রীত বস্তু তাহার দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।

১. যেমন দান করিয়া দেওয়া, হারাইয়া ফেলা, মুকাতব মুদাব্বার করা ইত্যাদি।

মালিক (র) বলেন : যেই দাসীকে দুইজন দাসীর বিনিময়ে বিক্রয় করা হইয়াছে, অতঃপর দাসীদ্বয়ের একজনের মধ্যে এমন দোষ পাওয়া গিয়াছে যাহাসহ মালিকের নিকট ফেরত দেওয়া চলে। তবে সেই দাসীর মূল্য নির্ণয় করা হইবে যেই ক্রীতদাসীকে দুই দাসীর বিনিময়ে বিক্রয় করা হইয়াছিল। তারপর দেখিতে হইবে উহার মূল্য কত। অতঃপর দাসীদ্বয়ের মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে যাহাদের একজনের মধ্যে দোষ পাওয়া গিয়াছে। উভয়ে সুস্থ ও নিখুঁত থাকিলে কি মূল্য দাসীদ্বয়ের হইতে পারে তাহা নির্ণয় করিবে। অতঃপর যেই দাসীকে এতদুভয়ের বিনিময়ে বিক্রি করা হইয়াছিল উহার মূল্যকে উভয় দাসীর মধ্যে উহাদের মূল্য অনুযায়ী বন্টন করিয়া দিবে, যেন দাসীদ্বয়ের প্রত্যেকের উপর স্ব স্ব হিস্‌সা বর্তিত হয়। নিখুঁত ও উত্তমার অংশে উহার মূল্য এবং অপর ক্রটিযুক্ত অংশে তাহার মূল্য বর্তিত হইবে। তারপর লক্ষ্য করা হইবে ক্রটিযুক্ত দাসীর দিকে এবং যেই পরিমাণ মূল্য উহার অংশে নির্ধারিত হইল তাহা বিক্রেতা কর্তৃক ক্রেতাকে ফেরত দিতে হইবে। যেই দিন ক্রেতা দাসীদ্বয়কে নিজ দখলে আনিয়াছে উভয়ের সেই দিনের মূল্য নির্ণয় করিবে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি দাস ক্রয় করিল অতঃপর উহাকে ইজারাতে কাজে লাগাইল, বড় ইজারাতে কিংবা কর[১] মারফতে। তারপর সেই দাসে খুঁত পাওয়া গেল, যে খুঁতের কারণে উহাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া যায়। (এইরূপ অবস্থা হইলে) তবে সেই দাসকে খুঁতসহ ফেরত দিবে, ইজারা (লব্ধ অর্থ) ও কর [মারফত আদায়কৃত বস্তু] তাহার [ক্রেতার] প্রাপ্য হইবে। অনুরূপ মতই পোষণ করিতেন আমাদের (পবিত্র) শহরের (মদীনার) উলামা সম্প্রদায়। ইহা এইজন্য যে, (যেমন) এক ব্যক্তি একটি দাস খরিদ করিল। সে দাস তাহার (ক্রেতার) উদ্দেশ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করিল। যে গৃহের নির্মাণ খরচ গোলামের মূল্য অপেক্ষা কয়েক গুণ বেশি হইল, অতঃপর সেই দাসের কোন দোষ পাওয়া গেল যে দোষের কারণে উহাকে বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া চলে। (এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইলে) তবে উহাকে (বিক্রেতার নিকট) ফেরত দিবে এবং গোলামের শ্রমের কারণে ক্রেতার উপর কোন মজুরী হিসাব করা হইবে না।

অনুরূপ দাসের ইজারালব্ধ অর্থ ক্রেতা পাইবে যদি অন্যের নিকট উহাকে ইজারা দিয়া থাকে কারণ ক্রেতাই উহার জামিন। মালিক (র) বলেন, ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

মালিক (রা) বলেন : আমাদের নিকট মাসআলা এই, এক ব্যক্তি এক দফাতে একসঙ্গে কয়েক জন দাসকে বিক্রয় করিয়াছে। অতঃপর সেইসব দাসের মধ্যে একজন পাওয়া গিয়াছে চোরাইকৃত দাস কিংবা উহাদের এক জনের মধ্যে খুঁত পাওয়া গিয়াছে। মালিক (র) বলেন, এমতাবস্থায় দেখিতে হইবে- চোরাইকৃত দাস কিংবা যাহার মধ্যে খুঁত পাওয়া গিয়াছে সেই দাস যদি বিক্রীত দাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয় অথবা অধিক মূল্যের হয় এবং ক্রেতা উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সবাইকে ক্রয় করিয়াছে, উহাতে রহিয়াছে শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণ, সাধারণ লোকের ধারণায়। তবে এইরূপ বিক্রয় সম্পূর্ণ রদ করিয়া দেওয়া হইবে। মালিক (র) বলেন, চোরাইকৃত গোলাম কিংবা যাহার মধ্যে দোষ পাওয়া গিয়াছে মামুলী ধরনের [বড় রকমের কোন দোষ নহে], আর দাসত্বের মধ্যে সেই গোলাম অতি শ্রেষ্ঠও নহে এবং উহার উদ্দেশ্যে সবাইকে ক্রয়ও করা হয় নাই। আর লোক-দৃষ্টিতে উহার বিশেষ কোন গুণও নাই। তবে ক্রটিযুক্ত কিংবা চোরাইকৃত সেই ক্রীতদাসকেই বিক্রেতার নিকট ফেরত দেওয়া হইবে; ক্রীতদাসদিগকে যেই মূল্যে খরিদ করা হইয়াছে, হারাহারিভাবে এই দাসের যাহা মূল্য হইবে সেই মূল্য অনুপাতে (অর্থ বাদ দিয়া)।

১. কর, যাহা শস্য, ফল, দুগ্ধ ইত্যাদি হইতে আদায় করা হয়।

(٥) باب ما يفعل في الوليدة اذا بيعت والشرط فيها

পরিচ্ছেদ ৫ : ক্রীতদাসীকে বিক্রয় করা হইলে এবং উহাতে শর্তারোপ করিলে কি করা হইবে ?

٥ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ . وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ بِعْتَهَا فَهِيَ لِيْ بِالثَّمَنِ الَّذِيْ تَبِيْعُهَا بِهِ . فَسَأَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ ذٰلِكَ ، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيْهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ .

রেওয়ায়ত ৫

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ (র) তাহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) তদীয় স্ত্রী যয়নাব সকাফিয়ার নিকট হইতে একটি দাসী ক্রয় করিলেন এবং সে (যয়নাব) তাহার উপর শর্তারোপ করিয়াছে যে, যদি তিনি উহাকে বিক্রয় করেন, তবে যেই মূল্যে বিক্রয় করা হইবে সেই মূল্যে উহা তাহার (যয়নাবের) প্রাপ্য হইবে। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) এই বিষয়ে উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট প্রশ্ন করিলেন। তিনি (উত্তর) বলিলেন — তুমি উহার নিকটে যাইও না [অর্থাৎ উহার সহিত সঙ্গম করিও না] যাহাতে কাহারো পথে শর্তারোপ করা হইয়াছে।

٦ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : لاَ يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيْدَةً ، إِلاَّ وَلِيْدَةً ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا . وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا . وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ شَاءَ صَنَعَ بِهَا مَاشَاءَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيْمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى شَرْطٍ أَنْ لاَ يَبِيْعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الشُّرُوْطِ ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لِلْمُشْتَرِيْ أَنْ يَطَأَهَا . وَذٰلِكَ ، أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا وَلاَ أَنْ يَهَبَهَا . فَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ ذٰلِكَ مِنْهَا ، فَلَمْ يَمْلِكْهَا مِلْكًا تَامًّا . لأَنَّهُ قَدِ اسْتُثْنِيَ عَلَيْهِ فِيْهَا مَا مَلَكَهُ بِيَدِ غَيْرِهِ . فَإِذَا دَخَلَ هٰذَا الشَّرْطُ، لَمْ يَصْلُحْ . وَكَانَ بَيْعًا مَكْرُوْهًا .

রেওয়ায়ত ৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিতেন : যেই দাসীকে ইচ্ছা করিলে বিক্রয় করিতে পারে কিংবা ইচ্ছা করিলে দান করা যায় অথবা ইচ্ছা হইলে নিজের কাছে রাখা যায় এবং উহার সহিত যাহা ইচ্ছা তাহা করা যায় সেইরূপ দাসী ব্যতীত অন্য কোন দাসীর সহিত কোন ব্যক্তি সঙ্গম করিবে না।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন দাসীকে এই শর্তে ক্রয় করিয়াছে যে, উহাকে বিক্রয় করিবে না এবং উহাকে দান করিবে না কিংবা এই রকম অন্য কোন শর্তে, তবে সেই ক্রেতার জন্য উহার সহিত সঙ্গম করা জায়েয হইবে না। কারণ তাহার জন্য উহাকে বিক্রয় করা এবং দান করা জায়েয নহে। যখন সে ইহা [বিক্রয় ও দান]-এর মালিক নহে তবে সে উহার পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করে নাই। কেননা (শর্তারোপ করিয়া) ক্রেতার নিকট হইতে উহার কর্তৃত্বকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যে কর্তৃত্ব রহিয়াছে অন্যের হস্তে। যখন (ক্ষমতা খর্ব করার) এই শর্তারোপ করা হইল তবে ইহার বিক্রয় জায়েয হইবে না। এই ধরনের বিক্রয় মাকরূহ হইবে।

(٦) باب النهى عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج

পরিচ্ছেদ ৬ : যে ক্রীতদাসীর স্বামী রহিয়াছে সে ক্রীতদাসীর সহিত অন্য লোকের সঙ্গম নিষিদ্ধ হওয়া প্রসঙ্গ

٦ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً وَلَهَا زَوْجٌ . ابْتَاعَهَا بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ عُثْمَانُ : لاَ أَقْرَبُهَا حَتّٰى يُفَارِقَهَا زَوْجُهَا . فَأَرْضٰى ابْنُ عَامِرٍ زَوْجَهَا ، فَفَرَّقَهَا .

রেওয়ায়ত ৭

ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমির (রা) একটি দাসী হাদিয়া স্বরূপ উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা)-এর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিলেন; সেই দাসীর স্বামী (বর্তমান) ছিল, তিনি উহাকে বসরাতে ক্রয় করিয়াছিলেন। উসমান (রা) বলিলেন : উহার স্বামী উহাকে ত্যাগ না করা পর্যন্ত আমি ইহার কাছে [সঙ্গম উদ্দেশ্যে] গমন করিব না। অতঃপর ইব্ন আমির তাহার স্বামীকে সম্মত করাইলেন, তাহার স্বামী তাহাকে ত্যাগ করিল।

٨ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنْ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ ابْتَاعَ وَلِيْدَةً . فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ فَرَدَّهَا .

রেওয়ায়ত ৮

আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা) জনৈক ক্রীতদাসীকে খরিদ করিলেন, পরে জানা গেল যে, উহার স্বামী রহিয়াছে। তাই তিনি উহাকে ফেরত দিলেন।

(٧) باب ماجاء فى تمرا المال يباع اصله

পরিচ্ছেদ ৭ : খেজুর বৃক্ষের ফল প্রসঙ্গ, যাহার মূল বিক্রয় করা হইয়াছে

٩ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ . إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".

রেওয়ায়ত ৯

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি তা'বীর[১] করা খেজুরের গাছ বিক্রয় করিয়াছে, উহার ফল বিক্রেতা পাইবে, কিন্তু ক্রেতা যদি শর্ত করিয়া থাকে (তবে ফল ক্রেতার জন্য হইবে)।

(٨) النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها

পরিচ্ছেদ ৮ : পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় নিষিদ্ধ

١٠ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُ وَصَلاَحُهَا . نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ .

রেওয়ায়ত-১০

ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিক্রেতা, ক্রেতা উভয়কে পরিপুষ্ট হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

١١ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِىَ. فَقِيْلَ لَهُ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَمَا تُزْهِىَ ؟ فَقَالَ : « حِيْنَ تَحْمَرُّ » وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ ،فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيْهِ ؟ »

রেওয়ায়ত ১১

আনাস ইব্ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত, রঙীন হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। সাহাবীগণ (রা) প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রঙীন হওয়ার অর্থ কি ? (রাসূলুল্লাহ্ সা) বলিলেন, লাল কিংবা হলুদ রং-এর হওয়া। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, লক্ষ্য করুন। যদি আল্লাহ (গাছে) ফল পয়দা না করেন, তবে তোমাদের কেহ আপন ভাইয়ের মাল কিসের বিনিময়ে গ্রহণ করিবে ?

١٢ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْ الرِّجَالِ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰي تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

১. নরখেজুর গাছের মজ্জা মাদী খেজুর গাছ চিরিয়া উহাতে ঢুকাইয়া দেওয়া হয়। এইরূপ করাতে গাছে ভাল ও বেশি খেজুর উৎপন্ন হয়। আরবে এইরূপ করার প্রথা ছিল। ইহাতে "তাবিরে নখ্ল" অর্থাৎ খেজুর বৃক্ষে জোড়া লাগান বলা হয়। - আওজায

রেওয়ায়ত ১২

আমর বিনত আবদির রহমান (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিপদমুক্ত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলিয়াছেন, বিপদমুক্তির পূর্বে ফল বিক্রয় করা ধোঁকার বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত।

١٣ - حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَبِيْعُ ثِمَارَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا .

قَالَ مَالِكُ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيْ بَيْعِ الْبِطِّيْخِ وَالْقِثَّاءِ الْخِرْبِزِ وَالْجِزَرِ ، إِنَّ بَيْعَهُ إِذَا بَدَا صَلاَحُهُ حَلاَلٌ جَائِزٌ . ثُمَّ يَكُوْنُ لِلْمُشْتَرِيْ مَا يَنْبُتُ حَتَّى يَنْقَطِعَ ثَمَرُهُ ، وَيَهْلِكُ . وَلَيْسَ فِيْ ذٰلِكَ وَقْتٌ يُؤَقَّتُ . وَذٰلِكَ أَنَّ وَقْتَهُ مَعْرُوْفٌ عِنْدَ النَّاسِ وَرُبَّمَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةَ . فَقَطَعَتْ ثَمَرَتَهُ ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ ذٰلِكَ الْوَقْتُ . فَإِذَا دَخَلَتْهُ الْعَاهَةُ ، بِجَائِحَةٍ تَبْلُغُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا . كَانَ ذٰلِكَ مَوْضُوْعًا عَنِ الَّذِيْ ابْتَاعَهُ.

রেওয়ায়ত ১৩

যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি সপ্তর্ষীমণ্ডলস্থ নক্ষত্র (সুরাইয়া) উদিত হওয়ার পূর্বে ফল বিক্রয় করিতেন না।[১]

মালিক (র) বলেন, তরবুজ, ক্ষিরাই, খরবুজ এবং গাজর বিক্রয়ের বিষয়ে আমাদের নিকট মাসআলা এই : পরিপুষ্ট হওয়ার পর এই সবের বিক্রয় হালাল ও বৈধ, তারপর যাহা উৎপাদিত হইবে [উৎপাদনকাল হইতে ফসল তোলা] শেষ হওয়া পর্যন্ত উহা ক্রেতার জন্য হইবে। ইহার জন্য কোন নির্ধারিত সময় নাই। কারণ উহার সময় লোকের নিকট পরিচিত। (তাহারা জানেন) কোন সময় এই সবের মধ্যে আপদ প্রবেশ করে। তাই সেই সময়ের পূর্বে উহার ফল কাটিয়া ফেলা হয়। যদি দুর্যোগের কারণে এইসবের মধ্যে কোন আপদ উপস্থিত হয় যাহার পরিমাণ পৌছে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত কিংবা উহার অধিক তবে বিক্রেতার নিকট হইতে সেই পরিমাণ কমান হইবে [তারপর উহা ক্রেতাকে দেওয়া হইবে]।

(٩) باب ما جاء فى بيع العرية

পরিচ্ছেদ ৯ : আরিয়্যা[২] বিক্রয়

١٤ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا.

---

১. কারণ উহার উদয়ের পর ফল বিপদমুক্ত হয়।

২. বাগানের মালিক কয়েকটি খেজুর বা অন্য ফলের বৃক্ষ কাহাকেও দান করিলেন। দানগ্রহীতা গাছ দেখাশোনার জন্য বাগানে যাতায়াত করিয়া থাকেন, ইহাতে বাগানের মালিকের অসুবিধা হইলে তিনি শুষ্ক ফলের বিনিময়ে দানগ্রহীতা হইতে সেই বৃক্ষগুলির ফল নিজের কর্তৃত্বে আনিয়া পূর্ণ বাগানের কর্তৃত্ব নিজে গ্রহণ করেন। ইহাকে আরিয়্যাঃ এর বিক্রয় বলা হয়।

وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِيْ سُفْيَانَ ، مَوْلَى ابْنِ أَبِيْ أَحْمَدَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا . فِيْمَا دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ . أَوْ فِيْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .

يَشُكُّ دَاوُدُ قَالَ : خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ . يُتَحَرَّى ذٰلِكَ وَيُخْرَصُ فِيْ رُؤُسِ النَّخْلِ . وَإِنَّمَا أَرْخَصَ فِيْهِ لأَنَّهُ أُنْزِلَ بِمَنْزِلَةِ التَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ وَالشِّرْكِ . وَلَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْبُيُوْعِ ، مَا أَشْرَكَ أَحَدٌ أَحَدًا فِيْ طَعَامِهِ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ . وَلاَ أَقَالَهُ مِنْهُ . وَلاَ وَلاَّهُ أَحَدًا حَتّٰى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ .

রেওয়ায়ত ১৪

যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরিয়্যা করিয়াছেন এমন ব্যক্তির জন্য উহাকে অনুমান করিয়া বিক্রয় করার অনুমতি দিয়াছেন।

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরিয়্যা স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ বৃক্ষের খেজুর অনুমান করিয়া বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছেন পাঁচ ওয়াসকের[১] কম কিংবা (পূর্ণ) পাঁচ ওয়াসকের মধ্যে। দাউদ (রাবী) সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন; (তাঁহার শায়খ আবূ সুফিয়ান) পাঁচ ওয়াসক বলিয়াছেন না পাঁচ ওয়াসকের কম বলিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : আরিয়্যা পন্থায় প্রদত্ত বৃক্ষসমূহের ফল খেজুরের বিনিময়ে আন্দাজ করিয়া বিক্রয় করা যায়। চিন্তা-ভাবনা করিয়া উহার পরিমাণ নির্ধারণ করা হইবে এবং গাছে থাকিতে উহার আন্দাজ করা হইবে। উহার জন্য ওজন করার প্রয়োজন নাই। এইরূপ করার অনুমতি এই জন্য দেওয়া হইয়াছে যে, ইহা খরিদ দামে বিক্রয়, খরিদ বাতিলকরণ এবং খরিদকৃত বস্তুতে অন্যকে শরীক নেওয়ার মতো। ইহা যদি অন্যান্য বিক্রয়ের মতো হইত তবে খাদ্যদ্রব্যে অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে কাহাকেও শরীক করা জায়েয হইত না এবং অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে খরিদ বাতিলকরণও জায়েয হইত না এবং অধিকারে আসার পূর্বে খরিদমূল্যে ক্রয় করাও জায়েয হইত না।

(١٠) باب الجائحة فى بيع الثمار والرزع

পরিচ্ছেদ ১০ : শস্য ও ফলাদির বিক্রয়ে বিপদাপদ উপস্থিত হওয়া প্রসঙ্গে বিধান

١٥ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الرِّجَالِ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُوْلُ : اَبْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِيْ زَمَانِ

১. ষাট (صاع) সা'তে এক ওয়াসক (وسق) হয়।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . فَعَالَجَهُ وَقَامَ فِيْهِ حَتّٰى تَبَيَّنَ لَهُ النُّقْصَانُ . فَسَأَلَ رَبَّ الْحَائِطِ أَنْ يَّضَعَ لَهُ أَوْ أَنْ يُقِيْلَهُ . فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَفْعَلَ. فَذَهَبَتْ أُمُّ الْمُشْتَرِيْ إِلٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لَهُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «تَأَلّٰى أَنْ لاَ يَفْعَلَ خَيْرًا» فَسَمِعَ بِذٰلِكَ رَبُّ الْحَائِطِ . فَأَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، هُوَ لَهُ .

রেওয়ায়ত ১৫

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদির রহমান (র) তাঁহার মাতা আ'মরা বিন্‌ত 'আবদির রহমান (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি এক বাগানের ফল ক্রয় করিলেন, তিনি উহাতে মেহনত করিলেন এবং বাগানের সংস্কার সাধনে ব্রতী হইলেন। (ইহাতে) তাহার লোকসান প্রকাশ পাইল, তারপর তিনি বাগান মালিকের নিকট বাগানের দাম কমাইবার অথবা বিক্রয় বাতিল করিবার আবেদন জানাইলেন। কিন্তু বাগানের মালিক এইরূপ না করার শপথ করিলেন। তারপর ক্রেতার মাতা উপস্থিত হইলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন, সে পুণ্য কাজ না করার কসম খাইয়াছে কি? বাগানের মালিক ইহা শুনিলেন, তারপর তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট হাজির হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! [ক্রেতা যাহা চাহিয়াছেন] তাঁহার জন্য উহা।

١٦ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ قَضٰى بِوَضْعِ الْجَائِحَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلٰى ذٰلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكُ : وَالْجَائِحَةُ الَّتِيْ تُوْضَعُ عَنِ الْمُشْتَرِى ، الثُّلُثُ فَصَاعِدًا . وَلاَ يَكُوْنُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ جَائِحَةً .

রেওয়ায়ত ১৬

মালিক (র) বলেন : উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয (র) দুর্যোগ ঘটিলে মূল্য লাঘব করার ফয়সালা দিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকটও মাসআলা অনুরূপ।

মালিক (র) বলেন : দুর্যোগঘটিত কারণে, এক-তৃতীয়াংশ কিংবা ততোধিক ফসলের লোকসান হইলেই, তবে ক্রেতা হইতে মূল্য লাঘব করা হয়। ইহার কম হইলে লোকসান হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হয় না।

(١١) باب ما يجوز فى استثناء الثمر

পরিচ্ছেদ ১১ : কিছু ফল বা ফল-বৃক্ষের কিছু শাখা বিক্রয় হইতে বাদ দিয়া দেওয়া জায়েয হওয়া প্রসঙ্গ

١٧ - حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيْعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ ، وَيَسْتَثْنِى مِنْهُ .

রেওয়ায়ত ১৭

কাসিম ইব্ন মুহাম্মদ (র) তাঁহার বাগানের ফল বিক্রয় করিতেন এবং উহা হইতে কিছু বৃক্ষ শাখা বাদ রাখিয়া দিতেন।

١٨ - وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِوبْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَقُ . بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ . وَاسْتَثْنٰى مِنْهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، تَمْرًا .

রেওয়ায়ত ১৮

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবি বকর (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহার দাদা মুহাম্মদ ইব্ন আমর হাযম (র) আফবাক নামক তাহার এক বাগানের ফল চারি হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করিলেন। এবং উহা হইতে আট শত দিরহাম মূল্যের ফলের কিছু শাখা রাখিয়া দিলেন [নিজের জন্য]।

١٩ - حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الرِّجَالِ ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَارِثَةَ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ كَانَتْ تَبِيْعُ ثِمَارِهَا وَتَسْتَثْنِىْ مِنْهَا .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ ، أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ ثُلُثِ الثَّمَرِ . لاَ يُجَاوِزُ ذٰلِكَ . وَمَا كَانَ دُوْنَ الثُّلُثِ فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يَبِيْعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ ، وَيَسْتَثْنِى مِنْ ثَمَرِ حَائِطِهِ ، ثَمَرَ نَخْلَةٍ أَوْ نَخْلاَتٍ يَخْتَارُهَا ، وَيُسَمِّى عَدَدَهَا . فَلاَ أَرَى بِذٰلِكَ بَأْسًا . لِأَنَّ رَبَّ الْحَائِطِ إِنَّمَا اسْتَثْنٰى شَيْئًا مِنْ ثَمَرِ حَائِطِ نَفْسِهِ . وَإِنَّمَا ذٰلِكَ شَىْءٌ احْتَبَسَهُ مِنْ حَائِطِهِ . وَأَمْسَكَهُ لَمْ يَبِعْهُ . وَبَاعَ مِنْ حَائِطِهِ مَا سِوَى ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৯

মুহাম্মদ ইব্ন আবদির রহমান ইব্ন হারেছা (র) বলেন, তাঁহার মাতা আ'মরা বিন্ত আবদির রহমান (র) তাঁহার মালিকানার ফল বিক্রয় করিতেন এবং উহা হইতে ফলের কিছু শাখা নিজের জন্য রাখিয়া দিতেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাসআলা এই, কোন ব্যক্তি বাগানের ফল বিক্রয় করিলে তবে সেই বাগানের ফল হইতে তৃতীয়াংশ পরিমাণ (নিজের জন্য) রাখা তাহার জন্য জায়েয আছে। উহার সীমা ছাড়াইয়া না যাওয়া চাই, এক-তৃতীয়াংশের কম হইলে তাহাতে ক্ষতি নাই।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি তাহার বাগানের ফল বিক্রয় করিল এবং উহা হইতে নিজরে পছন্দসই এক বা একাধিক গাছের ফল অবিক্রিত রাখিল, উহার সংখ্যাও উল্লেখ করিল। আমি এইরূপ করাতে কোন দোষ মনে করি না। বাগানের মালিক নিজ বাগান হইতে কিছু সংখ্যক বৃক্ষের ফল নিজের জন্য রাখিল। আর ইহা হইতেছে এমন যেন কেহ নিজ বাগানের কিছু বৃক্ষ নিজের জন্য নির্ধারিত রাখিল, উহাকে বিক্রয় না করিয়া অবশিষ্ট বৃক্ষ বিক্রয় করিয়া দিল।

(١٢) باب ما يكره من بيع التمر

পরিচ্ছেদ ১২ : ফলের যে বিক্রম মকরূহ তাহার মাসআলা

٢٠ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلاً بِمِثْلٍ» فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنَ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ «أُدْعُوْهُ لِيْ» فَدُعِيَ لَهُ . فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَتَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ ؟ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ يَبِيْعُوْنَنِيْ الْجَنِيْبَ بِالْجَمْعِ صَاعًا بِصَاعٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّاهِمِ . ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا.

রেওয়ায়ত ২০

আতা ইব্ন ইয়াসার (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, খর্জুরের বিনিময়ে খর্জুর [বিক্রয় করিলে] সমান সমান (হইতে হইবে)। তাঁহার নিকট আরজ করা হইল, খায়বরে নিযুক্ত আপনার আমিল [কার্য সম্পাদক বা কালেকটর] দুই সা'-এর বিনিময়ে এফ সা' গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (ইহা শুনিয়া) বলিলেন, তাহাকে আমার কাছে ডাকিয়া আন। তাঁহারা ডাকিয়া আনিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তুমি কি দুই সা'-এর বিনিময়ে এক সা' গ্রহণ কর! উত্তরে তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! উহারা নিকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে বিশুদ্ধ খেজুর আমার নিকট এক সা'র বিনিময়ে এক সা' বিক্রয় করে না।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিয়া বলিলেন, অপ্রকৃষ্ট বা মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় কর, অতঃপর দিরহামের বিনিময়ে বিশুদ্ধ খেজুর ক্রয় করিয়া লও।

٢١ – حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَرَ . فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا ؟ فَقَالَ : لاَ . وَاللّٰهِ ، يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ . إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ . وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « لاَ تَفْعَلْ . بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ . ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا . »

রেওয়ায়ত ২১

আবূ সায়ীদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে খায়বরে আ'মিল [কার্য সম্পাদক বা প্রশাসক] নিযুক্ত করিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে বিশুদ্ধ খেজুর উপস্থিত করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, খায়বরের সকল খেজুর এইরূপ হয় কি? তিনি বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কসম, সকল খেজুর এইরূপ নহে। আমরা এই খেজুরের এক সা' (صاع) দুই সা' (صاع) -এর বিনিময়ে এবং দুই সা' (صاع) তিন সা'(صاع) -এর বিনিময়ে গ্রহণ করি। (ইহা শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, এইরূপ করিও না; অপ্রকৃষ্ট খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া দাও, অতঃপর দিরহাম দ্বারা উৎকৃষ্ট খেজুর ক্রয় করিয়া লও।

٢٢ – وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ ، أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ ؟ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ : أَيَّتُهُمَا أَفْضَلُ ؟ قَالَ : الْبَيْضَاءُ . فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ سَعْدٌ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ » فَقَالُوْا : نَعَمْ . فَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২২

যায়দ আবূ 'আয়্যাশ (র) সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা) -এর নিকট প্রশ্ন করিলেন বেশি পেষা হয় নাই এমন যব (مسلت)[১]-এর বিনিময়ে সাদা বর্ণের যব বিক্রয় করা প্রসঙ্গে। সা'দ তাহার নিকট হইতে জানিতে চাহিলেন, উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? তিনি বলিলেন-সাদা যব উত্তম, সা'দ তাহাকে এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন-খুর্মার বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিলেন, খুর্মা শুকাইলে কমে কি না? তাহারা বলিলেন-হ্যাঁ (কমে)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন এইরূপ করিতে বারণ করিলেন।

১. কাহারও মতে مسلت খোসাবিহীন এক প্রকার যব যাহা হিজাযে উৎপন্ন হয়।

(١٣) باب ماجاء في المزابنة والمحاقلة

পরিচ্ছেদ ১৩ : মুযাবানা[১] এবং মুহাকালা[২] প্রসঙ্গে

٢٣ - وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً . وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً .

রেওয়ায়ত ২৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন মুযাবানা হইতে। মুযাবানা হইতেছে তাজা খেজুর (যাহা বৃক্ষে ঝুলন্ত রহিয়াছে)-কে অনুমান করিয়া সুপক্ব খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করা। এবং তাজা আঙ্গুর ফলকে [লতাতে ঝুলন্তাবস্থায়] আন্দাজ করিয়া শুষ্ক আঙ্গুর-এর বিনিময়ে বিক্রয় করা।

٢٤ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ . وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ .

রেওয়ায়ত ২৪

আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন মুযাবানা এবং মুহাকালা হইতে। মুযাবানা হইতেছে সুপক্ব খুমরার বিনিময়ে তাজা খেজুরকে আন্দাজ করিয়া ক্রয় করা যাহা বৃক্ষচূড়ায় (ঝুলন্ত) রহিয়াছে। আর মুহাকালা হইতেছে গমের বিনিময়ে ভূমি কেরায়াতে (ভাড়া) দেওয়া।

٢٥ - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ .

---

১. মুযাবানা হইতেছে সুপক্ব খুর্মার বিনিময়ে তাজা খেজুরকে আন্দাজ করিয়া ক্রয় করা।

২. মুহাকালা হইতেছে শুষ্ক শস্যের বিনিময়ে ক্ষেতের তাজা শস্য ক্রয় করা।

قَالَ مَالِكٌ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَتَفْسِيْرُ الْمُزَابَنَةِ : أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْجِزَافِ الَّذِىْ لاَ يُعْلَمُ كَيْلُهُ وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ ، ابْتِيعَ بِشَىْءٍ مُسَمًّى مِنَ الْكَيْلِ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ . وَذٰلِكَ أَنْ يَّقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَكُوْنُ لَهُ الطَّعَامُ الْمُصَبَّرُ الَّذِىْ لاَ يَعْلَمُ كَيْلُهُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ أَوْ مَا أَشْبَهُ ذٰلِكَ مِنَ الْأَطْعِمَةِ . أَوْ يَكُوْنُ لِلرَّجُلِ السِّلْعَةُ مِنَ الْحِنْطَةِ أَوِ النَّوَى أَوِ الْقَضْبِ أَوِ الْعَصْفُرِ أَوِ الْكُرْسُفِ أَوِ الْكَتَّانِ أَوِ الْقَزِّ أَوْ مَا أَشْبَهُ ذٰلِكَ مِنَ السِّلَعِ لاَ يُعْلَمُ كَيْلُ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ وَلاَ وَزْنُهُ وَلاَ عَدَدُهُ . فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ لِرَبِّ تِلْكَ السِّلْعَةِ : كِلْ سِلْعَتَكَ هٰذِهِ أَوْ مُرْ مَنْ يَكِيْلُهَا . أَوْ زِنْ مِنْ ذٰلِكَ مَا يُوْزَنُ أَوْ عُدَّ مِنْ ذٰلِكَ مَا كَانَ يُعَدُّ . فَمَا نَقَصَ عَنْ كَيْلِ كَذَا وَكَذَا صَاعًا، لِتَسْمِيَةٍ يُسَمِّيْهَا . أَوْ وَزْنُ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً . أَوْ عَدَدِ كَذَا وَكَذَا فَمَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ لَكَ حَتّٰى أَوْ فِيكَ تِلْكَ التَسْمِيَةَ فَمَا زَادَ عَلٰى تِلْكَ التَّسْمِيَةِ فَهُوَ لِىْ . أَضْمَنُ مَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى أَنْ يَكُوْنَ لِىْ مَازَادَ . فَلَيْسَ ذٰلِكَ بَيْعًا . وَلٰكِنَّهُ الْمُخَاطَرَةُ وَالْغَرَرُ. وَالْقِمَارُ . يَدْخُلُ هٰذَا : لأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِ مِنْهُ شَيْئًا بِشَىْءٍ أَخْرَجَهُ . وَلٰكِنَّهُ ضَمِنَ لَهُ مَا سُمِّىَ مِنْ ذٰلِكَ الْكَيْلَ أَوِ الْوَزْنِ أَوِ الْعَدَدِ. عَلٰى أَنْ يَّكُوْنَ لَهُ مَازَادَ عَلٰى ذٰلِكَ . فَأَنْ نَقَصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَنْ تِلْكَ التَسْمِيَةِ ، أَخَذَ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ بِغَيْرِ ثَمَنٍ وَلاَ هِبَةٍ . طَيِّبَةٍ بِهَا نَفْسُهُ فَهٰذَا يُشْبِهُ الْقِمَارَ . وَمَا كَانَ مِثْلُ هَذَا مِنَ الْأَشْيَاءِ فَذٰلِكَ يَدْخُلُهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذٰلِكَ أَيْضًا أَنْ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الثَّوْبُ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثَوْبِكَ هٰذَا كَذَا وَكَذَا ظِهَارَةَ قَلَنْسُوَةٍ . قَدْرُ كُلِّ ظِهَارَةٍ كَذَا وَكَذَا . لِشَىْءٍ يُسَمِّيْهِ . فَمَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ حَتّٰى أُوْفِيْكَ . وَمَا زَادَ فَلِىْ . أَوْ أَنْ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أَضْمَنُ لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ هٰذِى كَذَا وَكَذَا قَمِيْصًا . ذَرْعُ كُلِّ قَمِيْصٍ كَذَا وَكَذَا . فَمَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ . وَمَا زَادَ عَلَى ذٰلِكَ فَلِىْ . أَوْ أَنْ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الْجُلُوْدُ مِنْ جُلُوْدِ الْبَقَرِ أَوِ الْإِبِلِ : أُقَطِّعُ جُلُوْدَكَ هٰذِهِ نِعَالاً عَلَى إِمَامِ يُرِيْهُ إِيَّاهُ . فَمَا نَقَصَ مِنْ مِائَةِ زَوْجٍ فَعَلَىَّ غُرْمُهُ . وَمَا زَادَ فَهُوَ لِىْ بِمَا ضَمِنْتُ لَكَ . وَمِمَّا يُشْبِهُ ذٰلِكَ ، أَنْ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ حَبُّ الْبَانِ: أَعْصُرْ حَبَّكَ هٰذَا . فَمَا نَقَصَ مِنْ كَذَا وَكَذَا رِطْلاً .

فَعَلَيَّ أَنْ أُعْطِيَكَهُ . وَمَا زَادَ فَهُوَ لِيْ . فَهٰذَا كُلُّهُ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَشْيَاءِ ، أَوْ ضَارَعَهُ ، مِنَ الْمُزَابَنَةِ الَّتِيْ لاَ تَصْلُحُ وَلاَ تَجُوْزُ وَكَذٰلِكَ أَيْضًا إِذَا قَالَ لِرَجُلٍ لِلرَّجُلِ ، لَهُ الْخَبَطُ أَوِ النَّوَى أَوِ الْكُرْسُفُ أَوِ الْكَتَّانُ أَوِ الْقَضْبُ أَوِ الْعُصْفُرُ : أَبْتَاعُ مِنْكَ هٰذَا الْخَبَطَ بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا . مِنْ خَبَطٍ يُخْبَطُ مِثْلَ خَبَطِهِ . أَوْ هٰذَا النَّوَى بِكَذَا وَكَذَا صَاعًا مِنْ نَوًى مِثْلِهِ . وَفِي الْعُصْفُرِ وَالْكُرْسُفِ وَالْكَتَّانِ وَالْقَضْبِ مِثْلُ ذٰلِكَ فَهٰذَا كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا وَصَفْنَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ .

রেওয়ায়ত ২৫

সায়ীদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুযাবানা ও মুহাকালা হইতে নিষেধ করিয়াছেন। মুযাবানা হইতেছে সুপক্ব খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ক্রয় করা। আর মুহাকালা হইতেছে গমের বিনিময়ে ক্ষেত ক্রয় করা। এবং গমের বিনিময়ে শস্যক্ষেত্র কেরায়া (ভাগ) লওয়া।

ইব্ন শিহাব (র) বলেন : আমি সায়ীদ ইব্ন মুসায়্যাবের নিকট প্রশ্ন করিলাম স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে ভূমি কেরায়া (ভাগ) গ্রহণ করা সম্পর্কে। তিনি (উত্তরে) বলিলেন : ইহাতে কোন ক্ষতি নাই (অর্থাৎ জায়েয আছে)।

মালিক (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুযাবানাকে নিষেধ করিয়াছেন।

আর মুযাবানার তফসীর হইতেছে এই, অনুমানের যে কোন বস্তু যাহার পরিমাণ, ওজন ও সংখ্যা অজ্ঞাত, উহাকে ক্রয় করা হইয়াছে পরিমাণ, ওজন ও সংখ্যা দ্বারা সুনির্দিষ্ট বস্তুর বিনিময়ে। যেমন এক ব্যক্তির গাদা করা খাদ্যদ্রব্য রহিয়াছে; গম, খুর্মা অথবা ইহার সদৃশ অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যেগুলির পরিমাণ অজ্ঞাত কিংবা এক ব্যক্তির নিকট রহিয়াছে আসবাব-বৃক্ষপত্র ও ঘাস গুটলী [ফলের আঁটি] ডাল-পালা, কুমকুম, তুলা, কাতান বস্ত্র, কাঁচা রেশম, কিংবা ইহাদের সদৃশ অন্য কোন সামগ্রী যেসবের কোন কিছুরই পরিমাণ, ওজন ও সংখ্যা জ্ঞাত নহে, (উপরিউক্ত) খাদ্যদ্রব্য কিংবা আসবাবের মালিককে এক ব্যক্তি বলিল, আপনি কোন ব্যক্তিকে আপনার আসবাব পরিমাণ করার নির্দেশ দিন। কিংবা যাহা ওজন করার যোগ্য উহাকে ওজন করুন, অথবা যাহা গণনা করার উপযোগী উহাকে গণনা করুন। এত এত সা' (صاع) হইতে[১] যাহা নির্ধারিত করা হয় উহা হইতে যাহা কম হইবে, কিংবা এত এত রতল (رطل)[২] (অর্ধসের) ওজন হইতে যাহা ঘাটিয়া যাইবে অথবা এত এত[৩] সংখ্যা হইতে যত কম হইবে উহার ক্ষতিপূরণ আমি করিব সেই পরিমাণ বা ওজন, কিংবা সংখ্যা যাহা নির্ধারিত হইয়াছে তাহার। সেই পরিমাণ, ওজন কিংবা সংখ্যা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ আমার দায়িত্ব থাকিবে। আর নির্ধারিত পরিমাণ, ওজন কিংবা সংখ্যা হইতে যাহা বাড়তি হইবে উহা হইবে আমার প্রাপ্য। যে পরিমাণ কম হইবে সে পরিমাণের ক্ষতিপূরণের আমি জিম্মাদার থাকিব এই শর্তে যে, যাহা বাড়তি হইবে তাহা

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঁচ সা' (صاع) হইতে যাহা কম হইবে।

২. কিংবা দশ রতল (صاع) হইতে যাহা কম হইবে।

৩. একশত ডিম হইতে কম হইলে। صاع দুইশত চৌত্রিশ তোলাতে এক সা' হয়, ইহা একটি পরিমাণ পাত্র। রতল একটি পাত্র বিশেষ, অর্ধসের পরিমাণ ওজনের গম বা অন্যান্য বস্তুর উহাতে গুনজায়েশ হয়। -লুগাতে-কিশওয়ারী

আমার প্রাপ্য হইবে। ইহা কোন বিক্রয় নহে। বরং ইহাতে রহিয়াছে ঝুঁকি ও প্রতারণা আর জুয়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত। মুযাবানার মতো ইহাও নিষিদ্ধ। কারণ নিজ হইতে কোন মূল্য প্রদান করিয়া কোন বস্তু বিক্রেতা হইতে ক্রয় করা হয় নাই। কিন্তু সে আসবাবের মালিকের জন্য জামিন হইয়াছে। যে পরিমাণ, ওজন এবং সংখ্যা সে নির্ধারণ করিয়াছে তাহা হইতে বাড়তি হইলে উহা সে পাইবে, আর নির্ধারিত পরিমাণ হইতে সামান্য ঘাটতি হইলে তবে ঘাটতি পূরণার্থে জামিনদারের মাল হইতে ঘাটতি পরিমাণ মাল গ্রহণ করিবে। অথচ ইহা মূল্যও নহে এমন দানও নহে যাহা হৃষ্টচিত্তে দান করা হইয়াছে। তাই ইহা জুয়া তুল্য, যেকোন (ক্রয়-বিক্রয় আদান-প্রদান) এইরূপ হইবে, উহা জুয়ার মতো হইবে (এবং মুযাবানার মতো নিষিদ্ধ হইবে)।

মালিক (র) বলেন : মুযাবানার অন্তর্গত ইহাও — যেই ব্যক্তির নিকট কাপড় আছে তাহাকে আর এক ব্যক্তি বলিল : আপনার এই কাপড় হইতে এত এত [ধরা যাক একশত কিংবা দুইশত] জামার বেষ্টনী ও টুপী তৈরির দায়িত্ব নিতেছে। প্রতিটি বেষ্টনীর পরিমাণ এত এত হইবে যাহা নির্দিষ্ট রূপে উল্লেখ করিল।[১] এই সংখ্যা হইতে যাহা কম হইবে তাহার জরিমানা আমার জিম্মায়। আমি উহা আপনাকে পূর্ণ করিয়া দিব, আর যাহা বাড়তি হইবে উহা হইবে আমার। কিংবা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল, আপনার এই কাপড় হইতে এত এত কামিজ তৈরির ব্যাপারে আমি জামিন আছি, প্রতিটি কামিজের আয়তন এত এত হইবে, উহা হইতে যতটুকু কমতি হইবে উহার জরিমানা আমার উপর। আর যাহা বাড়তি হইবে তাহা আমার প্রাপ্য হইবে। কিংবা যাহার কাছে গরু অথবা উটের চামড়া রহিয়াছে তাহাকে কেহ বলিল, আমি আপনার এইসব চামড়া হইতে এই পরিমাণের যাহা দেখান হইয়াছে জুতা তৈয়ার করিব। একশত জোড়ার কম যাহা হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ আমি করিব। এই ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব গ্রহণের বিনিময়ে যাহা বাড়তি হইবে উহা আমার হইবে।

অনুরূপ এক ব্যক্তির নিকট রহিয়াছে হাব্বুল-বানা [حب البنان এক প্রকারের গাছ যাহার পাতা নিম গাছের পাতার মতো উহার ফলের বীজ দ্বারা তৈল প্রস্তুত করা হয়।] তাহাকে আর এক ব্যক্তি বলিল, আপনার এই বীজ আমি নিঙড়াইয়া [তৈল বাহির করিয়া] দিব। এত এত রাত্‌ল [رطل অর্ধসের ওজনের একটি পরিমাপ পাত্র] পরিমাণ হইতে যাহা কমতি হইবে উহার ক্ষতিপূরণ আমি আপনাকে আদায় করিব। আর যাহা তিরিক্ত হইবে তাহা আমার প্রাপ্য হইবে। এই সব (যাহা উল্লেখ হইয়াছে) এবং উহার সদৃশ বস্তুসমূহ কিংবা যাহা এই সবের মতন হয় সব মুযাবানার অন্তর্ভুক্ত এবং তাহা অবৈধ। অনুরূপ এক ব্যক্তির নিকট রহিয়াছে ঘাস-পাতা, ফলের আঁটি, তুলা, কাতান বস্ত্র, ডাল পালা, কুমকুম ইত্যাদি। অন্য এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে বলিল, আমি আপনার নিকট এই ঘাসপাতা এত এত সা' (صاع) অনুরূপ ঘাসের বিনিময়ে ক্রয় করিলাম, কিংবা এই ফলের আঁটিগুলি এত এত সা' (صاع) অনুরূপ ফলের আঁটির বিনিময়ে ক্রয় করিলাম। এইরূপভাবে কুমকুম, তুলা, কাতান এবং ডাল-পালার ব্যাপারেও বলা হইল। এই সবই আমাদের (সাবেক) বর্ণিত মুযাবানার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(١٤) باب جامع بيع الثمر

পরিচ্ছেদ ১৪ : ফল বিক্রয় সম্পর্কীয় বিবিধ বর্ণনা

٢٦ –قَالَ مَالِكُ : مَنِ اشْتَرٰى ثَمَرًا مِنْ نَخْلٍ مُسَمَّاةٍ ، أَوْ حَائِطٍ مُسَمًّى ، أَوْ لَبَنًا مِنْ غَنَمٍ مُسَمَّاةٍ : إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ . إِذَا كَانَ يُؤْخَذُ عَاجِلاً . يَشْرَعُ الْمُشْتَرِى فِى أَخْذِهِ

১. যেমন দশ আঙ্গুল বা বিশ আঙ্গুল।

عِنْدَ دَفْعِهِ الثَّمَنَ . وَإِنَّمَا مِثْلُ ذٰلِكَ ، بِمَنْزِلَةِ رَاوِيَةِ زَيْتٍ . يَبْتَاعُ مِنْهَا رَجُلٌ بِدِينَارٍ أَوْ دِينَارَيْنِ . وَيُعْطِيهِ ذَهَبَهُ . وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ يَكِيلَ لَهُ مِنْهَا . فَهٰذَا لاَ بَأْسَ بِهِ ، فَإِنِ انْشَقَّتِ الرَّاوِيَةَ . فَذَهَبَ زَيْتُهَا ، فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ إِلاَّ ذَهَبُهُ . وَلاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْعٌ . وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ كَانَ حَاضِراً ، يَشْتَرِى عَلَى وَجْهِهِ ، مِثْلُ اللَّبَنِ إِذَا حُلِبَ ، وَالرُّطَبِ يُسْتَجْنَى ، فَيَأْخُذُ الْمُبْتَاعُ يَوْمًا بِيَوْمٍ : فَلاَ بَأْسَ بِهِ . فَإِنْ فَنِىَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِىَ الْمُشْتَرِى مَا اشْتَرَى ، رَدَّ عَلَيْهِ الْبَائِعُ مِنْ ذَهَبِهِ ، بِحِسَابِ مَابَقِىَ لَه . أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْمُشْتَرِى سِلْعَةً بِمَا بَقِىَ لَهُ . يَتَرَاضِيَانِ عَلَيْهَا . وَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا. فَإِنْ فَارَقَهُ ، فَإِنَّ ذٰلِكَ مَكْرُوهٌ . لأَنَّهُ يَدْخُلُهُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ . وَقَدْ نُهِىَ عَنِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ فَإِنْ وَقَعَ فِىْ بَيْعِهِمَا أَجَلٌ ، فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ . وَلاَ يَحِلُّ فِيْهِ تَأْخِيرٌ وَلاَ نَظِرَةٌ . وَلاَ يَصْلُحُ إِلاَّ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ ، إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى . فَيَضْمَنُ ذٰلِكَ الْبَائِعُ لِلْمُبْتَاعِ . وَلاَ يُسَمِّى ذٰلِكَ فِىْ حَائِطٍ بِعَيْنِهِ . وَلاَ فِىْ غَنَمٍ بِأَعْيَانِهَا .

وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِى مِنَ الرَّجُلِ الْحَائِطَ ، فِيْهِ أَلْوَانٌ مِنَ النَّخْلِ ، مِنَ الْعَجْوَةِ وَالْكَبِيْسِ وَالْعَذْقِ ، وَغَيْرِ ذٰلِكَ مِنْ أَلْوَانِ التَّمْرِ . فَيَسْتَثْنِىْ مِنْهَا ثَمَرَ النَّخْلَةِ أَوِ النَّخْلاَتِ ، يَخْتَارُهَا مِنْ نَخْلِهِ ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ . لأَنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذٰلِكَ ، تَرَكَ ثَمَرَ النَّخْلَةِ مِنَ الْعَجْوَةِ . وَمَكِيْلَةُ ثَمَرِهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَأَخَذَ مَكَانَهَا ثَمَرَ نَخْلَةٍ مِنَ الْكَبِيْسِ . وَمَكِيْلَةُ ثَمَرِهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ . فَإِنْ أَخَذَ الْعَجْوَةَ الَّتِىْ فِيْهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا. وَتَرَكَ الَّتِىْ فِيْهَا عَشَرَةُ أَصْوُعٍ مِنَ الْكَبِيْسِ . فَكَأَنَّهُ اشْتَرَى الْعَجْوَةَ بِالْكَبِيْسِ مُتَفَاضِلاً . وَذٰلِكَ مِثْلُ أَنْ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ، بَيْنَ يَدَيْهِ صُبَرٌ مِنَ التَّمْرِ : قَدْ صَبَّرُ الْعَجْوَةَ فَجَعَلَهَا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْكَبِيْسِ عَشْرَةَ آصُعٍ . وَجَعَلَ صُبْرَةَ الْعَذْقِ اثْنَىْ عَشَرَ صَاعًا . فَأَعْطٰى صَاحِبَ التَّمْرِ دِيْنَارًا عَلٰى أَنَّهُ يَخْتَارُ . فَيَأْخُذُ أَىَّ تِلْكَ الصُّبَرِ شَاءَ .

قَالَ مَالِكٌ : فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ .

وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرُّطَبِ مِنْ صَاحِبِ الْحَائِطِ . فَيُسْلِفُهُ الدِّيْنَارِ . مَاذَا لَهُ إِذَا ذَهَبَ رُطَبُ ذٰلِكَ الْحَائِطِ ؟

قَالَ مَالِكٌ : يُحَاسِبُ صَاحِبَ الْحَائِطِ . ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيْنَارِهِ . إِنْ كَانَ أَخَذَ بِثُلُثَى دِيْنَارٍ رُطَبًا ، أَخَذَ ثُلُثَ الدِّيْنَارِ ، الَّذِيْ بَقِيَ لَهُ . وَإِنْ كَانَ اَخَذَ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعِ دِيْنَارِهِ رُطَبًا . أَخَذَ الرُّبُعَ الَّذِيْ بَقِيَ لَهُ . أَوْ يَتَرَاضَيَانِ بَيْنَهُمَا . فَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيْنَارِهِ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَائِطِ مَا بَدَا لَهُ . إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ تَمْرًا ، أَوْ سِلْعَةً سِوَى التَّمْرِ ، أَخَذَهَا بِمَا فَضَلَ لَهُ . فَإِنْ أَخَذَ تَمْرًا أَوْ سِلْعَةً أُخْرَى فَلاَ يُفَارِقْهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَ ذٰلِكَ مِنْهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا هٰذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَاحِلَتَهُ بِعَيْنِهَا . أَوْ يُؤَاجِرَ غُلاَمَهُ ، الْخَيَّاطَ أَوِ النَّجَّارَ أَوِ الْعُمَّالَ ، لِغَيْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْأَعْمَالِ . أَوْ يُكْرِيَ مَسْكَنَهُ . وَيَسْتَلِفُ إِجَارَةَ ذٰلِكَ الْغُلاَمِ . أَوْ كِرَاءَ ذٰلِكَ الْمَسْكَنِ . أَوْ تِلْكَ الرَّاحِلَةِ . ثُمَّ يَحْدُثُ فِيْ ذٰلِكَ حَدَثٌ بِمَوْتٍ أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ . فَيَرُدُّ رَبُّ الرَّاحِلَةِ أَوِ الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ ، إِلَى الَّذِيْ سَلَّفَهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِرَاءِ الرَّاحِلَةِ أَوْ إِجَارَةِ الْعَبْدِ أَوْ كِرَاءِ الْمَسْكَنِ يُحَاسِبُ صَاحِبُهُ بِمَا اسْتَوْفَى مِنْ ذٰلِكَ . إِنْ كَانَ اسْتَوْفَى نِصْفَ حَقِّهِ ، رَدَّ عَلَيْهِ النِّصْفَ الْبَاقِيَ الَّذِيْ لَهُ عِنْدَهُ . وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ فَبِحِسَابِ ذٰلِكَ يَرُدُّ إِلَيْهِ مَابَقِيَ لَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَصْلُحُ التَّسْلِيْفُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ هٰذَا يُسَلَّفُ فِيْهِ بِعَيْنِهِ . إِلاَّ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسَلِّفِ مَاسَلَّفَ فِيْهِ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ . يَقْبِضُ الْعَبْدَ أَوِ الرَّاحِلَةَ أَوِ الْمَسْكَنَ . أَوْ يَبْدَأُ فِيْمَا اشْتَرَى مِنَ الرُّطَبِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ عِنْدَ دَفْعِهِ الذَّهَبَ إِلَى صَاحِبِهِ . لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ تَأْخِيْرٌ وَلاَ أَجَلٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذٰلِكَ ، أَنْ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : أُسَلِّفُكَ فِيْ رَاحِلَتِكَ فَلاَنَةَ أَرْكَبُهَا فِي الْحَجِّ . وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَجِّ أَجَلٌ مِنَ الزَّمَانِ . أَوْ يَقُوْلُ مِثْلَ

ذٰلِكَ فِي الْعَبْدِ أَوِ الْمَسْكَنِ . فَإِنَّهُ إِذَا صَنَعَ ذٰلِكَ ، كَانَ إِنَّمَا يُسَلِّفُهُ ذَهَبًا ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ تِلْكَ الرَّاحِلَةَ صَحِيحَةً لِذٰلِكَ الْأَجَلِ الَّذِيْ سَمَّى لَهُ ، فَهِيَ لَهُ بِذٰلِكَ الْكِرَاءِ . وَإِنْ حَدَثَ بِهَا حَدَثٌ مِنْ مَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِ ، رَدَّ عَلَيْهِ ذَهَبَهُ. وَكَانَتْ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِ السَّلَفِ عِنْدَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فَرَقَ ، بَيْنَ ذٰلِكَ ، الْقَبَضُ . مَنْ قَبَضَ مَا اسْتَأْجَرَ أَوِ اسْتَكْرَى فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْغَرَرِ ، وَالسَّلَفِ الَّذِيْ يُكْرَهُ . وَأَخَذَ أَمْرًا مَعْلُوْمًا . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ ، أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدُ أَوِ الْوَلِيْدَةَ فَيَقْبِضَهَا وَيَنْقُدَ أَثْمَانَهُمَا . فَإِنْ حَدَثَ بِهِمَا حَدَثٌ مِنْ عُهْدَةِ السَّنَةِ ، أَخَذَ ذَهَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِيْ ابْتَاعَ مِنْهُ . فَهٰذَا لاَ بَأْسَ بِهِ . وَبِهٰذَا مَضَتِ السُّنَّةُ فِيْ بَيْعِ الرَّقِيْقِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ أَوْ تَكَارَى رَاحِلَةً بِعَيْنِهَا إِلَى أَجَلٍ . يَقْبِضُ الْعَبْدَ اَوْالرَّاحِلَةَ إِلَى ذُلِكَ الْأَجَلِ . فَقَدْ عَمِلَ بِمَا لاَ يَصْلُحُ . لاَ هُوَ قَبَضَ مَا اسْتَكْرَى أَوِ اسْتَأْجَرَ ، وَلاَ هُوَ سَلَّفَ فِيْ دَيْنٍ يَكُوْنُ ضَامِنًا عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

রেওয়ায়ত ২৬

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি নির্দিষ্ট খেজুর গাছের খেজুর খরিদ করিয়াছে কিংবা নির্দিষ্ট বাগানের ফল খরিদ করিয়াছে অথবা নির্দিষ্ট বকরীর দুধ ক্রয় করিয়াছে, নগদ অর্থে গ্রহণ করা হইলে ইহাতে কোন নিষেধ নাই। ক্রেতা মূল্য যখন আদায় করিবে তখন অধিকারেও আনিবে।

ইহার সদৃশ (বিষয়) এই, যেমন একটি তৈলপাত্র রহিয়াছে। উহা হইতে এক ব্যক্তি এক দীনার কিংবা দুই দীনারের তৈল খরিদ করিল এবং উহার মূল্য বিক্রেতাকে আদায় করিল, তাহার উপর শর্তারোপ করিল যে, এই তৈলপাত্র হইতে ক্রেতাকে তৈল ওজন করিয়া দিবে। ইহাতে কোন নিষেধ নাই। তারপর যদি তৈলপাত্র ফাটিয়া যায় এবং উহার তৈল নিঃশেষ হইয়া যায়, তবে ক্রেতা শুধু মূল্য ফেরত পাইবে। তাহাদের উভয়ের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হইবে না।[১]

মালিক (র) বলেন : যেকোন উপস্থিত দ্রব্য যাহাকে উহার রীতি অনুযায়ী ক্রয় করা হয়, যেমন-দুধ দোহন করার পর, খেজুর পরিপক্ব হওয়ার পর ক্রেতা দৈনিক উহা গ্রহণ করিবে। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। যদি বিক্রিত মাল পুরাপুরি কব্জা করার পূর্বে নিঃশেষ হইয়া যায়, তবে যেই পরিমাণ অবশিষ্ট রহিয়াছে হিসাব মতো উহার মূল্য বিক্রেতা ক্রেতাকে ফেরত দিবে, কিংবা উভয়ের সন্তুষ্টিতে অবশিষ্ট দ্রব্যের মূল্য বাবত অন্য কোন বস্তু ক্রেতা গ্রহণ করিবে এবং সেই বস্তু কব্জা না করিয়া ক্রেতা পৃথক হইবে না। পৃথক হইলে মাকরূহ হইবে,

১. কারণ, ক্রেতা শর্ত করিয়াছিল তৈলপাত্র হইতে এক দীনার কিংবা দুই দীনার পরিমাণ তৈল মাপিয়া দেওয়া। ক্রেতা কর্তৃক কব্জা করার পূর্বে তৈলপাত্র ফাটিয়া তৈল নিঃশেষ হওয়াতে শর্ত পূরণ করা যায় নাই। তাই বিক্রয় সংঘটিত হয় নাই। — আওজাযুল মাসালিক

কারণ সে এক ঋণের মধ্যে অন্য এক ঋণ প্রবেশ করাইল।[১] রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ধারের বিনিময়ে ধার বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

উহাদের ক্রয়-বিক্রয় যদি সময় দেওয়া থাকে তবে উহা মাকরূহ হইবে। ইহাতে কোন প্রকার বিলম্ব জায়েয হইবে না এবং সময় দেওয়া যাইবে না। বিলম্বে বিক্রয়ে সময় এবং দ্রব্য নির্দিষ্ট হইবে। বিক্রেতা সেই নির্দিষ্ট দ্রব্য ক্রেতাকে সোপর্দ করার জন্য দায়ী থাকিবে। বিশেষ বাগান বা বিশেষ বকরী নির্দিষ্ট করা চলিবে না।[২]

মালিক (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি কোন লোক হইতে একটি বাগান ক্রয় করিল যাহাতে রহিয়াছে বিভিন্ন জাতের খেজুর বৃক্ষ, 'আজওয়াহ[৩] (عجوه), কবীস[৪] (كبيس) 'আজ্ক[৫] (عزق) ইত্যাদি নানা রকমের খেজুরের গাছ। বিক্রেতা আপন বাগান হইতে একটি কিংবা কয়েকটি খেজুর গাছ (নিজের জন্য) আলাদা করিয়া রাখিল। [এই কয়টি খেজুর বৃক্ষ নিজে রাখিবে] মালিক (রা) বলেন॥ ইহা তাহার জন্য জায়েয হইবে না। কারণ সে যদি এইরূপ করে তবে সে 'আজওয়াহ (عجوه) খেজুর বৃক্ষ ছাড়িয়া দিল যাহার খেজুরের পরিমাণ হইল পনর সা' এবং উহার স্থলে কবীস গ্রহণ করিল যাহার খেজুরের পরিমাণ হইল দশ সা'।[৬] আর যদি 'আজওয়াহ্ গ্রহণ করিল যাহার পরিমাণ পনর সা' এবং যেই বৃক্ষে দশ সা' কবীস রহিয়াছে উহা ছাড়িয়া দিল [ক্রেতার জন্য]। তবে সে যেন কবীসের বিনিময়ে 'আজওয়াহ্ ক্রয় করিল, ইহাতে পরিমাণে বেশ-কম হইয়া গেল।

মালিক (র) বলেন : ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল, যাহার সম্মুখে কয়েকটি খেজুরের স্তূপ রহিয়াছে; 'আজওয়ার স্তূপ করিয়াছে পনর সা', আর কবীসের স্তূপ করিয়াছে দশ সা', 'আজ্‌ক-এর স্তূপ করিয়াছে বার সা'-ক্রেতা খেজুরের মালিককে এক দীনার প্রদান করিলেন এবং শর্ত করিলেন যে, যেই স্তূপ তার ইচ্ছা সে পছন্দ করিয়া লইবে। মালিক (র) বলেন, ইহা জায়েয হইবে না।[৭]

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, যে ব্যক্তি খেজুর ক্রয় করিয়াছে বাগানের মালিকের নিকট হইতে, অতঃপর উহাকে এক দীনার অগ্রিম দিল। যদি সেই বাগানের খেজুর নষ্ট হইয়া যায়, তবে ক্রেতা (তাহার দীনারের বিনিময়ে) কি পাইবে? মালিক (র) (উত্তরে) বলিলেন-ক্রেতা বাগানের মালিকের সহিত হিসাব করিবে, তারপর দীনার হইতে যাহা প্রাপ্য থাকে উহা বিক্রেতা হইতে আদায় করিবে। (দৃষ্টান্তস্বরূপ) ক্রেতা যদি (খেজুর নষ্ট হওয়ার পূর্বে) দীনারের দুই-তৃতীয়াংশ পরিমাণ খেজুর আদায় করিয়া থাকেন তবে (এখন নষ্ট হওয়ার পর) দীনারের অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ উশুল করিবে। আর যদি দীনারের

১. ইহা এইরূপে যে, বিক্রিত পণ্যদ্রব্যের মূল্য বিক্রেতার জন্য ঋণস্বরূপ রহিয়াছে। আর বিক্রিত পণ্যদ্রব্য যাহাকে ক্রেতা নিজ অধিকারে আনেনি উহাও বিক্রেতার নিকট ঋণস্বরূপ রহিয়াছে। ইহাই হইল এক ঋণের মধ্যে আর এক ঋণের প্রবেশ করানো।

২. কারণ হয়ত সেই বাগানের ফল দুর্যোগের হেতু নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। বকরীর দুধ নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে।

৩. মাজমা'-এ বর্ণিত হইয়াছে-মদীনার খেজুরের মধ্যে সর্বোত্তম খেজুর 'আজওয়া। ইহা জান্নাতী খেজুর। রাসূলে করীম (সা)-এর পবিত্র হস্তে এই জাতের খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়। ইহা ঈষৎ কৃষ্ণ বর্ণের হয়।

৪. ইহা উত্তম খেজুরের এক জাত। কেহ কেহ উহাকে 'আজওয়ার উর্ধ্বে স্থান দিয়াছেন।

৫. ইহাও খেজুরের এক জাত। 'আজ্ক কয়েক প্রকারের হয় যেমন- ক. 'আজ্ক-এ ইবনুল হুবাইক, খ. 'আজ্ক-এ ইব্ন তাবাত, গ. 'আজ্ক-এ ইব্ন বায়দ।

৬. ইহা সুদ হইল, কারণ সে পরিমাণে বেশ-কম করিয়া 'আজওয়ার বিনিময়ে কবীস গ্রহণ করিয়াছে।

৭. পরিমাণে বেশি-কম হওয়ার কারণে।

তিন-চতুর্থাংশ পরিমাণ খেজুর আদায় করিয়া থাকে তবে অবশিষ্ট এক-চতুর্থাংশ [বিক্রেতা হইতে] উশুল করিবে। কিংবা তাহারা উভয়ে পরস্পরের সন্তুষ্টিতে (বিষয়) নিষ্পত্তি করিয়া লইবে; ক্রেতা অবশিষ্ট দীনারের বিনিময়ে বাগানের মালিক হইতে তাহার খুশীমত দ্রব্য গ্রহণ করিবে; খেজুর পছন্দ হইলে খেজুর গ্রহণ করিবে অথবা খেজুর ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য অবশিষ্ট দীনারের বিনিময়ে উহা গ্রহণ করিবে। ক্রেতা যদি খেজুর কিংবা অন্য দ্রব্য গ্রহণ করে তবে উহা পূর্ণ অধিকারে না আনা পর্যন্ত ক্রেতা বিক্রেতা হইতে পৃথক হইবে না।

মালিক (র) বলেন : ইহা এইরূপ যেন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট ভারবাহী বা যাত্রীবাহী নির্দিষ্ট উট ভাড়াতে দিল অথবা নিজের দর্জি কিংবা ছুতার কিংবা শ্রমিক ক্রীতদাসকে ভিন্ন কাজের জন্য ভাড়ায় দিল। অথবা নিজের ঘর ভাড়ায় দিল এবং গোলাম ইজারাতে দেওয়ার অর্থ কিংবা ঘরভাড়া কিংবা ভারবাহী বা যাত্রীবাহী সেই উটের কেরায়া অগ্রিম আদায় করিল, তারপর ইহাতে মৃত্যু বা অন্য কোন দুর্যোগ ঘটিল। তবে উটের মালিক কিংবা গোলামের কর্তা অথবা বাড়ির মালিক, উটের কেরায়া, কিংবা গোলামের ইজারা অথবা বাড়ি ভাড়ার অবশিষ্ট অর্থ অগ্রিমদাতাকে ফেরত দিবে। কেরায়াদাতা কেরায়া গ্রহীতার সহিত হিসাব করিয়া দেখিবে কি পরিমাণ সে গ্রহণ করিয়াছে; যদি সে তাহার অর্ধেক হক গ্রহণ করিয়া থাকে তবে কেরায়াদাতা অবশিষ্ট অর্ধেক কেরায়া গ্রহীতাকে ফেরত দিবে। আর যদি অর্ধেক হইতে কম কিংবা বেশি হয় তবে সেই হিসাব মত যাহা অবশিষ্ট রহিয়াছে উহা কেরায়া গ্রহীতাকে ফেরত দিবে।

মালিক (র) বলেন : উপরোল্লিখিত এই সবের কোনটিতে অগ্রিম দেওয়া জায়েয নহে, নির্দিষ্ট কোন বস্তুতে অগ্রিম প্রদান করিল (ইহা জায়েয নহে) কিন্তু যে বস্তুর জন্য অগ্রিম দিতেছে অগ্রিম অর্থ দেওয়ার সময় অগ্রিমদাতা যদি সেই বস্তু অধিকার করিয়া থাকে; ক্রীতদাস, কিংবা ভারবাহী বা যাত্রীবাহী উট কিংবা বাড়ির দখল নেয় অথবা বিক্রেতার নিকট অর্থ দেওয়ার সময় অগ্রিমদাতা যে খেজুর ক্রয় করিয়াছে উহা অধিকার করে। এই সবের কোনটির ব্যাপারে বিলম্ব করা বা সময় দান করা জায়েয হইবে না।

মালিক (র) বলেন : (অগ্রিম প্রদানে) মাকরূহ, ইহার ব্যাখ্যা হইল এই, একজন লোক অন্য একজনকে বলিল, আপনার অমুক সওয়ারীর উট বাবদ আমি আপনাকে (এত টাকা) অগ্রিম দিতেছি উদ্দেশ্য হজ্জে যাওয়া। (তখন) হজ্জের সময় অনেক দূরে রহিয়াছে অথবা অনুরূপ বলিল, ক্রীতদাস কিংবা ঘর সম্পর্কে। এইরূপ করিলে সে ব্যক্তি যেন স্বর্ণ (অর্থ) অগ্রিম দিতেছে এই শর্তের উপর যদি সেই সওয়ারীর উট নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিখুঁত থাকে তবে উহা অগ্রিমদাতার হইবে সেই ভাড়াতে। আর যদি সেই সওয়ারীর মৃত্যু হয় বা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তবে উহার মালিক অগ্রিমদাতার অর্থ ফেরত দিবে। এই অর্থ তাহার নিকট নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত ঋণস্বরূপ ছিল।

মালিক (র) বলেন : উপরিউক্ত অধিকার ও এই অধিকারের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান; তাহা হইল ইজারায় গৃহীত বস্তু বা ভাড়াকৃত বস্তু (সাথে সাথে) কব্জা করিয়া লয়, ইহাতে ধোঁকা হইতে এবং অবৈধ ঋণ হইতে নিরাপদে থাকা যায় এবং সে একটি নির্দিষ্ট বস্তু গ্রহণ করিল। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ— এক ব্যক্তি কোন ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী খরিদ করিল এবং উভয়ে দখল নিল। (সাথে সাথে) উভয়ের মূল্য পরিশোধ করিয়া দিল। (ইহার পর) যদি উভয়ের মধ্যে বার্ষিক জিম্মাদারী সংক্রান্ত কোন আপদ দেখা দেয়, তবে বিক্রেতা হইতে অর্থ ফেরত লইবে। ইহাতে কোন দোষ নাই। ক্রীতদাস বিক্রয়ের বিষয়ে ইহাই প্রচলিত সুন্নত (নিয়ম)।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন নির্দিষ্ট ক্রীতদাস ইজারা লইয়াছে, অথবা নির্দিষ্ট কোন পশু কেরায়াতে গ্রহণ করিয়াছে, কব্জার জন্য সময় নির্ধারিত করিয়াছে, ইহা সে অবৈধ কার্য সম্পাদন করিয়াছে, কারণ গ্রহীতা ইজারা নেওয়া ক্রীতদাস বা ভাড়া করা পশুকে দখলে আনে নাই। আর সে এমন কোন ঋণও দেয় নাই যে ঋণের জন্য ইজারা বা ভাড়াদাতা তাবৎ জামিন থাকে যাবত গ্রহীতা পূর্ণরূপে উহাকে অধিকারে না আনে।

(١٥) باب بيع الفاكهة

পরিচ্ছেদ ১৫ : ফল বিক্রয় প্রসঙ্গে

٢٧ – قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ . مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِسِهَا . فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ . وَلاَ يُبَاعُ شَيْءٌ . مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ . وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ ، فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخَرُ تُؤْكَلُ . فَلاَ يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ . إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ . وَمِثْلاً بِمِثْلٍ . إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ . فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ . يَدًا بِيَدٍ . وَلاَ يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ . وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا لاَ يَيْبَسُ وَلاَ يُدَّخَرُ وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْبًا . كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ وَالْجُزَرِ وَالأُتْرُجِّ وَالْمَوْزِ وَالرُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ . وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذٰلِكَ . وَلَيْسَ هُوَ مِمَّا يُدَّخَرُ وَيَكُونُ فَاكِهَةً . قَالَ : فَأَرَاهُ حَقِيقًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الأَجَلِ ، فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ .

রেওয়ায়ত ২৭

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই, যে ব্যক্তি কোন ফল, তাজা হউক বা শুষ্ক হউক, ক্রয় করে, তবে উহাতে পূর্ণ কব্জা না করা পর্যন্ত উহা বিক্রয় করিবে না। আর ফলের এক অংশকে অপর অংশের বিনিময়ে নগদ ছাড়া বিক্রয় করিবে না। আর যেই ফলকে শুকান হয়, শুকাইয়া শুষ্ক ফল হিসাবে সঞ্চয় করিয়া রাখা হয় এবং খাওয়া হয়—সেই সব ফলের এক অংশকে অপর অংশের বিনিময়ে নগদ এবং সমপরিমাণ ছাড়া বিক্রয় করা যাইবে না যদি একই জাতের হয়। তবে যদি পরস্পর ভিন্ন দুই জাতের ফল হয় তাহা হইলে সেই ফলের একটির বিনিময়ে দুইটি বিক্রয় করাতে নগদ হইলে ইহাতে কোন দোষ নাই। ধারে বিক্রয় করা জায়েয হইবে না। আর যেই সব ফল শুকান হয় না এবং সঞ্চয়ও করা হয় না বরং উহা তাজা খাওয়া হয়; যেমন তরমুজ, ক্ষিরাই, খরবুযা, লেবু, কলা, গাজর, আনার, আরও যাহা এই জাতীয় ফল আছে। এইসব ফল বেশি পাকিলে (আহারযোগ্য) থাকে না এবং এইসব ফল শুষ্করূপে সঞ্চিতও রাখা হয় না। এই ফলের ব্যাপারে আমি এক জাতের হইলেও একের বিনিময়ে দুই গ্রহণ করা নগদ হইলে বৈধ বলিয়া মনে করি, যদি ধারে না হয় তবে ইহাতে কোন দোষ নাই।

(١٦) باب الذهب بالفضة تبرا وعينا

পরিচ্ছেদ ১৬ : রৌপ্যের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় প্রসঙ্গ

মুদ্রা হউক, ঢালাইবিহীন রৌপ্য বা স্বর্ণ হউক

٢٨ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيْعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ . فَبَاعَا كُلَّ ثَلَاثَةٍ بِأَرْبَعَةٍ عَيْنًا ، أَوْ كُلَّ أَرْبَعَةٍ بِثَلَاثَةٍ عَيْنًا ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا .

রেওয়ায়ত ২৮

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয় সাদকে[১] গনীমতের স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের বাসন[২] বিক্রয় করার নির্দেশ দিলেন। তাঁহারা উভয়ে তিনটি বাসন চার দীনারের বিনিময়ে অথবা [রাবী বলিয়াছেন] প্রতি চারিটি বাসন তিন দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন, তোমরা সুদের ব্যবসা করিয়াছ। তাই তোমরা ইহা ফিরাইয়া দাও।

٢٩ -حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِيْ تَمِيْمٍ ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لاَ فَضْلُ بَيْنَهُمَا .

রেওয়ায়ত ২৯

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন-দীনারের বিনিময়ে দীনার, দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, এতদুভয়ের মধ্যে বাড়তি ক্রয়-বিক্রয় চলিবে না।

٣٠ -حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ . وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ . إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا شَيْئًا . غَائِبًا بِنَاجِزٍ . »

রেওয়ায়ত ৩০

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, স্বর্ণকে স্বর্ণের বিনিময়ে সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করিও না এবং স্বর্ণের এক অংশকে অন্য অংশের বিনিময়ে বাড়তি

---

১. উভয় সা'দ অর্থে এই স্থলে হযরত সা'দ ইবন্ আবি ওয়াক্কাস (রা) এবং সা'দ ইব্ন উবাদা (রা)-কে উদ্দেশ্য করা হইয়াছে।

২. খায়বর-এর গনীমতে প্রাপ্ত বাসনসমূহ।

বিক্রয় করিও না। (অনুরূপ) চাঁদির বিনিময়ে চাঁদি সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করিও না এবং উহার এক অংশকে অপর অংশের বিনিময়ে বাড়তি বিক্রি করিও না, আর উহা হইতে নগদের বিনিময়ে বাকী বিক্রয় করিও না।

٣١ -حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . فَجَاءَهُ صَائِغٌ . فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، إِنِّيْ أَصُوْغُ الذَّهَبَ . ثُمَّ أَبِيْعُ الشَّيْءَ مِنْ ذٰلِكَ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ . فَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذٰلِكَ قَدْرَ عَمَلِ يَدِيْ. فَنَهَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ ذٰلِكَ . فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْمَسْئَلَةَ . وَعَبْدُ اللّٰهِ يَنْهَاهُ حَتّٰى انْتَهٰى إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ . أَوْ إِلَى دَابَّةٍ يُرِيْدُ أَنْ يَرْكَبَهَا . ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ . لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا . هٰذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا . وَعَهْدُنَا إِلَيْكُمْ .

রেওয়ায়ত ৩১

মুজাহিদ (র) বলেন : আমি (একবার) আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘উমর (রা)-এর সঙ্গে ছিলাম। একজন স্বর্ণকার তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল-হে আবূ আবদির.রহমান! আমি স্বর্ণে কারুকার্যের কাজ করি, অতঃপর উহার ওজনের চাইতে অধিক ওজনে বিক্রয় করি; ইহাতে আমি শ্রম অনুযায়ী বাড়তি গ্রহণ করিতে পারি কি? আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাহাকে নিষেধ করিলেন। স্বর্ণকার এই মাসআলা তাঁহার নিকট বারবার পেশ করিতেছিল আর আবদুল্লাহ্ (রা) তাহাকে নিষেধ করিতেছিলেন। এইভাবে মসজিদের দ্বারপ্রান্তে কিংবা যে সওয়ারীতে আরোহণ করিলেন উহার কাছে উপনীত হইলেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) বলিলেন-দীনার দীনারের বিনিময়ে এবং দিরহাম দিরহামের বিনিময়ে, এতদুভয়ের মধ্যে বাড়তি (ক্রয়-বিক্রয়) বৈধ নহে। ইহা আমাদের নবী (সা)-এর ওসীয়ত আমাদের প্রতি এবং আমাদের ওসীয়তও (ইহাই) তোমাদের প্রতি।

٣٢ -حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَدِّهِ مَالِكِ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « لاَ تَبِيْعُوْا الدِّيْنَارَ بِالدِّيْنَارَيْنِ . وَلاَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ .

রেওয়ায়ত ৩২

উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়াছেন, তোমরা এক দীনারকে দুই দীনারের বিনিময়ে এবং এক দিরহামকে দুই দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করিও না।

٣٣ -حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِيْ سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرَقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا. فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ :

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهٰى عَنْ مِثْلِ هٰذَا إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ : مَاأَرٰى بِمِثْلِ هٰذَا بَأْسًا . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَنْ يَعْذِرُنِىْ مِنْ مُعَاوِيَةَ ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِىْ عَنْ رَأْيِهِ . لاَ أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا . ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَكَتَبَ عُمَرُ ابْنُ الخَطَّابِ إِلٰى مُعَاوِيَةَ : أَنْ لاَ تَبِيْعَ ذٰلِكَ. إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَزْنًا بِوَزْنٍ .

রেওয়ায়ত ৩৩

আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, মু'আবিয়া ইব্‌ন আবী সুফিয়ান (রা) স্বর্ণ কিংবা চাঁদির একটি পানপাত্র [সিকায়া] ক্রয় করিয়াছিলেন উহার চাইতে অধিক ওজনের (স্বর্ণ বা চাঁদির) বিনিময়ে। আবুদ্দর্দা (রা) তাহাকে [উদ্দেশ্য করিয়া] বলিলেন- আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে এইরূপ (কার্য) হইতে নিষেধ করিতে শুনিয়াছি। কিন্তু যদি সমান সমান হয় [তবে উহা বৈধ হইবে] মু'আবিয়া (রা) বলিলেন-আমি এইরূপ কার্যে কোন দোষ মনে করি না, আবুদ্দর্দা (রা) বলিলেন-[মু'আবিয়ার ব্যাপারে] আমাকে কে মদদ করিবে? আমি তাঁহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে হাদীসের সংবাদ দিতেছি আর তিনি আমার কাছে তাঁহার মত বর্ণনা করিতেছেন। (হে মু'আবিয়া) তুমি যেই স্থানে বসবাস কর, সেই স্থানে আমি তোমার সহিত বসবাস করিব না। তারপর আবুদ্দর্দা (রা) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট আগমন করিলেন এবং তাঁহার নিকট ঘটনা বর্ণনা করিলেন। অতঃপর উমর (রা) মু'আবিয়ার নিকট লিখিলেন-এইরূপ বিক্রয় করিবেন না, কিন্তু যদি সমান সমান এবং একই পরিমাণের হয় (তবে বিক্রয় করা বৈধ হইবে)।

٣٤ - حَدَّثَنِىْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ . وَلاَ تَبِيْعُوْا الوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ . وَلاَ تَبِيْعُوْا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ ، أَحَدُهُمَا غَائِبٌ ، وَالْاٰخَرُ نَاجِزٌ . وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلٰى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ إِنِّىْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ . وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا .

রেওয়ায়ত ৩৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন-স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করিও না। এবং একটিকে অপরটির উপর বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় করিও না। আর চাঁদির বিনিময়ে চাঁদি সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করিও না। উহার এক অংশকে অপর অংশের উপর বাড়তি করিয়া বিক্রয় করিও না আর স্বর্ণের বিনিময়ে চাঁদি বিক্রয় করিও না, যে দুইটির একটি অনুপস্থিত, আর অপরটি বর্তমানে মওজুদ রহিয়াছে। (কব্জা করার পূর্বে) যদি মহাজন তার গৃহে প্রবেশ করা পর্যন্তের জন্য সময় চাহে

তবে সেই সময়ও তাহাকে দিও না। আমি তোমাদের বেলায় রামা' (رماء)-এর আশঙ্কা করি। রামা' হইতেছে সুদ।

٣٥ -حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ تَبِيْعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ . إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ . إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ . وَلاَ تَبِيْعُوْا شَيْئًا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ . وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ . فَلاَ تُنْظِرْهُ . إِنِّيْ أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ . وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا .

রেওয়ায়ত ৩৫

আবদুল্লাহ ইব্‌ন দিনার (র) আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন-স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করিও না, এবং একটিকে অপরটির উপর বৃদ্ধি করিয়া বিক্রয় করিও না। আর চাঁদির বিনিময়ে চাঁদি সমান সমান ছাড়া বিক্রয় করিও না। উহার এক অংশকে অপর অংশের উপর বাড়তি করিয়া বিক্রয় করিও না। আর স্বর্ণের বিনিময়ে চাঁদি বিক্রয় করিও না, যে দুইটির একটি অনুপস্থিত, আর অপরটি বর্তমানে মওজুদ রহিয়াছে। (কব্জা করার পূর্বে) যদি মহাজন তার গৃহে প্রবেশ করা পর্যন্তের জন্য সময় চাহে তবে সেই সময়ও তাহাকে দিও না। আমি তোমাদের বেলায় রামা-এর আশঙ্কা করি। রামা' হইতেছে সুদ।

٣٦ -حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ . وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ . وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ . وَلاَ يُبَاعُ كَالِئٌ بِنَاجِزٍ .

রেওয়ায়ত ৩৬

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন-(ক্রয়-বিক্রয় হইবে) দীনার দীনারের বিনিময়ে, দিরহাম দিরহামের বিনিময়ে, সা' সা'র বিনিময়ে আর নগদকে ধারের বিনিময়ে বিক্রয় করা যাইবে না।

٣٧ -حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ : لاَ رِبًا إِلاَّ فِيْ ذَهَبٍ أَوْ فِيْ فِضَّةٍ . أَوْ مَا يُكَالُ أَوْ يُوْزَنُ . بِمَا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ .

রেওয়ায়ত ৩৭

আবুয্ যিনাদ (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন—সুদ হয় কেবলমাত্র স্বর্ণে, চাঁদিতে অথবা যেইসব দ্রব্য ওজন করা হয় কিংবা ওজন করা হয় পানীয় বা খাদ্যদ্রব্য হইতে সেইসব দ্রব্যে।[১]

১. যেই সকল দ্রব্যে এইরূপ করিলে সুদ হয় সেই সকল দ্রব্যে।

٣٨ -وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ : قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِى الْأَرْضِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ . وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ . جِزَافًا . إِذَا كَانَ تِبْرًا أَوْ حَلْيًا قَدْ صِيْغَ . فَأَمَّا الدَّرَاهِمُ الْمَعْدُوْدَةُ . وَالدَّنَانِيْرُ الْمَعْدُوْدَةُ فَلاَ يَنْبَغِيْ لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ جِزَافًا . حَتّٰى يُعْلَمَ وَيُعَدَّ . فَإِنِ اشْتُرِىَ ذٰلِكَ جِزَافًا ، فَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ ، حِيْنَ يُتْرَكُ عَدُّهُ وَيُشْتَرَى جِزَافًا . وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ بُيُوْعِ الْمُسْلِمِيْنَ . فَأَمَّا مَا كَانَ يُوْزَنُ مِنَ التِّبْرِ وَالْحُلْيِ . فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ ذٰلِكَ جِزَافًا . وَإِنَّمَا ابْتِيَاعُ ذٰلِكَ جِزَافًا ، كَهَيْئَةِ الْحِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الْأَطْعِمَةِ الَّتِىْ تُبَاعُ جِزَافًا ، وَمِثْلُهَا يُكَالُ ، فَلَيْسَ بِابْتِيَاعِ ذٰلِكَ جِزَافًا ، بَأْسٌ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرٰى مُصْحَفًا أَوْ سَيْفًا أَوْ خَاتَمًا . وَفِىْ شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّةٌ بِدَنَانِيْرَ أَوْ دَرَاهِمَ . فَإِنَّ مَا اشْتُرِىَ مِنْ ذٰلِكَ وَفِيْهِ الذَّهَبُ بِدَنَانِيْرَ ، فَإِنَّهُ يُنْظَرُ إِلَى قِيْمَتِهِ . فَإِنْ كَانَتْ قِيْمَةُ ذٰلِكَ الثُّلُثَيْنِ ، وَقِيْمَةُ مَا فِيْهِ مِنَ الذَّهَبِ الثُّلُثُ ، فَذٰلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ يَدًا بِيَدٍ . وَلاَ يَكُوْنُ فِيْهِ تَأْخِيْرٌ . وَمَا اشْتُرِىَ مِنْ ذٰلِكَ بِالْوَرِقِ ، مِمَّا فِيْهِ الْوَرِقُ ، نُظِرَ إِلَى قِيْمَتِهِ . فَإِنْ كَانَ قِيْمَةُ ذٰلِكَ الثُّلُثَيْنِ ، وَقِيْمَةُ مَا فِيْهِ مِنَ الْوَرِقِ الثُّلُثَ فَذٰلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ . اذَا كَانَ ذٰلِكَ يَدًا بِيَدٍ . وَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ৩৮

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন স্বর্ণ এবং চাঁদিকে কর্তন করা ধরাপৃষ্ঠে ফাসাদ দৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত।[১]

মালিক (র) বলেন : চাঁদির বিনিময়ে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের বিনিময়ে চাঁদি অনুমান করিয়া বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই, যদি ঢালাইবিহীন স্বর্ণ বা তৈরি গহনা হয়। অবশ্য গণনাযোগ্য দিরহাম বা দীনার হইলে সেইসবকে অনুমান করিয়া ক্রয় করা কাহারো পক্ষে বৈধ নহে। যাবত উহার সংখ্যা জানা না যায় এবং উহাকে গণনা করা না হয়। উহাকে অনুমান করিয়া ক্রয় করিলে, উহার লক্ষ্য হইবে প্রতারণা যখন গণনা করা

---

১. স্বর্ণ ও চাঁদিকে কর্তন করার অর্থ এই — স্বর্ণ-চাঁদিকে টুকরা করিয়া উহাতে ভেজাল দেয়া, ইহাকে আল্লাহ্র জমিনে বিশৃঙ্খলা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। — আওজাযুল আমালিক

হইল না এবং অনুমান করিয়া ক্রয় করা হইল। ইহা মুসলমানদের ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। আর ঢালাইবিহীন[১] স্বর্ণ বা চাঁদি এবং (তৈরি) গহনা যেসব ওজনে বিক্রয় হয় সেই সবকে অনুমান করিয়া বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই।

এইসবকে অনুমানে বিক্রয় করা এইরূপ যেমন গম, খুর্মা এবং উহাদের মতো অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য যাহাকে কেহ অনুমান করিয়া বিক্রয় করে যদি উহা ওজন করিয়া বিক্রয় করার মতো দ্রব্য হয়। তাই এইরূপ দ্রব্য অনুমান করিয়া বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি স্বর্ণখচিত কুরআন অথবা তলোয়ার অথবা অঙ্গুরীয়কে দীনার, দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছে। স্বর্ণখচিত যে বস্তু দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করিল সে বস্তুর মূল্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে; যদি উক্ত বস্তুর মূল্য দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) হয় এবং উহাতে লাগানো স্বর্ণের মূল্য হয় এক-তৃতীয়াংশ (১/৩) তবে উহা বৈধ হইবে। ইহাতে কোন দোষ নাই যদি নগদ আদান-প্রদান হয়। আমাদের শহরের লোকের মধ্যে এই নিয়মই প্রচলিত রহিয়াছে।

(١٨) باب ماجاء فى الصرف

পরিচ্ছেদ ১৭ : স্বর্ণ-চাঁদির ক্রয়-বিক্রয় যথাক্রমে চাঁদি ও স্বর্ণের বিনিময়ে

٣٩ -حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيِّ ، أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ . قَالَ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ . فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّيْ . وَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ . ثُمَّ قَالَ : حَتَّى يَأْتِيَنِيْ خَازِنِيْ مِنَ الْغَابَةِ . وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْمَعُ . فَقَالَ عُمَرُ : وَاللّٰهِ لاَ تُفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ . ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ .

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا اَصْطَرَفَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بِدِنَا نِيْرَ . ثُمَّ وَجَدَ فِيْهَا دِرْهَمًا زَائِفًا فَأَرَادَ رَدَّهُ . انْتَقَضَ صَرْفُ الدِّيْنَارِ . وَرَدَّ إِلَيْهِ وَرِقَهُ . وَأَخَذَ إِلَيْهِ دِيْنَارَهُ . وَتَفْسِيْرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذٰلِكَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ . وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ . وَهُوَ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ دِرْهَمًا

১. আরবী تبر শব্দের অর্থ হইল— এইরূপ স্বর্ণ বা চাঁদি, যেই স্বর্ণ বা চাঁদিকে টাকশালে ঢালাই করিয়া প্রচলিত মুদ্রা দীনার বা দিরহামে রূপান্তরিত করা হয় নাই।

مِنْ صَرْفٍ ، بَعْدَ أَنْ يُفَارِقَهُ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ أَوِ الشَّيْءِ الْمُسْتَأْخِرِ . فَلِذٰلِكَ كُرِهَ ذٰلِكَ . وَانْتَقَضَ الصَّرْفُ . وَإِنَّمَا أَرَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَنْ لاَ يُبَاعَ الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ وَالطَّعَامُ كُلُّهُ عَاجِلاً بِآجِلٍ . فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ تَأْخِيرٌ وَلاَ نَظِرَةٌ . وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ . أَوْ كَانَ مُخْتَلِفَةً أَصْنَافُهُ .

রেওয়ায়ত ৩৯

মালিক ইব্‌ন আওস ইব্‌ন হাদাসান নাস্‌রী (র)[১] হইতে বর্ণিত, তিনি একশত দীনারের পরিবর্তে দিরহাম সন্ধান করিলেন। তিনি বলেন : (ইহা শুনিয়া) তালহা ইব্‌ন উবায়দুল্লাহ (রা) আমাকে ডাকিলেন। আমরা উভয়ে এই বিষয়ে পরস্পর কথাবার্তা বলিলাম, (এমনকি) তিনি আমার নিকট হইতে দীনার গ্রহণ করিলেন, [উহার পরিবর্তে দিরহাম দেওয়ার জন্য] এবং দীনার হাতে লইয়া উহাকে উলট-পালট করিতে লাগিলেন। অতঃপর বলিলেন-(অপেক্ষা করুন) আমার খাজাঞ্চী গারাঃ হইতে আসুক। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ইহা শুনিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, না, (এইরূপ করিও না) আল্লাহ্‌র কসম! তুমি তাঁহা [তাল্‌হা (র)] হইতে পৃথক হইও না যাবত তাঁহার নিকট হইতে দিরহাম গ্রহণ না কর। তারপর বলিলেন— রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন— চাঁদির বিনিময়ে স্বর্ণ (গ্রহণ করা সুদের অন্তর্ভুক্ত) অবশ্য যদি উভয়ে নগদ আদান-প্রদান করে। গমের বিনিময়ে গম (ক্রয়-বিক্রয় সুদের অন্তর্ভুক্ত হইবে) কিন্তু যদি নগদ আদান-প্রদান করে। খুর্মার পরিবর্তে খুর্মা (ক্রয়-বিক্রয় সুদ হইবে) অবশ্য যদি নগদ আদান-প্রদান করে। যবের বিনিময়ে যব (ক্রয়-বিক্রয় সুদে গণ্য হইবে), কিন্তু নগদ আদান-প্রদান করে। লবণের বিনিময়ে লবণ (ক্রয়-বিক্রয় সুদ হইবে)। অবশ্য যদি উভয়ে নগদ আদান-প্রদান করে (তবে বৈধ হইবে)।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি দীনারকে বদলাইল দিরহাম দ্বারা, অতঃপর সে উহাকে একটি খোঁটা (দোষযুক্ত) দিরহাম পাইল, যখন সেই দিরহাম ফেরত দিল তখন দীনারের বদলানোর ব্যাপারটি ভঙ্গ হইয়া গেল। (এখন তাহার কর্তব্য হইল) সে চাঁদি ফেরত দিবে (চাঁদির মালিককে) এবং তাহার নিকট হইতে নিজের দীনার ফেরত গ্রহণ করিবে। ইহার ব্যাখ্যা হইতেছে এই, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, চাঁদির বিনিময়ে স্বর্ণ (গ্রহণ করা) সুদ হইবে, অবশ্য (বৈধ হইবে) যদি নগদ আদান-প্রদান করে। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন : যদি (অপর পক্ষ) গৃহে প্রবেশ করা পর্যন্ত তোমার নিকট সময় চায়, তবে তুমি তাহাকে সময় দিও না। বদলানো দিরহাম হইতে দিরহামওয়ালার নিকট হইতে আলাদা হওয়ার পর এক দিরহামও যদি রদ করা হয় তবে ইহা ঋণ বা পরবর্তী বস্তুর মতো হইবে। এই জন্যই ইহা অবৈধ হইয়াছে এবং বিনিময়ে ব্যবসা ভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) ইচ্ছা করিয়াছেন যে, স্বর্ণ, চাঁদি ও খাদ্যশস্য এইসবের মধ্যে ধারের বিনিময়ে নগদ যেন বিক্রয় করা না হয়। কারণ এইসবের মধ্যে বিলম্ব ও সময় দান বৈধ নহে; এক জাতের বস্তু হউক কিংবা বিভিন্ন জাতের বস্তু হউক।

---

১. মালিক ইব্‌ন আওস (রা) সাহাবী কি না এ বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। — আওজাযুল মাসালিক

(١٨) باب المراطلة

পরিচ্ছেদ ১৮ : মুরাতালা[১]র বর্ণনা

٤٠ -حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، أَنَّهُ رَأَى سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُرَاطِلُ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ . فَيُفْرِغُ ذَهَبَهُ فِيْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ وَيُفْرِغُ صَاحِبُهُ الَّذِيْ يُرَاطِلُهُ ذَهَبَهُ فِيْ كِفَّةِ الْمِيْزَانِ الْأُخْرَى . فَإِذَا اعْتَدَلَ لِسَانُ الْمِيْزَانِ ، أَخَذَ وَأَعْطَى .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ ، مُرَاطَلَةً : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ . أَنْ يَأْخُذَ أَحَدَ عَشَرَ دِيْنَارًا بِعَشَرَةِ دِنَانِيْرَ . يَدًا بِيَدٍ . إِذَا كَانَ وَزْنُ الذَّهَبَيْنِ سَوَاءً . عَيْنًا بِعَيْنٍ . وَأَنْ تَفَاضَلَ الْعَدَدُ . وَالدَّرَاهِمُ أَيْضًا فِيْ ذٰلِكَ ، بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيْرَ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ رَاطَلَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ . أَوْ وَرِقًا بِوَرِقٍ . فَكَانَ بَيْنَ الذَّهَبَيْنِ . فَضْلُ مِثْقَالٍ . فَأَعْطَى صَاحِبُهُ قِيْمَتَهُ مِنَ الْوَرِقِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهَا . فَلاَ يَأْخُذُهُ . فَإِنْ ذٰلِكَ قَبِيْحٌ . وَذَرِيْعَةٌ إِلَى الرِّبَا . لِإِنَّهُ إِذَا جَازَ لَهُ أَنَّ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيْمَتِهِ . حَتّٰى كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ عَلَى حِدَتِهِ . جَازَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِثْقَالَ بِقِيْمَتِهِ مِرَارًا . لِأَنْ يُجِيْزَ ذٰلِكَ الْبَيْعُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهُ ذٰلِكَ الْمِثْقَالَ مُفْرَدًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ ، لَمْ يَأْخُذْهُ بِعُشْرِ الثَّمَنِ الَّذِيْ أَخَذَهُ بِهِ . لِأَنْ يُجَوِّزَ لَهُ الْبَيْعُ . فَذٰلِكَ الذَّرِيْعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ الْحَرَامِ . وَالْأَمْرُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُرَاطِلُ الرَّجُلَ ، وَيُعْطِيْهِ الذَّهَبَ الْعُتُقَ الْجِيَادَ ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا تِبْرًا ذَهَبًا غَيْرَ جَيِّدَةٍ . وَيَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ ذَهَبًا كُوْفِيَّةً مُقَطَّعَةً . وَتِلْكَ الْكُوْفِيَّةُ مَكْرُوْهَةٌ عِنْدَ النَّاسِ . فَيَتَبَايَعَانِ ذٰلِكَ مِثْلاً بِمِثْلٍ : إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ .

১. মুরাতালা (مراطلة) হইতেছে ওজন করিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং চাঁদির বিনিময়ে চাঁদির ক্রয়-বিক্রয়।

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذٰلِكَ ، أَنَّ صَاحِبَ الذَّهَبِ الْجِيَادِ أَخَذَ فَضْلَ عُيُوْنِ ذَهَبِهِ فِى التِّبْرِ الَّذِىْ طَرَحَ مَعَ ذَهَبِهِ . وَلَوْلاَ فَضْلُ ذَهَبِهِ عَلَى ذَهَبِ صَاحِبِهِ ، لَمْ يُرَاطِلْهُ صَاحِبُهُ بِتِبْرِهِ ذٰلِكَ ، إِلَى ذَهَبِهِ الْكُوْفِيَّةِ . فَامْتَنَعَ . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رُجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ ثَلاَثَةَ أَصُوْعٍ مِنْ تَمْرٍ عَجْوَةٍ . بِصَاعَيْنِ وَمُدٍّ مِنْ تَمْرٍ كَبِيْسٍ . فَقِيْلَ لَهُ : هٰذَا لاَ يَصْلُحُ . فَجَعَلَ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيْسٍ ، وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ . يُرِيُد أَنْ يُّجِيْزَ ، بِذٰلِكَ ، بَيْعَهْ . فَذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُ الْعَجْوَةِ ، لِيُعْطِيَهُ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ بِصَاعٍ مِنْ حَشَفٍ . وَلٰكِنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَاهُ ذٰلِكَ ، لِفَضْلِ الْكَبِيْسِ . أَوْ أَنْ يَّقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : بِعْنِىْ ثَلاَثَةَ أُصُوْعٍ مِنَ الْبَيْضَاءِ . بِصَاعَيْنِ وَنِصْفٍ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ . فَيَقُوْلُ : هٰذَا لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . فَيَجْعَلُ صَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ . وَصَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ . يُرِيْدُ أَنْ يُجِيْزَ ، بِذٰلِكَ ، الْبَيْعُ فِيْمَا بَيْنَهُمَا . فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ . لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعْطِيَهُ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ ، صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بَيْضَاءِ ، لَوْ كَانَ ذٰلِكَ الصَّاعَ مُفْرَدًا . وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ لِفَضْلِ الشَّامِيَّةِ عَلَى الْبَيْضَاءَ . فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ . وَهُوَ مِثْلُ مَا وَصَفْنَا مِنَ التِّبْرِ .

قَالَ مَالِكٌ : فَكُلُّ شَىْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَالطَّعَامِ كُلِّهِ . اَلَّذِيْ لاَ يَنْبَغِىْ أَنْ يُبَاعَ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَلاَ يَنْبَغِىْ أَنْ يُجْعَلُ مَعَ الصِّنْفِ الْجَيِّدِ مِنَ الْمَرْغُوْبِ فِيْهِ ، اَلشَّىْءِ الرَّدِىِّ الْمَسْخُوْطُ ، لِيُجَازَ الْبَيْعُ . وَلِيُسْتَحَلَّ بِذٰلِكَ مَا نُهِىَ عَنْهُ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِىْ لاَ يُصْلُحُ ، إِذَا جُعِلَ ذٰلِكَ مَعَ الصِّنْفِ الْمُرْغُوْبِ فِيْهِ . وَإِنَّمَا يُرِيْدُ صَاحِبُ ذٰلِكَ أَنْ يُدْرِكَ بِذٰلِكَ ، فَضْلَ جَوْدَةِ مَا يَبِيْعُ . فَيُعْطِى الشَّىْءِ الَّذِىْ لَوْ أَعْطَاهُ وَحْدَهُ ، لَمْ يَقْبَلْهُ صَاحِبُهُ . وَلَمْ يَهْمُمْ بِذٰلِكَ . وَإِنَّمَا يَقْبَلُهُ مِنْ أَجْلِ الَّذِىْ يَأْخُذُ مَعَهُ ، لِفَضْلِ سِلْعَةِ صَاحِبِهِ عَلَى سِلْعَتِهِ . فَلاَ يَنْبَغِىْ لِشَىْءٍ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وُالطَّعَامِ أَنْ يَدْخُلَهُ شَىْءٌ مِنْ هٰذِهِ الصِّفَةِ . فَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّعَامِ الرَّدِىءِ أَنْ يَبِيْعَهُ بِغَيْرِهِ ، فَلْيَبِعْهُ عَلَى حِدَتِهِ . وَلاَ يَجْعَلُ مَعَ ذٰلِكَ شَيْئًا . فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ كَذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৪০

ইয়াযিদ ইব্‌ন আবদিল্লাহ্ ইব্‌ন কুসাইত (র) হইতে বর্ণিত, তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের মুরাতালা করিতে দেখিয়াছেন। তিনি দাঁড়িপাল্লার এক হাতে স্বর্ণ ঢালিতেন, তাহার সহিত মুরাতালাকারী অপর পক্ষ তাহার স্বর্ণ ঢালিতেন পাল্লার অপর হাতে। পাল্লার কাঁটা বরাবর হইলে (পাল্লার এক হাত হইতে) তিনি গ্রহণ করিতেন এবং (অপর হাত হইতে) সাথীকে দিতেন।[১]

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাসআলা এই, ওজন করিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং চাঁদির বিনিময়ে চাঁদি বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। যদিও বা নগদ দশ দীনারের বিনিময়ে এগার দীনার গ্রহণ করা হয়। উভয় স্বর্ণের ওজন সমপরিমাণ হইলে। মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রা। (ওজন করিয়া বিক্রয় করা বৈধ) সংখ্যায় যদিও বাড়তি হয়। এই ব্যাপারে দিরহামও দীনারের মতো।[২]

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণের মুরাতালা করিয়াছে কিংবা চাঁদির বিনিময়ে চাঁদির মুরাতালা করিয়াছে, উভয় স্বর্ণের মধ্যে একটিতে এক মিসকাল (স্বর্ণ) বাড়তি রহিয়াছে[৩], অতঃপর তাহার সাথী (যাহার অংশের স্বর্ণ ওজনে কম) চাঁদি অথবা অন্য বস্তুর দ্বারা উহার মূল্য আদায় করিল। তবে সে (বর্ধিত স্বর্ণের মালিক) এই মূল্য কবুল করিবে না। কারণ ইহা ভাল নহে এবং ইহা সুদের উসীলা মাত্র। কারণ (অতিরিক্ত) এক মিসকাল যদি উহার মূল্য আদায় করিয়া গ্রহণ করা তাহার জন্য জায়েয হয়, তবে সে যেন এই এক মিসকাল স্বর্ণ পৃথকভাবে (নূতন) খরিদ করিল। এইরূপে এক মিসকালকে উহার মূল্য আদায় করিয়া কয়েকবার গ্রহণ করা হইল। এইভাবে সেও তাহার সাথীর[৪] মধ্যে বিক্রয়কে জায়েয করার জন্য [ইহা করা হইল]।

মালিক (র) বলেন : যদি সেই ব্যক্তি [যে বর্ধিত এক মিসকাল বিক্রয় করিল] সেই মিসকাল[৫] বিক্রয় করে পৃথকভাবে, যার সহিত অন্য কিছু না থাকে তাহা হইলে (ক্রেতা) বিক্রয়কে হালাল করিবার উদ্দেশ্যে যেই মূল্যে সে উহা ক্রয় করিয়াছে সেই মূল্য ব্যতীত অন্য কোন মূল্যে সে উহা ক্রয় করিবে না, ইহা হইতেছে হারামকে হালাল করার একটি পন্থা বটে। আর ইহা নিষিদ্ধ।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির সহিত মুরাতালা করিতেছে এবং উহাকে খাঁটি ও উন্নতমানের স্বর্ণ দিতেছে, তৎসঙ্গে দিতেছে কতকটা কৃত্রিম সোনা। ইহার বদলে তাহার সাথী হইতে সে লইতেছে কুফী মাধ্যমিক মানের সোনা। যে কুফী-স্বর্ণ লোকের নিকট অপছন্দীয়। এবং তাহারা উভয়ে উহা বেচা-কেনা করিতেছে সমান সমান ওজনে। এইরূপ বেচা-কেনা জায়েয হইবে না।

মালিক (র) বলেন : ইহা মাকরূহ্ হওয়ার বিশ্লেষণ এই, বিশুদ্ধ স্বর্ণওয়ালা তাহার বিশুদ্ধ স্বর্ণের অতিরিক্ত মূল্য আদায় করিয়াছে যে কতকটা নিম্নমানের স্বর্ণ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়াছে তাহাতে। তাহার সাথী [কুফী স্বর্ণ ওয়ালা]-র স্বর্ণের তুলনায় তাহার স্বর্ণের মান উচ্চ না হইত, তবে তাহার সাথী কুফী-স্বর্ণের বিনিময়ে তাহার নিম্নমানের স্বর্ণের সহিত মুরাতালা করিত না। ইহার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো যেই ব্যক্তি তিন সা'

---

১. ওজন বরাবর হইলে সংখ্যার কম-বেশি কোন দোষ নাই।

২. দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম ওজনে বিক্রয় করিলে ওজনে সমান হইয়াছে কিনা তাই দেখিতে হইবে। সংখ্যায় কম-বেশির প্রতি লক্ষ্য করা হইবে না।

৩. চাঁদির বিনিময়ে চাঁদির মুরতালার হুকুমও অনুরূপ।

৪. বিক্রেতা ও ক্রেতা।

৫. মিস্‌কাল-সাড়ে চার মাশা পরিমাণ ওজন।

'আজওয়াহ্ (عجوة) খুর্মা ক্রয় করার ইচ্ছা করিল দুই সা' এবং দুই মুদ্ (مد) কাবীস খুর্মার বিনিময়ে। তাহাকে যখন বলা হইল : ইহা জায়েয নহে। তখন বিক্রয় বৈধ করার জন্য দুই সা' কাবীস খুর্মার সাথে এক সা' নিকৃষ্ট খুর্মা মিলাইয়া দিল। ইহা জায়েয হইবে না। কারণ 'আজওয়া খুর্মাওয়ালা এক সা' নিকৃষ্ট খুর্মার বিনিময়ে এক সা' 'আজওয়া খুর্মা দিতে রাজী হইবে না। তবুও তিনি (এইখানে) কাবীসের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রদান করিলেন।

কিংবা ইহার (দৃষ্টান্ত) এই যে, একজন লোক আর একজন লোককে বলিল, আপনি আমার নিকট তিন সা' গম বিক্রয় করুন আড়াই সা' শামী[১] গমের বিনিময়ে। সে লোক বলিল, ইহা বৈধ নহে। কিন্তু (বৈধ হইবে) যদি (ওজনে) সমান সমান হয়। তখন দুই সা' শামী (সিরীয়) গমের সাথে এক সা' যব মিলান হইল। উদ্দেশ্য ইহার দ্বারা উভয়ের মধ্যকার বিক্রয় বৈধ করা। ইহা জায়েয হইবে না। কারণ এক সা' যবের বিনিময়ে এক সা' গম সে উহাকে কখনো দিবে না, যদি পৃথকভাবে এক সা' বিক্রয় করা হয়।

(এইখানে) সে এইজন্য দিয়াছে যে, তাহা সাধারণ (بيضاء) গমের তুলনায় শামী গম শ্রেষ্ঠ। ইহা বৈধ নহে। নিম্নমানের স্বর্ণের বেলায় আমরা যেইরূপ বর্ণনা করিয়াছি, ইহাও সেইরূপ বৈধ নহে।

মালিক (র) বলেন : সর্বপ্রকার স্বর্ণ চাঁদি এবং সব খাদ্যদ্রব্য যেই সব বস্তু বরাবর ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। সেই সবের উৎকৃষ্ট প্রকারের পছন্দীয় বস্তুর সহিত অপছন্দীয় রদ্দী প্রকারের বস্তু মিলিত করা যাহাতে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয করার উদ্দেশ্যে এবং অবৈধ ও নিষিদ্ধ ব্যাপারকে হালাল করার মতলবে। যেমন নিকৃষ্ট বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত মিশ্রিত করা হইল। ইহার দ্বারা সে [উৎকৃষ্টের সঙ্গে নিকৃষ্ট মিশ্রয়কারী] যে উৎকৃষ্ট মাল বিক্রয় করিতেছে উহার উৎকৃষ্টতার (অতিরিক্ত) মূল্য উশুল করিয়া লইতেছে। তাই তিনি এমন নিকৃষ্ট বস্তু (অপর পক্ষকে) দিতেছে। যদি উহাকে আলাদা বিক্রয় করে তাহার অপর পক্ষ উহাকে গ্রহণ করিবে না এবং এই দিকে খেয়ালও করিবে না। এখন সে উহা গ্রহণ করিতেছে এই (নিকৃষ্ট মানের) মালের সহিত যে (উৎকৃষ্ট মানের) মাল সে পাইতেছে উহার আকর্ষণে। কারণ তাহার মালের তুলনায় তাহার সাথীর মাল উৎকৃষ্ট, কাজেই স্বর্ণ বা চাঁদি কিংবা খাদ্যদ্রব্যে কোনটিতেই অন্য কোন (নিকৃষ্ট) বস্তু মিশ্রিত করা জায়েয হইবে না; তবে যদি রদ্দী খাদদ্রব্যের মালিক উহাকে অন্য (উত্তম) খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে চাহে তবে পৃথকভাবে উহা বিক্রয় করিবে। এবং উহার সহিত (উৎকৃষ্ট) অন্য কোন দ্রব্য মিশ্রিত করিবে না, এইরূপ করিলে তবে ইহাতে কোন দোষ নাই, যদি এইরূপ (পৃথকভাবে বিক্রয়) হইয়া থাকে।

(١٩) باب العينة وما يشبهها

পরিচ্ছেদ ১৯ : 'ঈনা[২] (عينة) এবং উহার সদৃশ[৩] অন্যান্য বেচাকেনা এবং খাদ্যদ্রব্যকে কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করা প্রসঙ্গে

٤١ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.»

---

১. শামী-গম সাধারণ গম হইতে উৎকৃষ্ট মানের হয়।

২. 'ঈনা (عينة) কোন বস্তু ধারে নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রয় করিয়া পরে উহাকে কম মূল্যে নগদ ক্রয় করাকে 'ঈনা বলা হয়।

৩. যেসব বস্তু বিক্রেতার অধিকারে নাই সেইসব বস্তু বিক্রয় করিয়া লাভের সন্ধান করা। প্রশাসকগণ নাগরিকদের জন্য খাদ্যশস্য কিংবা অন্যান্য দানের জন্য তমসুক লিখিয়া দিতেন। উহাকে আরবীতে صك বলা হয়, صكوك ইহার বহুবচন। সেই সময় খাদ্যশস্য বিতরণ করা হইত জার নামক স্থান হইতে। সেইখানে ছিল খাদ্যভাণ্ডার। জার মদীনা শরীফ হইতে একদিন এক রাত্রির দূরত্বে অবস্থিত। স্থানটি সাগরপাড়ে অবস্থিত।

রেওয়ায়ত ৪১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়াছে, সে উহা কব্জা করার পূর্বে যেন ইহা বিক্রয় না করে।

٤٢ -وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.»

রেওয়ায়ত ৪২

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে সে উহাকে কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করিবে না।

٤٣ -وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا فِيْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ . فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِانْتِقَالِهِ . مِنَ الْمَكَانِ الَّذِيْ ابْتَعْنَاهُ فِيْهِ . إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ ، قَبْلَ أَنْ نَبِيْعَهُ .

রেওয়ায়ত ৪৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে আমরা খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিলে তিনি আমাদের নিকট লোক পাঠাইতেন। প্রেরিত লোক আমাদিগকে ক্রয় স্থল হইতে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের পূর্বে অন্যত্র সরাইয়া ফেলার নির্দেশ দিতেন।

٤٤ -وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ ابْتَاعَ طَعَامًا ، أَمَرَ بِهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ . فَبَاعَ حَكِيْمُ الطَّعَامَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ . فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَرَدَّهُ عَلَيْهِ . وَقَالَ : لاَ تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ .

রেওয়ায়ত ৪৪

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, হাকিম ইব্ন হিযাম (রা) খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিলেন। উহা জনসাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থে ক্রয় করার জন্য উমর (রা) হুকুম দিয়াছিলেন। হাকিম ইব্ন হিযাম কব্জা করার পূর্বে সে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিলেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট সেই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি সেই বিক্রয় বাতিল করিয়াছিলেন এবং বলিলেন, তোমার ক্রয়কৃত খাদ্যদ্রব্যকে কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করিও না।

٤٥ -وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوْكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِيْ زَمَانِ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ . مِنْ طَعَامِ الْجَارِ . فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوْكَ بَيْنَهُمْ ، قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوْهَا .

فَدَخَلَ زَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، عَلَى مَرْوَانِ بْنِ الْحَكَمِ . فَقَالاَ : أَتُحِلُّ بَيْعُ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ ؟ قَالَ : أَعُوْذُ بِاللّٰهِ . وَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالاَ : هٰذِهِ الصُّكُوْكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوْهَا . قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوْهَا . فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُوْنَهَا . يَنْزِعُوْنَهَا مِنْ أَيْدِى النَّاسِ . وَيَرُدُّوْنَهَا إِلَى أَهْلِهَا .

রেওয়ায়ত ৪৫

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা)-এর শাসনকালে লোকের জন্য কিছু খাদ্যচেক ইস্যু করা হইল জার (جار) -এর খাদ্য ভাণ্ডার হইতে। লোকেরা সেই সকল চেক অন্যদের নিকট বিক্রয় করিল খাদ্যশস্য কব্জা করার পূর্বে। তারপর যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জনৈক সাহাবী মারওয়ান ইব্ন হাকামের নিকট গেলেন। তাঁহারা উভয়ে বলিলেন, হে মারওয়ান! আপনি সুদী বিক্রয়কে হালাল জানেন?

মারওয়ান বলিলেন, আউযুবিল্লাহ্! কি ব্যাপার!

তাহারা বলিলেন, এই দলীলগুলি লোকে বিক্রয় করিতেছে। অতঃপর (ক্রেতারা) উহা কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করিয়া দিতেছে। অতঃপর মারওয়ান শান্তিরক্ষক প্রেরণ করিলেন। তাহারা সব দলীল তালাশ করিয়া লোকের হাত হইতে লইয়া উহার মালিকদের নিকট ফেরত দিলেন।

٤٦ - وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنَّ يَبْتَاعَ طَعَامًا مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ . فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَبِيْعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوْقِ . فَجَعَلَ يُرِيْهِ الصُّبَرَ وَيَقُوْلُ لَهُ . مِنْ أَيِّهَا تُحِبُّ أَنْ أَبْتَاعُ لَكَ ؟ فَقَالَ الْمُبْتَاعُ ، أَتَبِيْعُنِىْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ ؟ فَأَتَيَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فَذَكَرَا ذٰلِكَ لَهُ . فَقَالَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ : لاَ تَبْتَعْ مِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ . وَقَالَ لِلْبَائِعِ : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ .

রেওয়ায়ত ৪৬

মালিক (র) বলেন, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি ইচ্ছা করিল অন্য এক ব্যক্তি হইতে খাদ্যশস্য ধারে ক্রয় করিতে। যেই ব্যক্তি তাহার নিকট খাদ্যশস্য বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছে সে এই ব্যক্তিকে বাজারে লইয়া গেল। তারপর তাহাকে স্তূপ দেখাইতে লাগিল এবং তাহাকে বলিল, এই স্তূপসমূহের কোন্‌টি হইতে আপনার নিকট বিক্রয় করিলে আপনি পছন্দ করিবেন? ক্রেতা বলিল, যেই বস্তু আপনার নিকট মওজুদ নাই আপনি সেই বস্তু আমার কাছে বিক্রয় করিবেন কি? তারপর তাহারা উভয়ে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর নিকট আসিলেন। তাহার কাছে উভয়ে ঘটনা ব্যক্ত করিলেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) ক্রেতাকে বলিলেন, তুমি উহা হইতে তাহার নিকট মওজুদ নাই এইরূপ বস্তু ক্রয় করিও না, আর বিক্রেতাকে বলিলেন, তোমার নিকট যাহা মওজুদ নাই উহা বিক্রয় করিও না।

٤٧ –وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جَمِيْلَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُؤَذِّنَ ، يَقُوْلُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنِّيْ رَجُلٌ أَبْتَاعُ مِنَ الْأَرْزَاقِ الَّتِيْ تُعْطَى النَّاسُ بِالْجَارِ . مَا شَاءَ اللّٰهُ . ثُمَّ أُرِيْدُ أَنْ أَبِيْعَ الطَّعَامَ الْمَضْمُوْنَ عَلَى إِلَى أَجَلٍ . فَقَالَ لَهُ سَعِيْدٌ : أَتُرِيْدُ أَنْ تُوَفِّيَهُمْ مِنْ تِلْكَ الْأَرْزَاقِ الَّتِيْ ابْتَعْتَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَنَهَاهُ عَنْ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، اَلَّذِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ ، أَنَّهُ مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، بُرًّا أَوْ شَعِيْرًا أَوْ سُلْتًا أَوْ ذُرَّةً أَوْ دُخْنًا . أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوْبِ الْقِطْنِيَّةِ . أَوْ شَيْئًا مِمَّا يَشْبِهُ الْقِطْنِيَّةَ . مِمَّا تَجِبُ فِيْهِ الزَّكَاةُ . أَوْ شَيْئًا مِنَ الْأُدُمِ كُلِّهَا ، الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَالْخَلِّ وَالْجُبُنِ وَالشِّبْرِقِ (وَالشَّيْرِقِ) وَاللَّبَنِ . وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْأُدُمِ . فَإِنَّ الْمُبْتَاعَ، لاَ يَبِيْعُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ ، حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ .

রেওয়ায়ত ৪৭

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) জামিল ইব্‌ন আবদির রহমান আল মুয়ায্যিন (র)-কে সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-এর নিকট বলিতে শুনিয়াছেন, জার নামক স্থান হইতে লোকের জন্য (চেক মারফত) যেসব রসদ বন্টন করা হইয়া থাকে, (লোকের নিকট হইতে) আমি সেইসব খরিদ করিয়া লই। যেই পরিমাণ আল্লাহ তৌফিক দেন। অতঃপর যেসব খাদ্যশস্যের মূল্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা আমার জিম্মায় রহিয়াছে সেইরূপ খাদ্যশস্য আমি বিক্রয় করিতে প্রয়াস পাই। সা'ঈদ তাহাকে বলিলেন-(জার হইতে) যে রসদ ক্রয় করিয়াছ তুমি ক্রেতাদের উহা হইতে দিতে চাও কি? তিনি বলিলেন-হাঁ, সা'ঈদ তাহাকে ইহা করিতে বারণ করিলেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যাহাতে কোন মতানৈক্য নাই তাহা এই, যে কোন খাদ্যশস্য খরিদ করে যেমন-গম, যব, সুল্‌ত,[১] বাজরা, কংগনী,[২] অথবা কলাই, মটর জাতীয় শস্য, কিংবা এইগুলির সদৃশ কোন শস্য যেইগুলির যাকাত দিতে হয়। অথবা ব্যঞ্জন জাতীয় যাবতীয় দ্রব্য-যেমন-যাইতুন তৈল, ঘি, মধু, সির্কা, পনির, দুধ, তিল, তৈল এবং এই জাতীয় এই সবের সদৃশ অন্যান্য ব্যঞ্জনা। ক্রেতা এইসব বস্তুকে কব্জা ও পূর্ণ দখলে আনার পূর্বে বিক্রয় করিবে না।

(٢٠) باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل

পরিচ্ছেদ ২০ : যে যে অবস্থায় খাদ্যদ্রব্য ধারে বিক্রয় করা মাকরূহ

٤٨ –حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ يَنْهَيَانِ أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ . ثُمَّ يَشْتَرِيَ بِالذَّهَبِ تَمْرًا ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ .

---

১. গম ও যবের মাঝামাঝি এক প্রকারের শস্য, কেহ কেহ উহাকে মকাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে উহাকে "নাবিযব" বলা হয়।

২. সরু এক প্রকারের ছোট শস্য, হিন্দীতে বলা হয় কংগনী।

রেওয়ায়ত ৪৮

আবিয্ যিনাদ (র) সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, কোন ব্যক্তি স্বর্ণের (অথবা চাঁদির) বিনিময়ে বাকী মূল্যে গম বিক্রয় করিয়া পরে সেই বাকী মূল্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে উহার বিনিময়ে খুর্মা ক্রয় করিল। তাহারা উভয়ে এই ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করিতেন।

٤٩ -**حَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ فَرْقَدٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ : عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ لِلطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ بِذَهَبٍ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِى بِالذَّهَبِ تَمْرًا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ ؟ فَكَرِهَ ذٰلِكَ ، وَنَهٰى عَنْهُ .

وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا نَهٰى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبُوْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ ، وَابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَنْ لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ حِنْطَةً بِذَهَبٍ ، ثُمَّ يَشْتَرِى الرَّجُلُ بِالذَّهَبِ تَمْرًا . قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنْ بَيْعِهِ الَّذِيْ اشْتَرَى مِنْهُ الْحِنْطَةَ . فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِيْ بِالذَّهَبِ الَّتِيْ بَاعَا بِهَا الْحِنْطَةَ ، إِلَى أَجَلٍ ، تَمْرًا مِنْ غَيْرِ بَائِعِهِ الَّذِيْ بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ وَيُحِيْلَ الَّذِيْ اشْتَرَى مِنْهُ التَّمْرَ عَلَى غَرِيْمِهِ الَّذِيْ بَاعَ مِنْهُ الْحِنْطَةَ ، بِالذَّهَبِ الَّتِيْ لَهُ عَلَيْهِ . فِيْ ثَمَرِ التَّمْرِ . فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا .

রেওয়ায়ত ৪৯

কসীর ইব্ন ফরকদ (র) আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন 'আমর ইব্ন হাযম (র)-কে প্রশ্ন করিলেন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে জনৈক ব্যক্তির নিকট খাদ্যদ্রব্য বাকী মূল্যে বিক্রয় করিয়া অতঃপর সেই মূল্য হস্তগত হওয়ার পূর্বে (বাকী) মূল্যে খুর্মা ক্রয় করিতেছে। তিনি ইহাকে মাকরূহ জানাইলেন এবং ইহা করিতে নিষেধ করিলেন।

মালিক (র) ইব্ন শিহাব (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

মালিক (র) বলিয়াছেন : সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার, আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম (র) এবং ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, কোন ব্যক্তি গম বিক্রয় করিতেছে বাকী মূল্যে, অতঃপর তাহার নিকট হইতে যে (বাকী মূল্যে) গম ক্রয় করিয়াছে, সে ব্যক্তি হইতে মূল্য হস্তগত করার পূর্বে সে খুর্মা ক্রয় করিতেছে (অনাদায়ী) মূল্যের বিনিময়ে। তাহারা সকলে ইহা নিষেধ করিয়াছেন।

তবে (বিক্রেতা) বাকী মূল্যে যে গম বিক্রয় করিয়াছে, সে মূল্য দ্বারা উহা হস্তগত করার পূর্বে যাহার নিকট গম বিক্রয় করিয়াছিল সে লোক ব্যতীত অন্য বিক্রেতার নিকট হইতে খুর্মা ক্রয় করে এবং সেই খুর্মার মূল্য যাহার নিকট (পূর্বে) গম বিক্রয় করিয়াছিল তাহার দায়িত্বে ছাড়িয়া দেয়, ইহাতে কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন : আমি এই বিষয়ে অনেক আলিমকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহারা ইহাতে কোন দোষ দেখিতে পান নাই। [অর্থাৎ ইহা বৈধ মনে করেন]।

٢١ باب السلفة فى الطعام

পরিচ্ছেদ ২১ : অগ্রিম টাকা দিয়া নির্দিষ্ট মেয়াদে হস্তগত করার শর্তে খাদ্যশস্য ক্রয় করা

٥٠ – حدثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوْفِ بِسِعْرٍ مَعْلُوْمٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . مَالَمْ يَكُنْ فِيْ زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ ، أَوْ تَمْرٍ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيْمَنْ سَلَّفَ فِيْ طَعَامٍ بِسِعْرٍ مَعْلُوْمٍ . إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . فَحَلَّ الْأَجَلُ . فَلَمْ يَجِدِ الْمُبْتَاعُ عِنْدَ الْبَائِعِ وَفَاءً مِمَّا ابْتَاعَ مِنْهُ . فَأَقَالَهُ فَإِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلاَّ وَرِقَهُ أَوْ ذَهَبَهُ . أَوِ الثَّمَنَ الَّذِيْ دَفَعَ إِلَيْهِ بِعَيْنِهِ . وَإِنَّهُ لاَ يَشْتَرِيْ مِنْهُ بِذٰلِكَ الثَّمَنُ شَيْئًا . حَتّٰى يَقْبِضَهُ مِنْهُ وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا أَخَذَ غَيْرَ الثَّمَنِ الَّذِيْ دَفَعَ إِلَيْهِ . أَوْ صَرَفَهُ فِيْ سِلْعَةٍ غَيْرِ الطَّعَامِ الَّذِيْ ابْتَاعَ مِنْهُ . فَهُوَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفٰى .

قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفٰى .

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ نَدِمَ الْمُشْتَرِى فَقَالَ لِلْبَائِعُ : أَقِلْنِيْ وَأَنْظِرُكَ بِالثَّمَنِ الَّذِيْ دَفَعْتُ إِلَيْكَ . فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ . وَأَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ . وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَمَّا حَلَّ الطَّعَامُ لِلْمُشْتَرِيْ عَلَى الْبَائِعِ ، أَخَرَّ عَنْهُ حَقَّهُ ، عَلَى أَنْ يُقِيْلَهُ فَكَانَ ذٰلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ ، قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفٰى .

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرُ ذٰلِكَ ، أَنَّ الْمُشْتَرِىَ حِيْنَ حَلَّ الْأَجَلُ . وَكَرِهَ الطَّعَامَ . أَخَذَ بِهِ دِيْنَارًا إِلَى أَجَلٍ . وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِالْإِقَالَةِ . وَإِنَّمَا الْإِقَالَةُ مَالَمْ يَزْدَدْ فِيْهِ الْبَائِعُ وَلاَ

الْمُشْتَرِىْ فَإِذَا وَقَعَتْ فِيْهِ الزِّيَادَةُ بِنَسِيْئَةٍ إِلَى أَجَلٍ . أَوْ بِشَىْءٍ يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ . أَوْ بِشَىْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدُهُمَا ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِالْإِقَالَةِ . وَإِنَّمَا تَصِيْرُ الْإِقَالَةُ اذَا فَعَلاَ ذٰلِكَ بَيْعًا. وَانَّمَا أُرْخِصَ فِى الْإِقَالَةِ ، وَالشِّرْكِ ، وَالتَّوْلِيَةِ ، مَالَمْ يَدْخُلْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ زِيَادَةٌ ، أَوْ نُقْصَانٌ ، أَوْ نَظِرَةٌ . فَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ ، زِيَادَةٌ أَوْ نُقْصَانٌ ، أَوْ نَظِرَةٌ ، صَارَ بَيْعًا . يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ . وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ.

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ سَلَّفَ فِى حِنْطَةٍ شَامِيَّةٍ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مَحْمُوْلَةً ، بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ مَنْ سَلَّفَ فِى صِنْفٍ مِنَ الْأَصْنَافِ . فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِمَّا سَلَّفَ فِيْهِ . أَوْ أَدْنٰى بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ . وَتَفْسِيْرُ ذٰلِكَ : أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِى حِنْطَةٍ مَحْمُوْلَةٍ . فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ شَعِيْرًا أَوْ شَامِيَّةً . وَإِنْ سَلَّفَ فِى تَمْرٍ عَجْوَةٍ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ صَيْحَانِيًا أَوْ جَمْعًا . وَإِنْ سَلَّفَ فِى زَبِيْبٍ أَحْمَرَ ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ أَسْوَدَ . إِذَا كَانَ ذٰلِكَ كُلُّهُ بَعْدَ مَحِلِّ الْأَجَلِ . إِذَا كَانَتْ مَكِيْلَةُ ذٰلِكَ سَوَاءً . بِمِثْلِ كَيْلِ مَا سَلَفَ فِيْهِ .

রেওয়ায়ত ৫০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন : এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে (অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রেতাকে) নির্দিষ্ট খাদ্যদ্রব্য নির্দিষ্ট মূল্যে ও নির্দিষ্ট মেয়াদে অগ্রিম মূল্য আদায় করিলে কোন দোষ নাই এই শর্তে যে, খেজুর ও শস্য যেন অপরিপুষ্ট না হয়।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাসআলা এই, যে ব্যক্তি ধার্যকৃত মূল্যে নির্ধারিত সময়ে খাদ্যশস্যে সলফ[১] করিল, তারপর নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইল। কিন্তু বিক্রেতার নিকট হইতে যাহা ক্রয় করা হইয়াছিল ক্রেতা তাহার নিকট উহা পূর্ণরূপে পায় নাই। তাই সে সলফ বাতিল করিতে মনস্থ করিল। (এইরূপ হইলে) তাহার (ক্রেতার) পক্ষে বিক্রেতা হইতে চাঁদি বা স্বর্ণ কিংবা যেই মূল্য উহাকে আদায় করিয়াছে অবিকল তাহা ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা জায়েয হইবে না।

---

১. সলফ : ফসল কাটার পূর্বে অথবা পরে কৃষক বা ফল গাছের বাগানের মালিককে পঞ্চাশটি টাকা দেওয়া হইল। কথা রহিল, অমুক মাসের অমুক তারিখে সে ক্রেতাকে এক মণ মাঝারি ধরনের সাদা গম অথবা এক সা' 'আজওয়াহ খেজুর দিবে। এইরূপ বিক্রয় দুরস্ত আছে। ইহাকে বলা হয় সলম বিক্রি বা সলফ বিক্রি। যেই দরে সাব্যস্ত হইয়াছে সেই দরে যেই মাসের যেই তারিখে খেজুর বা গম দেওয়ার কথা সেই মাসের সেই তারিখে খেজুর বাগান ক্রেতার নিকট সোপর্দ করিতে হইবে। (বেহেশতী জেওর)

ক. সলফ বিক্রয়ে বিক্রিত দ্রব্যের গুণাগুণের বর্ণনা থাকিতে হইবে। পরিমাপ ঠিক করিতে হইবে। মূল্য নগদ মাল বাকী হইতে হইবে, ক্রেতার নিকট মাল সোপর্দ করার সময় নির্ধারিত হইতে হইবে। নির্ধারিত সময়ে সেই মাল মওজুদ থাকিতে হইবে।

— আওজাযুল মাসালিক

সে হস্তগত করার পূর্বে সেই মূল্যের বিনিময়ে অন্য কোন দ্রব্য তাহা হইতে ক্রয় করিবে না। কারণ সে যেই মূল্য উহাকে প্রদান করিয়াছে তাহা ছাড়া যদি অন্য কিছু গ্রহণ করে অথবা খাদ্যদ্রব্য ছাড়া অন্য কোন বস্তুতে উহা ব্যয় করে, তবে খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা হইবে (যাহা বৈধ নহে)।

মালিক (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পূর্ণরূপে হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : যদি ক্রেতা (মাল ক্রয় করার পর) লজ্জিত হয় এবং বিক্রেতাকে বলে, এই (সলফ বিক্রয়) বাতিল করিয়া দিন। আমি যে মূল্য আপনাকে দিয়াছি সেই মূল্য আদায়ের ব্যাপারে সময় প্রদান করিব (অর্থাৎ বিলম্বে লইব) — ইহা জায়েয হইবে না। আলিমগণ এইরূপ করিতে নিষেধ করেন। কারণ এই যে, যখন বিক্রেতার নিকট প্রাপ্ত খাদ্যদ্রব্য ক্রেতাকে দেওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন ক্রেতা তাহার (অগ্রিম দেওয়া) হক (মূল্য আদায় করাকে) এই শর্তে পিছাইয়া দিল যে বিক্রেতা এই বিক্রয় বাতিল করিয়া দিবে। ইহা হইল খাদ্যশস্য পূর্ণরূপে হস্তগত করার পূর্বে উহাকে ধারে বিক্রয় করা (যাহা অবৈধ)।

মালিক (র) বলেন : ইহার ব্যাখ্যা এই, যখন (ক্রয়কৃত শস্য) ক্রেতার নিকট অর্পণ করার নির্ধারিত সময় উপস্থিত হইল, ক্রেতা খাদ্যশস্য অপছন্দ করিল। তাই তিনি (বিক্রয় ফেরত চাহিলেন) [সলম বিক্রয়ে যেই খাদ্যদ্রব্য দেওয়ার কথা ছিল] সেই খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে দীনার ধারে গ্রহণ করিলেন। ইহা [আসলে কিন্তু] ইকালা [বিক্রয় ফেরত দেওয়া] নহে। ইকালা তখন হয় যখন ক্রেতা বিক্রেতা কেহ ইহাতে কোন কিছু বৃদ্ধি না করে। যখন উহাতে কিছু বর্ধিত করা হইল, মূল্য আদায়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিলম্ব করার সুযোগ প্রদান করিয়া কিংবা অন্য কোন (টাকা-পয়সার মতো) বস্তু একে অপরের উপর বর্ধিত করিয়া অথবা অন্য এমন কোন বস্তু বর্ধিত করিয়া যদ্দারা (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয়ের একজন উপকৃত হয় তবে উহা ইকালা নহে।

ইকালা হয় (কখন) যখন পূর্বে তাহারা উভয়ে বিনাশর্তে বেচাকেনা করিয়া থাকে। ইকালা, শরীকানা এবং তওলিয়ত (খরিদ দামে) বিক্রয়কারী-এর অনুমতি দেওয়া হইয়াছে যাবত সেইসবে বর্ধন, কমকরণ কিংবা সময় প্রদান ইত্যাদি প্রবিষ্ট করান না হয়। যদি বর্ধন লোকসানকরণ, মেয়াদ বর্ধিতকরণ (ইত্যাদি) সেই সবে প্রবিষ্ট হয়, তবে উহা হইবে (নূতনভাবে) বেচাকেনা, ইহাকে জায়েয করিবে যাহা ক্রয়-বিক্রয়কে জায়েয করিয়া থাকে এবং ইহাকে হারাম করিবে যাহা ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করিয়া দেয়।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি সলফে সিরীয় গম ক্রয় করিয়াছে (গম গ্রহণ করার) নির্ধারিত সময় আসার পর (তৎপরিবর্তে) ছোট দানার গম (মাহমুলা) গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। মালিক (র) বলেন - অনুরূপ যে ব্যক্তি বিশেষ রকমের বস্তুতে সলফ করিয়াছে, নির্ধারিত মেয়াদ উপস্থিত হওয়ার পর তাহার পক্ষে সেই বিশেষ রকমের বস্তু হইতে উত্তম কিংবা নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি মাহমুলা গম সলফে ক্রয়-করিয়াছে, (উহা হইতে নিকৃষ্ট শস্য) সব কিংবা (উৎকৃষ্ট শস্য) সিরীয় গম গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। আর যদি কেহ সলফ মারফত 'আজওয়াহ্ খেজুর ক্রয় করিয়াছে, তাহার পক্ষে (উহা হইতে উত্তম খেজুর) সায়হানী কিংবা নিকৃষ্ট খেজুর জমা' (جمع) গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। আর যদি লাল কিশমিশ সলফ মারফত ক্রয় করিয়াছে, তবে (উহার পরিবর্তে) কালো কিশমিশ গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। যদি এইসব নির্ধারিত মেয়াদ উপস্থিত হওয়ার পর হইয়া থাকে। [সলফ মারফত ক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিবর্তে যেই দ্রব্য ক্রেতা গ্রহণ করিয়াছে] যদি উহা كيل ইত্যাদি দ্বারা ওজন করা হয় তেমন দ্রব্য হয় তবে এই দ্রব্য সলফ মারফত ক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিমাপে সমান হইতে হইবে।

(٢٢) باب بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما

পরিচ্ছেদ ২২ : পরস্পরে বৃদ্ধি ব্যতীত খাদ্যদ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা

٥١ – حدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : فَنِىَ عَلَفُ حِمَارِ سَعْدِ ابْنِ أَبِىْ وَقَاصٍ . فَقَالَ لِغُلَامِهِ : خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلَكَ . فَابْتَعْ بِهَا شَعِيْرًا. وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ .

রেওয়ায়ত ৫১

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলেন : সা'দ ইব্‌ন আবি ওয়াক্কাস (রা)-এর গাধার খাদ্য নিঃশেষ হইয়া গেলে তিনি স্বীয় খাদেমকে বলিলেন-তোমার পরিজনের নিকট হইতে গম লও, তারপর উহার বিনিময়ে যব খরিদ করিয়া আন, পরিমাপে উহার সমান গ্রহণ করিও।

٥٢ – حدّثنى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ابْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ . فَنِىَ عَلَفُ دَابَّتِهِ . فَقَالَ لِغُلَامِهِ : خَذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلَكَ طَعَامًا . فَابْتَعْ بِهَا شَعِيْرًا . وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ مِثْلَهُ .

রেওয়ায়ত ৫২

আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ ইব্‌ন 'আবদ-ই ইয়াগুস-এর জানোয়ারের খাদ্য ফুরাইয়া গেল। তিনি স্বীয় খাদেমকে বলিলেন-তোমার পরিজনের গম হইতে কিছু গম লও। তারপর উহার বিনিময়ে যব খরিদ কর, পরিমাপে উহার সমান লইও।

٥٣ – وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مُعَيْقِيْبٍ الدَّوْسِيِّ ، مِثْلُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنْ لاَ تُبَاعَ الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ . وَلاَ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ . وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالتَّمْرِ . وَالاَ التَّمْرُ بِالزَّبِيْبِ . وَلاَ الْحِنْطَةُ بِالزَّبِيْبِ . وَلاَ شَىْءٌ مِنَ الطَّعَامِ كُلِّهِ ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ . فَإِنْ دَخَلَ ، شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ ، الْأَجَلُ . لَمْ يَصْلُحْ . وَكَانَ حَرَامًا . وَلاَ شَىْءٍ مِنَ الْأُدْمِ كُلِّهَا ، إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنَ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ . فَلاَ يُبَاعُ مُدُّ حِنْطَةٍ بِمُدَّى حِنْطَةٍ . وَلاَ مُدُّ تَمْرٍ بِمُدَّى تَمْرٍ . وَلاَ مُدُّ زَبِيْبٍ

بِمُدَّىْ زَبِيْبٍ . وَلاَ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْحُبُوْبِ وَالْأُدْمِ كُلِّهَا . إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ . وَإِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ . إِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ . لاَ يَحِلُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ الْفَضْلُ . وَلاَ يَحِلُّ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . يَدًا بِيَدٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا اخْتَلَفَ مَا يُكَالُ أَوْ يُوْزَنُ ، مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ يُشْرَبُ ، فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ . فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ . يَدًا بِيَدٍ . وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ . وَصَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ زَبِيْبٍ . وَصَاعٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ سَمْنٍ . فَإِذَا كَانَ الصِّنْفَانِ مِنْ هٰذَا مُخْتَلِفَيْنِ . فَلاَ بَأْسَ بِاثْنَيْنِ مِنْهُ بِوَاحِدٍ . أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ ، الْأَجَلُ ، فَلاَ يَحِلُّ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ تَحِلُّ صُبْرَةُ الْحِنْطَةِ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ . وَلاَ بَأْسَ بِصُبْرَةِ الْحِنْطَةِ بِصُبْرَةِ التَّمْرِ . يَدًا بِيَدٍ . وَذٰلِكَ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِى الْحِنْطَةَ بِالتَّمْرِ جِزَافًا.

قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مَا اخْتَلَفَ مِنَ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ . فَبَانَ اخْتِلاَفُهُ . فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ . جِزَافًا . يَدًا بِيَدٍ . فَإِنْ دَخَلَهُ الْأَجَلُ فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ . وَإِنَّمَا اشْتِرَاءُ ذٰلِكَ جِزَافًا . كَاشْتِرَاءِ بَعْضِ ذٰلِكَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ جِزَافًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ ، أَنَّكَ تَشْتَرِى الْحِنْطَةَ بِالْوَرِقِ جِزَافًا . وَالتَّمْرَ بِالذَّهَبِ جِزَافًا . فَهٰذَا حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ صَبَّرَ صُبْرَةَ طَعَامٍ . وَقَدْ عَلِمَ كَيْلَهَا . ثُمَّ بَاعَهَا جِزَافًا . وَكَتَمَ الْمُشْتَرِىَ كَيْلَهَا ، فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ . فَإِنْ أَحَبَّ الْمُشْتَرِى أَنْ يَرُدَّ ذٰلِكَ الطَّعَامَ عَلَى الْبَائِعِ ، رَدَّهُ بِمَا كَتَمَهُ كَيْلَهُ وَغَرَّهُ . وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَا عَلِمَ الْبَائِعُ كَيْلَهُ وَعَدَدَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ ، ثُمَّ بَاعَهُ جِزَافًا .وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِى ذٰلِكَ . فَإِنَّ الْمُشْتَرِىَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرُدَّ ذٰلِكَ عَلَي الْبَائِعِ رَدَّهُ وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ خَيْرَ فِى الْخُبْزِ ، قُرْصٍ بِقُرْصَيْنِ . وَلاَ عَظِيْمٍ بِصَغِيْرٍ . إِذَا كَانَ بَعْضُ ذٰلِكَ أَكْبَرَ مِنْ بَعْضٍ . فَأَمَّا إِذَا كَانَ يُتَحَرَّى أَنْ يَكُوْنَ مِثْلاً بِمِثْلٍ . فَلاَ بَأْسَ بِهِ . وَإِنْ لَمْ يُوْزَنْ ،

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَصْلُحُ مُدُّ زُبْدٍ وَمُدُّ لَبَنٍ بِمُدَّيْ زُبْدٍ . وَهُوَ مِثْلُ الَّذِيْ وَصَفْنَا مِنَ التَّمْرِ الَّذِيْ يُبَاعُ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيْسٍ ، وَصَاعًا مِنْ حَشَفٍ ، بِثَلاَثَةِ أَصْوُعٍ مِنْ عَجْوَةٍ ، حِيْنَ قَالَ لِصَاحِبِهِ : إِنْ صَاعَيْنِ مِنْ كَبِيْسٍ بِثَلاَثَةِ أَصْوُعٍ مِنَ الْعَجْوَةِ لاَ يَصْلُحُ . فَفَعَلَ ذٰلِكَ لِيُجِيْزَ بَيْعَهُ . وَإِنَّمَا جَعَلَ صَاحِبُ اللَّبَنِ اللَّبَنَ مَعَ زُبْدِهِ . لِيَأْخُذَ فَضْلَ زُبْدِهِ عَلَى زُبْدِ صَاحِبِهِ . حِيْنَ أَدْخَلَ مَعَهُ اللَّبَنَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالدَّقِيْقُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ . لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَذٰلِكَ لأَنَّهُ أَخْلَصَ الدَّقِيْقَ فَبَاعَهُ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَلَوْ جَعَلَ نِصْفَ الْمُدِّ مِنْ دَقِيْقٍ ، وَنِصْفَهُ مِنْ حِنْطَةٍ ، فَبَاعَ ذٰلِكَ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ ، كَانَ ذٰلِكَ مِثْلُ الَّذِيْ وَصَفْنَا . لاَ يَصْلُحُ . لأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ حِنْطَتِهِ الْجَيِّدَةِ ، حَتّٰى جَعَلَ مَعَهَا الدَّقِيْقَ فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ .

রেওয়ায়ত ৫৩

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, কাসেম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) এবং ইব্‌ন মুয়াইকীব দাওসী (র) হইতেও অনুরূপ রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকটও হুকুম অনুরূপ।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাসআলা হইল — গমের বিনিময়ে গম, খুর্মার বিনিময়ে খুর্মা, খুর্মার বিনিময়ে গম, কিশমিশের বিনিময়ে খুর্মা এবং যাবতীয় খাদ্যশস্য নগদ ছাড়া বিক্রয় করা বৈধ হইবে না, (উল্লেখিত বস্তুর) কোন একটিতে যদি মেয়াদ প্রবেশ করে অর্থাৎ ধারে বিক্রয় করা হয় তবে ইহা বৈধ হইবে না (বরং) ইহা হারাম হইবে। (অনুরূপ) ব্যঞ্জনে ব্যবহৃত যাবতীয় বস্তুকেও নগদ ছাড়া বিক্রয় করা যাইবে না।

মালিক (র) বলেন : খাদ্যদ্রব্য ব্যঞ্জনসমূহ হইতে কোন খাদ্যদ্রব্য কিংবা ব্যঞ্জনকে যদি উহা এক জাতীয় হয় তবে একের বিনিময়ে দুইটি বিক্রয় করা যাইবে না এবং এক মুদ্ গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা যাইবে না। (অনুরূপ) এক মুদ্ খুর্মা বিক্রয় করা যাইবে না দুই মুদ খুর্মার বিনিময়ে, আর এক মুদ্ কিশমিশকে দুই মুদ্ কিশমিশের বিনিময়ে বিক্রয় করা যাইবে না। (উপরে বর্ণিত বস্তুসমূহের) সদৃশ যাবতীয় শস্য ও ব্যঞ্জনাদি যদি এক জাতীয় হয় (উহাকেও) (অনুরূপ)-বিক্রয় করা যাইবে না, নগদ বিক্রি হইলেও। কারণ ইহা হইতেছে চাঁদির বিনিময়ে চাঁদির, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করার মতো, এইসব ব্যাপারে কমবেশ করা জায়েয নহে, একমাত্র সমান সমান ও নগদ হইলেই ইহা হালাল হইবে।

মালিক (র) বলেন : পরিমাপ পাত্র দ্বারা মাপা হয় কিংবা ওজন করিয়া দেওয়া হয় এইরূপ খাদ্য কিংবা পানীয় দ্রব্যের মধ্যে পার্থক্য পাওয়া গেলে এবং (জাতের) এই পার্থক্য প্রকাশ্য হইলে, তবে নগদ বিক্রয় হইলে উহার একটির বিনিময়ে দুইটি গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। আর দুই সা' গমের পরিবর্তে এক সা' খুর্মা এবং

দুই সা' কিশমিশের বিনিময়ে এক সা' খুর্মা এবং দুই সা' ঘি-এর বিনিময়ে এক সা' গম লওয়াতে কোন দোষ নাই। এই সবের মধ্য হইতে পরস্পর দুই জাতের দুইটি বস্তু উভয়ে পরস্পর ভিন্ন জাতের হইলে তবে সেই জাতীয় বস্তু হইতে একের বিনিময়ে দুই কিংবা ততোধিক নগদ বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু ধারে হইলে ইহা বৈধ হইবে না।

মালিক (র) বলেন : গমের স্তূপের বিনিময়ে গমের স্তূপ (ক্রয় করা) হালাল হইবে না, খুর্মার স্তূপের বিনিময়ে গমের স্তূপ নগদ ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। কারণ খেজুরের বিনিময়ে গম অনুমানে ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন : যে কোন খাদ্যদ্রব্য ও ব্যঞ্জনের জাত পরস্পর বিরোধী হইলে এবং পার্থক্য স্পষ্ট হইলে তবে (সেইরূপ দ্রব্যের) এক অংশকে আর এক অংশের বিনিময়ে আন্দাজে (কিন্তু) নগদে ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই, যদি উহাতে মেয়াদ (ধারে বিক্রয়) প্রবেশ করে তবে সেই বিক্রয়ে মঙ্গল নাই। ইহা আন্দাজে ক্রয় করা (এইরূপ) যেমন ইহার কিছু অংশকে চাঁদি বা স্বর্ণের বিনিময়ে অনুমানে বিক্রয় করা।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি খাদ্যশস্যের স্তূপ করিয়াছে এবং উহার পরিমাপ কার্য সম্পাদন করিয়াছে, অতঃপর উহাকে অনুমানে বিক্রয় করিয়াছে এবং ক্রেতার নিকট উহার পরিমাপ গোপন করিয়াছে। ইহা জায়েয হইবে না। তারপর ক্রেতা যদি ফেরত দিতে ইচ্ছা করে, তবে এই খাদ্যশস্য বিক্রেতাকে ফেরত দিবে, কেননা, বিক্রেতা তাহার নিকট উহার পরিমাপ গোপন করিয়াছে, (এইভাবে) সে ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়াছে। অনুরূপ খাদ্যদ্রব্য হউক বা অন্য কিছু বিক্রেতা যে বস্তুর পরিমাপ ও সংখ্যা জানে অতঃপর উহাকে (ক্রেতার কাছে) আন্দাজে বিক্রয় করে, (অথচ) ক্রেতা উহা অবগত নহে, তবে ক্রেতা ইচ্ছা করিলে উক্ত বস্তু বিক্রেতার নিকট ফেরত দিবে। এইরূপ বিক্রয় হইতে আহলে 'ইলম ('উলামা) সর্বদা নিষেধ করিতেন।

মালিক (র) বলেন : দুই রুটির বিনিময়ে এক রুটি, ছোট রুটির বিনিময়ে বড় রুটি, যাহার একটি অপরটি হইতে বড়, গ্রহণ করা জায়েয নহে। তবে যদি উভয়ে সমান সমান হইবে বলিয়া প্রবল ধারণা হয় তবে ওজন করা না হইলেও ইহাতে কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন : দুই মুদ পনিরের বিনিময়ে এক মুদ পনির এবং এক মুদ দুধ গ্রহণ করা জায়েয নহে। ইহা এইরূপ যেইরূপ আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি : খেজুরের ব্যাপারে যাহার তিন সা' আজওয়ার বিনিময়ে বিক্রয় করা হইয়াছে দুই সা' কাবীস আর এক সা' রদ্দী খেজুর। যখন তাহাদের একজন অপর জনকে বলিল তিন সা' 'আজওয়ার বিনিময়ে দুই সা' কাবীস বিক্রয় করা জায়েয নহে তখন তিনি ইহা [আর এক সা' রদ্দী খেজুর মিশাইবার কাজ] করিলেন বিক্রি শুদ্ধ করার জন্য। দুধওয়ালা পনিরের সঙ্গে দুধ মিশাইয়াছে। ইহা এই জন্য যে, তাহার সাথীর পনিরের তুলনায় তাহার পনীরের বাড়তিটুকু উশুল করিবে।

মালিক (র) বলেন : গমের বিনিময়ে আটা সমান সমান হইলে কোন দোষ নাই। আর যদি অর্ধ মুদ আটা এবং অর্ধ মুদ গম একত্র করিয়া উহাকে এক মুদ গমের বিনিময়ে বিক্রয় করা হয় তবে ইহা যেইরূপ আমরা পূর্বে বর্ণনা করিয়াছি সেইরূপ হইবে। ইহা জায়েয হইবে না। কারণ সে গমের সহিত আটা মিশাইয়া উৎকৃষ্ট গমের বাড়তিটুকু [শ্রেষ্ঠত্বের মূল্য] আদায় করিল। কাজেই ইহা জায়েয হইবে না।

(٢٣) باب جامع بيع الطعام

পরিচ্ছেদ ২৩ : খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের বিবিধ বর্ণনা

٥٤ – حَدَّثَنِي يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ . يَكُوْنُ مِنَ الصُّكُوْكِ بِالْجَارِ . فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِيْنَارٍ وَنِصْفُ دِرْهَمٍ . فَأُعْطَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا . فَقَالَ سَعِيْدٌ : لاَ وَلٰكِنَّ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا : وَخُذْ بَقِيَّتَهُ طَعَامًا .

রেওয়ায়ত ৫৪

মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আবদিল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবি মারয়াম (র) সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে প্রশ্ন করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, (জার নামক স্থান) হইতে চেক (লিখিত দলীল) মারফত যেই সব খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হয় আমি সেই সব খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকি। অনেক সময় বিক্রেতা হইতে এক দীনার এবং অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে (খাদ্যদ্রব্য) ক্রয় করি। অর্ধ দিরহামের পরিবর্তে আমি খাদ্যশস্য দিতে পারি কি? সা'ঈদ (র) বলিলেন, না, (বরং) তুমি তাহাকে পূর্ণ দিরহাম দাও এবং অবশিষ্ট দিরহামের পরিবর্তে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ কর।

٥٥ – حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ كَانَ يَقُوْلُ : لاَ تَبِيْعُوْا الْحَبَّ فِيْ سُنْبُلِهِ حَتّٰى يَبْيَضَّ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرٰى طَعَامًا بِسِعْرٍ مَعْلُوْمٍ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى . فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ ، قَالَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِصَاحِبِهِ : لَيْسَ عِنْدِيْ طَعَامٌ . فَبِعْنِي الطَّعَامَ الَّذِيْ لَكَ عَلَيَّ إِلٰى أَجَلٍ . فَيَقُوْلُ صَاحِبُ الطَّعَامِ : هٰذَا لاَ يَصْلُحُ . لأَنَّهُ قَدْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتّٰى يَسْتَوْفٰى . فَيَقُوْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيْمِهِ : فَبِعْنِي طَعَامًا إِلٰى أَجَلٍ حَتّٰى أَقْضِيَكَهُ . فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ . لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيْهِ طَعَامًا ثُمَّ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ . فَيَصِيْرُ الذَّهَبُ الَّذِي أَعْطَاهُ ثَمَنَ الَّذِيْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ . وَيَصِيْرُ الطَّعَامُ الَّذِيْ أَعْطَاهُ مُحَلِّلاً فِيْمَا بَيْنَهُمَا . وَيَكُوْنُ ذٰلِكَ ، إِذَا فَعَلاَهُ ، بَيْعَ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفٰى .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيْ رَجُلٍ لَهُ عَلٰى رَجُلٍ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ مِنْهُ . وَلِغَرِيْمِهِ عَلٰى رَجُلٍ طَعَامٌ مِثْلُ ذٰلِكَ الطَّعَامِ . فَقَالَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الطَّعَامُ لِغَرِيْمِهِ : أُحِيْلُكَ عَلٰى غَرِيْمٍ ، لِيْ عَلَيْهِ مِثْلُ الطَّعَامِ الَّذِيْ لَكَ عَلَيَّ ، بِطَعَامِكَ الَّذِيْ لَكَ عَلَيَّ .

قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الطَّعَامُ إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ ابْتَاعَهُ . فَأَرَادَ أَنْ يُحِيْلَ غَرِيْمَهُ بِطَعَامٍ ابْتَاعَهُ . فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ . وَذٰلِكَ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفٰى . فَإِنْ

كَانَ الطَّعَامُ سَلَفًا حَالاً . فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحِيْلَ بِهِ غَرِيْمَهُ . لأَنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ بِبَيْعٍ . وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفَى. لِنَهْيِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ذٰلِكَ ، غَيْرَ أَنْ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ ، فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنْزَلُوْهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوْفِ . وَلَمْ يُنْزِلُوْهُ عَلَى وَجْهِ الْبَيْعِ . وَذٰلِكَ مِثْلُ الرَّجُلِ يُسَلِّفُ الدَّرَاهِمَ النُّقَصَ . فَيُقْضَى دَرَاهِمَ وَازِنَةً . فِيْهَا فَضْلٌ فَيَحِلُّ لَهُ ذٰلِكَ . وَيَجُوْزُ . وَلَوِ اشْتَرَى مِنْهُ دَرَاهِمَ نُقَّصًا . بِوَازِنَةٍ لَمْ يَحِلَّ ذٰلِكَ . وَلَوِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِيْنَ أَسْلَفَهُ وَازِنَةً وَإِنَّمَا أَعْطَاهُ نُقَّصًا . لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৫৫

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, মুহাম্মদ ইব্‌ন সীরীন (র) বলিতেন, শস্য উহার শীষে থাকা অবস্থায় বিক্রয় করিও না, যাবত উহা পরিপুষ্ট না হয়।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট মেয়াদে কোন খাদ্যশস্য ক্রয় করিয়াছে, যখন মেয়াদ উপস্থিত হইল, খাদ্যশস্য আদায় করা যাহার জিম্মায় (ওয়াজিব হইয়াছে) সে বলিল, তাহার সাথী (ক্রেতা)-কে, আমার কাছে খাদ্যশস্য (মওজুদ) নাই, যে খাদ্যশস্য আপনাকে দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপর রহিয়াছে, সে খাদ্যশস্য (নির্দিষ্ট) মেয়াদ প্রদান করিয়া আমার নিকট বিক্রয় করুন। খাদ্যশস্যের মালিক বলিল, ইহা জায়েয হইবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খাদ্যশস্য হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন। (জায়েয করার উপায়স্বরূপ) যাহার জিম্মায় খাদ্যশস্য (আদায় করা ওয়াজিব) সে তাহার কর্জদাতাকে (অর্থাৎ প্রথম ক্রেতাকে) বলিল, (আপনার পক্ষ হইতে অন্য) খাদ্যশস্য আপনি আমার নিকট বিক্রয় করুন নির্দিষ্ট মেয়াদে, যেন আপনাকে আমি উহা পরিশোধ করি।[১] ইহা জায়েয হইবে না। কারণ সে [প্রথম ক্রেতা] উহাকে [প্রথম বিক্রেতাকে] খাদ্যশস্য দিতেছে। তারপর পুনরায় প্রথম বিক্রেতা প্রথম ক্রেতার নিকট উহা ফেরত দিতেছে।[২] ফলে ব্যাপার এই দাঁড়াইবে যে, (এই খাদ্যশস্যের) যে মূল্য প্রথম বিক্রেতা প্রথম ক্রেতাকে আদায় করিল খাদ্যশস্যের দ্বিতীয় দফা যে ক্রয় করিল উহার মূল্য বাবদ উহা (প্রকৃতপক্ষে) সেই খাদ্যশস্যের মূল্য হইল।

যে খাদ্যশস্য উহার [প্রথম ক্রেতার] প্রাপ্য ছিল সেই ব্যক্তির [প্রথম বিক্রেতার] জিম্মায়। এই খাদ্যশস্য যাহা বিক্রি করিল তাহাদের উভয়ের মধ্যে লেন-দেন হালাল করার জন্য একটি হিল্লা স্বরূপ হইল। (উপরিউক্ত ব্যবস্থায়) তাহারা যাহা করিল তাহা হইতে খাদ্যশস্যকে হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় করা [যাহা হালাল নহে]।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তির খাদ্যশস্য আর এক ব্যক্তির জিম্মায় ওয়াজিব রহিয়াছে, যাহা সে ক্রয় করিয়াছিল তাহার নিকট হইতে, (অপর দিকে) তাহার কর্জদারের অপর এক ব্যক্তির নিকট অনুরূপ খাদ্যদ্রব্য

১. যে খাদ্যশস্য আপনাকে দেওয়ার আমার জিম্মায় ওয়াজিব রহিয়াছে, উহা শোধ করিয়া যেন আমি দায়মুক্ত হইতে পারি।

২. তাহার উপর যে ঋণ খাদ্যশস্য প্রদানের ছিল সেই ঋণ পরিশোধার্থে ইহা ফেরত দিতেছে প্রথম ক্রেতার নিকট।

পাওনা রহিয়াছে। যে ব্যক্তির জিম্মায় খাদ্যদ্রব্য [আদায় করা ওয়াজিব] রহিয়াছে সে ঋণদাতাকে বলিল-আমার নিকট আপনার প্রাপ্য খাদ্যদ্রব্যের পরিবর্তে আমি আপনাকে আমার এক ঋণদারের হাওলা করিতেছি, যাহার নিকট আমি অনুরূপ খাদ্যদ্রব্য পাওনা আছি, যেইরূপ খাদ্যদ্রব্য আমার নিকট আপনার পাওনা রহিয়াছে। [অর্থাৎ খাতকের নিকট হইতে আপনি সেই খাদ্যদ্রব্য আদায় করিয়া নিন]।

মালিক (র) বলেন : যাহার জিম্মায় খাদ্যদ্রব্য [আদায় করা ওয়াজিব] রহিয়াছে, সে যদি সেই খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে এবং তাহার ঋণদাতাকে উহা হইতে খরিদকৃত খাদ্যদ্রব্যের হাওলা করিতে ইচ্ছা করে, তবে এই হাওলা করা জায়েয নহে।

এবং ইহা হইতেছে হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা। [যাহা বৈধ নহে]। আর যদি উক্ত খাদ্যদ্রব্য সলফরূপে ক্রয় হইয়া থাকে যাহার আদায় করার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তবে তাহার ঋণদাতাকে তাহার খাতকের হাওলা করাতে কোন দোষ নাই। [অর্থাৎ ইহা জায়েয হইবে]। কারণ ইহা [ঋণ], বিক্রয় নহে।

মালিক (র) বলেন : হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা হালাল নহে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা নিষেধ করিয়াছেন। তবে আহলে-'ইলম ['উলামা] এই বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, শরীক করিয়া লওয়া,[১] তাওলিয়ত[২] ও ইকালাতে কোন দোষ নাই । খাদ্যদ্রব্য (হউক বা) অথবা খাদ্যদ্রব্য ব্যতীত অন্য কিছু হউক।

মালিক (র) বলেন : [ইহা জায়েয এইজন্য যে,] আহলে-'ইলম [উলামা] এই সবকে অনুগ্রহের তুল্য বলিয়া মত দিয়াছেন, ইহা বেচাকেনার মতো বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। ইহা এইরূপ যেন কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নাকিস (অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম) দিরহাম সলফ [ঋণ] প্রদান করিয়াছে, তারপর ঋণ শোধ করা হইল [অর্থাৎ সলফ বিক্রয় ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতা [ক্রেতা]-কে ঋণ পরিশোধ করা হইল [অর্থাৎ সলফ বিক্রয় ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতা [ক্রেতা]-কে ঋণ পরিশোধ করিল] পূর্ণ ওজনের দিরহাম দ্বারা যাহাতে বাড়তি রহিয়াছে।

ইহা তাহার জন্য জায়েয হইবে এবং হালাল হইবে। পক্ষান্তরে যদি সেই ব্যক্তি পূর্ণ ওজনের দিরহামের বিনিময়ে নাকিস দিরহাম উহা হইতে ক্রয় করে তবে ইহা তাহার জন্য হালাল [জায়েয] হইবে না। অনুরূপ সলফ বিক্রয়ে যদি (বিক্রেতার নিকট) পূর্ণ ওজনের দিরহামের শর্ত করে অথচ সে তাহাকে পরিশোধ করিয়াছে নাকিস দিরহাম, তবে ইহা জায়েয হইবে না।

٥٦ – قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُشْبِهُ ذٰلِكَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَأَرْخَصَ فِيْ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ . وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ ذٰلِكَ : أَنْ بَيْعَ الْمُزَابَنَةِ بَيْعٌ عَلَى وَجْهِ الْمُكَايَسَةِ وَالتِّجَرَةِ . وَأَنَّ بَيْعَ الْعَرَايَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوْفِ ، لاَ مُكَايَسَةَ فِيْهِ .

১. অর্থাৎ ক্রয়কৃত বস্তুতে আংশিকরূপে কাহাকেও শরীক করা।

২. এক ব্যক্তি কোন এক বস্তু ক্রয় করিল, অন্য এক ব্যক্তি তাহাকে বলিল-এই বস্তুটির আমাকে মালিক বানাইয়া দিন। ক্রেতা বলিলেন, তোমাকে মালিক করিয়া দিলাম। ইহাতে উক্ত বস্তুর মূল্যে বাড়ান-কমান হইল না, এইরূপ করাকে তাওলিয়ত বলা হয়।

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَشْتَرِىَ رَجُلٌ طَعَامًا بِرُبُعٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ كِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ. عَلَى أَنْ يُعْطَى بِذٰلِكَ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ . وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا بِكِسْرٍ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى أَجَلٍ. ثُمَّ يُعْطَى دِرْهَمًا وَيَأْخُذُ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ . لأَنَّهُ أَعْطَى الْكِسْرَ الَّذِي عَلَيْهِ ، فِضَّةً . وَأَخَذَ بِبَقِيَّةِ دِرْهَمِهِ سِلْعَةً . فَهٰذَا لاَ بَأْسَ بِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عِنْدَ الرَّجُلِ دِرْهَمًا . ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهُ بِرُبُعٍ أَوْ بِثُلُثٍ أَوْ بِكِسْرٍ مَعْلُوْمٍ ، سِلْعَةً مَعْلُوْمَةً . فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْ ذٰلِكَ سِعْرٌ مَعْلُوْمٌ . وَقَالَ الرَّجُلُ : أَخُذُ مِنْكَ بِسِعْرِ كُلِّ يَوْمٍ ، فَهٰذَا لاَ يَحِلُّ . لأَنَّهُ غَرَرٌ . يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً وَلَمْ يَفْتَرِقَا عَلَى بَيْعٍ مَعْلُوْمٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ بَاعَ طَعَامًا جِزَافًا وَلَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهُ شَيْئًا . ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ شَيْئًا . فَإِنَّهُ لاَ يَصْلَحُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ شَيْئًا. إِلاَ مَا كَانَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ . وَذٰلِكَ الثُّلُثُ فَمَا دُوْنَهُ . فَإِنْ زَادَ عَلَى الثُّلُثِ صَارَ ذٰلِكَ إِلَى الْمُزَابَنَةِ وَإِلَى مَا يُكْرَهُ . فَلاَ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِىَ مِنْهُ شَيْئًا. إِلاَّ مَا كَانَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ . وَلاَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنْهُ إِلاَّ الثُّلُثُ فَمَا دُوْنَهُ . وَهٰذَا لأَمْرُ الَّذِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ৫৬

মালিক (র) বলেন : ইহারই সদৃশ নজীর হইতেছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুযাবানাকে নিষেধ করিয়াছেন, (অথচ) আরায়াতে উহার খেজুরের অনুমান করিয়া বিক্রয় করার অনুমতি দিয়াছেন। এই পার্থক্যের কারণ এই, মুযাবানাতে ক্রয়-বিক্রয় হইতেছে পরস্পর বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ ও ব্যবসা করার প্রয়াসের ধারায়। আর আরায়ায় বিক্রয় হইতেছে অনুগ্রহস্বরূপ, ইহাতে পরস্পর বুদ্ধি খাটানোর কোন প্রতিযোগিতা নাই।

মালিক (র) বলেন : কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিল দিরহামের এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ কিংবা উহার যেকোন অংশের বিনিময়ে এই শর্তে যে, এই মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইবে মেয়াদে। [উদাহরণস্বরূপ যেমন-এক মাস পর] ইহা সঙ্গত (জায়েয) নহে। আর কোন ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিল দিরহামের এক অংশের বিনিময়ে মেয়াদে। তারপর সে (পূর্ণ) এক দিরহাম প্রদান করিল এবং তাহার দিরহামের যেইটুকু অবশিষ্ট রহিল উহার বিনিময়ে সে অন্য কোন সামগ্রী ক্রয় করিল, ইহাতে কোন দোষ নাই। কারণ সে দিরহামের অংশ যাহা তাহার জিম্মায় (ওয়াজিব) ছিল তাহা প্রদান করিয়াছে এবং অবশিষ্ট দিরহামের বিনিময়ে (অন্য) সামগ্রী ক্রয় করিয়াছ, ইহাতে কোন দোষ নাই [অর্থাৎ ইহা জায়েয আছে]।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তির নিকট একটি দিরহাম রাখিল। অতঃপর সেই ব্যক্তির নিকট হইতে দিরহামের এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ কিংবা নির্দিষ্ট কোন অংশে নির্দিষ্ট কোন সামগ্রী খরিদ করিল, ইহাতে কোন দোষ নাই। পক্ষান্তরে যদি উহাতে মূল্য জ্ঞাত না থাকে এবং (দিরহামওয়ালা) ব্যক্তি বলিল— আমি প্রতিদিনকার যাহা মূল্য হইবে তাহার বিনিময়ে ক্রয় করিব। ইহা জায়েয হইবে না। কারণ ইহা (এক প্রকার) ধোঁকা, দাম একবার কমিবে, আবার একবার বাড়িবে। তাহারা উভয়ে কোন সুনির্দিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় হইতে পরস্পর পৃথক হয় নাই।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি আন্দাজ করিয়া খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে এবং উহা হইতে কোন কিছু বাদ বা আলাদা করে নাই। অতঃপর [বিক্রিত বস্তু হইতে] কিছুটা ক্রেতা হইতে খরিদ করিতে সে ইচ্ছা করিল, তবে বিক্রিত বস্তু হইতে কিছুটা ক্রেতা হইতে খরিদ করিয়া রাখা তাহার জন্য জায়েয নহে। কিন্তু কেবলমাত্র সেই পরিমাণ ক্রয় করা জায়েয যেই পরিমাণ সেই বস্তু হইতে বাদ করা বা পৃথক করিয়া রাখা তাহার জন্য জায়েয রহিয়াছে। আর সেই পরিমাণ হইতেছে এক-তৃতীয়াংশ বা উহা হইতে কম, এক-তৃতীয়াংশ হইতে বেশি হইলে তাহা মুযাবানার দিকে এবং মাকরূহ (বেচাকেনা)-এর দিকে যাইবে। কাজেই (বিক্রেতার জন্য) উহা হইতে কিছুটা ক্রয় করা সঙ্গত নহে কিন্তু যে পরিমাণ উহা হইতে পৃথক করা (বাদ দেওয়া) তাহার জন্য জায়েয আছে সেই পরিমাণ (ক্রয় করিতে পারিবে)। আর এক-তৃতীয়াংশ বা উহা হইতে কম ছাড়া পৃথক করা তাহার জন্য জায়েয নহে।

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নাই।

(٢٤) باب الحكرة والتربص

পরিচ্ছেদ ২৪ : মজুতদারী এবং মুনাফাখোরীর অপেক্ষায় থাকা

٥٧ – حدثني يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ حُكْرَةَ فِي سُوْقِنَا . لاَ يَعْمِدُ رِجَالٌ بِأَيْدِيهِمْ فُضُوْلٌ مِنْ أَذْهَابٍ ، إِلٰى رِزْقٍ مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ نَزَلَ بِسَاحَتِنَا . فَيَحْتَكِرُوْنَهُ عَلَيْنَا . وَلٰكِنْ أَيُّمَا جَالِبٍ عَلٰى عَمُوْدِ كَبِدِهِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ، فَذٰلِكَ ضَيْفُ عُمَرَ . فَلْيَبِعْ كَيْفَ شَاءَ اللّٰهُ . وَلْيُمْسِكْ كَيْفَ شَاءَ اللّٰهُ .

রেওয়ায়ত ৫৭

মালিক (র) বলেন, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, আমাদের বাজারে কেহ ইহ্‌তিকার[১] করিবে না। যেইসকল লোকের হাতে অতিরিক্ত মুদ্রা রহিয়াছে সেই সব

১. মজুতদারী ইসলামের দৃষ্টিতে একটি সামাজিক অপরাধ, চড়া মূল্যে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে মাল মজুদ করিয়া রাখার নাম ইহ্‌তিকার। ইহ্‌তিকার নিষিদ্ধ ও হারাম। হাদীসের দৃষ্টিতে ইহ্‌তিকারকারী অপরাধী ও অভিশপ্ত। মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায় চল্লিশ দিন পর্যন্ত মাল মজুত রাখিলে, সাধারণ্যে সেই মালের তীব্র প্রয়োজন থাকিলে ইহ্‌তিকার নিষিদ্ধ হইবে। রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি ইহ্‌তিকার করিবে সে ব্যক্তি হইতে আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কমুক্ত, সেও আল্লাহ হইতে সম্পর্ক মুক্ত (অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌র বান্দা নহে) এবং তাহার কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য হইবে না। হালুয়া, মধু, তৈল, ব্যঞ্জন ইত্যাদিতে ইহ্‌তিকার নিষিদ্ধ নহে, ইহ্‌তিকার নিষিদ্ধ খাদ্যদ্রব্যে। সম্পদশালী শহরে যাহাতে মজুতদারীতে কোন ক্ষতি হয় না ইহ্‌তিকার নিষিদ্ধ নহে। — আওজাযুল মাসালিক

লোক যেন আল্লাহ্ প্রদত্ত জীবিকাসমূহ হইতে কোন জীবিকা [খাদ্যশস্য] ক্রয় করিয়া আমাদের উপর মজুতদারী করার ইচ্ছা না করে। আর যে ব্যক্তি শীত মৌসুমে ও গ্রীষ্মকালে নিজের পিঠে বোঝা বহন করিয়া (খাদ্যশস্য) আনিবে সে উমরের মেহমান, সে যেরূপ ইচ্ছা বিক্রয় করুক, যেরূপ ইচ্ছা মজুত করুক।

৫৮ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يُوْسُفَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ مَرَّ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِيْ بَلْتَعَةَ . وَهُوَ يَبِيْعُ زَبِيْبًا لَهُ بِالسُّوْقِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِمَّا أَنْ تَزِيْدَ فِي السِّعْرِ . وَإِمَّا أَنْ تُرْفَعَ مِنْ سُوْقِنَا .

রেওয়ায়ত ৫৮

সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) [একবার বাজারে] হাতিব ইব্‌ন আবি বালতায়া (রা)-এর নিকট দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি [হাতিব (রা)] বাজারে তাঁহার কিশমিশ বিক্রয় করিতেছিলেন। [বাজারদর হইতে সস্তা মূল্যে]। উমর (রা) তাঁহাকে বলিলেন : হয়তো মূল্য বাড়াইয়া বিক্রয় করুন, নচেৎ আমাদের বাজার হইতে পণ্য গুটাইয়া নিন।[১]

৫৯ – **حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَنْهٰى عَنِ الْحُكْرَةِ .

রেওয়ায়ত ৫৯

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) ইহতিকারকে নিষেধ করিতেন।

(٢٥) باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلفه فيه

পরিচ্ছেদ ২৫ : পশুকে পশুর বিনিময়ে বিক্রয় করা এবং উহাকে ধারে বিক্রয় করা প্রসঙ্গ

৬০ – **حَدَّثَنِي** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ بَاعَ جَمَلاً لَهُ يُدْعَى عُصَيْفِيْرًا ، بِعِشْرِيْنَ بَعِيْرًا ، إِلَى أَجَلٍ .

---

১. ইহাই এক সম্প্রদায়ের অভিমত। তাঁহারা বলেন : বাজারদরের কম মূল্যে বিক্রয় নিষিদ্ধ, ইহাতে অপরের ক্ষতি জড়িত আছে। ইব্‌ন রুশ্‌দ বলেন-ইহা ঠিক নহে। কম দামে বিক্রয় মন্দ কাজ নহে। উহা নিষিদ্ধ হওয়ার কোন যুক্তি নাই। হযরত উমর (রা) কর্তৃক হাতিব ইব্‌ন আবি বালতায়া সাহাবীকে বাজারে অল্পদামে বিক্রয় করা হইতে বারণ রাখার নির্দেশ ছিল পরামর্শ স্বরূপ। জরুরী কোন নির্দেশ নহে। ইহাও বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা) পরে হাতিবের গৃহে গিয়া তাঁহাকে গৃহে বা বাজারে যেখানে ইচ্ছা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :

আমি শহরবাসীদের মঙ্গলার্থে ইহা বলিয়াছি। ইহা জরুরী কোন হুকুম নহে। আপনি যেরূপ ইচ্ছা বিক্রয় করুন। — আওজাযুল মাসালিক

রেওয়ায়ত ৬০

হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন আবী তালিব (র) হইতে বর্ণিত, আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) তাঁহার একটি উটকে, যাহাকে বলা হইত 'উসাইফীর', বিশটি (ছোট) উটের বিনিময়ে ধারে বিক্রয় করিয়াছিলেন।

٦١ – **حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اشْتَرَى رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُوْنَةٍ عَلَيْهِ ، يُوْفِيْهَا صَاحِبُهَا بِالرَّبَذَةِ .

রেওয়ায়ত ৬১

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) একটি রাহেলা [راحلة, ভারবাহী বা সাওয়ারীর উট] ক্রয় করিয়াছিলেন চারটি উটের বিনিময়ে। সে রাহেলা বিক্রেতার দায়িত্বে ও জামানতে ছিল। কথা এই ছিল যে, বিক্রেতা উহাকে ক্রেতার নিকট সোপর্দ করিবে রাবাযা[১] (ربزه) নামক স্থানে।

٦٢ – **حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ ، اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ . وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ . يَدًا بِيَدٍ . وَلاَ بَأْسَ بِالْجَمَلِ بِالْجَمَلِ مِثْلِهِ . وَزِيَادَةُ دَرَاهِمَ . الْجَمَلَ بِالْجَمَلِ يَدًا بِيَدٍ . وَالدَّرَاهِمُ إِلَى أَجَلٍ . قَالَ وَلاَ خَيْرَ فِى الْجَمَلِ بِا الْجَمَلِ مِثْلِهِ . وَزِيَادَةِ دَرَاهِمَ . الدَّرَاهِمُ نَقْدًا ، وَالْجَمَلُ إِلَى أَجَلٍ وَإِنْ أَخَّرْتَ الْجَمَلَ وَالدَّرَاهِمَ ، لاَ خَيْرَ فِىْ ذٰلِكَ أَيْضًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الْبَعِيْرَ النَّجِيْبَ بِالْبَعِيْرَيْنَ أَوْ بِالأَبْعِرَةِ مِنَ الْحَمُوْلَةِ مِنْ مَاشِيَةِ الْإِبِلِ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ نَعَمٍ وَاحِدَةٍ . فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ . إِذَا اخْتَلَفَتْ فَبَانَ اخْتِلاَفُهَا . وَإِنْ أَشْبَهَ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَاخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا أَوْ لَمْ تَخْتَلِفُ . فَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذٰلِكَ ، أَنْ يُؤْخَذَ الْبَعِيْرُ بِالْبَعِيْرَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا تُفَاضِلُ فِىْ نَجَابَةٍ وَلاَ رِحْلَةٍ . فَإِنْ كَانَ هٰذَا عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ ، فَلاَ يَشْتَرَى مِنْهُ

১. রাবাযা মদীনা শরীফের নিকটবর্তী প্রসিদ্ধ একটি জনপদ, উহাতে হযরত আবূ যর গিফারী (রা)-এর মাযার অবস্থিত।

اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ . وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيْعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ ، مِنْ غَيْرِ الَّذِيْ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ ، إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَوَصَفَهُ وَحَلاَّهُ ، وَنَقَدَ ثَمَنَهُ ، فَذٰلِكَ جَائِزٌ . وَهُوَ لاَزِمٌ لِلْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ عَلَى مَا وَصَفَا وَحَلَّيَا . وَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ الْجَائِزِ بَيْنَهُمْ . وَالَّذِيْ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا .

রেওয়ায়ত ৬২

মালিক (র) ইব্ন শিহাব (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন একটি পশুর বিনিময়ে দুইটি পশু ধারে বিক্রয় করা সম্বন্ধে। তিনি বলিলেন, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাসয়ালা এই যে, উটকে অনুরূপ উটের বিনিময়ে অতিরিক্ত কয়েক দিরহামসহ বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই নগদ আদান প্রদান হইলে। আর উটকে অনুরূপ উটের বিনিময়ে কয়েক দিরহাম বাড়তিসহ বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। উটের বিনিময়ে উট নগদ এবং দিরহাম ধারে।

মালিক (র) বলেন : উট বিক্রয় করা অনুরূপ উটের বিনিময়ে অতিরিক্ত কতিপয় দিরহামসহ; দিরহাম নগদ ও উট ধারে [বিক্রয়] ইহাতে কোন মঙ্গল নাই। [অর্থাৎ উহা জায়েয নহে], আর যদি উট এবং দিরহাম উভয়ে ধারে বিক্রয় হয়, তবে ইহাতেও মঙ্গল নাই [অর্থাৎ ইহাও জায়েয নহে]

মালিক (র) বলেন : অভিজাত উট ছোট ভার বহনকারী দুই কিংবা কতিপয় উটের বিনিময়ে ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। যদিও উভয় উট এক দল এক বংশের হয়। ইহাদের দুই উটকে এক উটের বিনিময়ে ধারে ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। যদি উভয়ে গুণাবলির দিক দিয়া ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং উহাদের পার্থক্য স্পষ্টত প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে উহাদের একটি আর একটির সদৃশ হয়, কিন্তু জাত ভিন্ন হউক বা না হউক, তবে উহাদের দুইটিকে একটির বিনিময়ে ধারে ক্রয় করা যাইবে না।

মালিক (র) বলেন : মাকরূহ ক্রয়ের দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা এই, দুই উটের বিনিময়ে এক উট গ্রহণ করা, অথচ এতদুভয়ের [অর্থাৎ দুই বিনিময়কৃত উটের] মধ্যে ভারবহন ক্ষমতা এবং আভিজাত্যে কোন পাথ্যক্য নাই। যদি ইহা এইরূপ [সমপর্যায়ের] হয় যেরূপ আমরা বর্ণনা করিয়াছি তবে উহা হইতে দুইটিকে একটির বিনিময়ে ধারে ক্রয় করা যাইবে না। উহা হইতে যাহা ক্রয় করা হইল তাহা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রেতা ছাড়া অন্যের হাতে উহাকে বিক্রয় জায়েয আছে। যদি উহার [ক্রয়কৃত পশুর] মূল্য নগদ পরিশোধ করা হয়।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন পশুকে মেয়াদ সলফ [মারফত ক্রয়] করিলে, সেই পশুর গুণাগুণ ও আকৃতি খুলিয়া বর্ণনা করা হইলে এবং মূল্য নগদ পরিশোধ করা হইলে তবে ইহা জায়েয হইবে। এই বেচাকেনা বিক্রেতা এবং ক্রেতার পক্ষে তাহাদের উভয়ের বর্ণনা মুতাবিক [মানিয়া লওয়া] জরুরী হইবে। এইরূপ বেচাকেনা লোকের মধ্যে বৈধ বেচাকেনা রূপে সর্বদা চলিয়া আসিয়াছে। আমাদের শহরের আহলে 'ইলম ['উলামা] সর্বদা এই মতের উপর স্থির রহিয়াছেন।

(٢٦) باب مالا يجوز من بيع الحيوان

পরিচ্ছেদ ২৬ : পশুর অবৈধ বিক্রয় প্রসঙ্গে

٦٣ – **حَدَّثَنِيْ** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبْلُ الْحَبْلَةِ . وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعَهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ . كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعَ الْجُزُوْرَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ . ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِى فِىْ بَطْنِهَا .

রেওয়ায়ত ৬৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, গর্ভবতী পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা বিক্রয় করিতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন। ইহা এক প্রকারের বিক্রয় যাহা জাহিলী যুগের লোকেরা পরস্পর এইরূপ বেচাকেনা করিত; উষ্ট্রী উহার বাচ্চা প্রসব করা অতঃপর সেই বাচ্চা (গর্ভবতী হইয়া) উহার বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করিয়াছে এক ব্যক্তি উট ক্রয় করিত।

٦٤ – **حَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ رِبًا فِى الْحَيَوَانِ وَإِنَّمَا نُهِىَ مِنَ الْحَيَوَانِ عَنْ ثَلاَثَةٍ : عَنِ الْمَضَامِيْنِ ، وَالْمُلاَقِيْحِ ، وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ . وَالْمَضَامِيْنُ بَيْعُ مَا فِىْ بُطُوْنِ إِنَاثِ الْإِبِلِ . وَلاَمْلاَقِيْحُ بَيْعُ مَا فِىْ ظُهُوْرِ الْجِمَالِ .

قَالَ مَالِكُ : لَاَ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَرِىَ أَحَدُ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِعَيْنِهِ إِذَا كَانَ غَائِبًا عَنْهُ . وَإِنْ كَانَ قَدْرَاهُ وَرَضِيَهُ ، عَلَى أَنْ يَنْقُدَ ثَمَنَهُ ، لاَ قَرِيْبًا وَلاَ بَعِيْدًا .

قَالَ مَالِكُ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذٰلِكَ ، لِأَنَّ الْبَائِعُ يَنْتَفِعُ بِالثَّمَنِ ، وَلاَ يُدْرَى هَلْ تُوْجَدُ تِلْكَ السِّلْعَةُ عَلَى مَا رَاهَا الْمُبْتَاعَ أَمْ لاَ ؟ فَلِذٰلِكَ ، كُرِهَ ذٰلِكَ . وَلاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ مَضْمُوْنًا مَوْصُوْفًا .

রেওয়ায়ত ৬৪

সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন-পশুতে সুদ নাই। তিন প্রকারের পশু [-এর ক্রয়-বিক্রয়] হইতে নিষেধ করা হইয়াছে "মাযামীন, মালাকী, হাবালুল হাবালা" [এই তিন প্রকারের ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ]। উষ্ট্রীদের উদরের বাচ্চারা হইতেছে মাযামীন। আর উটদের টিপঠের বীর্য হইতেছে মালাকী আর "হাবালুল-হাবালা" হইতেছে জাহিলী যুগের লোকেরা পরস্পর [উষ্ট্রীর পেটের বাচ্চার] যে বেচাকেনা করিত তাহা।

মালিক (র) বলেন : নির্দিষ্ট কোন জানোয়ার কাহারও পক্ষে ক্রয় করা জায়েয নহে যদি উক্ত পশু তাহার মওজুদ না থাকে। যদিও ক্রেতা (পূর্বে) উহাকে দেখিয়া থাকে এবং (দেখার সময়) নগদ মূল্য পরিশোধ

করিতে রাজী হইয়া থাকে। এই বিক্রয় জায়েয হইবে না ? বিক্রীত পশুর অনুপস্থিতি অল্পদিনে হউক কিংবা বেশি দিনের হউক।

মালিক (র) বলেন : ইহা এইজন্য মাকরূহ্ যে, বিক্রেতা উহার মূল্য দ্বারা উপকৃত হইবে। অথচ সেই নির্দিষ্ট জানোয়ারটিকে ক্রেতা যেই অবস্থায় দেখিয়াছিল সেই অবস্থায় পাওয়া যাইবে কি যাইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। এই কারণেই ইহা মাকরূহ্ হইয়াছে। তবে যদি বিক্রীত বস্তুর (ভালরূপে) গুণাগুণ বিশ্লেষণ করিয়া দেওয়া হয় এবং [যথাসময়ে ক্রেতার নিকট উহাকে সোপর্দ করার ব্যাপারে বিক্রেতা দায়ী থাকে, তাহা হইলে এই বিক্রয় জায়েয হইবে।

(٢٧) باب بيع الحيوان باللحم

পরিচ্ছেদ ২৭ : গোশতের বিনিময়ে পশু বিক্রয়

٦٥ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ .

রেওয়ায়ত ৬৫

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গোশতের বিনিময়ে পশু বিক্রয় করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

٦٦ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ ، بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ .

রেওয়ায়ত ৬৬

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব বলিতেন : গোশতের বিনিময়ে পশু বিক্রয় করা এবং একটি বকরী ও দুইটি বকরীর বিনিময়ে বিক্রয় করা জাহেলিয়্যাত যুগের জুয়া সদৃশ।

٦٧ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْ الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ .

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَقُلْتُ لِسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ : أَرَأَيْتَ رَجُلَ اشْتَرَى شَارِفًا بِعَشْرَةِ شِيَاهٍ ؟ فَقَالَ سَعِيْدٌ : إِنْ كَانَ اشْتَرَاهَا لِيَنْحَرَهَا ، فَلاَ خَيْرَ فِيْ ذٰلِكَ .

قَالَ أَبُوْ الزِّنَادِ : وَكُلُّ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ .

قَالَ أَبُوْ الزِّنَادِ : وَكَانَ ذٰلِكَ يُكْتَبُ فِيْ عُهُوْدِ الْعُمَّالِ . فِيْ زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، وَهِشَامِ ابْنِ إِسْمَاعِيْلَ . يَنْهَوْنَ عَنْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৬৭

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিতেন-গোশতের বিনিময়ে জানোয়ার বিক্রয় করা হইতে নিষেধ করা হইয়াছে। আবুয যিনাদ (র) বলেন : আমি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে বলিলাম, এক ব্যক্তি দশটি বকরীর বিনিময়ে একটি উট ক্রয় করিল, উহার হুকুম কি আমাকে বলুন। সাঈদ বলিলেন, যদি যবেহ্ করার জন্য উহাকে ক্রয় করে তবে উহাতে মঙ্গল নাই [অর্থাৎ ইহা জায়েয নহে]। আবুয যিনাদ বলেন-আমি যেসকল আহ্‌লে ইলম [উলামা]-কে পাইয়াছি তাহারা প্রত্যেকে গোশতের বিনিময়ে জানোয়ার বিক্রয় করা হইতে নিষেধ করিতেন।

আবুয যিনাদ আরও বলিলেন-বিভিন্ন জিলার শাসনকর্তাদের নিকট আবান ইব্‌ন উসমান ও হিশাম ইব্‌ন ইসমাঈল-এর শাসনকালে গোশতের বিনিময়ে জানোয়ার বিক্রয় নিষেধ করা হইত।

(٢٨) باب بيع اللحم با للحم

পরিচ্ছেদ ২৮ : গোশতের বিনিময়ে গোশত বিক্রয়

٦٨ – حَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ، : اَلأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيْ لَحْمِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْوُحُوْشِ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَى بَعْضُهُ بِبَعْضٍ . إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ . وَزْنًا بِوَزْنٍ . يَدًا بِيَدٍ . وَلاَ بَأْسَ بِهِ . وَإِنْ لَمْ يُوْزَنْ إِذَا تَحَرَّى أَنْ يَكُوْنَ مِثْلاً بِمِثْلٍ . يَدًا بِيَدٍ .

قَالَ مَالِكُ : وَلاَ بَأْسَ بِلَحْمِ الْحِيْتَانِ ، بِلَحْمِ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ، وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْوُحُوْشِ كُلِّهَا . اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ . وَأَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ . يَدًا بِيَدٍ . فَإِنْ دَخَلَ ، ذٰلِكَ ، الأَجَلُ ، فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ .

قَالَ مَالِكُ : وَأَرَى لُحُوْمَ الطَّيْرِ كُلَّهَا مُخَالِفَةً لِلُحُوْمِ الأَنْعَامِ وَالْحِيْتَانِ ، فَلاَ أَرَى بَأْسًا بِأَنْ يُشْتَرَى بَعْضُ ذٰلِكَ بِبَعْضٍ . مُتَفَاضِلاً . يَدًا بِيَدٍ . وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ ، إِلَى أَجَلٍ.

রেওয়ায়ত ৬৮

মালিক (র) বলেন-উটের, গরুর ও ছাগলের গোশত এবং এই জাতীয় কিছু পরিমাণকে বন্য পশুদের গোশত সম্বন্ধে আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাসআলা এই — উহার কিছু পরিমাণের বিনিময়ে সমান সমান এবং সমওজনের এবং নগদ ছাড়া ক্রয় করা হইবে না। (উহাকে) ওজন করা না হইলেও কোন দোষ নাই — যদি অনুমান উহা সমান সমান হয় এবং নগদ বিক্রয় হয়।

মালিক (র) বলেন : মাছের গোশতকে উটের, গরুর ও ছাগলের গোশত এবং উহাদের সদৃশ সকল প্রকার বন্য পশুর গোশতের বিনিময়ে বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। একের বিনিময়ে দুই বা ততোধিক [বিক্রয় করা] নগদ অর্থে। যদি ইহাতে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় তবে আর উহাতে মঙ্গল নাই।

মালিক (র) বলেন : আমি মনে করি, যাবতীয় পাখির গোশত চতুষ্পদ জন্তু সকলের এবং (সকল রকম) মাছের গোশত হইতে ভিন্ন। উহাদের কোন একটিকে অন্য আর একটির বিনিময়ে, কিছু বাড়তিতে নগদ ক্রয় করাতে কোন দোষ দেখি না (অর্থাৎ জায়েয আছে), কিন্তু ইহাদের কোন কিছুকে ধারে বিক্রয় করা যাইবে না।

(٢٩) باب ماجاء فى ثمن الكلب

পরিচ্ছেদ ২৯ : কুকুরের মূল্য প্রসঙ্গ

٦٩ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ . مَهْرِ الْبَغِيِّ . وَحُلْوَانِ الْكَاهِنُ . يَعْنِيْ بِمَهْرِ الْبَغِيِّ مَا تُعْطَاهُ الْمَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا . وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ رَشْوَتُهُ ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ .

قَالَ مَالِكٌ : أَكْرَهُ ثَمَنُ الْكَلْبِ الضَّارِيْ وَغَيْرَ الضَّارِيْ . لِنَهْيِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ .

রেওয়ায়ত ৬৯

আবূ মাসঊদ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করিয়াছেন কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারিণীর মাহ্র এবং ভবিষ্যদ্বক্তার উৎকোচ হইতে। ইহার অর্থ এই ব্যভিচারিণীর মাহ্র যাহা তাহাকে ব্যভিচারের বিনিময়ে দেওয়া হয় তাহা, আর (زبزه) ভবিষ্যদ্বক্তার[১] "হুলওয়ান" হইতেছে উহার উৎকোচ যাহা ভাগ্য গণনা করার জন্য তাহাকে দেওয়া হয়।

মালিক (র) বলেন : শিকারী এবং অশিকারী উভয় প্রকারের কুকুরের মূল্য হারাম। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কুকুরের মূল্য গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(٣٠) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض

পরিচ্ছেদ ৩০ : সলফ এবং পণ্যাদির ক্রয়-বিক্রয় একটির বিনিময়ে অপরটির

٧٠ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَّفٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرُ ذٰلِكَ أَنْ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : آخُذُ سِلْعَتَكَ بِكَذَا وَكَذَا .

عَلَى أَنْ تُسْلِفَنِي كَذَا وكَذَا . فَإِنْ عَقَدَا بَيْعَهُمَا عَلَى هٰذَا فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ فَإِنْ تَرَكَ الَّذِىْ اشْتَرَطَ السَّلَفَ ، مَا اشْتَرَطَ مِنْهُ ، كَانَ ذٰلِكَ الْبَيْعُ جَائِزًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَى الثَّوْبُ مِنَ الْكَتَّانِ ، أَوِ الشَّطَوِىِّ ، أَوِ الْقَصَبِيِّ ، بِالْأَثْوَابِ . مِنَ الْإِتْرِيْبِيِّ ، أَوِ الْقَسِّيِّ ، أَوِ الزِّيْقَةِ ، أَوِ الثَّوْبِ الْهَرَوِيِّ ، أَوِ الْمَرْوِىِّ بِالْمَلاَحِفِ الْيَمَانِيَّةِ وَالشَّقَائِقِ . وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ . الْوَاحِدُ بِالْاِثْنَيْنِ ، أَوِ الثَّلاَثَةِ يَدًا بِيَدٍ . أَوْ إِلٰى أَجَلٍ . وَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ . فَإِنْ دَخَلَ ، ذٰلِكَ ، نَسِيْئَةٌ فَلاَ خَيْرَ فِيْهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَصْلُحُ حَتّٰى يَخْتَلِفَ . فَيَبِيْنَ اخْتِلاَفُهُ . فَإِذَا أَشْبَهَ بَعْضُ ذٰلِكَ بَعْضًا . وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَسْمَاؤُهُ . فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ . وَذٰلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْهَرَوِيِّ بِالثَّوْبِ مِنَ الْمَرْوِيِّ ، أَوِ الْقُوْهِيِّ . إِلَى أَجَلٍ . أَوْ يَأْخُذَ الثَّوْبَيْنِ مِنَ الْفُرْقُبِيِّ ، بِالثَّوْبِ مِنَ الشَّطَوِيِّ . فَإِذَا كَانَتْ هٰذِهِ الْأَجْنَاسِ عَلَى هٰذِهِ الصِّفَةِ . فَلاَ يَشْتَرِىَ مِنْهَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، إِلَى أَجَلٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيْعَ مَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا ، قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَهُ . مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِىْ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ . إِذَا انْتَقَدْتَ ثَمَنَهُ .

রেওয়ায়ত ৭০

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বিক্রয় এবং ঋণকে যুক্ত করা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : ইহার তফসীর (ব্যাখ্যা) এই : এক ব্যক্তি বলিল অপর ব্যক্তিকে, আমি আপনার পণ্য ক্রয় করিব এত এত (টাকা) মূল্যে এই শর্তে যে, আপনি আমাকে এত এত (টাকা) ঋণ দিবেন। যদি তাহাদের উভয়ের বেচাকেনা ইহার উপর সম্পাদিত হয় তবে ইহা নাজায়েয হইবে, আর যে ব্যক্তি ঋণের শর্ত করিয়াছে সে যদি শর্ত পরিহার করে তবে এই বেচাকেনা জায়েয হইবে।

---

১. كاهن —যে ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা এবং অদৃশ্য জগতের খবর বলে তাহাকে কাহিন বলা হয়। ইহা ছাড়াও জাহিলী যুগে অনেক রকমের কাহানত প্রচলিত ছিল, কেহ বলিত আমার বাধ্যগত জিন আছে, যে অনেক গোপন খবর আমার নিকট পৌঁছায়, কেহ দাবি করিত — সে তার বুদ্ধি বিচক্ষণতার দ্বারা অদৃশ্য জগতের অনেক খবর বলিয়া দিতে পারে। কেহ বলিত, আলামত দেখিয়া সে অনেক কিছু বলিয়া দিতে সক্ষম, যেমন কে চুরি করিয়াছে, কে ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি খবর। এই জাতীয় কাহিনকে আররাফ বলা হয়। আর কেহ দৈবজ্ঞকেও কাহিন বলিয়া থাকে। হাদীসে বর্ণিত কাহিন শব্দ উপরিউক্ত সকল প্রকারের কাহানতকে শামিল করিয়াছে অর্থাৎ যাবতীয় কাহানতই হাদীসের শব্দের আওতাভুক্ত হইবে এবং হারাম বলিয়া গণ্য হইবে। — আওজাযুল মাসালিক

মালিক (র) বলেন : কোন দোষ নাই বস্ত্র ক্রয় করাতে (বিভিন্ন প্রকারের যেমন-) কাতান, সাতাবী[১], অথবা কাসারী[২] [ইত্যাদি] ইত্‌রিবী[৩] বা কাশ্‌শী[৪], অথবা যীকো[৫] ইত্যাদি বস্ত্রের বিনিময়ে অথবা হারারী[৬] কিংবা মারবী[৭] বস্ত্র (ক্রয় করা) ইয়ামনী এবং সাকায়িক[৮] ও এতদুভয়ের সদৃশ অন্য কোন বস্ত্রের বিনিময়ে একটিকে দুইটির বিনিময়ে অথবা তিনটির বিনিময়ে, নগদ বা বাকী (ক্রয় করিতে কোন দোষ নাই), যদিও এক প্রকারের বস্ত্র হয়। যদি উহাতে [এক জাতের বস্ত্রে] ঋণ ধার প্রবেশ করে [অর্থাৎ ধারে বিক্রয় করা হয়] তবে উহাতে মঙ্গল নাই [অর্থাৎ উহা নাজায়েয]

মালিক (র) বলেন : (ক্রীত ও বিক্রীত বস্তুর মধ্যে) জাতগত পার্থক্য না হইলে এবং সেই পার্থক্য স্পষ্ট না হইলে ধারে বিক্রয় জায়েয হইবে না। আর যদি একটি অপরটির সদৃশ হয় তবে উহাদের নাম যদিও বিভিন্ন হয় তবুও উহা হইতে এক বস্তুর বিনিময়ে দুই বস্তু ধারে গ্রহণ করিবে না। ইহার দৃষ্টান্ত — যেমন হারাবী দুই বস্ত্র ধারে গ্রহণ করা মরবী কিংবা কুহী[৯] এক বস্ত্রের বিনিময়ে বা সাতাবী এক বস্ত্রের বিনিময়ে ফুরকবী[১০] দুই বস্ত্র গ্রহণ করা। এই সব রকমের বস্ত্র যদি এইরূপ (অর্থাৎ পরস্পর স্পষ্ট পার্থক্য না থাকে) হয় তবে উহা হইতে একটির বিনিময়ে দুইটি বস্ত্র ধারে ক্রয় করা জায়েয হইবে না।

মালিক (র) বলেন : এই জাতীয় বস্ত্র হইতে কাহারও ক্রীত বস্ত্রকে উহা কব্জা করার পূর্বে যেই লোক হইতে ক্রয় করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের নিকট বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। যদি উহার মূল্য পরিশোধ করা হইয়া থাকে।

(٣١) باب السلفة فى العروص

পরিচ্ছেদ ৩১ : পণ্যদ্রব্যাদি সলফে বিক্রয় করা

٧١ - حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ : عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَرَجُلُ يَسْأَلُهُ : عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِىْ سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا. فَقَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ : تِلْكَ الْوَرِقُ بِالْوَرَقِ . وَكَرِهَ ذٰلِكَ .

---

১. شطوى ইহা কাতান জাতীয় বস্ত্র, মিসরের সাতা নামক জনপদে এই বস্ত্র প্রস্তুত করা হয়। উহাকে شطوى সাতাবী বলা হয়।

২. قصبى উন্নমানের এক প্রকার কাতান বস্ত্র।

৩. اتريب মিসরের একটি গ্রামের নাম ইতরীব। সেই গ্রামে এই কাপড় প্রস্তুত করা হয় বলিয়া এই বস্ত্রের নাম ইতবিবী রাখা হইয়াছে।

৪. কাশশী قشى রেশমী ডোরাদার এক প্রকার বস্ত্র; মিসরের সাগরপাড়ে কাশশ্‌ নামক স্থানে এই বস্ত্র তৈরি হয়, তাই উহাকে কাশ্‌শী বলা হয়।

৫. নীশাপুরের একটি মহল্লার নাম যীক زيق । সেই মহল্লায় তৈরি এই বস্ত্রের নাম যীকা।

৬. খুরাসানের হারাব শহরে প্রস্তুত বস্ত্র।

৭. نسبة الى مرو بلدة بفاس মারব শহরে প্রস্তুত বস্ত্র।

৮. شقائق ছোট চাদর।

৯. কুহী : সাদা বস্ত্র।

১০. ফুরকবী : ফুরকব নামক স্থানে প্রস্তুত বস্ত্র অথবা কাতানের সাদা বস্ত্র।

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ فِيمَا نُرَى ، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِيْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ ، بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِيْ ابْتَاعَهَا بِهِ . وَلَوْ أَنَّهُ بَاعَهَا مِنْ غَيْرِ الَّذِيْ اشْتَارَاهَا مِنْهُ ، لَمْ يَكُنْ بِذٰلِكَ بَأْسٌ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ سَلَّفَ فِيْ رَقِيْقٍ . أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ عُرُوْضٍ . فَإِذَا كَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ مَوْصُوْفًا. فَسَلَّفَ فِيْهِ إِلَى أَجَلٍ . فَحَلَّ الْأَجَلُ . فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لاَ يَبِيْعُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ . مِنَ الَّذِيْ اشْتَرَاهُ مِنْهُ . بِأَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِيْ سَلَّفَهُ فِيْهِ . قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا سَلَّفَهُ فِيْهِ ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِذَا فَعَلَهُ ، فَهُوَ الرِّبَا . صَارَ الْمُشْتَرِيْ إِنْ أَعْطَى الَّذِيْ بَاعَهُ . دَنَانِيْرَ أَوْ دَرَاهِمَ فَانْتَفَعَ بِهَا . فَلَمَّا حَلَّتْ عَلَيْهِ السِّلْعَةُ وَلَمْ يَقْبِضْهَا الْمُشْتَرِيَ . بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا سَلَّفَهُ فِيْهَا . فَصَارَ أَنْ رَدَّ إِلَيْهِ مَا سَلَّفَهُ . وَزَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ سَلَّفَ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا . فِيْ حَيْوَانٍ أَوْ عُرُوْضٍ . إِذَا كَانَ مَوْصُوْفًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . ثُمَّ حَلَّ الْأَجَلُ . فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيْعَ الْمُشْتَرِي تِلْكَ السِّلْعَةَ مِنَ الْبَائِعِ . قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْأَجَلُ . أَوْ بَعْدَ مَا يَحِلُّ . بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوْضِ . يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ . بَالِغًا مَا بَلَغَ ذٰلِكَ الْعَرْضُ . إِلاَّ الطَّعَامَ . فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ أَنْ يَبِيْعَهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ . وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يَبِيْعَ تِلْكَ السِّلْعَةَ . مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِيْ ابْتَاعَهَا مِنْهُ ، بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ عَرْضٍ مِنَ الْعُرُوْضِ . يَقْبِضُ ذٰلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ . لِأَنَّهُ إِذَا أُخِّرَ ذٰلِكَ قَبُحَ . وَدَخَلَهُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَالْكَالِيءُ بِالْكَالِئِ أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ دَيْنًا لَهُ عَلَى رَجُلٍ . بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ سَلَّفَ فِيْ سِلْعَةٍ إِلَى أَجَلٍ . وَتِلْكَ السِّلْعَةُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ . فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ يَبِيْعُهَا مِمَّنْ شَاءَ . بِنَقْدٍ أَوْ عَرْضٍ . قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهَا الَّذِيْ اشْتَرَاهَا مِنْهُ . وَلاَ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا مِنَ الَّذِيْ ابْتَاعَهَا مِنْهُ . إِلاَّ بِعَرْضٍ يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ لَمْ تَحِلَّ . فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَبِيْعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِعَرْضٍ مُخَالِفٍ لَهَا . بَيِّنٍ خِلاَفُهُ . يَقْبِضُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ .

قَالَ مَالِكٌ : فِيْمَنْ سَلَّفَ دَنَانِيْرَ أَوْ دَرَاهِمَ . فِيْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ مَوْصُوْفَةٍ . إِلَى أَجَلٍ . فَلَمَّا حَلَّ الْأَجَلُ . تُقَاضِيَ صَاحِبَهَا . فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَهُ . وَوَجَدَ عِنْدَهُ ثِيَابًا دُوْنَهَا مِنْ صِنْفِهَا . فَقَالَ لَهُ الَّذِيْ عَلَيْهِ الأَثْوَابُ : أُعْطِيْكَ بِهَا ثَمَانِيَةَ أَثْوَابٍ مِنْ ثِيَابِيْ هٰذِهِ : إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ . اذَا أَخَذَ تِلْكَ الأَثْوَابِ الَّتِيْ يُعْطِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا . فَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ ، الْأَجَلُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ وَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ . فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ أَيْضًا . إِلاَّ أَنْ يَبِيْعَهُ ثِيَابًا لَيْسَتْ مِنْ صِنْفِ الثِّيَابِ الَّتِيْ سَلَّفَهُ فِيْهَا .

রেওয়ায়ত ৭১

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তাঁহাকে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করিতেছে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ব্যক্তি কতিপয় কাতানের পাগড়ী সলফে ক্রয় করিয়াছে। সে সেইগুলিকে কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করিল তবে [ইহা জায়েয কি?]। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলিলেন-ইহা চাঁদির বিনিময়ে চাঁদি ক্রয় করার অনুরূপ। তিনি ইহাকে মাকরূহ্ বলিলেন।

মালিক (র) বলেন : আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত (والله اعلم)। আমাদের মতে ক্রেতা যেই মূল্যে উহা ক্রয় করিয়াছে সেই মূল্যের অধিক মূল্যে যাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে তাহারই নিকট উহা বিক্রি করিতে ইচ্ছা করিলে তবে এই বিক্রয় মাকরূহ্ হইবে। আর যদি যে ব্যক্তির নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছে সেই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে তবে ইহাতে কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাসআলা এই, যে ব্যক্তি সলফে ক্রয় করিয়াছে দাস অথবা জানোয়ার কিংবা পণ্য দ্রব্য। ইহাদের প্রত্যেকটির সঠিক গুণ বর্ণনা করা হইয়াছে, এইসব বস্তুতে সলফ করা হইয়াছে মেয়াদ পর্যন্ত। অতঃপর (সেই) মেয়াদ উপস্থিত হইল, তবে যেই বস্তুতে সলফ করিয়াছে সেই বস্তু কব্জা করার পূর্বে, যেই মূল্যে সলফ করা হইয়াছে সেই মূল্যের অধিক মূল্যে সেই বস্তু যাহার নিকট হইতে (পূর্বে) ক্রয় করিয়াছিল তাহার নিকট ক্রেতা পুনরায় বিক্রয় করিবে না। কারণ যদি এইরূপ করা হয় তবে ইহা সুদ [যাহা হারাম]। ইহা যেন এইরূপ করা হইল; যেমন ক্রেতা বিক্রেতাকে দিরহাম বা দীনার দিল, বিক্রেতা উহা দ্বারা উপকৃতও হইল। তারপর যখন পণ্য ক্রেতার নিকট সোপর্দ করার সময় উপস্থিত হইয়াছে তখন ক্রেতা সেই পণ্য কব্জা করিল না। বরং সে উহাকে পণ্যের মালিকের নিকট যেই মূল্যে সলফ নির্ধারিত হইয়াছিল সেই মূল্যের অধিক মূল্যে বিক্রয় করিল। ফল এই দাঁড়াইল যে, যে বস্তুকে সলফে ক্রয় করিয়াছিল সেই বস্তু মালিকের নিকট ফেরত দিল এবং নিজের পক্ষ হইতে (আরও কিছু) অতিরিক্ত প্রদান করিল।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি পশু কিংবা পণ্যের ব্যাপারে যাহার গুণাগুণ বর্ণনা করা হইয়াছে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্বর্ণ কিংবা চাঁদির সলম করিয়াছে। অতঃপর মেয়াদ উপস্থিত হইয়াছে, তবে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কিংবা মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পরে ক্রেতার জন্য সেই সামগ্রীকে যেকোন পণ্যের বিনিময়ে বিক্রেতার নিকট বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। কিন্তু সেই পণ্য যেই পরিমাণই হউক না কেন উহা নগদ প্রদান করিবে; মূল্য বা বিনিময়ে প্রদানে বিলম্ব করিবে না। কিন্তু খাদ্যদ্রব্য হইলে তবে উহাকে কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করা হালাল হইবে না। আর সেই সামগ্রী [পশু কিংবা অন্য কোন পণ্য]-কে যাহার নিকট হইতে উহা ক্রয় করিয়াছে সেই লোক ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট স্বর্ণ বা চাঁদির কিংবা অন্য কোন পণ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা ক্রেতার জন্য জায়েয হইবে উহাকে (সেই মুহূর্তে) কব্জা করিবে। উহা কব্জা করিতে বিলম্ব করিবে না। কারণ বিলম্ব করিলে খারাপ হইবে এবং উহাতে মাকরূহ হইবে। ইহা হইবে যেন ধারকে ধারে বিক্রয় করা। ধারকে ধারে বিক্রয় করার অর্থ হইতেছে কোন ব্যক্তি তাহার ঋণ যাহা অন্য ব্যক্তির জিম্মায় রহিয়াছে তাহা বিক্রয় করিতেছে, যেই ঋণ সে অন্য লোকের নিকট প্রাপ্য সেই ঋণের বিনিময়ে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন বস্তুতে সলম করিয়াছে, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত আর সেই বস্তু খাদ্য বা পানীয় দ্রব্য নহে। তবে ক্রেতা উহাকে যাহার নিকট ইচ্ছা মুদ্রা কিংবা পণ্যের বিনিময়ে উহাকে পূর্ণ কব্জা করার পূর্বে যাহার নিকট হইতে উক্ত বস্তু ক্রয় করিয়াছে সে ব্যতীত অন্য লোকের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে। কিন্তু যে ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে সে ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করা জায়েয হইবে না। তবে (জায়েয হইবে) এমন পণ্যের বিনিময়ে (বিক্রয় করা) যাহাকে (নগদ) কব্জা করিবে, উহা কব্জা করিতে বিলম্ব করিবে না, (অর্থাৎ) ধারে বিক্রয় করিবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি সেই (সলমকৃত) দ্রব্য ক্রেতার কব্জায় দেওয়ার সময় উপস্থিত হয় নাই, তবে উহাকে মালিক [বিক্রেতা]-এর নিকট ভিন্ন জাতের পণ্য যাহার পার্থক্য সুস্পষ্ট এইরূপ পণ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই, উহাকে [সঙ্গে সঙ্গে] কব্জা করিবে। ইহাতে বিলম্ব করিবে না।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি দীনার কিংবা দিরহাম দ্বারা চারিটি গুণ ও পরিচয় বর্ণিত বস্ত্রের ব্যাপারে সলম্ করিয়াছে-নির্দিষ্ট মেয়াদে, যখন মেয়াদ-এর (শেষ) সময় উপস্থিত হইল তখন উহার মালিক [ক্রেতা] উহা তলব করিল, তাহার নিকট সেই বস্ত্র পাওয়া গেল না। বরং (তদস্থলে) পাওয়া গেল সেই জাতীয় বস্ত্র হইতে নিকৃষ্ট রকমের বস্ত্র। বস্ত্র আদায় করা যাহার জিম্মায় সে ক্রেতাকে বলিল, "আপনাকে চার বস্ত্রের পরিবর্তে আমার এই বস্ত্র হইতে আটটি বস্ত্র প্রদান করিব।" ইহাতে কোন দোষ নাই যদি তাহারা উভয়ে পরস্পর পৃথক হওয়ার পূর্বে সেই সব বস্ত্র কব্জা করে। মালিক (র) বলেন, যদি ইহাতে মেয়াদ প্রবেশ করে [অর্থাৎ নগদ আদান-প্রদান না করিয়া ধারে বিক্রয় হয়] তবে উহা জায়েয হইবে না। আর যদি মেয়াদ [-এর শেষ সময়] আসার পূর্বে এইরূপ (চার বস্ত্রের পরিবর্তে আটটি বস্ত্র গ্রহণ করা]) হয়, তবে ইহাও জায়েয হইবে না। কিন্তু যদি যেই বস্ত্রে সলম্ করা হইয়াছে সেই জাতের বস্ত্র হইতে ভিন্ন জাতের বস্ত্র ক্রেতার নিকট বিক্রয় করা হয় [তবে জায়েয হইবে]।

(٣٢) باب بيع النحاس والحديد وما أشبهما مما يوزن

পরিচ্ছেদ ৩২ : তামা, লোহা এবং এতদুভয়ের সদৃশ ওজন করা যায় এই জাতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় প্রসঙ্গে

٧٢ – قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوْزَنُ . مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . مِنَ النُّحَاسِ وَالشَّبَهِ وَالرَّصَاصِ وَالْآنُكِ وَالْحَدِيْدِ وَالْقَضْبِ وَالتِّيْنِ وَالْكُرْسُفِ . وَمَا

أَشْبَهَ ذٰلِكَ . مِمَّا يُوْزَنُ . فَلاَ بَأْسَ بِأَنَّ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ . اثْنَانِ بِوَاحِدٍ . يَدًا بِيَدٍ . وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيْدٍ . بِرِطْلَيْ حَدِيْدٍ . وَرِطْلُ صُفْرٍ . بِرَطْلَيْ صُفْرٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ خَيْرَ فِيْهِ . اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ . إِلَى أَجَلٍ . فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذٰلِكَ . فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا . فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ . إِلَى أَجَلٍ . فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يَشْبِهُ الصِّنْفَ الْآخَرَ . وَإِنِ اخْتَلاَفَا فِي الْاِسْمِ . مَثَلُ الرَّصَاصِ وَالْآنُكِ وَالشَّبَهِ وَالصُّفْرِ . فَإِنِّيْ أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ . إِلَى أَجَلٍ.

قَالَ مَالِكٌ : وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هٰذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا . فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيْعَهُ . قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ . مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِيْ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ . إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ . إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلاً أَوْ وَزْنًا . فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا . فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِيْ اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ . بِنَقْدٍ . أَوْ إِلَى أَجَلٍ . وَذٰلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا . وَلاَ يَكُوْنُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْنًا . حَتّٰى تَزِنَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ . وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِيْ هٰذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا . وَهُوَ الَّذِيْ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيْمَا يُكَالُ أَوْيُوزَنُ. مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ وَلاَ يُشْرَبُ. مِثْلُ الْعُصْفُرِ وَالنَّوَى وَالْخَبَطِ وَالْكَتَمِ وَمَا يُشْبِهُ ذٰلِكَ. أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. يَدًا بِيَدٍ. وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ. إِلَى أَجَلٍ. فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ. فَبَانَ اخْتِلاَفُهُمَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ هٰذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى. إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا. وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ وَالْقَصَّةَ. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ. فَهُوَ رِبًا. وَوَاحِدُ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ. وَزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَى أَجَلٍ. فَهُوَرِبًا.

রেওয়ায়ত ৭২

যেইসব বস্ত্র ওজন করিয়া ক্রয় বিক্রয় করা হয় স্বর্ণ ও চাঁদি ব্যতীত (যেমন-) তামা, পিতল, রং সীসক, লোহা, কাজাব,[১] তীন,[২] তুলা এবং ইহার সদৃশ বস্তু যাহা ওজন করা হয়। মালিক (র) বলেন (এই বিষয়ে) আমাদের নিকট ফয়সালা এই, এইরূপ এক জাতের দ্রব্য হইতে এক বস্তুর বিনিময় নগদ দুই বস্তুর গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। এবং এক রতল লোহা দুই রতল লোহার বিনিময়ে আর দুই রতল উৎকৃষ্ট ধরনের তামার বিনিময়ে এক রতল উৎকৃষ্ট তামা গ্রহণ করাতেও কোন দোষ নাই। আর একই জাতের দ্রব্যে একটির বিনিময়ে দুইটি বস্তু ধারে গ্রহণ করাতে কোন মঙ্গল নাই [অর্থাৎ উহা নাজায়েয]। আর যদি বস্তুদ্বয় একটি অপরটি হইতে ভিন্ন জাতের হয় এবং উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা স্পষ্ট হয়, তবে সেইরূপ বস্তু হইতে এক বস্তুর বিনিময়ে দুই বস্তু ধারে গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই আর যদি একে অপরের সদৃশ হয় যদিও উহাদের নাম বিভিন্ন রহিয়াছে। যেমন-রাং, সীসক, ব্রোঞ্জ, উৎকৃষ্ট তামা, ইহাতে এক বস্তুর বিনিময়ে দুই বস্তু ধারে গ্রহণ করাকে আমি মাকরূহ্ বলিয়া মনে করি।

মালিক (র) বলেন : এই সকল দ্রব্য হইতে তুমি যাহা ক্রয় করিয়াছ, উহাকে যাহার নিকট হইতে তুমি ক্রয় করিয়াছ সে ব্যক্তি ব্যতীত অন্য লোকের কাছে কব্জা করার পূর্বে বিক্রয় করিলে কোন দোষ নাই। যদি উহার মূল্য নগদ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং যদি উহাকে পরিমাপ পাত্রের দ্বারা কিংবা ওজন করিয়া ক্রয় করিয়া থাকে। আর যদি আন্দাজে (স্তূপ) ক্রয় করিয়া থাক, তবে উহাকে তুমি বিক্রয় করিতে পার যাহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছ তাহাকে ভিন্ন অন্য কাহারো নিকট, কিংবা ধারে। কারণ যখন আন্দাজে ক্রয় করিয়াছ তখন উহা তোমার দায়িত্বে আসিয়াছে, [উহার ওজন সম্পর্কে বিক্রেতার আর কোন দায়-দায়িত্ব রহিল না।], পক্ষান্তরে যদিও ওজন করিয়া উহা ক্রয় করিয়াছ। তবে যাবত ওজন করিয়া উহা নিজ কব্জায় না আনিবে তাবত উহার প্রতি তোমার দায়িত্ব থাকিবে না। এই সব দ্রব্য সম্পর্কে যাহা আমি শুনিয়াছি, তন্মধ্যে ইহাই আমার মনঃপূত। আর লোকের আমলও সর্বদা ইহার উপর রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাসআলা এই, যেই নব বস্তু পাত্র দ্বারা মাপা হয়, অথবা (বাটখারা ইত্যাদির দ্বারা) ওজন করা হয় এবং উহা খাদ্য বা পানীয় দ্রব্যের মধ্যে না হয়, যেমন-কুসুম[৩], ফলের আঁটি, গাছের পাতা[৪] কাতাম[৫] এবং উহার সাদৃশ বস্তু। এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক শ্রেণী হইতে একটির বিনিময়ে দুইটি নগদ গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই।

তবে এক শ্রেণীর দ্রব্য হইতে একটির বিনিময়ে দুইটি ধারে গ্রহণ করা যাইবে না। আর যদি উভয় দ্রব্যের মধ্যে শ্রেণী বা রকমের পার্থক্য হয় এবং সেই পার্থক্য স্পষ্টত বিদ্যমান হয়, তবে সেই দুই শ্রেণীর দ্রব্য হইতে একটির বিনিময়ে দুইটি বস্তু ধারে ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর দ্রব্য যাহা কেহ ক্রয় করিয়াছে উহাকে পূর্ণ কব্জায় আনার পূর্বে যে ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে সে ব্যতীত অন্যের কাছে বিক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। যদি উহার মূল্য [দ্বিতীয় ক্রেতার নিকট হইতে] হস্তগত করিয়া থাকে।

---

১. قضب এক প্রকারের ঘাস, যাহা জানোয়ারের খাদ্য বস্তু। ফার্সীতে উহাকে اسپست। ইস্পিস্ত বা এসপাস্ত বলা হয়। -আওজায

২. তীন-ডুমুরের মতো একটি সুখাদ্য ও বিশেষ উপকারী ফল, উর্দুতে ইহাকে বলা হয় আনজীর (انجير)।

৩. আসফর (عصفر) লাল বর্ণের পুষ্প বিশেষ, ইহা দ্বারা কাপড় রঙ্গীন হয়, হিন্দীতে বলা হয় কড়কা ফুল (كڑكاپهول)।

৪. বৃক্ষ হইতে পশুখাদ্যের জন্য যে পাতা ঝাড়িয়া ফেলা হয় উহাকে খাবাত (خبط) বলা হয়।

৫. কাতাম (كتم) এক প্রকারের তৃণ ঃ চুলের খিযাবে উহাকে ব্যবহার করা হয়। (আওজাযুল মাসলিক)

মালিক (র) বলেন : যাবতীয় শ্রেণীর দ্রব্যাদি হইতে কোন দ্রব্যের দ্বারা লোক উপকৃত হয়, যদিও ছোট কংকর এবং চুনা হউক। এই শ্রেণীর দুই দ্রব্য হইতে একটিকে দ্বিগুণ দ্রব্যের বিনিময়ে ধারে গ্রহণ করা সুদ এবং একটিকে একটি এবং অতিরিক্ত কোন বস্তুর বিনিময়ে ধারে গ্রহণ করিলে উহা সুদ বলিয়া গণ্য হইবে।

(٣٣) باب النهى عن بيعتين فى بيعة

পরিচ্ছেদ ৩৩ : এক বিক্রয়ে দুই বিক্রয় ঢুকান নিষিদ্ধ — এই প্রসঙ্গে

٧٣ حدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِيْ بَيْعَةٍ .

রেওয়ায়ত ৭৩

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক বিক্রিতে দুই বিক্রি ঢুকান হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

٧٤ حَدَّثَنِيْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَجُلٍ : ابْتَعْ لِيْ هٰذَا الْبَعِيْرَ بِنَقْدٍ . حَتّٰى أَبْتَاعَهُ مِنْكَ إِلَى أَجَلٍ . فَسُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . فَكَرِهَهُ وَنَهٰى عَنْهُ .

রেওয়ায়ত ৭৪

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলিল, "তুমি এই উটটি ক্রয় কর নগদ মূল্যে আমার উদ্দেশ্যে, আমি উহাকে তোমা হইতে বাকী ক্রয় করিব [অধিক মূল্যে] 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন 'উমর (রা)-কে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হইল। তিনি উহাকে মাকরূহ্ বলিলেন এবং এইরূপ করিতে বারণ করিলেন।

٧٥ – وحدّثنى مَالِكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ نَقْدًا . أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا إِلٰى أَجَلٍ . فَكَرِهَ ذٰلِكَ وَنَهٰى عَنْهُ

قَالَ مَالِكُ ، فِيْ رَجُلٍ : ابْتَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ نَقْدًا أَوْ بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا إِلٰى أَجَلٍ . قَدْ وَجَبَتْ لِلْمُشْتَرِى بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنَ : إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِيْ ذٰلِكَ . لأَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الْعَشْرَةَ كَانَتْ خَمْسَةُ عَشَرَ إِلَى أَجَلٍ . وَإِنْ نَقَدَ الْعَشَرَةَ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَى بِهَا الْخَمْسَةَ عَشَرَ الَّتِيْ إِلَى أَجَلٍ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِدِينَارٍ ، نَقْدًا . أَوْ بِشَاةٍ مَوْصُوفَةٍ ، إِلَى أَجَلٍ . قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ بِأَحَدِ الثَّمَنَيْنِ : إِنَّ ذٰلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَنْبَغِي . لأَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . وَهٰذَا مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : أَشْتَرِي مِنْكَ هٰذِهِ الْعَجْوَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . أَوِ الصَّيْحَانِيَّ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ . أَوِ الْحِنْطَةَ الْمَحْمُولَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . أَوِ الشَّامِيَّةَ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ بِدِينَارٍ ، قَدْ وَجَبَتْ لِي إِحْدَاهُمَا: إِنَّ ذٰلِكَ مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ . وَذٰلِكَ أَنَّهُ قَدْ قَدْ أَوْجَبَ لَهُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ صَيْحَانِيًّا . فَهُوَ يَدَعُهَا وَيَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْعَجْوَةِ . أَوْ تَجِبُ عَلَيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنَ الْحِنْطَةِ الْمَحْمُولَةِ فَيَدَعُهَا وَيَأْخُذُ عَشَرَةَ أَصْوُعٍ مِنَ الشَّامِيَّةِ . فَهٰذَا أَيْضًا مَكْرُوهٌ لاَ يَحِلُّ . وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ . وَهُوَ أَيْضًا مِمَّا نُهِيَ عَنْهُ أَنْ يُبَاعَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ الطَّعَامِ. اثْنَانِ بِوَاحِدٍ .

রেওয়ায়ত ৭৫

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, কাসিম ইব্ন মুহাম্মদকে প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্পর্কে যে ব্যক্তি কোন পণ্য ক্রয় করিল নগদ মূল্যে দশ দীনারের বিনিময়ে অথবা ধারে পনের দীনার বিনিময়ে। তিনি উহাকে মাকরূহ্ মনে করিলেন এবং এইরূপ করিতে নিষেধ করিলেন।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তি হইতে পণ্য ক্রয় করিয়াছে নগদ দশ দীনার মূল্যে কিংবা ধারে পনর দীনার মূল্যে, ক্রেতাকে দুই মূল্যের যেকোন একটি পরিশোধ করিত হইবে।

মালিক (র) বলেন : ইহা জায়েয হইবে না। কারণ সে যদি দশ দীনার নগদ আদায় না করে তবে পনের দীনার ধারে রহিল।[১] আর যদি নগদ দশ দীনার আদায় করিল তবে সে যেন এই দশ দীনারের বিনিময়ে ধারে বিক্রয়ের পনর দীনারকে ক্রয় করিল।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি হইতে সামগ্রী ক্রয় করিল নগদ এক দীনার মূল্যে, অথবা বাকী মূল্যে এক বকরীর বিনিময়ে যাহার গুণাগুণ খুলিয়া বলা হইয়াছে। সে ব্যক্তির উপর ক্রয় ওয়াজিব হইয়াছে উভয় মূল্যের যে কোন এক মূল্যে। উহা মাকরূহ্ জায়েয নাই। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক বিক্রয়ে দুই বিক্রয় ঢুকাইতে নিষেধ করিয়াছেন; উহা এক বিক্রয়ে দুই বিক্রয় ঢুকানোর অন্তর্ভুক্ত।[২]

---

১. সে যেন পনের দীনারের বিনিময়ে নগদ দশ দীনার ক্রয় করিয়া লইল। ইহা সুদ।

২. কাজেই ইহা নিষিদ্ধ।

মালিক (র) বলেন : জনৈক ব্যক্তি সম্বন্ধে যে অপর এক ব্যক্তিকে বলিল-আমি আপনার নিকট হইতে এই 'আজওয়া খেজুরের পনের সা' কিংবা সায়হানীর দশ সা' অথবা মাহমূলা[১] গমের পনের সা' অথবা সিরীয় গমের দশ সা' এক দীনারের বিনিময়ে ক্রয় করিলাম। বর্ণিত দুইটির[২] একটি আমার প্রাপ্য হইবে। ইহা মাকরূহ্, ইহা হালাল হইবে না। এক বিক্রয়ে দুই বিক্রয় ঢুকান যে নিষিদ্ধ এই বিক্রয় উহারই সদৃশ। ইহা আরও সদৃশ সেই নিষিদ্ধ বেচাকেনার যাহাতে একই প্রকারের খাদ্যদ্রব্য একের বিনিময়ে দুইটি বিক্রয় করা হয়।

(٣٤) باب بيع الغرر

পরিচ্ছেদ ৩৪ : ধোঁকার বিক্রয় প্রসঙ্গ

٧٦ – حدّثني يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِنَ الْغَرَرِ وَالْمُخَاطَرَةِ ، أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ قَدْ ضَلَّتْ دَابَّتُهُ ، أَوْ أَبِقَ غُلَامُهُ وَثَمَنُ الشَّيْءِ مِنْ ذٰلِكَ خَمْسُوْنَ دِيْنَارًا . فَيَقُوْلُ رَجُلٌ : أَنَا آخُذُهُ مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا . فَإِنْ وَجَدَهُ الْمُبْتَاعُ ، ذَهَبَ مِنَ الْبَائِعِ ثَلَاثُوْنَ دِيْنَارًا . وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ ، ذَهَبَ الْبَائِعُ مِنَ الْمُبْتَاعِ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَفِيْ ذٰلِكَ عَيْبٌ أُخَرُ إِنَّ تِلْكَ الضَّالَّةَ إِنْ وُجِدَتْ لَمْ يُدْرَ أَزَادَتْ أَمْ نَقَصَتْ . أَمْ مَا حَدَّثَ بِهَا مِنَ الْعُيُوْبِ . فَهٰذَا أَعْظَمُ الْمُخَاطَرَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ وَالْغَرَرِ اشْتِرَاءِ مَا فِيْ بُطُوْنِ الْأَنَاثِ . مِنَ النِّسَاءِ وَالدَّوَابِّ لَا يُدْرٰى أَيَخْرُجُ أَمْ لَا يَخْرُجُ . فَإِنْ خَرَجَ لَمْ يُدْرَ أَيَكُوْنُ حَسَنًا أَمْ قَبِيْحًا . أَمْ تَامًا أَمْ نَاقِصًا . أَمْ ذَكَرًا أَمْ أُنْثٰى . وَذٰلِكَ كُلُّهُ يَتَفَاضَلُ . أَنْ كَانَ عَلٰى كَذَا ، فَقِيْمَتُهُ كَذَا . وَإِنْ كَانَ عَلٰى كَذَا ، فَقِيْمَتُهُ كَذَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِيْ بَيْعُ الْأَنَاثِ وَاسْتِثْنَاءِ مَا فِيْ بُطُوْنِهَا . وَذٰلِكَ أَنْ يَقُوْلُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : ثَمَنُ شَاتِيْ الْغَزِيْرَةِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ . فَهِيَ لَكَ بِدِيْنَارَيْنَ . وَلِيَ مَا فِيْ بَطْنِهَا . فَهٰذَا مَكْرُوْهٌ . لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ .

---

১. মাহমূলা-ধূসর বর্ণের বেশি দানার গম।

২. প্রথম দৃষ্টান্তে দুই প্রকারের খেজুরের এক প্রকার খেজুর। অর্থাৎ আজওয়া এবং সায়হানী খেজুর। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে শামী গম ও মাহমূলা দুই প্রকারের গম হইতে এক প্রকারের গম।

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَحِلُّ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ . وَلاَ الْجُلْجُلاَنُ بِدُهْنِ الْجُلْجُلاَنِ . وَلاَ الزُّبْدِ بِالسَّمْنِ . لأَنَّ الْمُزَابَنَةَ تَدْخُلُهُ . وَلأَنَّ الَّذِي يَشْتَرِي الْحَبَّ وَمَا أَشْبَهَهُ ، بِشَيْءٍ مُسَمًّى مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ لاَ يَدْرِي أَيَخْرُجُ مِنْهُ أَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ ، أَوْ أَكْثَرَ . فَهٰذَا غَرَرٌ وَمُخَاطَرَةٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذٰلِكَ أَيْضًا ، اشْتِرَاءُ حَبِّ الْبَانِ بِالسَّلِيخَةِ . فَذٰلِكَ غَرَرٌ . لأَنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ حَبِّ الْبَانِ ، هُوَ السَّلِيخَةُ . وَلاَ بَأْسَ بِحَبِّ الْبَانِ بِالْبَانِ الْمُطَيَّبِ . لأَنَّ الْبَانَ الْمُطَيَّبَ قَدْ طُيِّبَ وَنُشَّ وَتَحَوَّلَ عَنْ حَالِ السَّلِيخَةِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ . عَلَى أَنَّهُ لاَ نُقْصَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ . إِنَّ ذٰلِكَ بَيْعٌ غَيْرُ جَائِزٍ وَهُوَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ . وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ : أَنَّهُ كَأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ بِرِبْحٍ . إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ . وَإِنْ بَاعَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِنُقْصَانٍ فَلاَ شَيْءَ لَهُ . وَذَهَبَ عَنَاؤُهُ بَاطِلاً . فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ . وَلِلْمُبْتَاعِ فِي هٰذَا أُجْرَةٌ بِمِقْدَارِ مَا عَالَجَ مِنْ ذٰلِكَ . وَمَا كَانَ فِي تِلْكَ السِّلْعَةِ مِنْ نُقْصَانٍ أَوْ رِبْحٍ ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ ، وَعَلَيْهِ . وَإِنَّمَا يَكُونُ ذٰلِكَ ، إِذَا فَاتَتِ السِّلْعَةُ وَبِيعَتْ . فَإِنْ لَمْ تَفُتْ فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا .

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَبِيعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً . يَبُتُّ بَيْعَهَا . ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِي فَيَقُولُ لِلْبَائِعِ : ضَعْ عَنِّي . فَيَأْبَى الْبَائِعُ . وَيَقُولُ : بِعْ فَلاَ نُقْصَانَ عَلَيْكَ فَهٰذَا لاَ بَأْسَ بِهِ . لأَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ . وَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَضَعَهُ لَهُ . وَلَيْسَ عَلَى ذٰلِكَ عَقَدَا بَيْعَهُمَا . وَذٰلِكَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَمْرُ عِنْدَنَا .

রেওয়ায়ত ৭৬

সা'ঈদ ইবন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ধোঁকার বিক্রয় নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : ধোঁকা ও সংশয়ের বিক্রয় হইতেছে এইরূপ-যেমন, এক ব্যক্তির জানোয়ার খোয়া গিয়াছে কিংবা তাহার দাস পালাইয়াছে, [সে এই অবস্থাতে উহা বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হইল] উহার মূল্য হইতেছে পঞ্চাশ দীনার। আর এক ব্যক্তি বলিল, আমি আপনার নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিলাম বিশ দীনারের মূল্যে। অতঃপর যদি ক্রেতা উহা পায় তবে ত্রিশ দীনার বিক্রেতা হইতে চলিয়া যাইবে। আর না পাইলে বিক্রেতা ক্রেতা হইতে কুড়ি দীনার (পূর্বেই) পকেটস্থ করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : ইহাতে অপর একটি ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা এই, হারানো জানোয়ার [বা পলাতক দাস] যদি পাওয়াও যায় (তবুও) জানা যায় নাই যে, উহাতে (কিছু) বৃদ্ধি হইয়াছে না ঘাটতি হইয়াছে, কিংবা উহাতে কোন দোষ জন্মিয়াছে। ইহা বড় রকমের ঝুঁকি।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ফায়সালা এই, মাদী জানোয়ার এবং স্ত্রীলোকের পেটের বাচ্চা ক্রয় করাও ঝুঁকি এবং ধোঁকার মধ্যে গণ্য। কারণ পেটের বাচ্চা বাহির হইবে কি হইবে না জানা নাই। যদি বাহির হয় তবে জানা নাই যে, উহা সুন্দর হইবে না কুশ্রী হইবে? পূর্ণ হইবে না অসম্পূর্ণ হইবে? নর হইবে না নারী হইবে? ইহার প্রত্যেকটিই মূল্যের ব্যাপারে তারতম্য হওয়ার কারণ হয়। এইরূপ হইলে, উহার মূল্য এই হইবে, এইরূপ হইলে উহার মূল্য অন্যরূপ হইবে। [ইত্যাদি ইত্যাদি]

মালিক (র) বলেন : স্ত্রী জাতীয় পশুদিগকে বিক্রয় করিয়া উহাদের গর্ভস্থ বাচ্চাদেরকে বিক্রয় হইতে বাদ রাখা জায়েয নহে, ইহা এইরূপ—যেমন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল, আমার এই দুধাল বকরীর মূল্য হইতেছে তিন দীনার, কিন্তু দুই দীনার মূল্যে তোমাকে প্রদান করিতেছি। উহার গর্ভস্থ বাচ্চা আমার জন্য থাকিবে, ইহা মাকরূহ্। কারণ ইহাতেও ধোঁকা রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : যাইতুন তৈলের বিনিময়ে যাইতুন ফল বিক্রয় করা এবং তিল নিঃসৃত তৈলের বিনিময়ে তিল শস্য বিক্রয় করা। ঘি-এর বিনিময়ে পনির বিক্রয় করা জায়েয নহে। কারণ ইহাতে 'মুযাবানা' প্রবেশ করিয়া থাকে, আর এই কারণেও ইহা না-জায়েয যে, যে ব্যক্তি শস্য হইতে নিঃসৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর বিনিময়ে শস্য ক্রয় করিতেছে ইহা জানা নাই যে, উহা হইতে সেই পরিমাণের কম উৎপন্ন হইবে না বেশি উৎপন্ন হইবে। কাজেই ইহাও ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত হইল।

মালিক (র) বলেন : হাব্বুল-বান[১] [বান বা বকায়ন বৃক্ষের শস্য]-কে উহা 'সলীখা'-র বিনিময়ে ক্রয় করাও নাজায়েয। কারণ ইহাতে ধোঁকা রহিয়াছে। কারণ 'সলীখা' হইতেছে হাব্বুল-বান হইতে নিঃসৃত তৈল। তবে সুগন্ধ বান তৈলের বিনিময়ে হাব্বুল-বান ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই। কারণ সুগন্ধ বানে অন্য দ্রব্য মিশান হইয়াছে, উহাকে সুগন্ধযুক্ত করা হইয়াছে। তাই উহা কেবল মাত্র হাব্বুল-বান নিঃসৃত 'সলীখা' রূপে অবশিষ্ট নাই।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির নিকট কোন সামগ্রী বিক্রয় করিল এবং বলিল যে, লোকসান সম্পর্কে ক্রেতার কোন দায়িত্ব নাই।[২] ইহা জায়েয নহে। ইহা ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত, ইহার ব্যাখ্যা এই, সে যেন এই সামগ্রীতে যে লাভ অর্জিত হয় উহা তাহাকে ক্রেতাকে বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে দিয়াছে। যদি এই মাল খরিদ মূল্যে বা লোকসানে বিক্রয় করে তবে সে (ক্রেতা) কিছু পাইবে না এবং তাহার শ্রম বৃথা যাইবে। ইহা জায়েয নহে। (জায়েয তখন হইবে যখন) ক্রেতা তাহার শ্রমের মজুরি পাইবে শ্রম পরিমাণ। আর এই বস্তুতে যাহা লাভ লোকসান হইবে, উহা বিক্রেতার প্রাপ্য হইবে। ইহা তখন যখন সেই সামগ্রী বিক্রয় হইয়া যায় কিংবা ধ্বংস হয়। যদি উহা নষ্ট না হয় তবে উভয়ের মধ্যকার বেচাকেনা বাতিল হইয়া যাইবে।

---

১. এক প্রকারের শস্য, এই গাছের পাতা নিম পাতার মতো। — আওজাযুল মাসালিক

২. যেমন বকর খালিদের নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিল পঞ্চাশ দীনার মূল্যে এবং খালিদকে বলিল, আপনি যত দামে পারেন বিক্রয় করুন। লাভ হইলে আপনার প্রাপ্য হইবে। আর যদি লোকসান হয় তবে উহা আমি বহন করিব।

মালিক (র) বলেন : যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট কোন মাল বিক্রয় করিল স্পষ্টরূপে, অতঃপর ক্রেতা লজ্জিত হইল অর্থাৎ খরিদ করিয়া লজ্জিত এবং বিক্রেতার নিকট বলিল—কিছু মূল্য কমাইয়া দিন। বিক্রেতা উহা স্বীকার করিল না এবং বলিল—আপনি এই মাল বিক্রয় করুন, আপনার কোন লোকসান নাই। ইহা জায়েয হইবে। কারণ ইহা ধোঁকা নহে বরং ইহা তাহার উপর হইতে লাঘব করা হইল। বেচাকেনা এই লাঘব করার শর্তের উপর অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইহাই আমাদের নিকট ফয়সালা।

(٣٥) باب الملامسة والمنابذة

পরিচ্ছেদ ৩৫ : মুলামাসা ও মুনাবাযা

٧٧ – حدّثنا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ : وَعَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ وَلَا يَنْشُرُهُ . وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيْهِ . أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا وَلَا يَعْلَمُ مَا فِيْهِ . وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ ثَوْبَهُ . وَيَنْبِذَ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ عَلَى غَيْرِ تَأَمُّلٍ مِنْهُمَا . يَقُوْلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا : هٰذَا بِهٰذَا . فَهٰذَا الَّذِيْ نُهِيَ عَنْهُ مِنَ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي السَّاجِ الْمُدْرَجِ فِيْ جِرَابِهِ . أَوِ الثَّوْبِ الْقُبْطِيِّ الْمُدْرَجِ فِيْ طَيِّهِ : إِنَّهُ لَا يَجُوْزُ بَيْعُهُمَا حَتّٰى يُنْشَرَا . وَيُنْظَرُ إِلَى مَا فِيْ أَجْوَافِهِمَا . وَذٰلِكَ أَنَّ بَيْعَهُمَا مِنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . وَهُوَ مِنَ الْمُلَامَسَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَبَيْعُ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ ، مُخَالِفٌ لِبَيْعِ السَّاجِ فِيْ جِرَابِهِ . وَالثَّوْبِ فِيْ طَيِّهِ . وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ . فَرَقَ ، بَيْنَ ذٰلِكَ ، اَلْأَمْرُ الْمَعْمُوْلُ بِهِ . وَمَعْرِفَةُ ذٰلِكَ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ . وَمَا مَضَى مِنْ عَمَلِ الْمَاضِيْنَ فِيْهِ . وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مِنْ بُيُوْعِ النَّاسِ الْجَائِزَةِ . وَالتِّجَارَةِ بَيْنَهُمْ . الَّتِيْ لَا يَرَوْنَ بِهَا بَأْسًا . لِأَنَّ بَيْعَ الْأَعْدَالِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ ، عَلَى غَيْرِ نَشْرٍ ، لَا يُرَادُ بِهِ الْغَرَرُ . وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْمُلَامَسَةَ .

রেওয়ায়ত ৭৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মুনাবাযা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন ঃ মুলামাসা হইতেছে এই, এক ব্যক্তি বস্ত্র স্পর্শ করিল সে উহা খুলিয়া দেখিল না এবং উহাতে কি দোষ-গুণ রহিয়াছে তাহাও বর্ণনা করা হয় নাই। কিংবা রাত্রিতে উহা ক্রয় করিল উহাতে কি আছে

তাহা সে জ্ঞাত নহে। আর মুনাবাযা হইল, এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দিকে তাহার বস্ত্র ছুঁড়িয়া মারিল, অপর ব্যক্তিও তাহার বস্ত্র ইহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল, কোন প্রকার চিন্তা-ভাবনা না করিয়া (ইহা করিল) এবং একে অপরকে বলিল-ইহা উহার বিনিময়ে (বেচাকেনা হইয়াছে)[১]। হাদীসে নিষেধ করা হইয়াছে মুলামাসা ও মুনাবাযা হইতে।

মালিক (র) বলেন : সাজ[২] যাহা ঝোলাতে আবদ্ধ রহিয়াছে কিংবা থানবন্দী কিবতী[৩] বস্ত্র এতদুভয়কে না খুলিয়া এবং ভিতরে কি রহিয়াছে না দেখিয়া বিক্রয় করা জায়েয নহে। কারণ [এই অবস্থায়] এতদুভয়ের বিক্রয় ধোঁকার বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত এবং ইহা হইতেছে নিষিদ্ধ মুলামাসার একটি রূপ।

মালিক (র) বলিয়াছেন-বস্তা বা গাঁইটবন্দী মাল ফর্দ সম্বলিত অবস্থায় বিক্রয় করা ঝোলাতে সাজ বস্ত্র বা থানে কাপড় বা এতদুভয়ের সদৃশ কোন বস্তু বিক্রয় করার মতো নহে। [এতদুভয়ের মধ্যে] পার্থক্য এই—ব্যবহারে ইহার প্রচলন ও পরিচয় রহিয়াছে। ('উলামা শ্রেণীর) লোকের সীনাতে ইহার অর্থাৎ বিষয়টি তাঁহাদের জানা আছে। পূর্বের মনীষী ও 'উলামা ইহার মতো কাজ করিয়াছেন এবং লোকের মধ্যে বৈধ বিক্রয় হিসাবে সর্বদা ইহা চালু রহিয়াছে। অন্যপক্ষে তাহারা ইহাতে কোন দোষ মনে করেন না। কারণ গাঁইট বা বস্তা ফর্দ সম্বলিত অবস্থায় উহাকে না খুলিয়া বিক্রয় করাতে ধোঁকার কোন ইচ্ছা করা হয় না। ইহা মুলামাসার অন্তর্ভুক্ত নহে।

(٣٦) بـاب بيـع المرابحـة

পরিচ্ছেদ-৩৬ ঃ লাভে বিক্রয় প্রসঙ্গে

৭৮ – حَدَّثَنِي يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْبَزِّ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ بِبَلَدٍ . ثُمَّ يُقْدَمُ بِهِ بَلَدًا آخَرَ . فَيَبِيعُهُ مُرَابَحَةً : إِنَّهُ لاَ يَحْسِبُ فِيهِ أَجْرَ السَّمَاسِرَةِ . وَلاَ أَجْرَ الطَّيِّ وَلاَ الشَّدِّ . وَلاَ النَّفَقَةَ . وَلاَ كِرَاءَ بَيْتٍ . فَأَمَّا كِرَاءُ الْبَزِّ فِي حُمْلاَنِهِ ، فَإِنَّهُ يُحْسَبُ فِي أَصْلِ الثَّمَنِ . وَلاَ يُحْسَبُ فِيهِ رِبْحٌ . إِلاَّ أَنْ يُعْلِمَ الْبَائِعُ مَنْ يُسَاوِمُهُ بِذٰلِكَ كُلِّهِ . فَإِنْ رَبَّحُوهُ عَلَى ذٰلِكَ كُلِّهِ . بَعْدَ الْعِلْمِ بِهِ . فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الْقِصَارَةُ وَالْخِيَاطَةُ وَالصِّبَاغُ . وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ . فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبَزِّ . يُحْسَبُ فِيهِ الرِّبْحُ . كَمَا يُحْسَبُ فِي الْبَزِّ . فَإِنْ بَاعَ الْبَزَّ وَلَمْ يُبَيِّنْ شَيْئًا مِمَّا سَمَّيْتُ . إِنَّهُ لاَ يُحْسَبُ لَهُ فِيهِ رِبْحٌ . فَإِنْ فَاتَ الْبَزُّ ، فَإِنَّ الْكِرَاءَ يُحْسَبُ . وَلاَ

---

১. অর্থাৎ আমার বস্ত্র আপনার বস্ত্রের বিনিময়ে আর আপনার বস্ত্র আমার বস্ত্রের বিনিময়ে বেচাকেনা হইয়াছে।

২. সাজ- طيلسان সবুজ বা কার বর্ণের এক প্রকারের চাদর যাহা খতীব বা কাযীগণ খুৎবা প্রদানের সময় বা এজলাশে বসার সময় পরিধান করেন আর কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, ইহা এক প্রকারের পশমী বস্ত্র। — আওজাযুল মাসালিক

৩. মিসরীয় খ্রিস্টানদিগকে বলা হয় কিব্‌ত্‌ (قبط)। সেইখানের তৈরি বস্ত্র হইতেছে কিব্‌তী।

يُحْسَبُ عَلَيْهِ رِبْحٌ . فَإِنْ لَمْ يَفُتِ الْبَزُّ ، فَالْبَيْعُ مَفْسُوْخٌ بَيْنَهُمَا . إِلاَّ أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى شَيْءٍ مِمَّا يَجُوْزُ بَيْنَهُمَا .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ بِالذَّهَبِ أَوْ بِالْوَرِقِ . وَالصَّرْفُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمِ بِدِيْنَارٍ . فَيَقْدَمُ بِهِ بَلَدًا فَيَبِيْعُهُ مُرَابَحَةً . أَوْ يَبِيْعُهُ حَيْثُ اشْتَرَاهُ . مُرَابَحَةً عَلَى صَرْفِ ذٰلِكَ الْيَوْمِ الَّذِيْ بَاعَهُ فِيْهِ . فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ ابْتَاعَهُ بِدَرَاهِمَ . وَبَاعَهُ بِدَنَانِيْرَ . أَوِ ابْتَاعَهُ بِدَنَانِيْرَ ، وَبَاعَهُ بِدَرَاهِمِ . وَكَانَ الْمُتَاعَ لَمْ يُفُتْ . فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ . إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ . وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ . فَإِنْ فَاتَ الْمَتَاعُ ، كَانَ لِلْمُشْتَرِيْ بِالثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَهُ بِهِ الْبَائِعُ . وَيُحْسَبُ لِلْبَائِعِ الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَاهُ بِهِ . عَلَى مَا رَبَّحَهُ الْمُبْتَاعُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً قَامَتْ عَلَيْهِ بِمِائَةِ دِيْنَارٍ ، لِلْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ . ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ عَلَيْهِ بِتِسْعِيْنَ دِيْنَارًا . وَقَدْ فَاتَتِ السِّلْعَةُ . خُيِّرَ الْبَائِعُ فَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ قِيْمَةُ سِلْعَتِهِ يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ . إِلاَّ أَنْ تَكُوْنُ الْقِيْمَةُ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِيْ وَجَبَ لَهُ بِهِ الْبَيْعُ أَوَّلَ يَوْمٍ . فَلاَ يَكُوْنَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ . وَذٰلِكَ مِائَةَ دِيْنَارٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيْرَ . وَإِنْ أَحَبَّ ضُرِبَ لَهُ الرِّبْحُ عَلَى التِّسْعِيْنَ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الَّذِيْ بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ مِنَ الثَّمَنِ أَقَلَّ مِنَ الْقِيْمَةِ . فَيُخَيَّرُ فِي الَّذِيْ بَلَغَتْ سِلْعَتُهُ ، وَفِيْ رَأْسِ مَالِهِ وَرِبْحِهِ . وَذٰلِكَ تِسْعَةَ وَتِسْعُوْنَ دِيْنَارًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ بَاعَ رَجُلٌ سِلْعَةً مُرَابَحَةً . فَقَالَ : قَامَتْ عَلَيَّ بِمِائَةِ دِيْنَارٍ. ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَنَّهَا قَامَتْ بِمِائَةٍ وَعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا . خُيِّرَ الْمُبْتَاعُ . فَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْبَائِعَ قِيْمَةَ السِّلْعَةِ يَوْمَ قَبَضَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الثَّمَنَ الَّذِيْ ابْتَاعَ بِهِ عَلَى حِسَابِ مَارَبَّحَهُ . بَالِغًا مَا بَلَغَ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ ذٰلِكَ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ السِّلْعَةَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنَقِّصَ رَبَّ السِّلْعَةِ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِيْ ابْتَاعَهَا بِهِ . لأَنَّهُ قَدْ كَانَ رَضِيَ بِذٰلِكَ . وَإِنَّمَا جَاءَ رَبُّ السِّلْعَةِ يَطْلُبُ الْفَضْلَ . فَلَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ فِيْ هٰذَا حُجَّةٌ عَلَى الْبَائِعِ . بِأَنْ يَضَعَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِيْ ابْتَاعَ بِهِ عَلَى الْبَرْنَامِجِ .

রেওয়ায়ত ৭৮

মালিক (র) বলেন : বায [بز বস্ত্র বা গৃহ সরঞ্জাম] সম্বন্ধে আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই, এক ব্যক্তি এ শহর হইতে বস্ত্র বা গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় করিল। অতঃপর সেই সব সরঞ্জাম অন্য শহরে লইয়া গেল। তথায় সেসব বস্তু লাভে বিক্রয় করিল। তবে দ্রব্যমূল্যে দালালের মজুরি, কাপড় ভাঁজ করা, গাঁইট বাঁধা এবং অন্যান্য ব্যয় হিসাব করা হইবে না এবং ঘর ভাড়াও উহাতে হিসাব করা হইবে না। তবে বস্ত্র বা গৃহ সরঞ্জামের পরিবহন মজুরি আসল মূল্যে গণ্য করা হইবে। বস্ত্র বিক্রেতা ক্রেতার নিকট যাবতীয় ভাড়া ও মজুরির বিবরণ জানাইয়া দিবে। এইসব অবগত হওয়ার পর ক্রেতাগণ যদি বিক্রেতাকে মুনাফা প্রদান করে তবে ইহাতে কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন : বস্ত্রের ধোলাই, সেলাই ও রং করা এবং এই জাতীয় আর যে কাজ করা হয়, সব বস্ত্রের স্থলে গণ্য করা হইবে। উহাতে লাভ হিসাব করা হইবে যেমন হিসাব করা হইবে আসল বস্ত্রের, যদি বিক্রেতা বস্ত্র বিক্রয় করিল (অথচ) আপনি যাহা (উপরের বর্ণনায়) শুনিলেন তাহার কোন কিছুই ক্রেতার নিকট সে বর্ণনা করিল না তবে সে বিক্রেতার জন্য ইহাতে কোন মুনাফা ধরা হইবে না। যদি বস্ত্র বিনষ্ট হয় তবে উহার উপর ভাড়া হিসাব করা হইবে কিন্তু মুনাফা ধরা হইবে না। আর যদি বস্ত্র বিনষ্ট না হয় তবে ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যকার বেচাকেনা ভঙ্গ হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি তাহারা উভয়ে জায়েয কিছুর উপর পরস্পর রাজী হয় [তবে উহা জায়েয হইবে]।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি স্বর্ণ (দীনার) কিংবা চাঁদি (দিরহাম)-এর বিনিময়ে কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিল, আর ক্রয়ের দিন স্বর্ণমুদ্রার বাজারদর ছিল প্রতি দীনার দশ দিরহাম, অতঃপর ক্রেতা সেই পণ্য অন্য শহরে লইয়া আসিল এবং উহাকে মুনাফায় বিক্রয় করিতে লাগিল কিংবা যেই শহরে উহা ক্রয় করিয়াছে সেই শহরেই ক্রয়ের দিনের বাজারদরে উহাকে লাভে বিক্রয় করিতে লাগিল। সে যদি উহাকে দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছিল এবং বিক্রয় করিল দীনারের বিনিময়ে কিংবা ক্রয় করিয়াছিল দীনারের বিনিময়ে এবং বিক্রয় করিল দিরহামের বিনিময়ে, আর বিক্রীত পণ্য এখনও বিনষ্ট হয় নাই, তবে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকিবে; ইচ্ছা করিলে উহা গ্রহণ করিবে, ইচ্ছা করিলে প্রত্যাখ্যান করিবে। আর যদি বিক্রীত পণ্য বিনষ্ট হইয়া যায় তবে বিক্রেতা যেই মূল্যে উহাকে ক্রয় করিয়াছিল সেই মূল্যে পণ্য ক্রেতার প্রাপ্য হইবে, বিক্রেতাকে দেওয়া হইবে বর্ধিত মুনাফা তাহার ক্রয় মূল্যের উপর, যে মুনাফা ক্রেতা তাহাকে প্রদান করিবে [অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে যে মুনাফা নির্ধারিত হইয়াছে]।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কোন পণ্য বিক্রয় করিয়াছে যার পড়তা পড়িয়াছে, একশত দীনার, (বিক্রয় করিয়াছে) প্রতি দশ দীনারে এগার দীনার করিয়া।[১] পরে সে (বিক্রেতা) জানিতে পারিল যে, উহা পড়িয়াছে নব্বই দীনার। এইদিকে ক্রেতার নিকট পণ্য বিনষ্ট হইয়াছে।[২] তবে বিক্রেতাকে ইখতিয়ার দেওয়া হইবে; পছন্দ করিলে সে পণ্যের কব্জা করার দিনের মূল্য গ্রহণ করিবে। কিন্তু যদি ক্রেতার নিকট বিক্রয় যেই দিন ধার্য হইয়াছে সেই দিন হইতে যেই মূল্যে বিক্রয় ঠিক হইয়াছিল উহা প্রথম দিনের মূল্য হইতে অধিক হয়,

১. অর্থাৎ শতকরা দশ দীনার মুনাফার উপর বিক্রয় করিয়াছে।

২. বিক্রয় করিয়াছে অথবা নষ্ট করিয়াছে কিংবা উহাতে এমন কোন খুঁত সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে উহাকে বিক্রেতার নিকট দেওয়া যায় না।

তবে সে ইহার অধিক পাইবে না। (যেই মূল্যে বিক্রয় ঠিক হইয়াছিল) সেই মূল্য হইতেছে একশত দশ দীনার। কিংবা সে যদি পছন্দ করে নিরানব্বই-এর উপর তাহার জন্য (শতকরা দশ দীনার হারে) মুনাফা যোগ করা হইবে। কিন্তু যদি পণ্যের পড়তা হইতে কম হয়, তবে তাহাকে ইখতিয়ার দেওয়া হইবে। পণ্যের যে পড়তা পড়িয়াছে সে পড়তা এবং মুনাফাসহ আসল দামের মধ্যে। উহা হইতেছে নিরানব্বই দীনার। যেইটি ইচ্ছা সে গ্রহণ করিবে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি কোন পণ্য বিক্রয় করিয়াছে মুনাফা করিয়া। সে বলিল : আমার নিকট ইহার পড়তা পড়িয়াছে একশত দীনার। পরে তাহার নিকট প্রকাশ হইল যে, উক্ত পণ্যের পড়তা পড়িয়াছে একশত বিশ দীনার করিয়া, (এমতাবস্থায়) ক্রেতাকে ইখতিয়ার দেওয়া হইবে, যদি সে ইচ্ছা করে তবে বিক্রেতাকে যেই দিন সে এই পণ্য কব্জা করিয়াছে সেই দিনকার মূল্য আদায় করিবে; অথবা ইচ্ছা করিলে বিক্রেতা যখন এই পণ্য ক্রয় করিয়াছিল সেই সময়কার মূল্য (নির্ধারিত হারে) মুনাফা হিসাবে যাহা দাঁড়ায় তাহাসহ বিক্রেতার নিকট পরিশোধ করিবে। কিন্তু যেইদিন কব্জা করিয়াছে সেই দিনের মূল্য যদি ক্রেতা যেই দামে পণ্য ক্রয় করিয়াছে সেই দাম হইতে কম হয় তবে যেই দামে ক্রেতা পণ্য ক্রয় করিয়াছে সেই দাম হইতে পণ্যের মালিককে কম মূল্য দেওয়ার ইখতিয়ার থাকিবে না। কারণ সে (ক্রেতা) ইহাতে (অসত্য মূল্য ও মুনাফাতে) রাজী হইয়াছিল (এবং) পণ্যের মালিক (পূর্বে যে মূল্য বলিয়াছিল উহার উপর) অতিরিক্ত দাবি করিতেছে, তাই বিল বা ফর্দ-এর উপর যেই মূল্যে ক্রেতা উহা ক্রয় করিয়াছে সেই মূল্য হইতে কমানোর জন্য বিক্রেতাকে বাধ্য করার অধিকার ক্রেতার নাই।

(٣٧) باب البيع على البرنامج

পরিচ্ছেদ ৩৭ : "বরনামজ[১]" বা বিলের উপর বিক্রয় করা

٧٩ - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيْ الْقَوْمِ يَشْتَرُوْنَ السِّلْعَةَ . الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيْقَ . فَيَسْمَعُ بِهِ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ : الْبَزُّ الَّذِيْ اشْتَرَيْتُ مِنْ فُلَانٍ قَدْ بَلَغَتْنِيْ صِفَتُهُ وَأَمْرُهُ . فَهَلْ لَكَ أَنْ أُرْبِحَكَ فِيْ نَصِيْبِكَ كَذَا وَكَذَا ؟ فَيَقُوْلُ : نَعَمْ فَيُرْبِحُهُ وَيَكُوْنُ شَرِيْكًا لِلْقَوْمِ مَكَانَهُ فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ رَاهُ قَبِيْحًا وَاسْتَغْلَاهُ .

قَالَ مَالِكٌ : ذٰلِكَ لَازِمٌ لَهُ وَلَا خِيَارَ لَهُ فِيْهِ . اِذَا كَانَ ابْتَاعَهُ عَلَى بَرْنَامَجٍ وَصِفَةٍ مَعْلُوْمَةٍ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيْ الرَّجُلِ يَقْدُمُ لَهُ أَصْنَافٌ مِنَ الْبَزِّ . وَيَحْضُرُهُ السُّوَّامُ . وَيَقْرَأُ عَلَيْهِمْ بَرْنَامَجَهُ . وَيَقُوْلُ : فِيْ كُلِّ عِدْلٍ كَذَا وَكَذَا مِلْحَفَةً بَصْرِيَّةً . وَكَذَا وَكَذَا رَيْطَةً سَابِرِيَّةً . ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا . وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافًا مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ . وَيَقُوْلُ : اشْتَرُوْا مِنِّي عَلَى

১. বরনামজ ফার্সীতে বরনামা— এমন কাগজখণ্ড যাহাতে বিক্রিত মালের বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে। যাহাকে ব্যবসার পরিভাষায় বিল বা ইনভয়েস বলা হয়। কোন কোন স্থানের আঞ্চলিক ভাষায় ইহাকে চোত্তাও বলা হয়।

هٰذِهِ الصِّفَةِ . ذَرْعُهَا كَذَا وَكَذَا وَيُسَمِّي لَهُمْ أَصْنَافًا مِنَ الْبَزِّ بِأَجْنَاسِهِ . وَيَقُولُ : اشْتَرُوْا مِنِّيْ عَلَى هٰذِهِ الصِّفَةِ فَيَشْتَرُوْنَ الْأَعْدَالَ عَلَى مَا وَصَفَ لَهُمْ . ثُمَّ يَفْتَحُوْنَهَا فَيَسْتَغْلُوْنَهَا وَيَنْدَمُوْنَ .

قَالَ مَالِكٌ : ذٰلِكَ الْأَمْرُ الَّذِيْ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ النَّاسُ عِنْدَنَا . يُجِيْزُوْنَهُ بَيْنَهُمْ . إِذَا كَانَ الْمَتَاعُ مُوَافِقًا لِلْبِرْنَامِجِ . وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِفًا لَهُ .

রেওয়ায়ত ৭৯

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাসআলা এই—একদল লোক পণ্য ক্রয় করিল-কাপড় অথবা ক্রীতদাস, এই সংবাদ আর এক ব্যক্তি শুনিল। সে ক্রেতাদের একজনকে বলিল-আপনি অমুক হইতে যেই বস্ত্র ক্রয় করিয়াছেন উহার অবস্থা ও গুণাগুণ আমি অবহিত আছি। আপনার অংশের পণ্যে আমি আপনাকে এত এত মুনাফা দিব, ইহাতে আপনি আগ্রহী আছেন কি? সে বলিল, হাঁ, সে (দ্বিতীয়বারের ক্রেতা) উহাকে (বিক্রেতাকে) লাভ দিল এবং ক্রেতাদের দলে বিক্রেতার স্থলে শরীক হইয়া গেল, তারপর যখন সে বস্ত্র বা ক্রীতদাস নিরীক্ষা করিয়া দেখিল উহাকে খারাপ পাইল এবং উহার মূল্য অতিরিক্ত মনে করিল। মালিক (র) বলেন : এই বেচাকেনা এবং উহা গ্রহণ (বিল দেখিয়া যে ক্রয় করিয়াছে) তাহার জন্য জরুরী হইবে এবং (উহা রদ করার) ইখতিয়ার তাহার থাকিবে না। যদি সে নির্দিষ্ট গুণাগুণ জানিয়া বিল দেখিয়া ক্রয় করিয়া থাকে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি বিভিন্ন জাতের বস্ত্র আমদানী করিয়াছে। (সেই সব বস্ত্র ক্রয় করার জন্য) তাহার নিকট ক্রেতাগণ উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে বরনামা (বিল) পাঠ করিয়া শোনাইলেন। তিনি বলিলেন, প্রতি গাঁইটে এত এত বসরীয় মিলহাফা রহিয়াছে এবং এত এত সারবীয় রাইতা রহিয়াছে বিভিন্ন শ্রেণীর বস্ত্রের বিভিন্ন প্রকার দর নির্দিষ্ট করিলেন। আরও সে বলিল, আপনারা আমার নিকট হইতে এই বর্ণিত গুণাগুণের বস্ত্রসমূহ ক্রয় করুন, তাহারা বর্ণিত গুণের উপর সেই বস্ত্রের গাঁইটসমূহ ক্রয় করিলেন। অতঃপর গাঁইট খোলার পর তাহারা বস্ত্রসমূহের দাম অতিরিক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন এবং (এই ক্রয়ের উপর) লজ্জিত হইলেন।

মালিক (র) বলেন : যেই বিলের সপক্ষে তাহাদের নিকট মাল বিক্রয় করা হইয়াছে সেই বিল অনুযায়ী গাঁইটে মাল পাওয়া গেল এবং মাল বিলের বিপরীত না হইলে তবে ইহা (ক্রয়) তাহাদের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে।

(٣٨) باب بيع الخيار

পরিচ্ছেদ ৩৮ : যেই ক্রয়-বিক্রয়ে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের ইখতিয়ার থাকে-(বায়‘উল-খিয়ার)

٨٠ – حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ . مَالَمْ يَتَفَرَّقَا . إِلاَّ بَيْعُ الْخِيَارِ » .

قَالَ مَالِكٌ ، وَلَيْسَ لِهٰذَا عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوْفٌ . وَلاَ أَمْرٌ مَعْمُوْلٌ بِهِ فِيْهِ .

রেওয়ায়ত ৮০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'উমর (রা) হইতে বর্ণিত-রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন-ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের ইখতিয়ার থাকিবে তাহার অপর পক্ষের উপর, যাবত তাহারা পৃথক না হইয়া যায়। কিন্তু "বায়'উল-খিয়ার"[১]-এর ব্যাপার স্বতন্ত্র।

মালিক (র) বলেন : এই ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই, এই প্রকার সময়সীমা নির্ধারণ মদীনার আলিমগণও করেন নাই।

٨١ - وَحَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَيُّمَا بَيِّعَيْنِ تَبَايَعَا . فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ . أَوْ يَتَرَادَّانِ » .

قَالَ مَالِكٌ ، فِيْمَنْ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً . فَقَالَ البَائِعُ عِنْدَ مُوَاجَبَةِ الْبَيْعِ : أَبِيْعُكَ عَلَى أَنْ أَسْتَشِيْرَ فُلاَنًا . فَإِنْ رَضِيَ فَقَدْ جَازَ الْبَيْعُ . وَإِنْ كَرِهَ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَنَا . فَيَتَبَايَعَانِ عَلَى ذٰلِكَ . ثُمَّ يَنْدَمُ الْمُشْتَرِيْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَشِيْرَ الْبَائِعُ فُلاَنًا : إِنَّ ذٰلِكَ الْبَيْعُ لاَزِمٌ لَهُمَا . عَلَى مَا وَصَفَا . وَلاَ خِيَارَ لِلْمُبْتَاعِ . وَهُوَ لاَزِمٌ لَهُ . إِنْ أَحَبَّ الَّذِيْ اشْتَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَنْ يُجِيْزَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ . فَيَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ . فَيَقُوْلُ الْبَائِعُ : بِعْتُكَهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ ، وَيَقُوْلُ الْمُبْتَاعُ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ بِخَمْسَةِ دَنَانِيْرَ . إِنَّهُ يُقَالُ لِلْبَائِعِ : إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِهَا لِلْمُشْتَرِي بِمَا قَالَ . وَإِنْ شِئْتَ فَاحْلِفْ بِاللّٰهِ مَا بِعْتَ سِلْعَتَكَ إِلاَّ بِمَا قُلْتُ . فَإِنْ حَلَفَ قِيْلَ لِلْمُشْتَرِي : إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ السِّلْعَةَ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ . وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللّٰهِ مَا اشْتَرَيْتُهَا إِلاَّ بِمَا قُلْتُ . فَإِنْ حَلَفَ بَرِئَ مِنْهَا . وَذٰلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُدَّعٍ عَلَى صَاحِبِهِ .

রেওয়ায়ত ৮১

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) হাদীস বর্ণনা করিতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন ক্রেতা-বিক্রেতা বেচা-কেনাতে আবদ্ধ হয়

---

১. ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখা কিংবা উহাকে রদ করিয়া দেওয়া এতদুভয়ের মধ্যে যেইটি পছন্দনীয় সেইটি গ্রহণ করার ইখতিয়ার থাকার নাম "বায়'উল-খিয়ার" খিয়ারে মজলিশ, খিয়ারে শর্ত, খিয়ারে তাদলীস, খিয়ারে আইব, এই জাতীয় সতর রকমের খিয়ার আছে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ ফিকাহ্ শাস্ত্রের কিতাবাদিতে অনুসন্ধান করা যাইতে পারে।

(তাহাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে) তবে বিক্রেতার কথাই গ্রাহ্য হইবে অথবা উভয়ে রদ করিয়া দিবে (বিক্রেতা মূল্য ফিরাইয়া দিবে এবং ক্রেতা বিক্রিত বস্তু ফিরাইয়া দিবে)।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট কোন পণ্য বিক্রয় করিয়াছে, বেচাকেনা সুনিশ্চিত করার সময় বিক্রেতা বলিল : আমি এই পণ্য আপনার নিকট এই শর্তে বিক্রয় করিলাম-আমি অমুক লোকের সঙ্গে (এই বিষয়ে) পরামর্শ করিব। আর যদি সে ইহাতে রাজী না থাকে তাকে আমাদের মধ্যে কোন ক্রয়-বিক্রয় অবশিষ্ট থাকিবে না। এই শর্ত মানিয়া উভয়ে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করিল। অতঃপর ক্রেতা অনুতপ্ত হইল বিক্রেতা কর্তৃক পরামর্শ গ্রহণ করার পূর্বে। (এমতাবস্থায়) তাহাদের উভয়ের বর্ণনা মুতাবিক এই ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের জন্য বাধ্যতামূলক হইবে এবং ক্রেতার কোন ইখতিয়ার (এই ব্যাপারে) থাকিবে না যে ইখতিয়ারের শর্তারোপ করিয়াছিল নিজের জন্য (অর্থাৎ বিক্রেতা) সে যদি এই ক্রয়-বিক্রয় চালু ও বৈধ করিতে পছন্দ[১] করে তবে ক্রেতার পক্ষে উহা গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাসআলা এই—এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তি হইতে পণ্য ক্রয় করিল তাহাদের উভয়ের মধ্যে পণ্যের দামের ব্যাপারে মতবিরোধ ঘটিল : বিক্রেতা বলিতেছে, এই বস্তু আমি আপনার নিকট দশ দীনার মূল্যে বিক্রয় করিয়াছি। ক্রেতা বলিতেছে—এই বস্তু আমি আপনার নিকট হইতে পাঁচ দীনার মূল্যে ক্রয় করিয়াছি। তখন বিক্রেতাকে বলা হইবে : আপনি ইচ্ছা করিলে ক্রেতা যাহা বলিয়াছে সেই দামে ক্রেতাকে দিয়াছেন। আর যদি আপনি ইচ্ছা করেন আল্লাহর নামে হলফ করুন আমি যেই দাম বলিয়াছি সেই দাম ব্যতীত (অন্য দামে) আপনার নিকট বিক্রয় করি নাই। সে (বিক্রেতা) হলফ করিলে পর ক্রেতাকে বলা হইবে আপনি বিক্রেতা যেই দাম বলিয়াছে সেই দামে হয়ত পণ্য গ্রহণ করুন, নচেৎ আপনিও আল্লাহর নামে হলফ করুন—এই পণ্য আমি যেই দাম বলিয়াছি সেই দামেই ক্রয় করিয়াছি। যদি সে হলফ করে তবে সে পণ্য (গ্রহণ করা) হইতে মুক্তি পাইল, ইহা (অর্থাৎ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের হলফ করা) এই জন্য যে, তাহাদের প্রত্যেকে অপর পক্ষের উপর দাবিদার রহিল বটে।

(৩৯) باب ماجاء فى الربا فى الدين

পরিচ্ছেদ ৩৯ : ঋণে সুদ প্রসঙ্গে

৮২ – حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عُبَيْدٍ ، أَبِيْ صَالِحٍ مَوْلَى السَّفَّاحِ ، أَنَّهُ قَالَ : بِعْتُ بَزًّا لِيْ مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ . إِلَى

১. অর্থাৎ ইখতিয়ার থাকিবে এই শর্তে বেচাকেনা হইলে সেই বেচাকেনাতে তাহারা উভয়ে পৃথক হইয়া গেলেও ইখতিয়ার বহাল থাকিবে। -আওজাযুল মাসালিক

২. তাঁহার মতে বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন সময়সীমা হইয়া থাকে, যেমন বস্ত্রে এক দিন দুই দিন, ক্রীতদাসীর ব্যাপারে এক সপ্তাহ বা পাঁচ দিন। গৃহ ইত্যাদির ব্যাপারে এক মাস সময়সীমা নির্ধারিত হয়। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে, তিন দিনের অধিক ইখতিয়ারের সময়সীমা থাকিবে না।-আওজাযুল মাসালিক

৩. মুয়াত্তার মিসরীয় নুসখাতে এইরূপ ইবারত রহিয়াছে-

ان احب الذى اشترط له البائع

অর্থাৎ-বিক্রেতা যে ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণের শর্ত করিয়াছিল সে ব্যক্তি যদি এই বিক্রয়কে পছন্দ করে তবে ক্রেতার জন্য উহা বাধ্যতামূলক হইবে। -আওজাযুল মাসালিক

أَجَلٍ . ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ إِلَى الْكُوْفَةِ . فَعَرَضُوْا عَلَىَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ . وَيَنْقُدُوْنِي فَسَأَلْتُ عَنْ ذٰلِكَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لاَ آمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَ هٰذَا وَلاَ تُوْكِلَهُ .

রেওয়ায়ত ৮২

সফ্‌ফাহ্-এর মাওলা (مولى) উবাইদ আবী সালিহ (র) হইতে বর্ণিত-তিনি বলেন, আমি কিছু বস্ত্র বিক্রয় করিলাম মেয়াদের উপর দার-ই নাখ্‌লা[১] (دار نخله) -এর বাসিন্দাদের নিকট অতঃপর আমি কুফায় যাওয়ার মনস্থ করিলাম। তাহারা আমাকে বলিল, আমি তাহাদেরকে দাম কমাইয়া দিলে তাহারা মূল্য নগদে আদায় করিবে। আমি এই বিষয়ে যায়দ ইবন সাবিত (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন— আমি তোমার জন্য ইহা (মালের অর্থ) আহার করা জায়েয করিব না এবং অন্যকে আহার করাও ইহা জায়েয করিব না।

٨٣ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَفْصِ بْنِ خَلْدَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُوْنُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ . فَيَضَعُ عَنْهُ صَاحِبُ الْحَقِّ وَيَعْجِلَهُ الْآخَرُ . فَكَرِهَ ذٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ . وَنَهَى عَنْهُ .

রেওয়ায়ত ৮৩

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, যাহার মেয়াদী ঋণ রহিয়াছে অন্য এক ব্যক্তির উপর, অতঃপর ঋণদাতা (কিছু পরিমাণ ঋণ) গ্রহীতা হইতে কমাইয়া দিল এবং ঋণগ্রহীতা (মেয়াদ শেষ হওয়ার পূবে ঋণের অর্থ) ঋণদাতাকে নগদ প্রদান করিল। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) ইহা মাকরূহ্ জানিলেন এবং ইহা হইতে নিষেধ করিলেন।

٨٤– وَحَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْ يَّكُوْنَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ . فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ . قَالَ : أَتَقْضِيْ أَمْ تُرْبِيْ ؟ فَإِنْ قَضٰى ، أَخَذَ . وَإِلاَّ زَادَهُ فِيْ حَقِّهِ . وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمَكْرُوْهُ الَّذِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا. أَنْ يَكُوْنَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ . فَيَضَعُ عَنْهُ الطَّالِبُ وَيُعَجِّلُهُ الْمَطْلُوْبُ . وَذٰلِكَ عِنْدَنَا بِمَنْزَلَةِ الَّذِيْ يُؤَخِّرُ دَيْنَهُ بَعْدَ مَحِلِّهِ ، عَنْ غَرِيْمِهِ . وَيَزِيْدُهُ الْغَرِيْمُ فِيْ حَقِّهِ . قَالَ : فَهٰذَا الرِّبَا بِعَيْنِهِ . لاَ شَكَّ فِيْهِ .

---

১. মদীনার একটি মহল্লা। তথায় কাপড় তৈরি করা হয়। কেহ কেহ বলিয়াছেন, ইহা তায়েফ ও মক্কার মধ্যবর্তী কোন জায়গা। — আওজায

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَكُوْنُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مِائَةُ دِيْنَارٍ . إِلَى أَجَلٍ. فَإِذَا حَلَّتْ ، قَالَ لَهُ الَّذِيْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ : بِعْنِيْ سِلْعَةً يَكُوْنُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ ، إِلَى أَجَلٍ . فَإِذَا حَلَّتْ، قَالَ لَهُ الَّذِيْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ : بِعْنِيْ سِلْعَةً يَكُوْنُ ثَمَنُهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ نَقْدًا . بِمِائَةٍ وَخَمْسِيْنَ إِلَى أَجَلٍ : هٰذَا بَيْعٌ لاَ يَصْلُحُ . وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا كُرِهَ ذٰلِكَ . لأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْطِيْهِ ثَمَنَ مَابَاعَهُ بِعَيْنِهِ . وَيُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمِائَةَ الْأُوْلَى . إِلَى الأَجَلِ الَّذِيْ ذَكَرَ لَهُ أٰخِرَ مَرَّةٍ . وَيَزْدَادُ عَلَيْهِ خَمْسِيْنَ دِيْنَارًا فِيْ تَأْخِيْرِهِ عَنْهُ فَهٰذَا مَكْرُوْهٌ . وَلاَ يَصْلُحُ . وَهُوَ أَيْضًا يُشْبِهُ حَدِيْثَ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِيْ بَيْعِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ . إِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا حَلَّتْ دُيُوْنُهُمْ ، قَالُوْا لِلَّذِيْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ : إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ فَإِنْ قَضَى، أَخَذُوْا . وَإِلاَّ زَادُوْهُمْ فِيْ حُقُوْقِهِمْ . وَزَادُوْهُمْ فِي الأَجَلِ .

রেওয়ায়ত ৮৪

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বলেন : জাহিলিয়া যুগে সুদ ছিল এইরূপ—এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর মেয়াদী হক রহিয়াছে যখন হক আদায় করার মুহূর্তে উপস্থিত হইয়াছে তখন (ঋণগ্রহীতাকে বলা হইত;) আমার হক আদায় করিবে, না ঋণ বৃদ্ধি করিয়া সময় বাড়াইয়া নিবে? (এখন) ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ শোধ করে (তবে ভাল কথা); অন্যথায় ঋণের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইতে এবং ঋণদাতা মেয়াদ আরও পিছাইয়া দিত (ইহাই ছিল জাহিলিয়ার সুদ)।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাকরূহ বিষয় যাহাতে কোন দ্বিমত নাই তাহা হইতেছে এই, এক ব্যক্তির অপর ব্যক্তির উপর মেয়াদী ঋণ রহিয়াছে। ঋণদাতা কিছু পরিমাণ ঋণ কমাইয়া দিল, ঋণগ্রহীতা (মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে) ঋণ পরিশোধ করিয়া দিল। মালিক (র) বলেন, ইহা আমাদের নিকট এইরূপ যেমন কোন ব্যক্তি ঋণ আদায়ের সময় যখন উপস্থিত হইল তখন ঋণগ্রহীতার জন্য মেয়াদ আরও বাড়াইয়া দিল (ইহার পরিবর্তে) ঋণগ্রহীতা ঋণদাতার জন্য ঋণ (পরিশোধ করার সময়) কিছু বাড়াইয়া দিল, ইহাই প্রকৃত সুদ যাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তির অপর এক ব্যক্তির উপর একশত দীনার (ঋণ) রহিয়াছে মেয়াদে পরিশোধযোগ্য। যখন মেয়াদ উত্তীর্ণ হইল তখন ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে বলিল—আমার নিকট একটি পণ্য বিক্রয় কর, যাহার নগদ মূল্য একশত দীনার এবং বাকী মূল্য হইতেছে দেড়শত দীনার। মালিক (র) বলেন - এই বিক্রয় জায়েয হইবে না আহলে 'ইলম (উলামা) সর্বদা ইহা হইতে নিষেধ করিতেন।

মালিক (র) বলেন : ইহা এইজন্য মাকরূহ্ যে, সে (ক্রেতা) ইহা (বিক্রেতা)-কে বিক্রীত বস্তুর মূল্য পরিশোধ করিতেছে, বিক্রেতা ক্রেতাকে দ্বিতীয়বার যেই সময় উল্লেখ করিয়াছে সেই সময় পর্যন্ত ক্রেতার জন্য

মেয়াদ পিছাইয়া দিতেছে এবং এই পিছাইয়া দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত পঞ্চাশ দীনার তাহার উপর বৃদ্ধি করিল, ইহা মাকরূহ, জায়েয নহে। যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র)-এর হাদীসে বর্ণিত জাহিলিয়া যুগের বেচাকেনার ইহা সদৃশ; তাহারা ঋণ আদায় করার যখন মেয়াদ উপস্থিত হইত, তখন তাহারা ঋণগ্রহীতাকে বলিত, হয়ত ঋণ পরিশোধ কর, নচেৎ ঋণে কিছু বাড়তি দাও, অতঃপর যদি (ঋণগ্রহীতা) ঋণ পরিশোধ করে, তাহারা উহা গ্রহণ করিত, আর (যথাসময়ে) পরিশোধ না করিত, তবে তাহারা তাহাদের প্রাপ্য হকসমূহে কিছু পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিত এবং ঋণগ্রহীতার জন্য মেয়াদ বাড়াইয়া দিত।

(٤٥) باب جامع الدين والحول

পরিচ্ছেদ ৪৫ : ঋণ এবং হাওল (حول) বা হাওয়ালা (حوالة) [১] -এর বিবিধ প্রসঙ্গ

٨٥ – حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ . وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ » .

রেওয়ায়ত ৮৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন (হক আদায় করিতে) সক্ষম ব্যক্তির তালবাহানা অন্যায় বটে, আর তোমাদের কাহাকেও যদি ধনবান ব্যক্তির হাওয়ালা করা হয় তবে সেই হাওয়ালা গ্রহণ করিও।[২]

٨٦ – وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَسْأَلُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ ، فَقَالَ : إِنِّي رَجُلٌ أَبِيْعُ بِالدَّيْنِ . فَقَالَ سَعِيْدٌ : لاَ تَبِعْ إِلاَّ مَا آوَيْتَ إِلَى رَحْلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ . عَلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ تِلْكَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى . إِمَّا لِسُوْقٍ يَرْجُوْ نَفَاقَهَا فِيْهِ . وَإِمَّا لِحَاجَةٍ فِي ذٰلِكَ الزَّمَانِ الَّذِيْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ . ثُمَّ يُخْلِفُهُ الْبَائِعُ عَنْ ذٰلِكَ الْأَجَلِ . فَيُرِيْدُ الْمُشْتَرِيْ رَدَّ تِلْكَ السِّلْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ : إِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي . وَإِنَّ الْبَيْعَ لاَزِمٌ لَهُ . وَإِنَّ الْبَائِعَ لَوْجَاءَ تِلْكَ السِّلْعَةِ قَبْلَ مَحِلِّ الْأَجَلِ لَمْ يُكْرَهِ الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِهَا .

---

১. حول বা حوالة হইতেছে একজনের ঋণ পরিশোধের দায়-দায়িত্ব যাহার জিম্মায় ঋণ রহিয়াছে তাহাকে ব্যতীত অন্য ব্যক্তির হাওয়ালা বা সোপর্দ করা। -আওজায

২. হক ও ঋণ ইত্যাদির ব্যাপারে হাওয়ালা করা হইলে উহা কবুল করা মুস্তাহাব। — আওজায

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِيْ يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَكْتَالُهُ . ثُمَّ يَأْتِيْهِ مَنْ يَشْتَرِيَهُ مِنْهُ . فَيُخْبِرُ الَّذِيْ يَأْتِيْهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَالَهُ لِنَفْسِهِ وَاسْتَوْفَاهُ . فَيُرِيْدُ الْمُبْتَاعُ أَنْ يُصَدِّقَهُ وَيَأْخُذَهُ بِكَيْلِهِ : إِنَّ مَا بِيْعَ عَلَى هٰذِهِ الصِّفَةِ بِنَقْدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ . وَمَا بِيْعَ عَلَى هٰذِهِ الصِّفَةِ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ مَكْرُوْهٌ . حَتّٰى يَكْتَالَهُ الْمُشْتَرِي الْآخَرُ لِنَفْسِهِ . وَإِنَّمَا كُرِهَ الَّذِيْ إِلَى أَجَلٍ . لأَنَّهُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الرِّبَا . وَتَخَوُّفٌ أَنْ يُدَارَ ذٰلِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ بِغَيْرِ كَيْلٍ وَلاَ وَزْنٍ . فَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ مَكْرُوْهٌ . وَلاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَى دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ وَلاَ حَاضِرٍ إِلاَّ بِإِقْرَارٍ مِنَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ . وَلاَ عَلَى مَيِّتٍ ، وَإِنْ عَلِمَ الَّذِيْ تَرَكَ الْمَيِّتُ . وَذٰلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَ ذٰلِكَ غَرَرٌ . لاَ يُدْرَى أَيَتِمُّ أَمْ لاَ يَتِمُّ .

قَالَ : وَتَفْسِيْرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذٰلِكَ ، أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَى دَيْنًا عَلَى غَائِبٍ ، أَوْ مَيِّتٍ . أَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ مِنَ الدَّيْنِ ، الَّذِيْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ . فَإِنْ لَحِقَ الْمَيِّتَ دَيْنٌ ، ذَهَبَ الثَّمَنُ الَّذِيْ أَعْطَى الْمُبْتَاعُ بَاطِلاً .

قَالَ مَالِكٌ : وَفِيْ ذٰلِكَ أَيْضًا عَيْبٌ آخَرُ . أَنَّهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَيْسَ بِمَضْمُوْنٍ لَهُ . وَإِنْ لَّمْ يَتِمَّ ذَهَبَ ثَمَنُهُ بَاطِلاً . فَهٰذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ أَنْ لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ إِلاَّ مَا عِنْدَهُ . وَأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِيْ شَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُهُ . أَنَّ صَاحِبَ الْعِيْنَةِ إِنَّمَا يَحْمِلُ ذَهَبَهُ الَّتِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَبْتَاعَ بِهَا . فَيَقُوْلُ : هٰذِهِ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ . فَمَا تُرِيْدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَكَ بِهَا ؟ فَكَأَنَّهُ يَبِيْعُ عَشَرَةَ دَنَانِيْرَ نَقْدًا . بِخَمْسَةَ عَشَرَ دِيْنَارًا إِلَى أَجَلٍ . فَلِهٰذَا ، كُرِهَ هٰذَا . وَإِنَّمَا تِلْكَ الدُّخْلَةُ وَالدُّلْسَةُ .

রেওয়ায়ত ৮৬

মূসা ইব্‌ন মাইসারা (র) জনৈক ব্যক্তিকে সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-এর নিকট প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছেন। তিনি বলিলেন : আমি ধারে বিক্রয় করিয়া থাকি (নিজ আয়ত্তে আনার পূর্বে পণ্য বিক্রয় করি)। (উত্তরে) সা'ঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিলেন—(পণ্য আয়ত্ত করার পর উহাকে) তোমার গৃহে না আনা পর্যন্ত তুমি উহা বিক্রয় করিও না।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তি হইতে পণ্য ক্রয় করিয়াছে এই শর্তে—বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের পর উহা পুরোপুরি ক্রেতার দখলে দিয়া দিবে। হয়ত (মেয়াদ নির্দিষ্ট করিয়াছে) বাজার পরিস্থিতির দরুন, (নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে মাল তাহার নিকট হস্তান্তর করা হইলে এবং তারপর মাল বাজারে ছাড়িলে সে কিছু লাভ করিবে বলিয়া আশাবাদী, কিংবা মেয়াদ পর্যন্ত সে যে শর্ত করিয়াছে এই শর্ত করার প্রয়োজন ক্রেতার রহিয়াছে। অতঃপর বিক্রেতা ক্রেতার সহিত সেই মেয়াদের ব্যাপারে (শর্তের) খেলাফ করিল (অর্থাৎ) মেয়াদ পূর্ণ করিল না। তাই ক্রেতা সেই পণ্য বিক্রেতার নিকট ফিরাইয়া দিতে ইচ্ছা করিল, ইহা ক্রেতার পক্ষে জায়েয হইবে না, ক্রয় তাহার জন্য বাধ্যতামূলক হইবে, আর যদি বিক্রেতা নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে সেই পণ্য ক্রেতার নিকট উপস্থিত করে তবে উহা গ্রহণ করার জন্য ক্রেতাকে বাধ্য করা যাইবে না।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিল, তারপর উহাকে ওজন করিয়া লইল। অতঃপর তাহার নিকট হইতে ক্রয় করার জন্য অন্য একজন আসিল, যে ক্রয় করিতে আসিয়াছে উহাকে সে জানাইল যে, সে এই খাদ্যদ্রব্য নিজের জন্য ওজন করিয়া লইয়াছে এবং পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিয়াছে। ইহা শুনিয়া ক্রেতা উহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহারই প্রকাশিত ওজনে উহাকে গ্রহণ করিল। এইরূপে যাহা নগদ বিক্রয় করা হইল ইহাতে কোন দোষ নাই। আর অন্যের ওজনের উপর যদি ধারে বিক্রয় করা হয় তবে উহা মাকরূহ্ হইবে যাবত দ্বিতীয় ক্রেতা নিজের জন্য উহা ওজন করিয়া না লয়, ধারে বিক্রয় এই কারণে মাকরূহ্ যে, ইহা সুদের ওসীলা হয় এবং আশংকা রহিয়াছে সে মাপ ও ওজন ছাড়া এইভাবে বারংবার ইহার পুনরাবৃত্তি ঘটিতে পারে। তাই ধারে হইলে উহা মাকরূহ্ হইবে, এই বিষয়ে আমাদের মতানৈক্য নাই।

মালিক (র) বলেন : অনুপস্থিত ব্যক্তির জিম্মার ঋণ ক্রয় করা জায়েয নহে, উপস্থিত ব্যক্তির ঋণ ক্রয় করাও জায়েয নহে। তবে যাহার জিম্মায় ঋণ রহিয়াছে সে যদি স্বীকার করে। মৃত ব্যক্তির ঋণ ক্রয় করাও জায়েয নহে। যদিও সে যে সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে উহা জানা থাকে। কারণ ইহা ক্রয় করাতে ধোঁকা রহিয়াছে। বলা যায় না এই বিক্রীত ঋণের অর্থ উশুল হইবে, না উশুল হইবে না।

মালিক (র) বলেন : ইহা মাকরূহ্ হওয়ার ব্যাখ্যা এই, যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির কিংবা মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ ক্রয় করা হয়, তবে সেই মৃত ব্যক্তির জিম্মায় কি পরিমাণ ঋণ নির্ধারিত হইবে তাহা অজ্ঞাত, যদি মৃত ব্যক্তির জিম্মায় ঋণ নির্ধারিত হয় তবে ক্রেতা যে মূল্য পরিশোধ করিয়াছে উহা বৃথা যাইবে। মালিক (র) বলেন—এইরূপ ক্রয়ে আরও একটি ত্রুটি রহিয়াছে, তাহা এই ক্রেতা মুর্দা হইতে এমন বস্তু ক্রয় করিয়াছে যে বস্তুর প্রতি মুর্দার কোন দায়িত্ব বা জামানত নাই, যদি সেই বস্তু সে পূর্ণরূপে দখল করিতে না পারে তবে তাহার মূল্য বৃথা যাইবে, ইহাই ধোঁকা, ইহা না-জায়েয।

মালিক (র) বলেন : যেই বস্তু কাহারো আয়ত্তে না থাকে উহা বিক্রয় করা জায়েয নহে। পক্ষান্তরে যেই (عينة) বস্তু মূল্য বিক্রেতার আয়ত্তে নাই তাহার জন্য সলফ বিক্রয় বৈধ, এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই, 'ঈনা বিক্রয়ের মধ্যে 'ঈনার মালিক অর্থ বহন করিয়া থাকে। যেই অর্থ দ্বারা সে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক, তাই সে যেন এইরূপ বলিল, এই আমার নিকট দশ দীনার রহিয়াছে [যেমন খালিদের নিকট]। আপনার [যেমন দবীরের] ইচ্ছা আছে কি আমি আপনার পক্ষে দশ দীনার দিয়া ক্রয় করি এবং আপনার পক্ষে উহাকে পনর দীনারের বিনিময়ে বিক্রয় করি। এইভাবে সে [খালিদ] যেন নগদ দশ দীনার বিক্রয় করিল বাকী পনর দীনারের বিনিময়ে। এই জন্য আমি উহাকে মাকরূহ্ বলি। ইহা সুদের ওসীলা এবং ইহাই ধোঁকা।

(٤١) باب ماجاء فى الشركة والتولية والاقالة

পরিচ্ছেদ ৪১ : শরীকানা[১] (شركة) তাওলিয়া[২] (تولية) ও ইকালা[৩] (اقالة) প্রসঙ্গ

٨٧ – قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَزَّ الْمُصَنَّفَ وَيَسْتَثْنِي ثِيَابًا بِرُقُومِهَا : إِنَّهُ إِنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْ ذٰلِكَ بِالرَّقَمِ ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ . وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُ حِينَ اسْتَثْنَى ، فَإِنِّي أَرَاهُ شَرِيكًا فِي عَدَدِ الْبَزِّ الَّذِي اشْتُرِيَ مِنْهُ . وَذٰلِكَ أَنَّ الثَّوْبَيْنِ يَكُونُ رَقْمُهُمَا سَوَاءً . وَبَيْنَهُمَا تَفَاوُتٌ فِي الثَّمَنِ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالشِّرْكِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالْإِقَالَةِ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ . قَبَضَ ذٰلِكَ أَوْلَمْ يَقْبِضْ . إِذَا كَانَ ذٰلِكَ بِالنَّقْدِ . وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ رِبْحٌ وَلاَ وَضِيعَةٌ وَلاَ تَأْخِيرٌ لِلثَّمَنِ . فَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ رِبْحٌ أَوْ وَضِيعَةٌ أَوْ تَأْخِيرٌ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، صَارَ بَيْعًا يُحِلُّهُ مَا يُحِلُّ الْبَيْعَ وَيُحَرِّمُهُ مَا يُحَرِّمُ الْبَيْعَ . وَلَيْسَ بِشِرْكٍ وَلاَ تَوْلِيَةٍ وَلاَ إِقَالَةٍ .

قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بَزًّا أَوْ رَقِيقًا . فَبَتَّ بِهِ . ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ أَنْ يُشَرِّكَهُ فَفَعَلَ . وَنَقَدَا الثَّمَنَ صَاحِبَ السِّلْعَةِ جَمِيعًا . ثُمَّ أَدْرَكَ السِّلْعَةَ شَيْءٌ يَنْتَزِعُهَا مِنْ أَيْدِيهِمَا . فَإِنَّ الْمُشَرَّكَ يَأْخُذُ مِنَ الَّذِي أَشْرَكَهُ الثَّمَنَ . وَيَطْلُبُ الَّذِي أَشْرَكَ بَيِّعَهُ الَّذِي بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ . إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشَرَّكُ عَلَى الَّذِي أَشْرَكَ بِحَضْرَةِ الْبَيْعِ . وَعِنْدَ مُبَايَعَةِ الْبَائِعِ الأَوَّلِ . وَقَبْلَ أَنْ يَتَفَاوَتَ ذٰلِكَ . أَنَّ عُهْدَتَكَ عَلَى الَّذِي ابْتَعْتُ مِنْهُ . وَإِنْ تَفَاوَتَ ذٰلِكَ . وَفَاتَ الْبَائِعُ الْأَوَّلُ . فَشَرْطُ الْآخَرِ بَاطِلٌ . وَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ هٰذِهِ السِّلْعَةَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ . وَانْقُدْ عَنِّي وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ : إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ . حِينَ قَالَ : انْقُدْ عَنِّي وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ .

---

১. অধিকার বা ক্ষমতা প্রয়োগে একত্রিত হওয়াকে শিরকাত বা শরীকানা বলা হয়। শিরকাত কয়েক প্রকারের হয়, যেমন শিরকাতে 'আনান, শিরকাতে আবদান, শিরকাতে মুফাওয়াযা, শিরকাতে উজূহ্।

২. আসল মূল্যে ক্রয়কৃত বস্তুর কাহাকেও মালিক করিয়া দেওয়ার নাম তাওলিয়া, যেমন রাসূলে করীম (সা)-এর হিজরতের সময় আবূ বকর সিদ্দীক (রা) তাঁহার খরিদ মূল্যে উট রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন।

৩. যেমন ত্রিশটির মধ্যে দশটি তাহার প্রাপ্য হইবে।

وَإِنَّمَا ذٰلِكَ سَلَفٌ يُسْلِفُهُ إِيَّاهُ . عَلَى أَنْ يَبِيعَهَا لَهُ . وَلَوْ أَنَّ تِلْكَ السِّلْعَةَ هَلَكَتْ أَوْ فَاتَتْ . أَخَذَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ الَّذِي نَقَدَ الثَّمَنَ . مِنْ شَرِيكِهِ مَا نَقَدَ عَنْهُ . فَهٰذَا مِنَ السَّلَفِ الَّذِي يَجُرُّ مَنْفَعَةً .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ سِلْعَةً . فَوَجَبَتْ لَهُ . ثُمَّ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَشْرِكْنِي بِنِصْفِ هٰذِهِ السِّلْعَةِ ، وَأَنَا أَبِيعُهَا لَكَ جَمِيعًا . كَانَ ذٰلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ . وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ : أَنَّ هٰذَا بَيْعٌ جَدِيدٌ . بَاعَهُ نِصْفَ السِّلْعَةِ . عَلَى أَنْ يَبِيعَ لَهُ النِّصْفَ الْآخَرَ .

রেওয়ায়ত ৮৭

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি বিভিন্ন জাতের বস্ত্র বিক্রয় করিতেছে, তথা হইতে কয়েকটি বস্ত্র উহাদের চিহ্ন উল্লেখ করিয়া বাদ দিয়া দিল যদি সেই বর্ণিত চিহ্নের বস্ত্র অন্যান্য বস্ত্র হইতে পছন্দ করার শর্ত করিয়া থাকে তবে উহাতে কোন দোষ নাই, আর যদি ঐভাবে পছন্দ করিয়া নির্ধারিত বস্ত্র হইতে বস্ত্র লওয়ার বিক্রেতা শর্ত না করিয়া থাকে, ইস্তিস্নার শর্ত করার সময়, তবে আমি মনে করি যে, ক্রেতা যেই বস্ত্র ক্রয় করিয়াছে উহার সংখ্যাতে বিক্রেতা শরীক থাকিবে। কারণ অনেক সময় এইরূপ হয় যে, দুইটি বস্ত্রের (رقم)[১] নিশান বা চিহ্ন এক কিন্তু উহাদের মূল্যের মধ্যে তফাৎ রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদিতে শরীকানা, তাওলিয়া ও ইকালাতে আমাদের মতে কোন দোষ নাই; উহা আয়ত্তে আনুক কিংবা না আনুক। যদি শরীকানার মূলধন নগদ হয় এবং উহাতে অতিরিক্ত কিছু না থাকে পূর্ণ মূল্য হইতে কমানো না হয় ও মূল্য পরিশোধে বিলম্ব না করাকে যদি শরীকানাতে মূল্য বৃদ্ধি বা মূল্য কমানো কিংবা বিলম্ব করা বিক্রেতা বা ক্রেতার পক্ষ হইতে, তবে উহা নূতনরূপে বেচাকেনা বলিয়া গণ্য হইবে। যেই আহকাম বেচাকেনাকে হালাল করে ইহাকেও সেই বিধান হালাল করিবে, আর যে আহকাম ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম করে সেই বিধান ইহাকেও হারাম করিবে। ইহা প্রকৃতপক্ষে অংশীদারিত্ব ও তাওলিয়া কিংবা ইকালা নহে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি (যেমন খালিদ) পণ্য ক্রয় করে ; (বকর হইতে) বস্ত্র বা ক্রীতদাস (অথবা অন্য কোন পণ্য) এবং নিশ্চিতরূপে ক্রয় করে (কোন শর্ত উহাতে না থাকে) অতঃপর জনৈক ব্যক্তি (যেমন মাইমুনা) উক্ত পণ্যে তাহাকে শরীক করার অনুরোধ জানাইল।

সে (খালিদ) উহাকে (মায়মুনাকে) অংশীদারিত্ব প্রদান করিল এবং তাহারা উভয়ে পণ্যের মালিককে মূল্য নগদ পরিশোধ করিল । অতঃপর পণ্যে এমন কোন কারণ উদ্ভব হইল যাহাতে উভয়ের মালিকানা হইতে পণ্য

---

১. رقم কাপড়ের উপর লিখিত মূল্য কিংবা উহার জাত ।

বাহির হইয়া গেল।[১] তবে যে তাহাকে শরীক করিয়াছিল সেই ব্যক্তি (খালিদ) হইতে যাহাকে পণ্যে শরীক করা হইয়াছিল সে (অর্থাৎ মায়মুনা) মূল্য ফেরত লইবে এবং যে পণ্য বিক্রয় করিয়াছে তাহার নিকট (খালিদের নিকট) মূল্য দাবি করিবে। তবে যে ব্যক্তি শরীক করিয়াছে সে (খালিদ) যাহাকে শরীক করিয়াছে তাহার নিকট (মায়মুনার নিকট) (প্রথম) বিক্রয়ের সময় এবং প্রথম বিক্রেতার বেচাকেনার সময়, বেচাকেনার মজলিশ পরিবর্তিত হওয়ার পূর্বে যদি এই মর্মে শর্তারোপ করিয়া থাকে, "আপনার দায়িত্ব যাহার নিকট হইতে আপনি ক্রয় করিলেন তাহার[২] উপর।" পক্ষান্তরে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিশ বদল হয় এবং প্রথম বিক্রেতা (অর্থাৎ বকর) মৃত্যুবরণ করে, তবে ক্রেতা ব্যক্তির (অর্থাৎ খালিদের) শর্ত বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং যাবতীয় দায়িত্ব তাহার উপরই ন্যস্ত থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বলিল-আপনি এই পণ্য ক্রয় করুন আপনার ও আমার মধ্যে শরীকানায়। আর আমার অংশের মূল্য আপনি নগদ পরিশোধ করুন, আমি আপনার অংশেরও বিক্রয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম, ইহা জায়েয নহে। যখন সে বলিল, আমার পক্ষ হইতে আপনি নগদ মূল্য পরিশোধ করুন আমি আপনার অংশের পণ্য বিক্রয় করিয়া দিব। ইহা হইতেছে ঋণ (سلف) যাহা সে উহাকে সলফস্বরূপ প্রদান করিল এই শর্তে যে, সে এই পণ্য তাহার জন্য বিক্রয় করিয়া দিবে। যদি সেই পণ্য নষ্ট হইয়া যায় অথবা হারাইয়া যায় তবে নগদ মূল্য পরিশোধকারী তাহার শরীক হইতে সেই মূল্য নগদ উসুল করিবে, ইহাই (অতিরিক্ত) মুনাফা আকর্ষণকারী সলফ বা ঋণ (যাহা হারাম)।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি কোন পণ্য ক্রয় করিয়াছে এবং উক্ত ক্রয় তাহার জন্য ওয়াজিব হইয়াছে (অর্থাৎ বাধ্যতামূলক হইয়াছে) তারপর অন্য এক ব্যক্তি বলিল, আমাকে এই পণ্যের অর্ধেকের মধ্যে শরীক কর। আমি উহা পূর্ণ বিক্রয় করিয়া দিব, উহা হালাল হইবে। ইহাতে কোন দোষ নাই। ইহার ব্যাখ্যা এই—ইহা একটি নূতন ক্রয়-বিক্রয় বিক্রেতা উহার নিকট অর্ধেক পণ্য এই শর্তে বিক্রয় করিয়াছে যে, ক্রেতা তাহার অংশের বাকী অর্ধেক পণ্য বিক্রয় করিয়া দিবে।

(٤٢) باب ماجاء فى افلاس الغريم

পরিচ্ছেদ ৪২ : ঋণ গ্রহীতার দরিদ্র হওয়া

৮৮ – حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ هِشَامٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا . فَأَفْلَسَ الَّذِىْ ابْتَاعَهُ مِنْهُ . وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِىْ بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا . فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ . فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . وَإِنْ مَاتَ الَّذِىْ ابْتَاعَهُ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ فِيْهِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

---

১. দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যেমন উক্ত পণ্যের মালিক-অন্য কোন ব্যক্তি প্রমাণিত হইল, যাহাতে পণ্য তাহাদের মালিকানা ও হাত হইতে চলিয়া গেল।

২. সেই ব্যক্তি হইতেছে বকর।

রেওয়ায়ত ৮৮

আবূ বকর ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন হিশাম (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন- যে ব্যক্তি (কাহারো নিকট) কোন পণ্য বিক্রয় করিয়াছে। অতঃপর তাহার নিকট হইতে যে ক্রয় করিয়াছে সে দরিদ্র হইয়া গিয়াছে। আর বিক্রেতা ক্রেতার নিকট হইতে পণ্যের মূল্যের কিছুই আয়ত্তে আনে নাই। সে ব্যক্তি (বিক্রেতা) পণ্যদ্রব্য ক্রেতার নিকট যদি হুবহু পায় তবে সে–ই উহার হকদার হইবে অধিক। আর যদি ক্রেতার মৃত্যু হয় তবে পণ্যের মালিক উক্ত পণ্যে অপর ঋণদাতাদের সমান (শরীক) হইবে।

٨٩ – وَحَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « أَيُّمَا رَجُلُ أَفْلَسَ . فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ . فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ » .

قَالَ مَالِكُ ، فِيْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا . فَأَفْلَسَ الْمُبْتَاعُ ، فَإِنَّ الْبَائِعُ إِذَا وَجَدَ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِهِ بِعَيْنِهِ ، أَخَذَهُ . وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِىْ قَدْ بَاعَ بَعْضَهُ ، وَفَرَّقَهُ . فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ. لاَ يَمْنَعُهُ مَا فَرَّقَ الْمُبْتَاعُ مِنْهُ ، أَنْ يَأْخُذَ مَا وَجَدَ بِعَيْنِهِ ، فَإِنِ اقْتَضَى مِنْ ثَمَنِ الْمُبْتَاعُ شَيْئًا . فَأَحَبَّ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَقْبِضَ مَا وَجَدَ مِنْ مَتَاعِهِ . وَيَكُوْنُ فِيْمَا لَمْ يَجِدْ إِسْوَةَ الْغُرَمَاءِ ، فَذٰلِكَ لَهُ .

قَالَ مَالِكُ : وَمَنِ اشْتَرَي سِلْعَةً مِنَ السِّلَعِ . غَزْلاً أَوْ مَتَاعًا أَوْ بُقْعَةً مِنَ الْأَرْضِ . ثُمَّ أَحْدَثَ فِيْ ذٰلِكَ الْمُشْتَرَى عَمَلاً . بَنَى الْبُقْعَةَ دَارًا . أَوْ نَسَجَ الْغَزْلَ ثَوْبًا . ثُمَّ أَفْلَسَ الَّذِىْ ابْتَاعَ ذٰلِكَ . فَقَالَ رَبُّ الْبُقْعَةِ : أَنَا آخُذُ الْبُقْعَةَ وَمَا فِيْهَا مِنَ الْبُنْيَانِ : إِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ لَهُ . وَلٰكِنَّ تَقَوَّمُ الْبُقْعَةُ وَمَا فِيْهَا مِمَّا أَصْلَحَ الْمُشْتَرِى . ثُمَّ يُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الْبُقْعَةِ ؟ وَكَمْ ثَمَنُ الْبُنْيَانِ مِنْ تِلْكَ الْقِيْمَةِ ؟ ثُمَّ يَكُوْنَانِ شَرِيْكَيْنِ فِيْ ذٰلِكَ . لِصَاحِبِ الْبُقْعَةِ . بِقَدْرِ حِصَّتِهِ . وَيَكُوْنُ لِلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْبُنْيَانِ .

قَالَ مَالِكُ : وَتَفْسِيْرُ ذٰلِكَ أَنْ تَكُوْنُ قِيْمَةُ ذٰلِكَ كُلُّهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ . فَتَكُوْنُ قِيْمَةُ الْبُقْعَةِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَقِيْمَةُ الْبُنْيَانِ أَلْفَ دِرْهَمٍ . فَيَكُوْنُ لِصَاحِبُ الْبُقْعَةِ الثُّلُثِ . وَيَكُوْنُ لِلْغُرَمَاءِ الثُّلُثَانِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ الْغَزْلُ . وَغَيْرُهُ . مِمَّا أَشْبَهَهُ . إِذَا دَخَلَهُ هٰذَا . وَلَحِقَ الْمُشْتَرِىَ دَيْنٌ . لاَ وَفَاءَ لَهُ عِنْدَهُ . وَذَالِكَ ، الْعَمَلُ فِيهِ .

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا مَا بِيعَ مِنَ السِّلَعِ الَّتِى لَمْ يُحْدِثْ فِيهَا الْمُبْتَاعُ شَيْئًا . إِلاَّ أَنْ تِلْكَ السِّلْعَةَ نَفَقَتْ وَارْتَفَعْ ثَمَنُهَا . فَصَاحِبُهَا يَرْغَبُ فِيهَا . وَالْغُرَمَاءُ يُرِيدُوْنَ إِمْسَاكِهَا . فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يُخَيَّرُوْنَ . بَيْنَ أَنْ يُعْطُوْا رَبَّ السِّلْعَةِ الثَّمَنَ الَّذِيْ بَاعَهَا بِهِ . وَلاَ يُنَقِّصُوْهُ شَيْئًا ، وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّمُوْا إِلَيْهِ سِلْعَتَهُ . وَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةَ قَدْ نَقَصَ ثَمَنُهَا ، فَالَّذِىْ بَاعَهَا بِالْخِيَارِ . إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ سِلْعَتَهُ وَلاَ تِبَاعَةَ لَهُ فِىْ شَىْءٍ مِنْ مَالِ غَرِيْمِهِ . فَذٰلِكَ لَهُ . وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُوْنَ غَرِيْمًا مِنَ الْغُرَمَاءِ ، يُحَاصُّ بِحَقِّهِ ، وَلاَ يَأْخُذُ سِلْعَتَهُ . فَذٰلِكَ لَهُ .

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِيْمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً . فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ . ثُمَّ أَفْلَسَ الْمُشْتَرِى : فَإِنَّ الْجَارِيَةَ أَوِ الدَّابَّةِ وَوَلَدُهَا لِلْبَائِعِ . إِلاَّ أَنْ يَرْغَبَ الْغُرَمَاءِ فِىْ ذٰلِكَ . فَيُعْطُوْنَهُ حَقَّهُ كَامِلاً . وَيُمْسِكُوْنَ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৮৯

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দরিদ্র হইয়াছে এবং কোন ব্যক্তি তাহার মাল হুবহু তাহার নিকট পায় তবে সে অন্যের তুলনায় সেই মালের অধিক হকদার হইবে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির নিকট কোন পণ্য বা খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়াছে। অতঃপর ক্রেতা দরিদ্র হইয়া গিয়াছে, তবে বিক্রেতা তাহার পণ্যের হুবহু কিছু পাইলে সে এই পণ্য গ্রহণ করিবে। যদি ক্রেতা উহার কিছু অংশ বিক্রয় করিয়া থাকে এবং উহাকে পৃথক করিয়া দিয়া থাকে তবে পণ্যের মালিক অন্যান্য ঋণদাতা বা মহাজনদের অপেক্ষা এই পণ্যের অধিক হকদার হইবে। ক্রেতা কর্তৃক উহা হইতে কিছু অংশ পৃথক করার কারণে তাহার পণ্যের যাহা হুবহু সে পাইয়াছে তাহা আয়ত্তে আনিতে কোন বাধা হইবে না। আর যদি বিক্রেতা পণ্যের মূল্যের কিছু তলব করিয়াছে অতঃপর বিক্রেতা পণ্যের যে মূল্য গ্রহণ করিয়াছে উহা ফেরত দিতে এবং যে পণ্য পাওয়া গিয়াছে উহা আয়ত্তে আনিতে পছন্দ করে এবং যাহা আদায় হয় নাই তাহাতে অন্যান্য মহাজনের সমান হইয়া যায় তবে ইহা জায়েয আছে।

মালিক (র) বলেন : কোন ব্যক্তি কিছু পণ্য খরিদ করিল উহা পশম হউক বা অন্য কোন ব্যবসায়ের মাল বা এক টুকরা জমি। অতঃপর যে খরিদ করিয়াছে সে উহাতে নূতন কোন কাজ করিল, যেমন জমিতে ঘর বানাইল বা পশম দ্বারা কাপড় তৈয়ার করিল। অতঃপর যে খরিদ করিয়াছিল সে গরীব হইয়া গেল, জমিওয়ালা

তাহাকে বলিল, আমি ঐ জমি এবং উহাতে যাহা নির্মাণ করা হইয়াছে তাহা সমস্তই লইয়া লইব, তবে ইহা তাহার জন্য বৈধ হইবে না বরং ঐ জমি এবং জমিতে যে ঘর ক্রেতা তৈয়ার করিয়াছিল উহার মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর দেখিতে হইবে ঐ জমির মূল্য কত পড়ে এবং ঘরের মূল্য কত হয়। অতঃপর ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে উহাতে অংশীদার হইবে। জমির মালিকের জন্য হইবে তাহার জমির অংশ অনুযায়ী এবং ঋণগ্রস্তদিগের জন্য হইবে নির্মিত গৃহাদির অংশ পরিমাণ।

মালিক (র) বলেন : ইহার ব্যাখ্যা এই যে, যেমন ঐ জমি ও ঘরের একত্রে মূল্য হইবে এক হাজার পাঁচ শত দিরহাম। এমতাবস্থায় জমির মূল্য হইবে পাঁচ শত দিরহাম এবং ঘরের মূল্য হইবে এক হাজার দিরহাম। জমির মালিকের জন্য হইবে এক-তৃতীয়াংশ এবং ঋণগ্রস্তদিগের জন্য হইবে দুই-তৃতীয়াংশ।

মালিক (র) বলেন : এইরূপেই পশম ইত্যাদির মূল্য ধরিত হইবে যদি খরিদ্দার ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে আর মূল্য আদায় করিতে অপারক হয়।

মালিক (র) বলেন : আর ঐ সমস্ত ব্যবসায়ের মাল যাহাতে খরিদ্দার কোন কাজ করে নাই বরং এমনি ঐ মালের যোগ্যতা তথা গুণাগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে আর উহার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এখন ঐ মালওয়ালা উহা পাইতে ইচ্ছা করিতেছে। কিন্তু খাতক উহা রাখিতে চাহিতেছে। এমতাবস্থায় ঋণদাতাদের ইচ্ছানুযায়ী তাহারা মালওয়ালাকে উহার মূল্যও দিয়া দিতে পারে, যে দামে উহা বিক্রয় হইয়াছিল। উহা হইতে কমাইতে পারিবে না বা তাহাকে তাহার মালও দিয়া দিতে পারে। আর যদি ঐ মালের মূল্য কমিয়া গিয়া থাকে তবে যে বিক্রয় করিয়াছে সে যদি ইচ্ছা করে তবে তাহার মাল লইয়া লইতে পারে।

মালিক (র) বলেন : কোন ব্যক্তি কোন দাসী বা কোন পশু খরিদ করিল এবং উহা তাহার নিকট বাচ্চা দিল অতঃপর ক্রেতা গরীব হইয়া গেল, ঐ দাসী বা পশু যে বাচ্চা প্রসব করিয়াছে উহা বিক্রেতার হইবে। যদি খাতকের উহা রাখিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহার পূর্ণ প্রাপ্য দিয়া উহা রাখিতে পারে।

(٤٣) باب ما يجوز من السلف

পরিচ্ছেদ ৪৩ 'সালাফ'-এ যাহা বৈধ

٩٠ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَكْرًا . فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ . قَالَ أَبُو رَافِعٍ : فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ . فَقُلْتُ ، لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رَبَاعِيًا . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « أَعْطِهِ إِيَّاهُ . فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً » .

রেওয়ায়ত ৯০

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর আযাদকৃত দাস আবূ রাফি'(রা) বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি ছোট উট লইয়াছিলেন, অতঃপর তাহার নিকট সাদকার উট আসে।

আবূ রাফি' বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে ঐ ব্যক্তির উটের বাচ্চা আদায় করিয়া দিতে বলিলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! উহাদের মধ্যে তো বাচ্চা উট নাই, সমস্তই বয়স্ক উট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, উহাই দিয়া দাও। কেননা ঐ লোকই উত্তম যে উৎকৃষ্ট বস্তু দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে।

٩١ – وَحَدَّثَنِيْ مَالِكُ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : اسْتَسْلَفَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ رَجُلٍ دَرَاهِمَ . ثُمَّ قَضَاهُ دَرَاهِمَ خَيْرًا مِنْهَا . فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا أَبَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ، هٰذِهِ خَيْرٌ مِنْ دَرَاهِمِي الَّتِيْ أَسْلَفْتُكَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : قَدْ عَلِمْتُ . وَلٰكِنْ نَفْسِيْ بِذٰلِكَ طَيِّبَةٌ .

قَالَ مَالِكُ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقْبِضَ مَنْ أُسْلِفَ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرَقِ أَوِ الطَّعَامِ أَوِ الْحَيْوَانِ ، مِمَّنْ أَسْلَفَهُ ذٰلِكَ ، أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفَهُ . اِذَا لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ عَلَى شَرْطٍ مِنْهُمَا . أَوْ عَادَةٍ فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى شَرْطٍ اَوْوَأْيٍ أَوْعَادَةٍ . فَذٰلِكَ مَكْرُوْهٌ . وَلاَ خَيْرَ فِيْهِ .

قَالَ : وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَضَى جَمَلاً رَبَاعِيًا خِيَارًا . مَكَانَ بَكْرٍ اسْتَسْلَفَهُ . وَأَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اسْتَسْلَفَ دَرَاهِمَ . فَقَضَى خَيْرَ مِنْهَا . فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى طِيْبِ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْتَسْلِفِ . وَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ عَلَى شَرْطٍ وَلاَ وَأْيٍ وَلاَ عَادَةٍ كَانَ ذٰلِكَ حَلاَلاً لاَ بَأْسَ بِهِ .

রেওয়ায়ত ৯১

মুজাহিদ (র) বলেন : আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) এক ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু দিরহাম কর্জ লইলেন। অতঃপর আদায় করিবার সময় যে দিরহাম ঋণস্বরূপ লইয়াছিলেন উহা হইতে উৎকৃষ্ট দিরহাম দিলেন। ঐ ব্যক্তি বলিল, হে আবূ আবদুর রহমান! এই দিরহাম আমার দিরহাম হইতে উৎকৃষ্ট যাহা আমি আপনাকে ধার দিয়াছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর বলিলেন, আমার তাহা জানা আছে তবুও আমি খুশী হইয়া উহা দিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি কাহাকেও স্বর্ণরৌপ্য বা কোন খাদ্যদ্রব্য ধার দেয় তবে ফেরত লইবার সময় যাহাকে ধার দিয়াছিল তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই, যদি এইরূপ কোন শর্ত করিয়া না থাকে বা ইহা নিয়মে পরিণত না হয় ; যদি শর্ত করে বা এইরূপ দেওয়ার নিয়ম থাকে তবে উহা মাকরূহ্।

মালিক (র) বলেন : ইহা এইজন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উটের বাচ্চা ধার লইয়া বড় বয়স্ক উট দিয়াছিলেন আর আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) দিরহাম লইয়া উহা হইতে উৎকৃষ্ট দিরহাম

দিয়াছিলেন। যদি ইহা খাতকের সন্তুষ্ট মনে হইয়া থাকে আর ইহার জন্য কোন শর্ত বা রীতি না থাকে তবে ইহা হালাল, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।

(٤٤) باب مالا يجوز من السلف

পরিচ্ছেদ ৪৪ : 'সালাফ' বা ঋণে যাহা অবৈধ

٩٢ - حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، اَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ فِيْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً طَعَامًا . عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ فِيْ بَلَدٍ آخَرَ . فَكَرِهَ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . وَقَالَ : فَأَيْنَ الْحَمْلُ ؟ يَعْنِي حُمْلاَنَهُ .

রেওয়ায়ত ৯২

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, এক ব্যক্তি অপর একজনের নিকট কিছু খাদ্যদ্রব্য ধার দিয়াছিল এই শর্তে যে, অন্য শহরে সে উহা পরিশোধ করিবে। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিলেন, ঐ স্থানে বহন করিবার খরচ কে বহন করিবে ? তাই উহা অপছন্দ করিলেন।

٩٣ - وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ . فَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، إِنِّيْ أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا . وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : فَذٰلِكَ الرِّبَا . قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ : السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وَجُوهٍ . سَلَفُ تُسْلِفُهُ تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ ، فَلَكَ وَجْهُ اللّٰهِ . وَسَلَفُ تَسْلِفَهُ تُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِكَ ، فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ . وَسَلَفُ تُسْلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَبِيْثًا بِطَيِّبٍ ، فَذٰلِكَ الرِّبَا . قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِيْ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَشُقَّ الصَّحِيْفَةَ . فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلُ الَّذِى أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ . وَإِنْ أَعْطَاكَ دُوْنَ الَّذِيْ أَسْلَفْتَهُ فَأَخَذْتَهُ أُجِرْتَ . وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهِ نَفْسَهُ فَذٰلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ . وَلَكَ أَجْرُمَا أَنْظَرْتَهُ .

রেওয়ায়ত ৯৩

মালিক (র) বলেন : তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলেন, হে আবূ আবদির রহমান! আমি এক ব্যক্তিকে কিছু ধার দিয়াছিলাম এবং উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু দেওয়ার শর্ত করিয়াছিলাম। আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলিলেন উহা সুদ হইবে। ঐ ব্যক্তি বলিলেন, তবে আমাকে এখন কি করিতে বলেন। তিনি বলিলেন, ঋণ তিন প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারের ঋণ যাহাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। উহাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টিই অর্জিত হইয়া থাকে। আর এক প্রকারের ঋণ

যাহাতে গ্রহীতা ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য হইয়া থাকে উহাতে ঐ ব্যক্তির সন্তুষ্টি লাভ হইয়া থাকে। আর এক প্রকার ঋণ যাহাতে হালালের বিনিময়ে হারাম (সুদ) গ্রহণ উদ্দেশ্য হইয়া থাকে। সে ব্যক্তি বলিল তবে আমাকে এখন কি করিতে বলেন ? তিনি বলিলেন, আমার মতে তুমি তোমার সুদের দলীল ছিড়িয়া ফেল, যদি তুমি যাহা ঋণ দিয়াছিলে তোমাকে ঐ পরিমাণ দিয়া দেয় তবে উহা লইবে, তোমার সওয়াব হইবে। আর যদি সে খুশী হইয়া তুমি যাহা দিয়াছ উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু দেয় তবে উহার শোকর করিবে। আর তুমি তাহাকে যে সময় দিয়াছ উহার সওয়াব পাইবে।

٩٤ – وَحَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ : مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ إِلاَّ قَضَاءَهُ.

রেওয়ায়ত ৯৪

নাফি'(র) হইতে বর্ণিত– তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, যদি কেহ কাহাকেও কোন ঋণ দেয় তবে যেন উহা আদায় করার শর্ত ছাড়া অন্য কোন শর্ত না করে।

٩٥ – وَحَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ : مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلاَ يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ . وَإِنْ كَانَتْ قَبْضَةً مِنْ عَلَفٍ ، فَهُوَ رِبًا .

قَالَ مَالِكٌ : اَلأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا . أَنَّ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِصِفَةٍ وَتَحْلِيَةٍ مَعْلُوْمَةٍ . فَإِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ . وَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ . إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الْوَلاَئِدِ . فَإِنَّهُ يُخَافُ ، فِيْ ذٰلِكَ ، الذَّرِيْعَةُ إِلَى إِحْلاَلِ مَالاَ يَحِلُّ . فَلاَ يَصْلُحُ . وَتَفْسِيْرُ مَا كُرِهَ مِنْ ذٰلِكَ . أَنْ يَسْتَسْلِفَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ . فَيُصِيْبُهَا مَا بَدَا لَهُ . ثُمَّ يَرُدُّهَا إِلَى صَاحِبِهَا بِعَيْنِهَا . فَذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ .وَلَمْ يَزَلْ أَهْلُ الْعِلْمِ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَلاَ يُرَخِّصُوْنَ فِيْهِ لأَحَدٍ .

রেওয়ায়ত ৯৫

মালিক (র) বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবন মাসউদ (রা) বলিতেন, যদি কেহ কাহাকেও ঋণ দেয় তবে উহা হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু বা অতিরিক্ত কিছুর শর্ত করিবে না যদিও একমুষ্টি ঘাস হয়। কেননা উহা সুদ।

মালিক (র) বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের নিকট সর্বসম্মত মত এই যে, যদি কেহ কোন পশু ধার নেয় তাহাতে কোন অসুবিধা নাই, তবে তাহাকে ঐরূপ পশুই পরিশোধ করিতে হইবে। তবে ক্রীতদাসীদের ব্যাপারে ইহা প্রযোজ্য হইবে না, কারণ ইহাতে যাহা নিষিদ্ধ তাহা হালাল করার আশংকা রহিয়াছে। ইহার ব্যাখ্যা এই, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ক্রীতদাসী ধার দিল, সে উহার সহিত সহবাস করিল, অতঃপর

মালিকের নিকট উহাকে ফেরত দিল, ইহা বৈধ নহে। আহলে-ইলম [উলামা এইরূপ করিতে বরাবর নিষেধ করিতেন এবং কাহাকেও ইহার অনুমতি দিতেন না।

(٤٥) باب ماينهى عنه من المساومة والمبايعة

পরিচ্ছেদ ৪৫ : ক্রয়-বিক্রয়ে যাহা নিষিদ্ধ সেই প্রসঙ্গ

٩٦ – حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰه ﷺ قَالَ لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .

রেওয়ায়ত ৯৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, একে অন্যের ক্রয়ের উপর ক্রয় করিও না।[১]

٩٧ – وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ اَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ . وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ . وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ . وَلاَ تَصُرُّوْا الْإِبِلَ وَالْغَنَمِ . فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنَ . بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا . إِنْ رَضِيَهَا ، أَمْسَكَهَا . وَإِنْ سَخِطَهَا ، رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمَرٍ . »

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرُ قَوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْمَا نُرَى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ : لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَسُوْمَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ . إِذَا رَكَنَ الْبَائِعُ إِلَى السَّائِمُ . وَجَعَلَ يَشْتَرِطُ وَزْنَ الذَّهَبِ . وَيَتَبَرَّأ مِنَ الْعُيُوْبِ وَمَا أَشْبَهَ هٰذَا . مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَرَادَ مُبَايَعَةَ السَّائِمِ فَهٰذَا الَّذِيْ نَهى عَنْهُ . وَاللّٰهُ أَعْلَمُ .

قَالَ مَالِكُ : وَلاَ بَأْسَ بِالسَّوْمِ بِالسِّلْعَةِ تُوْقَفُ لِلْبَيْعِ . فَيَسُوْمُ بِهَا غَيْرَ وَاحِدٍ .

قَالَ : وَلَوْ تَرَكَ النَّاسُ السَّوْمَ عِنْدَ أَوَّلِ مَنْ يَسُوْمُ بِهَا . أَخِذَتْ بِشِبْهِ الْبَاطِلُ مِنْ الثَّمَنِ . وَدَخَلَ عَلَى الْبَاعَةِ ، فِيْ سِلَعِهِمُ الْمَكْرُوْهُ . وَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَى هٰذَا .

১. অর্থাৎ ক্রেতাদের একজন যখন কোন পণ্যের দাম করিতে থাকে তখন অন্যজনের এইরূপ বলা যে, আমি এই মূল্যের চাইতে অধিক মূল্য দিব।

রেওয়ায়ত ৯৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, বণিকদের সহিত তাহাদের পণ্য খরিদ করার জন্য আগে আগে মিলিত হইও না।[১] আর কেউ যেন একজনের ক্রয়ের উপর ক্রয় না করে, আর একে অন্যের উপর নাজাশ[২] করিও না। আর কোন শহরবাসী যেন কোন গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে বিক্রয় না করে। আর উট এবং বকরীর স্তনে দুধ জমা ৩ করিয়া রাখিও না যদি কেহ এইরূপ উট ও বকরী ক্রয় করে, যদি পরে উহার অবস্থা অবগত হয় তবে তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, ইচ্ছা হইলে রাখিবে আর উহা ফেরত দিবার অধিকারও তাহার থাকিবে। যদি ফেরত দেয়, তবে যেন দুধের পরিবর্তে এক সা'[৪] খেজুর দিয়া দেয়।

মালিক (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, একে অন্যের ক্রয়ের উপর ক্রয় করিও না। উহার ব্যাখ্যা হইল, একজন যেন অন্যজনের দাম বলার সময় দাম না করে। যখন বিক্রেতার ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ পায় এবং পণ্যের দাম ঠিক করে পণ্যকে নির্দোষ প্রমাণ করিতে আরম্ভ করে অথবা এমন কোন কাজ করে যাহাতে মনে হয় যে, বিক্রেতা প্রথম ক্রেতার নিকট বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। এমতাবস্থায় অন্য কাউকে দাম করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

মালিক (র) বলেন : যদি বিক্রেতা প্রথম ব্যক্তির দামে বিক্রয় করিতে রাযী না হয় বরং মাল বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখা হয় তবে সকলেই উহার মূল্য বলিতে পারে। যদি একজনের দাম বলার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের দাম বলা নিষেধ হইত, তবে নামমাত্র মূল্যের বিনিময়ে প্রথম ক্রেতা উহা গ্রহণ করিতে পারিত এবং বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে। মদীনায় বর্ধিত মূল্যে ক্রয় করার বরাবর রেওয়াজ ছিল।

৯৮ – قَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ النَّجْشِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالنَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا . وَلَيْسَ فِيْ نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا . فَيَقْتَدِى بِكَ غَيْرُكَ .

---

১. যখন কেহ বাহির হইতে খাদ্যদ্রব্য শহরে আসিতে থাকে তখন শহরের বাহিরে যাইয়া তাহা হইতে ক্রয় করা নিষিদ্ধ। ইহার দুইটি দিক হইতে পারে :
শহরে দুর্ভিক্ষ। এমতাবস্থায় সে ক্রয় করিয়া শহরেআনিয়া ইচ্ছামত মূল্যে বিক্রয় করিবে। যদি সে ক্রয় না করিত তাহা হইলে ঐ খাদ্য বস্তু শহরে আসিত আর সর্বসাধারণ উহা সঙ্গত মূল্যে খরিদ করিতে পারিত।
শহরে দুর্ভিক্ষ না হইলেও যাহারা উহা বিক্রয় করিতে আনিতেছিল শহরের বাজারদর তাহাদের জানা না থাকায় এই ব্যক্তি ধোঁকা দিয়া সস্তায় তাহাদের দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারে।

২. নাজাশ করিও না : নাজাশ হইতেছে নিলামের সময় যে খরিদ করিবে না সেও দালালের দলে থাকিয়া অতিরিক্ত ডাক দিয়া ঐ বস্তুর দাম বাড়াইয়া দেয়, অন্যকে ধোঁকায় ফেলে।

৩. দুধ জমা করা : উট বকরী বিক্রয় করার সময় অনেকে ২/৩ দিন পূর্ব হইতে উহাদের স্তনে দুধ জমা করিয়া থাকে, যাহাতে খরিদ্দার উহাকে অনেক দুধওয়ালা মনে করে।

৪. (صاع) সা' একটি পরিমাপের পাত্র বিশেষ যে পাত্র আট রতল অর্থাৎ চারি সেরের সমপরিমাণ হয়।

রেওয়ায়ত ৯৮

ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নাজাশ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। নাজাশ বলা হয় মালের উপযুক্ত দামের চাইতে অধিক দাম বলা অথচ তাহার ক্রয়ের ইচ্ছা নাই। বরং এই অধিক দাম বলার উদ্দেশ্য যেন অন্য ব্যক্তি তাহার অনুসরণ করিয়া ধোঁকায় পড়িয়া এই দামে উহা ক্রয় করে।

(٤٦) باب جامع البيوع

পরিচ্ছেদ ৪৬ : ক্রয়-বিক্রয়ের বিভিন্ন বিধান

৯৯ - حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ .. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ قَالَ » : فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُوْلُ : لاَ خِلاَبَةَ .

রেওয়ায়ত ৯৯

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তাহাকে ধোঁকা দেওয়া হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় বলিয়া দিবে, যেন ধোঁকা দেওয়া না হয়। অবশেষে যখন ঐ ব্যক্তি ক্রয়- বিক্রয় করিত তখন বাক্যটি বলিত।[১]

১০০ - وَحَدَّثَنِيْ مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ : إِذَا جِئْتَ أَرْضًا يُوْفُوْنَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ ، فَأَطِلُ الْمُقَامِ بِهَا . وَاِذَا جِئْتُ أَرْضًا يَنْقُصُوْنَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ ، فَأَقْلِلِ الْمَقَامِ بِهَا .

রেওয়ায়ত ১০০

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (রা)[২]-কে বলিতে শুনিয়াছেন, তিনি বলিতেন, যখন তুমি এইরূপ কোন শহরে যাইবে যেখানকার অধিবাসিগণ পূর্ণরূপে ওজন করে তবে তথায় অনেক দিন থাকিও। আর যখন এইরূপ শহরে যাইবে যেখানকার অধিবাসিগণ ওজনে ত্রুটি করে, তবে সেখানে অনেক দিন থাকিও না।

---

১. দার-এ কুতনী ও বায়হাকীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ঐ ব্যক্তিকে বলিয়াছেন, যদি তুমি কোন দ্রব্য ক্রয় কর তবে তোমার তিন দিন পর্যন্ত ইখতিয়ার থাকিবে, হয় ঐ মাল রাখিবে না হয় ফেরত দিবে। এই ব্যক্তি উসমান (রা)-এর সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তখন তাহার বয়স ছিল ১৮০ বৎসর। কেহ কেহ বলেন, এই ইখতিয়ার ঐ ব্যক্তির জন্যই খাস, অন্য লোকের জন্য নহে। কেহ কেহ বলেন, যখন ঐরূপ ধোঁকা হয় তখন প্রত্যেকের জন্যই এই ইখতিয়ার আসিবে। ঐ ব্যক্তির নাম হিব্বান ইব্‌ন মুনকিয বা মুনকিয ইব্‌ন আমর ছিল।

২. কেননা যেখানের লোক ওজনে ত্রুটি করে তথায় আযাব নাযিল হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ আযাবের সময় কি আমরা সকলেই ধ্বংস হইয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হাঁ যখন অপকর্ম বাড়িয়া যাইবে।

١٠١ – وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ يَقُولُ : أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا سَمْحًا إِنْ بَاعَ . سَمْحًا إِنِ ابْتَاعَ . سَمْحًا إِنْ قَضَى سَمْحًا إِنِ اقْتَضَى.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْإِبِلَ أَوِ الْغَنَمَ أَوِ الْبَزَّ أَوِ الرَّقِيقَ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْعُرُوضِ جِزَافًا : إِنَّهُ لاَ يَكُونُ الْجِزَافُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يُعَدُّ عَدًّا .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ السِّلْعَةَ يَبِيعُهَا لَهُ . وَقَدْ قَوَّمَهَا صَاحِبُهَا قِيمَةً فَقَالَ : إِنْ بِعْتَهَا بِهٰذَا الثَّمَنِ الَّذِي أَمَرْتُكَ بِهِ ، فَلَكَ دِينَارٌ . أَوْ شَيْءٌ يُسَمِّيهِ لَهُ . يَتَرَاضَيَانِ عَلَيْهِ . وَإِنْ لَمْ تَبِعْهَا . فَلَيْسَ لَكَ شَيْءٌ : إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ . إِذَا سَمَّى ثَمَنًا يَبِيعُهَا بِهِ . وَسَمَّى أَجْرًا مَعْلُومًا . إِذَا بَاعَ أَخَذَهُ . وَإِنْ لَمْ يَبِعْ فَلاَ شَيْءَ لَهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذٰلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : إِنْ قَدَرْتَ عَلَى غُلاَمِي الْآبِقِ . أَوْ جِئْتَ بِجَمَلِي الشَّارِدِ . فَلَكَ كَذَا . فَهٰذَا مِنْ بَابِ الْجُعْلِ . وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ . وَلَوْ كَانَ مِنْ بَابِ الْإِجَارَةِ ، لَمْ يَصْلُحْ .

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يُعْطِي السِّلْعَةَ . فَيُقَالُ لَهُ : بِعْهَا وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فِي كُلِّ دِينَارٍ . لِشَيْءٍ يُسَمِّيهِ . فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ لأَنَّهُ كُلَّمَا نَقَصَ دِينَارٌ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ ، نَقَصَ مِنْ حَقِّهِ الَّذِي سَمَّى لَهُ . فَهٰذَا غَرَرٌ . لاَيَدْرِي كَمْ جَعَلَ لَهُ .

রেওয়ায়ত ১০১

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি মুহাম্মদ ইব্ন মুনকাদির (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে ক্রয় করিতে, বিক্রয় করিতে, ঋণ আদায় করিতে, ঋণ উশুল করিতে নরম ব্যবহার করে।[১]

মালিক (র) বলেন : কোন ব্যক্তির উট, বকরী, কাপড়, গোলাম, দাসী ইত্যাদি গণনা না করিয়া এক দলকে একত্রে খরিদ করিয়া লওয়া ভাল নয়, যে বস্তু গণনা করিয়া বিক্রি হয় উহা গণনা করিয়া খরিদ করা ভাল।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও নিজের কোন বস্তু নির্ধারিত মূল্যে এই শর্তে বিক্রয় করিতে দেয় যে, যদি তুমি এই মূল্যে বিক্রয় কর তবে তোমাকে এক দীনার অথবা অন্য কিছু দেওয়া হইবে যাহা নির্দিষ্ট করা হইয়াছে এবং উভয়ে উহাতে সম্মত হইয়াছে তাহা না হইলে কিছুই পাইবে না। তবে ইহাতে

১. অর্থাৎ প্রত্যেক কাজেই সহজ ব্যবহার করে কড়াকড়ি করে না।

কোন ক্ষতি নাই, যদি বিক্রয় মূল্য ও বিক্রয়ের পরের প্রাপ্য নির্ধারিত হইয়া থাকে। বিক্রয় করিলে উহা পাইবে, না করিলে পাইবে না।

মালিক (র) বলেন : উহার উদাহরণ এই যে, কোন ব্যক্তি কাহাকেও বলিল, যদি তুমি আমার যে গোলাম বা উট পলাইয়া গিয়াছে উহাকে তালাশ করিয়া আনিয়া দাও তবে তোমাকে এত দিব, তবে ইহা বৈধ। কারণ ইহাতে পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করিয়া কাজে নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইহা ইজারা নহে, যদি ইজারা হইত তবে ইহা বৈধ হইত না।

মালিক (র) বলেন : কেহ এক ব্যক্তিকে কিছু মাল দিয়া বলিল, ইহা বিক্রয় করিলে প্রতি দীনারে তোমাকে এত দিব ; কত দিব তাহা উল্লেখ করিল। ইহাও বৈধ নহে। কেননা উক্ত পণ্যের দাম কম হইলেই তাহার নির্ধারিত পারিশ্রমিক কমিয়া যাইবে। ইহাও এক প্রকার ধোঁকা, জানে না সে কত পাইবে।

١٠٢ – وَحَدَّثَنِيْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى الدَّابَّةِ ثُمَّ يُكْرِيْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَكَارَاهَا بِهِ فَقَالَ : لاَ بَأْس بِذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১০২

মালিক (র) ইব্ন শিহাব (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, তাহাকে এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, যে একটি জন্তু ভাড়ায় লইয়া উহা আবার অধিক ভাড়ায় অন্যকে দিয়া দেয়। তিনি বলিলেন, উহাতে কোন ক্ষতি নাই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩২

كتاب القراض

শরীকী কারবার করা অধ্যায়

(١) باب ماجاء فى القراض

পরিচ্ছেদ ১ : কিরাব[১] সম্বন্ধে রেওয়ায়ত

١-حَدَّثَنِى مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ عَبْدُ اللّٰهِ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِى جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ. فَلَمَّا قَفَلاَ مَرَّا عَلَى أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ . فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ. ثُمَّ قَالَ : لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ . ثُمَّ قَالَ : بَلَى ، هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللّٰهِ أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَأُسْلِفُكُمَاهُ. فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ. ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ. فَتُؤَدِّيَانِ رَأْسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا. فَقَالاَ : وَدِدْنَا ذٰلِكَ. فَفَعَلَ وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُمَاالْمَالَ. فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأَرْبِحَا. فَلَمَّا دَفَعَا ذٰلِكَ إِلَى عُمَرَ ، قَالَ : أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا ؟ قَالاَ : لاَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ . فَأَسْلَفَكُمَا. أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ. فَأَمَّا عَبْدُ اللّٰهِ ، فَسَكَتَ. وَأَمَّا عُبَيْدُ اللّٰهِ ، فَقَالَ : مَا يَنْبَغِيْ لَكَ ، يَاأَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، هٰذَا.

---

১. কিরাব ও মুযারাবা একই অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ শরীকী কারবার করা। একজনের শ্রম অন্যজনের টাকা। মুনাফা উভয়ে ভাগ করিয়া নিবে।

لَوْ نَقَصَ هٰذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنْتَاهُ. فَقَالَ عُمَرُ : أَدِّيَاهُ. فَسَكَتَ عَبْدُ اللّٰهِ. وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا. فَقَالَ عُمَرُ : قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا . فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ. وَأَخَذَ عَبْدُ اللّٰهِ وَعُبَيْدُ اللّٰهِ، ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ.

রেওয়ায়ত ১

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেন, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর দুই পুত্র আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্ জিহাদের উদ্দেশ্যে এক কাফেলার সহিত ইরাক যাত্রা করিলেন। ফিরিবার সময় তাঁহারা আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তখন বসরার আমীর ছিলেন। তিনি তাঁহাদের স্বাগতম জানাইয়া বলিলেন, যদি আমি তোমাদের কোন উপকার করিতে পারিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহা করিতাম। ঠিক আছে আমার নিকট আল্লাহ্‌র কিছু সম্পদ রহিয়াছে, আমি উহা আমীরুল মু'মিনীনের নিকট পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমি উহা তোমাদিগকে দিয়া দিতেছি। তোমরা উহা দ্বারা ইরাক হইতে কিছু বস্তু খরিদ করিয়া লও, পরে উহা মদীনায় বিক্রয় করিয়া কিছু মুনাফা অর্জন করিতে পার। তাহারা বলিলেন, আমরাও তাহাই চাহিতেছি। পরে আবূ মূসা তাহাই করিলেন এবং উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-কে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহাদের নিকট হইতে মূলধন লইয়া লইবেন। তাঁহারা মদীনায় পৌঁছিয়া ঐ বস্তু বিক্রয় করিয়া অনেক মুনাফা অর্জন করিলেন। মূল অর্থ লইয়া উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, আবূ মূসা কি প্রত্যেক সৈনিককে এত অর্থ ঋণ দিয়াছেন? তাঁহারা বলিলেন, না। উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিলেন, তিনি তোমাদিগকে আমীরুল মু'মিনীনের পুত্র হিসাবে এই অর্থ দিয়াছেন। তোমরা মূল অর্থ এবং মুনাফা উভয়টাই আদায় কর। শুনিয়া আবদুল্লাহ্ তো চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ্ বলিলেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনার এইরূপ করা উচিত হইবে না। কারণ যদি এই অর্থ নষ্ট হইয়া যাইত বা ক্ষতি হইত, তবে আমরা উহার জন্য জিম্মাদার হইতাম। উমর (রা) বলিলেন, না তোমরা সমস্তই দিয়া দাও। আবদুল্লাহ্ চুপই রহিলেন কিন্তু উবায়দুল্লাহ্ তাহার উক্তির পুনরাবৃত্তি করিলেন। তখন উমর (রা)-এর উপদেষ্টা (আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) বলিলেন, আমীরুল মু'মিনীন! এই ব্যাপারকে বা'য়ই-মুযারাবা সাব্যস্ত করিতে পারেন, ইহাই উত্তম হইবে। উমর (রা) বলিলেন, উহাই সাব্যস্ত করিলাম। পরে তিনি মূলধন এবং অর্ধেক মুনাফা গ্রহণ করিলেন আর অর্ধেক মুনাফা গ্রহণ করিলেন আবদুল্লাহ্ ও উবায়দুল্লাহ্।

٢–حَدَّثَنِي مَالِكٌ ، عَنِ الْعَلَاءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ . عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا.

রেওয়ায়ত ২

আলা ইব্‌ন আবদির রহমান তাহার পিতার মধ্যস্থতায় তাহার দাদা হইতে বর্ণনা করেন, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা) তাহাকে কিরায বা মুযারাবার উপর মাল দিয়াছিলেন যে, সে পরিশ্রম করিবে আর মুনাফা উভয়ে ভাগ করিয়া লইবে।

(٢)-باب مايجوز فى القراض

পরিচ্ছেদ ২ : কোন্ কোন্ মুযারাবা বৈধ

٣-قَالَ مَالِكٌ ، وَجْهُ الْقِرَاضِ الْمَعْرُوفِ الْجَائِزِ، أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ الْمَالَ مِنْ صَاحِبِهِ. عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيْهِ. وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَنَفَقَةُ الْعَامِلِ فِي الْمَالِ ، فِي سَفَرِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَكِسْوَتِهِ، وَمَا يُصْلِحُهُ بِالْمَعْرُوفِ، بِقَدْرِ الْمَالِ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ، إِذَا كَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ ذٰلِكَ . فَإِنْ كَانَ مُقِيمًا فِيْ أَهْلِهِ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ، وَلاَ كِسْوَةَ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يُعِيْنَ الْمُتَقَارِضَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذٰلِكَ مِنْهُمَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ رَبُّ الْمَالِ مِمَّنْ قَارَضَهُ بَعْضَ مَا يَشْتَرِى مِنَ السِّلَعِ. إِذَا كَانَ ذٰلِكَ صَحِيحًا عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ.

قَالَ مَالِكٌ، فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَإِلَى غُلاَمٍ لَهُ مَالاً قِرَاضًا ، يَعْمَلاَنِ فِيهِ جَمِيعًا : إِنَّ ذٰلِكَ جَائِزٌ. لاَ بَأْسَ بِهِ. لأَنَّ الرِّبْحَ مَالٌ لِغُلاَمِهِ. لاَ يَكُونُ الرِّبْحُ لِلسَّيِّدِ. حَتَّى يَنْتَزِعَهُ مِنْهُ. وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنْ كَسْبِهِ.

রেওয়ায়ত ৩

মালিক (র) বলেন : মুযারাবাত বা শরীকী কারবার এইভাবে বৈধ যে, কেহ কাহারও নিকট হইতে এই শর্তে টাকা নেয় যে, সে শ্রম ও মেহনত করিবে। ক্ষতি হইলে সে দায়ী থাকিবে না। সফরে খাওয়া-দাওয়া এবং বহন খরচ ও অন্যান্য বৈধ খরচ ঐ মাল হইতে নিয়ম মাফিক ব্যয় করা হইবে মূলধন অনুযায়ী। অবশ্য অর্থ গ্রহণকারী আবাসে থাকিলে মূলধন হইতে ব্যয় করিতে পারিবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি অর্থ গ্রহণকারী অর্থদাতাকে, অর্থদাতা অর্থ গ্রহণকারীকে তাহার শ্রমের পরিমাণ মতো কোন শর্ত ব্যতীত সাহায্য করে তবে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। যদি অর্থদাতা অর্থ গ্রহণকারী হইতে শর্ত ব্যতীত কোন বস্তু খরিদ করে তবে ইহাতেও কোন ক্ষতি নাই।

মালিক (র) বলেন : যদি এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে এবং স্বীয় দাসকে শরীকী কারবারের জন্য অর্থ দেয় এবং এই শর্ত করে যে, উভয়ই ইহাতে কাজ করিবে, তবে তাহা জায়েয আছে। কারণ নির্ধারিত লভ্যাংশের মালিক ক্রীতদাস হইবে, তাহার প্রভু উহা ছিনাইয়া লইতে পারিবে না, এই মালের স্বত্বাধিকারী ক্রীতদাসই থাকিবে।

(٣) باب ما لا يجوز في القراض

পরিচ্ছেদ ৩ : অবৈধ মুযারাবা

٤–قَالَ مَالِكُ ، إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ. فَسَأَلَهُ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا : إِنَّ ذٰلِكَ يُكْرَهُ حَتَّى يَقْبِضَ مَالَهُ. ثُمَّ يُقَارِضُهُ بَعْدُ ، أَوْ يُمْسِكُ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ اعْسَرَ بِمَالِهِ. فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذٰلِكَ. عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَهَلَكَ بَعْضُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ. ثُمَّ عَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ زَنْ يَجْعَلَ رَأْسَ الْمَالِ بَقِيَّةَ الْمَالِ. بَعْدَ الَّذِى هَلَكَ مِنْهُ، قَبْلُ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يُقْبَلُ قَوْلُهُ. وَيُجْبَرُ رَأْسُ الْمَالِ مِنْ رِبْحِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ عَلَى سَرْطِهِمَا مِنَ الْقِرَاضِ.

قَالَ مَالِكُ : لاَ يَصْلُحُ الْقِرَاضُ إِلاَّ فِي الْعَيْنِ مِنَ الذَّهَبِ أَوِالْوَرِقِ وَلاَ يَكُوْنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ وَالسِّلَعِ، وَمِنَ الْبُيُوعِ ، مَا يَجُوزُ إِذَا تَفَاوَتَ أَمْرُهُ وَتَفَاحَشَ رَدُّهُ. فَأَمَّا الرِّبَا ، فَإِنَّهُ لاَ يَكُونُ فِيهِ إِلاَّ الرَّدُّ أَبَدًا وَلاَ يَجُوزُ مِنْهُ قَلِيْلٌ وَلاَ كَثِيرٌ. وَلاَ يَجُوْزُ فِيْهِ مَايَجُوْزُ فِي غَيْرِهِ لأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِيْ كِتَابِهِ– وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ–.

রেওয়ায়ত ৪

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কাহারও নিকট করযের টাকা পাওনা থাকে আর যাহার নিকট টাকা পাওনা রহিয়াছে সে বলিল, তোমার যে টাকা আমার নিকট রহিয়াছে, তাহা আমার নিকট শরীকী কারবারে থাকিতে দাও ইহা অবৈধ বরং প্রথমে টাকা উশুল করিয়া লওয়া উচিত, পরে তাহার ইচ্ছা হইলে শরীকী কারবারে ঐ টাকা দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। কেননা টাকা উশুল করার পূর্বে উহাকে

শরীকী কারবারে দিলে উহাতে সুদ হওয়ার আশংকা রহিয়াছে, যেমন দাতা তাহাকে সময় দেওয়ার পরিবর্তে ঋণ বাড়াইয়া দিল।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কাহাকেও শরীকী কারবারের জন্য টাকা দেয় এবং ব্যবসা আরম্ভ করিবার পূর্বেই কিছু টাকা নষ্ট হইয়া যায়, অতঃপর বাকী টাকা দ্বারা ব্যবসা করিয়া ঐ অবশিষ্ট টাকাকেই মূলধন ধরিয়া লভ্যাংশের আধা-আধি ভাগ করিয়া নেয়, তবে ইহা অবৈধ বরং প্রথমে সম্পূর্ণ মূলধন তাহার পরিশোধ করিতে হইবে, পরে যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে উহাকে মুনাফা ধরিয়া ভাগ করিয়া নিবে।

মালিক (র) বলেন : শরীকী কারবার স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদিতে জায়েয, অন্য আসবাব বৈধ নহে, কিন্তু যদি কারবারে বা ক্রয়-বিক্রয়ে কিছু অসুবিধা দেখা দেয় যাহা শোধরান কষ্টকর হয়, তবে বৈধ হইবে, কিন্তু সুদ ইহার ব্যতিক্রম, কেননা উহার কম-বেশি সবই হারাম, কোন প্রকারেই জায়েয নহে। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَاِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ اَمْوَالِكُمْ لاَتَظْلِمُوْنَ وَلاَتُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ যদি তোমরা সুদের কারবার হইতে তওবা কর, তবে তোমাদের জন্য মূলধন রহিয়াছে। না তোমরা কাহারও উপর জুলুম করিবে, আর না কেহ তোমাদের উপর জুলুম করিবে।

(٤) باب مايجوز من الشرط فى القراض

পরিচ্ছেদ ৪ : শরীকী কারবারের বৈধ শর্তসমূহ

٥–قَالَ يَحْيٰى قَالَ مَالِكٌ، فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَتَشْتَرِىَ بِمَالِى إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا . أَوْ يَنْهَاهُ أَنْ يَشْتَرِىَ سِلْعَةً بِاسْمِهَا.

قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ حَيَوَانًا أَوْ سِلْعَةً بِاسْمِهَا ، فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ. وَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى مَنْ قَارَضَ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ إِلاَّ سِلْعَةَ كَذَاوكَذَا، فَإِنَّ ذٰلِكَ مَكْرُوهٌ. إِلاَّ أَنْ تَكُونَ السِّلْعَةُ، الَّتِى أَمَرَهُ أَنْ لاَ يَشْتَرِىَ غَيْرَهَا، كَثِيرَةً مَوْجُودَةً. لاَ تُخْلِفُ فِى شِتَاءٍ وَلاَ صَيْفٍ فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ، فِىْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاَ قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ. خَالِصًا دُونَ صَاحِبِهِ : فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَإِنْ كَانَ دِرْهَمًا وَاحِدًا. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ نِصْفَ الرِّبْحِ لَهُ. وَنِصْفَهُ لِصَاحِبِهِ. أَوْثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ

اَكْثَرَ. فَإِذَا سَمَّى شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ، قَلِيلاً أَوْكَثِيرًا. فَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ سَمَّى مِنْ ذٰلِكَ حَلاَلٌ. وَهُوَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ : وَلٰكِنْ إِنِ اشْتَرَطَ أَنَّ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ دِرْهَمًا وَاحِدًا. فَمَا فَوْقَهُ. خَالِصًا لَهُ دُوْنَ صَاحِبِهِ. وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. وَلَيْسَ عَلَى ذٰلِكَ قِرَاضُ الْمُسْلِمِينَ.

রেওয়ায়ত ৫

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কাহাকেও শরীকী কারবারের জন্য কিছু অর্থ দেয় আর এই শর্ত করে যে, এই এই মাল ক্রয় করিতে পারিবে না। অথবা নির্দিষ্ট করিয়া বলে অমুক পণ্য ক্রয় করিবে না তবে উহা বৈধ। মালিক (র) বলেন, যদি নির্দিষ্ট কোন পশু বা পণ্য ক্রয় না করার ঋণগ্রহীতার প্রতি শর্ত আরোপ করা হয় তবে ইহাতে কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন : যদি এই শর্ত আরোপ করে যে, এই প্রকার মালেরই ব্যবসায় করিবে তবে উহা মাকরূহ্। হাঁ, যদি সেই মাল প্রত্যেক মৌসুমে বাজারে পর্যাপ্ত পাওয়া যায় তবে তাহা মাকরূহ নহে।

মালিক (র) বলেন : যদি মূলধন বিনিয়োগকারী নিজের জন্য শরীকী কারবারে কোন নির্দিষ্ট অংক নির্ধারিত করে, যাহাতে অপর শরীকের কোন অধিকার থাকিবে না তাহা এক দিরহামই হউক না কেন তবুও ইহা জায়েয নহে। কেননা হইতে পারে উহার ঊর্ধ্বে লাভ হইবে না। হাঁ, যদি ব্যবসায়ীর জন্য লাভের অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ বা ইহা হইতে কম-বেশি নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট নিজের জন্য তবে উহা জায়েয। ইহা হইতেছে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত কিরায পদ্ধতি।

মালিক (র) বলেন : যদি লভ্যাংশের এক দিরহাম পুঁজি বিনিয়োগকারী নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে যাহাতে অপর শরীকের কোন অধিকার থাকিবে না, অবশিষ্ট লাভ উভয়ের মধ্যে অর্ধেক হারে ভাগ হইবে। তবে শরীকী কারবার অবৈধ হইবে। ইহা মুসলমানদের কিরায-নীতি নহে।

(٥) باب ما لا يجوز من الشرط فى القراض

পরিচ্ছেদ ৫ : শরীকী কারবারের অবৈধ শর্তসমূহ

٦-قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَنْبَغِيْ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا. دُونَ الْعَامِلِ. وَلاَ يَنْبَغِيْ لِلْعَامِلِ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ الرِّبْحِ خَالِصًا. دُوْنَ صَاحِبِهِ. وَلاَ يَكُونُ مَعَ الْقِرَاضِ بَيْعٌ، وَلاَ كِرَاءٌ، وَلاَ عَمَلٌ، وَلاَ

سَلَفٌ، وَلاَ مِرْفَقٌ. يَشْتَرِطُهُ احَدُهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. إِلاَّ أَنْ يُعِينَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ. عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ. إِذَا صَحَّ ذٰلِكَ مِنْهُمَا. وَلاَ يَنْبَغِي لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ زِيَادَةً ، مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ فِضَّةٍ وَلاَ طَعَامٍ ، وَلاَ شَيْءٍ مِنَ الْاَشْيَاءِ . يَزْدَادُهُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ. قَالَ : فَإِنْ دَخَلَ الْقِرَاضَ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ ، صَارَ إِجَارَةً . وَلاَ تَصْلُحُ الْإِجَارَةُ إِلاَّ بِشَيْءٍ ثَابِتٍ مَعْلُومٍ. وَلاَ يَنْبَغِي لِلَّذِي أَخَذَ الْمَالَ أَنْ يَشْتَرِطَ، مَعَ أَخْذِهِ الْمَالَ ، أَنْ يُكَافِئَ . وَلاَ يُوَلِّيَ مِنْ سِلْعَتِهِ أَحَدًا . وَلاَ يَتَوَلَّى مِنْهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ. فَإِذَا وَفَرَ الْمَالُ. وَحَصَلَ عَزْلُ رَأْسِ الْمَالِ. ثُمَّ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَالِ رِبْحٌ. أَوْ دَخَلَتْهُ وَضِيعَةٌ. لَمْ يَلْحَقِ الْعَامِلَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْءٌ. لاَ مِمَّا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ. وَلاَ مِنَ الْوَضِيعَةِ. وَذٰلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي مَالِهِ. وَالْقِرَاضُ جَائِزٌ عَلَى مَاتَرَاضَى عَلَيْهِ رَبُّ الْمَالِ وَالْعَامِلُ. مِنْ نِصْفِ الرِّبْحِ ، أَوْثُلُثِهِ، أَوْ رُبُعِهِ، أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ ، أَوْأَكْثَرَ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَيَجُوزُ لِلَّذِي يَأْخُذُ الْمَالَ قِرَاضًا أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ سِنِينَ لاَ يُنْزَعُ مِنْهُ.

قَالَ : وَلاَ يَصْلُحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنَّكَ لاَ تَرُدُّهُ إِلَىَّ سِنِينَ ، لِأَجَلٍ يُسَمِّيَانِهِ. لأَنَّ الْقِرَاضَ لاَ يَكُونُ إِلَى أَجَلٍ. وَلٰكِنْ يَدْفَعُ رَبُّ الْمَالِ مَالَهُ إِلَى الَّذِي يَعْمَلُ لَهُ فِيهِ. فَإِنْ بَدَا لأَحَدِهِمَا أَنْ يَتْرُكَ ذٰلِكَ. وَالْمَالُ نَاضٌّ لَمْ يَشْتَرِ بِهِ شَيْئًا ، تَرَكَهُ. وَأَخَذَ صَاحِبُ الْمَالِ مَالَهُ. وَإِنْ بَدَا لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَقْبِضَهُ، بَعْدَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهِ سِلْعَةً. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. حَتَّى يُبَاعَ الْمَتَاعُ وَيَصِيرَ عَيْنًا. فَإِنْ بَدَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَرُدَّهُ، وَهُوَ عَرْضٌ، لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ لَهُ. حَتَّى يَبِيعَهُ، فَيَرُدَّهُ عَيْنًا كَمَاأَخَذَهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَصْلُحُ لِمَنْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا ، أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ خَاصَّةً. لأَنَّ رَبَّ الْمَالِ، إِذَا اشْتَرَطَ ذٰلِكَ ، فَقَدِ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ ، فَضْلاً مِنَ الرِّبْحِ ثَابِتًا. فِيمَا سَقَطَ عَنْهُ مِنْ حِصَّةِ الزَّكَاةِ . الَّتِي تُصِيبُهُ مِنْ حِصَّتِهِ.

وَلاَ يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى مَنْ قَارَضَهُ ، أَنْ لاَ يَشْتَرِيَ إِلاَّ مِنْ فُلاَنٍ . لِرَجُلٍ يُسَمِّيهِ. فَذٰلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ. لأَنَّهُ يَصِيرُ لَهُ أَجِيرًا بِأَجْرٍ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي دَفَعَ إِلَيْهِ الْمَالَ الضَّمَانَ. قَالَ . لاَ يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ فِي مَالِهِ غَيْرَ مَاوَضَعَ الْقِرَاضُ عَلَيْهِ. وَمَا مَضَى مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِيهِ. فَإِنْ نَمَا الْمَالُ عَلَى شَرْطِ الضَّمَانِ. كَانَ قَدِ ازْدَادَ فِي حَقِّهِ مِنَ الرِّبْحِ مِنْ أَجْلِ مَوْضِعِ الضَّمَانِ. وَإِنَّمَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى مَا لَوْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ضَمَانٍ. وَإِنْ تَلِفَ الْمَالُ لَمْ أَرَ عَلَى الَّذِي أَخَذَهُ ضَمَانًا. لأَنَّ شَرْطَ الضَّمَانِ فِي الْقِرَاضِ بَاطِلٌ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَبْتَاعَ بِهِ إِلاَّ نَخْلاً أَوْ دَوَابَّ. لأَجْلِ أَنَّهُ يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ أَوْ نَسْلَ الدَّوَابِّ . وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا. قَالَ مَالِكٌ : لاَيَجُوزُ هٰذَا. وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقِرَاضِ. إِلاَ أَنْ يَشْتَرِيَ ذٰلِكَ. ثُمَّ يَبِيعَهُ كَمَايُبَاعُ غَيْرُهُ مِنَ السِّلَعِ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُقَارِضُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ غُلاَمًا يُعِينُهُ بِهِ. عَلَى أَنْ يَقُومَ مَعَهُ الْغُلاَمُ فِي الْمَالِ. إِذَا لَمْ يَعْدُ اَنْ يُعِينَهُ فِي الْمَالِ. لاَ يُعِينُهُ فِي غَيْرِهِ.

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) বলেন : শরীকী কারবারে যে অর্থ দেয় সে যদি লভ্যাংশের কিছু অংশ নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে বা যে ব্যবসা করিবে সে নিজের জন্য কিছু নির্দিষ্ট করিয়া লয় তবে ইহা অবৈধ। শরীকী কারবারের সহিত কোন বস্তু ক্রয়ের, ভাড়া দেওয়ার, করযের অথবা অন্য কোন উপকারের শর্ত করা অবৈধ। তবে কোন শর্ত ব্যতীত নিয়ম মাফিক একে অন্যের সাহায্য করা বৈধ। নিয়ম মুতাবিক লাভ কর্তন ছাড়া একে অন্যের উপর কিছু অতিরিক্ত ধার্য করা অবৈধ, সেই অতিরিক্ত ধার্য করা সোনায়, চাঁদিতে, খাদ্য-সামগ্রীতে বা অন্য কোন কিছুতে হইলেও যদি এইরূপে কোন শর্ত করা হয়, তবে তাহা ইজারা হইয়া যাইবে। আর ইজারা শুধু নির্দিষ্ট ভাড়ার পরিবর্তে বৈধ হইবে। শরীকী কারবারে অর্থ গ্রহীতার পক্ষে কাহাকেও কোন উপকারের পরিবর্তে কিছু দান করা বা ক্রয়কৃত মাল তাওলিয়াতে বিক্রয় করা বা নিজে নির্দিষ্ট কোন বস্তুর অধিকারী হওয়া বৈধ নহে। যদি ব্যবসায়ে লাভ হয় তবে মূলধন পৃথক করার পর উভয়ে শর্ত অনুযায়ী ভাগ করিয়া লইবে। যদি লাভ না হয় বা ক্ষতি হয় তবে ব্যবসায়ী দায়ী হইবে না। নিজের খরচের জন্যও নহে, ক্ষতির জন্যও নহে, বরং

ক্ষতি হইবে অর্থ প্রদানকারীর। যদি ব্যবসায়ী এবং অর্থ প্রদানকারী উভয়ে লভ্যাংশের আধা-আধি অথবা প্রথম ব্যক্তি $\frac{1}{8}$ ও দ্বিতীয় ব্যক্তি $\frac{1}{8}$ বা এই ধরনের আর কিছুতে বেশি বা কমের উপর উভয়ে সম্মত হইয়া যায়, তবে শরীকী কারবার বৈধ হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি বর্ণিত শর্ত করে যে, এত দিনের মধ্যে আমার নিকট হইতে মূলধন উঠাইয়া নেওয়া চলিবে না বা শর্ত করে যে, সে এতদিন মূলধন ফিরাইয়া দিতে পারিবে না, তবে ইহা অবৈধ হইবে। কেননা শরীকী কারবারে সময়ের শর্ত হইতে পারে না। যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী নিজের অর্থ বণিককে দিয়া দেয় আর বণিকের উহা দ্বারা ব্যবসা করা ভাল না লাগে এমতাবস্থায় যদি অর্থ জমা থাকে তবে মূলধনের মালিক উহা ফেরত লইয়া লইবে। আর যদি উহা দ্বারা কোন সামগ্রী ইত্যাদি ক্রয় করা হইয়া থাকে তবে পুঁজি বিনিয়োগকারী ঐ সামগ্রী লইবে না এবং বণিকও তাহাকে উহা লইতে বাধ্য করিবে না, বরং এ সামগ্রী বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থ যোগাড় করিবে ও উহা ফেরত দিবে।

মালিক (র) বলেন : যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী শর্ত করে যে, উহার যাকাত লভ্যাংশ হইতে দিবে তবে ইহা অবৈধ হইবে। আর পুঁজি বিনিয়োগকারীর পক্ষে এই শর্ত করাও বৈধ হইবে না যে, অমুক ব্যক্তি হইতেই মাল খরিদ করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী তাহার শরীক ব্যবসায়ীর উপর মালের জন্য দায়ী হইবার শর্ত করে ইহা জায়েয হইবে না। এই অবস্থায় যদি লাভ হয় তাহা হইলে এই দায়িত্বের জন্য অতিরিক্ত কিছুও দেওয়া হইবে না। যদি মাল নষ্ট হইয়া যায় তবে ব্যবসায়ীর উপর দায়িত্বও অর্পিত হইবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীর নিকট এই শর্ত আরোপ করে যে, এই মূলধন দ্বারা কিছু খেজুর গাছ বা কোন জন্তু খরিদ করিয়া লইবে আর উহার ফল ও বাচ্চা বিক্রয় করিতে থাকিবে, ঐ গাছ বা জন্তু বিক্রয় করিবে না, তবে উহা বৈধ হইবে না, আর ইহা শরীকী কারবারের নিয়ম নহে। হাঁ, যদি ঐ গাছ বা জন্তু খরিদ করিয়া অন্যান্য সামগ্রীর মতো বিক্রয় করিয়া দেয় তবে তাহা বৈধ।

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী অর্থ বিনিয়োগকারীর প্রতি শর্ত আরোপ করে যে, আমি মূলধন হইতে একটি দাস খরিদ করিয়া লইব নিজের সাহায্যের জন্য, তবে ইহা বৈধ হইবে। যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী এইরূপ অঙ্গীকার না নেয় যে, এই দাস কেবল পণ্যের রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করিবে, অন্য কোন কার্যে সাহায্য করিবে না।

(٦) باب القراض فى العروض

পরিচ্ছেদ ৬ : পণ্যদ্রব্য ইত্যাদিতে শরীকী কারবার

৭–قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ. لاَيَنْبَغِىْ لاَ حَدٍ أَنْ يُقَارِضَ أَحَدًا إِلاَ فِى الْعَيْنِ. لأَنَّهُ لاَ تَنْبَنِى الْمُقَارِضَةُ فِى الْعُرُوْضِ. لأَنَّ الْمُقَارِضَةَ فِى الْعُرُوضِ إِنَّمَا تَكُونُ عَلَى أَحَدٍ

وَجْهَيْنِ. إِمَّا أَنْ يَقُولَ لَهُ صَاحِبُ الْعَرْضِ : خُذْ هٰذَا الْعَرْضَ فَبِعْهُ. فَمَاخَرَجَ مِنْ ثَمَنِهِ فَاشْتَرِ بِهِ. وَبِعْ عَلَى وَبِتَّهِ الْقِرَاضِ. فَقَدِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمَالِ فَضْلاً لِنَفْسِهِ. مِنْ بَيْعِ سِلْعَتِهِ وَمَا يَكْفِيْهِ مِنْ. مَؤُونَتِهَا. أَوْ يَقُولُ : اشْتَرِ بِهٰذِهِ السِّلْعَةِوَبِعْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَابْتَعْ لِي مِثْلِ عَرْضَى الَّذِى دَفَعْتُ إِلَيْكَ. فَإِنْ فَضَلَ شَىْ. فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَاكَ. وَلَعَلَّ صَلِ حِبَ الْعَرْضِ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى الْعَامِلَ فِي زَمَنِ هُوَفِيهِ نَافِقٌ. كَثِيْرُ الثَّمَنِ. ثُمَّ يَرُدُّهُ الْعَامِلُ حِينَ يَرُدُّهُ وَقَد رَخُصَ. فَيشترِ يَه بِثُلُثِ ثَمَنِهِ. أَوْأَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ. فَيَكُونُ الْعَامِلُ قَدْ رَبِحَ نِصْفَ مَانَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَرْضِ. فِي حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ. أَوْيَأْخُذَ الْعَرْضَ فِي زَمَانٍ ثَمَنُهُ فِيهِ قَلِيْلٌ . فَيَعْمَلُ فِيهِ حَتَّى يَكْثُرُ الْمَالُ فِي يَدَيْهِ. ثُمَّ يَغْلُو ذٰلِكَ الْعَرْضُ. وَيَرْتَفِعُ ثَمَنُهُ حِيْنَ يَرُدُّهُ. فَيَشْتَرِيْهِ بِكُلِّ مَا فِي يَدَيْهِ. فَيَذْهَبُ عَمَلُهُ وَعِلاَجُهُ بَاطِلاً . فَهٰذَا غَرَرٌ لاَ يَصْلُحُ. فَإِنْ جُهِلَ ذٰلِكَ. حَتَّى يَمْضِيَ. نُظِرَ إِلَى قَدْرِ أَجْرِ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ الْقِرَاضُ، فِي بَيْعِهِ إِيَّاهُ ، وَعِلاَجِهِ فَيُعْطَاهُ. ثُمَّ يَكُونُ الْمَالُ قِرَاضًا. مِنْ يَوْمَ نَضَّ الْمَالُ. وَاجْتَمَعَ عَيْنًا. وَيُرَدُّ إِلَى قِرَاضٍ مِثْلِهِ.

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র) বলেন : শরীকী কারবার শুধু সোনা চাঁদিতে হইবে, পণ্যদ্রব্যে হইবে না, কেননা পণ্য সামগ্রীতে শরীকী কারবার দুই প্রকারে হইতে পারে; প্রথমত পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীকে পণ্য সামগ্রী দিয়া বলিবে, ইহা বিক্রয় করিয়া ঐ টাকা দিয়া কারবার কর — ইহা বৈধ নহে। কেননা ইহাতে অর্থ বিনিয়োগকারীর এক বিশেষ উপকার এই রহিয়াছে যে, তাহার মাল নির্বিঘ্নে বিক্রয় হইয়া গেল; দ্বিতীয়ত, অর্থ বিনিয়োগকারী পণ্যসামগ্রী দিয়া বলিয়া দিল ইহার বিনিময়ে অন্য সামগ্রী ক্রয় করিয়া লও এবং ব্যবসা করিতে থাক, যখন লেনদেন শেষ করিতে ইচ্ছা কর তখন এই সামগ্রীর মতো সামগ্রী আমাকে বাজার হইতে খরিদ করিয়া দিও। আর যাহা অতিরিক্ত থাকে তাহা আমরা ভাগ করিয়া লইব, তবে ইহাও অবৈধ হইবে। কেননা ইহাতে ধোঁকার আশংকা রহিয়াছে, হয়তো তখন এই মাল অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে হইবে। আর সামগ্রী দেওয়ার সময় যে দাম ছিল সেই দাম হইতে যদি এখন সস্তা হইয়া গিয়া থাকে, তবে ব্যবসায়ীর সামগ্রীর মূল্যের হ্রাস অনুসারে লাভ করিয়া যাইবে বা আসল ও লাভ সমস্তই তাহা খরিদ করিতে ব্যয় হইয়া যাইবে, আর ব্যবসায়ীর মেহনত বৃথা যাইবে। তবুও যদি কেহ এইরূপ লেনদেন করিয়াই ফেলে তবে ব্যবসায়ীকে প্রথমে সামগ্রী বিক্রয়ের নিয়ম মতো পারিশ্রমিক দিতে হইবে। আর যে দিন হইতে মূলধন নগদ টাকা হইল সেইদিন হইতে শরীকী কারবার শুরু হইবে। অতঃপর কারবার শেষ হওয়ার সময় এই পরিমাণ মূলধনই ধরা হইবে।

(٧) باب الكراء في القراض

পরিচ্ছেদ ৭ : শরীকী ব্যবসার মালের ভাড়া

٨-قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهِ مَتَاعًا. فَحَمَلَهُ إِلَى بَلَدِ التِّجَارَةِ. فَبَارَ عَلَيْهِ. وَخَافَ النُّقْصَانَ إِنْ بَاعَهُ. فَتَكَارَى عَلَيْهِ إِلَى بَلَدٍ آخَرَ. فَبَاعَ بِنُقْصَانٍ. فَاغْتَرَقَ الْكِرَاءُ أَصْلَ الْمَالِ كُلَّهُ.

قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ فِيمَا بَاعَ وَفَاءٌ لِلْكِرَاءِ، فَسَبِيلُهُ ذٰلِكَ. وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْكِرَاءِ شَيْءٌ، بَعْدَ أَصْلِ الْمَالِ كَانَ عَلَى الْعَامِلِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهُ شَيْءٌ يُتْبَعُ بِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّ رَبَّ الْمَالِ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتِّجَارَةِ فِي مَالِهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَتْبَعَهُ بِمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْمَالِ. وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ يُتْبَعُ بِهِ رَبُّ الْمَالِ، لَكَانَ ذٰلِكَ دَيْنًا عَلَيْهِ. مِنْ غَيْرِ الْمَالِ الَّذِي قَارَضَهُ فِيهِ. فَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَحْمِلَ ذٰلِكَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ.

রেওয়ায়ত ৮

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী কিছু সামগ্রী খরিদ করিয়া কোন শহরে লইয়া যায় কিন্তু তথায় বিক্রয় করিতে পারিল না, পরে ক্ষতি মনে করিয়া অন্য এক শহরে লইয়া গেল। তথায় লোকসান দিয়া ঐ মাল বিক্রয় করিল আর মূলধন ভাড়া বাবত খরচ হইয়া গেল, তবে ভাড়া পরিশোধ করার পর পুঁজি বিনিয়োগকারীও কিছু পাইবে না এবং ব্যবসায়ীও ক্ষতি বহন করিবে না। আর যদি উহার পরও কিছু ভাড়া বাকী রাখিয়া গেল, তবে উহা ব্যবসায়ী নিজের পক্ষ হইতে দিবে, অর্থ বিনিয়োগকারী থেকে লইতে পারিবে না। কারণ অর্থ বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীকে তাহার দেয় অর্থে ব্যবসা করিতে বলিয়াছে, উহার বাইরে নহে। অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের দায়িত্ব তাহার উপর চাপানো যায় না।

(٨) باب التعدّي في القراض

পরিচ্ছেদ ৮ : শরীকী কারবারের মালে সীমালংঘন

٩-قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ اشْتَرَى مِنْ رِبْحِ الْمَالِ أَوْمِنْ جُمْلَتِهِ جَارِيَةً. فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ. ثُمَّ نَقَصَ الْمَالُ. قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، أُخِذَتْ قِيمَةُ الْجَارِيَةِ مِنْ مَالِهِ. فَيُجْبَرُ بِهِ الْمَالُ.

فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ بَعْدَ وَفَاءِ الْمَالِ. فَهُوَ بَيْنَهُمَا عَلَى الْقِرَاضِ الأَوَّلِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، بِيعَتِ الْجَارِيَةُ حَتَّى يُجْبَرَ الْمَالُ مِنْ ثَمَنِهَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَا لاً قِرَاضًا. فَتَعَدَّى فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَزَادَ فِي ثَمَنِهَا مِنْ عِنْدِهِ . قَالَ مَالِكٌ : صَاحِبُ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ بِيعَتِ السِّلْعَةُ بِرِبْحٍ أَوْ وَضِيعَةٍ. أَوْ لَمْ تُبَعْ. إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ السِّلْعَةَ، أَخَذَهَا وَقَضَاهُ مَا أَسْلَفَهُ فِيهَا. وَإِنْ أَبَى، كَانَ الْمُقَارِضُ شَرِيكًا لَهُ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ فِي النَّمَاءِ وَالنُّقْصَانِ. بِحِسَابِ مَازَادَ الْعَامِلُ فِيهَا مِنْ عِنْدِهِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ آخَرَ. فَعَمِلَ فِيهِ قِرَاضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ : إِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ. إِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ . وَإِنْ رَبِحَ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَرْطُهُ مِنَ الرِّبْحِ. ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ، شَرْطُهُ بِمَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ تَعَدَّى فَتَسَلَّفَ مِمَّا بِيَدَيْهِ مِنَ الْقِرَاضِ مَالاً . فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ. قَالَ مَالِكٌ : إِنْ رَبِحَ، فَالرِّبْحُ عَلَى شَرْطِهِمَا فِي الْقِرَاضِ. وَإِنْ نَقَصَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلنُّقْصَانِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِيْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَاسْتَسْلَفَ مِنْهُ الْمَدْفُوعُ إِلَيْهِ الْمَالُ مَالاً. وَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً لِنَفْسِهِ : إِنَّ صَاحِبَ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ شَرِكَهُ فِي السِّلْعَةِ عَلَى قِرَاضِهَا. وَإِنْ شَاءَ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا. وَأَخَذَ مِنْهُ رَأْسَ الْمَالِ كُلَّهُ. وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِكُلِّ مَنْ تَعَدَّى.

রেওয়ায়ত ৯

মালিক (র) বলেন : যদি শরীকী কারবারে ব্যবসায়ী ব্যবসা করিয়া লাভ করিল। অতঃপর মূলধন বা লভ্যাংশ দ্বারা একটি দাসী খরিদ করিয়া তাহার সহিত সহবাস করিল। ইহাতে সে গর্ভবতী হইল, আর পরবর্তীতে ব্যবসায়ে ক্ষতি হইল তাহা হইলে ব্যবসায়ীর নিজস্ব মাল হইতে ঐ দাসীর মূল্য লইয়া ক্ষতিপূরণ করা হইবে। তারপর অতিরিক্ত মাল দুইজনের মধ্যে বন্টিত হইবে। আর যদি ক্ষতিপূরণ না হয় (ক্ষতিপূরণ করার মতো মাল তাহার না থাকে), তবে ঐ দাসী বিক্রয় করিয়া ক্ষতি পূরণ করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী মাল খরিদ করার সময় নিজের পক্ষ হইতে বিনা কারণে উহার মূল্য বাড়াইয়া দেয় তবে অর্থ বিনিয়োগকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। সে হয় পণ্য সামগ্রী ঐভাবে থাকিতে দিবে বা মূলধন হইতে যাহা অতিরিক্ত দেওয়া হইয়াছে, উহা আদায় করিয়া দিবে অথবা ঐ মালে ব্যবসায়ীকে শরীক করিয়া লইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী অন্য কাহাকেও শরীকী কারবারে মাল দিয়া দেয় এবং অর্থ বিনিয়োগকারীর নিকট জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকে, তবে সে মালের জন্য দায়ী হইবে। যদি উহাতে ক্ষতি হয়, তবে প্রথমে ব্যবসায়ী নিজের পক্ষ হইতে এই ক্ষতি পূরণ করিবে আর যদি লাভ হয় তবে অর্থ বিনিয়োগকারী লভ্যাংশ শর্ত মতো আদায় করিবে। অতঃপর বাড়তি মালে প্রথম ব্যবসায়ী ও দ্বিতীয় ব্যবসায়ী উভয়ে শরীক হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী শরীকী কারবারের মালের দ্বারা নিজের জন্য কোন কিছু খরিদ করে, তবে অর্থ বিনিয়োগকারী ইচ্ছা করিলে উহাতে নিজেও শরীক হইতে পারে বা উহা ছাড়িয়া দিতে পারে এবং নিজের মূলধন ব্যবসায়ী হইতে ফিরাইয়া লইতে পারে। ব্যবসায়ী এই ধরনের যেকোন সীমালংঘন করিলে অর্থ বিনিয়োগকারীর মূলধন ফিরাইয়া লইবার অধিকার থাকিবে।

(٩) باب ما يجوز من النفقة فى القراض

পরিচ্ছেদ ৯ : শরীকী কারবারে যাহা ব্যয় করা বৈধ

١٠-قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ . فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا : انَّهُ إِذَا كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا يَحْمِلُ النَّفَقَةَ، فَإِذَا شَخَصَ فِيْهِ الْعَامِلُ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَيَكْتَسِىَ بِالْمَعْرُوْفِ مِنْ قَدْرِ الْمَالِ. وَيَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا لاَ يَقْوَى عَلَيْهِ بَعْضَ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ مَؤُونَتِهِ. وَمِنَ الْأَعْمَالِ أَعْمَالٌ لاَ يَعْمَلُهَا الَّذِى يَأْخُذُ الْمَالَ. وَلَيْسَ مِثْلُهُ يَعْمَلُهَا. مِنْ ذٰلِكَ تَقَاضِى الدَّيْنِ، وَنَقْلُ الْمَتَاعِ ، وَشَدُّهُ وَأَشْبَاهُ ذٰلِكَ. فَلَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ مِنَ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيْهِ ذٰلِكَ. وَلَيْسَ لِلْمُقَارِضِ أَنْ يَسْتَنْفِقَ مِنَ الْمَالِ. وَلاَ يَكْتَسِىَ مِنْهُ. مَا كَانَ مُقِيمًا فِى أَهْلِهِ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ النَّفَقَةُ إِذَا شَخَصَ فِى الْمَالِ. وَكَانَ الْمَالُ يَحْمِلُ النَّفَقَةَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا يَتَّجِرُ فِى الْمَالِ فِى الْبَلَدِ الَّذِى هُوَ بِهِ مُقِيمٌ، فَلاَ نَفَقَةَ لَهُ مِنَ الْمَالِ وَلاَ كِسْوَةَ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَا لاً قِرَاضًا. فَخَرَجَ بِهِ وَبِمَالِ نَفْسِهِ. قَالَ : يَجْعَلُ النَّفَقَةَ مِنَ الْقِرَاضِ وَمِنْ مَالِهِ، عَلَى قَدْرِ حِصَصِ الْمَالِ.

রেওয়ায়ত ১০

মালিক (র) বলেন : যদি শরীকী কারবারের মাল এত অধিক হয় যে, খরচের বোঝা উঠাইতে সক্ষম তবে ব্যবসায়ী উহা হইতে সফরে স্বীয় খোরাক-পোশাক নিয়ম মতো লইতে পারে। যদি তাহার একজনের পক্ষে সেই ব্যবসার কাজ আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব না হয়, তবে সে অন্য কাহাকেও শ্রমিক নিযুক্ত করিতে পারে। কোন কোন কাজ এমন রহিয়াছে যাহা ব্যবসায়ী নিজে একা করিতে পারে না, যেমন অর্থ আদায়ের জন্য তাগাদা করা মাল আসবাব বাঁধিয়া লওয়া, উহা উঠাইয়া অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া ইত্যাদি। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যবসায়ী নিজের শহরে থাকে ততক্ষণ শরীকী মাল হইতে খাদ্য ও পোশাক লইবে না। আর নিজ শহরে বিক্রয়ের যোগ্য পণ্য হইলে মেহনতকারী উহা হইতে কোন প্রকার খোরপোষ গ্রহণ করিতে পারিবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি সফরে ব্যবসায়ী নিজের মালও লইয়া যায় তবে সফরের খরচ উভয় মালে বর্তিবে হিস্‌সা অনুযায়ী।

(١٠) باب ما لا يجوز من النفقة في القراض

পরিচ্ছেদ ১০ : শরীকী কারবারে যাহা ব্যয় করা অবৈধ

١١-قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ مَعَهُ مَالٌ قِرَاضٌ. فَهُوَ يَسْتَنْفِقُ مِنْهُ وَيَكْتَسِى : إِنَّهُ لاَ يَهَبُ مِنْهُ شَيْئًا . وَلاَ يُعْطَى مِنْهُ سَا ئِلاً وَلا غَيْرَهُ. وَلا يُكَا فِئُ فِيهِ أَحَدًا. فَأَمَّا إِنِ اجْتَمَعَ هُوَ وَقَوْمٌ. فَجَاؤُا بِطَعَامٍ. وَجَاءَ هُوَ بِطَعَامٍ فَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ وَاسِعًا . إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهِمْ. فَإِنْ تَعَمَّدَ ذٰلِكَ، أَوْمَا يُشْبِهُهُ، بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْمَالِ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَلَّلَ ذلِكَ مِنْ رَبِّ الْمَالَ. فَإِنْ حَلَّلَهُ ذٰلِكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ . وَإِنْ أَبِىْ أَنْ يُحَلِّلَهُ، فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَهُ بِمِثْلِ ذٰلِكَ. إِنْ كَانَ ذٰلِكَ شَيْئًا لَهُ مُكَافَأَةٌ.

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (র) বলেন : ব্যবসায়ী শরীকী কারবারের মাল হইতে হেবা করিতে পারিবে না; কোন ফকীরকে কিছু দিতে পারিবে না এবং কাহারো ইহ্‌সানের বদলা দিতে পারিবে না। যদি অন্যান্য লোক নিজেদের খাবার লইয়া আসে তবে ব্যবসায়ীও নিজের খাবার তাহার সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে পারে, তবে অধিক লইতে পারিবে

না। যদি অধিক লইতে ইচ্ছা করে, তবে অর্থ বিনিয়োগকারী হইতে অনুমতি না মিলিলে তবে উহার ক্ষতি পূরণ দিতে হইবে।

(١١) باب الدين فى القراض

পরিচ্ছেদ ১১ : ধারে বা বাকীতে মাল বিক্রয় করার বিধান

١٢–قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، اَلْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى رَجُلٍ دَفَعَ اِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً . ثُمَّ بَاعَ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ. فَرَبِحَ فِى الْمَالِ. ثُمَّ هَلَكَ الَّذِى أَخَذَ الْمَالَ. قَبْلَ اَنْ يَقْبِضَ الْمَالَ. قَالَ : إِنْ أَرَادَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْبِضُوا ذٰلِكَ الْمَالَ، وَهُمْ عَلَى شَرْطِ أَبِيهِمْ مِنَ الرِّبْحِ، فَذٰلِكَ لَهُمْ . إِذَا كَانُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذٰلِكَ. فَإِنْ كَرِهُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ ، وَخَلَّوْا بَيْنَ صَاحِبِ الْمَالِ وَبَيْنَهُ ، لَمْ يُكَلَّفُوا أَنْ يَقْتَضُوهُ. وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِمْ. وَلاَ شَيْءَ لَهُمْ. إِذَا أَسْلَمُوهُ إِلَى رَبِّ الْمَالِ. فَإِنِ اقْتَضَوْهُ. فَلَهُمْ فِيهِ مِنَ الشَّرْطِ وَالنَّفَقَةِ ، مِثْلُ مَا كَانَ لأَبِيهِمْ فِى ذٰلِكَ هُمْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ. فَإِنْ لَمْ يَكُونُوا أُمَنَاءَ عَلَى ذٰلِكَ. فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ يَأْتُوا بِأَمِينٍ ثِقَةٍ. فَيَقْتَضِى ذٰلِكَ الْمَالَ. فَإِذَا اقْتَضَى جَمِيعَ الْمَالِ. وَجَمِيعَ الرِّبْحِ. كَانُوا فِى ذلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِمْ.

قَالَ مَالِكٌ، فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا . عَلَى أَنَّهُ يَعْمَلُ فِيهِ. فَمَابَاعَ بِهِ مِنْ دَيْنٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ : إِنَّ ذٰلِكَ لاَزِمٌ لَهُ . إِنْ بَاعَ بِدَيْنٍ فَقَدْ ضَمِنَهُ .

রেওয়ায়ত ১২

মালিক (র) বলেন : এই ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে অর্থ যোগান দিল। সে উহা দ্বারা পণ্য খরিদ করিল, অতঃপর উহা লাভের উপর ধারে বিক্রয় করিল এবং টাকা উশুল করার পূর্বেই ব্যবসায়ী মারা গেল। তবে ব্যবসায়ীর ওয়ারিসদের ইখতিয়ার থাকিবে যে, হয় ব্যবসায়ীর স্থলাভিষিক্ত হইয়া মাল উশুল করিবে বা ঐ কর্যের টাকা পুঁজি বিনিয়োগকারীকে উশুল করিতে দিয়া নিজেরা সরিয়া পড়িবে, সেই অবস্থায় তাহাদের কিছুই মিলিবে না, যদি ওয়ারিসগণ তাগাদা করিয়া তাহার কর্য আদায় করিয়া লইয়া থাকে। তবে ব্যবসায়ী খরচ ও লভ্যাংশ শর্ত মুতাবিক যাহা পাইত ওয়ারিসগণও তাহা পাইবে যদি তাহারা সত্যিকারের ওয়ারিস হইয়া থাকে। যদি এমন হয় যে, তাহাদের উপর বিশ্বাস করা যায় না, তবে কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া কর্য উশুল করাইয়া দেবে। যদি উহা উশুল হইয়া যায় তবে উহাদেরও ব্যবসায়ীর মতো হক মিলিবে।

মালিক (র) বলেন : যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীর সহিত এই শর্ত করিয়া থাকে যে, ধারে মাল বিক্রয় করিবে না, করিলে সে তাহার জন্য দায়ী হইবে। ইহার পর যদি ব্যবসায়ী ধারে বিক্রয় করিয়া থাকে তবে সে নিজেই দায়ী হইবে।

(١٢) باب البضاعة فى القراض

পরিচ্ছেদ ১২ : শরীকী কারবারে ব্যবসা

١٣-قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، فِىْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. وَاسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ سَلَفًا . أَوِاسْتَسْلَفَ مِنْهُ صَاحِبُ الْمَالِ سَلَفًا. أَوْ أَبْضَعَ مَعَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِضَاعَةً يَبِيعُهَا لَهُ. أَوْ بِدَنَانِيْرَ يَشْتَرِى لَهُ بِهَا سِلْعَةً . قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ إِنَّمَا أَبْضَعَ مَعَهُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالُهُ عِنْدَهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَعَلَهُ ، لِإِخَاءٍ بَيْنَهُمَا ، أَوْ لِيَسَارَةِ مَؤُوْنَةِ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. وَلَوْ أَبَى ذٰلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْزِعْ مَالَهُ مِنْهُ. أَوْ كَانَ الْعَامِلُ إِنَّمَا اسْتَسْلَفَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ. أَوْحَمَلَ لَهُ بِضَاعَتَهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالُهُ فَعَلَ لَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَلَوْ أَبَى ذٰلِكَ عَلَيْهِ لَمْ يَرْدُدْ عَلَيْهِ مَالَهُ. فَإِذَا صَحَّ ذٰلِكَ مِنْهُمَا جَمِيعًا ، وَكَانَ ذٰلِكَ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ ، وَلَمْ يَكُنْ شَرْطًا فِى أَصْلِ الْقِرَاضِ ، فَذٰلِكَ جَائِزٌ لاَ بَأْسَ بِهِ. وَإِنْ دَخَلَ ذٰلِكَ شَرْطٌ . أَوْ خِيْفَ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا صَنَعَ ذٰلِكَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الْمَالِ ، لِيُقِرَّ مَالَهُ فِى يَدَيْهِ . أَوْ إِنَّمَا صَنَعَ ذٰلِكَ صَاحِبُ الْمَالِ ، لأَنْ يُمْسِكَ الْعَامِلُ مَالَهُ . وَلاَ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ . فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَجُوْزُ فِى الْقِرَاضِ. وَهُوَ مِمَّا يَنْهٰى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ.

রেওয়ায়ত ১৩

মালিক (র) বলেন : পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী হইতে বা ব্যবসায়ী পুঁজি বিনিয়োগকারী হইতে কিছু কর্জ লইল বা পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ীকে কিছু মাল বিক্রয় করিতে দিল যে, ইহা বিক্রয় করিয়া দাও বা কিছু দীনার দিল যে, ইহা দ্বারা কিছু মাল খরিদ করিয়া লও। যদি এই লেনদেন বন্ধুত্বের নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে বা সাধারণ কাজ বিধায় শরীকী কারবারের মতো উহা না হইয়া থাকে। অর্থাৎ শরীকী কারবারের ব্যাপার না হইলেও এই কাজ তাহারা একে অন্যের জন্য করিয়া দিত, তবে ইহা বৈধ হইবে, অন্যথায় নহে। আর যদি ইহাতে কোন শর্ত প্রবেশ করে অথবা ব্যবসায়ী এইরূপ করিয়াছে এইজন্য যাহাতে অর্থ বিনিয়োগকারী অর্থ তাহার নিকট রাখিয়া দেয়, অথবা অর্থ বিনিয়োগকারী এইরূপ করিল যাহাতে ব্যবসায়ী অর্থ ফেরত দিয়া ব্যবসা বন্ধ করিয়া না দেয়, আহল-ই 'ইলম এইরূপ করিতে নিষেধ করেন।

(١٣) باب السلف فى القراض

পরিচ্ছেদ ১৩ : শরীকী কারবারে কর্জ

١٤–قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلاً مَالاً. ثُمَّ سَأَلَهُ الَّذِى تَسَلَّفَ الْمَالَ أَنْ يُقِرَّهُ عِنْدَهُ قِرَاضًا . قَالَ مَالِكٌ : لاَ أُحِبُّ ذٰلِكَ حَتّٰى يَقْبِضَ مَالَهُ مِنْهُ . ثُمَّ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ قِرَاضًا إِنْ شَاءَ ، أَوْ يُمْسِكَهُ.

قَالَ مَالِكٌ فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلٰى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ. وَسَأَلَهُ أَنْ يَكْتُبَهُ عَلَيْهِ سَلَفًا. قَالَ : لاَ أُحِبُّ ذٰلِكَ . حَتّٰى يَقْبِضَ مِنْهُ مَالَهُ. ثُمَّ يُسَلِّفَهُ إِيَّاهُ إِنْ شَاءَ ، أَوْيُمْسِكَهُ . وَإِنَّمَا ذٰلِكَ ، مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَقَصَ فِيْهِ. فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَهُ عَنْهُ . عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِيْهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ. فَذٰلِكَ مَكْرُوهٌ. وَلاَ يَجُوْزُ وَلاَ يَصْلُحُ.

রেওয়ায়ত ১৪

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কাহারও নিকট কর্জ পাওনা হয় আর যে কর্জ নিয়াছে সে দাতাকে বলে, যে অর্থ আমি কর্জ হিসাবে লইয়াছিলাম উহা শরীকী কারবারে আমার নিকট থাকিতে দাও। তবে এইরূপ কারবার বৈধ হইবে না। হাঁ, যদি প্রথমে কর্জের অর্থ উশুল হইয়া যায় আর পরে ইচ্ছা হইলে শরীকী কারবারে দিয়া দেয় তবে বৈধ হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী পুঁজি বিনিয়োগকারীকে বলে, আমার নিকট যে কারবারের অর্থ জমা আছে উহা আমাকে কর্জ হিসাবে দিয়া দাও, তবে উহা অবৈধ হইবে। কর্জ শোধ হইলে পরে যদি ইচ্ছা হয় কর্জ দেবে, ইচ্ছা না হইলে দেবে না। কারণ হয়তো ব্যবসায়ীর নিকট মূলধনে কিছু ঘাটতি হইয়াছে। সে সময় বৃদ্ধি করাইয়া উক্ত ঘাটতি পূরণ করিতে চায়, ইহা অবৈধ।

(١٤) باب المحاسبة فى القراض

পরিচ্ছেদ ১৪ : শরীকী কারবারের হিসাব

١٥–قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، فِىْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا . فَعَمِلَ فِيْهِ فَرَبِحَ. فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ . وَصَاحِبُ الْمَالِ غَائِبٌ . قَالَ : لاَ يَنْبَغِىْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ . حَتّٰى يُحْسَبَ مَعَ الْمَالِ إِذَا اقْتَسَمَاهُ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَجُوزُ لِلْمُتَقَارِضَيْنِ أَنْ يَتَحَاسَبَا وَيَتَفَاصَلاَ. وَالْمَالُ غَائِبٌ عَنْهُمَا. حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالَ. فَيَسْتَوْفِى صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالِهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ أَخَذَ مَالاً قِرَاضًا . فَاشْتَرَى بِهِ سِلْعَةً. وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ. فَطَلَبَهُ غُرَمَاؤُهُ. فَأَدْرَكُوهُ بِبَلَدٍ غَائِبٍ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ. وَفِى يَدَيْهِ عَرْضٌ مُرَبَّحٌ بَيِّنٌ فَضْلُهُ. فَأَرَادُوا أَنْ يُبَاعَ لَهُمُ الْعَرْضُ فَيَأْخُذُوا حِصَّتَهُ مِنَ الرِّبْحِ . قَالَ : لاَ يُؤْخَذُ مِنْ رِبْحِ الْقِرَاضِ شَىْءٌ. حَتَّى يَحْضُرَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيَأْخُذُ مَالَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ عَلَى شَرْطِهِمَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِىْ رَجُلٍ دفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَتَجَرَ فِيْهِ فَرَبِحَ. ثُمَّ عَزَلَ رَأْسَ الْمَالِ. وَقَسَمَ الرِّبْحَ. فَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَطَرَحَ حِصَّةَ صَاحَبِ الْمَالِ فِى الْمَالِ. بِحَضْرَةَ شُهَدَاءَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى ذٰلِكَ. قَالَ : لاَ تَجُوزُ قِسْمَةُ الرِّبْحِ إِلاَ بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الْمَالِ. وَإِنْ كَانَ أَخَذَ شَيْئًا رَدَّهُ حَتَّى يَسْتَوْ فِى صَاحِبُ الْمَالِ رَأْسَ مَالَهَ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَابَقِىَ بَيْنَهُمَا عَلَى شَرْطِهِمَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيْهِ نَجَاءهُ . فَقَالَ لَهُ : هٰذِهِ حِصَّتُكَ مِنَ الرِّبْحِ. وَقَدْ أَخَذْتُ لِنَفْسِىْ مِثْلَهُ. وَرَأْسُ مَالِكٌ وَافِرٌ عِنْدِىْ. قَالَ مَالِكٌ : لاَ أُحِبُّ ذٰلِكُ. حَتَّى يَحْضُرَ الْمَالُ كُلُّهُ. فَيُحَاسِبَهُ حَتَّى يَحْصُلَ رَأْسُ الْمَالِ. وَيَعْلَمَ أَنَّهُ وَافِرٌ. وَيَصِلَ إِلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَرُدُّ إِلَيْهِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ ، أَوْيَحْبَسُهُ. وَإِنَّمَا يَجِبُ حُضُورُ الْمَالِ. مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الْعَامِلُ قَدْنَقَصَ فِيْهِ. فَهُوَ يَحِبُّ أَنْ لاَ يُنْزَعَ مِنْهُ. وَأَنْ يُقِرَّهُ فِى يَدِهِ.

রেওয়ায়ত ১৫

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী ব্যবসা করিয়া লাভ করিল আর পুঁজি বিনিয়োগকারীর অনুপস্থিতিতে নিজের লভ্যাংশ লইতে ইচ্ছা করিল তবে ইহা বৈধ হইবে না, যতক্ষণ না অর্থ বিনিয়োগকারী উপস্থিত হয়। যদি তাহার অনুপস্থিতিতেই নিয়া নেয়, তবে সে ইহার জন্য দায়ী হইবে, উভয়ের মধ্যে বন্টনের সময় উক্ত মাল একত্রিত করা পর্যন্ত।

মালিক (র) বলেন : পুঁজি বিনিয়োগকারীর জন্য ইহা বৈধ হইবে না যে, মাল না দেখিয়া লভ্যাংশের হিসাব করিবে, বরং মাল উপস্থাপন প্রয়োজন হইবে। প্রথমে পুঁজি বিনিয়োগকারী মূলধন লইয়া লইবে। পরে শর্তানুযায়ী লভ্যাংশ ভাগ করিবে।

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী কোন সামগ্রী ক্রয় করে আর ব্যবসায়ীর ঋণদাতাগণ তাহা আটকাইয়া বলে, এই মাল বিক্রয় করিয়া যে লাভ হইবে তোমার অংশে উহা হইতে আমরা ঋণ নিয়া দেব। যদি পুঁজি বিনিয়োগকারীর অনুপস্থিতিতে এইরূপ করে তবে ইহা অবৈধ হইবে। পুঁজি বিনিয়োগকারী তাহার মূলধন বাহির করিয়া লওয়ার পর লভ্যাংশ ভাগ করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী ব্যবসা করিয়া লাভ করে এবং পুঁজি বিনিয়োগকারীর অবর্তমানে মূলধন পৃথক করিয়া লভ্যাংশ সাক্ষীদের সম্মুখে ভাগ করিয়া নেয় ইহা অবৈধ হইবে। যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী আসিবার পূর্বে এইরূপ করিয়াও ফেলে, তবে উহা ফেরত দিতে হইবে, পুঁজি বিনিয়োগকারী আসিয়া প্রথমে তাহার মূলধন পৃথক করিয়া লইবে, তারপর অবশিষ্ট লভ্যাংশ ভাগ করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : ব্যবসায়ী ব্যবসা করিয়া লাভ করিল এবং সে পুঁজি বিনিয়োগকারীর লভ্যাংশ লইয়া উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল, ইহা তোমার লাভের অংশ। আমিও এইটুকু লইয়াছি। আর তোমার মূলধন আমার নিকট জমা রহিয়াছে, তবে এইরূপ করা অবৈধ হইবে, বরং সে সমস্ত মূলধন ও লাভ লইয়া পুঁজি বিনিয়োগকারীর সম্মুখে উপস্থিত করিবে। অতঃপর পুঁজির মালিকের ইখতিয়ার রহিয়াছে, হয় মূলধন লইয়া নিজে রাখিয়া দিবে বা পুনরায় ব্যবসায়ীকে দিবে।

(١٥) باب ما جاء فى القراض

পরিচ্ছেদ ১৫ : শরীকী কারবারের বিভিন্ন বিধান

١٦–قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا . فَابْتَاعَ بِهِ سِلْعَةً. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْمَالِ : بِعْهَا. وَقَالَ الَّذِى أَخَذَ الْمَالَ : لاَ أَرَى وَجْهَ بَيْعٍ. فَاخْتَلَفَا فِى ذٰلِكَ. قَالَ : لاَ يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. وَيُسْئَلُ عَنْ ذٰلِكَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْبَصَرِ بِتِلْكَ السِّلْعَةِ. فَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ بَيْعٍ ، بِيعَتْ عَلَيْهِمَا . وَإِنْ رَأَوْا وَجْهَ انْتِظَارٍ ، انْتُظِرَ بِهَا .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَعَمِلَ فِيْهِ. ثُمَّ سَأَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ عَنْ مَالِهِ. فَقَالَ : هُوَ عِنْدِى وَافِرٌ . فَلَمَّا آخَذَهُ بِهِ ، قَالَ : قَدْ هَلَكَ عِنْدِى مِنْهُ كَذَا

وَكَذَا . لِمَالٍ يُسَمِّيْهِ. وَإِنَّمَا قُلْتُ لَكَ ذٰلِكَ لِكَيْ تَتْرُكَهُ عِنْدِيْ ، قَالَ : لاَ يَنْتَفِعُ بِإِنْكَارِهِ بَعْدَ إِقْرَارِهِ أَنَّهُ عِنْدَهُ. وَيُؤْخَذُ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ فِي هَلاَكِ ذٰلِكَ الْمَالِ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ. فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ مَعْرُوفٍ. أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ وَلَمْ يَنْفَعْهُ إِنْكَارُهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ أَيْضًا لَوْ قَالَ : رَبِحْتُ فِي الْمَالِ كَذَا وَكَذَا. فَسَأَلَهُ رَبُّ الْمَالِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَرِبْحَهُ. فَقَالَ : مَارَبِحْتُ فِيهِ شَيْئًا. وَمَا قُلْتُ ذٰلِكَ إِلاَّ لأَنْ تُقِرَّهُ فِي يَدِي : فَذٰلِكَ لاَ يَنْفَعُهُ. وَيُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ. إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ بِأَمْرٍ يُعْرَفُ بِهِ قَوْلُهُ وَصِدْقُهُ. فَلاَ يَلْزَمُهُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالاً قِرَاضًا. فَرَبِحَ فِيهِ رِبْحًا. فَقَالَ الْعَامِلُ : قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لِي الثُّلُثَيْنِ. وَقَالَ صَاحِبُ الْمَالِ : قَارَضْتُكَ عَلَى أَنَّ لَكَ الثُّلُثَ. قَالَ مَالِكٌ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ . وَعَلَيْهِ ، فِي ذٰلِكَ ، الْيَمِينُ. إِذَا كَانَ مَاقَالَ يُشْبِهُ قِرَاضَ مِثْلِهِ. وَكَانَ ذٰلِكَ نَحْوًا مِمَّا يَتَقَارَضُ عَلَيْهِ النَّاسُ . وَإِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ يُسْتَنْكَرُ ، لَيْسَ عَلَى مِثْلِهِ يَتَقَارَضُ النَّاسُ ، لَمْ يُصَدَّقْ . وَرُدَّ إِلَى قِرَاضِ مِثْلِهِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلاً مِائَةَ دِينَارٍ قِرَاضًا. فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً . ثُمَّ ذَهَبَ لِيَدْفَعَ إِلَى رَبِّ السِّلْعَةِ الْمِائَةَ دِينَارٍ . فَوَجَدَهَا قَدْ سُرِقَتْ. فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ : بِعِ السِّلْعَةَ. فَإِنْ كَانَ فِيهَا فَضْلٌ كَانَ لِيْ. وَإِنْ كَانَ فِيهَا نُقْصَانٌ كَانَ عَلَيْكَ. لأَنَّكَ أَنْتَ ضَيَّعْتَ. وَقَالَ الْمُقَارِضُ : بَلْ عَلَيْكَ وَفَاءُ حَقِّ هذَا إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهَا بِمَالِكَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي. قَالَ مَالِكٌ : يَلْزَمُ الْعَامِلَ الْمُشْتَرِيَ أَدَاءُ ثَمَنِهَا إِلَى الْبَائِعِ. وَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْمَالِ الْقِرَاضِ : إِنْ شِئْتَ فَأَدِّ الْمِائَةَ الدِّينَارِ إِلَى الْمُقَارِضِ، وَالسِّلْعَةُ بَيْنَكُمَا. وَتَكُونُ قِرَاضًا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْمِائَةُ الأُولَى. وَإِنْ شِئْتَ فَابْرَأْ مِنَ السِّلْعَةِ. فَإِنْ دَفَعَ الْمِائَةَ دِينَارٍ إِلَى الْعَامِلِ كَانَتْ قِرَاضًا عَلَى سُنَّةِ الْقِرَاضِ الأَوَّلِ. وَإِنْ أَبَىْ، كَانَتِ السِّلْعَةُ لِلْعَامِلِ. وَكَانَ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُتَقَارِضَيْنِ إِذَا تَفَاصَلاَ فَبَقِيَ بِيَدِ الْعَامِلِ مِنَ الْمَتَاعِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيْهِ خَلَقُ الْقِرْبَةِ أَوْ خَلَقُ الثَّوْبِ أَوْمَاأَشْبَهَ ذٰلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : كُلُّ شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ كَانَ تَافِهًا ، لاَ خَطْبَ لَهُ ، فَهُوَ لِلْعَامِلِ . وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا أَفْتَى بِرَدِّ ذٰلِكَ وَإِنَّمَا يُرَدُّ ، مِنْ ذٰلِكَ، الشَّيْءُ الَّذِي لَهُ ثَمَنٌ . وَإِنْ كَانَ شَيْئًا لَهُ اسْمٌ . مِثْلُ الدَّابَّةِ أَوِ الْجَمَلِ أَوِ الشَّاذَكُوْنَةِ . أَوْأَشْبَاهِ ذٰلِكَ مِمَّا لَهُ ثَمَنٌ . فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرُدَّ مَابَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ هٰذَا . إِلاَّ أَنْ يَتَحَلَّلَ صَاحِبَهُ مِنْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১৬

মালিক (র) বলেন : ব্যবসায়ী কিছু মাল খরিদ করিলে পুঁজি বিনিয়োগকারী বলিল, উহা বিক্রয় করিয়া দাও, কিন্তু ব্যবসায়ী বলিল, এখন বিক্রয় করা ঠিক হইবে না, তবে এ ব্যাপারে অন্যান্য বিচক্ষণ ব্যবসায়ীর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইবে। যদি তাহারা বিক্রয় করিবার পরামর্শ দেয়, তবে বিক্রয় করা হইবে, না হয় রাখিয়া দেওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন : ব্যবসায়ী শরীকী কারবারের মালে ব্যবসা আরম্ভ করার পর পুঁজি বিনিয়োগকারী তাহার পূর্ণ মাল মুনাফাসহ তলব করিল। উত্তরে ব্যবসায়ী বলিল, আমার নিকট পূর্ণ মালই জমা রহিয়াছে। অতঃপর যখন মাল ফেরত লওয়া আরম্ভ হইল তখন ব্যবসায়ী বলিল, আমার নিকট কিছু মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আমি প্রথমে এইজন্য বলিয়াছিলাম যেন মাল আমার নিকট থাকিতে দেওয়া হয় তবে কোন প্রমাণ ব্যতীত ব্যবসায়ীর এই কথা বিশ্বাস করা হইবে না। বরং তাহার পূর্ণ স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ফায়সালা দেওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন : অনুরূপভাবে ব্যবসায়ী পুঁজি বিনিয়োগকারীকে বলিল, সে এত লাভ করিয়াছে। অতঃপর যখন পুঁজি বিনিয়োগকারী মূলধন ও লভ্যাংশ চাহিল তখন বলিতে লাগিল লাভ হয়ই নাই, মূলধন আমার হাতে রাখিয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে লাভের কথা বলিয়াছি, তবে প্রমাণ ব্যতীত তাহার কথা বিশ্বাস করা হইবে না। বরং পূর্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী ফায়সালা দেওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি ব্যবসায়ী ব্যবসায়ে লাভ করে তখন পুঁজি বিনিয়োগকারী বলিল, লাভের এক-তৃতীয়াংশ তোমার এবং দুই-তৃতীয়াংশ আমার নির্ধারিত ছিল। ব্যবসায়ী বলিল, না বরং দুই-তৃতীয়াংশ আমার আর এক-তৃতীয়াংশ তোমার নির্ধারিত করা হইয়াছিল। তবে ব্যবসায়ীর কথা কসম সহকারে মানিয়া লওয়া হইবে। কিন্তু ইহা যদি দেশ প্রথার বিরুদ্ধে হয় তবে প্রথানুযায়ী লাভ বন্টনের ব্যবস্থা করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে একশত দীনার শরীকী কারবারের জন্য দিল। সে উহা দ্বারা মাল খরিদ করিল। যখন বিক্রেতাকে মালের মূল্য দিতে লাগিল তখন বুঝা গেল ঐ দীনার চুরি হইয়া

গিয়াছে। এমতাবস্থায় অর্থ বিনিয়োগকারী বলিল, এই মাল বিক্রয় করিয়া ফেল। যদি উহাতে লাভ হয়, তবে উহা আমার আর যদি ক্ষতি হয়, তবে সে জন্য তুমি দায়ী, কেননা তুমি আমার অর্থ নষ্ট করিয়াছ। কিন্তু ব্যবসায়ী বলিল, তুমি এই মালের মূল্য আদায় করিয়া দাও, কেননা আমি এই মাল তোমার অর্থ দ্বারা খরিদ করিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : এই অবস্থায় ক্রেতা ব্যবসায়ীকে বলা হইবে তুমি এই মালের মূল্য বিক্রেতাকে আদায় করিয়া দাও এবং অর্থ বিনিয়োগকারীকে বলা হইবে যদি তোমার সম্মতি হয় তবে ব্যবসায়ীকে একশত দীনার আরও প্রদান কর যেন শরীকী কারবার বহাল থাকে, না হয় এই মালের সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। যদি পুঁজি বা বিনিয়োগকারী একশত দীনার দেয়, তবে কারবার বহাল থাকিবে, না হয় ঐ মাল ব্যবসায়ীর হইয়া যাইবে। চুরি যাওয়ার কারণে অর্থ বিনিয়োগকারীর একশত দীনার বিনষ্ট হইয়া গেল।

মালিক (র) বলেন : যখন পুঁজি বিনিয়োগকারী ব্যবসায়ী পৃথক হইয়া যায় (শরীকী কারবার বন্ধ হইয়া যায়), কিন্তু ব্যবসায়ীর নিকট ব্যবসায়ে মাল হইতে কোন মাল যেমন পুরাতন মশক বা পুরাতন কাপড় ইত্যাদি থাকিয়া যায়, যদি এ দ্রব্যগুলি নিতান্ত স্বল্প মূল্যের হইয়া থাকে তবে উহা ব্যবসায়ীরই থাকিবে। ইহা ফেরত দিতে হইবে না। যদি এই দ্রব্যগুলি মূল্যবান হয় যেমন কোন জন্তু, উট বা ইয়ামনী মোটা কাপড়, তবে যদি পুঁজি বিনিয়োগকারী হইতে মাফ করাইয়া লইয়া থাকে তবে তো ভাল, না হয় ইহাও ফেরত দিতে হইবে।[১]

১. ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং শাফি'ঈ (র)-এর মতে ছোট-বড় যাহাই হউক না কেন, উহা ফেরত দিতে হইবে। - আওজায

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩৩

كتاب المساقاة

শরীকানায় ফলের বাগানে উৎপাদন বিষয়ক অধ্যায়

(١) باب ما جاء في المساقاة

পরিচ্ছেদ ১ : ফলের বাগানে শরীকানার বর্ণনা[১]

١-حَدَّثَنا يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِ خَيْبَرَ ، يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ : «أُقِرُّكُمْ فِيْهَا مَا أَقَرَّكُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» قَالَ، فَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. ثُمَّ يَقُولُ : إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ. وَإِنْ شِئْتُمْ فَلِيَ. فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ.

রেওয়ায়ত ১

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খায়বরের ইহুদীদের নিকট হইতে যেদিন খায়বর বিজিত হইল, বলিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যাহা তোমাদিগকে দান করিয়াছেন আমি তোমাদিগকে উহাতে বহাল রাখিব এই শর্তে যে, উহাতে যে ফল উৎপন্ন হইবে উহা তোমাদের ও আমাদের উভয়ের মধ্যে থাকিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাওয়াহা (রা)-কে বাগানের ফসল কিরূপ

১. যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব কাহারও প্রতি সোপর্দ করিয়া দেয় এবং বিনিময়ে ফলের একাংশ তাহাকে দিয়া দেয় ইহাকে 'মুসাকাত' বলা হয়। প্রায় সকল ইমামই ইহাকে জায়েয বলেন। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র) ইহাকে নাজায়েয (অবৈধ) বলেন।

হইয়াছে উহা দেখার জন্য পাঠাইতেন। তিনি ইহুদীদিগকে বলিতেন, (আমার মনে হয় পাঁচশত মণ ফল হইবে) তোমরা ইচ্ছা করিলে তোমাদের নিকট রাখিতে পার (অর্ধেক আমাদিগকে দিয়া দাও) অথবা ইহা আমাদের নিকট থাকিতে দাও (থাকিলে আমরা তোমাদিগকে অর্ধেক দিয়া দিব)। ইহুদীরা নিজেরাই ফল রাখিয়া দিত।[১]

٢-وحدّثني مَالِكٌ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ رَوَاحَةَ إِلَى خَيْبَرَ. فَيَخْرُصُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ يَهُوْدِ خَيْبَرَ. قَالَ ، فَجَمَعُو الَهُ حَلْيًا مِنْ حَلْيِ نِسَائِهِمْ. فَقَالُوا لَهُ : هٰذَا لَكَ. وَخَفِّفْ عَنَّا. وَتَجَاوَزْ فِي الْقَسْمِ. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَوَاحَةَ : يَامَعْشَرَ الْيَهُودِ ! وَاللّٰهِ إِنَّكُمْ لَمِنْ أُبْغَضِ خَلْقِ اللّٰهِ إِلَيَّ وَمَا ذَاكَ بِحَامِلِيَّ عَلَى أَنْ أَحِيْفَ عَلَيْكُمْ. فَأَمَّا مَا عَرَضْتُمْ مِنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ . وَإِنَّا لاَ نَأْكُلُهَا. فَقَالُوا : بِهٰذَا قَامَتِ السَّموَاتُ وَالْأَرْضُ.

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا سَاقَى الرَّجُلُ النَّخْلَ وَفِيْهَا الْبَيَاضُ ، فَمَا ازْدَرَعَ الرَّجُلُ الدَّاخِلُ فِي الْبَيَاضِ ، فَهُوَ لَهُ.

قَالَ : وَإِنِ اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّهُ يَزْرَعُ فِي الْبَيَاضِ لِنَفْسِهِ ، فَذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لِأَنَّ الرَّجُلَ الدَّاخِلَ فِي الْمَالِ ، يُسْقِي لِرَبِّ الْأَرْضِ. فَذٰلِكَ زِيَادَةٌ ازْدَادَهَا عَلَيْهِ.

قَالَ : وَإِنِ اشْتَرَطَ الزَّرْعَ بَيْنَهُمَا ، فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ . إِذَا كَانَتِ الْمَؤُونَةُ. كُلُّهَا عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ . الْبَذْرُ وَالسَّقْيُ وَالْعِلاَجُ كُلُّهُ . فَإِنَ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ فِي الْمَالِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ إِنَّ الْبَذْرَ عَلَيْكَ . كَانَ ذٰلِكَ غَيْرَ جَائِزٍ. لِأَنَّهُ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ زِيَادَةً ازْدَادَهَا عَلَيْهِ . وَانَّمَا تَكُونُ الْمُسَاقَاةُ عَلَى أَنَّ عَلَى الدَّاخِلِ فِي الْمَالِ الْمَؤُونَةَ كُلَّهَا وَالنَّفَقَةِ . وَلاَ يَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مِنْهَا شَيْءٌ. فَهٰذَا وَجْهُ الْمُسَاقَاةِ الْمَعْرُوفُ .

১. আর ফল থাকিলে মুসলমানদিগকে অর্ধেক দিয়া দিত। ইহা দ্বারা মুসাকাত প্রথার বৈধতা বোঝা যায়। কেননা খায়বর বিজিত হওয়ায় উহা মুসলমানদিগের অধিকার আসিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা নিজেদের পক্ষ হইতে ইহুদীদিগকে ঠিক করিল যে, তাহারা দেখাশোনা করিবে, আরও পানি দেবে এবং অর্ধেক ফল নিজেরা লইবে আর অর্ধেক তাঁহাদিগকে দেবে।

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْعَيْنِ تَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَنْقَطِعُ مَاؤُهَا. فَيُرِيْدُ أَحَدُهُ مَا أَنْ يَعْمَلَ فِى الْعَيْنِ. وَيَقُولُ الْاَخَرُ : لاَ أَجِدُ مَا أَعْمَلُ بِهِ : إِنَّهُ يُقَالُ لِلَّذِى يُرِيْدُ أَنْ يَعْمَلُ فِى الْعَيْنِ : اعْمَلْ وَأَنْفِقْ. وَيَكُوْنُ لَكَ الْمَاءُ كُلُّهُ. تَسْقِىْ بِهِ حَتَّى يَأْتِىَ صَاحِبُكَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ. فَإِذَاجَاءَ بِنِصْفِ مَا أَنْفَقْتَ أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنَ الْمَاءِ . وَإِنَّمَا أُعْطِىَ الْأَوَّلُ الْمَاءَ كُلَّهُ. لأَنَّهُ أَنْفَقَ. وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْ شَيْئًا بِعَمَلِهِ ، لَمْ يَعْلَقِ الْآخَرَ مِنَ النَّفَقَةَ شَىْءٌ.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ كُلُّهَا وَالْمَؤُونَةُ عَلَى رَبِّ الْحَائِطِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الدَّاخِلِ فِى الْمَالِ شَىْءٌ. إِلاَّ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِيَدِهِ. إِنَّمَا هُوَ أَجِيرٌ بِبَعْضَ الثَّمَرِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَصْلُحُ. لأَنَّهُ لاَيَدْرِىْ كَمْ إِجَارَتُهُ إِذَا لَمْ يُسَمَّ لَهُ شَيْئًا يَعْرِ فَهُ وَيَعْمَلُ عَلَيْهِ. لاَ يَدْرِى أَيَقِلُّ ذٰلِكَ أَمْ يَكْثُرُ ؟.

قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ مُقَارِضٍ أَوْ مُسَاقٍ فَلاَ يَنْبَغِىْ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مِنَ الْمَالِ وَلاَ مِنَ النَّخْلَ شَيْئًا دُوْنَ صَاحِبِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ يَصِيْرُ لَهُ أَجِيرًا بِذٰلِكَ. يَقُولُ : أُسَافِيكَ عَلَى أَنْ تَعْمَلَ لِىْ فِى كَذَا وَكَذَا نَخْلَةَ. تَسْقِيْهَا وَتَأْ بُرُهَا . وَأُقَارِضُكَ فِى كَذَا وَكَذا مِنَ الْمَالِ. عَلَىَ أَنْ تَعْمَلَ لِى بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ. لَيْسَتْ مِمَّا أُقَارِضُكَ عَلَيْهِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَنْبَغِىْ وَلاَ يَصْلُحُ. وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَالسُّنَّةُ فِى الْمُسَا قَاةِ الَّتِىْ يَجُوْزُ لِرَبِّ الْحَائِطِ أَنْ يَشْتَرِطُهَا عَلى الْمُسَا قِى ؛ شَدُّالْحِظَار ، وَخَمُّ الْعَيْنِ، وَسَرْوُ الشَّرَبِ، وَإِبَّارُ النَّخْلِ، وَقَطْعُ الْجَرِيْدِ ، وَجَذُّ الثَّمَرِ . هٰذَا وَأَشْبَاهُهُ. عَلَى أَنْ لِلْمُسَاقِى شَطْرَ الثَّمَرِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ. أَوْأ كَثَرَ إِذا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ. غَيْرَ اَنَّ صَاحِبَ الْأَصْلِ لاَ يَشْتَرِطُ ابْتِدَاءِ عَمَلٍ جَدَيْدٍ يُحْدِثُهُ الْعَامِلُ فِيْهَا . مِنْ بِئْرٍ يَحْتَفِرُهَا. اَوْ عَيْنٍ يَرْفَعُ رَأْسَهَا. أَوْغِرَاسٍ يَغْرِسُهُ فِيْهَا. يَأْتِىْ بِأَصْلِ ذٰلِكَ مِنْ عِنْدِهِ. أَوْ ضَفِيْرَةٍ يَبْنِيْهَا . تَعْظُمُ فِيْهَا نَفَقَتُهُ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَقُوْلَ

رَبُّ الْحَائِطِ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسِ : ابْنِ لِيْ هَاهُنَا بَيْتًا . أَوِ احْفِرْلِى بِئْرًا. أَوْأَجْرِ لِى عَيْنًا . أَوِ اعْمَلْ لِى عَمَلاً. بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِى هٰذَا. قَبْلَ أَنْ يَطِيْبَ ثَمَرُ الْحَائِطِ. وَيَحِلَّ بَيْعُهُ. فَهٰذَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَ حُهُ. وَقَدْ نَهٰى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.

قَالَ مَالِكُ : فَأَمَّا إِذَا طَابَ الثَّمَرُ وَبَدَا صَلاَ حُهُ وحَلَّ بَيْعُهُ ، ثُمَّ قَالَ رجُلٌ لِرَجُلٍ : اعْمَلْ لِيْ بَعْض هٰذِهِ الْأَعْمَالِ ، لِعَمَلٍ يُسَمِّيْهِ لهُ ، بِنِصْفِ ثَمَرِ حَائِطِيْ هٰذَا. فَلاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ. إِنَّمَا اسْتَأْجَرَهُ بِشَىْءٍ مَعْرُوْفٍ مَعْلُومٍ قَدْ رَاهُ وَرَضِيَهُ. فَأَمَّا الْمُسَاقَاةُ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَائِطِ ثَمَرُ. أَوْ قَلَّ ثَمَرُهُ أَوْ فَسَدَ. فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ ذٰلِكَ. وَأَنَّ الْأَ جِيرَلاَ يُسْتَأْجَرُ إِلاَّ بِشَىْءٍ مُسَمًّى. لاَ تَجُوْزُ الْإِ جَارَةُ إِلاَّ بِذٰلِكَ. وَإِنَّمَا الْإِ جَارةُ بَيْعُ مِنَ الْبُيُوعِ. إِنَّمَا يَشْتَرِىْ مِنْهُ عَمَلَهُ. وَلاَ يَصْلُحُ ذٰلِكَ إِذَا دَخَلَهُ الْغَرَرُ. لأَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

قَالَ مَالِكُ : السُّنَّةُ فِى الْمُسَا قَاةِ عِنْدنَا ، أَنَّهَا تَكُونُ فِى أَصْلِ كُلِّ نَخْلٍ أَوْكَرْمٍ أَوْزَيْتُونٍ أَوْرُمَّانٍ أَوْ فِرْسِكٍ. أَوْ مَاأَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْأُمُوْلِ جَائِزٌلاَ بَأْسَ بِهِ . عَلَى اَنَّ لِربِّ الْمَالِ نِصْفَ الثَّمَرِ مِنْ ذٰلِكَ. أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ أَوْأَقَلَّ.

قَالَ مَالِكُ : وَالْمُسَاقَاةُ أَيضًا تَجُوزُ فِى الزَّرْعِ إِذَا خَرَجَ واسْتَقَلَّ. فَعَجَزَ صَاحِبُهُ عَنْ سَقْيِهِ وَعَمَلِهِ وَعِلاَجِهِ. فَالْمُسَاقَاةُ فِيْ ذٰلِكَ أَيضًا جَائِزَةٌ.

قَالَ مَالِكُ : لاَ تَصْلُحُ الْمُسَاقَاةُ فِيْ شَىْءٍ مِنَ الْأُصُولِ مِّمَا تَحِلُّ فِيْهِ الْمُسَاقَاةُ. إِذَا كَانَ فِيْهِ ثَمَرٌ قَدْ طَابَ وَبَدَا صَلاَ حُهُ وَحَلَّ بَيْعُهُ. وَإِنَّمَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُسَا قَى مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ مَاحَالَّ بَيْعُهُ مِنَ الثِّمَارِ إِجَارَةٌ. لأَنَّهُ إِنَّمَا سَا قَى صَاحِبَ الْأَصْلِ ثَمَرًا قَدْ بَدَا صَلاَ حُهُ. عَلَى أَنْ يَكْفِيَهُ إِيَّاهُ وَيَجُدَّهُ لَهُ. بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيْرِ وَالدَّرَاهِمِ يُعْطِيْهِ إِيَّاهَا. وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِالْمُسَاقَاةِ. إِنَّمَا الْمُسَاقَاةُ مَابَيْنَ أَنْ يَجُذَّ النَّخْلَ إِلَى أَنْ يَطِيْبَ الثَّمَرُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ سَاقَى ثَمَرًا فِي أَصْلٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَيَحِلَّ بَيْعُهُ ، فَتِلْكَ الْمُسَاقَاةُ بِعَيْنِهَا جَائِزَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَنْبَغِيْ أَنْ تُسَاقَى الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ يَحِلُّ لِصَاحِبِهَا كِرَاؤُهَا بِالدَّنَانِيْرِ وَالدَّرَاهِمِ. وَمَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْأَثْمَانِ الْمَعْلُومَةِ.

قَالَ : فَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي يُعْطِيْ أَرْضَهُ الْبَيْضَاءَ، بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا. فَذٰلِكَ مِمَّا يَدْخُلُهُ الْغَرَرُ. لِأَنَّ الزَّرْعَ يَقِلُّ مَرَّةً وَيَكْثُرُ مَرَّةً. وَرُبَّمَا هَلَكَ رَأْسًا . فَيَكُوْنُ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَدْ تَرَكَ كِرَاءً مَعْلُومًا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِهِ. وَأَخَذَأَمْرًا غَرَرًا. لاَيَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لاَ ؟ فَهٰذَا مَكْرُوهٌ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا لِسَفَرٍ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ قَالَ الَّذِي اسْتَأْجَرَ الْأَجِيْرَ : هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكَ عُشْرَ مَا أَرْبَحُ فِي سَفَرِي هٰذَا إِجَارَةً لَكَ ؟ فَهٰذَا لاَ يَحِلُّ وَلاَ يَنْبَغِيْ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَنْبَغِيْ لِرَجُلٍ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ وَلاَ أَرْضَهُ وَلاَ سَفِيْنَتَهُ إِلاَّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ لاَ يَزُولُ إِلَى غَيْرِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَ الْمُسَاقَاةِ فِي النَّخْلِ وَالْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، أَنَّ صَاحِبَ النَّخْلِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ. وَصَاحِبُ الْأَرْضِ يُكْرِيْهَا وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ لاَشَيْءَ فِيْهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي النَّخْلِ أَيْضًا إِنَّهَا تُسَاقَى السِّنِيْنَ الثَّلاَثَ وَالْأَرْبَعَ وَأَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ وَأَكْثَرَ.

قَالَ : وَذٰلِكَ الَّذِي سَمِعْتُ. وَكُلُّ شَيْءٍ مِثْلُ ذٰلِكَ مِنَ الْأُصُوْلِ بِمَنْزِلَةِ النَّخْلِ. يَجُوزُ فِيْهِ لِمَنْ سَاقَى مِنَ السِّنِينَ مِثْلُ مَا يَجُوزُ فِي النَّخْلِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُسَاقِي : إِنَّهُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي سَاقَاهُ شَيْئًا مِنْ ذَهَبٍ وَلاَوَرِقٍ يَزْدَادُهُ. وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ. لاَ يَصْلُحُ ذٰلِكَ. وَلاَ يَنْبَغِيْ أَنْ يَأْخُذَ

الْمُسَاقَى مِنْ رَبِّ الْحَائِطِ شَيْئًا يَزِيدُهُ إِيَّاهُ ، مِنْ ذَهَبٍ وَلاَ وَرِقٍ وَلاَ طَعَامٍ وَلاَ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ. وَالزِّيَادَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا لاَ تَصْلُحُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُقَارِضُ أَيْضًا بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ لاَ يَصْلُحُ. إِذَا دَخَلَتِ الزِّيَادَةُ فِي الْمُسَاقَاةِ أَوِ الْمُقَارَضَةِ صَارَتْ إِجَارَةً. وَمَا دَخَلَتْهُ الاِجَارَةُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ. وَلاَ يَنْبَغِي. أَنْ تَقَعَ الاِجَارَةُ بِأَمْرٍ غَرَرٍ. لاَ يَدْرِي أَيَكُونُ أَمْ لاَ يَكُونُ. أَوْيَقِلُّ أَوْيَكْثُرُ.

قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلِ يُسَاقِي الرَّجُلَ الْأَرْضَ فِيْهَا النَّخْلُ وَالْكَرْمُ أَوْ مَاأَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْأُصُولِ فَيَكُونُ فِيهَا الأَرْضُ الْبَيْضَاءُ.

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ تَبَعًا لِلأَصْلِ. وَكَانَ الاَصْلُ أَعْظَمَ ذٰلِكَ أَوْأَكْثَرَهُ. فَلاَ بَأْسَ بِمُسَاقَاتِهِ. وَذٰلِكَ أَنْ يَكُوْنَ النَّخْلُ الثُّلُثَيْنِ أَوْأَكْثَرَ. وَيَكُونَ الْبَيَاضُ الثُّلُثَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ. وَذٰلِكَ أَنَّ الْبَيَاضَ حِيْنَئِذٍ تَبَعٌ لِلأَصْلِ. وَإِذَا كَانَتِ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فِيْهَا نَخْلٌ أَوْ كَرْمٌ أَوْمَايُشْبِهُ ذٰلِكَ مِنَ الْأُصُوْلِ. فَكَانَ الأَصْلُ الثُّلُثَ أَوْأَقَلَّ. وَالْبَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ. جَازَ، فِيْ ذٰلِكَ، الْكِرَاءُ وَحَرُمَتْ فِيْهِ الْمُسَاقَاةُ. وَذٰلِكَ أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يُسَاقُو الْأَصْلَ وَفِيْهِ الْبَيَاضُ. وَتُكْرَى الْأَرْضُ وَفِيْهَا الشَّيْءُ الْيَسِيْرُ مِنَ الْأَصْلِ. أَوْيُبَاعَ الْمُصْحَفُ أَوِ السَّيْفُ وَفِيْهِمَا الْحِلْيَةُ مِنَ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ. أَوِ الْقِلاَدَةُ أَوِ الْخَاتَمُ وَفِيْهِمَا الْفُصُوصَ وَالذَّهَبُ بِالدَّنَانِيْرِ. وَلَمْ تَزَلْ هذه الْبُيُوعُ جَائِزَةً يَتَبَايَعُهَا النَّاسُ وَيَبْتَاعُونَهَا. وَلَمْ يَأْتِ فِيْ ذٰلِكَ شَيْءٌ مَوْصُوفٌ مَوْقُوفٌ عَلَيْهِ. إِذَا هُوَ بَلَغَهُ كَانَ حَرَامًا. أَوْ قَصُرَ عَنْهُ كَانَ حَلاَ لاَ. وَالْأَمْرُ فِيْ ذٰلِكَ عِنْدَنَا الَّذِي عَمِلَ بِهِ النَّاسُ وَأَجَازُوْهُ بَيْنَهُمْ، أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ مِنْ ذٰلِكَ الْوَرِقِ أَوِ الذَّهَبِ تَبَعًا لِمَا هُوَ فِيْهِ، جَازَ بَيْعُهُ. وَذٰلِكَ أَنْ يَكُونَ النَّصْلُ أَوِ الْمُصْحَفُ أَوِ الْفُصُوْصُ، قِيْمَتُهُ الثُّلُثَانِ أَوْ أَكْثَرُ. وَالْحِلْيَةُ قِيمَتُهَا الثُّلُثُ أَوْ أَقَلُّ.

রেওয়ায়ত ২

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহাকে খায়বরে প্রেরণ করিতেন। তিনি তথাকার বাগানের ফলের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিতেন। একবার ইহুদীরা তাহাদের স্ত্রীদের অলংকার একত্রিত করিয়া আবদুল্লাহ্‌কে দিতে চাহিল আর ইহুদীরা বলিল, আপনি এই অলঙ্কার গ্রহণ করুন আর পরিমাণে কিছু হ্রাস করুন। আবদুল্লাহ্ বলিলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! আমি আল্লাহ্‌র সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তোমাদিগকে নিকৃষ্ট মনে করিয়া থাকি, তা সত্ত্বেও আমি তোমাদের উপর জুলুম করিতে চাহি না। তোমরা আমাকে যে উৎকোচ দিতেছ ইহা হারাম, ইহা আমরা খাই না। ইহুদীরা বলিতে লাগিল, এইজন্যই এখনও পৃথিবী ও জমি স্থির রহিয়াছে।[১]

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ সেচ ব্যবস্থা আঞ্জাম করিবে এই শর্তে কোন খেজুর বাগান নেয় এবং ঐ বাগানের খালি জমিতে কিছু বপন করে, তবে উহা তাহারই হইবে। যদি বাগানের মালিক এই শর্ত লাগায় যে, আমি উহাতে চাষ করিব তবে উহা বৈধ হইবে না। কেননা সেচের ব্যবস্থাপক ব্যক্তি খেজুর গাছে পানি দেবে যাহাতে তাহার জমিও সেচের আওতায় আসিয়া যাইবে আর তাহার চাষ করা অবৈধ। হাঁ, যদি ঐ চাষ উভয়ের মধ্যে শরীকী হয়, তবে বৈধ হইবে যখন শ্রম, বীজ, রক্ষণাবেক্ষণ সেচ শ্রমিকের উপর থাকিবে। মালিকের শুধু জমি থাকিবে। যদি শ্রমিক জমির মালিকের উপর এই শর্ত আরোপ করে যে, আপনি বীজ দিবেন ইহা বৈধ নহে, কেননা সেচ ব্যবস্থা শুধু ঐ অবস্থায় বৈধ হইবে যখন সমস্ত কিছুই শ্রমিকের যিম্মায় থাকিবে। মালিকের শুধু জমি থাকিবে। ইহাই মুসাকাতের প্রচলিত ও বৈধ পন্থা।

মালিক (র) বলেন : একটি কূপের দুই ব্যক্তি সমান সমান মালিক। কূপটিতে পানি রহিল না। একজন উহা ঠিক করিতে চাহিলে অন্য ব্যক্তি মানিল না, আমার নিকট টাকা নাই, আমি খরচ দিতে পারিব না। এমতাবস্থায় যে উহা ঠিক করিতে চাহিয়াছে তাহাকে উহা ঠিক করিতে দেওয়া হইবে। সমস্ত পানি তাহারই হইবে, আর সেই পানি ব্যবহারের পূর্ণ অধিকার তাহারই হইবে। অপর ব্যক্তি খরচের অর্ধেক শোধ করিলে সে তাহার অংশগ্রহণ করিবে। প্রথম ব্যক্তিকে পূর্ণ পানি এইজন্য দেওয়া হইবে যে, সে সব খরচ বহন করিয়াছে। যদি পানি না হইত তবে অপর ব্যক্তি খরচের কিছুই দিত না; প্রথম ব্যক্তির অর্থ ব্যয় বৃথা যাইত।

মালিক (র) বলেন : যদি বাগানের মালিকের উপর সকল প্রকার ব্যয়ের দায়িত্ব থাকে, শ্রমিকের উপর ব্যয়ের কোন দায়িত্ব না থাকে, তাহার যিম্মায় থাকে কেবল শ্রম। আর তাহাকে শ্রমের পরিবর্তে কিছু ফল দেওয়া হয় তবে ইহা অবৈধ, কেননা শ্রম অনির্দিষ্ট, বাগানের মালিক তাহার পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করিয়া না দিলে সে অবগত নহে যে তাহার পারিশ্রমিক কতটুকু। ফলের উৎপাদন বেশিও হইতে পারে, কমও হইতে পারে।

---

১. তাহারা সৃষ্টির নিকটতম এইজন্য যে, তাহারা আল্লাহ্‌র অনেক নবীকে হত্যা করিয়াছে। আল্লাহ্‌র উপর মিথ্যা আরোপ করিয়াছে। ইহুদীরা এই কথাকে খারাপ মনে করার পরিবর্তে মুসলমানদের নেক নিয়্যত ও তাকওয়া দেখিয়া বুঝিল, তাহাদের ওসীলায় পৃথিবী স্থির রহিয়াছে, না হয় আল্লাহ্‌র আযাব আসিয়া পড়িত, কিয়ামত হইয়া যাইত। আফসোস ও পরিতাপের বিষয়, আজ এইজন্যও ঘৃণিত বস্তু অনেক মুসলিম সমাজে অভ্যাসে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আল্লাহ্‌র আযাবে গ্রেফতার হইলে বা ধ্বংস হইয়া গেলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি শরীকী কারবারে ধন দেয় বা সেচের বিনিময়ে বাগান শরীকানায় দেয় তাহার জন্য ইহা বৈধ নহে যে, সে নিজের জন্য অর্থ বা কতিপয় নির্দিষ্ট করে এবং বলে যে এই পরিমাণ অর্থ যেমন দশ দীনার বা অমুক অমুক গাছের ফল আমারই জন্য থাকিবে, উহাতে শরীকানা নাই, বৈধ নহে। আমাদের নিকট মাসআলা অনুরূপই।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাগানের মালিক সেচ শ্রমিকের উপর নিম্নলিখিত শর্ত আরোপ করিতে পারে ; ১। বাগানের প্রাচীর ঠিক করিতে হইবে; ২। পানির কূপ পরিষ্কার রাখিতে হইবে; ৩। বাগানের সেচের নহরগুলো পরিষ্কার রাখিবে; ৪। গাছে নর-মাদীর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিবে ; ৫। ছিলা চাঁছার কাজ করিবে ; ৬। গাছের খেজুর পাড়িয়া আনিবে ইত্যাদি কাজ, যদি মালিক শ্রমিক উভয়ে সম্মত হয়। গাছের মালিকের ইচ্ছাধীন থাকিবে সে শ্রমিকের জন্য অর্ধেক ফল বা কম ও বেশি যেভাবে কথা থাকে যদি উভয়ে উহাতে সম্মত থাকে নির্ধারিত করিতে পারে। গাছের মালিকের এই অধিকার থাকিবে না যে, সে শ্রমিকের প্রতি নূতন কিছু বানাইতে শর্ত করিবে যেমন কূপের চতুষ্পার্শ্বে উঁচু বাঁধ বাঁধিয়া কূপ খনন করা না নূতন গাছ লাগানো বা খাল খনন করা বা এইজন্য পানির হাউজ বানানো, যাহাতে বাগানের আয় বাড়িয়া যায়।

মালিক (র) বলেন : উহার উদাহরণ এই যে, বাগানের মালিক কাহাকেও বলিল, আমার জন্য ঘর তৈয়ার কর বা কূপ খনন কর কিংবা জলাশয় পরিষ্কার কর কিংবা অনুরূপ কোন কাজ কর যাহার পরিবর্তে আমি বাগানের অর্ধেক ফল দিয়ে দেব অথচ ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয় নাই, না এখনও উহার পাকার সময় হইয়াছে ইহা বৈধ নহে। কেননা ইহা ফল উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করার মতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : যদি ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয় এবং উহার বিক্রয় বৈধ হয়, সে সময় কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে বলিল, তুমি আমার অমুক অমুক কাজ কর। সে কাজ নির্দিষ্ট করিয়া বলিল, তোমার কাজের বিনিময়ে আমি তোমাকে আমার এই বাগানের অর্ধেক ফল প্রদান করিব, ইহা বৈধ। কারণ এই লোকটিকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের উপর মজুর হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে; সে উহা দেখিয়া উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু মুসাকাত (مساقاة) বৈধ হয় যদিও বাগানের ফল উৎপন্ন না হয়, অথবা স্বল্প উৎপাদন হয় অথবা নষ্ট হইয়া যায়। মুসাকী (مساقى) বা সেচের ব্যবস্থাকারীর জন্য ইহাই প্রাপ্য হইবে। পক্ষান্তরে কাহাকেও শ্রমে নিযুক্ত করা হইলে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের উপর নিযুক্ত করিতে হয়, ইহা ছাড়া শ্রমে খাটানো বৈধ নহে। কারণ ইজারা এক প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের মতো। ইহাতে শ্রমিকের শ্রম ক্রয় করা হয়। ইহাতে ধোঁকার প্রবেশ ঘটিলে ইহা বৈধ হয় না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) ধোঁকার ক্রয়-বিক্রয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে প্রত্যেক প্রকার ফলের গাছের ব্যাপারে মুসাকাত জায়েয আছে। যেমন আঙ্গুর, খেজুর, যায়তুন, তীন, আনার বা শাফতাল ইত্যাদি বৃক্ষ; এই শর্তে যে, বাগানের

মালিক অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ বা বেশি-কম ফল লইয়া লইবে, অবশিষ্ট ফল শ্রমিকের থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : শস্যক্ষেত্রেও মুসাকাত বৈধ। শস্য মাটি ভেদ করিয়া বাহির ও স্থির হইলে এবং মালিক উহার যত্ন ও তত্ত্বাবধানে অক্ষম হইলে সেই অবস্থায় মুসাকাত বৈধ হইবে।

মালিক (র) বলেন : ফল পরিপক্ক হইলে এবং বিক্রয়ের উপযুক্ত হইলে যেসব বৃক্ষে মুসাকাত জায়েয ছিল এই ক্ষেত্রে উহা আর বৈধ হইবে না। তবে আগামী বৎসরের জন্য মুসাকাত করা যাইবে। কারণ বিক্রয়ের উপযুক্ত ফলের মুসাকাত ইজারা বলিয়া গণ্য হইবে, ইহা যেন ফল বিক্রয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর বৃক্ষের মালিক শ্রমিকের সাথে চুক্তি করিল উহা কাটিয়া দেওয়ার জন্য, যেমন শ্রমিককে দিরহাম বা দীনার প্রদান করা হইল যাহার বিনিময়ে সে গাছের ফল কাটিয়া দিবে। ইহা মুসাকাত নহে। মুসাকাত হইতেছে বিগত বৎসর হইতে আগামী বৎসর ফল পরিপক্ক হওয়া ও বিক্রয়ের উপযুক্ত হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য যাহা হয় তাহা।

মালিক (র) বলেন : যে গাছের খর্জুরের উপর মুসাকাত করিয়াছে সেই গাছের ফল পরিপক্ক হওয়া এবং বিক্রয়ের উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে এই মুসাকাত বৈধ হইবে।

মালিক (র) বলেন : খালি জমিতে মুসাকাত বৈধ নহে। হাঁ, দিরহাম দীনারের বিনিময়ে ভাড়ার উপর দেওয়া যাইতে পারে যদি কোন ব্যক্তি খালি জমি চাষের জন্য উহা হইতে উৎপাদিত[১] এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের উপর কাহাকেও দেয় তবে বৈধ হইবে না, কেননা উহাতে ধোঁকা রহিয়াছে। ক্ষেতে ফসল হয় কিনা তাহা জানা নাই, ফসল হইলেও কত ফসল হইবে, অধিক না অল্প তাহাও জানা নাই।

মালিক (র) বলেন : উহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন কোন ব্যক্তি কাহাকেও নির্দিষ্ট কিছুর বিনিময়ে সফরে তাঁহার সঙ্গে থাকিবার জন্য নিযুক্ত করিল। পরে তাহাকে বলিতে লাগিল, আমি এই ভ্রমণে যে লাভ করিব উহার এক-দশমাংশ তোমাকে দিব, ইহাই তোমার পারিশ্রমিক। তবে ইহা বৈধ হইবে না এবং এইরূপ করা অনুচিত।

মালিক (র) বলেন : কাহারও জন্য নিজকে বা যমীন বা নৌকা ইত্যাদি জাতীয় কোন বস্তু যাহা তাহার নিজস্ব কিছু নির্ধারণ করা ব্যতীত কাহাকেও ভাড়ায় দেওয়া বৈধ নহে, নির্দিষ্ট করিয়া ভাড়ায় দেওয়া হইলে তাহা বৈধ।

মালিক (র) খেজুর গাছ ও খালি জমি শরীকানা ব্যবস্থায় দেওয়া সম্পর্কে বলেন : এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য হইল এই যে, খেজুর গাছের মালিক খেজুর খাওয়ার উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করিতে পারে না, আর জমির মালিক জমি এই অবস্থায় দিতেছে যে উহা খালি, উহাতে কিছুই নাই।

---

১. ইহাকে মুযারা'আ বলা হয়। অনেক আলিমের মতে ইহা বৈধ। ইমাম মালিক (র) এবং আবূ হানীফা (র)-এর নিকট ইহা বৈধ নহে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) মুখাবারা অর্থাৎ মুযারা'আ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : খেজুর বা এ জাতীয় গাছে দুই, তিন বা চার বৎসর অথবা বেশি বা কম বৎসরের জন্য সেচ ব্যবস্থার উপর দেওয়া বৈধ। খেজুর গাছের মতো অন্যান্য বৃক্ষেও ইহা বৈধ হইবে, এইরূপ আহলে ইলম-এর নিকট আমি শুনিয়াছি।[১]

মালিক (র) বলেন : মুসাকাতকারী বা বাগানের মালিক হইতে শ্রমিক নিজের জন্য অতিরিক্ত কিছু খাস করিয়া লইতে পারিবে না — তাহা স্বর্ণ রৌপ্য হউক বা খাদ্যদ্রব্য বা অন্য কিছু হউক, ইহা জায়েয নহে। অনুরূপ শ্রমিকের পক্ষেও বাগানের মালিক হইতে নিজের জন্য অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা বৈধ নহে। তাহা স্বর্ণ-রৌপ্য হউক বা খাদ্যদ্রব্য হউক — অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করা উভয়ের জন্য বৈধ নহে।

মালিক (র) বলেন : মুকারাযা বা মুসাকাতে শর্তের অধিক কিছু চাহিলে উহা ইজারা বলিয়া গণ্য হইবে। ইজারার শর্তাবলি ইহাতে প্রযোজ্য হইবে। ধোঁকার আশংকা রহিয়াছে এমন কিছুতে ইজারা অবৈধ। জানা নাই ফসল আদৌ হইবে কিনা বা কম হইবে, না বেশি হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ এইরূপ জমি মুসাকাত ব্যবস্থার উপর দেয় যাহাতে খেজুর, আঙ্গুর বা এ জাতীয় গাছ থাকে আবার খালি জমিও থাকে। যদি জমিতে গাছ থাকে বেশি এবং খালি জমি $\frac{১}{৩}$ অংশ থাকে বা উহা হইতে কম হয় তবে সেচের উপর দেওয়া বৈধ হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি খালি জমি যাহাতে খেজুর বা আঙ্গুরের বৃক্ষ রহিয়াছে $\frac{২}{৩}$ (দুই-তৃতীয়াংশ) বা ততোধিক হয় তবে এইরূপ জমি কেরায়া লওয়া বৈধ হইবে, সেচের উপর দেওয়া বৈধ হইবে না। কেননা লোকের মধ্যে এই নিয়ম রহিয়াছে যে জমিতে সেচের উপর দেওয়া হয় উহাতে খালি জায়গাও থাকে। অথবা যে তলোয়ারে চাঁদি লাগান থাকে উহাকে চাঁদির পরিবর্তে বিক্রি করিয়া দেয় কিংবা যে হার বা আংটিতে স্বর্ণ রহিয়াছে, উহাকে স্বর্ণের পরিবর্তে বিক্রি করিয়া দেয় বরাবরই মানুষ এই ধরনের কারবার করিয়া থাকে। আর ইহার কোন সীমা নির্দিষ্ট নাই যে, এই পরিমাণ হইলে বৈধ হইবে, ইহার অতিরিক্ত বৈধ হইবে না, হারাম হইবে। আমাদের মতে এই বিধান রহিয়াছে যে, যখন তলোয়ার ইত্যাদিতে বা আংটিতে স্বর্ণ ইত্যাদি $\frac{১}{৩}$ অংশের মূল্যের সমান হয় বা উহা হইতে কম হয় তবে উহা চাঁদি বা স্বর্ণের পরিবর্তে বৈধ হইবে, অন্যথায় বৈধ হইবে না।

(٢) باب الشرط فى الرقين فى المساقاة

পরিচ্ছেদ ২ : মুসাকাতে দাসদের খেদমতের শর্ত করা

٣- قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِى عُمَّالِ الرَّقِيْقِ فِى الْمُسَاقَاةِ. يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقِى عَلَى صَاحِبِ الْأَصْلِ : إِنَّهُ لاَ بَأْسَ بِذٰلِكَ. لِأَنَّهُمْ عُمَّالُ الْمَالِ. فَهُمْ

১. কোন কোন 'আলিমের মতে মুসাকাত ব্যবস্থার সময় নির্ধারিত হওয়া উচিত। আবূ সাউর (র)-এর মতে যদি কোন সময় নির্ধারিত না হইয়া থাকে, তবে উহা এক বৎসরের জন্য ধার্য করা হইবে। আহলে জাহির-এর মতে অনির্দিষ্ট কালের জন্যও মুসাকাত জায়েয আছে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) খায়বর অধিবাসীদের সহিত মুসাকাত করিয়াছেন আর কোন সময় নির্দিষ্ট করেন নাই। এই অবস্থায় জমির মালিক যখনই ইচ্ছা করিবে মুসাকাত ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবে।

بِمَنْزِلَةِ الْمَالِ. لاَ مَنْفَعَةَ فِيْهِمْ لِلدَّاخِلِ إِلاَّ أَنَّهُ تَخِفُّ عَنْهُ بِهِمُ الْمَؤُوْنَةُ. وَإِنْ لَمْ يَكُونُوْا فِي الْمَالِ اشْتَدَّتْ مَؤُوْنَتُهُ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَاقَاةِ فِي الْعَيْنِ وَالنَّضْحِ. وَلَنْ تَجِدَ أَحَدًا يُسَاقِي فِي أَرْضَيْنِ سَوَاءٍ فِي الْأَصْلِ وَالْمَنْفَعَةِ. إِحْدَاهُمَا بِعَيْنٍ وَاثِنَةٍ غَزِيْرَةٍ. وَالْأُخْرَى بِنَضْحٍ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ. لِخِفَّةِ مُؤْنَةِ الْعَيْنِ. وَشِدَّةِ مُؤْنَةِ النَّضْحِ. قَالَ : وَعَلَى ذٰلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ : وَالْوَاثِنَةُ ، الثَّابِتُ مَاؤُهَا ، الَّتِي لاَ تَغُوْرُ وَلاَ تَنْقَطِعُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ لِلْمُسَاقِي أَنْ يَعْمَلَ بِعُمَّالِ الْمَالِ فِي غَيْرِهِ. وَلاَ أَنْ يَشْتَرِطَ ذٰلِكَ عَلَى الَّذِي سَاقَاهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَجُوْزُ لِلَّذِي سَاقَى أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ رَقِيْقًا يَعْمَلُ بِهِمْ فِي الْحَائِطِ. لَيْسُوا فِيْهِ حِيْنَ سَاقَاهُ إِيَّاهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَنْبَغِيْ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي دَخَلَ فِيْ مَالِهِ بِمُسَاقَاةٍ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَقِيْقِ الْمَالِ أَحَدًا يُخْرِجُهُ مِنَ الْمَالِ. وَإِنَّمَا مُسَاقَاةُ الْمَالِ عَلَى حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ.

قَالَ : فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ يُرِيْدُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ رَقِيْقِ الْمَالِ أَحَدًا ، فَلْيُخْرِجْهُ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. أَوْيُرِيْدُ أَنْ يُدْخِلَ فِيْهِ أَحَدًا ، فَلْيَفْعَلْ ذٰلِكَ قَبْلَ الْمُسَاقَاةِ. ثُمَّ لْيُسَاقِ بَعْدَ ذٰلِكَ إِنْ شَاءَ.

قَالَ : وَمَنْ مَاتَ مِنَ الرَّقِيقِ أَوْغَابَ أَوْمَرِضَ ، فَعَلَى رَبِّ الْمَالِ أَنْ يُخْلِفَهُ .

রেওয়ায়ত ৩

মালিক (র) বলেন : মুসাকাতে দাসের শ্রমের বিষয়ে আমি উত্তম যাহা শুনিয়াছি তাহা এই — মুসাকাতে যদি শ্রমিক বাগানের মালিকের নিকট এই শর্ত করে যে, কাজকর্মের জন্য যে দাস পূর্ব হইতে যুক্ত ছিল উহা এখনও শ্রমে নিযুক্ত থাকিবে। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। কারণ উহারা এই বাগানে পূর্ব হইতে শ্রমে নিযুক্ত রহিয়াছে ইহাতে শ্রমিকের কোন লাভ নাই। শুধু এইটুকু যে, দাসীদের দ্বারা মুসাকাতের শ্রমিকের শ্রমের

কিছুটা লাঘব হইবে। উহাদের অবর্তমানে তাহার শ্রম বাড়িবে। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, যেমন এক সেচের কার্য ঐ বাগানে হয় যেখানে পানির কূপ রহিয়াছে আর এক প্রকার ঐ বাগানে হয়, যেখানে পানি ইত্যাদি উটের সাহায্যে বহন করিয়া আনিতে হয়। এই উভয় প্রকার এক সমান নহে। ফলে উভয় প্রকার বাগানে একই রকম বিনিময়ে মুসাকাত করিতে কেহ রাজী হইবে না। কেননা প্রথম প্রকারে পরিশ্রম কম হইবে, দ্বিতীয়টিতে অধিক হইবে।

মালিক (র) বলেন : ওয়াসিতা হইতেছে এমন কূপ যাহার পানি সব সময় থাকে।

মালিক (র) বলেন : শরীকানা বাগানে শ্রমের দায়িত্ব যাহার তাহার জন্য ইহাও বৈধ হইবে না যে, ঐ গোলামদের দ্বারা সে কোন অন্য কাজ নেয় বা মালিকের নিকট অন্য কাজের শর্ত করে।

মালিক (র) বলেন : বাগানের মালিকের পক্ষে ঐ সমস্ত গোলামের যে গোলাম পূর্ব হইতে বাগানের কাজে নিযুক্ত ছিল তাহাদের সংখ্যা কমাইতে শর্ত করা বৈধ হইবে না। মুসাকাতের সময় যেই অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায় সবকিছু থাকিতে দিতে হইবে। যদি কোন গোলামকে ছাঁটাই করিতে চায় তবে।

মালিক (র) বলেন : মুসাকাতের পূর্বেই ছাঁটাই করিতে হইবে। এইরূপ যদি বাড়াইতে চায় তবে মুসাকাতের পূর্বেই বাড়াইতে হইবে। তৎপর মুসাকাত করিবে যদি ইচ্ছা করে, বাগানের গোলামদের মধ্যে যদি কেহ মরিয়া যায় বা নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, তবে বাগানের মালিককে অন্য গোলাম দিতে হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩৪

كتاب كراء الأرض

জমি কেরায়া দেওয়ার অধ্যায়[১]

(١) باب ماجاء فى كراء الأرض

পরিচ্ছেদ ১ : জমি কেরায়া দেওয়ার প্রসঙ্গ

١-حدّثنا يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِىِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ .

قَالَ حَنْظَلَةُ : فَسَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْجٍ ، بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

রেওয়ায়ত ১

রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শস্যক্ষেত্র কেরায়া দিতে নিষেধ করিয়াছেন। হানযালা বলেন, আমি রাফি'র নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম যদি স্বর্ণ বা চাঁদির পরিবর্তে লওয়া হয় ? তিনি বলিলেন, "কোন ক্ষতি নাই।"

٢-وحدّثنى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهِ.

রেওয়ায়ত ২

যুহরী (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বর্ণ ও চাঁদির পরিবর্তে জমি কেরায়া লওয়া বৈধ কি ? তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, বৈধ, ইহাতে কোন ক্ষতি নাই।"

---

১. টাকা-পয়সার পরিবর্তে জমি কেরায়া দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। কিন্তু ফসলের একাংশের পরিবর্তে দেওয়া যাহাকে মুযারা'আ বা মুখাবারা বলা হয় ইহা ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম শাফি'ঈ (র) ও মালিক (র)-এর নিকট নাজায়েয। কিন্তু ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)-এর নিকট ইহা জায়েয।

٣-وحدّثني مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ ؟ فَقَالَ : لاَ بَأْسَ بِهَا. بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَقُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؟ فَقَالَ : أَكْثَرَ رَافِعُ . وَلَوْ كَانَ لِيْ مَزْرَعَةُ أَكْرَيْتُهَا.

রেওয়ায়ত ৩

যুহরী (র) সালিম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে শস্যক্ষেত্র কেরায়া দেওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, স্বর্ণ ও চাঁদির পরিবর্তে হইলে কোন ক্ষতি নাই। যুহরী (র) বলিলেন, রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা) হইতে বর্ণিত হাদীস কি আপনার জানা আছে ? উত্তরে সালিম (র) বলিলেন, তিনি অর্থাৎ রাফি' অনেক অস্পষ্ট কথা বলিয়াছেন, যদি আমার নিকট শস্যক্ষেত্র হইত তবে আমি কেরায়া দিতাম।

٤-وحدّثني مَالِكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أَرْضًا. فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ. قَالَ ابْنُهُ : فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلاَّ لَنَا ، مِنْ طُوْلِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ. حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ. فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا. ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ.

রেওয়ায়ত ৪

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) কেরায়ায় একটি জমি লইয়াছিলেন, যাহা আমৃত্যু তাঁহার নিকট ছিল। তাঁহার পুত্র বলিলেন, আমরা এই জমি আমাদের নিজস্ব মনে করিতাম, কেননা উহা অনেক দিন আমাদের নিকট ছিল। যখন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা)-এর অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, ইহা কেরায়ার জমি, কেরায়া যাহা বাকী ছিল তাহা সোনা চাঁদিতে আদায় করিতে বলিলেন।

٥-وحدّثني مَالِكُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

وَسُئِلَ مَالِكُ : عَنْ رَجُلٍ أَكْرَى مَزْرَعَتَهُ بِمِائَةِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ. أَوْ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنَ الْحِنْطَةِ أَوْ مِنْ غَيْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ؟ فَكَرِهَ ذٰلِكَ.

রেওয়ায়ত ৫

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) তাহার পিতা হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন যে, তাঁহার পিতা যুবায়র নিজের জমি সোনা-চাঁদির পরিবর্তে কেরায়া দিতেন।

মালিক (র)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইয়াছিল, যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় জমি এই শর্তে কেরায়া দেয় যে, উৎপাদিত ফসলের এই পরিমাণ (যেমন একশত সা') লইব এমতাবস্থায় মাসআলা কি ? তিনি বলিলেন, "ইহা মাকরূহ।"

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩৫

كتاب الشفعة

শুফ্‘আ অধ্যায়

(١) باب ما تقع في الشفعة

পরিচ্ছেদ ১ : কি জিনিসের মধ্যে শুফ‘আ চলে

١–حدّثنا يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ. وَعَنْ أَبِى سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيْنَهُمْ ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذٰلِكَ، السُّنَّةُ الَّتِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهَا عِنْدَنَا.

রেওয়ায়ত ১

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) ও আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ঐ জিনিসের মধ্যে শুফ‘আর ফায়সালা করিয়াছেন যাহা শরীকদারদের মধ্যে বন্টন হয় নাই। সুতরাং যখন তাহাদের মধ্যে সীমা নির্ধারিত হইয়া যাইবে তখন আর তাহাতে শুফ্‘আ চলিবে না। মালিক (র) বলেন, এই মাসআলাতে কোন মতবিরোধ নাই এবং আমার মতও ইহাই।

٢–قَالَ مَالِكٌ : إِنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنِ الشُّفْعَةِ ، هَلْ فِيْهَا مِنْ سُنَّةٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ. الشُّفْعَةُ فِى الدُّورِ وَالْأَرَضِيْنَ. وَلاَ تَكُونُ إِلاَّ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ.

রেওয়ায়ত ২

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল শুফ‘আ সম্বন্ধে, উহার কি কোন নিয়ম আছে ? উত্তরে তিনি বলিলেন, শুফ‘আ ঘর ও জমির মধ্যে হয় এবং একমাত্র শরীকদারগণই তাহা পায়।

٣–وحدّثنى مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، مِثْلُ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مَعَ قَوْمٍ فِى أَرْضٍ بِحَيَوَانٍ ، عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ ، أَوْ مَاأَشْبَهَ ذٰلِكَ مِنَ الْعُرُوْضِ . فَجَاءَ الشَّرِيْكُ يَأْخُذُ بِشُفْعَتِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ. فَوَجَدَ الْعَبْدَ أَوِ الْوَلِيْدَةَ قَدْ هَلَكَا. وَلَمْ يَعْلَمْ أَحَدَ قَدْرَ قِيْمَتِهِمَا . فَيَقُولُ الْمُشْتَرِى : قِيْمَةُ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيْدَةِ مِائَةُ دِيْنَارٍ. وَيَقُوْلُ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ الشَّرِيْكُ : بَلْ قِيْمَتُهُمَا خَمْسُونَ دِيْنَارًا.

قَالَ مَالِكٌ : يَحْلِفُ الْمُشْتَرِى أَنَّ قِيْمَةَ مَااشْتَرَى بِهِ مِائَةُ دِينَارٍ. ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الشُّفْعَةِ، أَخَذَ أَوْيَتْرُكَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِىَ الشَّفِيعُ بِبَيِّنَةٍ، أَنَّ قِيْمَةَ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيْدَةِ دُوْنَ مَاقَالَ الْمُشْتَرِى.

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ وَهَبَ شِقْصًا فِى دَارٍ، أَوْأَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ ، فَأَثَابَهُ الْمَوْهُوْبُ لَهُ بِهَا نَقْدًا أَوْ عَرْضًا. فَإِنَّ الشُّرَكَاءَ يَأْخُذُوْنَهَا بِالشُّفْعَةِ إِنْ شَاؤُوا. وَيَدْفَعُونَ إِلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ قِيْمَةَ مَثُوبَتِهِ، دَنَانِيْرَ أَوْ دَرَاهِمَ.

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فِى دَارٍ أَوْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمْ يُثَبْ مِنْهَا . وَلَمْ يَطْلُبْهَا. فَأَرَادَ شَرِيكُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِقِيمَتِهَا. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. مَالَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا. فَإِنْ أُثِيْبَ ، فَهُوَ لِلشَّفِيعِ بِقِيْمَةِ الثَّوَابِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصاً فِى أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. بِثَمَنٍ إِلٰى أَجَلٍ. فَأَرَادَ الشَّرِيْكُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ.

قَالَ مَالِكٌ : إِنْ كَانَ مَلِيًّا ، فَلَهُ الشُّفْعَةُ بِذٰلِكَ الثَّمَنِ إِلَى ذٰلِكَ الْأَجَلِ. وَإِنْ كَانَ مَخُوفًا أَنْ لاَ يُؤَدِّى الثَّمَنِ إِلٰى ذٰلِكَ الْأَجَلِ ، فَإِذَا جَاءَهُمْ بِحَمِيْلٍ مَلِيٍّ ثِقَةٍ مِثْلِ الَّذِى اشْتَرَى مِنْهُ الشَّقْصَ فِى الْأَرْضِ الْمُشْتَرَكَةِ ، فَذٰلِكَ لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَ تَقْطَعُ شُفْعَةَ الغَائِبِ غَيْبَتُهُ. وَإِنْ طَالَتْ غَيْبَتُهُ. وَلَيْسَ لِذٰلِكَ عِنْدَنَا حَدٌّ تُقْطَعُ إِلَيْهِ الشُّفْعَةُ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُوَرِّثُ الْأَرْضَ نَفَرًا مِنْ وَلَدِهِ. ثُمَّ يُوْلَدُ لأَحَدِ النَّفَرِ. ثُمَّ يَهْتَلِكُ الْأَبُ. فَيَبِيْعُ أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ حَقَّهُ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ. فَإِنَّ اَخَا الْبَائِعُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ مِنْ عُمُومَتِهِ، شُرَكَاءِ أَبِيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ : الشُّفْعَةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ عَلَى قَدْرِ نَصِيْبِهِمْ. يَأْخُذُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِ نَصِيْبِهِ. إِنْ كَانَ قَلِيْلاً فَقَلِيْلاً. وَإِنْ كَانَ كَثِيْرًا فَقَدْرِهِ وَذٰلِكَ إِنْ تَشَاحُّوا فِيْهَا.

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا أَنْ يَشْتَرِي رَجُلٌ مِنْ، رَجُلٍ مِنْ شُرَكَائِهِ حَقَّهُ. فَيَقُوْلُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ : أَنَا آخُذُ مِنَ الشُّفْعَةِ بِقَدْرِ حِصَّتِيْ. وَيَقُولُ الْمُشْتَرِي : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا اَسْلَمْتُهَا إِلَيْكَ. وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَدَعَ فَدَعْ. فَإِنَ الْمُشْتَرِيَ : اذاً خَيَّرَهُ فِي هٰذَا وَاَسْلَمَهُ اِلَيْهِ. فَلَيْسَ لِلشَّفِيْعِ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ الشُّفْعَةَ كُلَّهَا. أَوْ يُسْلِيْهَا إِلَيْهِ فَانْ اَخَذَهَا فَهُوَ اَحَقُّ بِهَا. وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَرْضَ فَيَعْمُرُهَا بِالْأَصْلِ يَضَعُهُ فِيْهَا. أَوِ الْبِئْرِ يَحْفِرُهَا. ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيْهَا حَقًّا. فَيُرِيْدُ أَنْ يَأْخُذَهَا بِالشُّفْعَةِ : إِنَّهُ لاَ شُفْعَةَ لَهُ فِيْهَا. إِلاَّ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ مَاعَمَرَ. فَإِنْ أَعْطَاهُ قِيْمَةَ مَا عَمَرَ ، كَانَ أَحَقَّ بِالشُّفْعَةِ. وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُ فِيْهَا.

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّ صَاحِبَ الشُّفْعَةِ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ ، اسْتَقَالَ الْمُشْتَرِيَ ، فَأَقَالَهُ. قَالَ : لَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ . وَالشَّفِيْعُ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي كَانَ بَاعَهَا بِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : مَنِ اشْتَرَى شِقْصًا فِي دَارٍ أَوْ أَرْضٍ. وَحَيَوَانًا وَعُرُوضًا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. فَطَلَبَ الشَّفِيعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ . فَقَالَ الْمُشْتَرِي : خُذْ مَا اشْتَرَيْتُ جَمِيعًا. فَإِنِّي إِنَّمَا اشْتَرَيْتُهُ جَمِيْعًا .

قَالَ مَالِكٌ : بَلْ يَأْخُذُ الشَّفِيْعُ شُفْعَتَهُ فِي الدَّارِ أَوِ الْأَرْضِ. بِحِصَّتِهَا مِنْ ذٰلِكَ الثَّمَنِ. يُقَامُ كُلُّ شَيْءٍ اشْتَرَاهُ مِنْ ذٰلِكَ عَلَى حِدَتِهِ. عَلَى الثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ. ثُمَّ

يَأْخُذُ الشَّفِيْعُ شُفْعَتَهُ بِالَّذِى يُصِيْبُهَا مَنْ رَأْسِ الثَّمَنِ. وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوْضِ شَيْئًا. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكُ : وَمَنْ بَاعَ شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. فَسَلَّمَ بَعْضُ مَنْ لَهُ فِيْهَا الشُّفْعَةُ لِلْبَائِعِ. وَأَبِىْ بَعْضُهُمْ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ بِشُفْعَتِهِ : إِنَّ مَنْ أَبِىْ أَنْ يُسَلِّمَ يَأْخُذُ بِالشُّفْعَةِ كُلِّهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَيَتْرُكَ مَابَقِىَ.

قَالَ مَالِكُ ، فِىْ نَفَرٍ شُرَكَاءَ فِى دَارٍ وَاحِدَةٍ. فَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ، وَشُرَكَاؤُهُ غُيَّبُ كُلُّهُمْ. إِلاَّ رَجُلاً. فَعُرِضَ عَلَى الْحَاضِرِ أَنْ يَأْ خُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْ يَتْرُكَ. فَقَالَ : أَنَا آخُذُ بِحِصَّتِى وَأَتْرُكُ حِصَصَ شُرَكَائِى حَتَّى يَقْدَمُوا. فَإِنْ أَخَذُوا فَذٰلِكَ. وَإِنْ تَرَكُوا أَخَذْتُ جَمِيْعَ الشُّفْعَةِ.

قَالَ مَالِكُ : لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ ذٰلِكَ كُلَّهُ أَوْ يَتْرُكَ. فَإِنْ جَاءَ شُرَكَاؤُهُ، أَخَذُوْا مِنْهُ أَوْ تَرَكُوْا إِنْ شَاؤُا. فَإِذَا عُرِضَ هٰذَا عَلَيْهِ فَكَمْ يَقْبَلْهُ، فَلاَ أَرَى لَهُ شُفْعَةً.

রেওয়ায়ত ৩

মালিক (র) বলেন : সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতেও এইরূপ বর্ণিত আছে।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি কয়েকজন একযোগে মালিক এমন কোন জমির এক অংশ কোন জন্তু অথবা গোলামের পরিবর্তে কিংবা এই ধরনের কোন মালের (যেমন জিনিসপত্র) পরিবর্তে খরিদ করে, অতঃপর শরীকদার নিজ শুফ'আ নেওয়ার জন্য আসে কিন্তু এই সময়ে ঐ গোলাম অথবা দাসী মারা গিয়া থাকে এবং তাহাদের মূল্য কত ছিল কেহ জানে না। কিন্তু খরিদ্দার বলে যে, তাহার মূল্য একশত দীনার ছিল এবং শুফ'আ দাবিদার পঞ্চাশ দীনার বলে, তবে খরিদ্দার হইতে এই ব্যাপারে কসম (শপথ) গ্রহণ করা হইবে যে, উহার মূল্য একশত দীনার ছিল। তাহার পর শুফ'আ দাবিদারের ইচ্ছা হইলে উহা গ্রহণও করিতে পারে অথবা দাবি ছাড়িয়াও দিতে পারিবে। কিন্তু যদি শুফ'আর দাবিদার তাহার দাবির সপক্ষে প্রমাণ করে যে, উক্ত দাস দাসীর মূল্য খরিদ্দার যাহা বলে তাহা হইতে কম ছিল, তবে তাহার কথা মানিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ একযোগে কয়েক ব্যক্তি মালিক এমন ঘর অথবা জমির নিজ অংশ দান করিয়া দেয় কিন্তু যাহাকে দান করা হইয়াছে সে দানকারীকে তাহার মূল্য দিয়া দেয়, তবে শুফ'আর দাবি করার অধিকার শরীকদারদের থাকিবে এবং গ্রহীতাকে টাকা-পয়সা ফেরত দিয়া তাহা লইবার ইখতিয়ার শরীকদারদের থাকিবে, দীনার অথবা দিরহাম যাহা দিয়া হউক মূল্য শোধ করিবে।

মালিক (র) বলেন যে, যদি কেহ তাহার সঙ্গে অন্যেরাও মালিক এমন ঘর অথবা জমি হেবা (দান) করে এবং এখনও কোন বিনিময় গ্রহণ করে নাই এবং বিনিময় তলবও করে নাই, এমন সময় শরীকদার যদি চাহে

যে, উহার বিনিময় দিয়া দখল করিবে তবে উহার বিনিময় প্রদান না করিয়া দখল করা জায়েয হইবে না। যদি বিনিময় দিয়া দেয় তবে উহা শুফ'আ দাবিকারীর জন্য বৈধ হইবে এই শর্তে যে, পূর্ণ মূল্য সে দিয়া দিবে ও দখল লইবে।

মালিক (র) বলেন : যে কেহ যদি শরীকী জমির এক ভাগ বাকী খরিদ করে, অতঃপর শরীকদারদের কেহ যদি শুফ'আর দাবি করে যদি সে ধনী হয় তবে ঐ মূল্যেই এবং ঐ ওয়াদা অনুযায়ী নিবে, আর যদি দরিদ্র হয় যে, ঐ মূল্য ওয়াদা অনুযায়ী দিতে পারিবে না তবে কোন একজন নির্ভরযোগ্য মানুষ, যে খরিদ্দারের সমতুল্য, জামিন হইলে লইতে পারিবে।

মালিক (র) বলেন যে, শুফ'আর দাবিদার যদি জমির বেচাকেনার সময় অনুপস্থিত থাকে তবে তাহার শুফ'আর অধিকার বাতিল হইবে না, যদিও সে অনেক দিন গায়েব থাকে। আর গায়েব থাকার কোন সীমা আমাদের নিকট নাই যে, এতদিন গায়েব থাকিলে শুফ'আর অধিকার থাকিবে না।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তির কয়েকজন সন্তান কোন জমির ওয়ারিসসূত্রে মালিক হইল, তাহার পর তাহাদের কাহারও সন্তান জন্ম হওয়ার পর সে মারা গেল এবং তাহার এক সন্তান মৃত পিতার প্রাপ্য অংশ বিক্রয় করিতে চাহে, তবে বিক্রেতার ভাই তাহার চাচার চাইতে শুফ'আর অধিকার বেশি রাখে। মালিক (র) বলেন যে, আমাদের নিকটও হুকুম অনুরূপ।

মালিক (র) বলেন : যদি শুফ'আর শরীকদারদের মধ্যে কয়েকজন দাবি করে তবে বিক্রীত সম্পদ হইতে প্রত্যেকে হিস্যা অনুযায়ী লইবে। যদি কম হয় কমই নেবে আর বেশি হইলে বেশিই নেবে। ইহা তখনই করিবে যখন তাহাদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে, অথবা একজন তাহার সঙ্গীর নিকট হইতে তাহার হিস্যা খরিদ করিয়া কোন শরীকদারকে বলিবে যে, আমি আমার হিস্যা পরিমাণ শুফ'আ লইব। অতঃপর খরিদ্দার বলিবে যে, তুমি যদি চাহ তবে সবটুকুরই শুফ'আ লইয়া যাও, আমি তোমাকে সবই দিয়া দিতেছি। কিংবা শুফ'আর দাবিও পরিহার কর। এই অবস্থায় শুফ'আর দাবিদারের উচিত পূর্ণ হিস্যা খরিদ্দার হইতে খরিদ করিয়া লওয়া অথবা শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ করা। যদি পূর্ণ নিতে চায় তবে সে বেশি হকদার, অন্যথায় সে হকদার হইবে না।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি কিছু জমি খরিদ করিল, অতঃপর উহা আবাদ করিল ও উহাতে ঘর নির্মাণ করিল অথবা কূপ খনন করিল। তাহার পর এক ব্যক্তি আসিয়া হক দাবি করিল এবং শুফ'আর মাধ্যমে উহা নেওয়ার ইচ্ছা করিল, তবে তাহার শুফ'আ দাবির কোন অধিকার নাই যতক্ষণ বানানো ঘর অথবা কূপ খননের মূল্য আদায় না করে। যদি উহার মূল্য আদায় করিয়া দেয় তবে তাহার শুফ'আর দাবি গ্রাহ্য হইবে। অন্যথায় তাহার কোন শুফ'আর দাবি চলিবে না।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি শরীকের ঘর অথবা জমি বিক্রয় করিয়া জানিতে পারিল যে, শুফ'আর দাবিদার শুফ'আ দাবি করিবে। তাই ক্রেতা মূল্যের ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় লইতে চাহিল এবং বিক্রেতাও তাহাই করিল। তাহাতে শুফ'আর' দাবিদারের শুফ'আ নষ্ট হইবে না। এই ব্যাপারে শুফ'আর দাবিদারই শুফ'আর অধিকারী, যে মূল্যে বিক্রয় করিয়াছে তাহা আদায় করার পর।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ শরীকী ঘর অথবা জমির এক অংশ ও ১টি জন্তু এবং কিছু জিনিসপত্র একই বৈঠকে আফদে (দাম) খরিদ করে, অতঃপর শুফ'আ দাবিকারীর শুফ'আ দাবি করে, শুধু ঘরে অথবা

জমিতে, কিন্তু খরিদ্দার বলে যে, আমি যাহা খরিদ করিয়াছি সকলই নিয়া যাও, কারণ আমি সবই খরিদ করিয়াছি। তখন শুফ'আর দাবিদার জমি ও ঘরেরই শুফ'আ লইবে, তাহার হিস্যা যতদূর আসে। তখন ঐ পূর্বের মূল্যের হিসাবে প্রত্যেকটি জিনিসের মূল্য ধরিতে হইবে পৃথকভাবে। অতঃপর শুফ'আ লইয়া যাইবে ঐ খরিদকৃত আসল দামের হিসাবে, যাহা হয় তাহা দিয়া। জন্তু ও জিনিসপত্র কোনটাই নেবে না, কিন্তু সে যদি ইচ্ছা করিয়া সবগুলি লইয়া যায় তবে উহাও জায়েয।

মালিক (র) বলেন : শরীকী জমির এক অংশ কেহ বিক্রয় করিল, অতঃপর যাহাদের শুফ'আর অধিকার আছে তাহদের কেহ খরিদ্দারের পক্ষে দাবি প্রত্যাখ্যান করিল কিন্তু তাহাদের আর কেহ তাহা দাবি করিয়া বসিল, এই অবস্থায় খরিদ্দারের পূর্ণ অংশ তাহার নিতে হইবে। ইহা হইবে না যে, সে তাহার ভাগের অংশই নিবে এবং বাকী অংশ ছাড়িয়া দিবে।

মালিক (র) বলেন : যদি অনেকেই মালিক এমন একটি ঘরের কোন এক শরীক তাহার অংশ বিক্রয় করিল। একজন শরীকদার ছাড়া আর সকলেই অনুপস্থিত। অতঃপর সেই উপস্থিত শরীকদারকে এই মর্মে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, শুফ'আর দাবিতে আপনি ইহা লইয়া যান অথবা ছাড়িয়া দেন; সে বলিল, আমি আমার অংশ নিতেছি, এবং শরীকদারদের অংশ ছাড়িয়া দিতেছি, তাহারা হাযির হওয়ার পর যদি তাহাদের অংশ তাহারা নেয় তবে তো ভাল, না হয় আমি সবটুকু লইব। এই পন্থা জায়েয নহে, হয়ত সে পূর্ণ হিস্যা নেবে, না হয় পূর্ণ দাবি ছাড়িয়া দেবে। অতঃপর যদি অন্যান্য শরীকদার আসে তবে তাহার নিকট হইতে তাহারা অংশ লইবে অথবা ছাড়িয়া দেবে। আর উক্ত ব্যক্তি যদি তাহা গ্রহণই না করে তবে তাহার আর শুফ'আর অধিকার থাকিবে না।

(٢) باب مالا تقع في الشفعة

পরিচ্ছেদ ২ : কি কি জিনিসের মধ্যে শুফ'আ চলে না

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِى الْأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيْهَا. وَلاَ شُفْعَةَ فِى بِئْرٍ وَلاَ فِى فَحْلِ النَّخْلِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى هٰذَا، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ شُفْعَةَ فِى طَرِيْقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيْهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِى عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيْهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ. عَلَى أَنَّهُ فِيْهَا بِالْخِيَارِ. فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَابَاعَ شَرِيْكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ. قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِى :

إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَكُوْنُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ. فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ، فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِيَ أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِيْنًا. ثُمَّ يَأْتِيْ رَجُلُ فَيُدْرِكُ فِيْهَا حَقًّا بِمِيْرَاثٍ : إَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ. وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الْأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الأَوَّلِ. إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الْأَخَرِ. لِأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيْهَا مِنْ غِرَاسٍ، أَوْذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ.

قَالَ : فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ، أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ ، أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي، أَوْهُمَا حَيَّانِ ، فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالْاِشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ، فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ. وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هٰذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ ، وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذٰلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ، قُوِّمَتِ الْأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا. فَيَصِيْرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذٰلِكَ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلٰى مَازَادَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْغِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ. فَيَكُوْنُ عَلَى مَا يَكُوْنُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ. ثُمَّ بَنَى فِيْهَا وَغَرَسَ. ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَذَلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَيِّ. فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ ، قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيْهِ شَفْعَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيْدَةٍ. وَلاَ بَعِيْرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ. وَلاَ شَاةٍ وَلاَ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ . وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ فِي بِئْرٍ لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ. إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيْمَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيْهِ الْحُدُودُ مِنَ الْأَرْضِ. فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيْهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًافِيْهَا شُفْعَةُ لِنَاسٍ حُضُوْرٍ، فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ . فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ. وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ. فَتَرَكُوا ذٰلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ. ثُمَّ جَاؤُوْا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ. فَلاَ أَرَى ذٰلِكَ لَهُمْ .

রেওয়ায়ত ৪

উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা) বলেন যে, জমির সীমানা নির্ধারিত হইয়া গেলে তখন আর উহাতে শুফ'আ চলে না এবং কূপের মধ্যেও শুফ'আ চলে না, আর চলিবে না নর খেজুর গাছেও। মালিক (র) বলেন যে, আমাদের নিকট এই হুকুমই গ্রহণযোগ্য।

মালিক (র) বলেন : পথের মধ্যে শুফ'আ চলিবে না, তাহা বন্টনের যোগ্য হউক অথবা বন্টনের যোগ্য নাই হউক।

মালিক (র) বলেন : আমাদের কাছে ঘরের বারান্দায়ও শুফ'আ চলিবে না, তাহা বন্টনের উপযোগী হউক বা না হউক। মালিক (র) বলেন, যদি কেহ অনেকে মালিক এমন কোন জমির কোন অংশ খেয়ারের শর্তে খরিদ করে এবং বিক্রেতার শরীকদারগণ ইচ্ছা করিল যে, তাহাদের শরীকদার যাহা বিক্রয় করিয়াছে তাহা শুফ'আর মাধ্যমে লইয়া লইবে, খরিদ্দারের ইখতিয়ার পূর্ণ হইবার পূর্বে এইরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের জন্য শুফ'আ জায়েয হইবে না। যতক্ষণ খরিদ্দারের খরিদ পাকাপোক্ত না হয়, অতঃপর যদি তাহার খরিদ পাকাপোক্ত হয় তবেই তাহাদের জন্য শুফ'আ জায়েয হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি এক ব্যক্তি একটি জমি খরিদ করিয়া অনেক দিন পর্যন্ত নিজ দখলে রাখে। অতঃপর এক ব্যক্তি আসিয়া তার মীরাসের দাবি করিয়া শুফ'আর অধিকার দাবি করিল। যদি তাহার মীরাসের হক প্রমাণিত হয় তবে তাহার জন্য শুফ'আর দাবি থাকিবে। এই সময় যাহা উৎপন্ন হইয়াছে তাহা খরিদ্দারের থাকিবে, যে দিন হইতে দ্বিতীয় জনের হক প্রতিষ্ঠিত হয় সেই দিন পর্যন্ত। কেননা যদি জমি বন্যায় নষ্ট হইয়া যাইত তবে সে তাহারই অধীনে থাকিত। আর যদি অনেক দিন চলিয়া যায় অথবা সাক্ষী কিংবা বিক্রেতা ও ক্রেতা মরিয়া যায় অথবা তাহারা জীবিতই, কিন্তু বেচাকেনার মূল্য অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার কারণে ভুলিয়া গিয়াছে এই অবস্থায় তাহার শুফ'আ চলিবে না। কিন্তু তাহার (মীরাসের) হক পাইবে যাহা প্রমাণিত হয়। আর যদি ব্যাপার অন্য রকম হয় যেমন বেশি দিন অতিবাহিত হয় নাই কিন্তু বিক্রেতা বিক্রয়কে এইজন্য গোপন করিতেছে যেন প্রতিবেশী শুফ'আর দাবি না করিতে পারে; তবে আসল জমির দাম যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার দাম কত। অতঃপর জমি যদি আরো বাড়িয়া থাকে – যেমন ঘরবাড়ি বাগ-বাগিচা তবে তাহার মূল্য আদায় করিয়া প্রতিবেশী শুফ'আর দাবিতে লইয়া লইবে।

মালিক (র) বলেন : জীবিতদের সম্পত্তির নয়, মৃত ব্যক্তিদের সম্পত্তিতেও শুফ'আ চলিবে। কিন্তু যদি অংশীদাররা অংশ বন্টন করিয়া নেয় এবং বিক্রয় করিয়া ফেলে তবে আর শুফ'আ চলিবে না।

মালিক (র) বলেন : আমার মতে গোলাম, বাঁদী, উট, গরু, বকরী ও জীব-জন্তুতে এবং কাপড়-চোপড় ও কূপে যাহার আশেপাশে জমি নাই শুফ'আর দাবি চলিবে না, কেননা শুফ'আ তো ঐখানেই হইয়া থাকে যেখানে সীমানা নির্ধারিত করা যায়। সুতরাং যেখানে ভাগবাটোয়ারা চলে না সেখানে শুফ'আও চলিবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ এমন জমি খরিদ করে যেখানে মানুষের শুফ'আর অধিকার চলে, তবে তাহার উচিত সে যেন সমস্ত প্রতিবেশীকে বিচারকের নিকট লইয়া যায় এবং বলে যে, হয়তো তোমরা লইয়া যাও অথবা শুফ'আর দাবি পরিত্যাগ কর। আর সে যদি সকল প্রতিবেশীকে লইয়া যায় নাই কিন্তু বেচাকেনার বিষয় (সময় মতো) সকল প্রতিবেশীই খবর পাইয়াছিল এবং এতদসত্ত্বেও অনেক দিন পর্যন্ত শুফ'আর দাবি করে নাই, অতঃপর শুফ'আর দাবি করিলে তাহাদের দাবি অগ্রাহ্য হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩৬

كتاب الاقضية

বিচার সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب الترغيب فى القضاء بالحق

পরিচ্ছেদ ১ : ন্যায়বিচারে উৎসাহ প্রদান

١–حدّثنا يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ. وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَحْوِ مَاأَسْمَعُ مِنْهُ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَىْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ. فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئًا . فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» .

রেওয়ায়ত ১

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি একজন মানুষ, তোমরা আমার নিকট ঝগড়া-বিবাদ লইয়া আস। এমনও হইতে পারে যে, একে অপরের তুলনায় অধিক চালাকী ও চাতুরির আশ্রয় লইবে এবং নিজ দাবি প্রমাণিত করিবে এবং আমি তাহার বাহ্যিক প্রমাণের দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পক্ষে রায় দিয়া দিব। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি আমি অপরের হক কাহাকেও দিয়া দেই তবে তাহার জন্য উক্ত বস্তু গ্রহণ করা উচিত নহে। কেননা উহা তাহার জন্য আগুনের টুকরা।

٢–وحدّثنى مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ وَيَهُوْدِىٌّ. فَرَأَى عُمَرُ أَنَّ الْحَقَّ لِلْيَهُوْدِيِّ فَقَضَى لَهُ. فَقَالَ

لَهُ الْيَهُودِيُّ : وَاللّٰهِ. لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ قَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ ؟ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : إِنَّا نَجِدُ أَنَّهُ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ ، إِلاَّ كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ. يُسَدِّدَانِهِ وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ. مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ. فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ. عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

রেওয়ায়ত ২

হযরত সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, একদা উমর (রা)-এর দরবারে এক ইহুদী ও এক মুসলমান কোন বিবাদ লইয়া আসিল। উমর (রা) বুঝিতে পারিলেন যে, ইহুদীর দাবি সত্য। তাই ইহুদীর সপক্ষে রায় দিয়া দিলেন। ইহুদী সর্বশেষে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, আপনি হক ফায়সালা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া উমর (রা) তাহাকে বেত্র দ্বারা আঘাত করিয়া বলিলেন, কিভাবে জানিতে পারিয়াছ যে, এই বিচার হক হইয়াছে? ইহুদী বলিল, আমি আমাদের আসমানী কিতাবে দেখিয়াছি যে, যে বিচারক সত্য ফয়সালা করে তাহার ডান দিকের এবং বাম দিকের কাঁধে একজন করিয়া ফেরেশতা থাকেন। তাহারা তাঁহাকে শক্তিশালী রাখে এবং সৎ পথ দেখাইতে থাকে যতক্ষণ সে হকের উপর থাকে। আর যদি সে হককে ছাড়িয়া দেয় তবে ফেরেশতারাও তাহাকে ছাড়িয়া উর্ধ্বজগতে উঠিয়া যায়।

(٢) باب ماجاء فى الشهادات

পরিচ্ছেদ ২ : সাক্ষ্য প্রদান

٣-حدّثنا يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِىْ عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ ؟ الَّذِى يَأْتِىْ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا. أَوْيُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَ لَهَا».

রেওয়ায়ত ৩

যায়দ ইব্ন খালেদ জুহানী (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমি কি তোমাদিগকে সর্বোত্তম সাক্ষীর কথা বলিব? তাহা হইল, যে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই সাক্ষ্য প্রদান করে অথবা যে সাক্ষ্য প্রদান করে তাহাকে জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই।

٤-وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. فَقَالَ : لَقَدْ جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَالَهُ رَأْسٌ وَلاَ ذَنَبٌ . فَقَالَ عُمَرُ : مَاهُوَ ؟ قَالَ : شَهَادَاتُ الزُّوْرِ. ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا. فَقَالَ عُمَرُ : أَوَقَدْ كَانَ ذٰلِكَ ؟ قَالَ نَعَمْ. قَالَ عُمَرُ : وَاللّٰهِ لاَ يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِى الْإِسْلاَمِ بِغَيْرِ الْعُدُوْلِ.

وحدّثنى مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلاَ ظَنِيْنٍ.

রেওয়ায়ত ৪

রাবিয়া ইবন আবি আবদির রহমান হইতে বর্ণিত যে, উমর (রা)-এর দরবারে ইরাক হইতে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি এমন এক ব্যাপার লইয়া আসিয়াছি যাহার কোন আগ-পাছ কিছুই নাই। উমর (রা) বলিলেন, "তাহা কি?" সে বলিল আমাদের দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উমর (রা) বলিলেন, তুমি কি সত্যই বলিতেছ ? সে বলিল, হাঁ, তখন উমর (রা) বলিলেন, ভবিষ্যতে নির্ভরযোগ্য ও ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত কোন মুসলমানকে কয়েদ করা যাইবে না।

মালিক (রা) বলেন : উমর (রা) বলেন যে, শত্রু এবং দীনের ব্যাপারে দোষারোপ করা হইয়াছে এমন লোকদের সাক্ষ্য জায়েয হইবে না।

(٣) باب القضاء فى شهادة المحدود

পারিচ্ছেদ ৩ : অপবাদকারীর সাক্ষ্যের ফয়সালা করা

قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ سُئِلُوا : عَنْ رَجُلٍ جُلِدَ الْحَدَّ. أَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ ؟ فَقَالُوْا : نَعَمْ. إِذَا ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ.

وحدّثنى مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يُسْأَلُ عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ.

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَذٰلِكَ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى-وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوْا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَأَصْلَحُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ-.

قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ الَّذِى لاَاخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الَّذِى يُجْلَدُ الْحَدَّ ثُمَّ تَابَ وَأَصْلَحَ. تَجُوْزُ شَهَادَتُهُ. وَهُوَ أَحَبُّ مَاسَمِعْتُ إِلَيَّ فِى ذٰلِكَ.

মালিক (র) বলেন যে, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র)-সহ আরো কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, যে ব্যক্তি অপবাদের দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত তাহার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হইবে কি ? তাহারা বলিলেন, হাঁ যখন সে তওবা করিয়াছে বলিয়া জানা যাইবে।

মালিক (র) বলেন যে, ইমাম জুহরী (র)-কে ঐরূপ প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনিও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসারের মতো উত্তর দিয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন : আমার মতও অনুরূপ, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন যে, যে ব্যক্তি নেককার স্ত্রীলোকের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং চারজন সাক্ষী হাযির করিতে না পারে তবে তাহাদিগকে আশি দোররা মার, অতঃপর কোন সময় তাহার সাক্ষ্য কবুল করিও না, কেননা, ইহারাই পাপাচারী। হাঁ, পরে যাহারা তওবা করিয়া নেয় এবং সংশোধন হইয়া যায় তবে আল্লাহ্ নিশ্চয়ই ক্ষমাকারী ও দয়াবান। মালিক (র) বলেন, এই ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন মতভেদ নাই যে, যাহার উপরে অপবাদের শাস্তি হইয়াছে অতঃপর সংশোধন হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা যায় এবং আমি যাহা এই ব্যাপারে জানিয়াছি, তাহার মধ্যে ইহাই খুব পছন্দনীয় কথা।

(٤) باب القضاء باليمين مع الشاهد

পরিচ্ছেদ ৪ : সাক্ষীসহ কসমের সাথে ফয়সালা

٥–قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ .

রেওয়ায়ত ৫

জাফর সাদিক (র) তাহার পিতা মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সাক্ষী ও কসমের উপর ফয়সালা করিয়াছেন।

٦–وَعَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْكُوفَةِ : أَنِ اقْضِ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ.

রেওয়ায়ত ৬

আবু যিনাদ (র) হইতে বর্ণিত যে, উমর ইব্‌ন আবদিল আযীয (র) কুফার শাসনকর্তা আবদুল হামিদ ইব্‌ন আবদির রহমানকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, সাক্ষীর সাথে কসম গ্রহণ করিয়া ফয়সালা করিয়া লইতে পার।

٧–وحدثني مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ : هَلْ يُقْضَى بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ ؟ فَقَالاَ : نَعَمْ.

قَالَ مَالِكٌ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ . وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ، أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ. فَإِنْ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذٰلِكَ الْحَقُّ حَقَّهُ. وَإِنْ أَبِيْ أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ فِى الأَمْوَالِ خَاصَّةً. وَلاَ يَقَعُ ذٰلِكَ فِىْ شَىْءٍ مِنَ الْحُدُودِ. وَلاَ فِى نِكَاحٍ وَلاَ فِى طَلاَقٍ. وَلاَ فِى عَتَاقَةٍ وَلاَ فِى سَرِقَةٍ، وَلاَ فِى فِرْيَةٍ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ الْمَتَاقَةَ مِنَ الْأَمْوَالِ ، فَقَدْ أَخْطَأَ. لَيْسَ ذٰلِكَ عَلَى مَاقَالَ. وَلَوْ كَانَ ذٰلِكَ عَلَى مَاقَالَ، لَحَلَفَ الْعَبْدُ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ ، أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ . وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى مَالٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ادَّعَاهُ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقَّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ الْحُرُّ.

قَالَ مَالِكٌ : فَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَاءَ بِشَاهِدٍ عَلَى عَتَاقَتِهِ اسْتُحْلِفَ سَيِّدُهُ مَا أَعْتَقَهُ. وَبَطَلَ ذٰلِكَ عَنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَيْضًا فِى الطَّلاَقِ. إِذَا جَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِشَاهِدٍ أَنْ زَوَّجَهَا طَلَّقَهَا. أُحْلِفَ زَوْجُهَا مَا طَلَّقَهَا. فَإِذَا حَلَفَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ .

قَالَ مَالِكٌ : فَسُنَّةُ الطَّلاَقِ وَالعَتَاقَةِ فِى الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ وَاحِدَةٌ . إِنَّمَا يَكُونُ الْيَمِينُ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ. وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. وَإِنَّمَا الْعَتَاقَةُ حَدٌّ مِنَ الْحُدُودِ. لاَ تَجُوزُ فِيْهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ. لأَنَّهُ إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَوَقَعَتْ لَهُ الْحُدُوْدُ. وَوَقَعَتْ عَلَيْهِ. وَإِنْ زَنَىْ وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ. وَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدَ قُتِلَ بِهِ. وَثَبَتَ لَهُ الْمِيْرَاثُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يُوْارِثُهُ. فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فَقَالَ : لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ عَبْدَهُ. وَجَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ سَيِّدَ الْعَبْدِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ. فَشَهِدَ لَهُ، عَلَى حَقِّهِ ذٰلِكَ ، رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ يُثْبِتُ الْحَقَّ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ . حَتَّى تُرَدَّ بِهِ عَتَاقَتُهُ. إِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ مَالٌ غَيْرُ الْعَبْدِ . يُرِيْدُ أَنْ يُجِيْزَ بِذٰلِكَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِى الْعَتَاقَةِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ لَيْسَ عَلَى مَا قَالَ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ ، الرَّجُلُ يَعْتِقُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَأْتِى طَالِبُ الْحَقِّ عَلَى سَيِّدِهِ بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ. فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ. ثُمَّ يَسْتَحِقُّ حَقَّهُ. وَتُرَدُّ بِذٰلِكَ عَتَاقَةُ الْعَبْدِ. أَوْيَأْتِى الرَّجُلُ قَدْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِ الْعَبْدِ مُخَالِطَةٌ وَمُلاَبَسَةٌ. فَيَزْعُمُ أَنَّ لَهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مَالاً. فَيُقَالُ لِسَيِّدِ الْعَبْدِ : احْلِفْ مَا عَلَيْكَ مَا ادَّعَى. فَإِنْ نَكَلَ وَأَبْى أَنْ يَحْلِفَ ، حُلِّفَ صَاحِبُ الْحَقِّ. وَثَبَتَ حَقُّهُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ. فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ يَرُدُّ عَتَاقَةَ الْعَبْدِ. إِذَا ثَبَتَ الْمَالُ عَلَى سَيِّدِهِ .

قَالَ : وَكَذٰلِكَ أَيْضًا الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْأَمَةَ . فَتَكُوْنُ امْرَأَتَهُ. فَيَأْتِيْ سَيِّدُ الْأَمَةِ إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَيَقُولُ : ابْتَعْتَ مِنِّي جَارِيَتِي فُلَانَةَ . أَنْتَ وَفُلَانٌ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا. فَيُنْكِرُ ذٰلِكَ زَوْجُ الْأَمَةِ. فَيَأْتِيْ سَيِّدُ الْأَمَةِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ. فَيَشْهَدُوْنَ عَلَى مَا قَالَ. فَيَثْبُتُ بَيْعُهُ. وَيَحِقُّ حَقُّهُ. وَتَحْرُمُ الْأَمَةُ عَلَى زَوْجِهَا. وَيَكُونُ ذٰلِكَ فِرَاقًا بَيْنَهُمَا . وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِنْ ذٰلِكَ أَيْضًا ، الرَّجُلُ يَفْتَرِيَ عَلَى الرَّجُلِ الْحُرِّ ، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. فَيَأْتِي رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَيَشْهَدُوْنَ أَنَّ الَّذِي افْتَرَى عَلَيْهِ عَبْدٌ مَمْلُوكٌ. فَيَضَعُ ذٰلِكَ الْحَدَّ عَنِ الْمُفْتَرِي بَعْدَ أَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ. وَشَهَادَةُ النِّسَاءِ لاَ تَجُوْزُ فِي الْفِرْيَةِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُشْبِهُ ذٰلِكَ أَيْضًا مِمَّا يَفْتَرِقُ فِيْهِ الْقَضَاءُ ، وَمَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ ، أَنَّ الْمَرْأَتَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَى اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ. فَيَجِبُ بِذٰلِكَ مِيْرَاثُهُ حَتَّى يَرِثُ . وَيَكُوْنُ مَالُهُ لِمَنْ يَرِثُهُ. إِنْ مَاتَ الصَّبِيُّ. وَلَيْسَ مَعَ الْمَرْأَتَيْنِ ، اللَّتَيْنِ شَهِدَتَا ، رَجُلٌ لاَ يَمِيْنٌ. وَقَدْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ فِي الْأَمْوَالِ الْعِظَامِ. مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ. وَالرِّبَاعِ وَالْحَوَائِطِ وَالرَّقِيْقِ. وَمَا سِوَى ذٰلِكَ مِنَ الْأَمْوَالِ. وَلَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ عَلَى دِرْهَمٍ وَاحِدٍ. أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ أَوْأَ كْثَرَ. لَمْ تَقْطَعْ شَهَادَتُهُمَا شَيْئًا. وَلَمْ تَجُزْ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُمَا شَاهِدٌ أَوْ يَمِيْنٌ.

قَالَ مَالِكٌ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُوْلُ لاَتَكُوْنُ الْيَمِيْنُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ. وَيَحْتَجُّ بِقَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، وَقَوْلُهُ الْحَقُّ- وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ يَقُوْلُ : فَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ فَلَاشَيْءَ لَهُ. وَلاَ يُحَلَّفُ مَعَ شَاهِدِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : فَمِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ قَالَ ذٰلِكَ الْقَوْلُ ، أَنْ يُقَالَ لَهُ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاَ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ مَالاً. أَلَيْسَ يَحْلِفُ الْمَطْلُوبُ مَا ذٰلِكَ الْحَقُّ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذٰلِكَ عَنْهُ . وَإِنْ نَكَلَ مِنَ الْيَمِيْنِ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ وَثَبَّتَ حَقُّهُ عَلَى

صَاحِبِهِ فَهٰذَا مَالاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. وَلاَ بِبَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ. فَبِأَيِّ شَيْءٍ أَخَذَ هٰذَا ؟ أَوْ فِيْ أَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابَ اللّٰهِ وَجَدَهُ ؟ فَإِنْ أَقَرَّ بِهٰذَا فَلْيُقْرِرْ بِالْيَمِيْنِ مَعَ الشَّاهِدِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَأَنَّهُ لَيَكْفِيْ مِنْ ذٰلِكَ مَا مَضٰى مِنَ السُّنَّةِ. وَلٰكِنِ الْمَرْءُ قَدْ يُحِبُّ أَنْ يَعْرِفَ وَجْهَ الصَّوَابِ وَمَوْقِعَ الْحُجَّةِ. فَفِيْ هٰذَا بَيَانُ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذٰلِكَ. إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র) বলেন যে, আবূ সালমা ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, সাক্ষী ও কসমের দ্বারা ফয়সালা করা যাইবে কি ? উত্তরে তাঁহারা বলিলেন, হাঁ।

মালিক (র) বলেন যে, একজন সাক্ষীর সাথে বাঁদীর কসম গ্রহণের প্রথা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সে যদি কসম করে তবে তাহার দাবি প্রমাণিত হইবে। আর যদি সে কসম করিতে ভয় পায় অথবা অস্বীকার করে তবে বিবাদীকে কসম দেওয়া হইবে। যদি বিবাদী কসম করিয়া নেয় তবে ঐ হক (পাওনা) বিবাদীর উপর হইতে এড়াইয়া যাইবে। আর যদি সেও কসম করিতে অস্বীকার করে তবে পুনরায় বাঁদীর দাবি তাহার উপর ন্যস্ত হইবে।

মালিক (র) বলেন যে, কসমসহ সাক্ষ্য শুধু মালের বেলায় চলিবে, হুদুদ (শরীয়তের শাস্তি), বিবাহ, তালাক, গোলাম আযাদ, চুরি ও অপবাদের মধ্যে চলিবে না। অতঃপর যদি কেহ বলে যে, গোলাম আযাদ মালের মধ্যে শামিল, তবে সে ভুল করিবে। কারণ ব্যাপার অন্য রকম, যদি এমন হইত যে, সে বলিয়াছে তবে গোলাম একজন সাক্ষীসহ হাযির হইলে কসম লইয়া তাহাকে আযাদ করিয়া দেওয়া উচিত ছিল। আর যদি গোলাম একজন সাক্ষী আনে কোন মালের ব্যাপারে যে, সে মালিকের উপর দাবি করে তবে সেই ক্ষেত্রে একজন সাক্ষীসহ কসম লওয়া হইবে এবং তাহার হক প্রমাণিত হইবে। যেমন আযাদ মানুষ হলফ করিলে হয়।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নিয়ম এই যে, গোলাম যদি তাহার আযাদ হওয়ার সপক্ষে একজন সাক্ষী লইয়া আসে তবে তাহার মনিবকে কসম দেওয়া হইবে যে, তাহার গোলামকে আযাদ করে নাই। তাহা হইলেই গোলামের আযাদী প্রমাণিত হইবে না।

মালিক (র) বলেন যে, এই নিয়ম তালাকের ব্যাপারেও। যদি কোন স্ত্রী লোক তালাকের ব্যাপারে একজন সাক্ষী লইয়া আসে তবে স্বামীকেও কসম করানো হইবে। যদি স্বামী তালাক না দেওয়ার উপর কসম করে তবে তালাক প্রমাণিত হইবে না। মালিক (র) বলেন যে, এইভাবেই তালাক ও আযাদ-এর সাক্ষ্যের মধ্যে এক সাক্ষী থাকিলে স্বামী ও মনিবকে কসম করানো হইবে। কেননা আযাদ করা (ই'তাক) একটি শরীয়তী সীমারেখার মধ্য হইতে একটি, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য জায়েয নাই। কেননা গোলাম আযাদ হইয়া গেলেই তাহার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায় এবং তাহার কারণে শাস্তি অন্যের উপর পতিত হয় এবং অন্যের

কারণে শাস্তি তাহার উপর পতিত হয়। সে যদি যিনা করে এবং বিবাহিত হয় তবে তাহাকে রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ) করা হইবে। আর যদি সে হত্যা করে তবে তাহার বদলায় তাহাকেও হত্যা করা হইবে এবং তাহার ওয়ারিসগণ মীরাস দাবি করিতে পারিবে। কেহ যদি প্রশ্ন করে যে, যদি কোন মনিব তাহার গোলামকে আযাদ করে এবং কোন ব্যক্তি আসিয়া গোলামের মনিবের নিকট নিজের কর্জ দাবি করে এবং তাহার সপক্ষে একজন পুরুষ ও দুইজন মহিলাকে সাক্ষীরূপে পেশ করে তবে মনিবের উপর করয প্রমাণিত হইয়া যাইবে। আর যদি মনিবের নিকট এই গোলাম ছাড়া আর কোন সম্পদ না থাকে তবে গোলামের আযাদী ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযাদীর ব্যাপারে মেয়েদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। তাহার উত্তর এই যে, এখানে মেয়েদের সাক্ষ্য কর্জ প্রমাণের জন্য গ্রহণযোগ্য। গোলাম আযাদের ব্যাপারে নহে। তাহার উদাহরণ এইরূপ যে, যদি কোন লোক তাহার গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়, অতঃপর তাহার পাওনাদারগণ এক সাক্ষী ও কসমের দ্বারা নিজের দাবি প্রমাণিত করে এবং ইহার কারণে গোলামের আযাদী বাতিল করিয়া দেওয়া হইবে। অথবা কেহ গোলামের মনিবের উপর কর্জের দাবি করে এবং সাক্ষী না থাকে তবে মনিব হইতে কসম গ্রহণ করা হইবে। যদি কসম করিতে অস্বীকার করে তবে বাঁদীর নিকট হইতে কসম লওয়া হইবে এবং কর্জ মনিবের উপর প্রমাণিত হইবে এবং গোলামের আযাদী বাতিল হইবে। এমনিভাবে যদি কেহ কোন দাসীকে বিবাহ করে এবং দাসীর মনিব স্বামীকে বলে যে, তুমি এবং অমুক ব্যক্তি মিলিয়া আমার অমুক দাসীকে এত টাকায় খরিদ করিয়াছ। স্বামী সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিল। এদিকে মনিব যদি একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রী লোক সাক্ষীরূপে পেশ করে তবে এই অবস্থাতে বিক্রয় প্রমাণিত হইয়া যাইবে এবং সে হকদার হইয়া যাইবে ও বিবাহ হারাম হইয়া যাইবে এবং বিবাহ ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অথচ স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য তালাকের ব্যাপারে জায়েয নাই।

মালিক (র) বলেন : এইরূপভাবে যদি কেহ কোন আযাদ লোকের প্রতি যিনার অপবাদ দেয় তবে তাহার উপর শরীয়তের হুদুদ (শাস্তি) আসিবে। আর যদি একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোককে সাক্ষীরূপে আনে এবং তাহারা সাক্ষ্য দেয় যে, যাহার উপর অপবাদ দেওয়া হইতেছে সে গোলাম তবে অপবাদকারীর উপর হইতে শাস্তি রহিত হইয়া যাইবে। অথচ স্ত্রীলোকদের সাক্ষ্য অপবাদের মধ্যে চলে না।

মালিক (র) বলেন যে, যাহার মধ্যে বিচার ভিন্নরূপ হয় তাহার উদাহরণ এইরূপ — যেমন দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য দিল যে, এই বাচ্চা জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহা হইলে এই বাচ্চার জন্য মীরাস প্রমাণিত হইবে এবং এই সন্তানের উত্তরাধিকার যে সেই মীরাসের মালিক হইবে, যদি সন্তান মৃত্যুবরণ করে এইখানেও দুইজন স্ত্রীলোকের সাথে কোন পুরুষ নাই কিংবা কসমও নাই। কোন সময় মীরাসের মাল অনেক হইয়া থাকে, যেমন স্বর্ণ, রৌপ্য, জমি, বাগান, গোলাম, ইহা ছাড়া অন্যান্য সম্পদ আর যদি একটি দিরহাম অথবা তাহার চাইতেও কম বা অধিক মালের ব্যাপারে দুইজন স্ত্রীলোক সাক্ষ্য প্রদান করে তবে তাহাদের সাক্ষ্যের দ্বারা কোন পরিবর্তন হইবে না এবং কার্যকরীও হইবে না, যতক্ষণ তাহাদের সাথে একজন পুরুষ সাক্ষ্য না থাকিবে অথবা কসম না থাকিবে।

মালিক (র) বলেন যে, কোন কোন লোক বলে যে, একজন সাক্ষীর সাথে কসম প্রয়োজন হয় না এবং দলীলস্বরূপ এই আয়াত পেশ করে, "আল্লাহ্‌র কথা সত্য ; যদি দুইজন পুরুষ না পাওয়া যায় তবে একজন

পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোককে, যাহারা তোমাদের মনঃপূত হয় সাক্ষী মনোনীত কর।" তাহারা বলে যে, একজন পুরুষ ও দুইজন স্ত্রীলোক না হইলে তাহাদের জন্য কিছুই নাই। একজন সাক্ষীর সঙ্গে কসমও গ্রহণ করা হয় না।

মালিক (র) উত্তরে বলেন : যাহারা এরূপ বলে, তাহাদের বলা হইবে যে, তুমি কি দেখ না যে যদি কেহ কাহারো নিকট অর্থ দাবি করে তবে বিবাদীর নিকট হইতে কি কসম লওয়া হয় না ? যদি সে কসম করে তবে তাহার উপর দাবিকৃত হক বাতিল হইয়া যায়। আর যদি সে কসম করিতে অস্বীকার করে তবে দাবিদারকে কসম দেওয়া হইবে যে, তাহার দাবি সত্য, তাহা হইলে হক তাহার উপর অবধারিত হইয়া যাইবে। এই মাসআলায় কোন মানুষের মতভেদ নাই, আর কোন দেশের লোকেরও ইহাতে মতভেদ নাই। তবে তোমরা এই কথা কোথা হইতে আনিয়াছ ? এবং আল্লাহ্‌র কোন কিতাব হইতে সংগ্রহ করিয়াছ ? যদি তোমাদের নিকট ইহা জায়েয থাকে তবে একজন সাক্ষীর সাথে কসমের কথাও স্বীকার করিয়া লও। ইহা যদিও কুরআনে নাই, হাদীসে তো আছে। এই ব্যাপারে যেই সমস্ত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট, কিন্তু যদি সত্য কথা পাওয়া যায় তাহা মানিয়া লওয়াই কর্তব্য এবং দলীলের বিষয়গুলি দেখা প্রয়োজন। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কঠিন বিষয় সহজ হইয়া যাইবে।

(٥) باب القضاء فيمن هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد .

পরিচ্ছেদ ৫ : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মরিয়া গেলে এবং সেই ব্যক্তির নিকট কেহ ঋণ পাওনা থাকিলে কিংবা অন্য ব্যক্তির উপর সেই মৃত লোকের ঋণ পাওনা থাকিলে এবং উভয় অবস্থায় একজন সাক্ষী থাকিলে

قَالَ يَحْيٰى قَالَ مَالِكٌ، فِي الرَّجُلُ يَهْلِكَ وَلَهُ دَيْنٌ ، عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ ، عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ ، لَهُمْ فِيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ. فَيَأْبٰى وَرَثَتُهُ أَنْ يَحْلِفُوا عَلٰى حُقُوْقِهِمْ مَعَ شَاهِدِهِمْ. قَالَ : فَإِنَّ الْغُرَمَاءَ يَحْلِفُونَ وَيَأْخُذُونَ حُقُوقَهُمْ. فَإِنْ فَضَلَ فَضْلٌ لَمْ يَكُنْ لِلْوَرَثَةِ مِنْهُ شَيْءٌ- وَذٰلِكَ أَنَّ الْأَيْمَانَ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَبْلُ، فَتَرَكُوْهَا . إِلاَّ أَنْ يَقُوْلُوْا لَمْ نَعْلَمْ لِصَاحِبِنَا فَضْلاً. وَيُعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا تَرَكُوا الْأَيْمَانَ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ. فَإِنِّيْ أَرٰى أَنْ يَحْلِفُوْا وَيَأْخُذُوْا مَابَقِيَ بَعْدَ دَيْنِهِ .

মালিক (র) বলেন যে, যদি এমন ব্যক্তি মারা যায়, যে মানুষের কাছে পাওনা আছে এবং পাওনার উপরে একজন মাত্র সাক্ষী আছে। আর উক্ত মৃত ব্যক্তির উপরও অপরের দেনা আছে এবং তাহার উপর একজন সাক্ষী আছে। এই ব্যাপারে তাহার ওয়ারিসগণ তাহাদের হকের উপর যদি হলফ করিতে অস্বীকার করে তবে পাওনাদারগণ হলফ করিয়া তাহাদের পাওনা লইয়া যাইবে। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে তাহা ওয়ারিসগণ পাইবে না। কারণ তাহার হলফ করিতে অস্বীকার করিয়া তাহাদের স্বীয় হক ছাড়িয়া দিয়াছে। হাঁ, ঐ সময় পাইবে যখন ওয়ারিসগণ বলে যে, আমরা জানিতাম না, যে কর্জ হইতে কিছুটা বাঁচিবে। আর বিচারক তাহাদের কথায় বুঝিতে পারে যে, তাহাদের কথা সত্য তবে এখন হলফ লইয়া ঐ দেনা পরিশোধের পর সম্পদ হইতে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা ওয়ারিসগণ লইয়া যাইবে।

(٦) باب القضاء في الدعوى

পরিচ্ছেদ ৬ : দাবির মীমাংসা

٨-قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ جَمِيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُؤَذِّنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْضُرُ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ. فَإِذَا الرَّجُلُ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ حَقًّا ، نَظَرَ . فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْمُلاَ بَسَةٌ ، أَحْلَفَ الَّذِي ادُّعِيَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ ، لَمْ يُحَلِّفْهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذٰلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّهُ مَنِ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ بِدَعْوَى ، نُظِرَ . فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مُخَالَطَةٌ أَوْ مُلاَبَسَةٌ أُحْلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ ذٰلِكَ الْحَقُّ عَنْهُ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، وَرَدَّ الْيَمِيْنَ عَلَى الْمُدَّعِي ، فَحَلَفَ طَالِبُ الْحَقِّ ، أَخَذَ حَقَّهُ.

রেওয়ায়ত ৮

জামিল ইব্‌ন আবদির রহ্‌মান (র) উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর দরবারে হাযির হইয়া তাঁহার বিচার কার্য দেখিতেন। কোন লোক যদি কাহারো প্রতি কোন দাবি করিত তবে ইহার প্রতি খুব লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন। অতঃপর যদি বলিতেন যে, তাহাদের মধ্যে (বাদী-বিবাদী) কাজে-কারবারে সমতা ও সামঞ্জস্য আছে, তবে বিবাদীকে কসম করাইতেন, না হয় কসম করাইতেন না।

মালিক (র) বলেন যে, আমাদের কাছেও এই প্রথা যে, যদি কেহ কাহারো প্রতি কিছু দাবি করে তবে দেখিতে হইবে যে, যদি বাদী ও বিবাদীর মধ্যে সম্পর্ক ভাল থাকে এবং তাহারা সমপর্যায়ের হয় তবে বিবাদীকে কসম করাইতে হইবে। যদি সে কসম করে তবে বাদীর দাবি বিবাদী হইতে ছুটিয়া যাইবে। আর যদি বিবাদী কসম করিতে অস্বীকার করে তবে এই কসম বাদীর দিকে ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং সেই অবস্থায় কসম করিয়া তাহার দাবি প্রমাণিত করিয়া আদায় করিয়া লইবে।

(٧) باب القضاء في شهادة الصبيان

পরিচ্ছেদ ৭ : বালকদের সাক্ষ্যের উপর ফয়সালা

٩-قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيْمَا مِنَ الْجِرَاحِ. وَلاَ تَجُوزُ عَلَى غَيْرِهِمْ. وَإِنَّمَا تَجُوْزُ شَهَادَتُهُمْ فِيْمَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْجِرَاحِ

وَحْدَهَا. لاَ تَجُوْزُ فِىْ غَيْرِ ذٰلِكَ. إِذَا كَانَ ذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا. أَوْ يُخَبَّبُوا أَوْ يُعَلَّمُوا. فَإِنِ افْتَرَقُوْا فَلاَ شَهَادَةَ لَهُمْ. إِلاَ أَنْ يَكُوْنُوْا قَدْ أُشْهِدُوا الْعُدُوْلَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ. قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقُوْا.

রেওয়ায়ত ৯

হিশাম ইবন উরওয়াহ (র) হইতে বর্ণিত যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবায়র (র) বালকদের সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের মারামারির বিচার করিয়া দিতেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট এই হুকুম যে, যদি বালকগণ একে অপরকে আহত করিয়া দেয় তবে তাহাদের সাক্ষ্য বৈধ। ইহা ছাড়া অন্য মামলায় তাহা বৈধ হইবে না। ইহা ঐ সময় হইবে যখন ঝগড়া করিয়া সেখানেই থাকে, অন্যত্র না গিয়া থাকে। যদি অন্যত্র চলিয়া যায় তবে তাহাদের সাক্ষ্য জায়েয নহে। যতক্ষণ না কোন নির্ভরযোগ্য মানুষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং বালকগণও ঐখানেই থাকে।

(٨) باب ما جاء فى الحنث على منبر النبى صلى الله عليه وسلم

পরিচ্ছেদ ৮ : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মিম্বরে মিথ্যা কসম করা

١٠-قَالَ يَحْيى :

حدّثنا مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نِسْطَاسٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : "مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِى اثِمًا تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".

রেওয়ায়ত ১০

জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার মিম্বরে যে মিথ্যা কসম করে সে যেন তাহার স্থান দোযখে বানাইয়া লয়।

١١-وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيِّ ، عَنْ أَخِيْهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الْأَ نْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِى أُمَامَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ. » قَالُوا : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ « وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ. وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ « وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ » قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.

রেওয়ায়ত ১১

আবূ উমামা (রা) হইতে বর্ণিত যে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করিয়া কোন মুসলমান ভাইয়ের সম্পদ আত্মসাৎ করে তাহার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশত হারাম করিয়া দিবেন এবং দোযখ ওয়াজিব করিয়া দিবেন। সাহাবীগণ বলিলেন, যদি সামান্য জিনিসও হয় তবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, যদিও পিলু গাছের একটি ডাল হয়, যদিও পিলু গাছের একটি ডাল হয়, যদিও পিলু গাছের একটি ডাল হয়, তিনি এই বাক্যকে তিনবার বলিয়াছেন।

(٩) باب جامع ماجاء في اليمين على المنبر

পরিচ্ছেদ ৯ : মিম্বরের উপরে কসম করা

١٢-قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيْفِ الْمُرِيِّ يَقُوْلُ : اخْتَصَمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ مُطِيْعٍ فِي دَارٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا. إِلَى مَرْوَانَ ابْنِ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيْرٌ عَلَى الْمَدِيْنَةِ. فَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمِنْبَرِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِي. قَالَ فَقَالَ مَرْوَانُ : لاَ وَاللّٰهِ إِلاَّ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحُقُوْقِ. قَالَ فَجَعَلَ زَيْدُ بْنِ ثَابِتٍ يَحْلِفُ أَنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ . وَيَأْبِيْ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ فَجَعَلَ مَرْوَانُ ابْنُ الْحَكَمِ يَعْجَبُ مِنْ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَرَى اَنْ يُحَلَّفَ أَحَدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، عَلَى أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِيْنَارٍ. وَذٰلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

রেওয়ায়ত ১২

আবূ গাতফান (র) হইতে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) ও ইব্ন মুতী-এর মধ্যে একটি ঘরের ব্যাপারে ঝগড়া হইয়া যায়। অবশেষে তাহারা ইহার বিচার মারওয়ানের নিকট লইয়া গেলেন। সেই সময় তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। মারওয়ান বলিলেন, যায়দ ইব্ন সাবিত মিম্বরের উপর উঠিয়া কসম করিয়া নিক। যায়দ (রা) বলিলেন, আমি আমার স্থানে দাঁড়াইয়া কসম করিয়া লই। মারওয়ান বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, ইহা হইতে পারে না। অন্য লোকেরা যেখানে তাহাদের হকের মীমাংসা করে সেখানেই করিতে হইবে। অতঃপর যায়দ (রা) নিজ স্থানে দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন, আমি কসম করিয়া বলিতেছি যে, আমার দাবি সত্য, কিন্তু মিম্বরের উপর গিয়া কসম করিতে অস্বীকার করিতে লাগিলেন। মারওয়ান ইহাতে বিস্মিত হইয়া গেলেন।

মালিক (র) বলেন যে, এক-চতুর্থাংশ দীনারের কম দাবি হইলে মিম্বরের কসম করা জায়েয নাই, উহা তিন দিরহাম।

(١٠) باب مالا يجوز من غلف الرهن

পরিচ্ছেদ ১০ : রেহেনকে বাধা দেওয়া নাজায়েয

١٣–قَالَ يَحْيٰى :

حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ » .

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرُ ذٰلِكَ ، فِيْمَا نُرَى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ، أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ. وَفِى الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ. فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ : إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ ، إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيْهِ لَهُ. وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا رُهِنَ فِيْهِ.

قَالَ : فَهٰذَا لاَ يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ. وَهٰذَا الَّذِى نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِى رَهَنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ، فَهُوَ لَهُ. وَأُرَى هٰذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِخًا.

রেওয়ায়ত ১৩

সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন "রেহেনকে বন্ধ করা উচিত নয়।"

মালিক (র) বলেন যে ইহার ব্যাখ্যা আমাদের নিকট এই যে, (আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন) এক ব্যক্তি কিছু জিনিস অপর ব্যক্তির নিকট রেহেন রাখিল কোন জিনিসের পরিবর্তে। আর রেহেন-এর বস্তুটি মূল্যবান যে জিনিসের পরিবর্তে রাখা হইয়াছে তাহার চাইতে। অতঃপর রেহেন (গচ্ছিতকারী) মুরতাহেনকে (যাহার নিকট রাখা হইয়াছে) বলিল, আমি যদি নির্দিষ্ট তারিখে আপনার জিনিস লইয়া আসি তবে আমার জিনিস আমাকে দিবেন আর যদি আমি ঐ সময় না আসিতে পারি তবে গচ্ছিত মাল আপনার। এইরূপ করা জায়েয নাই এবং হালালও নহে। ইহাই নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। যদি নির্দিষ্ট দিনের পরে ঐ ব্যক্তি আসে তবে রেহেনের বস্তু তাহারই হইবে। আর এই শর্ত বাতিল হইবে।

(١١) باب القضاء فى رهن الثمر والحيوان

পরিচ্ছেদ ১১ : ফল ও জন্তুর রেহেনের ফয়সালা

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِيْمَنْ رَهَنَ حَائِطًا لَهُ إِلٰى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَيَكُوْنُ ثَمَرُ ذٰلِكَ الْحَائِطِ قَبْلَ ذٰلِكَ الْأَجَلِ : إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ. إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ اشْتَرَطَ ذٰلِكَ، الْمُرْتَهِنُ فِى رَهْنِهِ. وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ. أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا : إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَفُرِقَ بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ. أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُ هَا لِلْبَائِعِ. إِلاَ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ».

قَالَ : وَالْأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا : أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيْدَةً ، أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ ، وَفِىْ بَطْنِهَا جَنِيْنٌ. أَنَّ ذٰلِكَ الْجَنِيْنَ لِلْمُشْتَرِى. اشْتَرَطَهُ الْمُشْتَرِى أَوْلَمْ يَشْتَرِطْهُ. فَلَيْسَتِ النَّخْلُ مِثْلَ الْحَيَوَانِ. وَلَيْسَ الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِيْنِ فِى بَطْنِ أُمِّهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذٰلِكَ أَيْضًا : أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْهَنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ. وَلاَ يَرْهَنُ النَّخْلَ. وَلَيْسَ يَرْهُنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِيْنًا فِى بَطْنِ أُمِّهِ. مِنَ الرَّقِيْقِ. وَلاَ مِنَ الدَّوَابِّ.

মালিক (র) বলেন : যদি কোন বাগান নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত রেহেন রাখে তবে ঐ বাগানের ফল যাহা রেহেন রাখার পূর্বে হইয়াছে তাহা গাছের সাথে রেহেন ধরা যাইবে না। কিন্তু যদি রেহেনের সময় রেহেন রক্ষক শর্ত করিয়া দিয়া থাকে তবে জায়েয হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি একটি গর্ভবতী বাঁদী রেহেন রাখিল অথবা রেহেন রাখার পরে সে গর্ভবতী হয় তবে বাচ্চাও সাথে রেহেন ধরা যাইবে। গাছের ফল আর সন্তানের মধ্যে এই ব্যবধান। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, যদি খেজুর গাছ এই অবস্থায় বিক্রয় করে যে, সেই খেজুর গাছকে তানবীর করিয়াছিল তবে এই খেজুর বিক্রেতারই হইবে। কিন্তু যদি শর্ত করিয়া থাকে তবে ভিন্ন কথা। মালিক (র) বলেন যে, আমাদের কাছে ইহা একটি মতভেদহীন মাসআলা। তাহা হইল : যদি কেহ কোন ক্রীতদাসী অথবা জানোয়ার বিক্রয় করে এবং ঐ দাসী কিংবা জানোয়ার গর্ভবতী হয় তবে ঐ বাচ্চা খরিদ্দারের হইবে। খরিদ্দার শর্ত করুক চাই না করুক। সুতরাং জানা গেল যে, খেজুর গাছের হুকুম জানোয়ারের হুকুমের মতো নহে আর ফলের হুকুমও গর্ভাধারের বাচ্চার হুকুমের মতো নহে।

মালিক (র) বলেন যে, এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কথা এই যে মানুষ গাছ ছাড়াও খেজুরকে রেহেন রাখিতে পারে। কিন্তু দাসী বা পশুর বাচ্চা যাহা মাতৃগর্ভে রহিয়াছে তাহাকে কোন মানুষ রেহেন রাখিতে পারে না।

(١٢) باب القضاء فى الرهن من الحيوان

পরিচ্ছেদ ১২ : জন্তু রেহেন রাখার ফয়সালা

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا فِى الرَّهْنِ : أَنَّ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلاَ كُهُ مِنْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ حَيَوَانٍ. فَهَلَكَ فِى يَدِ الْمُرْتَهِنِ. وَعُلِمَ هَلاَ كُهُ. فَهُوَ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ شَيْئًا . وَمَا كَانَ مِنْ رَهْنٍ يَهْلِكُ فِى يَدِ الْمُرْتَهِنِ. فَلاَ يُعْلَمُ هَلاَ كُهُ إِلاَّ بِقَوْلِهِ. فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ. وَهُوَ

لِقِيْمَتِهِ ضَامِنٌ. يُقَالُ لَهُ : صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَىٰ صِفَتِهِ. وَتَسْمِيَةِ مَالِهِ فِيْهِ. ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ بِذٰلِكَ. فَإِنْ كَانَ فِيْهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيْهِ الْمُرْتَهِنُ ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى، أُحْلِفَ الرَّاهِنُ عَلَى مَاسَمَّى الْمُرْتَهِنُ . وَبَطَلَ عَنْهُ الْفَضْلُ الَّذِى سَمَّى الْمُرْتَهِنُ. فَوْقَ قِيمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ ، أُعْطِيَ الْمُرْتَهِنُ مَافَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ : لاَ عِلْمَ لِى بِقِيْمَةِ الرَّهْنِ. حُلِّفَ الرَّاهِنُ عَلَى صِفَةِ الرَّهْنِ. وَكَانَ ذٰلِكَ لَهُ، إِذَا جَاءَ بِالْأَمْرِ الَّذِى لاَ يُسْتَنْكَرُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ . وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَى يَدَىْ غَيْرِهِ.

মালিক (র) বলেন যে, আমাদের নিকট ইহা একটি মতবিরোধহীন মাসআলা। তাহা এই : যদি রেহেন রাখা জিনিস এমন হয় যাহা ক্ষতি হইলে বোঝা যায় যেমন জমি, ঘর ও জন্তু। অতঃপর উহা মুরতাহেন (যাহার নিকট রক্ষিত)-এর নিকট নষ্ট হইয়া যায়, তবে মুরতাহেনের প্রাপ্য ইহাতে কমিবে না, বরং ইহা রাহিনের (রেহেন যে দিয়াছে) ক্ষতি হইবে। আর যদি তাহা এমন জিনিস হয় যাহা নষ্ট হইলে শুধু মুরতাহেনের কথায়ই বোঝা যায় (যেমন কাপড়, স্বর্ণ, রূপা) তবে মুরতাহেনের ক্ষতি ধরা যাইবে এবং উহার মূল্যের জন্য সেই দায়ী হইবে। আর যদি রাহেন ও মুরতাহেনের মধ্যে মূল্য সম্বন্ধে ঝগড়া হয় তবে মুরতাহেনকে বলা হইবে যে, কসম করিয়া এ জিনিসের গুণ ও মূল্যের পরিমাণ বর্ণনা কর। যদি সে বর্ণনা করে তবে জ্ঞানী লোকগণ তাহা চিন্তা করিয়া মুরতাহেনের বর্ণনা অনুযায়ী মূল্য ধার্য করিবেন। আর যদি মূল্য রাহেনের মূল্য হইতে অধিক হয় তবে রাহেন অধিক মূল্য গ্রহণ করিবে। আর যদি উহার মূল্য রাহেনের মূল্য হইতে কম হয় তবে রাহেনকে কসম করানো হইবে। যদি সে কসম করে তবে মুরতাহেন রাহেনের মূল্য হইতে যতদূর বেশি বলিয়াছে তাহা তাহার দায়িত্ব হইতে নামিয়া যাইবে। আর যদি রাহেন কসম না করে তবে ঐ পরিমাণ মূল্য মুরতাহেনকে আদায় করিয়া দিবে। আর যদি মুরতাহেন বলে যে আমি ঐ জিনিসের মূল্য জানি না তবে রাহেনকে ঐ জিনিসের গুণাবলির উপর কসম দেওয়া হইবে, যদি সে কসম করে তবে তাহার বর্ণনা অনুযায়ী ফয়সালা করা হইবে, যদি সে অসঙ্গত কিছু না বলে।

মালিক (র) বলেন যে, ইহা ঐ সময় হইবে যখন জিনিসটি মুরতাহেন নিজ অধিকারে আনয়ন করিয়াছে এবং সে অন্য কাহারো হাতে উহা রাখে নাই।

(١٣) باب القضاء فى الر هن يكون بين الرجلين

পরিচ্ছেদ ১৩ : দুই ব্যক্তির নিকট রেহেন রাখার ফয়সালা

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِى الرَّجُلَيْنِ يَكُوْنُ لَهُمَا رَهْنٌ بَيْنَهُمَا. فَيَقُوْمُ اَحَدُهُمَا بِبَيْعِ رَهْنِهِ. وَقَدْ كَانَ الْآخَرُ أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ سَنَةً. قَالَ : إِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ الرَّهْنُ. وَلاَ يَنْقُصَ حَقُّ الَّذِى أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ . بِيْعَ لَهُ نِصْفُ الرَّهْنِ الَّذِى كَانَ

بَيْنَهُمَا. فَأُوفِي حَقَّهُ. وَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ حَقُّهُ . بِيعَ الرَّهْنُ كُلُّهُ. فَأُعْطِيَ الَّذِي قَامَ بِبَيْعِ رَهْنِهِ ، حَقَّهُ مِنْ ذٰلِكَ. فَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي أَنْظَرَهُ بِحَقِّهِ ، أَنْ يَدْفَعَ نِصْفَ الثَّمَنِ إِلَى الرَّاهِنِ. وَإِلاَّ حُلِّفَ الْمُرْتَهِنُ. أَنَّهُ مَا أَنْظَرَهُ إِلاَّ لِيُوقِفَ لِي رَهْنِي عَلَى هَيْئَتِهِ. ثُمَّ أُعْطِيَ حَقَّهُ عَاجِلاً.

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ : إِنَّ مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُرْتَهِنُ.

মালিক (র) বলেন : যদি দুইজনের কাছে রেহেন থাকে তাহাদের মধ্যে একজন বলে যে, আমার রেহেন বিক্রয় করিয়া লইয়া যাইব এবং দ্বিতীয়জন তাহাকে এক বৎসরের সময় দেয় তবে যদি ঐ জিনিস এমন হয় যে, অর্ধেক বিক্রয় করিয়া ফেলিলে বাকী অর্ধেক যাহার নিকট আছে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না, তবে অর্ধেক বিক্রয় করিয়া তাহার কর্জ আদায় করিয়া দিবে। আর যদি অর্ধেক বিক্রয় করিলে বাকী অর্ধেকের ক্ষতি হয় তবে পূর্ণ জিনিসটিই বিক্রয় করিয়া যে তাগাদা করিতেছিল তাহাকে দিয়া দিবে। আর যে এক বৎসরের সময় দিয়াছিল সে যদি খুশিতে দিতে চায় তবে অর্ধেক পয়সা রাহেনকে দেবে। না হয় তাহাকে কসম দেওয়া হইবে যে আমি তাহাকে এক বৎসরের সময় এইজন্য দিতেছিলাম যেন পূর্ণ রেহেন আমার নিকট থাকে। সে যদি কসম করিয়া নেয় তবে ঐ সময়ই তাহার হক আদায় করিয়া দেওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন গোলাম রেহেন রাখা হয় তবে গোলামের সাথে যা মাল থাকে তাহা রেহেন ধরা যাইবে না। কিন্তু যদি রেহেন গ্রহীতা শর্ত করিয়া নেয় তবে মালও রেহেন ধরা হইবে।

(١٤) باب القضاء في جامع الرهون

পরিচ্ছেদ ১৪ : রেহেনের বিবিধ প্রকার

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِيمَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعًا فَهَلَكَ الْمَتَاعُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ. وَأَقَرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ. وَاجْتَمَعَا عَلَى التَّسْمِيَةِ. وَتَدَاعَيَا فِي الرَّهْنِ. فَقَالَ الرَّاهِنُ : قِيمَتُهُ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا. وَقَالَ الْمُرْتَهِنُ : قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ. وَالْحَقُّ الَّذِيْ لِلرَّجُلِ فِيهِ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا. قَالَ مَالِكٌ : يُقَالُ لِلَّذِي بِيَدِهِ الرَّهْنُ : صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَيْهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ : اُرْدُدْ إِلَى الرَّاهِنِ بَقِيَّةَ حَقِّهِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ، أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ. وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ.

قَالَ يَحْيٰى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلَيْنِ يَخْتَلِفَانِ فِى الرَّهْنِ. يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. فَيَقُوْلُ الرَّاهِنُ : أَرْهَنْتُكَهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ. وَيَقُوْلُ الْمُرْتَهِنُ : اَرْتَهَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا وَالرَّهْنُ ظَاهِرٌ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ . قَالَ : يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتّٰى يُحِيْطَ بِقِيْمَةِالرَّهْنِ. فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ. لاَ زِيَادَةَ فِيْهِ وَلاَ نُقْصَانَ عَمَّا حُلِّفَ أَنَّ لَهُ فِيْهِ، أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ. وَكَانَ أَوْلٰى بِالتَّبْدِءَةِ بِالْيَمِيْنِ. لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّاهُ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّ الرَّهْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ الَّذِى حُلِّفَ عَلَيْهِ ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ.

قَالَ : وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ الْعِشْرِيْنَ الَّتِى سَمّٰى. أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ الَّتِى سَمّٰى. ثُمَّ يُقَالُ لِلرَّاهِنِ : إِمَّا أَنْ تُعْطِيَهُ الَّذِى حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَتَأْخُذَ رَهْنَكَ. وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الَّذِى قُلْتَ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ بِهِ ، وَيَبْطُلُ عَنْكَ مَازَادَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى قِيْمَةِ الرَّهْنِ. فَإِنْ حَلَفَ الرَّاهِنُ بَطَلَ ذٰلِكَ عَنْهُ. وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَزِمَهُ غُرْمُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ.

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وَتَنَاكَرَا الْحَقَّ . فَقَالَ الَّذِى لَهُ الْحَقُّ : كَانَتْ لِى فِيْهِ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا. وَقَالَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ : لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيْهِ إِلاَّ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ. وَقَالَ الَّذِىْ لَهُ الْحَقُّ : قِيْمَةَ الرَّهْنِ عَشَرَةُ دَنَانِيْرَ. وَقَالَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ : قِيْمَتُهُ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا. قِيْلَ لِلَّذِى لَهُ الْحَقُّ : صِفْهُ. فَإِذَا وَصَفَهُ ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ. ثُمَّ أَقَامَ تِلْكَ الصِّفَةَ أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا. فَإِنْ كَانَتْ قِيْمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِمَّا ادَّعٰى فِيْهِ الْمُرْتَهِنُ ، أُحْلِفَ عَلٰى مَاادَّعٰى. ثُمَّ يُعْطَى الرَّاهِنُ مَا فَضَلَ مِنْ قِيْمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ أَقَلَّ مِمَّا يَدَّعِى فِيْهِ الْمُرْتَهِنُ، أُحْلِفَ عَلَى الَّذِى زَعَمَ أَنَّهُ لَهُ فِيْهِ. ثُمَّ قَاصَّهُ بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ. ثُمَّ أُحْلِفَ الَّذِى عَلَيْهِ الْحَقُّ. عَلَى الْفَضْلِ الَّذِى بَقِىَ لِلْمُدَّعٰى عَلَيْهِ. بَعْدَ مَبْلَغِ ثَمَنِ الرَّهْنِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الَّذِى بِيَدِهِ الرَّهْنُ، صَارَ مُدَّعِيًا عَلَى الرَّاهِنِ. فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ الْمُرْتَهِنُ ، مِمَّا ادَّعٰى فَوْقَ قِيْمَةِ الرَّهْنِ. وَإِنْ نَكَلَ، لَزِمَهُ مَابَقِىَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ. بَعْدَ قِيْمَةِ الرَّهْنِ.

মালিক (র) বলেন যে, যদি কোন বস্তু রেহেন রাখার পর তাহা রেহেন গ্রহীতার নিকট নষ্ট হইয়া যায় এবং রাহেন ও মুরতাহেন উভয়ই রেহেনের বস্তু ও পরিমাণ সম্পর্কে কোন দ্বিমত রাখে না, কিন্তু রেহেনের বস্তুর মূল্যে তাহাদের মতভেদ হয়, যেমন রাহেন বলে যে, তাহার মূল্য বিশ দীনার আর মুরতাহেন বলে যে, তাহার মূল্য দশ দীনার অথচ রেহেনকৃত বস্তুর মূল্য বিশ দীনারই ছিল। এই অবস্থায় রেহেন গ্রহীতাকে বলা হইবে যে, তুমি রেহেনের গুণ বর্ণনা কর। যদি সে বর্ণনা করে তবে তাহাকে এই ব্যাপারে কসমও দেওয়া হইবে। অতঃপর এই ব্যাপারে ওয়াকিফহাল এমন লোক তাহার মূল্য নির্ণয় করিবে। যদি নির্ণয় করার মূল্য রেহেনের বস্তুর মূল্যের চাইতে অধিক হয় তবে মুরতাহেনকে বলা হইবে যে, অবশিষ্ট মূল্য রেহেনদাতাকে ফেরত দিয়া দাও। আর যদি সেই নির্ধারিত মূল্য রেহেনের বস্তুর মূল্যের চাইতে কম হয় তবে অবশিষ্ট মূল্য রাহেনকে ফেরত দিতে বলা হইবে। আর যদি সমান হয় তবে আর কোন কথাই থাকিবে না।

মালিক (র) বলেন যে, দুইজনের মধ্যে যদি মতভেদ হয় রেহেনদাতা বলে যে, তোমার কাছে উহা আমি দশ দীনার রেহেন রাখিয়াছি, আর রেহেন গ্রহীতা বলে যে, আমি তোমার নিকট হইতে উহা বিশ দীনার প্রদান করার পরিবর্তে গ্রহণ করিয়াছি। আর জিনিস গ্রহীতার নিকট আছে, এই অবস্থায় গ্রহীতাকে কসম দেওয়া হইবে। অতঃপর যদি ঐ অর্থের অংক রেহেনের বস্তুর মূল্যের সমান হয় তবে তো কোন কথাই নাই। আর যদি গ্রহীতার দাবি বিশ দীনার উহা হইতে মূল্য কম হয় তবে রেহেনদাতাকে কসম দেওয়া হইবে। সে মুরতাহেনের হক আদায় করিয়া তাহা (রেহেন বস্তু) গ্রহণ করিতেও পারে, নাও করিতে পারে। উহা দিয়া মুরতাহেন তাহার হক গ্রহণ করিবে। মুরতাহেনকেই প্রথমে কসম দেওয়ান উত্তম, কারণ রেহেনের বস্তুটি তাহার কবজায় আছে।

মালিক (র) বলেন যে, যদি রেহেন বিশ দীনার হইতে কম হয় তবে রেহেন গ্রহীতাকে কসম দেওয়া হইবে। অতঃপর রেহেনদাতাকে বলা হইবে যে, তোমার এখন ইচ্ছা বিশ দীনার আদায় করিয়া নিজ বস্তু লইয়া যাইবে অথবা নিজেও কসম করিবে যে, এত অর্থে আমি উহা রেহেন রাখিয়াছিলাম। যদি কসম করিয়া নেয় তবে রেহেনগ্রহীতা রেহেনের বস্তুর চাইতে যতদূর কর্জের কথা অধিক বলিয়াছিল তাহা তাহার জিম্মী হইতে উঠিয়া যাইবে। আর যদি কসম না করে তবে তাহাকে মুরতাহেনের দাবি যাহা তাহা দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি রেহেনের বস্তু নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহাদের নিজ নিজ দাবির মধ্যে মতভেদ হইয়া যায় যেমন রেহেনগ্রহীতা বলে যে, রেহেনের অর্থ বিশ দীনার ছিল। আর রেহেনের মূল্য মাত্র দশ দীনার ছিল। পক্ষান্তরে রেহেনদাতা বলে যে, রেহেনের বস্তুর মূল্য বিশ দীনার এবং রেহেনের বাবদে প্রদত্ত অর্থ দশ দীনার ছিল, তবে এই অবস্থায় রেহেন গ্রহীতাকে বলা হইবে যে, তুমি রেহেনের বস্তুর বর্ণনা দাও। অতঃপর অভিজ্ঞ লোকগণ বর্ণনা অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করিবে। যদি মূল্য বিশ দীনারের চাইতে অধিক হয় তবে রেহেনগ্রহীতাকে হলফ করাইয়া যতদূর বেশি হয় দাতাকে দেওয়া হইবে। আর যদি বিশ দীনার হইতে কম হয় তবে রেহেন গ্রহীতাকে কসম দেওয়া হইবে। মূল্য যাহা আদায় হইয়াছে তাহা তো গ্রহীতার, আর বাকির জন্য দাতার নিকট হইতে কসম লওয়া হইবে। যদি সে কসম করে তবে গ্রহীতা দাতার নিকট হইতে কিছুই নিতে পারিবে না। আর কসম না করিলে বিশ দীনার হইতে যত কম তত দীনার দাতার দিতে হইবে।

(١٥) باب القضاء فى كراء الدابت والتعدى بها

পরিচ্ছেদ ১৫ : জন্তুর কেরায়া এবং তাহার উপর অত্যচার করার ফয়সালা

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَسْتَكْرِى الدَّابَّةَ إِلَى الْمَكَانِ الْمُسَمَّى. ثُمَّ يَتَعَدَّى ذٰلِكَ الْمَكَانَ وَيَتَقَدَّمُ : إِنَّ رَبَّ الدَّابَّةِ يُخَيَّرُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ كِرَاءَ دَابَّتِهِ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِى تُعُدِّىَ بِهَا إِلَيْهِ، أُعْطِىَ ذٰلِكَ. وَيَقْبِضُ دَابَّتَهُ. وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. وَإِنْ أَحَبَّ رَبُّ الدَّابَّةِ ، فَلَهُ قِيمَةُ دَابَّتِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِى تَعَدَّى مِنْهُ الْمُسْتَكْرِى، وَلَهُ الْكِرَاءُ الْأَوَّلُ. إِنْ كَانَ اسْتَكْرَى الدَّابَّةَ الْبَدْأَةَ. فَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَاهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا ، ثُمَّ تَعَدَّى حِيْنَ بَلَغَ الْبَلَدَ الَّذِىْ اسْتَكْرَى إِلَيْهِ ، فَإِنَّمَا لِرَبِّ الدَّابَّةِ نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الْكِرَاءَ نِصْفُهُ فِى الْبَدَاءَةِ وَنِصْفُهُ فِى الرَّجْعَةِ. فَتَعَدَّى الْمُتَعَدِّى بِالدَّابَّةِ. وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ أَلاَ نِصْفُ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ. وَلَوْ أَنَّ الدَّابَّةَ هَلَكَتْ حِيْنَ بَلَغَ بِهَا الْبَلَدَ الَّذِى اسْتَكْرَى إِلَيْهِ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْمُسْتَكْرِى ضَمَانٌ . وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُكْرِى إِلاَّ نِصْفُ الْكِرَاءِ.

قَالَ : وَعَلَى ذٰلِكَ ، أَمْرُ أَهْلِ التَّعَدِّى وَالْخِلاَفِ ، لِمَا أَخَذُوا الدَّابَّةَ عَلَيْهِ.

قَالَ : وَكَذٰلِكَ أَيْضًا مَنْ أَخَذَ مَالاَ قِرَاضًا مِنْ صَاحِبِهِ. فَقَالَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ : لاَ تَشْتَرِ بِهِ حَيَوَانًا وَلاَ سِلَعًا كَذَا وَكَذَا. لِسِلَعٍ يُسَمِّيْهَا. وَيَنْهَاهُ عَنْهَا. وَيَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ مَالَهُ فِيْهَا. فَيَشْتَرِى الَّذِى أَخَذَ الْمَالُ ، الَّذِى نُهِىَ عَنْهُ. يُرِيدُ بِذٰلِكَ أَنْ يَضْمَنَ الْمَالَ. وَيَذْهَبَ بِرِبْحِ صَاحِبِهِ. فَإِذَا صَنَعَ ذٰلِكَ ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَدْخُلَ مَعَهُ فِى السِّلْعَةِ عَلَى مَا شَرَطَا بَيْنَهُمَا مِنَ الرِّبْحِ ، فَعَلَ. وَإِنْ أَحَبَّ، فَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ. ضَامِنًا عَلَى الَّذِى أَخَذَ الْمَالَ وَتَعَدَّى.

قَالَ : وَكَذٰلِكَ ، أَيْضًا ، الرَّجُلُ يُبْضِعُ مَعَهُ الرَّجُلُ بِضَاعَةً. فَيَأْمُرُهُ صَاحِبُ الْمَالِ أَنْ يَشْتَرِى لَهُ سِلْعَةً بِاسْمِهَا . فَيُخَالِفُ فَيَشْتَرِى بِبِضَاعَتِهِ. غَيْرَمَا أَمَرَهُ بِهِ. وَيَتَعَدَّى ذٰلِكَ. فَإِنَّ صَاحِبَ الْبِضَاعَةِ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ. إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مَا اشْتُرِى بِمَالِهِ، أَخَذَهُ. وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُوْنَ الْمُبْضِعُ مَعَهُ ضَامِنًا لِرَأْسِ مَالِهِ، فَذٰلِكَ لَهُ.

মালিক (র) বলেন যে, যদি কেহ কোন জন্তু কেরায়া নেয় কোন স্থান পর্যন্ত, তাহার পর ঐ স্থানের আরো আগে চলিয়া যায় তবে জন্তুর মালিকের ইখতিয়ার আছে, সে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার ভাড়া লইবে অথবা ঐ দিনের যাহা মূল্য হয় এবং ঐ স্থানের ভাড়াসহ ভাড়াটিয়ার নিকট হইতে লইতে পারিবে। যদি শুধু যাওয়ার ভাড়া নির্ধারিত হয়, তবে এই হুকুম, আর যদি ফিরিবার ভাড়ার কথাও থাকে তবে তাহা হইতে অর্ধেক লইবে ; কেননা অর্ধেক যাতায়াতের ছিল, আর অর্ধেক ফিরিবার ছিল। অতঃপর যখন ভাড়াটিয়া সীমালংঘন করিল তখন তাঁহার উপর অর্ধেক ভাড়া ওয়াজিব হইয়াছিল। আর যদি আসা-যাওয়ার জন্য জন্তু ভাড়া করিয়া থাকে এবং গন্তব্য স্থানে যাওয়ার পর জন্তু মরিয়া যায় তবে ভাড়াটিয়ার উপরে কোন জরিমানা করা যাইবে না এবং মালিক শুধু অর্ধেক ভাড়া পাইবে। এমনিভাবে পুঁজিপতি কারবারীকে বলিল যে, অমুক মাল খরিদ করিতে পারিবে না যেমন বিশেষ জন্তু। অতঃপর কারবারী মনে করিল যে, খরিদ করিলে আমিই দায়ী হইব এবং যাহা লাভ হইবে সমস্তই আমি আত্মসাৎ করিব। এই মনে করিয়া এ নিষিদ্ধ মালই খরিদ করিল, তবে এখন পুঁজিপতির ইচ্ছা সে তাহার সাথে কারবারে শরীক থাকিয়া লাভের অংশও গ্রহণ করিতে পারে অথবা নিজের আসল পুঁজি ফিরাইয়া নিতে পারে।

মালিক (র) বলেন যে, এইরূপে মাল খরিদ করার ব্যাপারে পুঁজিপতি যদি বলে যে, অমুক বস্তু খরিদ করিও, আর সে অন্য মাল খরিদ করে, তাহা হইলেও পুঁজিপতির ইচ্ছা, যাহা খরিদ করিয়াছে তাহা গ্রহণও করিতে পারে, আবার মাল না লইয়া আসল মূলধন ফেরতও নিতে পারে।

(١٦) باب القضاء فى المستكرهة من النساء

পরিচ্ছেদ ১৬ : কোন স্ত্রীলোকের সাথে জবরদস্তি যিনা করিলে তাহার ফয়সালা

١٤-حدّثنى مَالكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى ، فِى امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً ، بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ بِهَا.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ. بِكْرًا كَانَتْ أَوْثَيِّبًا. إِنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا. وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا. وَالْعُقُوبَةُ فِى ذٰلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ. وَلاَ عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِى ذٰلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا ، فَذٰلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ.

রেওয়ায়ত ১৪

ইব্ন যুহরী (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান জবরদস্তিভাবে যিনা করান হইয়াছে এমন স্ত্রীলোকের ফয়সালা এই দিয়াছেন : ব্যভিচার যে করিয়াছে ঐ স্ত্রীলোকটিকে মোহর দান করিবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট এই ফয়সালা যে, যদি কেহ কোন স্ত্রীলোকের উপর জবরদস্তি করে, চাই সে কুমারী হউক অথবা অকুমারী, যদি সে স্বাধীনা হয় তবে তাহাকে মাহরে মিসাল দেওয়া আবশ্যক।

আর যদি যে দাসী হয় তবে যিনার দ্বারা যে মূল্য কম হইয়াছে তাহা আদায় করিতে হইবে এবং ব্যভিচারীর শাস্তিও সঙ্গে সঙ্গে হইবে এবং উক্ত স্ত্রীলোকের উপর কোন শাস্তিও হইবে না। আর যদি ব্যভিচারী গোলাম হয় তবে মনিবের জরিমানা দিতে হইবে। কিন্তু যদি গোলামকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিয়া দেয় তবে ভিন্ন কথা।

(١٧) باب القضاء فى استهلاك الحيوان والطعام وغيره

পরিচ্ছেদ ১৭ : জন্তু অথবা খাদ্য নষ্টের ফয়সালা

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ ، أَنَّ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْخَذَ بِمِثْلِهِ مِنَ الْحَيَوَانِ . وَلاَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ، فِيمَا اسْتَهْلَكَ، شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ. وَلٰكِنْ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ اسْتَهْلَكَهُ. الْقِيْمَةُ أَعْدَلُ ذٰلِكَ فِيمَا بَيْنَهُمَا ، فِي الْحَيَوَانِ وَالْعُرُوْضِ.

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِيْمَنِ اسْتَهْلَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ : فَإِنَّمَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ مِثْلَ طَعَامِهِ. بِمَكِيْلَتِهِ مِنْ صِنْفِهِ. وَإِنَّمَا الطَّعَامُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. إِنَّمَا يَرُدُّ مِنَ الذَّهَبِ الذَّهَبَ . وَمِنَ الْفِضَّةِ الْفِضَّةَ . وَلَيْسَ الْحَيَوَانُ بِمَنْزِلَةِ الذَّهَبِ فِي ذٰلِكَ. فَرَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ السُّنَّةُ ، وَالْعَمَلُ الْمَعْمُولُ بِهِ.

قَالَ يَحْيٰى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : إِذَا سْتُوْدِعَ الرَّجُلُ مَالاً فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ. فَإِنَّ ذٰلِكَ الرِّبْحَ لَهُ. لأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ . حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ.

মালিক (র) বলেন যে, যদি কেহ মালিকের অনুমতি ছাড়া কোন জন্তু নষ্ট করিয়া ফেলে তবে ঐ দিন জন্তুর যা মূল্য হইবে তাহাই ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে হইবে। এই ধরনের কোন জন্তু মালিককে দিবে তাহা জায়েয নাই। আর এমনিভাবে সব ক্ষেত্রেই জন্তুর মূল্য দিতে হইবে, ঐরূপ জন্তু দিলে চলিবে না। অন্যান্য জিনিসপত্রেরও এই হুকুম। মালিক (র) বলেন যে, যদি কেহ কাহারো খাদ্য নষ্ট করে মালিকের হুকুম ছাড়া, তবে ঐ রকম ও ঐ পরিমাণ খাদ্য মালিককে দিতে হইবে, কেননা খাদ্যের উদাহরণ স্বর্ণ চাঁদির মতো। স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ দেওয়া যায়, রূপার পরিবর্তেও রূপা দেওয়া যায়, আর জন্তু স্বর্ণের মতো নহে। কাজেই এই দুইয়ের মধ্যে এতদূর পার্থক্য বিদ্যমান।

মালিক (র) বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি কাহারো নিকট কিছু আমানত রাখে এবং সে ঐ অর্থ বা সম্পদ দ্বারা জিনিসপত্র খরিদ করিয়া লাভবান হয় তবে ঐ লভ্যাংশ আমানত গ্রহণকারীই পাইবে, কেননা এই মালের জামিন সে-ই, যতক্ষণ না আমানতকারীর কাছে ফেরত দেয়।

(١٨) باب القضاء فيمن ارتد عن الا سلام

পরিচ্ছেদ ১৮ : ইসলাম ত্যাগ করিলে তাহার ফয়সালা

١٥-حدَّثنا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ غَيَّرَ دِيْنَهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ » .

وَمَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ ، فِيْمَا نُرَى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ، مَنْ غَيَّرَ دِيْنَهُ فَاضْرِبُوْا عُنُقَهُ. أَنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، مِثْلُ الزَّنَادِقَةِ وَأَشْبَاهِهِمْ. فَإِنَّ أُولَٰئِكَ، إِذَا ظُهِرَ عَلَيْهِمْ، قُتِلُوْا وَلَمْ يُسْتَتَابُوْا. لِأَنَّهُ لَا تُعْرَفُ تَوْبَتُهُمْ. وَأَنَّهُمْ كَانُوْا يُسِرُّوْنَ الْكُفْرَ وَيُعْلِنُوْنَ الْإِسْلَا مَ. فَلَا أَرَى أَنْ يُسْتَتَابَ هٰؤُلَاءِ. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ قَوْلُهُمْ. وَأَمَّا مَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَظْهَرَ ذٰلِكَ ، فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ. فَإِنْ تَابَ ، وَإِلَّا قُتِلَ. وَذٰلِكَ ، لَوْ أَنَّ قَوْمًا كَانُوا عَلَى ذٰلِكَ ، رَأَيْتُ أَنْ يُدْعَوْا إِلَى الْأِسْلَامِ وَيُسْتَتَابُوا. فَإِنْ تَابُوا قُبِلَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ. وَأَنْ لَمْ يَتُوبُوْا قُتِلُوْا. وَلَمْ يُعْنَ بِذٰلِكَ، فِيْمَا نُرَى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ، مَنْ خَرَجَ مِنَ الْيَهُوْدِيَّةِ إِلَى النَّصْرَانِيَّةِ. وَلَا مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَهُوْدِيَّةِ . وَلَا مَنْ يُغَيِّرُ دِيْنَهُ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا. إِلَّا الْإِسْلَامَ. فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَى غَيْرِهِ ، وَأَظْهَرَ ذٰلِكَ ، فَذٰلِكَ الَّذِى عُنِيَ بِهِ . وَاللّٰهُ أَعْلَمَ .

রেওয়ায়ত ১৫

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজ দীন (ধর্ম)-কে পরিবর্তন করে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও। মালিক (র) বলেন যে, আমার নিকট রাসূলুল্লাহ্-এর কথা-যে দীন পরিবর্তন করিয়া ফেলে তাহার গর্দান উড়াইয়া দাও"- এর অর্থ এই যে, কোন মুসলমান ইসলাম ধর্ম ছাড়িয়া দেয় ও ধর্মত্যাগী (যিনদীক) বা এই ধরনের কিছু হইয়া যায় তবে তাহাদের উপর মুসলমানগণ বিজয়ী হইলে তাহাদিগকে কতল করিয়া দেওয়ার হুকুম। তাহাদিগকে তওবা করারও সময় দেওয়া হইবে না কারণ তাহাদের তওবার কোন মূল্য নাই। যেহেতু তাহাদের অন্তরে কুফরী অংকিত হইয়া গিয়াছে, ফলে তাহারা প্রকাশ্যে ইসলাম প্রকাশ করিবে এবং অন্তরে কুফরী করিতে থাকিবে। আর যে ব্যক্তি কোন কারণে ইসলাম হইতে বাহির হইয়া যায় তবে তাহাকে তওবা করাইবে। আর যদি তওবা করিতে অস্বীকার করে তবে হত্যা করিয়া দিবে। আর যদি কোন কাফের অন্য কোন কুফরী ধর্ম গ্রহণ করে যেমন ইহুদী হইতে নাসারা হইয়া গেল তবে সে তাহার দীন পরিবর্তন করিয়াছে বলিয়া এই হাদীস বোঝা যায় না। এই হাদীস দ্বারা একমাত্র ইসলাম হইতে বহিষ্কার হওয়ার হুকুম প্রকাশ পায়।

١٦-وحدّثني مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ. فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ. فَأَخْبَرَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ: هَلْ كَانَ فِيكُمْ مِنْ مُغَرِّبَةِ خَبَرٍ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ بِهِ؟ قَالَ: قَرَّبْنَاهُ، فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: أَفَلَا حَبَسْتُمُوهُ ثَلَاثًا. وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا. وَاسْتَتَبْتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وَيُرَاجِعُ أَمْرَ اللّٰهِ؟ ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحْضُرْ. وَلَمْ آمُرْ. وَلَمْ أَرْضَ، إِذْ بَلَغَنِي.

রেওয়ায়ত ১৬

মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ (র) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট হইতে এক ব্যক্তি উমর (রা)-এর নিকট আসিল। উমর (রা) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেখানের লোকের কি অবস্থা? সে সেখানের অবস্থা বর্ণনা করিল। অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, সেখানে কোন নূতন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার কাফের হইয়া গেলে তোমরা তাহাকে কি করিয়াছ? সে বলিল, তাহাকে বন্দী করিয়া শিরোচ্ছেদ করিয়াছি। উমর (রা) বলিলেন, তোমরা যদি তাহাকে তিন দিন পর্যন্ত বন্দী করিয়া রাখিতে আর খাইতে শুধু ১টি রুটি দিতে এবং তওবা করাইতে তবে হয়ত সে তওবা করিত এবং আল্লাহর দীনের দিকে আসিয়া যাইত। অতঃপর হযরত উমর (রা) বলিলেন, হে আল্লাহ্ আমি ঐ কাজে শামিল ছিলাম না, মারার হুকুমও দেই নাই, কিংবা তাহার খবর শুনিয়াও খুশী হই নাই।

(١٩) باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا

পরিচ্ছেদ ১৯ : কেহ যদি নিজ স্ত্রীর সাথে অপর পুরুষকে দেখে তবে তাহার ফয়সালা

١٧-حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: «نَعَمْ».

রেওয়ায়ত ১৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, আমি যদি আমার স্ত্রীর সাথে অপর লোককে দেখি তবে কি তাহাকে সময় দিব যতক্ষণ চারজন সাক্ষী যোগাড় না করিতে পারি? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, হাঁ।

١٨-وحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ خَيْبَرِيٍّ، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، أَوْ قَتَلَهُمَا مَعًا.

فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيْهِ. فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، يَسْأَلُ لَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ عَنْ ذٰلِكَ. فَسَأَلَ أَبُوْ مُوْسَى، عَنْ ذٰلِكَ ، عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنَّ هٰذَا الشَّيْءَ مَاهُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي. فَقَالَ لَهُ أَبُوْ مُوسَى : كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ عَلِيٌّ : أَنَا أَبُو حَسَنٍ : إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.

রেওয়ায়ত ১৮

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব হইতে বর্ণিত একজন সিরিয়াবাসী তাহার স্ত্রীর সাথে অপর একজনকে (লিপ্ত) দেখিতে পাইয়া তাহাকে অথবা দুইজনকে মারিয়া ফেলিল। মু'আবিয়া (রা) আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আলী (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে জানাও তাহার কি সমাধান ? অতঃপর আবূ মূসা (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি বলেন, এই ঘটনা আমার দেশের বলিয়া মনে হয় না। সত্য করিয়া বল কোন দেশের ঘটনা, আমার মনে হয় তুমি আমাকে পরীক্ষা করিতেছ। আবূ মূসা (রা) বলিলেন, মু'আবিয়া (রা) আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইয়াছেন আপনাকে জিজ্ঞাসা করার জন্য। আলী (রা) বলিলেন, আমি হইলাম আবুল হাসান (হাসানের পিতা) যদি চার জন সাক্ষী আনিতে পারে তবে যেন তাহাকে উত্তমরূপে বন্দী করা হয়।

(٢٠) باب القضاء فى المنبوز

পরিচ্ছেদ ২০ : হারানো প্রাপ্তির ফয়সালা

١٩–قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سُنَيْنٍ أَبِيْ جَمِيْلَةَ، رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ ؛ أَنَّهُ وَجَدَ مَنْبُوذًا فِي زَمَانِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ. قَالَ : فَجِئْتُ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَخْذِ هٰذِهِ النَّسَمَةِ ؟ فَقَالَ : وَجَدْتُهَا ضَائِعَةً فَأَخَذْتُهَا.فَقَالَ لَهُ عَرِيْفُهُ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَكَذٰلِكَ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : اذْهَبْ فَهُوَ حُرٌّ. وَلَكَ وَلَاؤُهُ. وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلَ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَنْبُوْذِ ، أَنَّهُ حُرٌّ. وَأَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ. هُمْ يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

রেওয়ায়ত ১৯

সুনাইন ইব্‌ন আবী জমিলা (র) বনী সুলায়মান বংশোদ্ভূত, তিনি উমর (রা)-এর জামানায় একটি শিশু পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, তাহাকে আমি উঠাইয়া উমর (রা)-এর দরবারে হাযির হইলাম। উমর (রা)

বলিলেন, তুমি তাহাকে কেন উঠাইয়াছ ? তিনি বলিলেন, আমি তাহাকে উঠাইয়া না আনিলে সে ধ্বংস হইয়া যাইত। এমন সময় পরিচিত এক ব্যক্তি বলিল, হে আমিরুল মু'মিনীন, আমি এই ব্যক্তিকে চিনি, সে খুব নেককার লোক। উমর (রা) বলিলেন, সত্যই কি সে নেককার ? সে বলিল, হাঁ। অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, তুমি চলিয়া যাও, এই সন্তান আযাদ (মুক্ত), তুমি তাহার অভিভাবকত্ব পাইবে। আর আমরা তাহার খরচাদি বহন করিব।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট হারানো প্রাপ্ত সন্তান আযাদ। তাহার অভিভাবকত্ব মুসলমানদের জন্য, তাহারাই তাহার উত্তরাধিকারী এবং তাহারাই তাহার পক্ষে হইতে দীয়্যত (ক্ষতিপূরণ) দেবে।

(١٢) باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه

পরিচ্ছেদ ২১ : সন্তানকে তাহার পিতার সাথে সংযোগ করা

٢٠-قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي. فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. قَالَتْ : فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ . وَقَالَ : ابْنُ أَخِي . قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ : أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي . وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ. ابْنُ أَخِي. قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ : أَخِي. وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي. وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ » ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ. وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ » ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ « احْتَجِبِي مِنْهُ » لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. قَالَتْ : فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

রেওয়ায়ত ২০

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, উতবা ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) মৃত্যুর সময় তাহার ভাই সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাসকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যামআ'-এর দাসীর সন্তান আমার, তুমি তাহাকে লইয়া আসিও। আয়েশা (রা) বলেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন সা'দ ঐ সন্তানকে আনিলেন ও গ্রহণ করিলেন এবং তিনি বলিলেন, সে আমার ভাই-এর সন্তান। তিনি আমাকে মৃত্যুর সময় অঙ্গীকার করাইয়াছিলেন। এইদিকে আবদ ইব্ন যামআ'(রা) বলিলেন, সে আমার ভাই এবং আমার পিতার দাসীর ছেলে ও আমার পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। অবশেষে দুইজন বিতর্ক করিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিলেন। সা'দ বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সে আমার ভাইয়ের সন্তান, মৃত্যুকালে আমার ভাই আমাকে অঙ্গীকার করাইয়া গিয়াছিল। অতঃপর আবদ ইব্ন যামআ' বলিলেন, আমার ভাই আমার পিতার দাসীর গর্ভে ও আমার পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর সব

শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, 'হে 'আবদ ইব্ন যামআ', সে তোমারই ভাই, সে তোমারই কাছে থাকিবে ; অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, সন্তান তাহার মাতার স্বামীর অথবা মনিবেরই হইয়া থাকে আর ব্যভিচারীর জন্য প্রস্তরই নির্ধারিত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) সাওদা বিন্ত যামআ'কে বলেন, হে সাওদা! এই সন্তান হইতে পর্দা কর, কেননা তাহার আকৃতি উৎবার সদৃশ। অতঃপর সে আর সাওদাকে তাহার মৃত্যু পর্যন্ত দেখে নাই।

২১-**وحدثنى** مَالِكٌ عَنْ يَزِيْد بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْهَادِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ أُمَيَّةَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا. فَاعْتَدَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. ثُمَّ تَزَوَّجَتْ حِيْنَ حَلَّتْ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَنِصْفَ شَهْرٍ. ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدًا تَامًّا. فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ. فَدَعَا عُمَرُ نِسْوَةً مِنْ نِسَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ ، قُدَمَاءَ. فَسَأَلَهُنَّ عَنْ ذٰلِكَ. فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ : أَنَا أُخْبِرُكَ عَنْ هٰذِهِ الْمَرْأَةِ . هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا حِيْنَ حَمَلَتْ مِنْهُ فَأُهْرِيْقَتْ عَلَيْهِ الدِّمَاءُ . فَحَشَّ وَلَدُهَا فِيْ بَطْنِهَا . فَلَمَّا أَصَابَهَا زَوْجُهَا الَّذِى نَكَحَهَا ، وَأَصَابَ الْوَلَدَ الْمَاءُ ، تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِيْ بَطْنِهَا. وَكَبِرَ. فَصَدَّقَهَا عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. وَقَالَ عُمَرُ : أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِيْ عَنْكُمَا إِلاَّ خَيْرٌ. وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْأَوَّلِ.

রেওয়ায়ত ২১

আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমাইয়া (রা) হইতে বর্ণিত যে, এক স্ত্রীলোকের স্বামীর ইন্তেকাল হয়। অতঃপর চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করার পর অন্য একজনের নিকট তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর সেই স্বামীর নিকট সাড়ে চার মাস অতিবাহিত করার পর তাহার একটি পূর্ণাঙ্গ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। অতঃপর তাহার স্বামী উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল । উমর (রা) অন্ধকার যুগের কয়েকজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ডাকাইলেন এবং তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। তখন তাহাদের একজন বলিল, আমি আপনাকে তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি। এই স্ত্রীলোকটি তাহার মৃত স্বামী হইতে গর্ভবতী হইয়াছিল। সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় তাহার রক্তস্রাব হইল, ইহাতে সন্তান শুকাইয়া যায়। অতঃপর দ্বিতীয় বিবাহের পর স্বামী তাহার সহিত সংগত হওয়ায় সন্তানের উপর পুরুষের বীর্য পতিত হয়। ইহাতে সন্তান নড়াচড়া করে এবং বড় হইতে থাকে। অতঃপর উমর (রা) তাহাদের কথা সত্য বলিয়া মানিলেন এবং বিবাহ ভঙ্গ করিয়া দিলেন এবং বলিলেন যে, তোমাদের সম্বন্ধে কোন খারাপ কথা আমি শুনি নাই। অতঃপর সন্তানটি প্রথম স্বামীর ঔরসজাত বলিয়া সিদ্ধান্ত দিলেন।

২২-**وحدثنى** مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُلِيْطُ أَوْلاَدَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِى الْإِسْلاَمِ. فَأَتَى رَجُلاَنِ. كِلاَهُمَا

يَدَّعِي وَلَدَ امْرَأَةٍ. فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَائِفًا. فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا. فَقَالَ الْقَائِفُ : لَقَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ. فَضَرَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالدِّرَّةِ. ثُمَّ دَعَا الْمَرْأَةَ فَقَالَ : أَخْبِرِينِي خَبَرَكِ. فَقَالَتْ : كَانَ هٰذَا ، لأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ ، يَأْتِينِي. وَهِيَ فِي إِبِلٍ لأَهْلِهَا. فَلاَ يُفَارِقُهَا حَتَّى يَظُنَّ وَتَظُنَّ أَنَّهُ قَدِ اسْتَمَرَّ بِهَا حَبَلٌ. ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهَا. فَأُهْرِيقَتْ عَلَيْهِ دِمَاءٌ . ثُمَّ خَلَفَ عَلَيْهَا هٰذَا ، تَعْنِي الآخَرَ ، فَلاَ أَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا هُوَ ؟ قَالَ فَكَبَّرَ الْقَائِفُ . فَقَالَ عُمَرُ لِلْغُلاَمِ : وَالِ أَيَّهُمَا شِئْتَ.

রেওয়ায়ত ২২

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, উমর (রা) অন্ধকার যুগের সন্তানকে যদি কেহ ইসলামের যুগে দাবি করিত তবে তাহার সাথে মিলাইয়া দিতেন। একবার দুইজন লোক একটি সন্তানকে নিজের বলিয়া দাবি করে। অতঃপর উমর (রা) কেয়াফাবিদকে (লক্ষণ দেখিয়া পরিচয় নির্ণয়কারী) ডাকিয়া পাঠাইলেন। কেয়াফাবিশারদ সন্তানকে দেখিয়া বলিল, সন্তান দুইজনেরই। অতঃপর উমর (রা) তাহাকে দোররা দ্বারা আঘাত করিলেন। তাহার পর সন্তানের মাতাকে ডাকাইয়া বলিলেন তোমার বৃত্তান্ত খুলিয়া বল। সে একজনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিল যে, সে আমার নিকট আসা-যাওয়া করিত এবং আমি আমার বাড়ির উটের ঘরের কাছে থাকিতাম। ঐ সময়ে সে আমার সাথে সঙ্গম করিত। অতঃপর সে যখন ধারণা করিতে পারিল যে, আমি গর্ভবতী হইয়াছি তখন সে আর কাছে আসিত না, আর আমার রক্তস্রাব দেখা যাইত। তারপর এই দ্বিতীয়জন তাহার পর আমার নিকট আসিল। সেও আমার সহিত সঙ্গম করিল। এখন আমি জানি না, এই সন্তান দুইজনের মধ্য হইতে কাহার। ইহা শুনিয়া কেয়াফাবিদ খুশিতে আল্লাহু আকবর (আল্লাহ্ মহান) বলিয়া উঠিল। অতঃপর উমর (রা) সন্তানকে বলিলেন, যাহার সাথে খুশি তুমি যাইতে পার।

٢٣–وحدّثني مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَوْعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلاً بِنَفْسِهَا. وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا. فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا. فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هٰذَا، إِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

রেওয়ায়ত ২৩

মালিক (র) বলেন যে, উমর (রা) অথবা উসমান (রা) এই দুইজনের মধ্যে একজন এক স্ত্রীলোকের ফয়সালা করিয়াছিলেন। সেই স্ত্রীলোকটি ধোঁকা দিয়া একজনকে বলিল, আমি আযাদ এবং তাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইল। অতঃপর তাহাদের সন্তান হইয়াছিল। ফয়সালা দেওয়া হইয়াছিল, স্বামী তাহার সন্তানের মতো বালক-বালিকা স্ত্রীলোকটির মনিবকে দিবে এবং নিজের সন্তান মুক্ত করিয়া লইবে।

মালিক (র) বলেন, এই স্থানে মূল্য দান করিয়া দেওয়াই উত্তম।

(٢٢) باب القضاء فى ميراث الولد المستلحق

পরিচ্ছেদ ২২ : যে সন্তানকে পিতার সাথে মিলানো হইয়াছে তাহার মীরাসের ফয়সালা

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : اَلْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يَهْلِكُ وَلَهُ بَنُوْنَ. فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمْ : قَدْ أَقَرَّ أَبِىْ أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ : إِنَّ ذٰلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ إِنْسَانٍ وَاحِدٍ. وَلَا يَجُوْزُ إِقْرَارُ الَّذِى أَقَرَّ إِلَّا عَلٰى نَفْسِهِ فِى حِصَّتِهِ مِنْ مَالِ أَبِيْهِ. يُعْطَى الَّذِى شَهِدَ لَهُ قَدْرَ مَايُصِيْبُهُ مِنَ الْمَالِ الَّذِى بِيَدِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرُ ذٰلِكَ ، أَنْ يَهْلِكَ الرَّجُلُ وَيَتْرُكَ ابْنَيْنِ لَهُ. وَيَتْرُكَ سِتَّمِائَةَ دِيْنَارٍ. فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثَمِائَةِ دِيْنَارٍ. ثُمَّ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْهَالِكَ أَقَرَّ أَنَّ فُلَانًا ابْنُهُ. فَيَكُوْنُ عَلَى الَّذِى شَهِدَ، لِلَّذِى اسْتُلْحِقَ، مِائَةُ دِيْنَارٍ. وَذٰلِكَ نِصْفُ مِيْرَاثِ الْمُسْتَلْحَقِ. لَوْ لَحِقَ. وَلَوْ أَقَرَّ لَهُ الْآخَرُ أَخَذَ الْمِائَةَ الْأُخْرَى. فَاسْتَكْمَلَ حَقَّهُ وَثَبَتَ نَسَبُهُ. وَهُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ تُقِرُّ بِالدَّيْنِ عَلٰى أَبِيْهَا أَوْ عَلٰى زَوْجِهَا. وَيُنْكِرُ ذٰلِكَ الْوَرَثَةُ. فَعَلَيْهَا أَنْ تَدْفَعَ إِلَى الَّذِىْ أَقَرَّتْ لَهُ بِالدَّيْنِ قَدْرَالَّذِى يُصِيْبُهَا مِنْ ذٰلِكَ الدَّيْنِ. لَوْ ثَبَتَ عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ. إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَرِثَتِ الثُّمُنَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيْمِ ثُمُنَ دَيْنِهِ. وَإِنْ كَانَتِ ابْنَةً وَرِثَتِ النِّصْفَ، دَفَعَتْ إِلَى الْغَرِيْمِ نِصْفَ دَيْنِهِ. عَلٰى حِسَابِ هٰذَا يَدْفَعُ إِلَيْهِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ عَلٰى مِثْلِ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْمَرْأَةُ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلٰى أَبِيْهِ دَيْنًا. أُحْلِفَ صَاحِبُ الدَّيْنِ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ. وَأُعْطِىَ الْغَرِيْمُ حَقَّهُ كُلَّهُ. وَلَيْسَ هٰذَا بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ. لِأَنَّ الرَّجُلَ تَجُوْزُ شَهَادَتُهُ. وَيَكُوْنُ عَلٰى صَاحِبِ الدَّيْنِ، مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ، أَنْ يَحْلِفَ. وَيَأْخُذَ حَقَّهُ كُلَّهُ. فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ أَخَذَ مِنْ مِيْرَاثِ الَّذِى أَقَرَّ لَهُ ، قَدْرَ مَا يُصِيْبُهُ مِنْ ذٰلِكَ الدَّيْنِ. لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِحَقِّهِ. وَأَنْكَرَ الْوَرَثَةُ. وَجَازَ عَلَيْهِ إِقْرَارُهُ.

মালিক (র) বলেন : আমার নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত মাসআলা। কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার সময় কয়েকটি সন্তান রাখিয়া গেল। তাহাদের মধ্য হইতে কেহ বলিল, আমার পিতা বলিয়া গিয়াছেন অমুক ব্যক্তি আমার ছেলে। এই অবস্থায় একজনের সাক্ষ্যে পুত্রের সম্পর্ক প্রমাণিত হইবে না এবং সম্পত্তিও সে পাইবে না। তবে যে ছেলে স্বীকার করিয়াছে তাহার অংশ হইতে সে অংশ পাইবে।

মালিক (র) ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি দুই ছেলে রাখিয়া মারা গেল এবং ছয়শত দীনার রাখিয়া গেল। দুই ছেলে এখান হইতে তিনশত করিয়া পাইল। তাহার পর এক ছেলে বলিল আমাদের মৃত পিতা বলিয়াছিলেন যে, ঐ ব্যক্তি তাহার ছেলে। তখন সে স্বীকার করিল তাহার তিনশত দীনার হইতে একশত দীনার সেই ব্যক্তি পাইবে, কেননা, সে মৃত ব্যক্তির ছেলে হিসাবে এই অর্ধেক অংশ পাইবে। অর্থাৎ সে ছেলে প্রমাণিত হইলে দুইশত দীনার পাইত, এখন একশত দীনার পাইয়াছে। আর যদি দ্বিতীয় ছেলেও স্বীকার করে তবে তাহার নিকট হইতেও একশত পাইবে এবং তাহার হক পূর্ণ হইবে এবং তাহার বংশও মৃত ব্যক্তি হইতে প্রমাণিত হইল। তাহার আর একটি উদাহরণ এই : কোন স্ত্রীলোক তাহার পিতা অথবা স্বামীর ঋণের কথা স্বীকার করে আর অন্যান্য অংশীদার অস্বীকার করে, এ অবস্থায় সে নিজ অংশ অনুপাতে নিজ হইতে কর্জ আদায় করিবে। স্ত্রীলোকটি যদি এক-অষ্টমাংশ পায় তবে ঋণেরও এক-অষ্টমাংশ আদায় করিবে, আর যদি পিতার সম্পত্তি অর্ধেক পায় তবে ঋণেরও অর্ধাংশ আদায় করিবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন পুরুষ ঋণের ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয় যেমন স্ত্রীলোকটি স্বীকার করিয়াছে, যথা এই মৃতের নিকট তাহার এই পরিমাণ পাওনা আছে তবে ঋণদাতার নিকট হইতে কসম গ্রহণ করা হইবে এবং ঋণদাতার পূর্ণ কর্জ শোধ করা হইবে। কেননা এই ব্যাপার স্ত্রীলোকটির ব্যাপারের মতো নয়, কেননা পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। আর যদি কর্জদার কসম না করে, তবে যে স্বীকার করিয়াছে শুধু তাহার নিবাস হইতে কর্জদারকে দেওয়া হইবে তাহার হিস্যা অনুযায়ী।

(٢٣) باب القضاء فى أمهات الأولاد

পরিচ্ছেদ ২৩ : উম্মে ওয়ালাদের ফয়সালা

٢٤–قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ . مَا بَالُ رِجَالٍ يَطَؤُوْنَ وَلاَ ئِدَهُمْ. ثُمَّ يَعْزِلُوْهُنَّ . لاَ تَأْتِينِى وَلِيْدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلاَّ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَاعْزِلُوا بَعْدُ ، أَوِاتْرُكُوْا.

রেওয়ায়ত ২৪

ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, হযরত উমর (রা) বলেন যে, লোকদের হইল কি, তাহারা দাসীদের সাথে সহবাস করে এবং আযল[১] করে। ভবিষ্যতে যদি কোন দাসী আমার নিকট আসে এবং তাহার মনিব তাহার সাথে সঙ্গম করার স্বীকারোক্তি করে তবে আমি ঐ সন্তানকে মনিবের সাথে মিলিত করিয়া দিব, এখন তোমরা চাই আযল কর, চাই আযল না কর।

٢٥–وحدَّثنى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِىْ عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَابَالُ رِجَالٍ يَطَؤُوْنَ وَلاَئِدَهُمْ . ثُمَّ يَدَعُوْ هُنَّ يَخْرُجْنَ. لاَ تَأْتِينِى

১. সঙ্গম করার কালে সন্তান না জন্মাইবার উদ্দেশ্যে বীর্যপাত ভিতরে না করিয়া বাহিরে করাকে আযল বলে।

وَلِيْدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنْ قَدْ أَلَمَّ بِهَا، إِلاَّ قَدْ أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا. فَأَرْسِلُوْ هُنَّ بَعْدُ ، أَوِ امْسِكُوْهُنَّ.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً. ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهَا.

রেওয়ায়ত ২৫

সফিয়া বিন্ত আবী উবায়দ (র) হইত বর্ণিত, উমর (রা) বলেন, মানুষের হইল কি ? তাহারা দাসীর সাথে সহবাস করে। অতঃপর তাহাকে ছাড়িয়া দেয়। এখন হইতে যদি এমন কোন দাসী আমার নিকট আসে যাহার মনিব তাহার সাথে সঙ্গম করার স্বীকারোক্তি করে তবে সন্তানের বংশ তাহার সাথে জুড়িয়া দিব। এখন তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দাও, চাই রাখিয়া দাও।

মালিক (র) বলেন : এই ব্যাপারে আমার মত এই যে, যদি কোন দাসী ক্ষতিকর কার্য করে তবে তাহার ক্ষতিপূরণ তাহার মনিব আদায় করিবে। দাসীকে ক্ষতির পরিবর্তে দেওয়া যাইবে না। কিন্তু যদি জরিমানা তাহার মূল্যের চাইতে বেশি হয় তবে তাহা ভিন্ন কথা।

(٢٤) باب القضاء في عمارة الموات

পরিচ্ছেদ ২৪ : পতিত জমিকে আবাদ করার ফয়সালা

٢٦–**حدّثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ؛ أَنَّ رَسُولَ للّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِىَ لَهُ. وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ».

قَالَ مَالِكٌ : وَالْعِرْقُ الظَّالِمُ كَلُّ مَا احْتُفِرَ أَوْغُرِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ.

রেওয়ায়ত ২৬

উরওয়া ইব্ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কেহ কোন পতিত জমি আবাদ করে তবে উহা তাহারই হইবে। উহাতে কোন জালিমের অধিকার নাই।

মালিক (র) বলেন যে, জালিমের দখল বলিতে বোঝায় যে, জবরদস্তি কোন জমিতে গর্ত খনন, কিংবা গাছ লাগান, অথবা অন্য উপায়ে কব্জা করা। অথচ উহাতে তাহার কোন হক (অধিকার) নাই।

٢٧–**وحدّثنى** مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِىَ لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذُلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

রেওয়ায়ত ২৭

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, উমর (রা) বলিয়াছেন, যদি কেহ অনাবাদী জমি আবাদ করে তাহা তাহারই হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকটও এই হুকুম।

(٢٥) باب القضاء في المياه

পরিচ্ছেদ ২৫ : পানির ফয়সালা

٢٨–حدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ، فِي سَيْلِ مَهْزُوْرٍ وَمُذَيْنِبٍ : « يُمْسَكُ حَتَّى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسِلُ الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَلِ».

রেওয়ায়ত ২৮

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী বকর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, মাহযুর ও মুযায়ানব নামক দুইটি খাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যাহার ক্ষেত খাল সংলগ্ন সে যেন টাখনু (পায়ের গোড়ালি) পর্যন্ত পানি রাখিয়া নিম্ন এলাকার ক্ষেতসমূহের জন্য পানি ছাড়িয়া দেয়।

٢٩–وحدّثني مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ » .

রেওয়ায়ত ২৯

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, দরকারের চাইতে অধিক পানি বন্ধ রাখা উচিত নহে, কেননা তাহার ফলে উক্ত এলাকায় ঘাস জন্মানও বন্ধ হইয়া যাইবে।

٣٠–وحدّثني مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يُمْنَعُ نَقْعُ بِئْرٍ » .

রেওয়ায়ত ৩০

আমরাহ বিন্‌ত আবদির রহমান (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, কূপের অবশিষ্ট পানি হইতে মানুষকে নিষেধ করা উচিত নহে।

(٢٦) باب القضاء فى المرفق

পরিচ্ছেদ ২৬ : উপকার সাধন-এর লক্ষ্যে ফয়সালা

٣١–حدّثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ ».

রেওয়ায়ত ৩১

ইয়াহ্ইয়া মাযেনী (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, নিজের স্বার্থে অন্যের ক্ষতি করিবে না, তদ্রূপ পরস্পর কাহারও ক্ষতি করিবে না।

٣٢–وحدّثنى مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ خَشَبَةً يَغْرِزُهَا فِى جِدَارِهِ » ثُمَّ يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : مَالِى أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ . وَاللّٰهِ لأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.

রেওয়ায়ত ৩২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে তাহার প্রতিবেশীকে স্বীয় ঘরের দেওয়ালে কোন কাঠ গাড়িতে নিষেধ করা উচিত হইবে না। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, ব্যাপার কি, এই হাদীস শোনার পর তাহাদিগকে মুখ ফিরাইয়া রাখিতে দেখি কেন ? আল্লাহ্র কসম, আমি এই হাদীস তোমাদের স্কন্ধের উপর ফেলিব অর্থাৎ খুব প্রচার করিব।

٣٣–وحدّثنى مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيْفَةَ سَاقَ خَلِيْجًا لَهُ مِنَ الْعُرَيْضِ. فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِى أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ. فَأَبَى مُحَمَّدٌ. فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ : لِمَ تَمْنَعُنِى ؟ وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ. تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلاً وَآخِرًا. وَلاَ يَضُرُّكَ. فَأَبَى مُحَمَّدٌ . فَكَلَّمَ فِيْهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ. فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ. فَقَالَ عُمَرُ : لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ ؟ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ. تَسْقِى بِهِ أَوَّلاً وَآخِرًا. وَهُوَ لاَ يَضُرُّكَ. فَقَالَ مُحَمَّدٌ : لاَ. وَاللّٰهِ فَقَالَ عُمَرُ : وَاللّٰهِ ، لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ. فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ.

রেওয়ায়ত ৩৩

ইয়াহ্ইয়া মাযেনী (র) হইতে বর্ণিত, যাহ্হাক ইব্ন খলীফা, আরীট নামক স্থান হইতে একটি ছোট খাল কাটিয়া আনিলেন এবং মুহাম্মদ ইব্ন মাসলামা (রা)- এর জমির উপর দিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে অসম্মতি জানাইলেন। যাহ্হাক (রা) বলিলেন, আপনি নিষেধ করিতেছেন

কেন? তাহাতে আপনার জমিরও উপকার সাধিত হইবে, আপনি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত জমিতে পানি সেচ করিতে পারিবেন। আপনার কোন অসুবিধাই হইবে না। কিন্তু ইব্‌ন মাসলামা (রা) কিছুতেই সম্মত হইতেছেন না দেখিয়া যাহ্‌হাক (রা) উমর (রা)-এর সাথে আলাপ করিলেন। উমর (রা) ইব্‌ন মাসলামাকে ডাকাইয়া বলিলেন, তুমি খালটি তোমার জমির উপর দিয়া লইয়া যাইতে দাও। ইব্‌ন মাসলামা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এইরূপ হইবে না। উমর (র) বলিলেন, তুমি কেন নিষেধ করিতেছ? ইহার দ্বারা তোমার ভাইয়ের ও তোমার উপকার হইবে। তুমিও তোমার জমিতে পানি সেচ করিতে পারিবে অথচ তোমার কোন ক্ষতিই হইবে না। মুহাম্মদ ইব্‌ন মাসলামা (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, তাহা হইবে না। উমর (রা) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম, খাল প্রবাহিত করা হইবে যদিও তোমার পেটের ভিতর দিয়া হয়। অতঃপর উমর (রা) ইব্‌ন মাসলামার জমির উপর দিয়া খাল খননের নির্দেশ দিলেন। যাহ্‌হাক (রা) তাহাই করিলেন।

٣٤–وحدّثني مَالِكٌ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ ، فِيْ حَائِطِ جَدِّهِ ، رَبِيعٌ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ. فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْحَائِطِ ، هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَرْضِهِ. فَمَنَعَهُ صَاحِبُ الْحَائِطِ. فَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي ذٰلِكَ ، فَقَضَى لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ بِتَحْوِيلِهِ.

রেওয়ায়ত ৩৪

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মাযেনী (রা) বলেন : আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ (রা)-এর একটি ছোট খাল আমার দাদার জমির উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। আবদুর রহমান (রা) চাহিলেন যেন খালটি অন্যত্র দিয়া প্রবাহিত হয়, যেন তাহার জমির নিকটবর্তী হয়। অতঃপর আমার দাদা নিষেধ করিলেন। আবদুর রহমান (রা) উমর (রা)-এর নিকট এই বিষয়ে আলাপ করিলেন। উমর (রা) পরে তাঁহাকে অনুমতি দান করিলেন।

(٢٧) باب القضاء في قسم الأموال

পরিচ্ছেদ ২৭ : সম্পদ বন্টনের ফয়সালা

٣٥–حدّثني عَنْ مَالِكٌ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيْلِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « أَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ قُسِمَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَأَيُّمَا دَارٍ أَوْ أَرْضٍ أَدْرَكَهَا الْإِسْلَامُ وَلَمْ تُقْسَمْ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ ».

রেওয়ায়ত ৩৫

সওর ইব্‌ন যায়দ দীলী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যেকোন ঘর অথবা জমি অন্ধকার যুগে বন্টন করা হইয়াছে তাহা ঐ অনুযায়ীই থাকিবে। আর যেকোন ঘর অথবা জমি আজ পর্যন্ত বন্টন হয় নাই উহা ইসলামী বিধান অনুযায়ী বন্টিত হইবে।

٣٦-قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِيْمَنْ هَلَكَ وَتَرَكَ أَمْوَالاً بِالْعَالِيَةِ وَالسَّافِلَةِ : إِنَّ الْبَعْلَ لاَ يُقْسَمُ مَعَ النَّضْحِ. إِلاَّ أَنْ يَرْضَى أَهْلُهُ بِذٰلِكَ. وَإِنَّ الْبَعْلَ يُقْسَمُ مَعَ الْعَيْنِ. إِذَا كَانَ يُشْبِهُهَا. وَأَنَّ الْأَمْوَالَ إِذَا كَانَتْ بِأَرْضٍ وَاحِدَةٍ ، الَّذِى بَيْنَهُمَا مُتَقَارِبٌ ، أَنَّهُ يُقَامُ كُلُّ مَالٍ مِنْهَا ثُمَّ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ. وَالْمَسَاكِنُ وَالدُّوْرُ بِهٰذِهِ الْمَنْزِلَةِ.

রেওয়ায়ত ৩৬

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ মারা যায় এবং তাহার উঁচু-নীচু অনেক জমি থাকে, তবে যে জমিতে বৃষ্টির পানি দ্বারা ফসল হয় তাহা কূপের পানি দ্বারা যে জমিতে ফসল হয় তাহার সঙ্গে সমভাবে বন্টন হইবে না। অবশ্য সকল অংশীদার রাযী হইলে তবে জায়েয হইবে। আর বৃষ্টির পানি দ্বারা ফসল হয় এমন জমির নিম্ন জমির সাথে বন্টন হইতে পারে। এইরূপে যদি তাহার আরো সম্পদ থাকে এবং সকলই একই রকম দেখায় তবে প্রত্যেকের মূল্য নির্ধারিত করিয়া এক সাথেই বন্টন করিবে। ঘর ও বাড়ির একই হুকুম।

(٢٨) باب القضاء فى الضوارى والحريسة

পরিচ্ছেদ ২৮ : নিজে নিজে বিচরণকারী জন্তু ও রাখালের তত্ত্বাবধানে বিচরণকারী জন্তুর ফয়সালা

٣٧-حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ ؛ أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ دَخَلَتْ حَائِطَ رَجُلٍ فَأَفْسَدَتْ فِيْهِ. فَقَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : أَنَّ عَلَى أَهْلِ الْحَوَائِطِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ. وَأَنَّ مَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِى بِاللَّيْلِ ، ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا .

রেওয়ায়ত ৩৭

হারাম ইব্‌ন সা'আদ ইব্‌ন মুহায়্যিসা (র) হইতে বর্ণিত, বারা ইব্‌ন আযিব (রা)-এর উষ্ট্রী কাহারো বাগানে ঢুকিয়া ফসলের খুব ক্ষতি করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, দিনের বেলায় বাগান হেফাজত করার জিম্মাদার বাগানের মালিক, রাত্রিকালে যদি জন্তু বাগানে ঢুকে ও ক্ষতি করে তবে জন্তুর মালিক তাহার ক্ষতি পূরণের জিম্মাদার হইবে।

٣٨-وحَدَّثَنِى مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَاطِبٍ ؛ أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوْا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ. فَانْتَحَرُوْهَا. فَرُفِعَ ذٰلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَمَرَ عُمَرُ كَثِيْرَ بْنَ الصَّلْتِ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : أَرَاكَ تُجِيْعُهُمْ. ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : وَاللّٰهِ ، لأُغَرِّمَنَّكَ غُرْمًا يَشُقُّ عَلَيْكَ. ثُمَّ قَالَ لِلْمُزَنِيِّ : كَمْ ثَمَنُ نَاقَتِكَ فَقَالَ الْمُزَنِيُّ قَدْ كُنْتُ وَاللّٰهِ أَمْنَعُهَا مِنْ أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ عُمَرُ : أَعْطِهِ ثَمَانَمِائَةِ دِرْهَمٍ.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : وَلَيْسَ عَلَى هٰذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا فِى تَضْعِيْفِ الْقِيَمَةِ. وَلٰكِنْ مَضَى أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا . عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَغْرَمُ الرَّجُلُ قِيَمَةَ اَلْبَعِيْرِ أَوِ الدَّابَّةِ، يَوْمَ يَأْخُذُهَا.

রেওয়ায়ত ৩৮

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন আবদির রহমান (র) হইতে বর্ণিত, একদা হাতিব (রা)-এর এক ক্রীতদাস কাহারো উট চুরি করিয়া জবাই করিয়া ফেলে। ইহার মামলা উমর (রা)-এর দরবারে গেলে তিনি কাসীর ইব্‌ন সলত (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, ঐ ক্রীতদাসের হাত কাটিয়া ফেল। অতঃপর তিনি হাতিব (রা)-এর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমার মনে হয় যে, তুমি ক্রীতদাসদিগকে অনাহারে রাখ, আল্লাহর কসম, আমি ইহার জন্য তোমার এমন জরিমানা করিব যাহা তোমার জন্য খুব ভারী হইবে। তাহার পর উটের মালিককে উটের মূল্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, ইহার মূল্য চারিশত দিরহাম। উমর (রা) তাহাকে আরও চারিশত দিরহাম, মোট আটশত দিরহাম দিতে বলিলেন।

মালিক (র) বলেন : ইহাদিগের উপর আমাদের আমল নাই কিন্তু আমাদের আমল এই কথার উপর যে, যেদিন উট খরিদ করা হইয়াছে সে দিনের মূল্য দিতে হইবে।

(٢٩) باب القضاء فيمن أصاب شيئا من البهائم

পরিচ্ছেদ ২৯ : জন্তুকে নির্যাতনের ফয়সালা

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيْمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ ، إِنَّ عَلَى الَّذِى أَصَابَهَا قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

قَالَ يَحْيٰى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : فِى الْجَمَلِ يَصُوْلُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَخَافُهُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَعْقِرُهُ : فَإِنَّهُ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ ، عَلَى أَنَّهُ أَرَادَهُ وَصَالَ عَلَيْهِ فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِ. وَإِنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلاَّ مَقَالَتُهُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِلْجَمَلِ.

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কোন জন্তুকে নির্যাতন করে তবে যদি ঐ জন্তুর মূল্যের ক্ষতি হয় তবে জরিমানাস্বরূপ তাহাই দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন উট কাহারো উপর আক্রমণ করে এবং সে জান বাঁচানোর জন্য উটকে মারিয়া ফেলে অথবা জখম করে এবং এই হামলার কোন সাক্ষীও তাহার নিকট থাকে তবে তাহার উপর জরিমানা হইবে না। অন্যথায় উটের জরিমানা তাহাকে দিতে হইবে।

(٣٠) باب القضاء فيما يعطى العمال

পরিচ্ছেদ ৩০ : কর্মচারীদিগকে মজুরী দানের ফয়সালা

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِيْمَنْ دَفَعَ إِلَى الْغَسَّالِ ثَوْبًا يَصْبُغُهُ فَصَبَغَهُ. فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ : لَمْ آمُرْكَ بِهٰذَا الصَّبْغِ . وَقَالَ الْغُسَالُ . بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِى بِذٰلِكَ : فَإِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِى ذٰلِكَ . وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذٰلِكَ. وَالصَّبَائِغُ مِثْلَ ذٰلِكَ. وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى ذٰلِكَ. إِلاَّ أَنْ يَأْتُوْا بِأَمْرٍ لاَ يُسْتَعْمَلُونَ فِىْ مِثْلِهِ. فَلاَ يَجُوْزُ قَوْلُهُمْ فِى ذٰلِكَ وَلْيَحْلِفْ صَاحِبُ الثَّوْبِ . فَإِنْ رَدَّهَا وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ ، حُلِّفَ الصَّبَّاغُ.

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِى الصَّبَّاغِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِئُ بِهِ « فَيَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ اٰخَرَ » حَتّٰى يَلْبَسَهُ الَّذِى أَعْطَاهُ إِيَّاهُ : إِنَّهُ لاَغُرْمَ عَلَى الْذِى لَبِسَهُ. وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ. وَذٰلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِى دُفِعَ إِلَيْهِ . عَلَى عَيْنِ مَعْرِفَةٍ بِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ. فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ ، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ.

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কোন কাপড় রঞ্জককে রঙাইবার জন্য দেয় এবং রঙও লাগায়, আর কাপড়ওয়ালা বলে যে, আমি এমন রঙ দিতে বলি নাই। কিন্তু রঞ্জক বলে যে, আমাকে এই রঙ দিতেই বলিয়াছিলেন, তবে এই ব্যাপারে আমাদের নিকট রঞ্জকের কথা সত্য বলিয়া ধরা যাইবে। আর এই ধরনের ব্যাপারে দর্জি ও স্বর্ণকারের কথাও সত্য বলিয়া ধরা যাইবে। কিন্তু সকলকে হলফ (কসম) করিতে হইবে। হাঁ, যদি তাহারা এমন কথা বলে সাধারণত যাহার প্রমাণ নাই, কিংবা এমন রঙ ব্যবহার করিয়াছে যাহা নিয়ম অনুযায়ী করা হয় না, তবে তাহাদের কথা গ্রহণযোগ্য হইবে না। এই ক্ষেত্রে কাপড়ের মালিককে কসম করানো হইবে। অতঃপর সে যদি কসম করিতে অস্বীকার করে, তবে কারিগরদের নিকট হইতে কসম নেওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন, কেহ কোন কাপড় রঞ্জককে দেয়। রঞ্জক কাপড়টি অন্য একজনকে পরিধান করিতে দেয় — তবে রঞ্জক কাপড়ের জরিমানা দিবে।

পরিধানকারীর জরিমানা হইবে না। ইহা তখন হইবে যখন পরিধানকারী জানে না যে, ইহা অন্যের কাপড়। আর যদি অন্যের কাপড় জানিয়াই পরিধান করিয়া থাকে তবে তাহারই জরিমানা হইবে।

(٣١) باب القضاء فى الحمالة والحول

পরিচ্ছেদ ৩১ : হাওয়ালা ও জিম্মাদারী

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الرَّجُلِ يُحِيْلُ الرَّجُلَ عَلَى الرَّجُلِ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَيْهِ ، أَنَّهُ إِنْ أَفْلَسَ الَّذِى أُحِيْلَ عَلَيْهِ. أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً. فَلَيْسَ لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِى أَحَالَهُ شَيْءٌ. وَأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا الْأَمْرُ الَّذِى لاَ خْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكُ : فَأَمَّا الرَّجُلُ يَتَحَمَّلُ لَهُ الرَّجُلُ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُتَحَمِّلُ. أَوْيُفْلِسُ. فَإِنَّ الَّذِى قُحُمِّلَ لَهُ، يَرْجِعُ عَلَى غَرِيْمِهِ الْأَوَّلِ.

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ নিজ কর্জকে কাহারও জিম্মায় তাহার সম্মতিতে চাপাইয়া দেয়, অতঃপর জিম্মাদার দরিদ্র হইয়া যায় অথবা সম্পদহীন হইয়া মারা যায়, তবে পাওনাদার যে জিম্মা দান করিয়াছে তাহার নিকট অর্থাৎ খাতকের নিকট পাওনা চাহিতে পারিবে না।

মালিক (র) বলেন : এই ব্যাপারে আমাদের নিকট কোন মতভেদ নাই। তবে যদি কেহ অন্যের জিম্মাদার হয় আর সে সম্পদহীন অবস্থায় মারা যায় কিংবা গরীব হইয়া যায় তবে পাওনাদাররা কর্জ গ্রহীতার কাছে চাহিতে পারিবে।

(٣٢) باب القضاء فيمن ابتاع ثوبا وبه عيب

পরিচ্ছেদ ৩২ : কাপড় খরিদের পরে দোষ দেখা গেলে

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ الْبَائِعُ. فَشُهِدَ عَلَيْهِ بِذٰلِكَ. أَوْ أَقَرَّ بِهِ. فَأَحْدَثَ فِيْهِ الَّذِى ابْتَاعَهُ حَدَثًا مِنْ تَقْطِيْعٍ يُنَقِّصُ ثَمَنَ الثَّوْبِ. ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَاعُ بِالْعَيْبِ. فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الْبَائِعِ. وَلَيْسَ عَلَى الَّذِى ابْتَاعَهُ غُرْمٌ فِى تَقْطِيْعِهِ إِيَّاهُ.

قَالَ : وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْبًا وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ حَرْقٍ أَوْ عَوَارٍ. فَزَعَمَ الَّذِى بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذٰلِكَ. وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِى ابْتَاعَهُ. أَوْ صَبَغَهُ. فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يُوْضَعَ عَنْهُ قَدْرُمَا نَقَصَ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ ، فَعَلَ . وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيْعُ أَوِ الصَّبْغُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ ، فَعَلَ. وَهُوَ فِى ذٰلِكَ بِالْخِيَارِ. فَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدْ صَبَغَ الثَّوْبَ صِبْغًا يَزِيْدُ فِى ثَمَنِهِ، فَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَ أَنْ يُوْضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْعَيْبُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ. وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُوْنَ شَرِيْكًا لِلَّذِى بَاعَهُ الثَّوْبَ، فَعَلَ. وَيُنْظَرُكَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيْهِ الْحَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ. فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَازَادَ فِيْهِ الصَّبْغُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، كَانَا شَرِيْكَيْنِ فِى الثَّوْبِ . لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ هٰذَا، يَكُوْنُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِىْ ثَمَنِ الثَّوْبِ.

মালিক (র) বলেন : যখন কোন ব্যক্তি কাপড় খরিদ করার পর দোষ দেখে যেমন ফাটা বা অন্য কিছু এবং খরিদ্দার বিক্রেতাকে এই ব্যাপারে অবগত করায়, অতঃপর সেই ব্যাপারে সাক্ষী উপস্থিত করে ক্রেতা অথবা বিক্রেতা স্বীকার করে, তৎপর ক্রেতা যদি কাপড়ের মধ্যে কোন পরিবর্তন করিয়া থাকে যেমন কাপড় কাটিয়া ফেলে, যাহার ফলে কাপড়ের মূল্য কমিয়া যায় এবং সেই অবস্থায় বিক্রেতাকে কাপড়ের দোষ সম্বন্ধে অবহিত করা হয় তবে তাহা বিক্রেতা ফেরত নেবে এবং খরিদ্দারের উপর কাপড় কাটার জন্য জরিমানা হইবে।

মালিক (র) বলেন যে, যদি কেহ কাপড় খরিদ করিয়া পরে দোষ দেখিতে পায় যেমন কাপড়ে ফাটা অথবা কাটা এবং বিক্রেতা বলে যে, কাপড়ের দোষ সম্বন্ধে আমার জানা ছিল না। কিন্তু এদিকে খরিদ্দার কাপড় কাটিয়া ফেলিয়াছে অথবা রঙাইয়া ফেলিয়াছে তবে খরিদ্দারের ইখতিয়ার আছে, সে কাপড় রাখিয়া দোষের সমপরিমাণ মূল্য বিক্রেতার নিকট হইতে ফেরত নেবে অথবা কাপড় ফেরত দিয়া বিক্রেতাকে ঐ পরিমাণ মূল্য ফেরত দেবে, কাপড় কাটার দরুন যতদূর মূল্য কমিয়াছে অথবা রঙানোর জন্য যতদূর মূল্য কমিয়াছে। আর যদি খরিদ্দার কাপড়ে এমন রঙ দিয়া থাকে যাহার দ্বারা কাপড়ের মূল্য অধিক হইয়া গিয়াছে তবেও খরিদ্দারের ইখতিয়ার সে ইচ্ছা করিলে দোষের মূল্য বিক্রেতার নিকট হইতে লইয়া কাপড় রাখিয়া দেবে অথবা বিক্রেতার শরীক হইবে। এখন দেখিতে হইবে যে, দোষের দরুন কাপড়ের মূল্য কতদূর হয়, যেমন কাপড় "দশ দিরহাম"-এর ছিল এবং রঙানোর কারণে "পাঁচ দিরহাম" মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, এখন দুইজনেই কাপড়ে শরীক হইবে নিজ অংশ হিসাবে। যখন কাপড় বিক্রয় হইবে তখন যাহার যাহার অংশানুপাতে মূল্য ভাগ করিয়া লইয়া যাইবে।

(٣٣) باب مالا يجوز من النحل

পরিচ্ছেদ ৩৩ : কেমন হেবা নাজায়েয

٣٩-**حدّثنا** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ. وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ ؛ أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَبَاهُ بَشِيرًا أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ : إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِيْ هٰذَا، غُلاَمًا كَانَ لِي. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هٰذَا ؟ » فَقَالَ : لاَ. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « فَارْتَجِعْهُ » .

রেওয়ায়ত ৩৯

নু'মান ইব্‌ন বশীর (রা) বলেন, তাহার পিতা বশীর (রা) তাহাকে একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট নিয়া গেলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আমার এই ছেলেকে আমার একটি গোলাম হেবা করিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি কি তোমার প্রত্যেকটি

ছেলেকেই এইরূপ হেবা করিয়াছ ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহা হইলে হেবা (দান) ফিরাইয়া নাও।

٤٠-وحدثنى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَبْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِيْنَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ. فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ : وَاللّٰهِ ، يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَىَّ غِنًى بَعْدِى مِنْكِ. وَلاَ أَعَزُّ عَلَىَّ فَقْرًا بَعْدِى مِنْكِ. وَإِنِّى كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِيْنَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيْهِ وَاحْتَزْتِيْهِ كَانَ لَكِ. وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ. وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ. فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ. قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ يَاأَبَتِ، وَاللّٰهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ . إِنَّمَا هِىَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : ذُوْ بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ . أُرَاهَا جَارِيَةً.

রেওয়ায়ত ৪০

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবূ বকর (রা) গাবা নামক স্থানের বাগানের কিছু খেজুর গাছ আমাকে দান করিলেন। যাহার মধ্যে বিশ ওসক খেজুর উৎপন্ন হইত। অতঃপর ইন্তিকালের সময় বলিতে লাগিলেন, হে কন্যা! আল্লাহ্র কসম, আমার পরে তোমা হইতে সচ্ছল কেহ থাকুক আমি তাহা পছন্দ করি না, আর তুমি দরিদ্র থাক তাহাও আমার সবচাইতে বেশি অপছন্দ। আমি তোমাকে এমন খেজুর গাছ দিয়াছিলাম যাহার মধ্যে বিশ ওসক খেজুর জন্মে। তুমি যদি তাহা দখলে রাখিতে এবং ফল সংগ্রহ করিতে থাকিতে তবে তাহা তোমার সম্পদ হইয়া যাইত। এখন তো তাহা ওয়ারিসদের সম্পত্তি। ওয়ারিস তোমার দুই ভাই ও দুই বোন, সুতরাং উহাকে আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে বন্টন করিও। আয়েশা (রা) বলিলেন, হে আব্বাজান! যত বড় সম্পদই হউক না কেন, আমি তাহা ছাড়িয়া দিতাম, কিন্তু আমার তো বোন শুধু একজন আসমা (রা), অন্য জন কে ? তিনি উত্তরে বলিলেন, (আমার স্ত্রী) বিন্ত খারেজা গর্ভবতী, তাহার গর্ভে যে সন্তান আছে আমার ধারণা তাহা মেয়েই হইবে।

٤١-وحدثنى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَابَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُوْنَ أَبْنَاءَهُمْ نَحْلاً . ثُمَّ يُمْسِكُوْنَهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ ، قَالَ : مَالِى بِيَدِى. لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا . وَإِنْ مَاتَ هُوَ، قَالَ : هُوَ لابْنِى قَدْكُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ. مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً، فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِى نُحِلَهَا، حَتَّى يَكُوْنَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ ، فَهِىَ بَاطِلُ .

রেওয়ায়ত ৪১

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবদুল কারী (র) হইতে বর্ণিত উমর (রা) বলিয়াছেন যে, মানুষের হইল কি ? তাহারা নিজ পুত্র-সন্তানদের জন্য হেবা করে। অতঃপর তাহা নিজেই নিজ দখলে রাখিতে চায়, যদি ছেলে মারা যায় তবে বলে যে, আমার সম্পদ আমারই দখলে আছে, আমি কাহাকেও দান করি নাই, আর যদি নিজে মারা যায় তবে বলিয়া যায় যে, ইহা আমার ছেলেরই, আমি তাহাকে দান করিয়াছি। যদি কোন হেবা করার পরে তাহা চালু না করে এবং ছেলে ওয়ারিসসূত্রে মালিক হয় তবে তাহা বাতিল হইয়া যায়।

(٣٤) باب مالا يجوز من العطية

পরিচ্ছেদ ৩৪ : কেমন দান জায়েয

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : اَلْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيْمَنْ أَعْطَى أَحَدًا عَطِيَّةً لاَ يُرِيْدُ ثَوَابَهَا. فَأَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِى أُعْطِيَهَا. إِلاَّ أَنْ يَمُوْتَ الْمُعْطِى قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا الَّذِى أُعْطِيَهَا.

قَالَ : وَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِى إِمْسَاكَهَا بَعْدَ اَنْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا. فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ عَلَيْهِ بِهَا صَاحِبُهَا ، أَخَذَهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً. ثُمَّ نَكَلَ الَّذِى أَعْطَاهَا. فَجَاءَ الَّذِى أُعْطِيَهَا بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ اَعْطَاهُ ذٰلِكَ. عَرْضًا كَانَ أَوْ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ حَيَوَانًا . أُحْلِفَ الَّذِى أُعْطِيَ مَعَ شَهَادَةِ شَاهِدِهِ . فَإِنْ أَبَى الَّذِى أُعْطِيَ أَنْ يَحْلِفَ ، حُلِّفَ الْمُعْطِى. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَيْضًا، أَدَّى إِلَى الْمُعْطَى مَا ادَّعَى عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَاهِدٌ، فَلاَ شَىْءَ لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لاَ يُرِيْدُ ثَوَابَهَا. ثُمَّ مَاتَ الْمُعْطَى، فَوَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِى قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى عَطِيَّتَهُ، فَلاَ شَىْءَ لَهُ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءً لَمْ يَقْبِضْهُ. فَإِنْ أَرَادَ الْمُعْطِى أَنْ يُمْسِكَهَا ، وَقَدْ أَشْهَدَ عَلَيْهَا حِيْنَ أَعْطَاهَا، فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. إِذَا قَامَ صَاحِبُهَا أَخَذَهَا.

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কাহাকেও কোন জিনিস সওয়াবের জন্য দেয় এবং তাহার বিনিময়ে গ্রহণ না করে তাহার উপর সাক্ষীও থাকে তবে তাহা প্রচলিত হইবে। কিন্তু যদি দানকারী মারা যায় উক্ত জিনিস

যাহাকে দিয়াছে সে হস্তগত করার পূর্বে, তবে তাহা প্রমাণিত হইবে না। আর যদি দানকারী দান করার পর নিজে রাখিতে চায় তবে ইহা না-জায়েয। যাহাকে দিয়াছে সে ইহা জবরদস্তি গ্রহণ করিতে পারিবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কাহাকেও কোন জিনিস দান করে, অতঃপর তাহা অস্বীকার করে আর যাহাকে দেওয়া হইয়াছে সে একজন সাক্ষীও আনে, যে ইহা দান করিবার সময় সে সাক্ষী ছিল। চাই উহা জিনিসপত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য অথবা জানোয়ারই হউক। তবে একজন সাক্ষীর সাথে তাহার কসমও করিতে হইবে। যদি সে কসম করিতে অস্বীকার করে তবে দাতাকে কসম করানো হইবে। যদি সেও অস্বীকার করে তবে ঐ জিনিস তাহাকে দিতে হইবে যখন তাহার কাছে একজন সাক্ষী থাকিবে। আর যদি একজন সাক্ষীও না থাকে তবে দাবিদারের দাবি গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং সে কোন জিনিসই পাইবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কোন জিনিস সওয়াবের নিয়্যতে দেয়, পরে যাহাকে দিয়াছে সে হস্তগত করার পূর্বেই মরিয়া যায় তবে তাহার ওয়ারিসগণ স্থলাভিষিক্ত হইবে। আর যদি হস্তগত করার পূর্বে দাতা মারা যায় তবে তাহার কিছু মিলিবে না। কেননা হস্তগত না হওয়ার কারণে তাহা বাতিল হইয়া গেল। আর যদি দাতা দানের পরে নিজের দখলে রাখে এবং হেবা করার সপক্ষে সাক্ষীও থাকে তবে যাহাকে দান করা হইয়াছে সে তাহা দখল করিতে পারিবে।

(٣٥) باب القضاء فِي الهبة

পরিচ্ছেদ ৩৫ : হেবার ফয়সালা

٤٢-حدّثني مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيْفٍ الْمُرِّيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ. فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيْهَا. وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ . فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ. يَرْجِعُ فِيْهَا، إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوْبِ لَهُ لِلثَّوَابِ. بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ . فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهَا قِيْمَتَهَا ،يَوْمَ قَبْضَهَا.

রেওয়ায়ত ৪২

আবূ গাত্ফান (র) হইতে বর্ণিত, উমর (রা) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষার জন্য অথবা দানস্বরূপ হেবা করে সে ঐ হেবা আর ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। আর যদি কোন বিনিময়ের আশায় হেবা করে তবে তাহা ফিরাইতে পারিবে যখন তাহাদের সাথে মনোমালিন্য হয়।

মালিক (র) বলেন : ইহা আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিষয় যে, যদি কেহ কোন জিনিস বিনিময়ের আশায় হেবা করে আর ঐ জিনিসের কোন ক্ষতি হয় তবে যাহাকে দিয়াছে তাহার গ্রহণ করার দিন যে দাম ছিল তাহা তাহাকে আদায় করিতে হইবে।

(٣٦) باب الاعتصار فى الصدقة

পরিচ্ছেদ ৩৬ : দান করিয়া ফিরাইয়া নেওয়া

قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ. أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ قَبَضَهَا الاِبْنُ . أَوْ كَانَ فِى حَجْرِ أَبِيْهِ فَأَشْهَدَ لَهُ عَلَى صَدَقَتِهِ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ. لِأَنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِى شَىْءٍ مِنَ الصَّدَقَةِ.

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيْمَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلاً. أَوْ أَعْطَاهُ عَطَاءً لَيْسَ بِصَدَقَةٍ. إِنَّ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذٰلِكَ. مَالَمْ يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ دَيْنًا يُدَايِنُهُ النَّاسُ بِهِ . وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ. مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ الْعَطَاءِ الَّذِى أَعْطَاهُ أَبُوْهُ. فَلَيْسَ لِأَبِيْهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا ، بَعْدَ أَنْ تَكُوْنَ عَلَيْهِ الدُّيُوْنُ . أَوْ يُعْطِى الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ. فَتَنْكِحُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ. وَإِنَّمَا تَنْكِحُهُ لِغِنَاهُ. وَلِلْمَالِ الَّذِى أَعْطَاهُ أَبُوهُ. فَيُرِيْدُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذٰلِكَ ، الأَبُ . أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ. قَدْ نَحَلَهَا أَبُو هَا النُّحْلَ. إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِى صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا. وَمَا أَعْطَاهَا أَبُوهَا. ثُمَّ يَقُوْلُ الأَبُ : أَنَا أَعْتَصِرُ ذٰلِكَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ وَلاَ مِنِ ابْنَتِهِ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ.

মালিক (র) বলেন : ইহা আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিষয় যে, যদি পিতা ছেলেকে কিছু দান করে এবং ছেলে তাহা হস্তগত করে অথবা ছেলে এখনও বালক, পিতার আশ্রয়ে আছে। আর পিতা এই সদকার উপর সাক্ষীও রাখিয়াছে তবে পিতা এই দান আর ফিরাইয়া নিতে পারিবে না, কেননা সদকা ফেরত নেওয়া জায়েয নাই।

মালিক (র) বলেন যে, ইহা আমাদের সর্বসম্মত বিষয় যে, যদি কোন ব্যক্তি তাহার সন্তানকে কিছু দেয়, কিন্তু তাহা দান হিসাবে নয়। তবে তাহা ফিরাইয়া নিতে পারে। অবশ্য যদি ছেলে এই দান করা সম্পত্তির উপর ভরসা করিয়া ঋণ গ্রহণ করে এবং এই দানের উপর নির্ভর করিয়া মানুষের সহিত কায়-কারবার করিতে থাকে তবে সে সময়ে উহা ফেরত লইতে পারিবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ তাহার মেয়েকে কিছু দান করে কিংবা ছেলেকে দান করে এবং কোন লোক তাহার কন্যা ঐ ছেলের সাথে বিবাহ দেয় যে, সে খুব ধনী হইয়াছে অথবা কোন মানুষ তাহার ছেলেকে ঐ মেয়ের সাথে বিবাহ দেয় এইজন্য যে, সে ঐ দানের কারণে ধনী হইয়াছে তবে পিতা এই দান ফেরত লইতে পারিবে না। হাঁ, যদি উপরিউক্ত ভরসা না করে তবে জায়েয আছে।

(٣٧) باب القضاء فى العمرى

পরিচ্ছেদ ৩৭ : মৃত্যু পর্যন্ত দানের ফয়সালা

٤٣–**حدّثنى** مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ. فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا. لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا أَبَدًا » لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيْهِ الْمَوَارِيْثُ.

রেওয়ায়ত ৪৩

জাবির ইব্‌ন আবদিল্লাহ (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কাহারো জন্য অথবা তাহার ওয়ারিসগণের জন্য কোন জিনিস মৃত্যু পর্যন্ত দান করে তবে উহা যাহাদিগকে দান করিয়াছে তাহাদের জন্য হইবে। দানকারীর নিকট উহা ফিরিয়া আসিতে পারে না। ইহা ওয়ারিসীর যোগ্য দান।

٤٤–**وحدّثنى** مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُوْلاً الدِّمَشْقِيَّ يَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرَى ، وَمَا يَقُوْلُ النَّاسُ فِيْهَا ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ : مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلاَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوْطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ. وَفِيْمَا أَعْطُوْا.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ. وَعَلَى ذٰلِكَ ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا. أَنَّ الْعُمْرَى تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْمَرَهَا. إِذَا لَمْ يَقُلْ : هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ.

রেওয়ায়ত ৪৪

আবদুর রহমান ইব্‌ন কাসিম (র) হইতে বর্ণিত, তিনি মাকহুল দামেশকীকে কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদের নিকট মৃত্যু পর্যন্ত দান সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে শুনিয়াছেন অর্থাৎ এই ব্যাপারে মানুষের কি মতামত তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তখন কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) বলেন, আমি তো মানুষদিগকে নিজ সম্পদের মধ্যেও নিজ দানের ব্যাপারে নিজ নিজ শর্ত পূর্ণ করিতে দেখিয়াছি।

٤٥-وحدّثني مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ وَرِثَ مِنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارَهَا. قَالَ : وَكَانَتْ حَفْصَةُ قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ. فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ بِنْتُ زَيْدٍ، قَبَضَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ . وَرَأَى أَنَّهُ لَهُ.

রেওয়ায়ত ৪৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, ইব্‌ন উমর (রা) হাফসা বিন্‌ত উমরের একটি গৃহের ওয়ারিস হইলেন। তিনি ঐ গৃহ যায়দ ইব্‌ন খাত্তাবের কন্যাকে আজীবন থাকার জন্য দিয়াছিলেন। অতঃপর যখন যায়দের কন্যার মৃত্যু হইল তখন ইব্‌ন উমর (রা) উহা দখল করিলেন এবং তিনি উহাকে নিজস্ব মনে করিতেন।

(٣٨) باب القضاء فى اللقطة

পরিচ্ছেদ ৩৮ : লুকতা অর্থাৎ কোথাও পাওয়া জিনিসের ফয়সালা

٤٦-حدّثني مَالِكُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ يَزِيْدَ ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيْدِ ابْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ ؟ فَقَالَ «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا. ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً. فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا» قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ «هِيَ لَكَ ، أَوْلأَخِيْكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ» قَالَ : فَضَالَّةُ الإِبِلِ قَالَ «مَالَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا . تَرِدُ الْمَاءَ ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا» .

রেওয়ায়ত ৪৬

যায়দ ইব্‌ন খালেদ জুহানী (রা) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া কোথাও পাওয়া জিনিস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহার পাত্রটি চিনিয়া রাখ এবং তাহার বন্ধনও চিনিয়া রাখ, অতঃপর এক বৎসর পর্যন্ত মানুষের কাছে ঘোষণা করিতে থাক। যদি মালিক পাওয়া যায় তবে ফেরত দিয়া দাও ; অন্যথায় তুমি নিজে ব্যবহার করিতে পার। সে বলিল, যদি ছাড়া ছাগল পাওয়া যায় তবুও। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের কিংবা বাঘের হইবে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, যদি ছাড়া উট পাওয়া যায় তবে কি করিব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সে উটের সাথে তোমার কি সম্পর্ক তাহার সাথে পান করার মতো পানি আছে এবং তাহার পা আছে যেখানে খুশী পানি পান করিয়া লইবে। গাছের পাতা খাইবে। শেষ পর্যন্ত তাহার মালিক উহা পাইয়া ফেলিবে।

٤٧–وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ مُوسٰى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَنِىِّ ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيْقِ الشَّامِ . فَوَجَدَ صُرَّةً فِيْهَا ثَمَانُوْنَ دِيْنَارًا . فَذَكَرَهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ . وَاذْكُرْهَا لِكُلِّ مَنْ يَأْتِىْ مِنَ الشَّامِ ، سَنَةً . فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ، فَشَأْنَكَ بِهَا.

রেওয়ায়ত ৪৭

মুয়াবিয়া ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ জুহানী (র) হইতে বর্ণিত, তাহার পিতা বলিয়াছেন যে, তিনি সিরিয়ার পথে এক মঞ্জিলে একটি তোড়া পাইলেন। তাহাতে আশিটি দীনার ছিল। তিনি ইহা উমর (রা)-এর নিকট বর্ণনা করিলেন। উমর (রা) বলিলেন, ইহাকে মসজিদসমূহের দরজায় ঘোষণা কর। আর যাহারা সিরিয়া হইতে আসে তাহাদিগকে এক বৎসর পর্যন্ত জিজ্ঞাসা কর। যদি এক বৎসর অতিবাহিত হয় তাহা হইলে তখন তোমার ইচ্ছা।

٤٨–وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ لُقْطَةً. فَجَاءَ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ لَهُ : إِنِّى وَجَدْتُ لُقْطَةً. فَمَاذَا تَرَى فِيْهَا ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : عَرِّفْهَا. قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ . قَالَ : زِدْ. قَالَ قَدْ فَعَلْتُ. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَآمُرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا. وَلَوْ شِئْتَ، لَمْ تَأْخُذْهَا.

রেওয়ায়ত ৪৮

নাফি'(র) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাস্তায় কিছু পাইল। সে উহা লইয়া ইব্‌ন উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমি একটি জিনিস পাইয়াছি, এই ব্যাপারে আপনার মত কি ? আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, তাহা প্রচার কর। সে বলিল, আমি তাহা করিয়াছি। ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, পুনরায় ঘোষণা কর। সে বলিল, তাহাও করিয়াছি। ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, আমি তোমাকে ব্যবহার করিতে বলিব না। তুমি উহা নাও উঠাইতে পারিতে।

(٣٩) باب القضاء فى استهلاك العبد اللقطة

পরিচ্ছেদ ৩৯ : গোলাম যদি কোন জিনিস পাওয়ার পর খরচ করিয়া ফেলে তবে তাহার ফয়সালা

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقْطَةَ فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْأَجَلَ الَّذِى أُجِّلَ فِى اللُّقْطَةِ ، وَذٰلِكَ سَنَةٌ : أَنَّهَا فِى رَقَبَتِهِ. إِمَّا أَنْ

يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلاَمُهُ. وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ غُلاَمَهُ. وَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الأَجَلُ الَّذِي أُجِّلَ فِي اللُّقْطَةِ ، ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا ، كَانَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ. يُتْبَعُ بِهِ. وَلَمْ تَكُنْ فِي رَقَبَتِهِ. وَلَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ فِيهَا شَيْءٌ.

মালিক (র) বলেন যে, আমাদের নিকট এই হুকুম যে, যদি কোন গোলাম কোন জিনিস পায় এবং এক বৎসর প্রচার করার পূর্বেই তাহা খরচ করিয়া ফেলে তবে তাহা তাহার গর্দানেই থাকিবে, যদি তাহার মালিক আসে তবে তাহা মনিবকে আদায় করিতে হইবে। অথবা গোলামকে মালিকের হাওয়ালা করিবে। আর যদি ক্রীতদাস উহাকে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর খরচ করে তবে তাহা তাহার দায়িত্বে কর্জ থাকিবে। সে যখন আযাদ হইবে তখন মালিক তাহা লইয়া লইবে, এখন কিছুই ক্রীতদাস হইতে নিতে পারিবে না, মনিবের নিকট হইতেও নিতে পারিবে না।

(٤٠) باب القضاء فى الضوال

পরিচ্ছেদ ৪০ : হারানো জন্তুর ফয়সালা

٤٩-مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ بَعِيرًا بِالْحَرَّةِ. فَعَقَلَهُ. ثُمَّ ذَكَرَهُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ : إِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.

রেওয়ায়ত ৪৯

সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, সাবিত ইব্ন যাহ্হাক আনসারী (রা) হাররা নামক স্থানে একটি উট পাইয়া রশি দ্বারা বাঁধিয়া দিলেন। তাহার পর উমর (রা)-কে বলিলেন। উমর (রা) বলিলেন, তুমি তিনবার উহা প্রচার কর। সাবিত (রা) বলিলেন, আমি তাহার ঝামেলায় পড়িয়া আমার জমির খবর লইতে পারি নাই। উমর (রা) বলিলেন, তাহা হইলে যেখানে উটটি পাইয়াছ সেখানে ছাড়িয়া দিয়া আস।

٥٠-وحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ ، وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ ، إِلَى الْكَعْبَةِ : مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ.

রেওয়ায়ত ৫০

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, উমর (রা) কা'বা শরীফের দেওয়ালে পৃষ্ঠদেশ লাগাইয়া বসিয়াছিলেন। এই অবস্থায় বলিলেন, যে হারানো বস্তু ধরে সে নিজেই গোমরাহ (পথভ্রষ্ট)।

৫১–وحدّثني مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ : كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ إِبِلاً مُؤَبَّلَةً . تَنَاتَجُ. لاَ يَمَسُّهَا أَحَدٌ. حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَمَرَ بِتَعْرِيْفِهَا. ثُمَّ تُبَاعُ. فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أُعْطِيَ ثَمَنَهَا.

রেওয়ায়ত ৫১

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাব যুহরী (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন উমর (রা)-এর যুগে যে হারানো উট পাওয়া যাইত উহাকে ঐভাবেই ছাড়িয়া দেওয়া হইত। তাহার বাচ্চা জন্ম হইলেও কেহই স্পর্শ করিত না। অতঃপর উসমান (রা)-এর যুগ আসিল। তিনি ঐরূপ উটকে প্রচার করার পর বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য বায়তুল মালে জমা করার হুকুম দিলেন। অতঃপর যখন মালিক আসিবে তখন ঐ পয়সা মালিকের সোপর্দ করিয়া দেওয়া হইবে।

(٤١) باب صدقة الحى عن الميت

পরিচ্ছেদ ৪১ : জীবিতদের দান মৃতদের পক্ষে

৫২–حدّثني مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيْلَ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ. فَحَضَرَتْ أُمَّهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِيْنَةِ. فَقِيْلَ لَهَا : أَوْصِي . فَقَالَتْ : فِيْمَ أُوصِي ؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعْدٍ. فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ سَعْدٌ . فَلَمَّا قَدِمَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، ذُكِرَ ذٰلِكَ لَهُ . فَقَالَ سَعْدٌ : يَارَسُولَ اللّٰهِ ، هَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «نَعَمْ» فَقَالَ سَعْدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا. لِحَائِطٍ سَمَّاهُ .

রেওয়ায়ত ৫২

সাঈদ ইব্‌ন আমর (র) হইতে বর্ণিত, সা'আদ ইব্‌ন উবাদা (রা) কোন যুদ্ধের মধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে রওয়ানা হইলেন। এদিকে মদীনায় তাঁহার মাতার মৃত্যুর সময় উপস্থিত। মানুষ তাঁহার মাতাকে ওসীয়্যত করিতে বলিলে উত্তর দিলেন যে, কি ওসীয়্যত করিব ? সমস্ত সম্পত্তি তো সা'আদেরই। অবশেষে সা'আদ (রা) বাড়িতে ফিরার পূর্বে তিনি মারা যান। সা'আদ (রা) বাড়িতে আসিলে এই ঘটনা বর্ণনা করা হইল। অতঃপর সা'আদ (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমি সদকা করিলে আমার মাতার কোন উপকার হইবে কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'হাঁ'। অতঃপর সা'আদ (রা) বলিলেন, "এই এই বাগান আমার আম্মাজানের পক্ষ হইতে দান করিতেছি।"

٥٣-وحدّثني مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا. وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ ، تَصَدَّقَتْ. أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «نَعَمْ».

রেওয়ায়ত ৫৩

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিল : আমার আম্মাজান হঠাৎ ইন্তিকাল করেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পাইতেন তবে নিশ্চয়ই দান-খয়রাত করিতেন। এখন আমি তাঁহার পক্ষ হইতে দান করিতে পারিব কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, "হাঁ, পারিবে।"

٥٤-وحدّثني مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ بِصَدَقَةٍ . فَهَلَكَا. فَوَرِثَ ابْنُهُمَا الْمَالَ. وَهُوَ نَخْلٌ. فَسَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ « قَدْ أُجِرْتَ فِي صَدَقَتِكَ. وَخُذْهَا بِمِيْرَاثِكَ » .

রেওয়ায়ত ৫৪

মালিক (র) বলেন যে, এক আনসার ব্যক্তি নিজ পিতামাতাকে কিছু দান করিল, অতঃপর মাতাপিতার ইন্তিকালের পরে সে-ই তাহাদের ওয়ারিস হইল। সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তোমার সদকার সওয়াব তুমি পাইয়াছ, এখন ওয়ারিস হিসাবে আবার গ্রহণ কর।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩৭

كتاب الوصية

ওসীয়্যত সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب الأمر بالوصية

পরিচ্ছেদ ১ : ওসীয়্যতের নির্দেশ

١ -**حدّثنى** مَالِكٌ : عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَا حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ ، لَهُ شَىْءٌ يُوْصِىْ فِيْهِ ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ » .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُوْصِىَ إِذَا أَوْصَى فِىْ صِحَّتِهِ أَوْ مَرْضِهِ بِوَصِيَّةٍ ، فِيْهَا عَتَاقَةُ رَقِيْقٍ مِنْ رَقِيْقِهِ ، أَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ ، فَإِنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذٰلِكَ مَا بَدَا لَهُ ، وَيَصْنَعُ مِنْ ذٰلِكَ مَاشَاءَ حَتَّى يَمُوْتَ . وَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَطْرَحَ تِلْكَ الْوَصِيَّةَ ، وَيُبْدِلَهَا ، فَعَلَ . إِلاَّ أَنْ يُدَبِّرَ مَمْلُوْكًا . فَإِنْ دَبَّرَ ، فَلاَ سَبِيْلَ إِلَى تَغْيِيْرِ مَادَبَّرَ . وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَاحَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَىْءٌ يُوْصَى فِيْهِ ، يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ ، إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوْبَةٌ . »

قَالَ مَالِكٌ : فَلَوْ كَانَ الْمَوْصِى لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيْرِ وَصِيَّتِهِ . وَلاَ مَا ذُكِرَ فِيْهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ . كَانَ كُلُّ مُوْصٍ قَدْ حَبَسَ مَالَهُ الَّذِىْ أَوْصَى فِيْهِ مِنَ الْعَتَاقَةِ وَغَيْرِهَا . وَقَدْ يُوْصِى الرَّجُلُ فِىْ صِحَّتِهِ وَعِنْدَ سَفَرِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ ، أَنَّهُ يُغَيِّرُ مِنْ ذٰلِكَ مَاشَاءَ ، غَيْرَ التَّدْبِيْرِ.

রেওয়ায়ত ১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মুসলমানের নিকট কিছু সম্পদ থাকিলে যাহার সম্বন্ধে ওসীয়্যত করা তাহার কর্তব্য, তবে সেই ক্ষেত্রে তাহার জন্য দুই রাত্রিও দেরী করা উচিত না (কেননা মৃত্যু আসার আশংকা রহিয়াছে)।

মালিক (র) বলেন : ইহা আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিষয় যে, যদি কোন মুসলমান সুস্থ অথবা অসুস্থ অবস্থায় কোন ওসীয়্যত করিয়া যায় যেমন গোলাম আযাদ করা কিংবা অন্যান্য বিষয়, তবে সে মারা যাওয়ার পূর্বে তাহার মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে এবং ওসীয়্যতকে মওকুফও করিতে পারিবে। অন্য কোন ওসীয়্যতও করিতে পারিবে। কিন্তু কোন গোলামকে যদি মুদাব্বের করিয়া থাকে তবে তাহাতে আর কোন পরিবর্তন করিতে পারিবে না, কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, কোন মুসলমানের এমন কিছু থাকিলে যাহা ওসীয়্যত করা কর্তব্য, তবে ওসীয়্যত করা ব্যতীত দুই রাত অতিবাহিত করা তাহার উচিত নয়।

মালিক (র) বলেন : যদি ওসীয়্যতকারীর নিজ ওসীয়্যতে পরিবর্তন করার ক্ষমতা না থাকিত তবে তাহার ইখতিয়ার হইতে বাহির হইয়া আটক থাকিত। যেমন গোলাম আযাদের কথা অথচ মানুষ কোন সময় ভ্রমণে যাওয়ার সময় ওসীয়্যত করে আবার সুস্থ থাকাকালীন ওসীয়্যত করে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট প্রত্যেক ওসীয়্যতই বদলানো যায় কিন্তু গোলামকে মুদাব্বের করা হইলে তাহা পরিবর্তনের ইখতিয়ার নাই।

(٢) باب جواز وصية الصغير الضعيف والمصاب والسفيه

পরিচ্ছেদ ২ : দুর্বল, বালক, পাগল ও নির্বোধের ওসীয়্যত

٢-حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيَّ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ قِيْلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : إِنَّ هَاهُنَا غُلاَمًا يَفَاعًا . لَمْ يَحْتَلِمْ . مِنْ غَسَّانَ . وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ . وَهُوَ ذُوْ مَالٍ . وَلَيْسَ لَهُ هَاهُنَا إِلاَّ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ . قَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : فَلْيُوْصِ لَهَا . قَالَ ، فَأَوْصَى لَهَا بِمَالٍ يُقَالُ لَهُ بِئْرُ جُشَمٍ . قَالَ عَمْرَو بْنِ سُلَيْمٍ ، فَبِيْعَ ذٰلِكَ الْمَالُ بِثَلاَثَيْنِ أَلْفِ دِرْهَمٍ . وَابْنَةُ عَمِّهِ الَّتِيْ أَوْصَى لَهَا ، هِيَ أُمُّ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ .

রেওয়ায়ত ২

আবূ বকর ইব্ন হাযম (র) হইতে বর্ণিত, আমর ইব্ন সুলায়ম যারকী বলিয়াছেন, উমর (রা)-কে বলা হইয়াছে-যে, এইখানে গাস্সান গোত্রের একটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে আছে, তাহার ওয়ারিস সিরিয়াতে এবং তাহার সম্পত্তিও আছে মদীনাতে, তাহার এক চাচাতো বোন ব্যতীত আর কোন ওয়ারিস নাই। উমর (রা) বলিলেন, তাহার জন্যই ওসীয়্যত করা চাই। অবশেষে ঐ ছেলে নিজ মালের ওসীয়্যত চাচাতো বোনের জন্য করিয়াছিল। তাহার সম্পত্তির নাম বীরে জুশাম ছিল। আমর (রা) বলেন যে, ঐ সম্পত্তি ত্রিশ হাজার দিরহামে বিক্রয় হইয়াছিল। আর তাহার চাচাতো বোনের নাম উম্মে আমর ইব্ন সুলাইমি যারকী ছিল।

٣-وحدّثني مَالِك عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّ غُلاَمًا مِنْ غَسَّانَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بِالْمَدِيْنَةِ . وَوَارِثُهُ بِالشَّامِ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقِيْلَ لَهُ : إِنَّ فُلاَنًا يَمُوْتُ . أَفَيُوْصِي ؟ قَالَ : فَلْيُوْصِ .

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَكَانَ الْغُلاَمُ ابْنُ عَشَرَ سِنِيْنَ ، أَوِ اثْنَتَيْ عَشَرَةَ سَنَةً . قَالَ ، فَأَوْصَى بِبِئْرِ جُشَمٍ . فَبَاعَهَا أَهْلُهَا بِثَلاَثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ .

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا . أَنَّ الضَّيْفَ فِيْ عَقْلِهِ . وَالسَّفِيهَ . وَالْمُصَابَ الَّذِيْ يُفِيْقُ أَحْيَانًا . تَجُوْزُ وَصَايَاهُمْ . إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنْ عُقُوْلِهِمْ ، مَا يَعْرِفُوْنَ مَا يُوْصُوْنَ بِهِ . فَأَمَّا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ مِنْ عَقْلِهِ مَا يَعْرِفُ بِذٰلِكَ مَا يُوْصِيْ بِهِ ، وَكَانَ مَغْلُوْبًا عَلَى عَقْلِهِ ، فَلاَ وَصِيَّةَ لَهُ .

রেওয়ায়ত ৩

আবূ বকর ইব্ন হাযম (র) হইতে বর্ণিত, গাস্সান বংশের একটি ছেলের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইল, আর তাহার ওয়ারিস সিরিয়াতে ছিল। তাহার কথা উমর (রা)-এর কাছে বলা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সে ওসীয়্যত করিবে কি ? তিনি বলিলেন হাঁ, সে যেন ওসীয়্যত করে। আবূ বকর বলেন, ঐ ছেলের বয়স দশ অথবা বার বৎসর ছিল। অতঃপর সে তাহার বীরে জুশাম নামক সম্পত্তি ওসীয়্যত করিয়া গেল, যাহার বিক্রয়মূল্য বাবদ প্রাপ্ত হইয়াছিল ত্রিশ হাজার দিরহাম।

মালিক (র) বলেন : ইহা আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিষয় যে, দুর্বল বুদ্ধির লোক, নির্বোধ, পাগল যাহার মাঝে মাঝে হুশ ফিরিয়া আসে এমন লোকদের ওসীয়্যত শুদ্ধ হইবে যখন তাহার এতদূর আকল থাকে যে, সে যাহা কিছু ওসীয়্যত করিতেছে তাহা সে বুঝে। আর যদি এতদূর আকলও না থাকে তবে তাহার ওসীয়্যত শুদ্ধ হইবে না।

(٣) باب الوصية فى الثلث لا تتعدى

পরিচ্ছেদ ৩ : এক-তৃতীয়াংশের অধিক ওসীয়্যতের ফয়সালা

٤-**حدّثنى** مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَاسٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُدُنِىْ عَامُ حَجَّةِ الْوِدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُوْ مَالٍ وَلاَ يَرِثُنِىْ إِلاَّ ابْنَةٌ لِىْ . أَفَاتَصَدِّقُ بِثُلُثَى مَالِىَ ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «لاَ» فَقُلْتُ : فَالشَّطْرُ ؟ قَالَ «لاَ» ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «الثُّلُثُ . وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ . إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ . وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ ، إِلاَّ أَجِرْتَ . حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فِى امْرَأَتِكَ» قَالَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِىْ : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ ، فَتَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحًا ، إِلاَّ ازْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً . وَلَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّبِكَ آخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ . وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدِ ابْنِ خَوَّلَةَ . يَرْثِى لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ».

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِى الرَّجُلِ يُوْصِىْ بِثُلُثِ مَالِهِ . وَيَقُوْلُ : غُلاَمِىْ يَخْدُمُ فُلاَنًا مَا عَاشَ . ثُمَّ هُوَ حُرٌّ . فَيُنْظَرُ فِىْ ذٰلِكَ ، فَيُوْجَدُ الْعَبْدُ ثُلُثَ مَالَ الْمَيِّتِ . قَالَ : فَإِنَّ خِدْمَةَ الْعَبْدِ تُقَوَّمُ ، ثُمَّ يَتَحَاصَّانِ . يُحَاصُّ الَّذِىْ أُوْصِىَ لَهُ بِالثُّلُثِ بِثَلَثِهِ . وَيُحَاصُّ الَّذِىْ أُوْصِىَ لَهُ بِخِدْمَةِ الْعَبْدِ بِمَا قُوِّمَ لَهُ مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ . فَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ خِدْمَةِ الْعَبْدِ ، أَوْ مِنْ إِجَارَتِهِ ، إِنْ كَانَتْ لَهُ إِجَارَةٌ ، بِقَدْرِ حِصَّتِهِ . فَإِذَا مَاتَ الَّذِىْ جُعِلَتْ لَهُ خِدْمَةُ الْعَبْدِ مَا عَاشَ ، عَتَقَ الْعَبْدُ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِى الَّذِىْ يُوْصِىْ فِىْ ثُلُثِهِ ، فَيَقُوْلُ : لِفُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا . لِفُلاَنٍ كَذَا وَكَذَا . يُسَمِّى مَالاً مِنْ مَالِهِ . فَيَقُوْلُ وَرَثَتُهُ : قَدْ زَادَ عَلَى ثُلُثِهِ : فَإِنَّ الْوَرَثَةَ يُخَيَّرُوْنَ ، بَيْنَ أَنْ يُعْطُوْا أَهْلُ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ ، وَيَأْخُذُوْا جَمِيْعَ مَالِ

الْمَيِّتِ . وَبَيْنَ أَنْ يَقْسِمُوْا لأَهْلِ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ . فَيُسَلِّمُوْا إِلَيْهِمْ ثُلُثَهُ .
فَتَكُوْنُ حُقُوْقُهُمْ فِيْهِ إِنْ أَرَادُوْا ، بَالِغًا مَا بَلَغَ .

রেওয়ায়ত ৪

সা'আদ ইব্ন আবি ওয়াক্কাস (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, বিদায় হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার অসুখের সময় আমাকে দেখিতে আসেন, আমার অসুখ খুব কঠিন ছিল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি দেখিতেছেন যে, আমার অবস্থা কি এবং আমি খুব সম্পদশালী, আমার কেহই ওয়ারিস নাই এক মেয়ে ব্যতীত। এখন আমি আমার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ সদকা করিয়া দিতে পারিব কি ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, 'না'। আমি বলিলাম, তাহা হইলে অর্ধেক দান করিয়া দেই ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, না। অতঃপর তিনি নিজেই বলিলেন এক-তৃতীয়াংশ দান কর, যদিও ইহাও অনেক। মনে রাখিও, তুমি তোমার ওয়ারিসদিগকে ধনী রাখিয়া যাওয়া উত্তম তাহাদিগকে দরিদ্র এবং লোকের কাছে ভিক্ষা করুক এমন অবস্থায় রাখিয়া যাওয়ার চাইতে। তুমি যাহা কিছু আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করিবে তাহার বিনিময় পাইবেই, চাই নিজ স্ত্রীর মুখে লোকমা উঠাইয়া দাও না কেন। অতঃপর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আমার সঙ্গীদের পিছনে থাকিয়া যাইব ? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, যদি তুমি তাহাদের পিছনে পড় এবং নেকী করিতে থাক তবে তোমার সম্মান বুলন্দ হইবে। এমনও হইতে পারে যে, তুমি জীবিত থাকিবে এবং তোমার দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা বহু লোককে উপকৃত করিবেন, আর এক দলের তোমার দ্বারা ক্ষতি হইবে।

হে আল্লাহ্! আমার সাহাবীগণের হিজরত পূর্ণ কর এবং তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণ করিও না। কিন্তু বেচারা সা'আদ ইব্ন খাওলা যাহার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্তর ব্যথিত হইয়াছিল, কেননা তিনি মক্কায় ইন্তিকাল করিয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন ঃ যদি কেহ কাহারও জন্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ওসীয়্যত করিয়া যায় এবং ইহাও বলে যে, আমার অমুক গোলাম অমুকের খেদমত আজীবন করিবে, অতঃপর সে আযাদ। তাহার পর যদি গোলামের মূল্য সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হয় তবে গোলামের খেদমত গ্রহণ করা হইবে এবং গোলামের ভাগ বন্টন করা হইবে; যাহার জন্য সম্পদের ওসীয়্যত করা হইয়াছে তাহার হিস্যা হইবে এবং যাহার জন্য খেদমত করার ওসীয়্যত করা হইয়াছে তাহারও হিস্যা খেদমতের মূল্য অনুযায়ী হইবে এবং এই দুইজন লোকই ঐ গোলামের কামাই ও খেদমত হইতে নিজ হিস্যা প্রাপ্ত হইবে। যখন ঐ ব্যক্তি মারা যাইবে যাহার খেদমতের কথা বলা হইয়াছে, তখন গোলাম আযাদ হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কয়েক ব্যক্তির নাম লইয়া বলে যে, অমুককে এত 'অমুককে এত দিবার ওসীয়্যত করিলাম; অতঃপর তাহার ওয়ারিসগণ বলে যে, ওসীয়্যত এক-তৃতীয়াংশের চাইতে অধিক হইয়াছে তবে ওয়ারিসগণের ইখতিয়ার হইবে, হয় তাহারা ওসীয়্যত যাহাদেরকে করা হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেককেই ঐ পরিমাণ বিনিময় দেবে এবং পূর্ণ সম্পদ নিজেরা লইয়া লইবে অথবা তাহাদিগকে এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দিয়া দেবে যেন তাহারা বন্টন করিয়া লইতে পারে।

(٤) باب أمر الحامل والمريض والذى يحضر القتال في أموالهم

পরিচ্ছেদ ৪ : গর্ভবতী, রোগী ও মুজাহিদ সম্পর্কে হুকুম তাহারা কত দিবে

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِىْ وَصِيَّةِ الْحَامِلُ وَفِىْ قَضَايَاهَا فِىْ مَالِهَا وَمَا يَجُوْزُ لَهَا . أَنَّ الْحَامِلُ كَالْمَرِيْضِ . فَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْخَفِيْفُ ، غَيْرُ الْمَخُوْفِ عَلَى صَاحِبِهِ ، فَإِنْ صَاحِبَهُ يَصْنَعُ فِىْ مَالِهِ مَا يَشَاءُ . وَإِذَا كَانَ الْمَرَضُ الْمَخُوْفَ عَلَيْهِ ، لَمْ يَجُزْ لِصَاحِبِهِ شَىْءٌ . إِلاَّ فِىْ ثُلُثِهِ .

قَالَ : وَكَذٰلِكَ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ . أَوَّلُ حَمْلِهَا بِشْرٌوَسُرُوْرٌ . وَلَيْسَ بِمَرَضٍ وَلاَ خَوْفٍ . لأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ فِىْ كِتَابِهِ - فَبَشَّرْنَاهَا إِسْحٰقَ وَمِنْ وَّرَاءِ إِسْحٰقَ يَعْقُوْبَ - وَقَالَ حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللّٰهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ .

فَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ إِذَا أَثْقَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ إِلاَّ فِىْ ثُلُثِهَا . فَأَوَّلُ الإِتْمَامِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ . قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِىْ كِتَابِهِ - وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ - وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا - فَإِذَا مَضَتْ لِلْحَامِلُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ حَمَلَتْ لَمْ يَجُزْ لَهَا قَضَاءٌ فِىْ مَالِهَا ، إِلاَّ فِى الثُّلُثِ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِى الرَّجُلِ يَحْضُرُ الْقِتَالُ : إِنَّهُ إِذَا زَحَفَ فِى الصَّفِّ لِلْقِتَالِ ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَقْضِىَ فِىْ مَالِهِ شَيْئًا . إِلاَّ فِى الثُّلُثِ . وَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْحَامِلِ وَالْمَرِيْضِ الْمَخُوْفِ عَلَيْهِ . مَا كَانَ بِتِلْكَ الْحَالِ .

মালিক (র) বলেন : গর্ভবতীর হুকুম ও অসুস্থ মানুষের হুকুম একই। যখন সাধারণ অসুখ হয়, মৃত্যুর ভয় না থাকে তখন রোগী তাহার সম্পত্তির মধ্যে যাহা খুশী তাহাই করিতে পারে। আর যদি অসুখ সাংঘাতিক ধরনের হয়, যাহার বাঁচিবার আশা খুব কম, তবে সম্পত্তির মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশি বিক্রয় করিতে পারিবে না। এইরূপই গর্ভবতীর হুকুম। গর্ভবতীর প্রথমাবস্থায় যখন খুব আনন্দে থাকে তখন তাহার সম্পত্তিতে যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতে পারে, কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, "আমি তাহাকে (বিবি সারাকে) ইসহাকের সুসংবাদ দিলাম, আর ইসহাকের পরে ইয়া'কুবের সুসংবাদ দিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন যে, "যখন আদম হাওয়ার সাথে সহবাস করিল তখন হাওয়ার সামান্য গর্ভের সঞ্চার হইল এবং চলাফেরা করিতে লাগিল। অতঃপর যখন গর্ভ অধিক ভারী হইয়া গেল তখন দুইজনেই আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দোয়া করিলেন যে, যদি আমাদিগকে নেক সন্তান দেন তবে আপনার কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইব।" সুতরাং যখন গর্ভবতীর গর্ভ বেশি ভারী হইয়া যায় তখন সে তাহার সম্পদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের বেশির

মধ্যে কিছুই করিতে পারিবে না। এই অবস্থা ছয়মাস পরে হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা নিজ কিতাবে বলিয়াছেন যে, মাতাগণ সন্তানদিগকে পূর্ণ দুই বৎসরে দুগ্ধপান করাইবে। যে ব্যক্তি দুগ্ধপানকে পূর্ণ করাইতে চায়। পুনরায় বলেন যে, গর্ভ ধারণ ও দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাস। সুতরাং যখন গর্ভবতী ছয়মাস অতিবাহিত হইয়া যায় গর্ভ সঞ্চারের দিন হইতে, তখন সে তাহার সম্পত্তিতে এক-তৃতীয়াংশের বেশিতে কিছুই করিতে পারিবে না।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি লড়াইয়ের ময়দানে (যোদ্ধাদের) কাতারের মধ্যে থাকে সেও তাহার মালের এক-তৃতীয়াংশের বেশি কিছু করিতে পারিবে না। তাহার হুকুমও গর্ভবতী এবং রোগীর হুকুমের মতো।

(٥) باب الوصية للوارث والجنازة

পরিচ্ছেদ ৫ : ওয়ারিসদের জন্য ওসীয়্যত এবং জানাযার হুকুম

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ فِيْ هٰذِهِ الْأٰيَةِ : إِنَّهَا مَنْسُوْخَةٌ . قَوْلُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِنْ تَرَكَ خَيْرَنِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ - نَسَخَهَا مَا نَزَلَ مِنْ قِسْمَةِ الْفَرَائِضِ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : السُّنَّةُ الثَّابِتَةُ عِنْدَنَا الَّتِيْ لَا اخْتِلَافَ فِيْهَا أَنَّهُ لَا تَجُوْزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ . إِلَّا أَنْ يُجِيْزَ لَهُ ذٰلِكَ وَرَثَةُ الْمَيِّتِ . وَأَنَّهُ إِنْ أَجَازَ لَهُ بَعْضُهُمْ . وَأَبَى بَعْضٌ . جَازَلَهُ حَقَّ مَا اَجَازَ مِنْهُمْ . وَمَنْ أَبَى ، أَخَذَ حَقَّهُ مِنْ ذٰلِكَ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ فِي الْمَرِيْضِ الَّذِيْ يُوْصِيْ ، فَيَسْتَأْذِنُ وَرَثَتَهُ فِيْ وَصِيَّتِهِ وَهُوَ مَرِيْضٌ ، لَيْسَ لَهُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا ثُلُثُهُ . فَيَأْذَنُوْنَ لَهُ أَنْ يُوْصِيَ لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوْا فِيْ ذٰلِكَ وَلَوْ جَازَ ذٰلِكَ لَهُمْ ، صَنَعَ كُلُّ وَارِثٍ ذٰلِكَ فَإِذَا هَلَكَ الْمُوْصِيْ ، أَخَذُوْا ذٰلِكَ لِأَنْفُسِهِمْ . وَمَنَعُوْهُ الْوَصِيَّةَ فِيْ ثُلُثِهِ ، وَمَا أُذِنَ لَهُ بِهِ فِيْ مَالِهِ .

قَالَ : فَأَمَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَرَثَتَهُ فِيْ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْ بِهَا لِوَارِثٍ فِيْ صِحَّتِهِ ، فَيَأْذَنُوْنَ لَهُ . فَإِنَّ ذٰلِكَ لَا يَلْزَمُهُمْ . وَلِوَرَثَتِهِ أَنْ يَرُدُّوْا ذٰلِكَ إِنْ شَاؤُا . وَذٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيْحًا كَانَ أَحَقُّ بِجَمِيْعِ مَالِهِ . يَصْنَعُ فِيْهِ مَا شَاءَ . إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ جَمِيْعِهِ ، خَرَجَ فَيَتَصَدَّقَ بِهِ . أَوْ يُعْطِيْهِ مَنْ شَاءَ . وَإِنَّمَا يَكُوْنُ اسْتِئْذَانُهُ وَرَثَتَهُ جَائِزًا عَلَى الْوَرَثَةِ ، إِذَا أَذِنُوْا لَهُ حِيْنَ يَحْجَبُ عَنْهُ مَالُهُ . وَلَا يَجُوْزُ لَهُ شَيْءٌ إِلَّا فِيْ ثُلُثِهِ . وَحِيْنَ

هُمْ أَحَقُّ بِثُلُثَىْ مَالِهِ مِنْهُ . فَذٰلِكَ حِيْنَ يَجُوْزُ عَلَيْهِمْ أَمْرُهُمْ وَمَا أَذِنُوْا لَهُ بِهِ . فَإِنْ سَأَلَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ أَنْ يَهَبَ لَهُ مِيْرَاثَهُ حِيْنَ تَحْضُرُهُ الْوَفَاةَ فَيَفْعَلُ . ثُمَّ لاَ يَقْضِى فِيْهِ الْهَالِكُ شَيْئًا . فَإِنَّهُ رَدٌّ عَلَى مَنْ وَّهَبَهُ . إِلاَّ أَنْ يَقُوْلُ لَهُ الْمَيِّتُ : فُلاَنٌ ، لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ ضَعِيْفٌ . وَقَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَهَبَ لَهُ مِيْرَاثَكَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَإِنَّ ذٰلِكَ جَائِزٌ إِذَا سَمَّاهُ الْمَيِّتُ لَهُ .

قَالَ : وَإِنْ وَهَبَ لَهُ مِيْرَاثَهُ . ثُمَّ أَنْفَذَ الْهَالِكُ بَعْضَهُ وَبَقِيَ بَعْضٌ . فَهُوَ رَدٌّ عَلَى الَّذِىْ وَهَبَ . يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَا بَقِىَ بَعْدَ وَفَاةَ الَّذِيْ أُعْطِيْهِ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِيْمَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ أَعْطَى بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْبِضْهُ فَأَبَى الْوَرَثَةَ أَنْ يُّجِيْزُوْا ذٰلِكَ فَإِنَّ ذٰلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَرَثَةِ مِيْرَاثًا عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ . لأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَرُدَّ أَنْ يَقَعَ شَىْءٌ مِنْ ذٰلِكَ فِىْ ثُلُثِهِ . وَلاَ يُحَاصُّ أَهْلُ الْوَصَايَا فِىْ ثُلُثِهِ بِشَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ .

মালিক (র) বলেন : ওসীয়্যতের এই আয়াতটি করাইযের আয়াত দ্বারা মনসুখ (রহিত) হইয়া গিয়াছে, আয়াতটি এই :

اِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ .

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট এই নিয়ম (সুন্নত) প্রমাণিত। তাহাতে কোন মতভেদ নাই যে, ওয়ারিসদের অনুমতি ব্যতীত ওসীয়্যত জায়েয নাই। যদি কোন ওয়ারিস অনুমতি দেয় আর কেহ অনুমতি না দেয় তবে যাহারা অনুমতি দিয়াছে তাহাদের মীরাস হইতে তাহা আদায় করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ অসুস্থ হয় এবং সে ওসীয়্যত করিতে চাহে এবং ওয়ারিসগণ হইতে অনুমতি চাহে তবে এই অসুস্থ অবস্থায় তাহার জন্য এক-তৃতীয়াংশের বেশি সম্পত্তিতে ওসীয়্যত জায়েব হইবে না। হাঁ, যদি তাহারা এক-তৃতীয়াংশের চাইতে বেশি ওসীয়্যতের অনুমতি দেয় তবে তাহাদের এই কথা হইতে ফিরিয়া যাওয়া জায়েয নাই। যদি তাহা জায়েয হইত তবে প্রত্যেক ওয়ারিসই নিজ অংশ ফিরাইয়া লইত, যদি ওসীয়্যতকারী মরিয়া যাইত তবে ওসীয়্যতকৃত সম্পদ লইয়া লইত। আর ওসীয়্যত এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে বন্ধ করিয়া দিত, কিন্তু যদি কেহ সুস্থ থাকা অবস্থায় ওয়ারিসগণের নিকট কোন ওয়ারিসের জন্য ওসীয়্যতের অনুমতি চায় এবং তাহারা অনুমতি দিয়া দেয় তবে তাহা হইতে ফিরিয়া যাইতে পারে এবং তাহা কার্যকর নাও হইতে দিতে পারে। কেননা সে সুস্থ অবস্থায় তাহার পূর্ণ সম্পদের উপরই এদিক-সেদিক করিবার ক্ষমতা রাখে। তাহার ইখতিয়ার আছে, সে সমস্তই ওসীয়্যত করিয়া দিতে পারে অথবা সমস্তই কাহাকেও দিতে পারে তখন মালিকের অনুমতি চাওয়া ও ওয়ারিসদের অনুমতি দেওয়া অনর্থক। আর যদি রোগী ওয়ারিসদিগকে তাহার মৃত্যুর সময় বলে যে, তোমাদের মীরাস আমাকে হেবা (দান) করিয়া দাও, সে হেবাকারীদের প্রদত্ত

সম্পদে কিন্তু রোগী কোন পরিবর্তন করে নাই এবং মরিয়া গিয়াছে তবে ঐ সকল অংশ ওয়ারিসগণ পাইবে। কিন্তু যদি রোগী বলে যে, ঐ ওয়ারিস বড়ই দুর্বল। আমি ভাল মনে করি যে, তুমি তোমার অংশ তাহাকে হেবা করিয়া দাও। যদি সে হেবা করিয়া দেয়, তবে তাহা জায়েয হইবে।

যদি ওয়ারিস নিজ হিস্যা মৃত ব্যক্তিকে দান করিয়া দেয় এবং মৃত ব্যক্তি সেখান হইতে কাহাকেও কিছু দেয় আর কিছু বাকী থাকে, ঐ বাকী অংশ ঐ ওয়ারিসই পাইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি (ওয়ারিসের জন্য) ওসীয়্যতের পরে জানিতে পারিল যে, সে ওয়ারিসকে যাহা দিয়াছিল তাহা সে গ্রহণ করে নাই এবং অন্য ওয়ারিসগণও তাহার অনুমতি দেয় নাই তবে তাহা ওয়ারিসগণেরই হক, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী বন্টন হইবে।

(٦) باب ماجاء في المؤنث من الرجال ومن احق بالولد

পরিচ্ছেদ ৬ : যে পুরুষ নপুংসক তাহার এবং বাচ্চার মালিক কে হইবে?

٥-**حدّثني** مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مُخَنَّثًا كَانَ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْمَعُ : يَا عَبْدَ اللّٰهِ ، أَنْ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفُ غَدًا، فَأَنَا أَدُلُّكَ عَلَىَّ ابْنَةَ غَيْلاَنَ . فَإِنَّهَا تَقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « لاَ يَدْخُلَنَّ هؤُلاَءِ عَلَيْكُمْ . »

রেওয়ায়ত ৫

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, এক নপুংসক ব্যক্তি উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালমার নিকট বসা ছিল। সে আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন আবূ উমাইয়াকে বলিতেছিল, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার কথা শুনিতেছিলেন : যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা তায়েফে তোমাদিগকে বিজয়ী করেন আগামীকাল, তবে তুমি গাইলানের মেয়েকে নিশ্চয় গ্রহণ করিবে। কারণ যখন সে সম্মুখ দিয়া আসে তখন তাহার পেটে চারিটি (ভাঁজ) থাকে আর যখন প্রস্থান করে তখন আটটি ভাঁজ লইয়া প্রস্থান করে। (শুনিয়া) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : এই সকল লোক যেন তোমাদের নিকট আর না আসে।

٦-**حدّثني** مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ : كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ . فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ . ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا . فَجَاءَ عُمَرُ قَبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفَنَاءِ الْمَسْجِدِ . فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ . فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ . فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلاَمِ . فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ . حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيْقِ . فَقَالَ عُمَرُ : ابْنِي وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : ابْنِي فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ . قَالَ فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلاَمَ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : وَهٰذَا الْأَمْرُ الَّذِيْ آخُذُ بِهِ فِيْ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৬

ইয়াহইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ (র) হইতে বর্ণিত, একজন আনসারী মেয়েলোক উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে একটি ছেলে সন্তান জন্মিল। তাহার নাম আসিম রাখা হইয়াছিল। ইত্যবসরে উমর (রা) ঐ স্ত্রীকে তালাক দিলেন। একদা উমর (রা) মসজিদে কুবার বারান্দায় এ সন্তানকে অন্যান্য ছেলের সহিত খেলাধুলা করিতে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে স্বীয় সাওয়ারীতে বসাইয়া লইলেন। আসিমের মাতামহী (নানী) তাহা দেখিয়া উমরকে বাধা দিলেন এবং তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিতে লাগিলেন। অতঃপর উভয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (র)-এর নিকট আসিয়া সন্তানের দাবি জানাইলেন। আবূ বকর সিদ্দীক (রা) বলিলেন ঃ সন্তানটিকে উভয়ের মধ্যে ছাড়িয়া দাও (সে যাহাকে গ্রহণ করে তাহারই হইবে)। উমর (রা) ইহাতে চুপ হইয়া গেলেন।

(٧) باب العيب فى السلعة وضمانها

পরিচ্ছেদ ৭ : মাল বিক্রয়ের পর উহাতে ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে ভর্তুকী কে দিবে ?

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِى الرَّجُلِ يَبْتَاعُ السِّلْعَةَ مِنَ الْحَيَوَانِ أَوِ الثِّيَابِ أَوْ الْعُرُوْضِ فَيُوْجَدُ ذٰلِكَ الْبَيْعُ غَيْرَ جَائِزٍ . فَيُرَدُّ وَيُؤْمَرُ الَّذِى قَبَضَ السِّلْعَةَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى صَاحِبِهِ سِلْعَتَهُ .

قَالَ مَالِكُ : فَلَيْسَ لِصَاحِبُ السِّلْعَةِ إِلاَّ قِيْمَتُهَا يَوْمَ قُبِضَتْ مِنْهُ . وَلَيْسَ يَوْمَ يَرُدُّ ذٰلِكَ إِلَيْهِ . وَذٰلِكَ أَنَّهُ ضَمِنَهَا مِنْ يَوْمَ قَبَضَهَا . فَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ نُقْصَانٍ بَعْدَ ذٰلِكَ كَانَ عَلَيْهِ . فَبِذَلِكَ كَانَ نَمَاؤُهَا وَزِيَادَتُهَا لَهُ . وَأَنَّ الرَّجُلَ يَقْبِضَ السِّلْعَةَ فِىْ زَمَانٍ هِىَ فِيْهِ نَافِقَةٌ . مَرْغُوْبٌ فِيْهَا ثُمَّ يَرُدُّهَا فِىْ زَمَانٍ هِىَ فِيْهِ سَاقِطَةٌ . لاَ يُرِيْدُهَا أَحَدٌ . فَيَقْبِضُ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ مِنَ الرَّجُلِ . فَيَبِيْعُهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ . وَيُمْسِكُهَا وَثَمَنُهَا ذٰلِكَ . ثُمَّ يَرُدُّهَا وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِيْنَارُ . فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَذْهَبَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ بِتِسْعَةِ دَنَا نِيْرَ . أَوْ يَقْبِضُهَا مِنْهُ الرَّجُلُ فَيَبِيْعُهَا بِدِيْنَارٍ . أَوْ يُمْسِكُهَا . وَإِنَّمَا ثَمَنُهَا دِيْنَارٍ . ثُمَّ يَرُدُّهَا وَقِيْمَتُهَا يَوْمَ يَرُدُّهَا عَشَرَةَ دَنَانِيْرَ فَلَيْسَ عَلَى الَّذِىْ قَبَضَهَا أَنْ يَغْرَمَ لِصَاحِبِهَا مِنَ مَالِهِ تِسْعَةُ دَنَا نِيْرَ . إِنَّمَا عَلَيْهِ قِيْمَةُ مَا قَبَضَ يَوْمَ قَبْضِهِ .

قَالَ وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذٰلِكَ أَنَّ السَّارِقُ إِذَا سَرَقَ السِّلْعَةَ . فَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى ثَمَنِهَا يَوْمَ يُسْرِقُهَا . فَإِنْ كَانَ يَجِبُ فِيْهِ الْقَطْعُ . كَانَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ . وَإِنِ اسْتَأْخَرُ قَطْعُهُ . إِمَّا فِى

سِجْنٍ يُحْبَسُ فِيْهِ حَتَّى يَنْظَرُ فِيْ شَأْنِهِ . وَإِمَّا أَنْ يَهْرُبَ السَّارِقُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَيْسَ اسْتِئْخَارَ قَطْعِهِ بِالَّذِي يَضَعُ عَنْهُ حَدًّا قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ سَرَقَ . وَإِن رَخُصَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ . وَلاَ بِالَّذِيْ يُوْجِبُ عَلَيْهِ قَطْعًا لَمْ يَكُنْ وَجَبَ عَلَيْهِ يَوْمَ أَخَذَهَا . إِنْ غَلَتْ تِلْكَ السِّلْعَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ .

মালিক (র) বলেন : কেহ যদি কোন জীব কিংবা কাপড় কিংবা অন্য কোন বস্তু খরিদ করিল, অতঃপর উহাতে ত্রুটি লক্ষ্য করা গেল যাহাতে বিক্রয় নাজায়েয সাব্যস্ত হইল, তখন ক্রেতাকে বলা হইবে, দোষী মাল বিক্রেতাকে ফিরাইয়া দাও। মালিক (র) বলেন, বিক্রেতার দোষী মালের ঐ দিনের মূল্য পাওয়ার অধিকার ছিল, যেই দিন তাহা বিক্রয় করা হইয়াছিল, ফেরত দেওয়ার দিনের মূল্য নয়। যেই দিন ক্রেতা তাহা ক্রয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাহা ক্রেতার অধীনে ছিল এবং বর্তমানে মাল দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহা ক্রেতার উপরই বর্তিবে। মালের মূল্য বৃদ্ধি হইলেও ক্রেতাই মালিক হইবে, কোন সময় এইরূপও হয় যে, মাল ক্রয় করার সময় বাজারে মালের খুবই চাহিদা থাকে অথচ মাল দোষী বলিয়া ফেরত দেওয়ার সময় উহার চাহিদা কমিয়া যায়। বাজারে উহার চাহিদা থাকাকালে এক ব্যক্তি দশ দীনার দ্বারা কোন বস্তু ক্রয় করিল এবং কিছু দিন তাহা আটকাইয়া রাখার পর যখন বাজারে চাহিদা কমিয়া গেল এবং উহার মূল্য মাত্র এক দীনারে উপনীত হইল তখন তাহা ফেরত দেওয়ায় বিক্রেতার নয় দীনার ক্ষতি হইল। তাহা হওয়া উচিত নয় বরং যেই দিন মাল বিক্রয় করিয়াছিল সেই দিনের মূল্য বিক্রেতা পাইবে। অর্থাৎ দশ দীনার।

(٨) باب جامع القضاء وكراهية

পরিচ্ছেদ ৮ : প্রশাসন ও বিচার সম্পর্কীয় বিবিধ আহকাম এবং বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণকে অপছন্দ করা

٧ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَتَبَ إِلَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ : أَنْ هَلُمَّ إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ . فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانُ : إِنَّ الْأَرْضَ لاَ تُقَدِّسُ أَحَدً . وَإِنَّمَا يُقَدِّسُ الْإِنْسَانَ عَمَلُهُ . وَقَدْ بَلَغَنِيْ أَنَّكَ جُعِلْتَ طَبِيْبًا تُدَاوِيْ . فَإِنْ كُنْتَ تُبْرِئُ فَنِعِمًّا لَكَ . وَإِنْ كُنْتَ مُتَطَبِّبًا فَاحْذَرْ أَنْ تَقْتُلَ إِنْسَانًا فَتَدْخُلَ النَّارِ . فَكَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ ، إِذَا قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَدْبَرَا عَنْهُ نَظَرَ إِلَيْهِمَا . وَقَالَ : ارْجِعَا إِلَيَّ . أَعِيْدَا عَلَيَّ قِصَّتَكُمَا مُتَطَبِّبٌ ، وَاللّٰهِ .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : مَنِ اسْتَعَانَ عَبْدًا بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فِيْ شَيْءٍ لَهُ بَالٌ . وَلِمِثْلِهِ إِجَارَةٌ . فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَ الْعَبْدُ . إِنْ أُصِيْبَ الْعَبْدُ بِشَيْءٍ . وَإِنْ سَلِمَ الْعَبْدُ ، فَطَلَبَ سَيِّدُهُ إِجَارَتَهُ لِمَا عَمِلَ ، فَذٰلِكَ لِسَيِّدِهِ . وَهُوَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِي الْعَبْدِ يَكُوْنُ بَعْضُهُ حُرًّا وَبَعْضُهُ مُسْتَرَقًّا : إِنَّهُ يُوْقَفُ مَالُهُ بِيَدِهِ . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِيْهِ شَيْئًا . وَلٰكِنَّهُ يَأْكُلُ فِيْهِ وَيَكْتَسِي بِالْمَعْرُوْفِ . فَإِذَا هَلَكَ ، فَمَالُهُ لِلَّذِيْ بَقِيَ لَهُ فِيْهِ الرِّقُّ.

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْوَالِدَ يُحَاسِبُ وَلَدَهُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ يَوْمٍ يَكُوْنُ لِلْوَلَدِ مَالٌ . نَاضًّا كَانَ أَوْ عَرَضًا . إِنْ أَرَادَ الْوَالِدُ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৭

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সা'ঈদ হইতে বর্ণিত, আবূ দারদা (রা) সাল্মান ফার্সী (রা)-এর নিকট লিখিয়াছেন যে, পবিত্র ভূমিতে চলিয়া আস। উত্তরে সাল্মান লিখিলেন, ভূমি কাহাকেও পবিত্র করিতে সক্ষম নয়, বরং মানুষকে তাহার আমলই পবিত্র করে। শুনিতে পাইলাম, তোমাকে ডাক্তার (বিচারপতি) নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং মানুষকে ঔষধপত্র দিয়া চিকিৎসা করিয়া থাক, যদি তুমি চিকিৎসাশাস্ত্র শিখিয়া তাহা করিয়া থাক এবং ইহাতে রোগ নিরাময় হয় তবে তাহা উত্তম। আর যদি চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ না করিয়া তুমি চিকিৎসক সাজিয়া থাক তবে সাবধান ও সতর্ক হও— এমন না হয় যে, তোমার ভুল সিদ্ধান্তের দ্বারা মানুষকে মারিয়া ফেলিবে, ফলে তুমি দোযখে প্রবেশ করিবে। অতঃপর তিনি যখন কোন দুই ব্যক্তির মধ্যে ফয়সালা করিতেন এবং উভয়ে চলিয়া যাইতে শুরু করিলে তখন উভয়কে বলিতেন : তোমরা পুনরায় তোমাদের ঘটনা বর্ণনা কর, আমি আবার বিবেচনা করি। কারণ আমি তো তোমাদের মূল উদ্দেশ্য জানি না, কেবল শুনিয়া চিকিৎসা করি।[১]

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ অন্যের গোলামকে মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করে এবং সেই কাজ পারিশ্রমিকযোগ্য, তদ্দ্বারা হয় তবে গোলামের কোন ক্ষতি হইলে, কর্মে নিয়োগকারীকে ইহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। আর ক্রীতদাস অক্ষত অবস্থায় কর্ম সম্পাদন করিলে এবং তাহার কর্তা পারিশ্রমিক দাবি করিলে তবে পারিশ্রমিক কর্তার প্রাপ্য হইবে, ইহাই আমাদের ফয়সালা।

মালিক (র) বলেন : গোলামের কিছু অংশ যদি স্বাধীন এবং কিছু অংশ পরাধীন থাকে তবে গোলামের মাল তাহার হাতেই থাকিবে, তাহা সে কোন নূতন কাজে ব্যয় করিতে পারিবে না। কেবল নিজের ভরণপোষণে নিয়ম মুতাবিক ব্যয় করিবে। তাহার মৃত্যুর পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা যে মালিক তাহার অংশ আযাদ করে নাই সে পাইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের ফায়সালা হইল, যে দিন সন্তান ধনবান হইয়া যায়, পিতা ইচ্ছা করেন যে, যাহা তাহার প্রতি খরচ করা হইয়াছে তাহা ফেরত লইবে, তবে যেদিন হইতে তাহার জন্য খরচ করা হইয়াছে সেইদিন হইতে হিসাব করিয়া খরচ আদায় করিয়া লইবে, মাল নগদ অর্থই হউক বা অন্য কোন বস্তু হউক।

---

১. এই স্থলে ডাক্তার অর্থ বিচারক। আবূ দারদা দামিশ্কের কাযী এবং বিচারক ছিলেন। শরীয়তের আহ্কাম সম্বন্ধে পূর্ণ অবগত আছে কিনা সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সালমান পত্র লিখিয়াছিলেন। আবূ দারদা নিজকে অনুপযুক্ত মনে করিয়া আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করিতেন।

٨ - وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ دَلَافٍ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ . فَيَشْتَرِى الرَّوَاحِلَ فَيُغْلِي بِهَا ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ فَأَفْلَسَ . فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَيُّهَا النَّاسُ . فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ ، أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ ، رَضِىَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ سَبَقَ الْحَاجَّ أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ دَانَ مُعْرِضًا . فَأَصْبَحَ قَدْ دِينَ بِهِ فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ نَقْسِمُ مَالَهُ بَيْنَهُمْ . وَإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ . فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرَبٌ .

রেওয়ায়ত ৮

আমর ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন দালাক মুযামী (র) হইতে বর্ণিত, জুহাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি (উসাইফা) সকল হাজীর পূর্বে যাইয়া ভাল ভাল উট উচ্চমূল্যে খরিদ করিয়া লইত এবং তাড়াতাড়ি মক্কা শরীফ যাইয়া পৌঁছিত। এক সময় সে গরীব হইয়া পড়িল। পাওনাদারগণ স্বীয় টাকা আদায়ের জন্য উমর (রা) ইব্‌ন খাত্তাবের নিকট বিচার প্রার্থী হইল। উমর (রা) হামদ ও সালাত পাঠ করার পর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন! উসাইফা "জুহাইনা গোত্রের উসাইফা" টাকা কর্জ করিয়াছিল এবং আমানত হস্তক্ষেপ করিয়াছিল। এজন্য যে লোক তাহাকে বলিবে, উসাইফা সকলের পূর্বে মক্কা শরীফ পৌঁছিয়াছে। তোমরা জানিয়া রাখ, সে কর্জ করিয়া তাহা আদায় করার মনোবৃত্তি রাখে নাই। বর্তমানে সে দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, অথচ কর্জ তাহার সমুদয় মাল গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পাওনাদারগণ আগামীকল্য সকালে আমার নিকট উপস্থিত হইবে। আমি তাহার মাল সকল পাওনাদারকে বন্টন করিয়া দিব। তোমরা কর্জ লইতে হুঁশিয়ার থাকিও। কেননা, কর্জের প্রারম্ভ হইতেছে দুশ্চিন্তা, পরিশেষ হইতেছে কলহ-বিবাদ।

(٩) باب ماجاء فيما اخسر العبد او جرحوا

পরিচ্ছেদ ৯ : গোলাম যদি কাহারও ক্ষতি করে কিংবা কাহাকেও আঘাত করে, ইহার হুকুম

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعَ مَالِكًا يَقُوْلُ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا فِىْ جِنَايَةِ الْعَبِيْدِ أَنَّ كُلَّ مَا أَصَابَ الْعَبْدِ مِنْ جُرْحٍ جَرَحَ بِهِ إِنْسَانًا . أَوْ شَىْءٍ اخْتَلَسَهُ . أَوْ حَرِيْسَةٍ احْتَرَصَهَا أَوْ تَمَرٍ مُعَلَّقٍ جَذَّهُ أَوْ أَفْسَدَهُ أَوْ سَرِقَةٍ سَرَقَهَا لَا قَطْعَ عَلَيْهِ فِيْهَا . إِنَّ ذٰلِكَ فِىْ رَقَبَةِ الْعَبْدِ . لَا يَعْدُوْ ذٰلِكَ ، الرَّقَبَةَ . قَلَّ ذٰلِكَ أَوْ كَثُرَ . فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَنْ يُعْطِىَ قِيْمَةَ مَاأَخَذَ غُلَامُهُ ، أَوْ أَفْسَدَ . أَوْ عَقْلَ مَا جَرَحَ ، أَعْطَاهُ . وَأَمْسَكَ غُلَامَهُ . وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسْلِمَهُ . أَسْلَمَهُ . وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ غَيْرُ ذٰلِكَ . فَسَيِّدُهُ فِىْ ذٰلِكَ بِالْخِيَارِ .

মালিক (র) বলেন : গোলাম অপরাধ করিলে আমাদের নিকট স্বীকৃত নিয়ম এই : গোলাম যদি কাহাকেও আঘাত করে কিংবা কাহারও কোন বস্তু গোপনে নেয়, অথবা স্বীয় ঠিকানায় ফিরার পূর্বে চারণ ক্ষেত্র বা পর্বত

হইতে মেষ বা বকরী চুরি করে কিংবা কাহারও বৃক্ষের ফল কাটিয়া আনে বা নষ্ট করে কিংবা অন্য বস্তু চুরি করিয়া নেয়, ইহাতে হাত কর্তন করার হুকুম জারি হইবে না। তবে গোলাম ইহার জন্য দায়ী হইবে। এমতাবস্থায় গোলামের মালিক ইচ্ছা করিলে বর্ণিত বস্তুগুলির মূল্য আদায় করিয়া কিংবা আঘাতের ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া গোলামকে মুক্ত করিয়া নিজে গোলাম রাখিয়া দিবে কিংবা উক্ত পণ্যের বিনিময়ে গোলাম তাহাদিগকে দিয়া দিবে। কিন্তু গোলামের মূল্য যদি বিনিময় মূল্যের চাইতে কম হয় তবে বর্ধিত মূল্য দিতে হইবে না।

(١٠) باب ما يجوز من النحل

পরিচ্ছেদ ১০ : যাহা সন্তানকে হেবা (দান) করা জায়েয হইবে

٩- حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ : مَنْ نَحَلَ وَلَدًا لَهُ صَغِيرًا . لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نَحْلَهُ . فَأَعْلَنَ ذٰلِكَ لَهُ . وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا . فَهِيَ جَائِزَةٌ . وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا . أَنَّ مَنْ نَحَلَ ابْنًا لَهُ صَغِيرًا ، ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا ، ثُمَّ هَلَكَ . وَهُوَ يَلِيهِ . إِنَّهُ لاَ شَيْءَ لِلاِبْنِ مِنْ ذٰلِكَ . إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْأَبُ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا . أَوْ دَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لاِبْنِهِ عِنْدَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ . فَإِنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلاِبْنِ .

রেওয়ায়ত ৯

সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, উসমান (রা) ইব্ন আফফান বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে কোন বস্তু দান করে, যে সন্তান এখনও উহা গ্রহণ করার উপযুক্ত হয় নাই এবং এই দানের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিয়া দেয় এবং উহাতে সাক্ষী নিযুক্ত করে তবে ইহা জায়েয হইবে যদিও তাহার অভিভাবক পিতা থাকেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিয়ম মতে যদি কোন ব্যক্তি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানকে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য দান করে, অতঃপর তাহার সন্তান মারা যায় এবং পিতাই অভিভাবক থাকে তবে ঐ মাল সন্তানের হইবে না বরং পিতারই থাকিবে। হাঁ, যদি পিতা সেই মাল পৃথক করিয়া দিয়া থাকে কিংবা কাহারও নিকট আমানত রাখিয়া থাকে তবে তাহা সন্তানের বলিয়া সাব্যস্ত হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩৮

٣٨ كتاب العتق والولاء

আযাদী দান এবং স্বত্বাধিকার প্রসঙ্গে

(١) باب من أعتق شركا له فى مملوك

পরিচ্ছেদ ১ : যে ব্যক্তি গোলাম বা বাঁদীর মধ্যে তাহার নির্ধারিত অংশকে আযাদ করে তাহার মাসআলা

١- حدّثنى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شَرِكًالَهُ فِىْ عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ ، قَوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ . فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ . وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ . وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ.»

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِىْ الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصًا . ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ . أَوْ سَهْمًا مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ . أَنَّهُ لاَ يَعْتِقُ مِنْهُ إِلاَّ مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّى مِنْ ذٰلِكَ الشِّقْصِ . وَذٰلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذٰلِكَ الشِّقْصِ ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ . بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ . وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّرًا فِىْ ذٰلِكَ مَا عَاشَ . فَأَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِدِهِ الْمَوْصِى ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوْصِى إِلاَّ مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ . وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ . لأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ . فَكَيْفَ يَعْتِقُ مَابَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِيْنَ لَيْسُوْا هُمُ ابْتَدَؤْا الْعَتَاقَةَ . وَلاَ أَثْبَتُوْهَا . وَلاَ لَهُمْ الْوَلاَءُ . وَلاَ يُثْبُتُ لَهُمْ . وَإِنَّمَا صَنَعَ ذٰلِكَ الْمَيِّتُ . هُوَ الَّذِىْ أَعْتَقَ . وَأُثْبِتَ لَهُ الْوَلاَءُ . فَلاَ يُحْمَلُ ذٰلِكَ فِىْ مَالِ

غَيْرِهِ . إِلاَّ أَنْ يُوْصِيَ بِأَنْ يَعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِيْ مَالِهِ . فَإِنَّ ذٰلِكَ لاَزِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ . وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذٰلِكَ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيْ ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ . لأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِيْ ذٰلِكَ ضَرَرٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلٌ ثُلُثَ عَبْدِهِ وَهُوَ مَرِيْضٌ . فَبَتَّ عِتْقَهُ . عَتَقَ عَلَيْهِ كُلُّهُ فِيْ ثُلُثِهِ . وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ . لأَنَّ الَّذِيْ يُعْتِقُ ثُلُثَ عَبْدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ ، لَوْ عَاشَ رَجَعَ فِيْهِ . وَلَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ .وَأَنَّ الْعَبْدَ الَّذِيْ يَبِتُّ سَيِّدُهُ عِتْقَ ثُلُثِهِ فِيْ مَرَضِهِ ، يَعْتِقُ عَلَيْهِ كُلُّهُ إِنْ عَاشَ . وَإِنْ مَاتَ أَعْتَقَ عَلَيْهِ فِيْ ثُلُثِهِ . وَذٰلِكَ أَنَّ أَمْرَ الْمَيِّتِ جَائِزٌ فِيْ ثُلُثِهِ . كَمَا أَنَّ أَمْرَ الصَّحِيْحِ جَائِزٌ فِيْ مَالِهِ كُلِّهِ .

রেওয়ায়ত ১

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গোলামের মধ্যে তাহার নির্ধারিত অংশকে আযাদ করিয়া দেয় এবং তাহার রহিয়াছে মাল (সঙ্গতি) যাহা গোলামের মূল্য পরিমাণ হইবে, তবে তাহার উদ্দেশ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মূল্য নিরূপণ করা হইবে, অতঃপর শরীকদিগকে তাহাদের স্ব-স্ব অংশ দেওয়া হইবে এবং তাহার পক্ষ হইতে গোলাম আযাদ হইয়া যাইবে। নতুবা [অর্থাৎ গোলামের মূল্য পরিমাণ অর্থ আযাদী প্রদানকারীর নিকট থাকিলে] যতটুকুর সে স্বত্বাধিকারী উহার সেই অংশ আযাদ হইয়াছে।

মালিক (র) বলেন : গোলামের ব্যাপারে আমাদের নিকট যাহা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত মত তাহা হইতেছে এই যে গোলামের কর্তা তাহার গোলামের এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অথবা অর্ধেক অথবা অংশ হইতে যে কোন অংশ আযাদ করিয়াছে তাহার মৃত্যুর পর [অর্থাৎ জীবিতাবস্থায় বলিয়াছে যে তাহার মৃত্যুর পর গোলামের সেই অংশ আযাদ হইবে] তবে কর্তা যতটুকু আযাদ করিয়াছে এবং যেই পরিমাণ অংশ নির্দিষ্ট করিয়াছে গোলাম-এর সেই পরিমাণ অংশই আযাদ হইবে। কারণ এই নির্ধারিত পরিমাণ বা অংশের আযাদী ওয়াজিব হইয়াছে কর্তার মৃত্যুর পর। পক্ষান্তরে তাহার কর্তা জীবিত থাকিতে এই ব্যাপারে তাহার ইখতিয়ার ছিল। [অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া অবশিষ্ট অংশ আযাদ করার ইখতিয়ারও তাহার ছিল। যখন ওসীয়্যতকারী কর্তার ওসীয়্যত অনুসারে গোলাম মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তবে ওসীয়্যতকারীর অধিকার শুধু সেই অংশে, যেই অংশ তিনি আযাদ করার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন, কারণ ঐ নির্ধারিত অংশ তাঁহার নিজস্ব সম্পদ। কাজেই গোলামের অবশিষ্ট অংশ আযাদ হয় নাই। কারণ তাহার মালে এখন অন্যের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তবে অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য লোকের পক্ষ হইতে কিরূপে আযাদ করা হইবে ? যাহারা প্রথম আযাদ করে নাই, যাহারা উহাকে স্বীকৃতি প্রদান করে নাই, আর যাহারা স্বত্বেরও অধিকারী নহে ও স্বত্ব তাহাদের জন্য প্রমাণিতও হয় নাই। ইহা করিয়াছেন মৃত ব্যক্তি — সেই আযাদ করিয়াছে স্বত্বাধিকার ও তাহার জন্য

নির্ধারিত হইয়াছে। কাজেই অন্য কাহারো মালের উপর এই (গোলামের বাকী অংশ আযাদ করার) বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। অবশ্য সে যদি গোলামের অবশিষ্ট অংশ তাহার মাল হইতে আযাদ করার জন্য ওসীয়্যত করিয়া থাকে, তবে তাহার শরীক ও ওয়ারীসানদের উপর উহা জরুরী হইবে। শরীকগণ ইহা অস্বীকার করিতে পারিবে না। ইহা প্রযোজ্য হইবে মৃত ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ মাল হইতে। কারণ ইহাতে ওয়ারিসানদের কোন ক্ষতি নাই।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি পীড়িত অবস্থায় তাহার গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ করে এবং সে আযাদ করিয়াছে পরিষ্কারভাবে। তবে সে ক্রীতদাসের সম্পূর্ণ আযাদ হইবে তাহার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতে। কারণ এই ব্যক্তি সেই ব্যক্তির মতো নহে, যে তাহার মৃত্যুর পর ক্রীতদাসের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ করিয়াছে, কারণ সে ব্যক্তি মৃত্যুর পর ক্রীতদাসের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ করিতেছে, সে জীবিত থাকিলে উহা হইতে ফিরিয়া যাইতে পারে, আযাদী কার্যকর নাও করিতে পারে। [ইহা হইতেছে ওসীয়্যত, ওসীয়্যতে রুজু করার ইখতিয়ার থাকে অর্থাৎ ওসীয়্যত হইতে প্রত্যাবর্তনের স্বাধীনতা থাকে।]

আর যে ক্রীতদাসের কর্তা পীড়িতাবস্থায় উহার এক-তৃতীয়াংশ আযাদ করিয়াছে পরিষ্কাররূপে, সে জীবিত থাকিলে গোলাম পূর্ণ আযাদী লাভ করিবে, আর মৃত্যু হইলে তাহার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতে তাহাকে আযাদ করা হইবে। ইহার কারণ এই যে, মৃত ব্যক্তির হুকুম বৈধ হয় তাহার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে, যেমন সুস্থ ব্যক্তির হুকুম বৈধ হইবে তাহার সম্পূর্ণ সম্পদের মধ্যে।

(٢) باب الشرط فى العتق

পরিচ্ছেদ ২ : আযাদীপ্রদানে শর্তারোপ করা

٢ – قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فَبَتَّ عِتْقَهُ ، حَتَّى تَجُوْزُ شَهَادَتُهُ وَتَتِمَّ حُرْمَتُهُ وَيَثْبُتَ مِيْرَاثُهُ . فَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا يَشْتَرِطُ عَلَى عَبْدِهِ مِنْ مَالٍ أَوْ خِدْمَةٍ . وَلاَ يَحْمِلُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الرِّقِّ . لأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ الْعَدْلِ . فَأَعْطِي شُرَكَاءُهُ حِصَصَهُمْ . وَعِتْقُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ . »

قَالَ مَالِكٌ : فَهُوَ ، إِذَا كَانَ لَهُ الْعَبْدُ خَالِصًا . أَحَقُّ بِاسْتِكْمَالِ عَتَاقَتِهِ . وَلاَ يَخْلِطُهَا بِشَيْءٍ مِنَ الرِّقِّ .

রেওয়ায়ত ২

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি তাহার দাসকে আযাদ করিয়াছে এবং পরিষ্কারভাবে আযাদ করিয়াছে। যেমন সে ক্রীতদাসের সাক্ষ্য বৈধ হয়, তাহার স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তাহার মর্যাদা পূর্ণতা লাভ করে, তবে গোলামের উপর যেরূপ শর্তারোপ করা হয় তাহার কর্তা তাহার উপর অনুরূপ কোন শর্তারোপ

করিতে পারিবে না এবং উহার উপর গোলামির কোন কিছু চাপাইতেও পারিবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তাহার অংশ আযাদ করিয়াছে গোলাম হইতে তাহার উপর সেই গোলামের (অবশিষ্ট অংশের) মূল্য ধার্য করা হইবে। তারপর শরীকদিগকে তাহাদের অংশ প্রদান করা হইবে, তাহার পক্ষে গোলাম আযাদ হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি গোলামে অন্য কাহারো অংশ না থাকে, তবে আযাদী পূর্ণ করার জন্য তিনি অধিক হকদার হইবেন এবং সেই আযাদীতে কোন প্রকার দাসত্ব মিশ্রিত থাকিবে না।

(٣) باب من أعتق رقيقا لا يملك مالا غيرهم

পরিচ্ছেদ ৩ : যে লোক ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসী আযাদ করিয়াছে, উহা ব্যতীত তাহার অন্য কোন মাল নাই তাহার বিবরণ

٣ - حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ الْبَصْرِىِّ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ ، أَنَّ رَجُلاً فِىْ زَمَانِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْتَقَ عَبِيْدًا لَهُ ، سِتَّةً عِنْدَ مَوْتِهِ . فَأَسْهَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَهُمْ . فَأَعْتَقَ ثُلُثَ تِلْكَ الْعَبِيْدِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِىْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِذٰلِكَ الرَّجُلُ مَالٌ غَيْرُهُمْ .

রেওয়ায়ত ৩

হাসান ইব্ন আবিল-হাসান বসরী ও মুহাম্মদ ইবন শিরীন (র) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় তাহার ছয়জন ক্রীতদাসকে আযাদ করিল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদের মধ্যে (নির্বাচনের উদ্দেশ্যে) লটারির ব্যবস্থা করিলেন এবং (লটারির মাধ্যমে) সেই ক্রীতদাসদের মধ্য হইতে এক-তৃতীয়াংশ (অর্থাৎ দুইজন) আযাদ করা হইল।

মালিক (র) বলেন : আমার নিকট এই মর্মে রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সেই ব্যক্তির নিকট ক্রীতদাস ছাড়া অন্য মাল ছিল না।

٤ - وحدّثنى مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ رَجُلاً فِىْ إِمَارَةِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ أَعْتَقَ رَقِيْقًا لَهُ ، كُلُّهُمْ جَمِيْعًا . وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ . فَأَمَرَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِتِلْكَ الرَّقِيْقِ فَقُسِمَتْ أَثْلاَثًا . ثُمَّ أَسْهَمَ عَلَى أَيُّهُمْ يَخْرُجُ سَهْمُ الْمَيِّتِ فَيَعْتِقُوْنَ . فَوَقَعَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الأَثْلاَثِ . فَعَتَقَ الثُّلُثُ الَّذِىْ وَقَعَ عَلَيْهِ السَّهْمُ .

রেওয়ায়ত ৪

রবিয়া ইব্‌ন আবদির রহমান (র) হইতে বর্ণিত, আবান ইব্‌ন উসমান (র)- এর শাসনকালে এক ব্যক্তি তাহার সব কয়টি গোলামকে আযাদ করিয়া দিল, তাহার আর কোন মাল ছিল না সেই ক্রীতদাসগুলি ছাড়া। আবান ইব্‌ন উসমানের নির্দেশে সব ক্রীতদাসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইল। তারপর লটারি দেওয়া হইল মৃত ব্যক্তির অংশ যেই ভাগে বাহির হইবে সেই ভাগের ক্রীতদাসদিগকে আযাদ করা হইবে, তিন অংশের মধ্য হইতে এক অংশের উপর লটারি উঠিল, ফলে যেই এক-তৃতীয়াংশের উপর লটারি উঠিল সে অংশ আযাদ হইল।

(٤) بـاب القضـاء فى مـال العبد إذا عتق

পরিচ্ছেদ ৪ : ক্রীতদাস আযাদ হইলে তাহার মাল কাহার প্রাপ্য হইবে তাহার মাসআলা

٥ – حدَّثنى مَـالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ .

قَـالَ مَـالِكٌ : وَمِـمَّـا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَـتَقَ تَبِـعَهُ مَـالُهُ ، أَنَّ الْمُكَاتَبُ إِذَا كُوْتِبَ تَبِـعَهُ مَـالُهُ . وَإِنْ لَمْ يَشْتَـرِطْهُ . وَذلِكَ أَنَّ عَقْدُ الْكِتَـابَةِ هُوَ عَقْدُ الْوَلاَءِ . إِذَا تَمَّ ذلِكَ وَلَيْسَ مَـالَ الْعَبْـدِ وَلاَمَكَاتِبِ بِمَنْزِلَةِ مَـا كَـانَ لَهُـمَـا مِنْ وَلَدٍ . إِنَّمَـا أَوْلاَدُهُـمَـا بِمَنزِلَةِ رِقَابِهِمَا لَيْسُوْا بِمَنْزِلَةِ أَمْوَالِهِمَا . لأَنَّ السُّنَّةُ الَّتِىْ لاَ اخْتِلاَفِ فِيْهَا أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِـعَـهُ مَـالُهُ . وَلَمْ يَتْبَـعْـهُ وَلَدُهُ ، وَأَنَّ الْمَكَاتَبَ إِذَا كُوْتِبَ ، تَبِـعَهُ مَـالُهُ وَلَمْ يَتْبَـعْهُ وَلَدُهُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا ، أَنَّ الْعَبْدَ وَالْمُكَاتَبَ اذَا أَفْلَسَا أُخِذَتْ أَمْوَالِهِمَا وَأُمَّهَاتُ أَوْلاَدِهِمَا وَلَمْ تُؤْخَذْ أَوْلاَدُهُمَا . لأَنَّهُمْ لَيْسُوْا بِأَمْوَالٍ لَهُمَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا بِيعُ وَاشْتَرَطَ الَّذِىْ ابْتَاعَهُ ، مَالَهُ . لَمْ يَدْخُلْ وَلَدُهُ فِىْ مَالِهِ .

قَـالَ مَـالِكٌ : وَمِـمَّـا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًـا ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا جَرَحَ . أُخِذَ هُوَ وَمَـالُهُ . وَلَمْ يُؤْخَذْ وَلَدُهُ .

রেওয়ায়ত ৫

মালিক (র) ইব্ন শিহাব (র)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, ইহা প্রচলিত সুন্নাত (নিয়ম) যে, ক্রীতদাস আযাদ হইলে মাল তাহার পশ্চাদগামী হইবে।

মালিক (র) বলেন : আরও স্পষ্ট করিয়া এই দৃষ্টান্তটি বলা যায় যে, ক্রীতদাস আযাদ হইলে তাহার মালও তাহার সাথে থাকিবে, কারণ মুকাতাব (যাহাকে মালের বিনিময়ে আযাদী প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে) -কে (মালের বিনিময়ে) আযাদীর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইলে তবে শর্ত না করিলেও মাল তাহারই থাকিবে। ইহা এইজন্য যে, কিতাবতের কার্য পূর্ণতা লাভ করিলে (অর্থাৎ অর্থ আদায় করিলে) উহা হুবহু স্বত্বাধিকার (ولاء) এর চুক্তির মতো গণ্য হইবে, যেমন ক্রীতদাসকে আযাদ করিয়া দিলে সে স্বত্বাধিকার লাভ করে তদ্রূপ বদলে কিতাবত (আযাদীর জন্য নির্ধারিত অর্থ) আদায় করিলে ক্রীতদাস (مكاتب) আযাদ হইয়া যায় এবং তাহার সম্পদের স্বত্বাধিকারী সে নিজেই হইবে। আর ক্রীতদাস ও মুকাতাব-এর সম্পদ তাহাদের সন্তান-সন্ততির মতো নহে, কারণ তাহাদের সন্তানগণ তাহাদেরই মতো (কর্তাগণ উহাদের মালিক বটে) উহারা তাহাদের সম্পদের মতো নহে অর্থাৎ সম্পদের মতো ক্রীতদাস ও মুকাতাব দাস সন্তানদের মালিক হইবে না। কারণ নিয়ম এই, যেই নিয়মে কোন দ্বিমত নাই অর্থাৎ ক্রীতদাস আযাদ হইলে তাহার মাল তাহার পশ্চাদানুসরণ করিবে, কিন্তু সন্তান তাহার পশ্চাদগামী হইবে না। আর মুকাতাব-এর সহিত যখন কিতাবত করা হয়, তখন তাহার মালও তাহার পশ্চাদানুসরণ করিবে, কিন্তু তাহার সন্তান তাহার পশ্চাদগামী হইবে না।

মালিক (র) বলেন : যাহা ইহাকে আরও স্পষ্ট করে তাহা হইল, ক্রীতদাস ও মুকাতাব তাহারা উভয়ে দেউলিয়া হইলে তাহাদের সম্পদ ও তাহাদের উম্মে ওয়ালাদগণকে গ্রহণ করা হইবে কিন্তু তাহাদের সন্তানগণকে বিনিময়ে গ্রহণ করা হইবে না। কারণ সন্তান তাহাদের মাল নহে।

মালিক (র) বলেন : আর একটি নজীর ইহাকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। তাহা হইল, যদি ক্রীতদাসকে এই শর্তে বিক্রয় করা হয় যে তাহার মাল ক্রেতা পাইবে, তবে ক্রীতদাসের সন্তান মালের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

মালিক (র) বলেন : আরও যে নজীর ইহাকে স্পষ্ট করে তাহা হইল এই যে, ক্রীতদাস কাহাকেও জখম করিলে, ক্রীতদাস ও উহার মাল বিনিময়ে লওয়া হইবে, কিন্তু (বিনিময়ে) সন্তানকে গ্রহণ করা হইবে না।

(٥) باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء فى العتاقة

পরিচ্ছেদ ৫ : উম্মাহাতুল-আওলাদ[১]-এর আযাদী এবং এ সম্পর্কিত বিবিধ হুকুম

٦ - حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : أَيُّمَا وَلِيدَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا . فَإِنَّهُ لاَ يَبِيعُهَا وَلاَ يَهَبُهَا وَلاَ يُوَرِّثُهَا . وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا . فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ .

---

১. যেই সকল ক্রীতদাসী কর্তার তরফে সন্তান জন্মাইয়াছে উহাদিগকে "উম্মুহাতুল-আওলাদ" বলা হয়। উহাদের বিক্রি করা এবং দান করা নিষিদ্ধ।

রেওয়ায়ত ৬

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, যেই ক্রীতদাসী তাহার কর্তার ঔরসে সন্তান জন্মাইয়াছে, সে কর্তা উহাকে বিক্রয় করিতে পারিবে না, আর পারিবে না উহাকে দান করিতে, উহার স্বত্বাধিকারও লাভ করিবে না, সে উহার দ্বারা উপকৃত হইবে, যখন কর্তার মৃত্যু হইবে ক্রীতদাসী তখন আযাদ হইবে।

٧ – وحدّثني مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَتَتْهُ وَلِيْدَةٌ قَدْ ضَرَبَهَا سَيِّدُهَا بِنَارٍ . أَوْ أَصَابَهَا بِهَا . فَأَعْتَقَهَا .

قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لاَ تَجُوْزُ عَتَاقَةُ رَجُلٍ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيْطُ بِمَالِهِ . وَأَنَّهُ لاَ تَجُوْزُ عَتَاقَةُ الْغُلاَمِ حَتّى يَحْتَلِمَ . أَوْ يَبْلُغُ مَبْلَغَ الْمُحْتَلِمِ . وَأَنَّهُ لاَ تَجُوْزُ عَتَاقَةُ الْمُوَلّى عَلَيْهِ فِيْ مَالِهِ ، وَإِنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، حَتّى يَلِيَ مَالَهُ.

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা)-এর নিকট জনৈকা ক্রীতদাসী আসিল, যাহাকে তাহার কর্তা আগুন দ্বারা জখম করিয়াছে অথবা তাহার শরীরে আগুন লাগাইয়াছে। উমর (রা) উহাকে আযাদ করিয়া দিলেন (অর্থাৎ আযাদ করিয়া দেওয়ার জন্য কর্তাকে নির্দেশ দিলেন)।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট পছন্দনীয় হুকুম এই যে, যে ব্যক্তির উপর ঋণ আছে এবং ঋণ তাহার সমস্ত মাল ঘিরিয়া রাখিয়াছে সে ব্যক্তির পক্ষে (ক্রীতদাস বা ক্রীতদাসীকে) আযাদ করা বৈধ নহে। বালক যতক্ষণ বালেগ না হয় অথবা বালেগ পুরুষের সমপর্যায়ে না পৌছে, ততক্ষণ তাহার পক্ষে গোলাম আযাদ করা বৈধ হইবে না, যে ব্যক্তির মালের উপর মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হইয়াছে (এবং তাহাকে কার্য পরিচালনা হইতে বিরত রাখা হইয়াছে) সে বালিগ (সাবালক) হইলেও গোলাম আযাদ করিতে পারিবে না, যাবত সে নিজ সম্পদের পরিচালক না হইবে।

(٦) باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

পরিচ্ছেদ ৬ : পূর্বে যাহার উপর দাসমুক্তি ওয়াজিব হইয়াছে তাহার জন্য কি ধরনের দাস মুক্ত করা জায়েয তাহার বর্ণনা

٨ – حدّثني مَالِكٌ عَنْ هِلاَلِ بْنِ أُسَامَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّهِ إِنْ جَارِيَةً لِيْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لِي . فَجِئْتُهَا وَقَدْ فُقِدَتْ شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ . فَسَأَلْتُهَا عَنْهَا فَقَالَتْ : أَكَلَهَا الذِّئْبُ

فَأَسِفْتُ عَلَيْهَا ، وَكُنْتُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلَطَمْتُ وَجْهَهَا . وَعَى رَقَبَةٌ . أَفَأُعْتِقُهَا ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَيْنَ اللّٰهُ » فَقَالَتْ فِي السَّمَاءِ . فَقَالَ « مَنْ أَنَا ؟ » فَقَالَتْ : أَنْتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَعْتِقْهَا .

রেওয়ায়ত ৮

আতা ইব্ন ইয়াসার (র) উমর ইব্ন হাকাম[১] (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইলাম। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এক ক্রীতদাসী আমার ছাগপাল চরাইতেছিল। একদিন আমি তাহার নিকট গেলাম এবং জানিতে পারিলাম সে একটি বকরী হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমি তাহাকে বকরীর বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, উহাকে বাঘে খাইয়া ফেলিয়াছে। আমি উহার জন্য দুঃখিত হইলাম, আর আমি আদম সন্তানের একজন (আমার রাগ হইল)। তাই আমি ক্রীতদাসীর মুখের উপর চড় মারিলাম। আমার উপর (পূর্বে) একটি দাস বা দাসী আযাদ করা জরুরী ছিল, এখন আমি উহাকে (ক্রীতদাসীকে) আযাদ করিব কি ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উহাকে (ক্রীতদাসীকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, আল্লাহ্ কোথায় ? সে বলিল, ঊর্ধ্বলোকে। তিনি [রাসূল (সা)] বলিলেন, আমি কে ? সে বলিল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : ইহাকে আযাদ করিয়া দাও।

٩ - وحدّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءُ . فَقَالَ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً . فَإِنْ كُنْتَ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أُعْتِقُهَا . فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَتَشْهَدِيْنَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ » ؟ قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ أَتَشْهَدِيْنَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ قَالَ « أَتُوْقِنِيْنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَعْتِقْهَا. »

রেওয়ায়ত ৯

ওবায়দুল্লাহ্ ইব্ন আবদিল্লাহ্ ইব্ন উত্বা ইব্ন মাস'উদ (র) হইতে বর্ণিত, আনসারের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট তাহার একটি কৃষ্ণ বর্ণের ক্রীতদাসীকে লইয়া উপস্থিত হইল এবং বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমার উপর একটি ঈমানদার ক্রীতদাসী আযাদ করা ওয়াজিব হইয়াছে,

১. قال مالك والصواب معوية بن الحكم মালিক (র) বলিয়াছেন : ইহা প্রকৃতপক্ষে হইবে মুয়াবিয়া ইব্ন হাকাম। (حاشيه موطا)

তবে আমি এই ক্রীতদাসীটিকে আযাদ করিতে পারি কি ? আপনি যদি ইহাকে ঈমানদার মনে করেন তবে আমি তাহাকে আযাদ করিব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উহাকে (উদ্দেশ্য করিয়া) বলিলেন, আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই (لا اله الا الله) তুমি কি ইহার সাক্ষ্য দাও ? সে বলিল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল (محمد رسول الله) তুমি এই সাক্ষ্য দাও কি ? সে বলিল, হাঁ। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন : (মৃত্যুর পর) পুনরুত্থানে তুমি বিশ্বাস কর কি ? সে বলিল, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি ইহাকে মুক্তি দাও।

١٠ – وحدّثنى مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُوْنُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ . هَلْ يَعْتِقُ فِيْهَا ابْنَ زِنًا ؟ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ . ذلِكَ يُجْزِئ عَنْهُ .

রেওয়ায়ত ১০

মাকবুরী (র) বলিয়াছেন : আবূ হুরায়রা (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যাহার উপর দাস বা দাসীর আযাদ করা ওয়াজিব হইয়াছে। প্রশ্নটি হইল, সে ব্যক্তি জারজ সন্তান আযাদ করিতে পারিবে কি ? আবূ হুরায়রা (রা) বলিলেন, হাঁ, উহা তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে।

١١ – وحدّثنى مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ . وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُوْنُ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ . هَلْ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَلَدَ زِنًا ؟ قَالَ نَعَمْ ذلِكَ يُجْزِءُ عَنْهُ .

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে ফুযালা ইব্ন উবায়দ আনসারী (রা) হইতে, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের একজন। তাঁহার নিকট প্রশ্ন করা হইল এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যাহার উপর রাকাবা (গোলাম বা বাঁদী) আযাদ করা ওয়াজিব, তাহার পক্ষে জারজ সন্তান আযাদ করা জায়েয হইবে কি ? তিনি বলিলেন : হাঁ, উহা তাহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

(٧) باب مالا يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة

পরিচ্ছেদ ৭ : আযাদ করা ওয়াজিব এমন দাস-দাসীকে কি কি কারণে বা শর্তে আযাদ করা বৈধ হয় না

١٢ – حدّثنى مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ هَلْ تُشْتَرَى بِشَرْطٍ ؟ فَقَالَ لاَ.

قَالَ مَالِكُ : وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِى الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ أَنَّهُ لاَ يَشْتَرِيْهَا الَّذِىْ يُعْتِقُهَا فِيْمَا وَجَبَ عَلَيْهِ . بِشَرْطٍ عَلَى أَنْ يَعْتِقُهَا. لأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ فَلَيْسَتْ بِرَقَبَةٍ تَامَّةٍ . لأَنَّهُ يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا لِلَّذِىْ يَشْتَرِطُ مِنْ عِتْقِهَا.

قَالَ مَالِكُ : وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّقَبَةَ فِى التَّطَوُّعِ . وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَعْتِقَهَا .

قَالَ مَالِكُ : إِنْ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِى الرِّقَابِ الْوَاجِبَةِ ، أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ أَنْ يَعْتَقَ فِيْهَا نَصْرَانِىٌّ وَلاَ يَهُوْدِىٌّ . وَلاَ يُعْتَقُ فِيْهَا مَكَاتَبٌ وَلاَ مُدَبَّرٌ. وَلاَ أُمُّ وَلَدٍ . وَلاَ مُعْتَقٌ إِلَى سِنِيْنَ . وَلاَ أَعْمٰى وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُعْتَقَ النَّصْرَانِىُّ وَالْيَهُوْدِىُّ وَالْمَجُوْسِىُّ . تَطَوُّعًا . لأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِىْ كِتَابِهِ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً -فَالْمَنُّ الْعَتَاقَةُ .

قَالَ مَالِكُ : فَأَمَّا الرِّقَابُ الْوَاجِبَةُ الَّتِىْ ذَكَرَ اللّٰهُ فِى الْكِتَابِ . فَإِنَّهُ لاَ يُعْتَقُ فِيْهَا إِلاَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ .

قَالَ مَالِكُ : وَكَذٰلِكَ فِىْ إِطْعَامِ الْمَسَاكِيْنِ فِى الْكَفَّارَاتِ . لاَ يَنْبَغِىْ أَنْ يُطْعَمَ فِيْهَا إِلاَّ الْمُسْلِمُوْنَ . وَلاَ يُطْعَمُ فِيْهَا أَحَدُ عَلَى غَيْرِ دِيْنِ الإِسْلاَمِ .

রেওয়ায়ত ১২

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে প্রশ্ন করা হইল : যেই ক্রীতদাসকে আযাদ করা ওয়াজিব হইয়াছে উহাকে (ক্রেতা কর্তৃক আযাদ করার) শর্তে ক্রয় করা যায় কি ? তিনি বলিলেন, না।

মালিক (র) বলেন : 'রাকাবা ওয়াজিবা' [ক্রীতদাস বা দাসীকে কোন ব্যাপারে আযাদ করা ওয়াজিব হইলে উহাকে রাকাবা-ই 'ওয়াজিবা' বলা হয়। যেমন মানত এবং কাফ্‌ফারাতে গোলাম আযাদ করা ওয়াজিব হয়] সম্বন্ধে যাহা আমি শুনিয়াছি (তন্মধ্যে) সর্বাপেক্ষা সুন্দরতম (এই যে,) 'রাকাবা-ই ওয়াজিবা'-কে যে আযাদ করিবে, সে আযাদী দেওয়ার শর্ত করিয়া ক্রয় করিবে না। কারণ এইরূপ শর্ত করিলে ঐ 'রাকাবা' পূর্ণ 'রাকাবা' হইবে না, কেননা যে এইরূপ শর্ত করিবে তাহার উদ্দেশ্যে বিক্রেতা মূল্য কমাইয়া দিবে (কাজেই রাকাবা অসম্পূর্ণ থাকিবে)।

মালিক (র) বলেন : নফল নিয়্যত আযাদ করার জন্য গোলাম ক্রয় করিতে যাইয়া আযাদ করিবে বলিয়া শর্ত করিয়া ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন : 'রিকাবে-ওয়াজিবা' সম্পর্কে সবচাইতে সুন্দর যাহা আমি শুনিয়াছি, (তাহা হইল এই), উহাতে নাসরানী অথবা ইহুদী গোলাম আযাদ করা যাইবে না। মাকাতাব (যে ক্রীতদাসকে অন্য কিছুর বিনিময়ে আযাদ করিবে বলিয়া ঠিক করা হইয়াছে) ও মুদাব্বর (কর্তার মৃত্যুর পর যে ক্রীতদাস আযাদ)-কে

অথবা যাহাকে কয়েক বৎসরের জন্য আযাদ করা হইয়াছে উহাকে আযাদ করা যাইবে না (আরও আযাদ করা যাইবে না) উম্মু ওয়ালাদকে এবং অন্ধকেও না, তবে নফল রূপে নাসরানী, ইহুদী ও মজুসীকে আযাদ করাতে কোন দোষ নাই। কারণ আল্লাহ তা'আলা কিতাবে বলিয়াছেন :

فَامَّا مَنًّا بَعْدَ فِدَاءً

এখানে মান্না (مَنَّ) হইতেছে আযাদ করা।

মালিক (র) বলেন : ওয়াজিবরূপে যে ব্যাপারে ক্রীতদাসকে আযাদ করা হয়, যাহার উল্লেখ আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, সেই সকল ব্যাপারে মু'মিন 'রাকাবা'-কেই আযাদ করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : কাফ্ফারাতে মিসকীনদিগকে ভোজ দেওয়াতে মুসলমান মিসকীন ছাড়া অন্য কাহাকেও ভোজ দেওয়া ঠিক নহে, এই ব্যাপারে কোন অমুসলিমকে খাওয়াইবে না।

(٨) باب عتق الحي عن الميت

পরিচ্ছেদ ৮ : মৃত ব্যক্তির পক্ষ হইতে জীবিত ব্যক্তির দাসদাসী আযাদ করা

١٣ – حدّثني مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُوصِيَ. ثُمَّ أَخَّرَتْ ذٰلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ. فَهَلَكَتْ، وَقَدْ كَانَتْ هَمَّتْ بِأَنْ تُعْتِقَ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ. فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: إِنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ. فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «نَعَمْ.»

রেওয়ায়ত ১৩

আবদুর রহমান ইব্‌ন আবি আমরা আনসারী (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহার মাতা কিছু ওসীয়্যত করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে ভোর হওয়া পর্যন্ত উহাতে বিলম্ব করিলেন, অতঃপর ওসীয়্যত করার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়, তিনি (গোলাম বা বাঁদী) আযাদ করার সংকল্প করিয়াছিলেন। আবদুর রহমান বলেন : আমি কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র)-কে বলিলাম, তাহার পক্ষ হইতে আমি আযাদ করিলে ইহা তাঁহার উপকার করিবে কি? কাসিম বলিলেন : সা'দ ইব্‌ন 'উবাদা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আরয করিলেন, আমার মাতার মৃত্যু হইয়াছে, আমি তাহার পক্ষ হইতে গোলাম আযাদ করিলে ইহা তাহার উপকার করিবে কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হাঁ।

١٤ – وحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّهُ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ. فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ رِقَابًا كَثِيرَةً.

قَالَ مَالِكٌ: وَهٰذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذٰلِكَ.

রেওয়ায়ত ১৪

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলিয়াছেন : আবদুর রহমান ইব্ন আবী বকর (র)-এর আকস্মিক ওফাত[১] হয় তাঁহার নিদ্রাতে। নবী (সা)-এর পত্নী আয়েশা (রা) তাঁহার পক্ষ হইতে অনেকগুলো দাস-দাসী আযাদ করেন।

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহা আমার নিকট উত্তম।

(٩) باب فضل عتق الرقاب وعتق الزانية وابن الزنا

পরিচ্ছেদ ৯ : দাস-দাসী আযাদ করার ফযীলত এবং নিষিদ্ধ যৌন সঙ্গমকারিণী ও অবৈধ সন্তানকে আযাদ করা প্রসঙ্গে

١٥ – حدّثنى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرِّقَابِ ، أَيُّهَا أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « أَغْلَاهَا ثَمَنًا ، أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا. »

রেওয়ায়ত ১৫

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রশ্ন করা হইল, যেসব ব্যাপারে দাস-দাসী আযাদ করা ওয়াজিব উহাতে কোন প্রকার দাস-দাসী (আযাদ করা) উত্তম ?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, যাহার মূল্য বেশি এবং যাহারা কর্তাদের (এবং তাহাদের পরিজনের) নিকট মনোরম ও আদরণীয়।

١٦ – وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَا ، وَأُمَّهُ .

রেওয়ায়ত ১৬

নাফি' আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি অবৈধ সন্তান ও তাহার মাতাকে আযাদ করিয়াছেন।

(١٠) باب مصير الولاء لمن اعتق

পরিচ্ছেদ ১০ : যে আযাদ করিবে অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার তাহারই জন্য হইবে

١٧ – حدّثنى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : جَاءَتْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ : إِنِّيْ كَاتَبْتُ أَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ . فِيْ كُلِّ عَامٍ

---

১. তাঁহার ওফাত হয় মক্কার রাস্তায় হিজরী ৫৩ সনে। -আওজায

أُوْقِيَةٌ . فَأَعِينِيْنِيْ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عَنْكِ ، عَدَدْتُهَا وَيَكُوْنَ لِيْ وَلاَؤُكِ ، فَعَلْتُ . فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا . فَقَالَتْ لَهُمْ ذٰلِكَ . فَأَبَوا عَلَيْهَا . فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ . فَقَالَتْ لِعَائِشَةَ : إِنِّيْ قَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِمْ ذٰلِكَ فَأَبَوْا عَلَيَّ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ . فَسَمِعَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَسَأَلَهَا . فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمْ الْوَلاَءُ . فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ . ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِي النَّاسِ . فَحَمِدَ اللّٰهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ . ثُمَّ قَالَ : « (أَمَّا بَعْدُ) فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ ؟ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ . وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ . قَضَاءُ اللّٰهِ أَحَقُّ . وَشَرْطُ اللّٰهِ أَوْثَقُ . وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . »

রেওয়ায়ত ১৭

নবী করীম (সা)– এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলিয়াছেন : বরীরা (রা) (তাহার নিকট) আসিয়া বলিলেন আমি আমার কর্তাদের সহিত প্রতি বৎসর এক উকীয়া (এক উকীয়াতে চল্লিশ দিরহাম হয়- আওজাস) হিসাবে (সর্বমোট) নয় উকীয়ার বিনিময়ে মুকাতাবত (مكاتبت) আযাদী লাভের কথা ঠিক) করিয়াছি। আপনি আমাকে এই ব্যাপারে সাহায্য করুন। আয়েশা (রা) বলিলেন যদি তোমার কর্তারা পছন্দ করেন যে, আমি উহার ব্যবস্থা করি তবে উহা (আদায়) করিব আর তোমার অভিভাবকত্ব (ولاء) আমার জন্য হইবে। বরীরা তাঁহার কর্তাদের নিকট গেলেন এবং এই বিষয়ে তাহাদিগকে অবহিত করিলেন। তাহারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলেন। বরীরা তাঁহার কর্তাদের নিকট হইতে যখন (ফিরিয়া) আসিলেন তখন (আয়েশার গৃহে) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বসা ছিলেন। বরীরা আয়েশা (রা)-কে বলিলেন : আমি তাহাদের নিকট সেই কথা পেশ করিয়াছিলাম। তাহারা ইহা অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু যদি অভিভাবত্ব (ولاء) তাহাদের জন্য হয় (তবে তাহারা রাজী)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা শুনিলেন। অতঃপর তাঁহাকে (আয়েশাকে) জিজ্ঞাসা করিলেন। আয়েশা ব্যাপারটি তাঁহাকে জানাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (ইহা শুনিয়া) বলিলেন, তুমি বরীরাকে (মূল্য পরিশোধ করিয়া) গ্রহণ কর এবং তাহাদের জন্য (অভিভাবকত্বের) শর্ত মানিয়া লও, (কিন্তু উহা যেহেতু অবৈধ তাই স্বত্ব তাহারা পাইবে না)। অভিভাবকত্ব হইবে যে আযাদ করিবে তাহার। তারপর আয়েশা (রা) উহা করিলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লোকের (সাহাবীদের) মধ্যে কিছু বলার জন্য দাঁড়াইলেন। অতঃপর আল্লাহর হাম্‌দ ও সানা বর্ণনা করিলেন, তারপর বলিলেন : কিছু লোকের অবস্থা কি ? তাহারা এমন সব শর্ত আরোপ করে যাহা আল্লাহর কিতাবে নাই, আর যেই সকল শর্ত আল্লাহর কিতাবে নাই, উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে। যদিও

শর্তাশর্তও হইয়া থাকে। আল্লাহর হুকুমই গ্রহণযোগ্য, আল্লাহর শর্ত অতি দৃঢ় । (জানিয়া রাখুন) অভিভাবকত্ব তাহারই হইবে যে আযাদ করিবে।

١٨ - وحدّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا . فَقَالَ أَهْلُهَا : نَبِيْعُكُهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا . فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ « لاَ يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ . فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . »

রেওয়ায়ত ১৮

আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, আয়েশা উম্মুল মু'মিনীন (রা) জনৈকা ক্রীতদাসীকে খরিদ করিয়া আযাদ করার ইচ্ছা করিলেন। ক্রীতদাসীর কর্তারা বলিল আমরা উহাকে আপনার নিকট এই শর্তে বিক্রয় করিতে পারি যে, উহার অভিভাবকত্ব (ولاء) আমাদের জন্য থাকিবে । আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট ইহা উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন এই শর্তারোপ যেন তোমাকে (উহাকে ক্রয় করিয়া আযাদ করিতে) বারণ না করে। অভিভাবকত্ব (ولاء) উহারই হইবে, যে আযাদ করিবে।

١٩ - وحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِيْنُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً ، وَأُعْتِقَكِ ، فَعَلْتُ . فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ بَرِيْرَةُ لأَهْلِهَا . فَقَالُوْا : لاَ . إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ لَنَا وَلاَؤُكِ .

قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيْهَا. فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . »

রেওয়ায়ত ১৯

আমরা বিনত আবদির রহমান (রা) হইতে বর্ণিত, বরীরা আসিলেন উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট সাহায্য চাহিতে। আয়েশা (রা) বলিলেন যদি তোমার কর্তারা পছন্দ করে যে আমি তাহাদিগকে একবারে মূল্য পরিশোধ করিব এবং তোমাকে আযাদ করিয়া দিব তবে আমি উহা করিব। বরীরা কর্তাদের নিকট ইহা পেশ করিলেন। তাহারা বলিল, আমরা ইহাতে রাজী নহি, তবে যদি তোমার অভিভাবকত্ব আমাদের জন্য থাকে। মালিক (র) বলেন, ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (র) বলিয়াছেন, আমরা ধারণা করেন যে, আয়েশা (রা) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি বরীরাকে খরিদ কর এবং তাহাকে আযাদ করিয়া দাও, অভিভাবকত্ব অবশ্য তাহারই জন্য থাকিবে যে আযাদ করিবে।

٢٠ - وحدّثني مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يَبْتَاعُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ ، عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ : إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يَجُوْزُ . وَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ . وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَذِنَ لِمَوْلاَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ ، مَا جَازَ ذٰلِكَ . لأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ » وَنَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ . فَإِذَا جَازَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ ذٰلِكَ لَهُ ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ ، فَتِلْكَ الْهِبَةُ .

রেওয়ায়ত ২০

আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অভিভাবকত্ব বিক্রি ও দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : যে ক্রীতদাস নিজকে ক্রয় করিয়া লয় আপন কর্তা হইতে এই শর্তে যে, সে যাহাকে চায় তাহাকে অভিভাবকত্ব প্রদান করিবে। ইহা জায়েয হইবে না। অভিভাবকত্ব তাহার জন্য হইবে, যে আযাদ করিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি নিজের মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসকে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে অভিভাবকত্ব প্রদানের অনুমতি দিয়াছে তবে ইহা বৈধ হইবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন অভিভাবকত্ব তাহারই হইবে যে আযাদ করিবে এবং তিনি স্বত্বাধিকার বিক্রয় ও দান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। যদি কর্তার পক্ষে ক্রীতদাসের জন্য এইরূপ শর্ত করা বৈধ হয় অথবা সে ক্রীতদাসকে অনুমতি দেয় যে, সে যাহাকে ইচ্ছা অভিভাবকত্ব প্রদান করিবে, তবে ইহা দান (هبة) করা হইল।

(١١) باب جر العبد الولاء إذا أعتق

পরিচ্ছেদ ১১ : ক্রীতদাস কর্তৃক অভিভাবকত্ব টানিয়া লওয়া যখন উহাকে আযাদ করা হয়

٢١ - حدّثني مَالِكٌ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ . وَلِذٰلِكَ الْعَبْدُ بَنُوْنَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ . فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ : هُمْ مَوَالِيَّ . وَقَالَ مَوَالِي أُمِّهِمْ : بَلْ هُمْ مَوَالِيْنَا . فَاخْتَصَمُوْا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ . فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلاَئِهِمْ .

وحدّثني مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، لِمَنْ وَلاَؤُهُم ؟ فَقَالَ سَعِيْدٌ : إِنْ مَاتَ أَبُوْهُمْ ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ ، فَوَلاَؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ .

قَالَ مَالِكٌ : وَمَثَلُ ذٰلِكَ ، وَلَدُ الْمُلاَعَنَةِ مِنَ الْمَوَالِي . يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ . فَيَكُوْنُوْنَ هُمْ مَوَالِيَهُ . إِنْ مَاتَ وَرِثُوْهُ . وَإِنْ جَرَّ جَرِيْرَةً عَقَلُوْا عَنْهُ . فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوْهُ أُلْحِقَ بِهِ . وَصَارَ وَلاَؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيْهِ . وَكَانَ مِيْرَاثُهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ . وَيُجْلَدُ أَبُوْهُ الْحَدَّ .

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلاَعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ . إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا ، الَّذِيْ لاَعَنَهَا، بِوَلَدِهَا. صَارَ بِمِثْلِ هذِهِ الْمَنْزِلَةِ . إِلاَّ أَنَّ بَقِيَّةَ مِيْرَاثِهِ ، بَعْدَ مِيْرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ لأُمِّهِ ، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ. مَالَمْ يَلْحَقْ بِأَبِيْهِ . وَإِنَّمَا وَرَّثَ وَلَدَ الْمُلاَعَنَةِ ، الْمَوَالاَةَ ، مَوَالِيَ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوْهُ . لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَّهُ نَسَبٌ وَلاَ عَصَبَةٌ . فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِيْ وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ . وَأَبُوْ الْعَبْدِ حُرٌّ : أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلاَءَ وَلَدَ ابْنِهِ الأَحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ . يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوْهُمْ عَبْدًا . فَإِنْ عَتَقَ أَبُوْهُمْ رَجَعَ الْوَلاَءُ إِلَى مَوَالِيْهِ . وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيْرَاثُ وَالْوَلاَءُ لِلْجَدِّ . وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ . فَمَاتَ أَحَدُهُمَا : وَأَبُوْهُ عَبْدٌ . جَرَّ الْجَدُّ ، أَبُو الأَبِ ، الْوَلاَءِ وَالْمِيْرَاثِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الأَمَةِ تَعْتِقُ وَهِيَ حَامِلٌ . وَزَوْجُهَا مَمْلُوْكٌ . ثُمَّ يَعْتِقَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا . أَوْ بَعْدَ مَا تَضَعُ : إِنَّ وَلاَءَ مَا كَانَ فِيْ بَطْنِهَا لِلَّذِيْ أَعْتَقَ أُمَّهُ . لأَنَّ ذٰلِكَ الْوَلَدُ قَدْ كَانَ أَصَابَهُ الرِّقُّ . قَبْلَ أَنْ تُعْتَقَ أُمُّهُ . وَلَيْسَ هُوَ بِمَنْزَلَةِ الَّذِيْ تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ . لأَنَّ الَّذِيْ تَحْمِلُ بِهِ أُمُّهُ بَعْدَ الْعَتَاقَةِ ، إِذَا أُعْتِقَ أَبُوْهُ ، جَرَّ وَلاَءَهُ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدًا لَهُ . فَيَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ : إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ ، لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ، لاَ يَرْجِعُ وَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِيْ أَعْتَقَهُ . وَإِنْ عَتَقَ .

রেওয়ায়ত ২১

রবী'আ ইব্‌ন আবদির রহমান (র) হইতে বর্ণিত, যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) জনৈক ক্রীতদাসকে খরিদ করিয়া উহাকে আযাদ করিয়াছিলেন। সেই ক্রীতদাসের কয়েকটি ছেলে ছিল আযাদ স্ত্রীর ঔরসের। যুবাইর (রা) যখন উহাকে আযাদ করিলেন তখন তিনি বলিলেন, ইহারা আমার মাওয়ালী। (موالى আযাদী প্রদান সূত্রে ইহাদের উপর আমার অভিভাবকত্ব উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে -তাই ইহারা এখন আমার অধীনস্থ ও অধিকারভুক্ত। অন্যদিকে এই সন্তানদের জননীকে যাহারা আযাদ করিয়াছিলেন।[১] তাঁহারা বলিলেন : ইহারা আমাদের অধিকারভুক্ত (موالى)। অতঃপর তাঁহারা বিবাদ লইয়া উসমান ইবন আফফান (রা)-এর নিকট গেলেন। উসমান (রা) উহাদের অভিভাবকত্ব- এর ফয়সালা দিলেন যুবাইরের পক্ষে।

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে প্রশ্ন করা হইল জনৈক ক্রীতদাসী সম্বন্ধে, যাহার কয়েকটি ছেলে রহিয়াছে আযাদ স্ত্রীর ঔরসে। উহাদের স্বত্বাধিকার কাহার জন্য হইবে। সাঈদ বলিলেন, যদি আযাদী না পাওয়া অবস্থায় উহাদের পিতার মৃত্যু হয় তবে উহাদের অভিভাবকত্ব হইবে তাহাদের মাতার মাওলাদের (আযাদী দাতার) জন্য।

মালিক (র) বলেন : তদ্রূপ অনারব মুসলিম লি'আনকারী (লি'আনকারী অধ্যায়) স্ত্রীলোকের সন্তান ও তাহার (সন্তানের মাতা) মাওলার দিকে সম্পর্কিত হইবে। তাই মাতার কর্তারা এই ছেলের মাওলা হইবে। যদি সে মারা যায় তবে তাহারা উহার মীরাস লাভ করিবে। সে কোন অপরাধ করিলে তাহারা উহার পক্ষ হইতে খেসারত বা ক্ষতিপূরণ দিবে। আর উহার পিতা যদি উহার নসব স্বীকার করিয়া লয় তবে উহাকে পিতার দিকে সম্পর্কিত করা হইবে। এবং উহার স্বত্বাধিকার তাহার পিতার অভিভাবকত্ব (موالى) লাভ করিবে। তাহার মীরাসও উহাদের জন্য হইবে, আর তাহার অপরাধের খেসারতও হইবে উহাদের উপর এবং (স্বীকারোক্তির পর) ছেলের পিতাকে (অপবাদের শাস্তিতে) বেত্রাঘাত করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : তদ্রূপ আরব লি'আনকারী স্ত্রীলোকের স্বামী যে স্ত্রীকে সন্তানের ব্যাপারে অপবাদ দিয়াছে সে যদি উহার ছেলের নসব (জন্মসূত্র) স্বীকার করে তবে সে ছেলে ঐ রূপ মর্যাদাই লাভ করিবে। কিন্তু (পার্থক্য এই থাকিবে যে,) এই ছেলের মাতা ও ভগ্নীদের মীরাস বরাদ্দের পর অবশিষ্ট মীরাস যদি তাহার পিতার সহিত সে যুক্ত না হয় তবে সাধারণ মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত হইবে।

পক্ষান্তরে লি'আনকারী স্ত্রীলোকের ছেলের মীরাস তাহার অর্থাৎ মাতার মাওলারা লাভ করিবে পিতা কর্তৃক ছেলের নসব স্বীকার করার পূর্ব পর্যন্ত। কারণ এই ছেলের নসব (জন্মসূত্র) নাই, ফলে তাহার কোন عصبه অর্থাৎ মীরাস লাভ করে এমন কোন আত্মীয়-স্বজন নাই। আর যদি নসব প্রমাণিত হয় তবে তাহার মীরাস আসাবাগণ হইবে।

---

১. ঐ সন্তানদের মাতাকে আযাদ করিয়াছেন হযরত রাফে' ইব্‌ন খাদীজ (রা)।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইজমাঈ (اجماعی) সর্বজনগৃহীত যাহাতে কোন ইখতিলাফ নাই— মাসয়ালা হইল এই, ক্রীতদাসের পুত্রগণ আযাদ স্ত্রীর ঔরসের হইলেও ক্রীতদাসের পিতা আযাদ হইলে, তবে পুত্রদের বড় বাপ অর্থাৎ দাদা স্বীয় ছেলের এমন পুত্রদের (নাতির) যাহারা আযাদ এবং আযাদ মাতার গর্ভে যাহাদের জন্ম, তাহাদের মীরাস লাভ করিবে, যতদিন পিতা ক্রীতদাস থাকে ততদিন। যদি তাহাদের পিতা আযাদ হইয়া যায় তবে পিতার মাওলাগণ অভিভাবকত্ব লাভ করিবে। আর যদি ক্রীতদাস থাকিতেই তাহার মৃত্যু হয় তবে মীরাস অধিকার (ولاء) দাদার জন্য থাকিবে। আর যদি ক্রীতদাস পিতার আযাদ দুই পুত্র থাকে এবং উহাদের একজন মারা যায় তাহাদের পিতা গোলাম থাকা অবস্থায় তবে পুত্রের বড় বাপ- দাদা মীরাস ও অভিভাবকত্ব (ولاء) দুইটিই লাভ করিবে।

মালিক (র) বলেন : অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যে ক্রীতদাসীকে আযাদ করা হইল এবং তাহার স্বামী তখনও (অন্যের) দাস। অতঃপর সন্তান প্রসবের পূর্বে অথবা পরে তাহার স্বামীকে আযাদ করা হয় তবে পেটে যাহা ছিল উহার অর্থাৎ সন্তানের অভিভাবকত্ব (ولاء) যে তাহার জননীকে আযাদ করিয়াছে সে-ই লাভ করিবে। কারণ এই সন্তান তাহার মাতাকে আযাদী দেওয়ার পূর্বের, ফলে দাসত্ব তাহাকে স্পর্শ করিয়াছে। সে ঐ সন্তানতুল্য মর্যাদার অধিকারী নহে যাহাকে তাহার জননী গর্ভে ধারণ করিয়াছে আযাদী লাভের পরে। কারণ আযাদী লাভের পর জননী সেই সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছে। সেই সন্তানের পিতা তাহার অভিভাবকত্ব (ولاء) প্রাপ্ত হইবে, যদি পিতাকে আযাদ করা হইয়া থাকে।

মালিক (র) বলেন : যে ক্রীতদাস গোলাম আযাদ করার জন্য তাহার কর্তার অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছে, কর্তা তাহাকে অনুমতি দিয়াছে তবে আযাদীপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের অভিভাবকত্ব (ولاء) এই ক্রীতদাসের কর্তা লাভ করিবে, এই (আযাদীপ্রাপ্ত) ক্রীতদাসের অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার (ولاء) তাহার কর্তা যে তাহাকে আযাদ করিয়াছে সে পাইবে না, যদিও সে (পরে) আযাদী লাভ করিয়া থাকে।

(١٢) باب ميراث الولاء

পরিচ্ছেদ ১২ : মিত্রতার (ولاء) কারণে মীরাস লাভ করা

٢٢ – حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْعَاصِىَ بْنِ هِشَامٍ هَلَكَ . وَتَرَكَ بَنِيْنَ لَهُ ثَلاَثَةً . اثْنَانِ لأُمٍّ ، وَرَجُلٌ لِعَلَّةٍ . فَهَلَكَ أَحَدُ اللَّذَيْنِ لأُمٍّ . وَتَرَكَ مَالاً وَمَوَالِىَ . فَوَرِثَهُ أَخُوْهُ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ ، مَالَهُ وَوَلاَءَهُ مَوَالِيَهِ . ثُمَّ هَلَكَ الَّذِىْ وَرِثَ الْمَالَ وَوَلاَءَ الْمَوَالِى . وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَخَاهُ لأَبِيْهِ . فَقَالَ

ابْنَهُ : قَدْ أَحْرَزْتُ مَا كَانَ أَبِيْ أَحْرَزَ مِنَ الْمَالِ وَوَلاَءِ الْمَوَالِي . قَالَ أَخُوْهُ : لَيْسَ كَذٰلِكَ . إِنَّمَا أَحْرَزْتَ الْمَالَ . وَأَمَّا وَلاَءِ الْمَوَالِي فَلاَ أَرَأَيْتَ لَوْ هَلَكَ أَخِيْ الْيَوْمَ أَلَسْتُ أَرِثُهُ أَنَا ؟ فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَضَى لِأَخِيْهِ بِوَلاَءِ الْمَوَالِيَ .

রেওয়ায়ত ২২

আবদুল মালিক ইব্‌ন আবী বকর ইব্‌ন আবদির রহমান তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আবদুল মালিক-এর নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, আসী (عاصى) ইব্‌ন হিশাম পরলোকগমন করেন এবং তিনি রাখিয়া যান তাঁহার তিন পুত্র, দুইজন (তাহাদের মধ্যে) সহোদর ও একজন ছিল বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। পরে সহোদরদ্বয়ের একজনের মৃত্যু হয়। সে রাখিয়া যায় সম্পদ ও মাওয়ালী [موالى-যে সকল ক্রীতদাসকে মুক্তি দিয়াছে, সেই সব ক্রীতদাস মুক্তিদাতার মাওয়ালী।] তাহার সহোদর ভাই তাহার সম্পদ ও মাওয়ালীদের অভিভাবকত্বের (مولاء) উত্তরাধিকারী হইল। অতঃপর যিনি সম্পদ ও অভিভাবকত্বের উত্তরাধিকার লাভ করিবেন তিনি মৃত্যুবরণ করিলেন এবং রাখিয়া গেলেন পুত্র ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; তাহার পুত্র বলিল : আমার পিতা যে সম্পদ ও অভিভাবকত্বের (ولاء) মালিক হইয়াছিলেন (বর্তমানে) আমি সেই সবের উত্তরাধিকারী হইয়াছি। তাহার ভাই (অর্থাৎ পুত্রের চাচা) বলিল, এইরূপ নহে। তুমি সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছ। কিন্তু মাওয়ালীদের (موالى) অভিভাবকত্বের (مولاء) উত্তরাধিকারী তুমি নহ। তুমি কি ভাবিয়া দেখ না যদি আমার ভাই আজ পরলোকগমন করিত, আমি কি উহার উত্তরাধিকারী হইতাম না ? অতঃপর তাহারা উভয়ে বিবাদ লইয়া উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইল। তিনি [উসমান (রা)] মাওয়ালীগণের স্বত্বাধিরার (موالى) তাহার ভাইকে প্রদান করিলেন।

٢٣ – **وحدّثني** مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَبُوْهُ : أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ. فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ جُهَيْنَةَ وَنَفَرٌ مِنْ بَنِيْ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ . وَكَانَتِ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الْحَارِثُ بْنِ الْخَزْرَجِ . يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ كَلِيْبٍ . فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ . وَتَرَكَتْ مَالاً وَمَوَالِيَ . فَوَرِثَهَا ابْنَهَا وَزَوْجُهَا . ثُمَّ مَاتَ ابْنَهَا . فَقَالَ وَرَثَتَهُ : لَنَا وَلاَءِ الْمَوَالِيَ . قَدْ كَانَ ابْنَهَا أَحْرَزَهُ . فَقَالَ الْجُهَنِّيُّوْنَ : لَيْسَ كَذٰلِكَ . إِنَّمَا هُمْ مَوَالِي صَاحِبَتِنَا . فَإِذَا مَاتَ وَلَدُهَا فَلَنَا وَلاَؤُهُمْ . وَنَحْنُ نَرِثُهُمْ . فَقَضَى أَبَانُ بْنُ عُثْمَانُ لِلْجُهَنِيِّيْنَ بِوَلاَءِ الْمَوَالِي.

রেওয়ায়ত ২৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী বকর ইব্ন হাযম (র) হইতে বর্ণিত, তাহার পিতা তাঁহার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি আবান ইব্ন উসমান (রা)[১]-এর নিকট বসা ছিলেন (এমন সময়) জুহাইনা (গোত্রের) কিছু লোক এবং বনী হারিস ইব্ন খায্রাজ (গোত্রের) কিছু লোক বিবাদ লইয়া তাঁহার নিকট আসিল। আর জুহাইনা গোত্রের জনৈকা নারী বনী ইব্ন খায্রাজ-এর এক ব্যক্তির স্ত্রী ছিল, তাহাকে বলা হইত ইব্রাহীম ইব্ন কুলাইব। (তাহার) স্ত্রী মারা যায় এবং রাখিয়া যায় ধন-সম্পদ ও আযাদ করা ক্রীতদাস (موالى) উহার মীরাস পাইল তাহার স্বামী ও পুত্র। অতঃপর স্ত্রীলোকটির পুত্রটি মারা গেল। তখন স্বামীটি বলিল, মাওয়ালীগণের স্বত্বাধিকার আমার প্রাপ্য। কারণ তাহার পুত্র (উত্তরাধিকারসূত্রে) উহার মালিক হইয়াছে। জুহাইনীয়া গোত্রের লোকেরা বলিল, এইরূপ নহে। উহারা (আযাদী প্রাপ্ত ক্রীতদাসগণ) হইতেছে আমাদের (গোত্রের) স্ত্রীলোকের ক্রীতদাস। [موالى, যাহাদিগকে এই স্ত্রীলোক আযাদ করিয়াছে।] তাহার পুত্র যখন মারা গেল তবে এই মাওয়ালীগণের স্বত্বাধিকার আমরাই পাইব। আমরা উহাদের মীরাস লাভ করিব। সব শুনিয়া আবান ইব্ন উসমান (র) মাওয়ালীগণের অভিভাবকত্ব (ولاء) প্রদান করিলেন জুহাইনীয়দের জন্য।

٢٤ – وحدّثني مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ ، فِيْ رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنِيْنَ لَهُ ، ثَلاَثَةً . وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ هُوَ عَتَاقَةً . ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَيْنِ مِنْ بَنِيْهِ هَلَكَا . وَتَرَكَا أَوْلاَدًا . فَقَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَرِثُ الْمَوَالِيَ ، الْبَاقِيْ مِنَ الثَّلاَثَةِ . فَإِذَا هَلَكَ هُوَ ، فَوَلَدُهُ وَوَلَدُ إِخْوَتِهِ فِيْ وَلاَءِ الْمَوَالِي ، شَرَعٌ ، سَوَاءٌ .

রেওয়ায়ত ২৪

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি পরলোকগমন করিয়াছে তিন পুত্র রাখিয়া, আর রাখিয়া গিয়াছে কতিপয় মাওয়ালী (ক্রীতদাস) যাহাদিগকে সে আযাদ করিয়াছে। তারপর তাহার দুই পুত্র মারা যায়। তাহারা উভয়ে রাখিয়া যায় (তাহাদের) সন্তান। সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলিলেন- তাহার তিন পুত্রের মধ্যে জীবিত পুত্র মাওয়ালীগণের অভিভাবকত্ব (ولاء) ও উত্তরাধিকার লাভ করিবে। সেও পরলোকগমন করিলে তখন তাহার সন্তান ও তাহার (মৃত) দুই ভাইয়ের সন্তানগণ মাওয়ালীগণের সম্পদের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে বরাবর হকদার হইবে।

১. আবান ইব্ন 'উসমান (র) তখন মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। — আওজাযুল মাসালিক

(١٣) باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودىّ والنصرانىّ

পরিচ্ছেদ ১৩ : সায়িবা[১] -এর মীরাস এবং ইহুদী ও নাসরানী ক্রীতদাসকে যে আযাদ করিয়াছে তাহার অভিভাবকত্ব ও উত্তরাধিকার-এর বর্ণনা

٢٥ – وحدّثنى مَالِكُ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ السَّائِبَةِ ؟ قَالَ : يُوَالِى مَنْ شَاءَ . فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا ، فَمِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ . وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ .

قَالَ مَالِكُ : إِنْ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِى السَّائِبَةِ أَنَّهُ لاَ يُوَالِى أَحَدًا . وَأَنَّ مِيْرَاثَهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَقْلَهُ عَلَيْهِمْ .

قَالَ مَالِكُ ، فِى الْيَهُوْدِىّ وَالنَّصْرَانِىّ يُسْلِمُ عَبْدُ أَحَدِهِمَا فَيُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُبَاعَ عَلَيْهِ : إِنَّ وَلاَءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ لِلْمُسْلِمِيْنَ . وَإِنْ أَسْلَمَ الْيَهُوْدِىُّ أَوِ النَّصْرَانِىُّ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ أَبَدًا .

قَالَ : وَلٰكِنْ إِذَا أَعْتَقَ الْيَهُوْدِىُّ أَوِ النَّصْرَانِىُّ عَبْدًا عَلَى دِيْنِهِمَا . ثُمَّ أَسْلَمَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الْيَهُوْدِىَّ أَوِ النَّصْرِىُّ الَّذِىْ أَعْتَقَهُ . ثُمَّ أَسْلَمَ الَّذِىْ أَعْتَقَهُ . رَجَعَ إِلَيْهِ الْوَلاَءُ . لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ثَبَتَ لَهُ الْوَلاَءِ يَوْمَ أَعْتَقَهُ .

قَالَ مَالِكُ : وَإِنْ كَانَ لِلْيَهُوْدِىِّ أَوِ النَّصْرَانِىِّ وَلَدُ مُسْلِمُ ، وَرِثَ مَوَالِى أَبِيْهِ الْيَهُوْدِىِّ أَوِ النَّصْرَانِىِّ ، إِذَا أَسْلَمَ الْمَوْلَى الْمُعْتَقُ . قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ الَّذِىْ أَعْتَقَهُ . وَإِنْ كَانَ الْمُعْتَقُ ، حِيْنَ أَعْتَقَ مُسْلِمًا . لَمْ يَكُنْ لِوَلَدِ النَّصْرَانِىِّ أَوِ الْيَهُوْدِىِّ الْمُسْلِمِيْنَ ، مِنْ وَلاَءِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ شَىْءُ . لأَنَّهُ لَيْسَ لِلْيَهُوْدِىِّ وَلاَ لِلنَّصْرَانِىِّ وَلاَءُ ، فَوَلاَءُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِيْنَ .

রেওয়ায়ত ২৫

মালিক (র) ইব্ন শিহাব (র)-কে প্রশ্ন করিয়াছেন সায়িবা সম্বন্ধে। তিনি বলিয়াছেন, সে যাহার সহিত ইচ্ছা মিত্রতার বন্ধন (عقد موالات) করিতে পারে আর যদি তাহার মৃত্যু হয় অথচ সে কাহাকেও ওয়ালী

---

১. জাহিলীয়া যুগে দেব-দেবীদের নামে ভক্তরা পশুকে মুক্ত অবস্থায় ছাড়িয়া দিত। সেরূপ পশুকে সায়িবা বলা হইত। কারণ এসব পশুর উপর কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। তাই তাহারা যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। কেউ যদি তাহার ক্রীতদাসকে লক্ষ্য করিয়া বলে, "তুমি অদ্য হইতে সায়িবা" এই উক্তির দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য হয় ক্রীতদাসকে আযাদ করা, তবে সে ক্রীতদাস আযাদ হইবে। ক্রীতদাসের মৃত্যু হইলে আযাদী দাতা মীরাস পাইবে।

(অভিভাবক) নিযুক্ত করে নাই, তবে তাহার মীরাস হইবে মুসলমানদের জন্য এবং তাহার খেসারতও মুসলমানদের উপর হইবে।

মালিক (র) বলেন : সায়িবা সম্বন্ধে উত্তম যাহা শোনা গিয়াছে তাহা হইল সে কাহারো সহিত মিত্রতার বন্ধনে (عقد موالات) আবদ্ধ হইবে না এবং তাহার মীরাস মুসলমানদের জন্য হইবে, আর তাহার খেসারত তাহাদের উপর আসিবে।

ইহুদী ও নাসরানী সম্বন্ধে মালিক (র) বলেন : তাহাদের একজনের ক্রীতদাস মুসলমান হইয়াছে এবং তাহার পক্ষ হইতে ক্রীতদাস বিক্রি হওয়ার পূর্বে সে উহাকে আযাদ করিয়া দিয়াছে (এইরূপ) মুক্তিপ্রাপ্ত ক্রীতদাসের অভিভাবকত্ব মুসলমানদের জন্য হইবে। ইহার পর যদি ইহুদী ও নাসরানী মুসলমান হয় স্বত্বাধিকার তাহাদের দিকে আর ফিরিবে না। মালিক (র) বলেন, যদি ইহুদী অথবা নাসরানী তাহাদের সহধর্মী কোন ক্রীতদাসকে আযাদ করে, তারপর যে ইহুদী অথবা নাসরানী ইহাকে আযাদ করিয়াছে তাহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সেই ক্রীতদাস মুসলমান হয়, তার পর যে আযাদ করিয়াছে সেও মুসলমান হয় তবে অভিভাবকত্ব (ولاء) তাহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে। কারণ যেই দিন আযাদ করিয়াছিল সেই দিন স্বত্বাধিকার তাহারই প্রাপ্য ছিল।

মালিক (র) বলেন : যদি ইহুদী অথবা নাসরানীর মুসলিম সন্তান থাকে, আর সে (কর্তা) তাহাকে আযাদ করিয়াছে তাহার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যদি আযাদী প্রাপ্ত ক্রীতদাস মুসলমান হইয়া যায়, তবে সে (সন্তান) ইহুদী অথবা নাসরানী পিতার আযাদী প্রদত্ত ক্রীতদাসদের মীরাসের অধিকারী হইবে। আর যদি আযাদী প্রাপ্তির সময় ক্রীতদাস মুসলমান ছিল তবে ইহুদী অথবা নাসরানীর মুসলিম সন্তানরা মুসলিম ক্রীতদাসের স্বত্বাধিকারের কোন কিছু প্রাপ্য হইবে না। কারণ ইহুদী অথবা নাসরানীর জন্য কোন অভিভাবকত্ব নাই। তাই মুসলিম ক্রীতদাসের অভিভাবকত্ব (ولاء) মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রাপ্য হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৩৯

كتاب المكاتب[১]

ক্রীতদাস আযাদীর জন্য অর্থ প্রদান করার চুক্তি করার অধ্যায়

(١) باب القضاء فى المكاتب

পরিচ্ছেদ ১ : মাকাতিব-এর ব্যাপারে ফয়সালা

١-حدّثنى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

রেওয়ায়ত ১

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) বলিতেন, কিতাবাত নির্ধারিত অর্থের (বা যাহার উপর কিতাবাত হইয়াছে) কিছু অংশও যতক্ষণ অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ মুকাতাব গোলাম থাকিবে।

٢-وحدّثنى مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كَانَا يَقُوْلاَنِ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ.

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ رَأْيِي.

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ . وَتَرَكَ مَالاً أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَلَهُ وَلَدٌ وَلِدُوا فِيْ كِتَابَتِهِ عَلَيْهِمْ. وَرِثُو امَا بَقِيَ مِنَ الْمَالِ. بَعْدَ قَضَاءِ كِتَابَتِهِ.

---

১. মুকাতাব [নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে কর্তার সহিত আযাদী লাভের চুক্তি করাকে কিতাবাত (كتابت) বলা হয়। যে ক্রীতদাস আযাদীর জন্য অর্থ প্রদান করার চুক্তি করিল তাহাকে মুকাতাব (مكاتب) এবং যে কর্তা আযাদী প্রদানের চুক্তি করিল তাহাকে মুকাতিব (مكاتب) বলা হয়। আর যে অর্থের বিনিময়ে আযাদীর চুক্তি হইয়াছে উহাকে "বদল-এ কিতাবাত" বলা হয়। হযরত সালমান ফারসী (রা) ও বরীরা (রা) এইরূপে আযাদী লাভ করিয়াছিলেন।

রেওয়ায়ত ২

মালিক (র) বলেন : উরওয়াহ্ ইব্ন যুবাইর (র) সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (রা) উভয়ে বলিতেন : কিতাবাতের কিছু অংশ যতক্ষণ অবশিষ্ট থাকিবে ততক্ষণ মাকাতিব থাকিয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : আমার মতও তাই।

মালিক (র) বলেন : যদি মাকাতিবের মৃত্যু হয় এবং "বদল-এ কিতাবাত" হইতে যে পরিমাণ (আদায় করা) তাহার জিম্মায় রহিয়াছে ততোধিক মাল যে রাখিয়া যায়, আর তাহার সন্তানাদি থাকে যাহারা কিতাবাত হওয়ার পরও উহার সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর জন্মিয়াছে অথবা উহাদেরসহ কিতাবাত অনুষ্ঠিত হইয়াছে তবে কিতাবাতের (নির্ধারিত) মাল শোধ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহার উত্তরাধিকারী তাহারা হইবে।

٣-وحدّثنى مَالِكُ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ؛ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لابْنِ الْمُتَوَكِّلِ. هَلَكَ بِمَكَّةَ . وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ. وَدُيُونًا لِلنَّاسِ. وَتَرَكَ ابْنَتَهُ. فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ. فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ : أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ. ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اقْسِمْ مَابَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ.

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذٰلِكَ. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلاً عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ. وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذٰلِكَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ- فَكَاتِبُوْهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا-يَتْلُوْ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ- وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ-.

قَالَ مَالِكُ : وَإِنَّمَا ذٰلِكَ أَمْرُ أَذِنَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ لِلنَّاسِ. وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِمْ.

قَالَ مَالِكُ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِى قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَآتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِىْ آتَاكُمْ-اِنَّ ذٰلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ. ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًامُسَمًّى.

قَالَ مَالِكُ : فَهٰذَا الَّذِى سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذٰلِكَ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِى أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِيْنَ أَلْفِ دِرْهَمٍ. ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ أُخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ. وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِى كِتَابَتِهِ.

قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ. لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلاَ سَيِّدُهُ يَوْمَ كِتَابَتِهِ. فَإِنَّهُ لاَ يَتْبَعُهُ ذٰلِكَ الْوَلَدُ. لأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِى كِتَابَتِهِ. وَهُوَ لِسَيِّدِهِ. فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ لأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا ، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا : إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِىَ كِتَابَتَهُ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ وَإِنْ ادَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ . فَمِيْرَاثُهُ لاِبْنِ الْمَرْأَةِ. وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيْرَاثِهِ شَيْءٌ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ قَالَ : يُنْظَرُ فِى ذٰلِكَ. فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ، وَعُرِفَ ذٰلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيْفِ عَنْهُ. فَلاَ يَجُوزُ ذٰلِكَ . وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَذٰلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ : إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِىَ بِالْخِيَارِ. إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ. وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا. فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ، فَهِىَ عَلَى كِتَابَتِهَا.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الْعَبْدِ يَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ ؛ إِنَّ أَحَدَهُمَا لاَيُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ. أَذِنَ لَهُ بِذٰلِكَ صَاحِبُهُ أَوْلَمْ يَأْذَنْ. إِلاَّ أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيْعًا. لاَنَّ ذٰلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا. وَيَصِيْرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوْتِبَ عَلَيْهِ. إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ. وَلاَ يَكُونُ عَلَى الَّذِى كَاتَبَ بَعْضَهُ، أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ . فَذٰلِكَ خِلاَفُ مَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ ».

قَالَ مَالِكُ : فَإِنْ جَهِلَ ذٰلِكَ حَتّٰى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ. أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ. رَدَّ إِلَيْهِ الَّذِي كَاتَبَهُ. مَاقَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا . وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ. وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأُولٰى.

قَالَ مَالِكُ : فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ. وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ. فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ.

قَالَ مَالِكُ : يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَابَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ. يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ. فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلاً عَنْ كِتَابَتِهِ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ. وَكَانَ مَابَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ. فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَا تَبُ ، وَقَد اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ. وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى. لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ اَحَدُ هُمَا الَّذِي لَهُ. ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ عَجَزَ. فَهُوَ بَيْنَهُمَا. وَلاَ يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا. لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ. وَذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ. بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ. فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا. وَيَشِحُّ الْآخَرُ فَيَقْتَضِي بَعْضَ حَقِّهِ. ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ. فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى، أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَا.

রেওয়ায়ত ৩

হুমায়দ ইব্‌ন কায়স মক্কী (র) হইতে বর্ণিত, "ইবনুল মুতাওয়াক্কিল" (ابن المتوكل) -এর একজন মাকাতিব মক্কাতে মারা যায় এবং সে রাখিয়া যায় তাহার বদল-এ কিতাবাত-এর অবশিষ্ট এবং লোকের অনেক ঋণ। আরও রাখিয়া যায় তাহার এক কন্যাকে। মক্কার শাসনকর্তা এই ব্যাপারে ফয়সালা করিতে যাইয়া মুশকিলে পড়েন। (কারণ হুকুম তাহার জানা ছিল না) তাই তিনি এই ব্যাপারে প্রশ্ন করিয়া পত্র লিখিলেন আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ানের নিকট। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান তাহার নিকট (উত্তরে) লিখিলেন, প্রথমে লোকের ঋণ পরিশোধ কর, তারপর "বদল-এ কিতাবাত"-এর বাকী অংশ পরিশোধ কর। অতঃপর তাহার যাহা অবশিষ্ট রহিল উহা তাহার কন্যা ও কর্তার মধ্যে বন্টন করিয়া দাও।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে ক্রীতদাস কিতাবাতের প্রার্থনা জানাইলে কর্তার জন্য উহার সহিত কিতাবাতের চুক্তি করা জরুরী নহে এবং কোন ইমামকে ইহা জরুরী বলিয়া মত প্রকাশ করিতে আমি শুনি

নাই। কোন কোন আলিমকে যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হইল এবং (কিতাবাত জরুরী হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ) তাঁহাকে বলা হইল আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনুল করীমে ইরশাদ করিয়াছেন :

فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا

অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা জান উহাদিগের মুক্তিদানে কল্যাণ আছে।[১] (২৪ : ৩৩)

আমি শুনিয়াছি তিনি (উত্তরে) তিনি (পরে উল্লেখিত) এই আয়াতদ্বয় তিলাওয়াত করিলেন :

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا

অর্থাৎ যখন তোমরা ইহরাম মুক্ত হইবে শিকার করিতে পার। (৫ : ২)

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ সালাত সমাপ্ত হইলে তোমরা বাহির হইয়া পড়িবে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধান করিবে।[২] (৬২:১০)

মালিক (র) বলেন : ইহা একটি হুকুম (امر), আল্লাহ্ তা'আলা লোকদিগকে ইহার অনুমতি দিয়াছেন ইহা তাহাদের জন্য ওয়াজিব নহে।

মালিক (র) বলেন, কোন কোন আলিম ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী-

اٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِىْ اٰتَاكُمْ-

"আল্লাহ্ তোমাদিগকে যে সম্পদ দিয়াছেন তাহা হইতে তোমরা উহাদিগকে দান করিবে" (২৪ : ৩৩) সম্পর্কে বলিতে আমি শুনিয়াছি, ইহা এই যে, কোন ব্যক্তি গোলামের সহিত কিতাবাত করিয়াছে, কিতাবাতের সময় শেষ হইয়া আসিলে ক্রীতদাস হইতে প্রাপ্য অংশের নির্দিষ্ট কিছু কমাইয়া দেওয়া।

মালিক (র) বলেন-"আহল ইলম"-এর নিকট হইতে (এই ব্যাপারে) আমি যাহা শুনিয়াছি তন্মধ্যে ইহাই অতি উত্তম। আমি মদীনার লোকদেরকে এইরূপ আমল করিতে দেখিয়াছি।

মালিক (র) বলেন : আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁহার এক ক্রীতদাসের সহিত পঁয়ত্রিশ হাজার দিরহামের বিনিময়ে মুকাতাবাত করিয়াছিলেন, অতঃপর কিতাবাতের শেষের দিকে পাঁচ হাজার দিরহাম কমাইয়া দিলেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাস'আলা এই, মুকাতাব গোলামের সহিত তাহার কর্তা কিতাবাত চুক্তি করিলে গোলামের মাল তাহারই গোলামের থাকিবে। কিন্তু সন্তানগণ তাহার অধিকারে থাকিবে না। যদি কিতাবাত করার সময় সন্তানগণ গোলামের অধিকারে থাকিবে বলিয়া শর্ত করিয়া থাকে তবে অন্য কথা।

---

১. পূর্ণ আয়াতের প্রথম অংশ এই : وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ

২. কুরআনুল করীমে উক্ত দুইটি আয়াত উদ্ধৃত করার উদ্দেশ্য হইতেছে এই উভয় আয়াত "শিকার করিতে পার" এবং "অনুগ্রহ সন্ধান করিবে" এই নির্দেশের দ্বারা যেসব শিকার করা ও অনুগ্রহ সন্ধান করা জরুরী হওয়া প্রমাণিত হয় না, তদ্রূপ "কিতাবাত কর" এই নির্দেশের দ্বারাও কিতাবাত জরুরী বা ওয়াজিব বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

মালিক (র) বলেন : যে মাকাতিবের সহিত তাহার কর্তা কিতাবাত চুক্তি করিয়াছে চুক্তিকালে তাহার (ক্রীতদাসের) একটি দাসী ছিল, যে দাসী তাহার দ্বারা অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছে। অথচ তখন ইহা গোলাম ও তাঁহার কর্তা কাহারও জানা ছিল না। তবে সে সন্তান ক্রীতদাসের হইবে না। কারণ কিতাবাত চুক্তিতে এই সন্তানের কথা শামিল ছিল না। ফলে এই সন্তান কর্তার অধিকারে থাকিবে। পক্ষান্তরে ক্রীতদাসটি (সন্তানের জননী) গোলামের মালিকানায় থাকিবে । কারণ উহা তাহারই সম্পদ।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর পক্ষ হইতে মীরাস সূত্রে একটি মুকাতাব গোলাম লাভ করিয়াছে, সে এবং তাহারা উভয়ে "বদল-এ কিতাবাত" পরিশোধ করার পূর্বে যদি উহার মৃত্যু হয় তবে তাহারা উভয়ে কুরআনে বর্ণিত মীরাস আইন অনুযায়ী পরস্পর মীরাস বন্টন করিয়া লইবে। আর যদি "বদল-এ কিতাবাত" পরিশাধ করার পর উহার মৃত্যু হয় তবে উহার মীরাস লাভ করিবে (স্ত্রীর) পুত্র, উহার মীরাসে স্বামীর কোন হক থাকিবে না।

মালিক (র) বলেন : যে মাকাতিব তাহার ক্রীতদাসের সহিত কিতাবাত চুক্তি করিয়াছে তাহার ব্যাপারে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যদি সে ক্রীতদাসের প্রতি উদারতা ও মমতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইহা করিয়া থাকে এবং উহা জানাও যায় এইভাবে যে, সে ক্রীতদাসের কিতাবাত চুক্তির নির্ধারিত অর্থ হইতে কিছু পরিমাণ অর্থ ছাড়িয়া দেয় তবে ইহা বৈধ হইবে না। আর যদি উৎসাহ, অর্থ উপার্জন ও অতিরিক্ত অনুসন্ধান এবং তাহার আযাদীর পথে মদদ লাভের উদ্দেশ্যে স্বীয় এক ক্রীতদাসের সহিত মুকাতাবাত করিয়া থাকে তবে (তাহার জন্য) ইহা বৈধ হইবে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি নিজের মুকাতাব ক্রীতদাসীর সহিত সঙ্গম করিয়াছে, উহাতে যদি সে অন্তঃসত্ত্বা হয়, তবে উহার ইখতিয়ার থাকিবে, ইচ্ছা হইলে (কর্তার) উম্মে-ওয়ালাদ হিসাবে থাকিবে, অথবা ইচ্ছা করিলে (তাহার সাবেক) কিতাবাতের প্রতিশ্রুতি মুতাবিক অগ্রসর হইতে থাকিবে। আর যদি সে অন্তঃসত্ত্বা না হয়, তবে সে কিতাবাতের উপর বহাল থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট যেই সিদ্ধান্তে মতৈক্য স্থাপিত হইয়াছে তাহা এই, যে ক্রীতদাস দুই ব্যক্তির মালিকানাতে থাকে, তাহাদের একজন ক্রীতদাস হইতে নিজের অংশে কিতাবাত চুক্তি করিতে পারিবে না, তাহার অপর শরীক ইহার অনুমতি দিক বা না দিক। তবে যদি তাহারা উভয়ে একত্রে ক্রীতদাসের সহিত কিতাবাত চুক্তি করে (তাহা বৈধ হইবে। কারণ কিতাবাত হইল ক্রীতদাসের জন্য আযাদ লাভের চুক্তি, যাহার উপর কিতাবাত নির্ধারিত হইয়াছে-ক্রীতদাস যদি উহা পরিশোধ করে তবে ক্রীতদাস আযাদ হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যে শরীক কিছু অংশের কিতাবাত করিয়াছে তাহার পক্ষে ক্রীতদাসের আযাদী পূর্ণরূপে সম্পন্ন করা জরুরী নহে। ইহা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন তাহার বিপরীত। (তিনি বলিয়াছেন) যে ব্যক্তি ক্রীতদাসে তাহার যে অংশ রহিয়াছে তাহা আযাদ করিয়া দেয় ন্যায়সঙ্গতভাবে তাহার উপর (অবশিষ্ট অংশের) মূল্য নির্ধারণ করা হইবে (ইহা আযাদীর ব্যাপারে প্রযোজ্য কিন্তু কিতাবাতের ব্যাপারে প্রযোজ্য নহে)।

মালিক (র) বলেন : যদি এক অংশীদার কিতাবাত করিয়াছে, উহা সম্পর্কে অন্য অংশীদার জ্ঞাত নহে, মুকাতাব হইতে সে সম্পূর্ণ বদল-এ কিতাবাত (বিনিময়ের মূল্য) আদায় করিয়াছে অথবা বদল-এ কিতাবাত

আদায় করে নাই, অথচ অন্য শরীক তখনও ইহা জানে না-এই অবস্থায় সেই শরীক কিতাবাতের অর্থ হইতে যাহা গ্রহণ করিয়াছে উহা ফিরাইয়া দিবে। তারপর সে এবং তাহার শরীক হিস্‌সা মুতাবিক উহা ভাগ করিয়া লইবে এবং তাহার কিতাবাত বাতিল হইয়া যাইবে। ক্রীতদাস প্রথম অবস্থায় যেমন ক্রীতদাস ছিল এখনও উভয়ের ক্রীতদাস থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : যে মুকাতাব ক্রীতদাস দুই কর্তার মালিকানায় রহিয়াছে। এক কর্তা ক্রীতদাসকে তাহার হকের ব্যাপারে কিছু অবকাশ দিল। অপর কর্তা অবকাশ দিতে অস্বীকার করিল। অতঃপর যে অবকাশ প্রদান করিতে অস্বীকার করিয়াছে সে তাহার কিছু হক (ক্রীতদাস হইতে) আদায় করিয়াছে। তারপর মুকাতাব-এর মৃত্যু হইল। সে যাহা মাল রাখিয়া গিয়াছে উহাতে "বদল-এক কিতাবাত" পূর্ণ হওয়ার নহে। মালিক (র) বলেন : তাহারা (দুই শরীক) উভয়ে ভাগ করিবে তাহাদের উভয়ের হিস্‌সা মুতাবিক। (অর্থাৎ) তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অংশ পরিমাণ গ্রহণ করিবে, আর যদি মুকাতাব "বদল-এ কিতাবাত" হইতে অতিরিক্ত মাল রাখিয়া যায়, তবে তাহাদের প্রত্যেকে 'বদল-এ কিতাবাত"-এর স্ব-স্ব হিস্‌সা গ্রহণ করিবে, অবশিষ্ট যাহা থাকে উহা উভয়ের মধ্যে সমভাবে বন্টন করিয়া লইবে। আর যদি মুকাতাব অপারক হয়, (অপর দিকে) সেই অংশীদার অবকাশ দেয় নাই সে তাহার অপর অংশীদার অপেক্ষা অধিক (অর্থ) গ্রহণ করিয়াছে, তবে তাহাদের উভয়ের মধ্যে ক্রীতদাসের অংশ থাকিবে অর্ধেক অর্ধেক। যে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়াছে সে তাহার অংশীদারকে উহা ফেরত দিবে না। কারণ সে অংশীদারের অনুমতি লইয়া তাহার প্রাপ্য হক গ্রহণ করিয়াছে। আর যদি এক অংশীদার তার প্রাপ্য অংশ মাফ করিয়া দেয় অতঃপর তাহার অপর অংশীদার ক্রীতদাস হইতে (তাহার প্রাপ্য হইতে) কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছে। তারপর মুকাতাব গোলাম অপারক হইয়াছে। তবে গোলাম উভয়ের মধ্যে (সমান সমান) হইবে। আর যে শরীকদার কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়াছে সে আপন অংশীদারকে কিছুই ফেরত দিবে না। কারণ সে ক্রীতদাসের উপর তাহার যাহা প্রাপ্য ছিল উহা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ, দুই ব্যক্তির এক ব্যক্তির উপর ঋণ রহিয়াছে একই সূত্রে, তাহাদের একজন (খাতককে) অবকাশ দিল, অপর ব্যক্তি কৃপণতা করিল এবং তাহার কিছু প্রাপ্য উশুল করিল, তারপর (غريم) খাতক (مفلس) রিক্ত হস্ত হইয়া গেল। (এই অবস্থাতে) যে ব্যক্তি তাহার হক গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে যাহা গ্রহণ করিয়াছে উহা হইতে (অপর ঋণ তাহার জন্য) কিছু ফিরাইয়া দিতে হইবে না।

(٢) باب الحمالة فى الكتابة

পরিচ্ছেদ ২ : "বদল-এ কিতাবাত"-এর ব্যাপারে জামিন[১]

٤-قَالَ مَالِكٌ : الْأَمرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ؛ أَنَّ الْعَبِيْدَ إِذَا كُوْتِبُوا جَمِيْعًا . كِتَابَةً وَاحِدَةً. فَإِنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ. وَإِنَّهُ لاَ يُوْضَعُ عَنْهُمْ ، لِمَوْتِ أَحَدِهِمْ ، شَيْءٌ. وَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمْ : قَدْ عَجَزْتُ. وَأَلْقَى بِيَدَيْهِ. فَإِنَّ لِأَصْحَابِهِ أَنْ يَسْتَعْمِلُوْهُ فِيْمَا يُطِيْقُ

১. হামীল (حميل) বলা হয় জামিনকে, হামীল যে বোঝা বহন করে, জামিনদার যাহার জামিন হইয়া উহার বোঝা উঠাইয়া থাকে, "বদল-এ কিতাবাত" কয়েকজন ক্রীতদাসের সহিত একত্রে আযাদীর চুক্তি হইলে তবে উহাদের একজন অক্ষম হইলে দলের অন্যান্য ক্রীতদাস অপারকের পক্ষে অর্থ আদায়ের জামিন হইবে, অন্য কোন ব্যক্তি জামিন হইলে উহা বৈধ নহে।

مِنَ الْعَمَلِ. وَيَتَعَاوَنُوْنَ بِذٰلِكَ فِيْ كِتَابَتِهِمْ. حَتّٰى يَعْتِقَ بِعِتْقِهِمْ. إِنْ عَتَقُوْا. وَيَرِقَّ بِرِقِّهِمْ. إِنْ رَقُّوْا.

قَالَ مَالِكٌ : اَلْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ؛ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ. لَمْ يَنْبَغِ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَتَحَمَّلَ لَهُ، بِكِتَابَةِ عَبْدِهِ ، أَحَدٌ. إِنْ مَاتَ الْعَبْدُ أَوْ عَجَزَ . وَلَيْسَ هٰذَا مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِنْ تَحَمَّلَ رَجُلٌ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ، بِمَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. ثُمَّ اتَّبَعَ ذٰلِكَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قِبَلَ الَّذِى تَحَمَّلَ لَهُ. أَخَذَ مَالَهُ بَاطِلاً : لاَهُوَ ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَ ، فَيَكُوْنَ مَاأُخِذَ مِنْهُ مِنْ ثَمَنِ شَيْءٍ هُوَ لَهُ. وَلاَ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ، فَيَكُوْنَ فِيْ ثَمَنِ حُرْمَةٍ ثَبَتَتْ لَهُ. فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ. وَكَانَ عَبْدًا مَمْلُوكًا لَهُ. وَذٰلِكَ اَنَّ الْكِتَابَةَ لَيْسَتْ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ يُتَحَمَّلُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ بِهَا. إِنَّمَا هِىَ شَيْءٌ. إِنْ اَدَّاهُ الْمُكَاتَبُ عَتَقَ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، لَمْ يُحَاصَّ الْغُرَمَاءَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ. وَكَانَ الْغُرَمَاءُ أَوْلَى بِذٰلِكَ مِنْ سَيِّدِهِ. وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ. رُدَّ عَبْدًا مَمْلُوكًا لِسَيِّدِهِ. وَكَانَتْ دُيُوْنُ النَّاسِ فِى ذِمَّةِ الْمُكَاتَبِ. لاَ يَدْخُلُونَ مَعَ سَيِّدِهِ فِى شَيْءٍ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيْعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ يَتَوَارَثُوْنَ بِهَا، فَإِنْ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ. وَلاَ يَعْتِقُ بَعْضُهُمْ دُوْنَ بَعْضٍ حَتّٰى يُؤَدُّوا الْكِتَابَةَ كُلَّهَا. فَإِنْ مَاتَ أَحَدٌ مِنْ هُمْ وَتَرَكَ مَالاً هُوَأَكْثَرُ مِنْ جَمِيْعِ مَا عَلَيْهِمْ. أُدِّىَ عَنْهُمْ جَمِيْعُ مَا عَلَيْهِمْ. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ لِسَيِّدِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لِمَنْ كَاتَبَ مَعَهُ مِنْ فَضْلِ الْمَالِ شَيْءٌ. وَيَتْبَعُهُمُ السَّيِّدُ بِحِصَصِهِمْ الَّتِى بَقِيَتْ عَلَيْهِمْ. مِنَ الْكِتَابَةِ الَّتِى قُضِيَتْ مِنْ مَالِ الْهَالِكِ. لأَنَّ الْهَالِكَ إِنَّمَا كَانَ تَحَمَّلَ عَنْهُمْ. فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤَدُّوا مَا عَتَقُوا بِهِ مِنْ مَالِهِ. وَإِنْ كَانَ لِلْمُكَاتَبِ الْهَالِكِ وَلَدٌ حُرٌّ لَمْ يُوْلَدْ فِى الْكِتَابَةِ. وَلَمْ يُكَاتَبْ عَلَيْهِ. لَمْ يَرِثْهُ. لأَنَّ الْمُكَاتَبَ لَمْ يُعْتَقْ حَتّٰى مَاتَ.

রেওয়ায়ত ৪

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট এই ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্ত হইল এই—কয়েকজন ক্রীতদাসের সহিত একই চুক্তিতে কিতাবাত করা হইলে তবে তাহাদের একজন অপরজনের জামিন হইবে,

তাহাদের মধ্যে একজনের মৃত্যুর কারণে তাহাদের উপর হইতে কিছু কমানো হইবে না। উহাদের একজন যদি বলে, আমি অপারক হইয়াছি এবং হাত ছাড়িয়া দেয়, তবে তাহার সাথীগণের অধিকার থাকিবে তাহাকে সাধ্যমত কাজে লাগানো এবং তাহার দ্বারা তাহারা তাহাদের কিতাবাতের (বিনিময় মূল্য পরিশোধ) ব্যাপারে সহযোগিতা করিবে যেন তাহারা আযাদ হইলে সেও আযাদ হইয়া যায়। আর তাহারা গোলাম থাকিয়া গেলে সেও গোলাম থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : এই ব্যাপারে আমাদের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত অভিমত হইল, কর্তা ক্রীতদাসের সহিত কিতাবাত চুক্তি করিলে তবে ক্রীতদাসের কিতাবাতের ব্যাপারে কর্তা অন্য কাহাকেও জামিন করিবে না। এমন কি গোলাম মারা গেলেও অথবা অপারক হইলেও। ইহা মুসলমানদের তরীকা নহে। কারণ যদি কোন ব্যক্তি "বদল-এ কিতাবাতের" ব্যাপারে মুকাতাব-এর পক্ষে কর্তার নিকট জামিন হয়, তারপর মুকাতাব-এর কর্তা সেই মাল জামিনদারের নিকট হইতে আদায় করে তবে এই মাল অন্যায়ভাবে সে গ্রহণ করিল। যেহেতু সে ব্যক্তি মুকাতাবকে খরিদও করে নাই, খরিদ করিলে তাহা মূল্য হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইত। পক্ষান্তরে মুকাতাব আযাদও হয় নাই, তাহা হইলে যাহা জামিনদার হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে উহা ক্রীতদাসের আযাদীর বিনিময় হিসাবে ধরা যাইত, মুকাতাব অক্ষম হইলে সে কর্তার দিকে ফিরিবে এবং সে কর্তার মালিকানায় দাস থাকিয়া যাইবে।

ইহা এইজন্য যে, কিতাবাত কোন দরকারী ঋণ নহে যাহার জন্য মুকাতাবের কর্তাকে কিতাবাতের জামানত দেওয়া যায়, বরং কিতাবাত হইতেছে এমন একটি বস্তু মুকাতাব উহা আদায় করিলে আযাদ হইয়া যাইবে। আর যদি মুকাতাব-এর মৃত্যু হয় এবং তাহার জিম্মায় ঋণ থাকে তবে ঋণদাতাগণ মাকাতিব-এর কর্তার জন্য কিতাবাতের কারণে কোন হিস্‌সা বরাদ্দ করিবে না। ঋণদাতাগণ কর্তা অপেক্ষা মাকাতিবের মালের অধিক হকদার, আর যদি মাকাতিব অপারক হয় এবং তাহার উপর লোকের ঋণ রহিয়াছে তবে উহাকে, কর্তার গোলামির দিকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। লোকদের ঋণসমূহ মুকাতাব-এর জিম্মায় থাকিবে; ঋণদাতাগণ ক্রীতদাসের কর্তার সহিত তাঁহার মূল্যের মধ্যে অংশীদার হইবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি (ক্রীতদাসদের) এক দলের সহিত মুকাতাবাত করিয়াছে (সকলের সহিত) একই কিতাবাতের মাধ্যমে এবং উহাদের মধ্যে আত্মীয়তায় কোন বন্ধন নাই, যদ্দরুন উহারা পরস্পর মীরাসের অধিকারী হয়, তবে উহারা একে অপরের জামিন হইবে, একজনকে ছাড়িয়া অন্যজন আযাদ হইবে না, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ "বদল-এ কিতাবাত" সকলে পরিশোধ না করে যদি উহাদের মধ্যে কাহারো মৃত্যু হয় এবং সে মাল রাখিয়া যায়, যে মাল উহাদের সকলের জিম্মায় যে "বদল-এ কিতাবাত" রহিয়াছে তাহা হইতেও বেশি। তবে উহাদের জিম্মায় যে অর্থ রহিয়াছে উহা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হইবে, অবশিষ্ট মাল তাহার কর্তা পাইবে। মৃত ব্যক্তির সহিত কিতাবাতে যাহারা শরীক ছিল তাহারা অবশিষ্ট মালের কোন অংশ পাইবে না।

কর্তা তাহাদের নিকট হইতে "বদল-এ কিতাবাতে" উহাদের যে হিস্‌সাসমূহ রহিয়াছে সেই সব উশুল করিবে। তাহাদের নিকট হইতে যেই সব মাল মৃত (মাকাতিব) ব্যক্তির মাল হইতে শোধ করা হইয়াছিল। কারণ মৃত ব্যক্তি তাহাদের দায়িত্ব উঠাইয়াছে (কিতাবাত এক হওয়ার দরুন) উহাদের দায়িত্ব হইবে উহারা সকলে উহার (মৃত ব্যক্তির) মাল পরিশোধ করিয়া দেওয়া যদ্দারা তাহারা আযাদী লাভ করিয়াছে। আর যদি

মৃত মুকাতাবেরে কোন আযাদ সন্তান থাকে যে কিতাবাতকালীন সময়ে পয়দা হয় নাই এবং উহাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া কিতাবাত করা হয় নাই, তবে এই ছেলে তাহার মৃত পিতার মীরাসের কোন কিছু পাইবে না। কারণ মুকাতাব (তাহার পিতা) মৃত্যুর সময় আযাদী লাভ করে নাই।

(٣) باب القطاعة فى الكتابة

পরিচ্ছেদ ৩ : বদল-এ কিতাবাত (বিনিময় মূল্য) হইতে (কিতা'আ[১]) কর্তন করা

৫-**حدّثنى** مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَتْ تُقَاطِعُ مُكَاتَبِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى الْمُكَاتَبِ يَكُوْنُ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ. فَإِنَّهُ لاَيَجُوزُ لاَحَدِهِمَا أَنْ يُقَاطِعَهُ عَلَى حِصَّتِهِ. إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ وَمَا لَهُ بَيْنَهُمَا. فَلاَ يَجُوْزُ لأَحَدِهِمَا أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ شَرِيكِهِ. وَلَوْ قَاطَعَهُ أَحَدُهُمَا دُوْنَ صَاحِبِهِ ثُمَّ حَازَ ذٰلِكَ . ثُمَّ مَاتَ الْمُكَا تَبُ وَلَهُ مَالٌ. أَوْ عَجَزَ . لَمْ يَكُنْ لِمَنْ قَاطَعَهُ شَيْءُ مِنْ مَالِهِ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرُدَّ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ. وَيَرْجِعَ حَقُّهُ فِى رَقَبَتِهِ. وَلٰكِنْ مَنْ قَاطَعَ مُكَاتَبًا بِإِذْنِ شَرِيْكِهِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. فَإِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ الَّذِى أَخَذَ مِنْهُ مِنَ الْقِطَاعَةِ. وَيَكُوْنُ عَلَى نَصِيْبِهِ مِنْ رَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ كَانَ ذٰلِكَ لَهُ. وَانْ مَاتَ الْمُكَا تَبُ. وَتَرَكَ مَا لاً. اسْتَوْفَى الَّذِى بَقِيَتْ لَهُ الْكِتَا بَةُ. حَقَّهُ الَّذِى بَقِىَ لَهُ عَلَى الْمُكَا تَبِ مِنْ مَالِهِ. ثُمَّ كَانَ مَا بَقِىَ مِنْ مَالِ الْمُكَاتَبِ بَيْنَ الَّذِى قَاطَعَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ. عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا فِى الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا قَاطَعَهُ وَتَمَاسَكَ صَاحِبُهُ بِالْكِتَابَةِ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَا تَبُ. قِيْلَ لِلَّذِى قَاطَعَهُ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تَرُدَّ عَلَى صَا حِبِكَ نِصْفَ الَّذِى أَخَذْتَ ، وِيَكُوْنُ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ . وَإِنْ أَبَيْتَ ، فَجَمِيْعُ الْعَبْدِ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ خَالِصًا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمُكَاتَبِ يَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، فَيُقَاطِعُهُ أَحَدُهُمَا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْتَضِى الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ.

---

১. কিতা'আঃ (قطاعة) অর্থ কর্তন করা ইহার দ্বারা ক্রীতদাস কর্তার তাগাদাকে কাটিয়া দেয়, অথবা কর্তা গোলামির রজ্জু কাটিয়া দিয়া গোলামকে আযাদ করিয়া দেয়। ইহা এইরূপ : কর্তা চুক্তি করিয়াছে মুকাতাবের সহিত, এক বৎসরে দুই কিস্তিতে এক হাজার টাকা দিলে কর্তা মুকাতাবকে আযাদ করিয়া দিবে। অতঃপর কর্তা বলিল, আমাকে নগদ পাঁচ শত টাকা দাও, অবশিষ্ট পাঁচ শত টাকার দাবি আমি ছাড়িয়া দিলাম, তুমি পাঁচ শত টাকা শোধ করিলে আযাদ হইয়া যাইবে। ইহাকে (قطاعة) কিতা'আঃ বলা হয়।

قَالَ مَالِكُ : فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، لأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ. وَإِنِ اقْتَضَى أَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ الَّذِى قَاطَعَهُ ، ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ ، فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، وَيَكُوْنُ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، فَذلِكَ لَهُ. وَإِنْ أَبَى ، فَجَمِيْعُ الْعَبْدِ لِلَّذِىْ لَمْ يُقَاطِعْهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَا تَبُ وَتَرَكَ مَالاً. فَأَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ. وَيَكُوْنُ الْمِيْرَاثُ بَيْنَهُمَا. فَذٰلِكَ لَهُ. وَإِنْ كَانَ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ قَدْ أَخَذَ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ شَرِيكُهُ. أَوْأَفْضَلَ. فَالْمِيْرَاثُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرِ مِلْكِهِمَا. لأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ.

قَالَ مَالِكُ ، فِى الْمُكَاتَبِ يَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. ثُمَّ يَقْبِضُ الَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ أَقَلَّ مِمَّا قَاطَعَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ.

قَالَ مَالِكُ : إِنْ أَحَبَّ الَّذِى قَاطَعَ الْعَبْدَ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ نِصْفَ مَا تَفَضَّلَهُ بِهِ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ. وَإِنْ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ، فَلِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالرِّقِّ حِصَّةُ صَاحِبِهِ الَّذِى كَانَ قَاطَعَ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبَ.

قَالَ مَالِكُ : وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ ، أَنَّ الْعَبْدَ يَكُوْنُ بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ. فَيُكَاتِبَانِهِ جَمِيْعًا. ثُمَّ يُقَاطِعُ أَحَدُهُمَا الْمُكَاتَبَ عَلَى نِصْفِ حَقِّهِ. بِإِذْنِ صَاحِبِهِ. وَذٰلِكَ الرُّبُعُ مِنْ جَمِيْعِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يَعْجِزُ الْمُكَاتَبُ. فَيُقَالُ لِلَّذِى قَاطَعَهُ : إِنْ شِئْتَ فَارْدُدْ عَلَى صَاحِبِكَ نِصْفَ مَا فَضَلْتَهُ بِهِ ، وَيَكُوْنَ الْعَبْدُ بَيْنَكُمَا شَطْرَيْنِ. وَإِنْ أَبَى، كَانَ لِلَّذِى تَمَسَّكَ بِالْكِتَابَةِ رُبُعُ صَاحِبِهِ الَّذِى قَاطَعَ الْمُكَاتَبِ عَلَيْهِ خَالِصًا . وَكَانَ لَهُ نِصْفُ الْعَبْدِ . فَذٰلِكَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْعَبْدِ . وَكَانَ لِلَّذِىْ قَاطَعَ رُبُعُ الْعَبْدِ . لأَنَّهُ أَبَى أَنْ يَرُدَّ ثَمَنَ رُبُعِهِ الَّذِى قَاطَعَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكُ ، فِى الْمُكَاتَبِ يُقَاطِعُهُ سَيِّدُهُ. فَيَعْتِقُ. وَيَكْتُبُ عَلَيْهِ مَا بَقِىَ مِنْ قَطَاعَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. ثُمَّ يَمُوْتُ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنُ لِلنَّاسِ.

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّ سَيِّدَهُ لاَ يُحَاصُّ غُرَمَاءَهُ بِالَّذِي عَلَيْهِ مِنْ قَطَاعَتِهِ. وَلِغُرَمَائِهِ أَنْ يُبَدَّؤُا عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُقَاطِعَ سَيِّدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ. فَيَعْتِقُ وَيَصِيرُ لاَ شَيْءَ لَهُ. لأَنَّ أَهْلَ الدَّيْنِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ سَيِّدِهِ. فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِجَائِزٍ لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يُقَاطِعُهُ بِالذَّهَبِ. فَيَضَعُ عَنْهُ مِمَّا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. عَلَى أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ مَا قَاطَعَهُ عَلَيْهِ : أَنَّهُ لَيْسَ بِذٰلِكَ بَأْسٌ. وَإِنَّمَا كَرِهَ ذٰلِكَ مَنْ كَرِهَهُ ، لأَنَّهُ أَنْزَلَهُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ اِلَى أَجَلٍ ، فَيَضَعُ عَنْهُ ، وَيَنْقُدُهُ. وَلَيْسَ هٰذَا مِثْلَ الدَّيْنِ. إِنَّمَا كَانَتْ قَطَاعَةُ الْمُكَاتَبِ سَيِّدَهُ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مَالاً فِي أَنْ يَتَعَجَّلَ الْعِتْقَ . فَيَجِبُ لَهُ الْمِيرَاثُ وَالشَّهَادَةُ وَالْحُدُودُ. وَتَثْبُتُ لَهُ حُرْمَةُ الْعَتَاقَةِ. وَلَمْ يَشْتَرِ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ. وَلاَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ. وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ : ائْتِنِي بِكَذَا وَكَذَا دِينَارًا. وَأَنْتَ حُرٌّ. فَوَضَعَ عَنْهُ مِنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ : إِنْ جِئْتَنِي بِأَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَأَنْتَ حُرٌّ. فَلَيْسَ هٰذَا دَيْنًا ثَابِتًا. وَلَوْ كَانَ دَيْنًا ثَابِتًا لَحَاصَّ بِهِ السَّيِّدُ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ ، إِذَا مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ. فَدَخَلَ مَعَهُمْ فِي مَالِ مُكَاتَبِهِ.

রেওয়ায়ত ৫

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সাল্মা (রা) স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে তাঁহার মুকাতাবদের সঙ্গে মুকাতা'আঃ (مقاطعة কমানোর চুক্তি) করিতেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল এই— যেই মুকাতাব দুই শরীকের মালিকানাতে রহিয়াছে, অপর শরীকের অনুমতি ছাড়া এক শরীকের জন্য তাহার হিস্সাতে মুকাতা'আঃ করা বৈধ নহে। ইহা এইজন্য যে, ক্রীতদাস এবং তাহার মাল উভয়ের মধ্যে মিলিত, কাজেই তাহাদের একজনের জন্য উহার মাল হইতে কিছু অংশ গ্রহণ করা জায়েয নহে, কিন্তু অপর শরীক যদি অনুমতি দেয় (তবে বৈধ হইবে)। আর যদি উহাদের একজন মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আঃ ("বদল-এ কিতাবাত হইতে কমাইবার চুক্তি") করিয়াছে অপর শরীক ছাড়া, অতঃপর উহা সে গ্রহণ করিয়াছে। তারপর মুকাতাবের মৃত্যু হইয়াছে এবং উহার নিকট মাল রহিয়াছে অথবা সে (অর্থ আদায়ে) অক্ষম হইয়া গিয়াছে, তবে যে (শরীক) মুকাতা'আঃ করিয়াছে সে মুকাতাবের মাল হইতে কিছুই পাইবে না। আর বিনিময়ে অর্থের যে অংশ সে মুকাতা'আঃ করিয়াছে অর্থাৎ কমাইয়া দিয়া সে উহা ফেরত দিয়া মুকাতাবের রাকাবা (গর্দান অর্থাৎ দাসত্বের অধিকারী

হওয়া)-তে তাহার (সাবেক) হকের দিকে রুজূ করার ইখতিয়ারও তাহার থাকিবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাহার শরীকের অনুমতি লইয়া মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আঃ করিয়াছে, অতঃপর মুকাতাব অপারক হইয়াছে, তবে যে মুকাতা'আঃ (কমাইবার চুক্তি) করিয়াছে সে মুকাতা'আঃ অনুযায়ী যে অর্থ মুকাতাব (مكاتب) হইতে গ্রহণ করিয়াছে সে অর্থ ফেরত দিয়া পুনরায় মুকাতাবের মধ্যে তাহার অংশের অধিকারী হইতে পছন্দ করিলে ইহা তাহার জন্য বৈধ হইবে। আর যদি মুকাতাব মাল রাখিয়া মারা যায় তবে যাহার কিতাবাত অবশিষ্ট রহিয়াছে (অর্থাৎ যে মুকাতা'আঃ করে নাই সে) মুকাতাব-এর উপর তাহার যে হক রহিয়াছে তাহা মুকাতাবের মাল হইতে পূর্ণভাবে উশুল করিবে। অতঃপর মুকাতাবের যে মাল অবশিষ্ট থাকে উহা যে মুকাতা'আঃ করিয়াছে তাহার এবং তাহার অপর শরীকের মধ্যে বন্টন করা হইবে মুকাতাবের উভয়ের মধ্যে হিস্‌সা অনুযায়ী। আর যদি দুই জনের এক জন মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আঃ করিয়াছে, অন্য শরীক তাহার সাথী কিতাবাতের উপর স্থির করিয়াছে, অতঃপর মুকাতাব অর্থ আদায়ে অপারক হইয়াছে, তবে যে মুকাতা'আঃ করিয়াছে তাহাকে বলা হইবে যে, আপনি ইচ্ছা করিলে যাহা আপনি গ্রহণ করিয়াছেন উহার অর্ধেক আপনার সাথীকে দিয়া দিতে পারেন, গোলাম আপনাদের উভয়ের মধ্যে থাকিবে অর্ধেক অর্ধেক। আর যদি আপনি ইহা অস্বীকার করেন তবে গোলাম সম্পূর্ণ সেই শরীকের হইবে, যে শরীক মুকাতা'আঃ না করিয়া মুকাতাবকে যেমন ছিল তেমনি রাখিয়া দিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : যে মুকাতাব (مكاتب) দুই ব্যক্তির শরীকানাতে রহিয়াছে, তাহাদের একজন তাহার সাথীর (শরীক) অনুমতি লইয়া মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আঃ করিয়াছে, অতঃপর যে শরীক দাস রাখিয়া দিয়াছে সে গ্রহণ করিল (মুকাতাব হইতে) ততটুকু যতটুকুর উপর তাহার সাথী শরীক মুকাতা'আঃ করিয়াছে অথবা ততোধিক। তারপর মুকাতাব অক্ষম হইল, মালিক (র) বলেন : গোলাম তাহাদের উভয়ের মধ্যে থাকিবে। কারণ সে মুকাতাবের উপর তাহার যে হক রহিয়াছে উহা গ্রহণ করিয়াছে, [কাজেই মুকাতা'আঃ যে করে নাই সে, মুকাতা'আঃ যে করিয়াছে তাহার নিকট হইতে কিছুই পাইবে না] আর যে মুকাতা'আঃ করে নাই সে যদি মুকাতা'আকারী অপেক্ষা কম গ্রহণ করিয়া থাকে, অতঃপর মুকাতাব অপারক হইয়া পড়ে, আর যে মুকাতা'আঃ করিয়াছে সে যাহা অতিরিক্ত পাইয়াছে উহা হইতে তাহার সাথী (শরীক)-কে অর্ধেক ফিরাইয়া দেওয়াকে পছন্দ করে, ইহাতে গোলাম উভয়ের মধ্যে হইবে অর্ধেক অর্ধেক। তবে তাহার জন্য ইহার ইখতিয়ার রহিয়াছে, আর সে যদি ইহা অস্বীকার করে তবে মুকাতা'আঃ যে (শরীক) করে নাই গোলাম সম্পূর্ণ সে শরীকের জন্য হইবে। আর যদি মুকাতাবের মৃত্যু হয় এবং সে মাল রাখিয়া যায় এবং যে (শরীক) মুকাতা'আঃ করিয়াছে সে যাহা বেশি পাইয়াছে ইহা হইতে তাহার সাথী (শরীক)-কে অর্ধেক ফিরাইয়া দিতে পছন্দ করে তবে মীরাস তাহাদের উভয়ের মধ্যে মুশতারাক বা মিলিত হইবে, তবে ইহা করিবার ইখতিয়ার রহিয়াছে। আর যে মুকাতা'আঃ করে নাই কিতাবাতকে বহাল রাখিয়াছে সে যদি তাহার শরীক মুকাতা'আকারী যতটুকুর উপর মুকাতা'আঃ করিয়াছে ততটুকু গ্রহণ করে বা তাহার চাইতে বেশি। তবে মীরাস তাহাদের উভয়ের মধ্যে বন্টন করা হইবে। কারণ সে তাহার প্রাপ্য গ্রহণ করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : যে মুকাতাব দুই ব্যক্তির মধ্যে (মিলিত মালিকানায়) রহিয়াছে। অতঃপর তাহাদের একজন তাহার অর্ধেক হকের উপর তাহার সাথীর অনুমতি লইয়া মুকাতা'আঃ করিয়াছে। অতঃপর যে শরীক দাসত্ব বহাল রাখার উপর অটল রহিয়াছে সে তাহার সাথী যতটুকুর উপর মুকাতা'আঃ করিয়াছে ততটুকু হইতে কম (অর্থ) গ্রহণ করিয়াছে। তারপর গোলাম হইয়াছে অপারক।

মালিক (র) বলেন : যে শরীক গোলামের সহিত মুকাতা'আঃ করিয়াছে সে যাহা অতিরিক্ত লইয়াছে উহার অর্ধেক যদি তাহার সাথী (শরীক)-কে ফিরাইয়া দেওয়া ভাল মনে করে তবে গোলাম তাহাদের উভয়ের মধ্যে সমভাবে বহাল থাকিবে। আর যদি ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করে তবে মুকাতাবের সহিত তাহার যে সাথী (শরীক) মুকাতা'আত করিয়াছে তাহার হিস্‌সা পাইবে দাসত্বকে যে বহাল রাখিয়াছে সে।

মালিক (র) বলেন : ইহার ব্যাখ্যা হইতেছে এই, (দৃষ্টান্তস্বরূপ) ক্রীতদাস দুই কর্তার মালিকানায় রহিয়াছে অর্ধেক অর্ধেক ভাগে। তাহারা উভয়ে উহার সহিত মুকাতা'আঃ করিয়াছে। অতঃপর তাহাদের একজন তাহার হকের অর্ধেকের উপর মুকাতাবের সহিত মুকাতা'আঃ করিয়াছে সাথীর অনুমতি লইয়া আর এই অংশ হইতেছে ক্রীতদাসের পূর্ণ মূল্যের এক-চতুর্থাংশ।

অতঃপর মুকাতাব অপারক হইলে (এই অবস্থায়) মুকাতা'আকারী শরীককে বলা হইবে, তুমি যদি ইচ্ছা কর যাহা তুমি অতিরিক্ত গ্রহণ করিয়াছ মুকাতা'আঃ দ্বারা উহার অর্ধেক তোমার সাথীকে ফিরাইয়া দাও, গোলাম তোমাদের উভয়ের মধ্যে থাকিবে দুই ভাগে (অর্ধেক অর্ধেক)। আর সে ইহা না মানিলে তবে যে শরীক কিতাবাতকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে (অর্থাৎ কিতাবাত চুক্তির উপর বহাল রহিয়াছে, মুকাতা'আঃ করে নাই) সে তাহার সাথীর যেই অংশের উপর মুকাতা'আঃ করে নাই, সে তাহার সাথীর যেই অংশের উপর মুকাতাবের সঙ্গে মুকাতা'আঃ করিয়াছে উহার এক-চতুর্থাংশ পাইবে, (পূর্বে) তাহার (মালিকানায়) ছিল গোলামের অর্ধেকাংশ, এইরূপে তাহার (মালিকানায়) আসিয়া যাইবে তিন-চতুর্থাংশ, আর মুকাতা'আকারী শরীকের থাকিবে গোলামের এক-চতুর্থাংশ। কারণ সে, যেই চতুর্থাংশের উপর মুকাতা'আঃ করিয়াছিল উহার মূল্য ফেরত দিতে অস্বীকার করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : যে মুকাতাবের সহিত তাহার কর্তা মুকাতা'আঃ করিয়াছে এবং উহাকে আযাদ করিয়া দিয়াছে এবং কিতা'আঃ বাবদ অবশিষ্ট যাহা অনাদায়ী রহিয়াছে উহা ক্রীতদাসের উপর ঋণ স্বরূপ লিখিয়া দিয়াছে, তারপর মুকাতাবের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার উপর আরও লোকের ঋণ রহিয়াছে। মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাসের উপর কিতা'আত বাবদ কর্তা যাহা পাইবে উহার জন্য তাহার কর্তা অন্যান্য ঋণদাতাদের সঙ্গে শরীক হইয়া অংশ ভাগ করিতে পারিবে না, বরং ঋণদাতাগণ আগে তাহাদের হক উশুল করিয়া লইবে সেই অধিকার তাহাদের রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : মুকাতাবের উপর লোকের ঋণ থাকিলে তাহার জন্য কর্তার সহিত মুকাতা'আঃ করা ঠিক নহে, (এইরূপ করিলে) সে আযাদ হইয়া যাইবে, অথচ তাহার কোন মাল নাই। (কারণ তাহার যাবতীয় মাল ঋণদাতাদের প্রাপ্য হইয়াছে)। কারণ ঋণদাতাগণ তাহার কর্তা অপেক্ষা তাহার মালের বেশি হকদার, তাই এইরূপ করা মুকাতাবের জন্য জায়েয নহে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাসআলা এই, যে ব্যক্তি গোলামের সহিত মুকাতাবাত করিয়াছে, অতঃপর স্বর্ণের বিনিময়ে উহার সহিত মুকাতা'আঃ করিল এবং ক্রীতদাসের জিম্মায় যে "বদল-এ কিতাবাত" (আদায়যোগ্য অর্থ) রহিয়াছে তাহা মাফ করিয়া দিল এই শর্তে যে, যে স্বর্ণের উপর মুকাতা'আঃ হইয়াছে উহা সে কর্তাকে নগদ পরিশোধ করিবে এইরূপ করাতে কোন দোষ নাই। ইহাকে যিনি মাকরূহ্ বলিয়াছেন, তিনি এই জন্য মাকরূহ বলিয়াছেন যে, তিনি ইহাকে ঋণের মতো গণ্য করিয়াছেন। এক ব্যক্তির উপর অন্য ব্যক্তির নির্দিষ্ট সময়ে আদায়যোগ্য ঋণ রহিয়াছে, ঋণদাতা ঋণের কিছু অংশ মাফ করিয়া দিল নগদ অর্থ লইয়া (ইহা জায়েয নহে, কাজেই মুকাতা'আতেও নগদ অর্থের শর্তে কিছু মাফ করিয়া দিলে উহা জায়েয হইবে না)।

মালিক (র) বলেন : ইহা ঋণের মতো নহে, কারণ কর্তার সহিত মুকাতাবের কিতা'আত করার উদ্দেশ্য হইতেছে, কর্তাকে কিছু মাল সে দিবে যেন সে আযাদী ত্বরান্বিত করে। ফলে তাহার জন্য মীরাস এবং সাক্ষ্যদান ও হুদূদের (حدود) অধিকার ওয়াজিব হইবে এবং সাব্যস্ত হইবে তাহার জন্য আযাদী ও সম্মান। সে কোন দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম বা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ খরিদ করে নাই। ইহার দৃষ্টান্ত এইরূপ-যেমন এক ব্যক্তি তাহার গোলামকে বলিল-তুমি এত দীনার যদি নিয়া আস, তবে তুমি আযাদ, তারপর ইহা হইতে কিছু কমাইয়া দিল এবং বলিল, আমার নিকট নির্ধারিত অর্থ হইতে কিছু কম উপস্থিত করিলেও তুমি আযাদ।

ইহা গোলামের জিম্মায় জরুরী হইয়াছে এমন কোন ঋণ নহে. যদি উহা (মুকাতা'আঃ অর্থ) ঋণ হইত তবে মুকাতাব মারা গেলে অথবা মুফসিল (রিক্ত হস্ত) হইলে কর্তা অন্যান্য ঋণদাতার সহিত মিলিত হইয়া তাহার অংশ আদায় করিত এবং উহাদের সহিত "বদল-এ কিতাবাত" আদায়ের ব্যাপারে শামিল হইয়া যাইত।

(٤) باب جراح المكاتب

পরিচ্ছেদ 8 : মুকাতাব কর্তৃক কাহাকে আঘাত করা

٦-قَالَ مَالِكُ : أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ يَجْرَحُ الرَّجُلَ جَرْحًا يَقَعُ فِيْهِ الْعَقْلُ عَلَيْهِ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ قَوِىَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ مَعْ كِتَابَتِهِ ، أَدَّاهُ. وَكَانَ عَلَى كِتَابَتِهِ. فَإِنْ لَمْ يَقْوَ عَلَى ذٰلِكَ ، فَقَدْ عَجَزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ يَنْبَغِى أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ. فَإِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ عَقْلِ ذٰلِكَ الْجَرْحِ ، خُيِّرَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُؤَدِّىَ عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ ، فَعَلَ. وَأَمْسَكَ غُلَامَهُ . وَصَارَ عَبْدًا مَمْلُوكًا. وَإِنْ شَاءَأَنْ يُسَلِّمَ الْعَبْدَ إِلَى الْمَجْرُوحِ أَسْلَمَهُ. وَلَيْسَ عَلَى السَّيِّدِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يُسَلِّمَ عَبْدَهُ.

قَالَ مَالِكُ، فِى الْقَوْمِ يُكَاتَبُوْنَ جَمِيْعًا. فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمْ جَرْحًا فِيْهِ عَقْلٌ.

قَالَ مَالِكُ، : مَنْ جَرَحَ مِنْهُمْ جَرْحًا فِيْهِ عَقْلُ، قِيْلَ لَهُ وَلِلَّذِيْنَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ : أَدُّوا جَمِيْعًا عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ. فَإِنْ أَدَّوْا ثَبَتُوا عَلَى كِتَابَتِهِمْ. وَإِنْ لَمْ يُؤَدُّوا فَقَدْ عَجَزُوا . وَيُخَيَّرُ سَيِّدُهُمْ. فَإِنْ شَاءَ أَدَّى عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ وَرَجَعُوْا عَبِيْدًا لَهُ جَمِيْعًا . وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ الْجَارِحَ وَحْدَهُ وَرَجَعَ الْآخَرُوْنَ عَبِيْدًا لَهُ جَمِيْعًا . بِعَجْزِهِمْ عَنْ اَدَاءِ عَقْلِ ذٰلِكَ الْجَرْحِ الَّذِىْ جَرَحَ صَاحِبُهُمْ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أُصِيْبَ بِجَرْحٍ يَكُوْنُ لَهُ فِيْهِ عَقْلٌ . أَوْ أُصِيْبَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِ الْمُكَاتِبِ الَّذِيْنَ مَعَهُ فِيْ كِتَابَتِهِ . فَإِنْ عَقْلَهُمْ عَقْلُ الْعَبِيْدِ فِيْ قِيْمَتِهِمْ . وَأَنَّ مَا أَخِذَ لَهُمْ مِنْ عَقْلِهِمْ يَدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِمْ الَّذِيْ لَهُ الْكِتَابَةَ وَيَحْسَبُ ذٰلِكَ لِلْمُكَاتِبِ فِيْ اٰخَرِ كِتَابَتِهِ . فَيُوْضَعُ عَنْهُ مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرَ ذٰلِكَ ، أَنَّهُ كَأَنَّهُ كَاتَبَهُ عَلَى ثَلاَثَةِ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ . وَكَانَ دِيَةُ جَرْحِهِ الَّذِى أَخَذَهَا سَيِّدُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ . فَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلَى سَيِّدِهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ فَهُوَ حُرٌّ . وَإِنْ كَانَ الَّذِيْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ . وَكَانَ الَّذِى أَخَذَ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَقَدْ عَتَقَ. وَإِنْ كَانَ عَقْلُ جَرْحِهِ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ. أَخَذَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ مَابَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَعَتَقَ. وَكَانَ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ كِتَابَتِهِ لِلْمُكَاتَبِ . وَلاَ يَنْبَغِي اَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ. فَيَأْ كُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ. أَعْوَرَ أَوْ مَقْطُوْعَ الْيَدِ أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ. وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ. وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ وَلاَ مَاأُصِيْبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ. فَيَأْ كُلَهُ وَيَسْتَهْلِكَهُ. وَلكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِى كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ. وَيُحْسَبُ ذٰلِكَ لَهُ فِي اُخِرِ كِتَابَتِهِ.

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে অতি উত্তম কথা যাহা শুনিয়াছি তাহা এই যে, মুকাতাব কোন ব্যক্তিকে আঘাত করিয়াছে যাহাতে দীয়্যত (খেসারত) ওয়াজিব। মুকাতাব যদি “বদল-এ কিতাবাত”-সহ এই জখমের ক্ষতিপূরণ দিতে সক্ষম থাকে তবে উহা আদায় করিবে এবং সে কিতাবাতের উপর (বহাল) থাকিবে। আর যদি সে সমর্থ না হয়, তবে সে কিতাবাত হইতে অক্ষম হইল। কারণ কিতাবাতের (অর্থ পরিশোধের) পূর্বে এই আঘাতের দীয়্যত পরিশোধ করা ওয়াজিব। সে যদি আঘাতের দীয়্যত পরিশোধ করিতে অক্ষম হয় তবে তাহার কর্তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হইবে, যদি সে পছন্দ করে তবে আঘাতের ক্ষতিপূরণ দিবে এবং গোলামকে আয়ত্তে নেবে। সে (এখন হইতে) তাহার কর্তৃত্বাধীন ক্রীতদাস থাকিবে অথবা সে ইচ্ছা করিলে গোলামকে জখমি ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করিবে। আর কর্তার উপর গোলামকে সোপর্দ করিয়া দেওয়া ছাড়া অন্য কোন দায়িত্ব নাই।

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাসদের একদল সকলে একত্রে মুকাতাবাত করিয়াছে। তারপর উহাদের একজন কাহাকেও এমন আঘাত করিয়াছে যাহাতে দীয়্যত ওয়াজিব হয়। মালিক (র) বলেন : ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় এমন আঘাত উহাদের মধ্যে যে ক্রীতদাস করিয়াছে সে ক্রীতদাসকে এবং কিতাবাত চুক্তিতে উহার সহিত আর যাহারা রহিয়াছে উহাদিগকে বলা হইবে, তোমরা সকলে এই আঘাতের ক্ষতিপূরণ দাও, উহারা যদি ক্ষতিপূরণ আদায় করে তবে সকলে কিতাবাতের উপর বহাল থাকিবে। আর তাহারা আদায় না করিলে তবে তাহারা অপারক বলিয়া প্রমাণিত হইল। উহাদের কর্তাকে ইখ্তিয়ার দেওয়া হইবে। যদি সে ইচ্ছা করে এই আঘাতের ক্ষতিপূরণ দিবে, ক্রীতদাস সকলেই তাহার গোলাম থাকিবে। আর সে যদি ইচ্ছা করে কেবলমাত্র আঘাতকারীকে সোপর্দ করিবে। উহাদের সাথী যে আঘাত করিয়াছিল সেই আঘাতের ক্ষতিপূরণ দিতে তাহারা অক্ষম হওয়ায় তাহাদের সকলেই কর্তার ক্রীতদাসরূপে থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : যে এই বিষয়ে মাসআলাতে আমাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই, তাহা এই : মুকাতাব নিজে যদি এমন কোন আঘাত অন্যের দ্বারা পায় যাহাতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারে। অথবা মুকাতাবের সন্তানদের কেহ এইরূপ আঘাত পায় যাহারা কিতাবাতে মুকাতাবের সহিত শামিল রহিয়াছে। তবে উহাদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য হইবে ক্রীতদাসের ক্ষতিপূরণ উহাদের মূল্য অনুসারে, আর উহাদের জন্য গৃহীত ক্ষতিপূরণ হইবে তাহাদের কর্তার জন্য যিনি কিতাবাত করিয়াছেন। আর মুকাতাব যে মাল (কর্তাকে) দিয়াছে উহা কিতাবাতের শেষে হিসাব করা হইবে, অতঃপর আঘাতের ক্ষতিপূরণ হইতে কর্তা যাহা গ্রহণ করিয়াছে উহা মুকাতাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন : ইহার ব্যাখ্যা এই যে, কর্তা ক্রীতদাসের সহিত মুকাতাবাত করিয়াছে তিন হাজার দিরহামের বিনিময়ে, আর ক্রীতদাসের আঘাতের খেসারত হইতেছে এক হাজার দিরহাম যাহা তাহার কর্তা গ্রহণ করিয়াছে।

অতঃপর মুকাতাব যদি তাহার কর্তাকে দুই হাজার দিরহাম আদায় করে তবে সে আযাদ হইয়া যাইবে। আর যদি তাহার কিতাবাতের অবশিষ্ট রহিয়াছে এক হাজার দিরহাম, পক্ষান্তরে তাহার আঘাতের দীয়্যত যাহা গ্রহণ করিয়াছিল উহা ছিল দুই হাজার দিরহাম তবে মুকাতাব আযাদ হইয়া গিয়াছে। কিতাবাত-এর অর্থ পরিশোধ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা মুকাতাব পাইবে। আর মুকাতাবকে তাহার আঘাতের দীয়্যত হইতে কোন কিছু দেওয়া জায়েয নহে। কারণ সে উহা ব্যয় করিয়া ফেলিবে, বরবাদ করিয়া ফেলিবে; যখন অপারক হইবে তখন তাহার কর্তার দিকে ফিরিবে টেরা চক্ষু, হাত কাটা, ক্ষত দেহ অবস্থায়। কারণ কর্তা তাহার সহিত মুকাতাবাত করিয়াছে তাহার মাল ও উপার্জনের উপর। কর্তা তাহার সহিত এই ব্যাপারে মুকাতাবাত করে নাই, সন্তানের মূল্য গ্রহণ করিবে এবং সে তাহার দেহের আঘাতের যে খেসারত পাইয়াছে ও উহা ব্যয় করিয়াছে এবং বরবাদ করিয়া ফেলিয়াছে উহার উপরও মুকাতাবাত করা হয় নাই। তবে খেসারত দেওয়া হইবে মুকাতাবের জখমের এবং মুকাতাবের সন্তানদের জখমের ও সেই সন্তানদের যাহারা কিতাবাত কার্যকর হওয়াকালীন জন্মগ্রহণ করিয়াছে অথবা যেই সন্তানদের উল্লেখ করিয়া কিতাবাত হইয়াছিল। সেই দীয়্যত কর্তাকে দেওয়া হইবে বটে তবে কিতাবাতের শেষ দিকে উহা হিসাব করা হইবে।

(٥) باب بيع المكاتب

পরিচ্ছেদ ৫ : মুকাতাব-এর কিতাবাত বিক্রয় প্রসঙ্গে

٧-قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مُكَاتَبَ الرَّجُلِ : إِنَّهُ لاَ يَبِيعُهُ. إِذَا كَانَ كَاتَبَهُ بِدَنَانِيْرَ أَوْ دَرَاهِمَ. إِلاَّ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوْضِ يُعَجِّلُهُ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ. لأَنَّهُ إِذَا أَخَّرَهُ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ. وَقَدْ نُهِيَ عَنِ الْكَالِئِ بِالكَالِئِ .

قَالَ : وَإِنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ سَيِّدُهُ بِعَرْضٍ مِنَ الْعُرُوْضِ . مِنَ الْإِبِلِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الْغَنَمِ أَوِ الرَّقِيْقِ. فَإِنَّهُ يَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَشْتَرِيَهُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِلْعُرُوْضِ الَّتِي كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَيْهَا. يُعَجِّلُ ذٰلِكَ وَلاَ يُؤَخِّرُهُ.

قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي الْمُكَاتَبِ : أَنَّهُ إِذَا بِيعَ كَانَ أَحَقَّ بِاشْتِرَاءِ كِتَابَتِهِ مِمَّنِ اشْتَرَاهَا. إِذَا قَوِيَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى سَيِّدِهِ الثَّمَنَ الَّذِي بَاعَهُ بِهِ نَقْدًا. وَذٰلِكَ أَنَّ اشْتِرَاءَهُ نَفْسَهُ عَتَاقَةٌ . وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى مَا كَانَ مَعَهَا مِنَ الْوَصَايَا. وَإِنْ بَاعَ بَعْضُ مَنْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبَ نَصِيْبَهُ مِنْهُ. فَبَاعَ نِصْفَ الْمُكَاتَبِ أَوْثُلُثَهُ أَوْرُبُعَهُ. أَوْ سَهْمًا مِنْ أَسْهُمِ الْمُكَاتَبِ. فَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ فِيمَا بِيعَ مِنْهُ شُفْعَةٌ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ يَصِيْرُ بِمَنْزِلَةِ الْقَطَاعَةِ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَ مَنْ كَاتَبَهُ. إِلاَّ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ. وَأَنَّ مَا بِيعَ مِنْهُ لَيْسَتْ لَهُ بِهِ حُرْمَةٌ تَامَّةٌ. وَأَنَّ مَالَهُ مَحْجُوْرٌ عَنْهُ. وَأَنَّ اشْتِرَاءَهُ بَعْضَهُ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنْهُ الْعَجْزُ. لِمَا يَذْهَبُ مِنْ مَالِهِ. وَلَيْسَ ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاءِ الْمُكَاتَبِ نَفْسَهُ كَامِلاً. إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَنْ بَقِيَ لَهُ فِيْهِ كِتَابَةٌ. فَإِنْ أَذِنُوْا لَهُ كَانَ أَحَقَّ بِمَا بِيعَ مِنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَ يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُوْمِ الْمُكَاتَبِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ. إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ. وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُوْنٌ لِلنَّاسِ. لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا. وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْمًا مِنْ نُجُوْمِ الْمُكَاتَبِ . بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمكَاتِبِ فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لاَ يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلاَمِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ. وَكَذٰلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلاَمِهِ. فَلاَ يُحَاصُّ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ ، غُرَمَاءَ غُلاَمِهِ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَشْتَرِىَ الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ بِعَيْنٍ أَوْ عَرْضٍ مُخَالِفٍ لِمَا كُوتِبَ بِهِ مِنَ الْعَيْنِ أَوِ الْعَرْضِ. أَوْ غَيْرِ مُخَالِفٍ مُعَجَّلٍ أَوْ مُؤَخَّرٍ.

قَالَ مَالِكٌ : فِى الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَوَلَدًا لَهُ صِغَارًا. مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا . فَلاَ يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْىِ. وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ. قَالَ : تُبَاعُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ. إِذَا كَانَ فِى ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعُ كِتَابَتِهِمْ. أُمَّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ. يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيَعْتِقُوْنَ. لأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لاَ يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ. فَهٰؤُلاَءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ. فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ ثَمَنُهَا. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِىْ ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى عَنْهُمْ. وَلَمْ تَقْوَ هِىَ وَلاَ هُمْ عَلَى السَّعْىِ. رَجَعُوْا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَبْتَاعُ كِتَابَةَ الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَهْلِكُ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ كِتَابَتَهُ : أَنَّهُ يَرِثُهُ الَّذِى اشْتَرَى كِتَابَتَهُ. وَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ رَقَبَتُهُ . وَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ كِتَابَتَهُ إِلَى الَّذِى اشْتَرَاهَا وَعَتَقَ. فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِىْ عَقَدَ كِتَابَتَهُ. لَيْسَ لِلَّذِى اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْ وَلاَئِهِ شَىْءٌ.

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র) বলেন : এই বিষয়ে সর্বোত্তম যাহা আমি শুনিয়াছি সেই ব্যক্তি সম্পর্কে-যে কোন লোকের মুকাতাবকে খরিদ করে। সেই মুকাতাব-এর সহিত দিরহাম বা দীনারের পরিবর্তে কিতাবাত করা হইলে তবে উহাকে (দিরহাম বা দীনার ব্যতীত) অন্য কোন পণ্যের বিনিময়ে নগদ বিক্রি করিতে পারিবে। কারণ বিক্রি করা হইলে তবে হইবে ঋণের বিনিময়ে বিক্রয় করা। পক্ষান্তরে ঋণের বিনিময়ে ঋণ বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। মালিক (র) বলেন : মুকাতাবের কর্তা যদি উহার সহিত কোন মালের যথা উট, গরু, ছাগল অথবা ক্রীতদাসের উপর মুকাতাবাত করিয়া থাকে, তবে ক্রেতা মুকাতাবকে স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য অথবা যে পণ্যের দ্রব্যের বিনিময়ে কর্তা উহার সহিত মুকাতাবাত করিয়াছে সে পণ্যের বিপরীত পণ্যের বিনিময়ে ক্রয় করিতে পারিবে, তবে মূল্য নগদ পরিশোধ করিতে হইবে, বাকী নহে।

মালিক (র) বলেন : মুকাতাবের ব্যাপারে অতি ভাল অভিমত আমি যাহা শুনিয়াছি তাহা এই— যদি উহাকে বিক্রয় করা হয়, তবে যে উহাকে খরিদ করিয়াছে তাহার অপেক্ষা মুকাতাবই আপন কিতাবাত ক্রয় করার অধিক হকদার, যেই মূল্যে উহাকে তাহার কর্তা বিক্রয় করিয়াছে সেই মূল্য নগদ পরিশোধ করিতে মুকাতাব যদি সক্ষম হয়, কারণ মুকাতাব কর্তৃক তাহার নিজেকে ক্রয় করা আযাদী বটে, (মুকাতাব ক্রয়

করিলে সাথে সাথে আযাদ হইয়া যাইবে, অন্য কেহ খরিদ করিলে হয়ত গোলাম বানাইয়া রাখিবে) [আরও এইজন্য যে,] কিতাবাতের সঙ্গে অন্যান্য যেই সব ওসীয়ত থাকে সেই সবের যাহারা কিতাবাত করিয়াছে তাহাদের কোন শরীক যদি নিজের অংশ বিক্রি করে যথা— মুকাতাবের অর্ধেকাংশ অথবা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অথবা মুকাতাবের অংশসমূহ হইতে যেকোন অংশ তবে বিক্রীত অংশে মুকাতাবের জন্য শুফ'আ-এর দাবি করার হক থাকিবে না। কারণ (অংশ বিক্রয় করা) ইহা কিতা'আতের মত। আর মুকাতাবের কিছু অংশে কিতা'আত করা অন্যান্য শরীকদের অনুমতি ব্যতীত জায়েয নহে। আর মুকাতাবের যে অংশ বিক্রি করা হইয়াছে উহার দ্বারা তাহার জন্য সম্পূর্ণ হুরমত [আযাদ ব্যক্তির মর্যাদা লাভ] প্রতিষ্ঠিত হইবে না। মুকাতাবের মালে তিনি অধিকার বর্জিত। পক্ষান্তরে আংশিক খরিদের পর তাহার অপারক হওয়ার আশংকাও করা যাইতে পারে, যদ্দরুন যে অংশ সে খরিদ করিয়াছিল তাহার অপারক হওয়াতে সেই অর্থও বিফলে যাইতে পারে। ইহা মুকাতাব কর্তৃক নিজেকে সম্পূর্ণ ক্রয় করার মতো (ব্যাপার) নহে। তবে যদি তাহার কিতাবাতে যাহার অংশ অবশিষ্ট রহিয়াছে সে যদি অনুমতি দেয় (তাহা হইলে বৈধ হইবে) শরীকদারগণ যদি তাহার অংশ (যাহা বিক্রয় করা হইবে) খরিদ করার তাহাকে অনুমতি দেয় তবে সে ইহার অধিক হকদার হইবে।

মালিক (র) বলেন : মুকাতাব-এর কিস্তিসমূহের কোন কিস্তির বিক্রয় জায়েয নহে, কারণ ইহার ধোঁকা আছে। মুকাতাব অপারক হইয়া গেলে উহার জিম্মায় যে অর্থ (বদলে-কিতাবাতের) রহিয়াছে তাহা বাতিল হইয়া যাইবে। আর যদি মুকাতাব-এর মৃত্যু হয় অথবা সে মুফলিস (রিক্তহস্ত) হইয়া যায় এবং তাহার উপর লোকের ঋণ থাকে তবে যে কিস্তি খরিদ করিয়াছে তাহার জন্য ঋণদাতাদের সঙ্গে শামিল হইয়া তাহার অংশ আদায় করা জায়েয হইবে না। পক্ষান্তরে যে মুকাতাবের কোন কিস্তি খরিদ করিয়াছে সে মুকাতাবের কর্তার মতো হইবে। মুকাতাবের কর্তা ক্রীতদাসের কিতাবাতের অর্থের জন্য মুকাতাবের ঋণদাতাদের সাথে শামিল বা শরীক হইবে না (তদ্রূপ যে কিস্তি খরিদ করিয়াছে সেও না)। অনুরূপ (কর্তার) খাজনা যাহা গোলামের উপর (অনাদায়ের কারণে) একত্র হইয়াছে এই খাজনা একত্র হওয়ার দরুন মুকাতাবের কর্তা উহার ঋণদাতাদের সঙ্গে শামিল বা শরীক হইবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি মুকাতাব স্বর্ণমুদ্রা অথবা রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে নিজের কিতাবাতকে খরিদ করে অথবা পণ্যের বিনিময়ে। আর কিতাবাত যে স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রার অথবা পণ্যের বিনিময়ে হইয়াছে, সে মুদ্রা বা পণ্য হইতে ভিন্ন পণ্য দ্বারা অথবা অভিন্ন পণ্য দ্বারা নগদ অথবা বাকী উহা ক্রয় করাতে কোন দোষ নাই।

মালিক (র) বলেন : মুকাতাবের মৃত্যু হইয়াছে এবং সে রাখিয়া গিয়াছে উম্মে-ওয়ালাদ আর ছোট ছোট সন্তান সেই পক্ষের অথবা উহার ভিন্ন পক্ষের (আযাদ হইবার) চেষ্টা করার সামর্থ্য উহাদের নাই, 'বদলে-কিতাবাত' আদায় করিতে উহাদের অপারকতারও আশংকা রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : উহাদের পিতার উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রয় করা হইবে, যদি তাহার মূল্য এই পরিমাণ হয় যদ্দারা উহাদের সকলের "বদলে কিতাবাত" পূর্ণরূপে শোধ করা যায়। এই "উম্মে-ওয়ালাদ" উক্ত সন্তানদের হউক অথবা ভিন্ন কেউ হউক (উহাকে বিক্রি করিয়া) সকলের "বদলে কিতাবাত" পরিশোধ করা হইবে এবং উহারা সকলে আযাদ হইয়া যাইবে। কারণ উহাদের পিতা নিজের "বদলে-কিতাবাত" আযাদ করিতে অপারক হইলে উম্মে-ওয়ালাদকে বিক্রি করিতে নিষেধ করিত না। তাই ইহারা "বদলে কিতাবাত"

আদায় করিতে যখন তাহাদের অপারকতার আশংকা করা হইবে তখন উহাদের পিতার "উম্মে ওয়ালাদ"-কে বিক্রয় করা হইবে এবং উহাদের (কিতাবাতের) মূল্য পরিশোধ করা হইবে। আর যদি তাহাদের পক্ষে "বদলে কিতাবাত" আদায় করা যায় এমন কিছু না থাকে এবং "উম্মে ওয়ালাদ" ও উহারা (সন্তানগণ) পরিশ্রম করিতেও সামর্থ্য না রাখে, তবে উহারা সকলে উহাদের কর্তার দাস হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের সর্বসম্মত অভিমত এই, যে ব্যক্তি মুকাতাবের কিতাবাতকে খরিদ করে, অতঃপর "বদলে-কিতাবাত" পরিশোধ করার পূর্বে মুকাতাবের মৃত্যু হয়, তবে যে "কিতাবাত" ক্রয় করিয়াছে সে (মৃত) মুকাতাবের মীরাস পাইবে। আর যদি মুকাতাব অক্ষম হয়, তার ক্রেতা উহার মালিক হইবে (অর্থাৎ সে ক্রেতার দাসরূপে থাকিবে)। আর মুকাতাব যদি "বদলে কিতাবাত" উহার ক্রেতার নিকট আদায় করিয়াছে এবং ইহাতে সে আযাদ হইয়া গিয়াছে তখন উহার মুকাতাব যে আযাদী লাভ করিয়াছে। উত্তরাধিকার (ولاء) কিতাবাত চুক্তি যে করিয়াছিল সে পাইবে। যে কিতাবাত ক্রয় করিয়াছে সে উহার কোন প্রকার উত্তরাধিকার (ولاء) লাভ করিবে না।

(٦) باب سعى المكاتب

পরিচ্ছেদ ৬ : মুকাতাবের প্রচেষ্টা

٨-**حدّثنى** مَالِكُ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى بَنِيْهِ. ثُمَّ مَاتَ . هَلْ يَسْعَى بَنُو الْمُكَاتَبِ فِى كِتَابَةِ أَبِيْهِمْ أَمْ هُمْ عَبِيْدُ ؟ فَقَالاَ : بَلْ يَسْعَوْنَ فِى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. وَلاَ يُوْضَعُ عَنْهُمْ، لِمَوْتِ أَبِيْهِمْ ، شَيْءٌ.

قَالَ مَالِكُ : وَإِنْ كَانُوْا صِغَارًا لاَ يُطِيْقُونَ السَّعْىَ. لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِمْ أَنْ يَكْبَرُوْا. وَكَانُوْا رَقِيْقًا لِسَيِّدِ أَبِيْهِمْ. إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الْمُكَاتَبُ تَرَكَ مَايُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ نُجُوْمُهُمْ. إِلَى أَنْ يَتَكَلَّفُوا السَّعْىَ. فَإِنْ كَانَ فِيْمَا تَرَكَ مَايُؤَدَّى عَنْهُمْ. أُدِّىَ ذٰلِكَ عَنْهُمْ. وَتُرِكُوْا عَلَى حَالِهِمْ. حَتَّى يَبْلُغُوا السَّعْىَ. فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا. وَإِنْ عَجَزُوا رَقُّوْا.

قَالَ مَالِكُ ، فِى الْمُكَاتَبِ يَمُوْتُ وَيَتْرُكُ مَالاً لَيْسَ فِيْهِ وَفَاءُ الْكِتَابَةِ. وَيَتْرُكَ وَلَدًا مَعَهُ فِى كِتَابَتِهِ. وَأُمَّ وَلَدٍ. فَأَرَادَتْ أُمَّ وَلَدِهِ أَنْ تَسْعَى عَلَيْهِمْ : إِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَيْهَا الْمَالُ . إِذَا كَانَتْ مَأْمُوْنَةً عَلَى ذٰلِكَ ، قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَوِيَّةً عَلَى السَّعْيِ. وَلاَ مَأْمُونَةً عَلَى الْمَالِ . لَمْ تُعْطَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ. وَرَجَعَتْ هِىَ وَوَلَدُ الْمُكَاتَبِ رَقِيْقًا لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ.

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَاتَبَ الْقَوْمُ جَمِيْعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً . وَلاَ رَحِمَ بَيْنَهُمْ. فَعَجَزَ بَعْضُهُمْ. وَسَعَى بَعْضُهُمْ حَتَّى عَتَقُوْا جَمِيْعًا. فَإِنَّ الَّذِينَ سَعَوْا يَرْجِعُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ عَجَزُوْا . بِحِصَّةِ مَا أَدَّوْا عَنْهُمْ. لأَنَّ بَعْضَهُمْ حُمَلاَءُ عَنْ بَعْضٍ.

রেওয়ায়ত ৮

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উরওয়াহ ইব্‌ন যুবায়র ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার তাঁহাদের উভয়কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্বন্ধে, যে ব্যক্তি নিজের এবং তাহার ছেলেদের মুক্তির জন্য মুকাতাবাত করিয়াছে। তারপর তাহার মৃত্যু হইয়াছে (এই অবস্থায়) এমতাবস্থায় মুকাতাবের ছেলেরা তাহাদের পিতার কিতাবাত-এর অর্থ আদায় করার জন্য চেষ্টা করিবে কি? না তাহারা ক্রীতদাস থাকিয়া যাইবে? তাঁহারা (উত্তরে) বলিলেন, তাহারা (মুকাতাবের) (ছেলেরা) তাহাদের পিতার কিতাবাতের অর্থ পরিশোধের জন্য চেষ্টা করিবে। তাহাদের উপর হইতে পিতার মৃত্যু হেতু "বদলে কিতাবাত"-এর পরিমাণ বা মূল্য হইতে কিছু কমান হইবে না।

মালিক (র) বলেন : (মৃত) মুকাতাবের সন্তানগণ যদি ছোট বয়সের থাকে যাহারা ("বদলে-কিতাবাত আদায় করার") চেষ্টা করার সামর্থ্য রাখে না, তবে তাহাদের (বড় হওয়ার) জন্য অপেক্ষা করা হইবে না। তাহারা তাহাদের পিতার কর্তার ক্রীতদাস থাকিবে; কিন্তু মুকাতাব যদি এই পরিমাণ মাল রাখিয়া যায় ছেলেরা চেষ্টা করার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত সেই পরিমাণ মালের দ্বারা তাহাদের (কিতাবাতের) কিস্তি আদায় করা যাইতে পারে। যদি তাহাদের পিতা যে মাল রাখিয়া গিয়াছে তাহাতে তাহাদের কিস্তি আদায় করা যায়, তবে (তাহাদের ছোট থাকাকালে) তাহাদের কিস্তি আদায় করা হইবে; এবং তাহাদিগকে চেষ্টার উপযোগী বয়সে উপনীত হওয়া পর্যন্ত এইভাবে থাকিতে দেওয়া হইবে। যদি তাহার "বদলে কিতাবাত" আদায় করে তবে সকলেই আযাদ হইয়া যাইবে। আর তাহারা ইহা হইতে অক্ষম হইলে গোলাম থাকিয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : যে মুকাতাবের মৃত্যু হইয়াছে এবং সে রাখিয়া গিয়াছে সন্তান যাহারা তাহার সহিত কিতাবাতে শামিল রহিয়াছে আর (রাখিয়া গিয়াছে) "উম্মে-ওয়ালাদ" আর (সে রাখিয়া গিয়াছে) মাল যাহা "বদলে কিতাবাত" পরিশোধ করার জন্য যথেষ্ট নহে।

"উম্মে ওয়ালাদ" যদি উহাদের আযাদীর নিমিত্ত চেষ্টা চালাইতে ইচ্ছা করে, যদি সে চেষ্টা করার উপযুক্ত হয় এবং নির্ভরযোগ্যও হয়, তবে (মৃত মুকাতাবের) মাল তাহার নিকট সোপর্দ করা হইবে। আর সে যদি চেষ্টা চালাইবার উপযুক্ত না হয় এবং নির্ভরযোগ্যও নহে তবে মালের কিছুই উহার নিকট সোপর্দ করা হইবে না। পক্ষান্তরে সেই মুকাতাবের সন্তানগণ মুকাতাবের কর্তার ক্রীতদাস থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাসের একদল যদি মুকাতাবাত করে একত্রে একই কিতাবাতের ভিতর তাহাদের মধ্যে পরস্পর আত্মীয়তার সম্বন্ধও নাই, অতঃপর কিছু সংখ্যক অপারক হয়। আর কিছু লোক চেষ্টা চালায়। ফলে সকলেই আযাদ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে, যাহারা (আযাদীর জন্য) চেষ্টা করিয়াছে তাহারা প্রত্যাবর্তন করিবে, উহাদের দিকে যাহারা অক্ষম হইয়াছিল সেই অংশ অনুযায়ী যেই অংশ উহাদের তরফ হইতে পরিশোধ করা হইয়াছে। কারণ উহারা এক অপরের জামিন।

(٧) باب عتق المكاتب اذا ادى ماعليه قبل محله

পরিচ্ছেদ ৭ : মুকাতাবের আযাদী প্রসঙ্গ — যদি সে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে "বদলে কিতাবাত" পরিশোধ করে

٩-**حدّثني** مَالِكٌ : أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيْعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، وَغَيْرَهُ ، يَذْكُرُوْنَ أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِلْفُرَافِصَةِ بْنِ عُمَيْرِ الْحَنَفِيِّ ، وَأَنَّهُ عَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ جَمِيْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَأَبَى الْفُرَافِصَةُ . فَأَتَى الْمُكَاتَبُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ. وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ. فَدَعَا مَرْوَانُ الْفُرَافِصَةَ. فَقَالَ لَهُ ذٰلِكَ فَأَبٰى. فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِذٰلِكَ الْمَالِ أَنْ يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَيُوْضَعَ فِيْ بَيْتِ الْمَالِ. وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ : اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ. فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ الْفُرَافِصَةُ ، قَبَضَ الْمَالَ.

قَالَ مَالِكٌ : فَالأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيْعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُوْمِهِ. قَبْلَ مَحِلِّهَا. جَازَ ذٰلِكَ لَهُ. وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبٰى ذٰلِكَ عَلَيْهِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذٰلِكَ كُلَّ شَرْطٍ ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ. لأَنَّهُ لاَ تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ. وَلاَ تَتِمُّ حُرْمَتُهُ . وَلاَ تَجُوْزُ شَهَادَتُهُ . وَلاَ يَجِبُ مِيرَاثُهُ . وَلاَ أَشْبَاهُ هٰذَا مِنْ أَمْرِهِ. وَلاَ يَنْبَغِيْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَتِهِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضًا شَدِيْدًا. فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُوْمَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ. لأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ. لَهُ أَحْرَارٌ. وَلَيْسَ مَعَهُ، فِي كِتَابَتِهِ، وَلَدٌ لَهُ.

قَالَ مَالِكٌ : ذٰلِكَ جَائِزٌ لَهُ. لأَنَّهُ تَتِمُّ بِذٰلِكَ حُرْمَتُهُ. وَتَجُوْزُ شَهَادَتُهُ. وَيَجُوْزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُوْنِ النَّاسِ. وَتَجُوْزُ وَصِيَّتُهُ. وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبٰى ذٰلِكَ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَقُوْلَ : فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ.

রেওয়ায়ত ৯

মালিক (র) বলেন : তিনি রবী'আ ইব্ন আবি 'আবদির রহমান এবং আরও কিছু 'আলিমকে বলিতে শুনিয়াছেন : ফারাফিসা (فرافصا) ইব্ন উমাইর আল হানাফী (র)-এর একজন মুকাতাব ছিল। সে "বদলে কিতাবাতের" সম্পূর্ণ অর্থ যাহা তাহার জিম্মায় রহিয়াছে, তাহা এক সঙ্গে তাহার নিকট পেশ করিল। ফারাফিসা উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। মুকাতাব আমীরে মদীনা মারওয়ান ইব্ন হাকামের নিকট উপস্থিত হইল

এবং বিষয়টি তাঁহাকে জানাইল। মারওয়ান ফারাফিসা ইব্‌ন উমাইরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে উহা গ্রহণ করার কথা বলিলেন, কিন্তু ফারাফিসা অস্বীকার করিল, মারওয়ান সেই মাল মুকাতাব হইতে গ্রহণ করিয়া বায়তুলমালে রাখার নির্দেশ দিলেন; এবং (সাথে সাথে) মুকাতাবকে বলিয়া দিলেন : যাও, তুমি আযাদ হইয়া গিয়াছ। ফারাফিসা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাল (নিজে) গ্রহণ করিল।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহার মীমাংসা এই — মুকাতাব যদি তাহার জিম্মার সব কিস্তি উহার (নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে) আদায় করিয়া দেয় ইহা তাহার জন্য জায়েয হইবে, তাহার কর্তার পক্ষে ইহা অস্বীকার করিবার অধিকার নাই। ইহা এইজন্য যে, কর্তা ইহার দ্বারা মুকাতাবকে সর্বপ্রকার শর্ত অথবা খেদমত অথবা সফর হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতেছে। কারণ সামান্য দাসত্ব বহাল থাকিলেও কোন ব্যক্তির আযাদী পূর্ণ হয় না এবং (এমতাবস্থায়) উহার ব্যক্তিমর্যাদা পূর্ণতা লাভ করে না, আর উহার সাক্ষ্যও বৈধ হয় না, উহার জন্য মীরাস ওয়াজিব হয় না এবং এই জাতীয় আরও অন্যান্য আহকাম যাহা মুকাতাব সম্পর্কে রহিয়াছে। পক্ষান্তরে (ইহার পর) মুকাতাবের কর্তা কর্তৃক মুকাতাবের উপর কোন শর্ত আরোপ করা এবং আযাদীর পর কোন খেদমত গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।

মালিক (র) বলেন : যে মুকাতাব গুরুতর অসুস্থ হইয়াছে সে তাহার যাবতীয় কিস্তি একত্রে কর্তাকে দিবার ইচ্ছা করিল, যেন তাহার আযাদ উত্তরাধিকারিগণ তাহার মীরাস লাভ করে এবং তাহার কোন সন্তান কিতাবাতে তাহার সঙ্গে শামিল নাই।

মালিক (র) বলেন : ইহা তাহার জন্য জায়েয হইবে। কেননা ইহার দ্বারা তাহার ব্যক্তিমর্যাদা পূর্ণত্ব লাভ করিবে এবং তাহার সাক্ষ্য জায়েয হইবে, আর তাহার উপর লোকের যে সকল ঋণ রহিয়াছে সেই সকল ঋণের স্বীকারোক্তি করাও জায়েয হইবে এবং তাহার পক্ষে ওসীয়ত করাও জায়েয হইবে তাহার কর্তার পক্ষে ইহা অস্বীকার করার অধিকার নাই "যেমন সে ইহা বলে যে, তাহার মাল বাঁচাইবার প্রচেষ্টা করিয়াছে।"

(٨) باب ميراث المكاتب اذا عتق

পরিচ্ছেদ ৮ : মুকাতাবের মীরাস প্রসঙ্গ যদি আযাদী প্রাপ্ত হয়

١٠- **حدّثني** مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ. فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا. فَقَالَ : يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَاسَكَ بِكِتَابَتِهِ ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ.

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ. فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ ، يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ.

قَالَ : وَهٰذَا أَيْضًا فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ. فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لأَقْرَبِ النَّاسِ مِمَّنْ أَعْتَقَهُ. مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ مِنَ الرِّجَالِ. يَوْمَ يَمُوتُ الْمُعْتَقُ. بَعْدُ أَنْ يَعْتِقَ. وَيَصِيرَ مَوْرُوثًا بِالْوَلاَءِ.

قَالَ مَالِكٌ : الإِخْوَةُ فِي الْكِتَابَةِ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ. إِذَا كُوتِبُوا جَمِيعًا كِتَابَةً وَاحِدَةً. إِذَا لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَدٌ. كَاتَبَ عَلَيْهِ أَوْ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ. أَوْ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ. ثُمَّ هَلَكَ أَحَدُهُمْ وَتَرَكَ مَالاً أُدِّيَ عَنْهُمْ جَمِيعُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ كِتَابَتِهِمْ. وَعَتَقُوا. وَكَانَ فَضْلُ الْمَالِ بَعْدَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ.

রেওয়ায়ত ১০

মালিক (র) বলেন : তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র)-কে প্রশ্ন করা হইল জনৈক মুকাতাব সম্বন্ধে, যে (মুকাতাব) দুই ব্যক্তির যুক্ত মালিকানায় রহিয়াছে, অতঃপর এক শরীক তাহার অংশ আযাদ করিয়া দিল। তারপর মুকাতাব মারা গেল এবং সে প্রচুর সম্পদ রাখিয়া গিয়াছে, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) বলিলেন : যেই শরীক কিতাবাতের উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে (অর্থাৎ আযাদ করে নাই) সেই শরীকের অবশিষ্ট অর্থ পরিশোধ করা হইবে। তারপর যাহা থাকিয়া যায় উহা উভয়ে ভাগ করিয়া নিবে সমান সমান।

মালিক (র) বলেন : মুকাতাব কিতাবাত চুক্তি করিয়াছে। তারপর আযাদ হইয়াছে ও মারা গিয়াছে। যেই কর্তা কিতাবাত করিয়াছে মুকাতাবের মৃত্যুর দিন সেই কর্তার ছেলে অথবা কর্তার পুরুষ আত্মীয়দের মধ্যে 'আসাবার ভিতর আত্মীয়তার দিক দিয়া যে নিকটতম সেই উক্ত মুকাতাবের মীরাস পাইবে।[১]

মালিক (র) বলেন : এই হুকুম আরো জারি হইবে সেই সকল ক্রীতদাসের ব্যাপারে যাহাদিগকে আযাদ করা হইয়াছে, উহাদের মীরাস আযাদী দাতার সন্তান অথবা আসাবাদের হইতে পুরুষের মধ্যে আযাদী দাতার নিকটতম ব্যক্তি পাইবে। এই আত্মীয়ত নির্ধারিতা হইবে যেই দিন আযাদীপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে সেই দিন আযাদী পাওয়ার এবং উত্তরাধিকারসূত্রে মাওরূস[২] হওয়ার পর।

মালিক (র) বলেন : কিতাবাতে শরীক ভাইয়েরা সন্তানের মতো, যদি বলে একই কিতাবাতের মাধ্যমে মুকাতাব করিয়া থাকে, তাহাদের কাহারো কিতাবাতের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে সন্তান পয়দা হইয়াছে, এইরূপ সন্তান না থাকিলে অথবা সন্তানকে কিতাবাতের অন্তর্ভুক্ত না করিয়া থাকিলে (তবে উপরিউক্ত হুকুম প্রযোজ্য হইবে) কারণ ভাইয়েরা পরস্পর একে অপরের মীরাস পাইবে।

পক্ষান্তরে যদি তাহাদের কোন একজনের সন্তান থাকে যে সন্তান পয়দা হইয়াছে কিতাবাতের অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে অথবা উহাদিগকে কিতাবাতের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল, তারপর তাহার মৃত্যু হইয়াছে এবং মাল রাখিয়া গিয়াছে, তবে (সেই মাল হইতে) সকলের তরফ হইতে কিতাবাতের (অনাদায়ী) অর্থ পরিশোধ করা হইবে। ইহার পর অবশিষ্ট যে মাল থাকিবে সে মাল (মৃত ব্যক্তির) সন্তানেরা পাইবে, ভাইগণ পাইবে না।

---

১. প্রকাশ থাকে যে, উত্তরাধিকারসূত্রে মীরাস আযাদীপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকটতম আসাবা-ই পাইয়া থাকে — আওজাযুল মাসালিক

২. সম্পদ (মীরাস) রাখিয়া যাহার মৃত্যু হইয়াছে।

(٩) باب الشرط فى المكاتب

পরিচ্ছেদ ৯ : মুকাতাবের ব্যাপারে শর্ত আরোপ করা

١١- **حدّثنى** مَالِكُ ، فِى رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ بِذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ. وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ فِى كِتَابَتِهِ سَفَرًا أَوْ خِدْمَةً أَوْ ضَحِيَّةً : إِنَّ كُلَّ شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ سَمَّى بِاسْمِهِ. ثُمَّ قَوِىَ الْمُكَاتَبُ عَلَى أَدَاءِ نُجُوْمِهِ كُلِّهَا قَبْلَ مَحِلِّهَا

قَالَ : إِذَا أَدَّى نُجُوْمَهُ كُلَّهَا وَعَلَيْهِ هٰذَا الشَّرْطُ. عَتَقَ فَتَمَّتْ حُرْمَتُهُ. وَنُظِرَ إِلَى مَاشَرَطَ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ. أَوْ مَااَشْبَهَ ذٰلِكَ مِمَّا يُعَالِجُهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. فَذٰلِكَ مَوْضُوعٌ عَنْهُ. لَيْسَ لِسَيِّدِهِ فِيْهِ شَىْءٌ. وَمَا كَانَ مِنْ ضَحِيَّةٍ أَوْ كِسْوَةٍ أَوْ شَىْءٍ يُؤَدِّيْهِ. فَانَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّنَانِيْرِ وَالدَّرَاهِمِ. يُقَوَّمُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. فَيَدْفَعُهُ مَعَ نُجُوْمِهِ. وَلاَ يَعْتِقُ حَتَّى يَدْفَعَ ذٰلِكَ مَعَ نُجُوْمِهِ.

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ. بَعْدَ خِدْمَةِ عَشْرِ سِنِيْنَ. فَإِذَا هَلَكَ سَيِّدُهُ الَّذِى أَعْتَقَهُ قَبْلَ عَشْرِ سِنِيْنَ فَإِنَّ مَا بَقِىَ عَلَيْهِ ، مِنْ خِدْمَتِهِ، لِوَرَثَتِهِ. وَكَانَ وَلاَؤُهُ لِلَّذِى عَقَدَ عِتْقَهُ. وَلِوَلَدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِالْعَصَبَةِ.

قَالَ مَالِكُ ، فِى الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ عَلَى مُكَاتَبِهِ أَنَّكَ لاَ تُسَافِرُ وَلاَ تَنْكِحُ وَلاَ تَخْرُجُ مِنْ أَرْضِى إِلاَّ بِإِذْنِىْ. فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ بِغَيْرِ إِذْنِى ، فَمَحْوُ كِتَابَتِكَ بِيَدِى.

قَالَ مَالِكُ : لَيْسَ مَحْوُ كِتَابَتِهِ بِيَدِهِ ، إِنْ فَعَلَ الْمُكَاتَبُ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ. وَلْيَرْفَعْ سَيِّدُهُ ذٰلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَنْكِحَ وَلاَ يُسَافِرَ وَلاَ يَخْرُجَ مِنْ أَرْضِ سَيِّدِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. شْتَرَطَ ذٰلِكَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ. وَذٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَلَهُ أَلْفُ دِيْنَارٍ أَوْأَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ. فَيَنْطَلِقُ فَيَنْكِحُ الْمَرْأَةَ. فَيُصْدِقُهَا الصَّدَاقَ الَّذِىْ يُجْحِفُ بِمَالِهِ. وَيَكُوْنُ فِيهِ عَجْزُهُ. فَيَرْجِعُ إِلَى سَيِّدِهِ عَبْدًا لاَ مَالَ لَهُ. أَوْيُسَافِرُ فَتَحِلُّ نَجُومُهُ وَهُوَغَائِبُ . فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُ. وَلاَ عَلَى ذٰلِكَ كَاتَبَهُ. وَذٰلِكَ بِيَدِ سَيِّدِهِ. إِنْ شَاءَ أَذِنَ لَهُ فِى ذٰلِكَ ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ.

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের[১] বিনিময়ে আপন ক্রীতদাসের সহিত মুকাতাবাত করিয়াছে এবং ক্রীতদাসের উপর তাহার কিতাবাতের মধ্যে শর্তারোপ করিয়াছে, সফরের অথবা খেদমতের অথবা কুরবানীর, আর ইহার প্রত্যেকটির নাম নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে (যাহার শর্ত করিয়াছে কিতাবাতের মধ্যে)। অতঃপর মুকাতাব নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বে তাহার সকল কিস্তি শোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মালিক (র) বলেন : যখন উহার সকল কিস্তি শোধ করিয়াছে, উহার উপর এই শর্ত (আরোপিত) রহিয়াছে, সে আযাদ হইয়া যাইবে এবং উহার সম্মান পূর্ণ হইয়াছে। এখন। লক্ষ্য করিতে হইবে, উহার উপর যে শর্তারোপ করা হইয়াছে খেদমত অথবা প্রবাস অথবা এই জাতীয় অন্য কিছু যাহা উহাকে নিজেই করিতে হইবে। তবে এই জাতীয় শর্তাদি উহা হইতে পরিহার করা হইবে এবং তাহার কর্তার এই জাতীয় কিছুতে অধিকার থাকিবে না। পক্ষান্তরে যে শর্ত হয় কুরবানী; পোশাক অথবা অন্য কোন কিছুর যাহা আদায় করা হয় (এই জাতীয় শর্ত করিয়া থাকিলে) উহা হইবে দীনার, দিরহামের মতো। মুকাতাবের উপর উহার মূল্য নির্ধারিত করা হইবে। অতঃপর সেই অর্থ কিস্তির মাধ্যমে কর্তাকে পরিশোধ করিবে। যতক্ষণ কিস্তির সহিত ইহা আদায় না করিবে ততক্ষণ সে আযাদ হইবে না।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যাহাতে কোন মতভেদ নাই, তাহা এই—মুকাতাব সেই ক্রীতদাসের মতো যাহাকে তাহার কর্তা দশ বৎসর খেদমত করার (শতে) পর আযাদ করিয়াছে। অতঃপর তাহার কর্তা যিনি ক্রীতদাসকে আযাদ করিয়াছে (অর্থাৎ আযাদ করার কথা দিয়াছে শর্তাধীনে) কর্তা মৃত্যুবরণ করিয়াছে দশ বৎসর (অতিবাহিত হওয়ার) পূর্বে। তবে যে (কয় বৎসর বা মাসের)খেদমত অবশিষ্ট রহিয়াছে সে খেদমত কর্তার ওয়ারিসগণের প্রাপ্য হইবে; আর (আযাদীর) পর উহার উত্তরাধিকার পাইবে যে আযাদীর চুক্তি করিয়াছিল সে এবং তাহার পুরুষ সন্তানগণ অথবা আসাবাগণ।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি তাহার মুকাতাবের উপর শর্তারোপ করিয়াছে, তুমি প্রবাসে যাইবে না, বিবাহ করিবে না এবং আমার ভূমি (দেশ) হইতে আমার অনুমতি ছাড়া বাহিরে যাইবে না, যদি আমার অনুমতি ছাড়া ইহার কোন একটি কর, তবে তোমার কিতাবাত বাতিল করার ক্ষমতা আমার হাতে। মালিক (র) বলেন : মুকাতাবের কিতাবাত বাতিল করার ক্ষমতা সেই ব্যক্তির হাতে নহে। বরং যদি মুকাতাব এই রকম কোন কর্ম করিয়া থাকে তবে উহার কর্তা বিষয়টি বাদশাহ্ হাকিম-এর নিকট উত্থাপন করিবে। পক্ষান্তরে শর্ত করুক বা নাই করুক, মুকাতাবের পক্ষে কর্তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ করা জায়েয নহে এবং সে প্রবাসে যাইবে না; এবং কর্তার দেশ হইতে বাহিরে যাইবে না কর্তার অনুমতি ব্যতীত। ইহা এইজন্য — এক ব্যক্তি তাহার মুকাতাবের সহিত মুকাতাবাত করিয়াছে একশত দীনারের বিনিময়ে। মুকাতাবের নিকট রহিয়াছে এক হাজার দীনার বা ততোধিক। অতঃপর সে যাইয়া কোন নারীকে বিবাহ করিলে এবং উহাকে মহর দিলে যাহা তাহার মালকে অনেক কমাইয়া দিবে এবং উহাতে "বদলে কিতাবাত" আদায় করিতে যে অপারক হইবে, ফলে তাহার কর্তার দিকে ফিরিবে দাসরূপে। যাহার নিকট কোন মাল নাই, অথবা সে প্রবাসে যাইবে (ইতিমধ্যে) তাহার কিস্তি আদায়ের সময় উপস্থিত হইবে, অথচ সে অনুপস্থিত, এইরূপ করার ইখতিয়ার মুকাতাবের নাই এবং উহার উপর মুকাতাবাত সংঘটিত হয় নাই। এইসব ইখতিয়ার তাহার কর্তার হাতে, সে ইচ্ছা করিলে তাহাকে অনুমতি দিবে এই ব্যাপারে, আর ইচ্ছা করিলে সে ইহা হইতে বারণ করিবে।

---

১. অর্থাৎ দিরহাম অথবা দীনারের বিনিময়ে।

(١٠) باب ولاء المكاتب إذا أعتق

পরিচ্ছেদ ১০ : মুকাতাব-এর (ولاء) উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে যদি সে ক্রীতদাসকে আযাদ করে

١٢-قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ ، إِنَّ ذٰلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ لَهُ. إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِنْ أَجَازَ ذٰلِكَ سَيِّدُهُ لَهُ. ثُمَّ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ وَلاَؤُهُ لِلْمُكَاتِبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ. كَانَ وَلاَءُ الْمُعْتَقِ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. وَإِنْ مَاتَ الْمُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْمُكَاتَبُ وَرِثَهُ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ أَيْضًا لَوْ كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا. فَعَتَقَ الْمُكَاتَبُ الْآخَرُ قَبْلَ سَيِّدِهِ الَّذِى كَاتَبَهُ. فَإِنَّ وَلاَءَهُ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ. مَالَمْ يَعْتِقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ الَّذِى كَاتَبَهُ. فَإِنْ عَتَقَ الَّذِى كَاتَبَهُ، رَجَعَ إِلَيْهِ وَلاَءُ مُكَاتَبِهِ الَّذِى كَانَ عَتَقَ قَبْلَهُ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّىَ. أَوْعَجِزَ عَنْ كِتَابَتِهِ، وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، لَمْ يَرِثُوْا وَلاَءَ مُكَاتَبِ أَبِيْهِمْ. لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ لِأَبِيْهِمُ الْوَلاَءُ. وَلاَ يَكُوْنُ لَهُ الْوَلاَءُ حَتَّى يَعْتِقَ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمُكَاتَبِ يَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيَتْرُكُ أَحَدُهُمَا لِلْمُكَاتَبِ الَّذِى لَهُ عَلَيْهِ. وَيَشِحُّ الْآخَرُ. ثُمَّ يَمُوْتُ الْمُكَاتَبُ. وَيَتْرُكُ مَالاً.

قَالَ مَالِكٌ : يَقْضِى الَّذِى لَمْ يَتْرُكْ لَهُ شَيْئًا مَا بَقِىَ لَهُ عَلَيْهِ. ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ الْمَالَ. كَهَيْئَتِهِ لَوْ مَاتَ عَبْدًا. لِأَنَّ الَّذِى صَنَعَ لَيْسَ بِعَتَاقَةٍ. وَإِنَّمَا تَرَكَ مَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذٰلِكَ ؛ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا . وَتَرَكَ بَنِيْنَ رِجَالاً وَنِسَاءً. ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُ الْبَنِيْنَ نَصِيْبَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ : إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يُثْبِتُ لَهُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا . وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً ، لَثَبَتَ الْوَلاَءِ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ مِنْ رِجَالِهِمْ وَنِسَائِهِمْ.

قَالَ مَالِكٌ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذٰلِكَ أَيْضًا. أَنَّهُمْ إِذَا أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ. ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. لَمْ يُقَوَّمْ، عَلَى الَّذِى أَعْتَقَ نَصِيبَهُ ، مَابَقِىَ مِنَ الْمُكَاتَبِ. وَلَوْ كَانَتْ عَتَاقَةً ، قُوِّمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْتِقَ فِى مَالِهِ . كَمَا قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِى عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَاعَتَقَ».

قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذٰلِكَ أَيْضًا ، أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهَا ، أَنَّ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مُكَاتَبٍ. لَمْ يُعْتَقْ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَلَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ كَانَ الْوَلاَءُ لَهُ دُوْنَ شُرَكَائِهِ . وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذلِكَ أَيْضًا أَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ ، أَنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ عَقَدَ الْكِتَابَةَ. وَأَنَّهُ لَيْسَ لِمَنْ وَرِثَ سَيِّدَ الْمُكَاتَبِ ، مِنَ النِّسَاءِ ، مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ ، وَإِنَّ أَعْتَقْنَ نَصِيْبَهُنَّ ، شَيْءٌ. إِنَّمَا وَلاَ ؤُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ الذُّكُوْرِ. أَوْ عَصَبَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.

রেওয়ায়ত ১২

মালিক (র) বলেন : মুকাতাবের পক্ষে আপন গোলামকে কর্তার অনুমতি ব্যতীত আযাদ করা জায়েয নহে। অতঃপর কর্তা যদি তাহাকে এই কার্যের অনুমতি দান করে তারপর মুকাতাব আযাদ হইয়া যায়, তবে উহার (মুকাতাব কর্তৃক আযাদকৃত গোলামের) উত্তরাধিকারিত্ব হইবে মুকাতাবের জন্য। আর মুকাতাব যদি আযাদী লাভের পূর্বে মারা যায় মু'তাক (معتق — যাহাকে কিতাবাত চুক্তির মাধ্যমে আযাদ করা হইয়াছে)-এর স্বত্বাধিকারিত্ব মুকাতাব (প্রথম)-এর কর্তার জন্য হইবে। আর যদি মুকাতাব-এর মৃত্যু হয় (তাহার কর্তা) মুকাতাবের আযাদী লাভের পূর্বে তবে মুকাতাবের কর্তা উহার মীরাস পাইবে। [মুকাতাব পাইবে না। কারণ গোলাম উত্তরাধিকার লাভ করে না।]

মালিক (র) বলেন : অনুরূপ মুকাতাব তাহার গোলামের সহিত যদি কিতাবাত চুক্তি করে এবং পরবর্তী মুকাতাব উহার সহিত কিতাবাত চুক্তি সম্পাদনকারী কর্তার পূর্বে আযাদী লাভ করে, তবে উহার স্বত্বাধিকার "ولاء" হইবে তাহার মুকাতাবের কর্তার জন্য যাবত প্রথম মুকাতাব যে উহার সহিত কিতাবাত করিয়াছে আযাদী লাভ না করিলে অতঃপর উহার কিতাবাত সম্পাদনকারী যদি আযাদ হইয়া যায় তাহার পূর্বে আযাদী লাভকারী তাহার মুকাতাব-এর স্বত্বাধিকার "ولاء" তাহার দিকে রুজু করা হইবে। আর যদি প্রথম মুকাতাবের মৃত্যু হয় "বদলে কিতাবাত" আদায়ের পূর্বে অথবা "বদলে-কিতাবাত" পরিশোধ করিতে অপারক হয় এবং তাহার আযাদ সন্তান রহিয়াছে তবে উহারা তাহাদের পিতার মুকাতাবের স্বত্বাধিকার "ولاء" -এর অধিকারী হইবে না। কারণ উহাদের পিতার জন্য স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আর স্বত্বাধিকার লাভ করা হয় না আযাদী লাভ না করা পর্যন্ত।

মালিক (র) বলেন : যে মুকাতাব দুই ব্যক্তির মালিকানায় থাকে তাহাদের দুইজনেই একজন মুকাতাবের উপর তাহার যে "বদলে কিতাবাত" প্রাপ্য রহিয়াছে উহা মাফ করিয়া দিল, অপরজন ইহা করিতে কার্পণ্য প্রদর্শন করিল। অতঃপর মুকাতাব-এর মৃত্যু হইল এবং সে সম্পদ রাখিয়া গেল। মালিক (র) বলেন : যে শরীক তাহার প্রাপ্য "বদলে কিতাবাত" ত্যাগ করে নাই সম্পদ হইতে তাহার প্রাপ্য "বদলে কিতাবাত" পরিশোধ করা হইবে। তারপর ক্রীতদাস অবস্থায় মারা গেলে যেইভাবে উহার সম্পদ উভয়ের মধ্যে বন্টন করা হইত, সেইরূপে উভয়ের মধ্যে অবশিষ্ট সম্পদ বন্টন করা হইবে। কারণ যে শরীক প্রাপ্য ছাড়িয়াছে উহা আযাদ করা নহে, বরং তাহার প্রাপ্য হক মাফ করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : উপরিউক্ত মাসআলার বিশদ ব্যাখ্যা এইরূপ : এক ব্যক্তির মৃত্যু হইল। সে রাখিয়া গেল একজন মুকাতাব এবং কয়েকজন ছেলে ও মেয়ে, অতঃপর সন্তানদের একজন মুকাতাবের নিকট (প্রাপ্য) অংশ আযাদ করিয়া দিল, ইহাতে তাহার জন্য উত্তরাধিকার "ولاء" প্রতিষ্ঠিত হইবে না। পক্ষান্তরে উহা যদি আযাদকৃত বলিয়া গণ্য হইত তবে নারী-পুরুষের মধ্যে যে সন্তান মুকাতাবকে আযাদ করিয়াছে সে সন্তানের স্বত্বাধিকারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে।

মালিক (র) বলেন : ইহার আরেক বর্ণনা এই, উহাদের একজন নিজের অংশ আযাদ করিয়া দিল, তারপর মুকাতাব অপারক হইল তবে মুকাতাবের উপর যে "বদলে-কিতাবাত" অবশিষ্ট রহিয়াছে উহার জন্য যে (মুকাতাবের মধ্য হইতে) তাহার প্রাপ্য অংশ আযাদ করিয়াছে তাহার উপর মূল্য নির্ধারিত করা হইবে না (অংশ আযাদ করিয়া দেওয়ার জন্য)। যদি আযাদী প্রদান বলিয়া গণ্য হইত তবে উহার মূল্য নির্ধারণ করা হইত এবং তাহার মাল হইতে মুকাতাব আযাদ হইয়া যাইত। যেমন বলিয়াছেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, যে গোলামের নিকট হইতে তাহার প্রাপ্য অংশ ছাড়িয়া দেয়, ন্যায়সঙ্গতভাবে অবশিষ্ট অংশের মূল্য নির্ধারণ করিয়া তাহার উপর উহা আরোপ করা যাইবে। যদি তাহার মাল না থাকে তবে যতটুকু আযাদ করিয়াছে ততটুকু আযাদ হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : ইহার অপর ব্যাখ্যা এই : মুসলমানদের সুন্নত (পদ্ধতি) এই যে, যাহাতে কোন দ্বিমত নাই, যে ব্যক্তি মুকাতাব হইতে তাহার অংশ আযাদ কারিয়া দেয়, তবে তাহার মাল হইতে বাকী বদলে কিতাবাত পরিশোধ করিয়া মুকাতাবকে পূর্ণরূপে আযাদী দেওয়া হইবে না, যদি উহার মাল হইতে আযাদ করা হইত তবে উত্তরাধিকার (ولاء) তাহারই প্রাপ্য হইত, তাহার অংশিগণের প্রাপ্য হইত না।

মালিক (র) বলেন : ইহার আর এক ব্যাখ্যা এই — মুসলমানদের নিয়ম হইতেছে, উত্তরাধিকার (ولاء) সেই ব্যক্তির জন্য হইবে, যে ব্যক্তি কিতাবাত চুক্তি করিয়াছে। আর স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে মহিলা মুকাতাবের কর্তার মীরাসের অধিকারী উহার জন্য মুকাতাবের উত্তরাধিকারের কিছুই হইবে না যদিও সে নিজের অংশ আযাদ করিয়া দেয়। মুকাতাবের উত্তরাধিকার লাভ করিবে মুকাতাবের পুত্র সন্তানগণ কিংবা পুরুষ আসাবা।

(١١) باب ما لا يجوز من عتق المكاتب

পরিচ্ছেদ ১১ : মুকাতাবের আযাদী প্রদানের যে যে পন্থা বৈধ নহে

١٣-قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ الْقَوْمُ جَمِيْعًا فِى كِتَابَةٍ وَاحِدَةٍ . لَمْ يُعْتِقْ سَيِّدُهُمْ أَحَدًا مِنْهُمْ ، دُوْنَ مُؤَامَرَةِ أَصْحَابِهِ الَّذِينَ مَعَهُ فِى الْكِتَابَةِ ، وَرِضًا مِنْهُمْ وَإِنْ كَانُوْا صِغَارًا ، فَلَيْسَ مُؤَامَرَتُهُمْ بِشَىْءٍ. وَلاَ يَجُوْزُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ.

قَالَ : وَذٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ رُبَّمَا كَانَ يَسْعَى عَلَى جَمِيْعِ الْقَوْمِ. وَيُؤَدِّى عَنْهُمْ كِتَابَتَهُمْ. لِتَتِمَّ بِهِ عَتَاقَتُهُمْ. فَيَعْمِدُ السَّيِّدُ إِلَى الَّذِى يُؤَدِّى عَنْهُمْ. وَبِهِ نَجَاتُهُمْ مِنَ الرِّقِّ. فَيُعْتِقُهُ. فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ عَجْزًا لِمَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ. وَإِنَّمَا أَرَادَ. بِذٰلِكَ ، الْفَضْلَ وَالزِّيَادَةَ

لِنَفْسِهِ. فَلاَ يَجُوْزُ ذٰلِكَ عَلَى مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» وَهٰذَا أَشَدُّ الضَّرَرِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْعَبِيْدِ يُكَاتَبُوْنَ جَمِيْعًا : إِنَّ لِسَيِّدِهِمْ أَنْ يُعْتِقَ مِنْهُمُ الْكَبِيْرَ الْفَانِيَ وَالصَّغِيْرَ. الَّذِي لاَ يُؤَدِّي وَاحِدٌ مِنْهُمَا شَيْئًا. وَلَيْسَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، عَوْنٌ وَلاَ قُوَّةٌ فِي كِتَابَتِهِمْ. فَذٰلِكَ جَائِزٌ لَهُ.

রেওয়ায়ত ১৩

মালিক (র) বলেন : ক্রীতদাসদের একদল যদি একই কিতাবাতে সংযুক্ত থাকে, তবে কিতাবাতে শামিল অন্যান্য সাথীর পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত উহাদের একজনকে কর্তা আযাদী দিতে পারিবে না, আর উহারা যদি অল্প বয়সের হয়, তবে উহাদের পরামর্শ গ্রহণযোগ্য নহে এবং উহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা বৈধ নহে। মালিক (র) বলেন, ইহা এইজন্য যে, কোন ব্যক্তি হয়ত সকলের পক্ষে চেষ্টা বা পরিশ্রম করিতে পারে এবং (চেষ্টা করিয়া) সকলের পক্ষ হইতে "বদলে কিতাবাত" পরিশোধ করিতে পারে, যেন সকলের আযাদী ইহার দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। আর যে ব্যক্তি সকলের পক্ষ হইতে "বদলে কিতাবাত" পরিশোধ করিবে এবং গোলামি হইতে উহাদের মুক্তি পাওয়া যাহার উপর নির্ভরশীল কর্তা সেই ব্যক্তিকে আযাদ করিয়া দিতেছে যেন অন্যান্য ক্রীতদাস অপারক হইয়া পড়ে (ফলে যেন উহারা গোলাম থাকিয়া যায়)। কর্তা এইরূপ করিয়া নিজের জন্য কিছু অতিরিক্ত সুবিধা আদায় করিতে প্রয়াসী। তাই যাহারা অবশিষ্ট রহিয়াছে উহাদের স্বার্থে এইরূপ করা জায়েয হইবে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, ইসলামে কাহারো ক্ষতি সাধন বৈধ নহে। (এমনকি) প্রতিশোধমূলক কাহারো ক্ষতি সাধনও বৈধ নহে। (অন্যদেরকে ক্রীতদাস রাখার জন্য দলের একজনকে আযাদ করিয়া দেওয়া) ইহাতে অন্যদের উপর জঘন্য ধরনের ক্ষতি করা হইল।

মালিক (র) বলেন : কয়েকজন ক্রীতদাস একত্রে কিতাবাত করিয়াছে (উহাদের মধ্য হইতে) অশীতিপর বৃদ্ধ এবং বালককে আযাদ করিয়া দেওয়ার ইখতিয়ার কর্তার রহিয়াছে। যাহারা কিছু দেওয়ার ক্ষমতা রাখে না এবং উহাদের কিতাবাতের মূল্য আদায়ের ব্যাপারে কোন সহযোগী বা সাহায্যকারীও উহাদের নাই, তবে (এইরূপ ব্যক্তিকে) আযাদ করা কর্তার জন্য জায়েয আছে।

(١٢) باب ماجاء فى عتق المكاتب وأم ولده

পরিচ্ছেদ ১২ : মুকাতাব এবং উম্মে-ওয়ালাদকে আযাদী প্রদানের বিবিধ প্রসঙ্গ

١٤–قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ. ثُمَّ يَمُوْتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ. وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ . وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ : إِنَّ أُمَّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِيْنَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ. وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَيُعْتَقُوْنَ بِأَدَاءِمَا بَقِيَ. فَتُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيْهِمْ بِعِتْقِهِمْ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا لَهُ. أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ. وَلَمْ يَعْلَمْ بِذٰلِكَ سَيِّدُهُ. حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ.

قَالَ مَالِكٌ : يَنْفُذُ ؛ يَنْفُذُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ. وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهِ. فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلُ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبُ، فَرَدَّ ذٰلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ ؛ فَإِنَّهُ ، إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ ، وَذٰلِكَ فِى يَدِهِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ ذٰلِكَ الْعَبْدَ. وَلاَ أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ ذٰلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ.

রেওয়ায়ত ১৪

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি নিজের ক্রীতদাসের সহিত মুকাতাব করিয়াছে, অতঃপর মুকাতাবের মৃত্যু হইয়াছে এবং রাখিয়া গিয়াছে তাহার উম্মে-ওয়ালাদ। আর তাহার কিতাবাতের কিছু অবশিষ্ট (অনাদায়ী) রহিয়াছে এবং সে (বদলে কিতাবাতের বাকী কিস্তি) যাহা তাহার জিম্মায় রহিয়াছে উহা পরিশোধ করা যায় এমন মালও রাখিয়া গিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : আযাদী লাভের পূর্বে যখন মুকাতাবের মৃত্যু হইয়াছে এবং সন্তানও রাখিয়া যায় নাই যাহারা "বদলে কিতাবাত"-এর বকেয়া পরিশোধ করিয়া নিজেরাও আযাদী লাভ করিত এবং (সাথে সাথে) তাহাদের পিতার "উম্মে-ওয়ালাদ"ও ইহার ফলে আযাদী লাভ করিত (কাজেই) মুকাতাবের "উম্মে-ওয়ালাদ" ক্রীতদাসী থাকিয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : (মুকাতাব তাহার গোলামকে আযাদ করিয়া দিয়াছে অথবা তাহার মালের কিছু অংশ সদ্‌কা করিয়া দিয়াছে এবং তাহার কর্তাকে সে উহা জানায় নাই (এই অবস্থাতে) মুকাতাব আযাদী লাভ করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : ইহা তাহার পক্ষে কার্যকর করা হইবে, মুকাতাবের জন্য উহা হইতে রুজূ করারও ইখতিয়ার থাকিবে না, পক্ষান্তরে যদি মুকাতাবের আযাদী লাভের পূর্বে কর্তা উহা জানিতে পারে এবং (জানার পর) সে উহা রদ করিয়া দেয় উহাকে চালু না করে তবে মুকাতাব আযাদ হইলে পর, মাল ও ক্রীতদাস তাহার হাতে থাকিলে তাহার জন্য গোলাম আযাদ করা অথবা সেই সদ্‌কা বাহির করা জরুরী নহে, কিন্তু ইহা স্বেচ্ছায় ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে করিতে পারিবে।

(١٣) باب الوصية فى المكاتب

পরিচ্ছেদ ১৩ : মুকাতাবের ব্যাপারে ওসীয়্যত করা প্রসঙ্গে

١٥-قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَاسَمِعْتُ فِى الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ عِنْدَالْمَوْتِ : أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُقَامُ عَلَى هَيْئَتِهِ تِلْكَ. الَّتِى لَوْ بِيعَ كَانَ ذٰلِكَ الثَّمَنَ الَّذِى يَبْلُغُ فَإِنْ كَانَتِ

الْقِيمَةُ أَقَلَّ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. وَضَعَ ذٰلِكَ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. وَلَمْ يُنْظَرْ إِلَى عَدَدِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَوْ قُتِلَ لَمْ يَغْرَمْ قَاتِلُهُ. إِلاَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ قَتْلِهِ. وَلَوْ جُرِحَ لَمْ يَغْرَمْ جَارِحُهُ. إِلاَّ دِيَةَ جَرْحِهِ يَوْمَ جَرَحَهُ. وَلاَ يُنْظَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذٰلِكَ إِلَى مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ. مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ. لأَنَّهُ عَبْدٌ مَابَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ، لَمْ يُحْسَبْ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ الْمَيِّتُ لَهُ مَابَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ. فَصَارَتْ وَصِيَّةً أَوْصَى بِهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ، أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يَبْقَ مِنْ كِتَابَتِهِ إِلاَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ. فَأَوْصَى سَيِّدُهُ لَهُ بِالْمِائَةِ دِرْهَمٍ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ. حُسِبَتْ لَهُ فِي ثُلُثِ سَيِّدِهِ. فَصَارَ حُرًّا بِهَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، إِنَّهُ يُقَوَّمُ عَبْدًا. فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ سَعَةٌ لِثَمَنِ الْعَبْدِ ، جَازَ لَهُ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذٰلِكَ، أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَيُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ. فَيَكُونُ ثُلُثُ مَالِ سَيِّدِهِ أَلْفَ دِينَارٍ. فَذٰلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ أَوْصَى لَهُ بِهَا فِي ثُلُثِهِ. فَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ قَدْ أَوْصَى لِقَوْمٍ بِوَصَايَا. وَلَيْسَ فِي الثُّلُثِ فَضْلٌ عَنْ قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ. بُدِئَ بِالْمُكَاتَبِ. لأَنَّ الْكِتَابَةَ عَتَاقَةٌ. وَالْعَتَاقَةُ تُبَدَّأُ عَلَى الْوَصَايَا. ثُمَّ تُجْعَلُ تِلْكَ الْوَصَايَا فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ. يَتْبَعُوْنَهُ بِهَا. وَيُخَيَّرُ وَرَثَةُ الْمُوْصِي. فَإِنْ أَحَبُّوْا أَنْ يُعْطُوْا أَهْلَ الْوَصَايَا وَصَايَاهُمْ كَامِلَةً. وَتَكُوْنُ كِتَابَةُ الْمُكَاتَبِ لَهُمْ. فَذٰلِكَ لَهُمْ. وَإِنْ أَبَوْا وَأَسْلَمُوْا الْمُكَاتَبَ وَمَا عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. فَذٰلِكَ لَهُمْ. لأَنَّ الثُّلُثَ صَارَ فِي الْمُكَاتَبِ . وَلأَنَّ كُلَّ وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا أَحَدٌ. فَقَالَ الْوَرَثَةُ : الَّذِي أَوْصَى بِهِ صَاحِبُنَا أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ. وَقَدْ أَخَذَ مَالَيْسَ لَهُ. قَالَ : فَإِنَّ وَرَثَتَهُ يُخَيَّرُوْنَ. فَيُقَالُ لَهُمْ : قَدْ أَوْصَى صَاحِبُكُمْ بِمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. فَإِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ تُنَفِّذُوْا ذٰلِكَ لأَهْلِهِ. عَلَى مَاأَوْصَى بِهِ الْمَيِّتُ . وَإِلاَّ فَأَسْلِمُوا أَهْلَ الْوَصَايَا ثُلُثَ مَالِ الْمَيِّتِ كُلِّهِ.

قَالَ : فَإِنْ أَسْلَمَ الْوَرَثَةُ الْمُكَاتَبَ إِلَى أَهْلِ الْوَصَايَا. كَانَ لأَهْلِ الْوَصَايَا مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ. فَإِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ أَخَذُوْا ذٰلِكَ فِيْ وَصَايَاهُمْ. عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ. وَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ. كَانَ عَبْدًا لأَهْلِ الْوَصَايَا. لاَ يَرْجِعُ إِلَى أَهْلِ الْمِيْرَاثِ. لأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ حِيْنَ خُيِّرُوْا. وَلأَنَّ أَهْلَ الْوَصَايَا حِيْنَ أُسْلِمَ إِلَيْهِمْ ضَمِنُوْهُ. فَلَوْ مَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى الْوَرَثَةِ شَيْءٌ. وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ كِتَابَتَهُ. وَتَرَكَ مَالاً هُوَ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ. فَمَالُهُ لأَهْلِ الْوَصَايَا. وَإِنْ أَدىَّ الْمُكَاتَبُ مَا عَلَيْهِ ، عَتَقَ. وَرَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى عَصَبَةِ الَّذِى عَقَدَ كِتَابَتَهُ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمُكَاتَبِ يَكُوْنُ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ. فَيَضَعُ عَنْهُ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

قَالَ مَالِكٌ : يُقَوَّمُ الْمُكَاتَبُ. فَيُنْظَرُ كَمْ قِيمَتُهُ ؟ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ. فَالَّذِى وُضِعَ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. وَذٰلِكَ فِى الْقِيمَةِ مِائَةُ دِرْهَمٍ. وَهُوَ عُشْرُ الْقِيمَةِ. فَيُوْضَعُ عَنْهُ عُشْرُ الْكِتَابَةِ. فَيَصِيْرُ ذٰلِكَ إِلَى عُشْرِ الْقِيمَةِ نَقْدًا. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ كَهَيْئَتِهِ لَوْ وُضِعَ عَنْهُ جَمِيْعُ مَاعَلَيْهِ. وَلَوْ فَعَلَ ذٰلِكَ لَمْ يُحْسَبْ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. إِلاَّ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ أَلْفُ دِرْهَمٍ. وَإِنَّ كَانَ الَّذِى وَضِعَ عَنْهُ نِصْفُ الْكِتَابَةِ. حُسِبَ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ نِصْفُ الْقِيمَةِ. وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ عَلَى هٰذَا الْحِسَابِ.

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. وَلَمْ يُسَمِّ أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وُضِعَ عَنْهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ عُشْرُهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا وَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. مِنْ أَوَّلِ كِتَابَتِهِ أَوْ مِنْ آخِرِهَا. وَكَانَ أَصْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى ثَلاثَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. قُوِّمَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ النَّقْدِ. ثُمَّ قُسِمَتْ تِلْكَ الْقِيمَةُ. فَجُعِلَ لِتِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِى مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابَةِ حِصَّتُهَا مِنْ تِلْكَ الْقِيمَةِ. بِقَدْرِ قُرْبِهَا مِنَ الْأَجَلِ. وَفَضْلِهَا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِى تَلِى الْأَلْفَ الْأُولَى. بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا. ثُمَّ الْأَلْفُ الَّتِى تَلِيهَا. بِقَدْرِ فَضْلِهَا أَيْضًا. حَتَّى يُؤْتَى عَلَى آخِرِهَا. تَفْضُلُ كُلُّ أَلْفٍ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا. فِى تَعْجِيْلِ الْأَجَلِ وَتَأْخِيْرِهِ. لأَنَّ مَا اسْتَأْخَرَ مِنْ ذٰلِكَ

كَانَ أَقَلَّ فِي الْقِيمَةِ. ثُمَّ يُوْضَعُ فِي ثُلُثِ الْمَيِّتِ ، قَدْرُمَا أَصَابَ تِلْكَ الْأَلْفَ مِنَ الْقِيمَةِ. عَلَى تَفَاضُلِ ذٰلِكَ. إِنْ قَلَّ أَوْ كَثُرَ. فَهُوَ عَلَى هٰذَا الْحِسَابِ.

قَالَ مَالِكُ ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِرُبُعِ مُكَاتَبٍ. أَوْأَعْتَقَ رُبُعَهُ. فَهَلَكَ الرَّجُلُ. ثُمَّ هَلَكَ الْمُكَاتَبُ. وَتَرَكَ مَالاً كَثِيْرًا أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكُ : يُعْطَى وَرَثَةُ السَّيِّدِ وَالَّذِى أَوْصَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ، مَابَقِيَ لَهُمْ عَلَى الْمُكَاتَبِ. ثُمَّ يَقْتَسِمُوْنَ مَافَضَلَ. فَيَكُوْنُ، لِلْمُوْ صَى لَهُ بِرُبُعِ الْمُكَاتَبِ، ثُلُثُ مَا فَضَلَ بَعْدَ أَدَاءِ الْكِتَابَةِ. وَلِوَرَثَةِ سَيِّدِهِ، الثُّلُثَانِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَابَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ. فَإِنَّمَا يُوْرَثُ بِالرِّقِّ.

قَالَ مَالِكُ ، فِي مُكَاتَبٍ أَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ. قَالَ : إِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُمَا حَمَلَ الثُّلُثُ. وَيُوْضَعُ عَنْهُ مِنَ الْكِتَابَةِ قَدْرُذٰلِكَ. إِنْ كَانَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسَةُ اٰلاَفِ دِرْهَمٍ. وَكَانَتْ قِيمَتُهُ أَلَفَيْ دِرْهَمٍ نَقْدًا. وَيَكُوْنُ ثُلُثُ الْمَيِّتِ أَلْفَ دِرْهَمٍ. عَتَقَ نِصْفُهُ. وَيُوْضَعُ عَنْهُ شَطْرُ الْكِتَابَةِ.

قَالَ مَالِكُ ، فِي رَجُلٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ : غُلَامِي فُلَانٌ حُرٌّ. وَكَاتِبُوْا فُلَانًا : تُبَدَّأُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْكِتَابَةِ.

রেওয়ায়ত ১৫

মালিক (র) বলেন : মুকাতাবের ব্যাপারে অতি উত্তম কথা যাহা আমি শুনিয়াছি তাহা এই : যে মুকাতাবকে তাহার কর্তা মৃত্যু মুহূর্তে আযাদ করিয়াছে তবে সেই অবস্থাতে (সেই মুহূর্তে) উহার মূল্য যাহা হয় তাহাই ধার্য করা হইবে। অর্থাৎ যদি উহাকে বিক্রি করা হয় তবে কত মূল্য দাঁড়াইবে তাহাই ধার্য মূল্য "বদলে কিতাবাত"-এর যাহা বাকী রহিয়াছে তাহার কম হয়, তবে উহা মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ মুতাবিক ধার্য করা হইবে। মুকাতাবের জিম্মায় যে পরিমাণ দিরহাম অবশিষ্ট রহিয়াছে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইবে না। ইহা এইজন্য যে, মুকাতাবকে যদি হত্যা করা হয় তবে হত্যাকারী সেই হত্যার দিনের মূল্যই আদায় করিবে। (অনুরূপ) মুকাতাবকে কেহ জখম করিলে সে জখমের দিনের খেসারতই আঘাতকারী আদায় করিবে। এই সব ব্যাপারে উহার কিতাবাত কত দিরহাম বা কতদিনের উপর হইয়াছে সেদিকে লক্ষ্য করা হয় না। কারণ যতক্ষণ কিতাবাতের কিছু অর্থ অনাদায়ী থাকে ততক্ষণ সে ক্রীতদাস থাকে। আর "বদলে কিতাবাত" যাহা উহার জিম্মায় রহিয়াছে উহা যদি তাহার মূল্য হইতে কম হয় তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হইতে "বদলে কিতাবাত"-এর ব্যাপারে উহার জিম্মায় যে বকেয়া রহিয়াছে

মাত্র সে পরিমাণই হিসাব করা হইবে। কারণ মৃত ব্যক্তি তাহার জন্য তাহার "বদলে কিতাবাত"-এর বকেয়া পরিমাণই রাখিয়া গিয়াছে। ফলে উহা এমন ওসীয়্যতের মতো হইয়াছে, যে ওসীয়্যত সেই (মৃত ব্যক্তি) উহার মুকাতাবের জন্য করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : ইহার ব্যাখ্যা এই, যদি মুকাতাবের মূল্য হয় এক হাজার দিরহাম এবং উহার কিতাবাত হইতে বাকী রহিয়াছে মাত্র একশত দিরহাম, এমতাবস্থায় তাহার কর্তা তাহার জন্য একশত দিরহামের ওসীয়্যত করিয়াছে। উহা তাহার কর্তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতে হিসাব করা হইবে। এই ওসীয়্যতের দরুন মুকাতাব আযাদ হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি তাহার গোলামকে মৃত্যুর সময় মুকাতাব করিল, তবে ক্রীতদাসের মূল্য ধার্য করা হইবে। তারপর কর্তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ যদি ক্রীতদাসের মূল্য পরিশোধের জন্য যথেষ্ট হয় তবে উহা জায়েয হইবে।

মালিক (র) বলেন : ইহার ব্যাখ্যা এই যে, (দৃষ্টান্তস্বরূপ) ক্রীতদাসের মূল্য হইতেছে এক হাজার দীনার, তাহার কর্তা মৃত্যুর সময় তাহার সহিত মুকাতাব করিল দুইশত দীনারের উপর, (অপর দিকে) তাহার কর্তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতেছে এক হাজার দীনার, তবে ইহা বৈধ। ইহা (এক প্রকারের) ওসীয়্যত যাহা তাহার (মুকাতাবের) জন্য (সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশ করা হইয়াছে। আর যদি (মুকাতাবের) কর্তা অন্য কোন সম্প্রদায়ের জন্য ভিন্ন ধরনের ওসীয়্যত করিয়া থাকে, (অপরদিকে) এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে মুকাতাবের মূল্যের অধিক মাল নাই, তবে মুকাতাবকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। কারণ কিতাবাত হইতেছে আযাদী প্রদান করা। সুতরাং কিতাবাতের ওসীয়্যতকে ওসীয়্যতসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। অতঃপর অন্য সকল ওসীয়্যতকে মুকাতাবের "বদলে কিতাবাত"-এর অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। যাহাদের জন্য ওসীয়্যত করা হইয়াছে তাহারা মুকাতাবের দিকে রুজূ করিবে এবং ওসীয়্যতকারীর ওয়ারিসগণকে ইখতিয়ার দেওয়া হইবে। তাহারা পছন্দ করিলে যাহাদের জন্য ওসীয়্যত করা হইয়াছে উহাদের পক্ষে ওসীয়্যত পূর্ণ করিবে এবং মুকাতাবের কিতাবাতের অর্থ তাহাদের প্রাপ্য হইবে। তাহারা চাহিলে এইরূপ করিতে পারিবে। আর তাহারা যদি এইরূপ করিতে অস্বীকার করে এবং মুকাতাব ও মুকাতাবের সম্পদকে ওসীয়্যত যাহাদের জন্য করা হইয়াছে উহাদের নিকট সোপর্দ করিয়া দেয়, ইহাও তাহাদের জন্য বৈধ।

কারণ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ সেই মুকাতাবের মধ্যেই (অর্থাৎ তাহার নিকটই) রহিয়াছে। আর ইহা এই জন্য যে, যে কোন কোন ওসীয়্যত যাহা কোন ব্যক্তি করিয়াছে তাহা সম্পর্কে তাহার ওয়ারিসগণ বলিতে পারে, আমাদের মু'রিস[১] (কর্তা-ব্যক্তি-পরিবারের প্রধান) যাহা ওসীয়্যত করিয়াছে উহা এক-তৃতীয়াংশের অধিক এই ওসীয়্যতের দ্বারা তিনি তাহার অধিকার বহির্ভূত অতিরিক্ত সম্পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মালিক (র) বলেন-(এই অবস্থাতে) উহার ওয়ারিসগণকে ইখতিয়ার দেওয়া হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, তোমাদের মুরুব্বী বা মু'রিস যে ওসীয়্যত করিয়াছে, তোমরা সে বিষয়ে অবগত হইয়াছ, (এখন) তোমরা যদি মৃত ব্যক্তির ওসীয়্যতকে যাহার জন্য তিনি ওসীয়্যত করিয়াছেন সেই মতে কার্যকর করিতে পছন্দ কর, (তবে ভাল কথা) : নতুবা যাহাদের জন্য ওসীয়্যত করা হইয়াছে তাহাদের উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ পূর্ণ ছাড়িয়া দাও।

১. মু'রিস-মুকাতাবের কর্তা যিনি কিতাবাত করিয়াছেন এবং আযাদীর ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন : মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ ওসীয়্যত যাহাদের জন্য করা হইয়াছে তাহাদের নিকট মুকাতাবকে সোপর্দ করিয়া দেয় তবে "বদলে কিতাবাত" তাহাদের প্রাপ্য হইবে, মুকাতাব যদি তাহার জিম্মায় কিতাবাতের অর্থ উহাদের নিকট পরিশোধ করে তবে উহারা ওসীয়্যত বাবদ উহাদের অংশ অনুযায়ী বন্টন করিয়া লইবে। আর মুকাতাব যদি অর্থ আদায়ে অপারক হয় তবে সে উহাদের নিকট ক্রীতদাসরূপে থাকিবে, ওয়ারিসগণের নিকট ফিরিয়া যাইবে না। কারণ উহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছে যখন ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে তখন। আর এইজন্যও যে ওয়ারিসগণ যখন ওসীয়্যত গ্রহীতাদের নিকট মুকাতাবকে সোপর্দ করে তখন ওসীয়্যত গ্রহীতারা তাহাকে জামিন হিসাবে গ্রহণ করে। তাই ওসীয়্যত গ্রহীতাদের জন্য মুকাতাবের মৃত্যু হইলে ওয়ারিসগণের কোন দায়িত্ব থাকিবে না। আর যদি মুকাতাবের মৃত্যু হয় কিতাবাতের অর্থ পরিশোধ করার পূর্বে এবং উহার জিম্মায় যে অর্থ রহিয়াছে তাহার অধিক মাল রাখিয়া যায় তবে উহার মাল ওসীয়্যত গ্রহীতাদের জন্য হইবে। আর যদি মুকাতাব কিতাবাতের অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকে তবে সে আযাদ হইয়া যাইবে এবং তাহার উত্তরাধিকারিত্ব রুজূ করিবে মু'রিস-এর 'আসাবা' (عصبة) -এর দিকে যিনি কিতাবাত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন : জনৈক মুকাতাবের নিকট "বদলে কিতাবাত" বাবদ তাহার কর্তা দশ হাজার দিরহাম পাইবে। সে মৃত্যুর সময় মুকাতাবের জিম্মা হইতে এক হাজার দিরহাম কমাইয়া দিল। মালিক (র) বলেন, মুকাতাবের মূল্য নির্ধারণ করা হইবে। অতঃপর লক্ষ্য করা হইবে উহার মূল্য কত? যদি উহার মূল্য এক হাজার দিরহাম হয় তবে মুকাতাব হইতে যাহা কমান হইয়াছে উহা "বদলে কিতাবাত"-এর এক দশমাংশ[১] আর উহা মূল্যের দিক দিয়া একশত দিরহাম [এর মতো[২]] এবং উহা (একশত দিরহাম) হইতেছে মূল্যের এক দশমাংশ, তাই উহা (মুকাতাব) হইতে এক-দশমাংশ কমান হইল যাহা মূল্যের হইবে এক-দশমাংশ (১/১০) নগদ মূল্যে। ইহা হইতেছে এইরূপ যেমন মুকাতাব হইতে সম্পূর্ণ "বদলে কিতাবাত" মাফ করিয়া দেওয়া হয়, যদি (কর্তা) এইরূপ করে তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতে মুকাতাবের মূল্য এক হাজার দিরহাম ছাড়া আর কিছু হিসাব করা হইবে না।[৩] আর যদি মুকাতাব হইতে "বদলে কিতাবাতের" অর্ধেক মাফ করা হয় তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ (মুকাতাবের) মূল্যের অর্ধেক হিসাব করা হইবে। আর ইহা হইতে কম বা অধিক হইলে তবে সেই অনুপাতেই হিসাব করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : কোন ব্যক্তি তাহার মুকাতাবের (বদলে কিতাবাত) দশ হাজার দিরহাম হইতে এক হাজার দিরহাম তাহার মৃত্যুর সময় কমাইয়া দিয়াছে, আর সে ইহা নির্দিষ্ট করে নাই যে, ইহা কিতাবাতের (কিস্তির) প্রথম ভাগে কমান হইবে, কিম্বা শেষের দিকে কমান হইবে। তবে প্রতিটি কিস্তি হইতে "বদলে কিতাবাত"-এর এক-দশমাংশ করিয়া কমাইবে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি তাহার মৃত্যুকালে তাহার মুকাতাব হইতে এক হাজার দিরহাম কমাইয়া দিল। কিতাবাতের প্রথম ভাগ হইতে কিম্বা শেষের দিক হইতে। আর আসল কিতাবাত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল

---

১. কারণ বদলে কিতাবাত হইল দশ হাজার দিরহাম। কাজেই এক হাজার দিরহাম উহার ১/১০ (এক-দশমাংশ) হইল। -আওজাযুল মাসালিক

২. দশ হাজার দিরহামের মধ্যে এক হাজার দিরহাম সেই রকম ১/১০ -(এক দশমাংশ) ক্রীতদাসের মূল্য এক হাজার দিরহামের তুলনায় একশত দিরহামও হইতেছে ১/১০ (এক-দশমাংশ)।-আওজায

৩. অর্থাৎ "বদলে কিতাবাত"-এর মোট অর্থ দশ হাজার দিরহাম-এর হিসাব করা হইবে না।

তিন হাজার দিরহামের উপর, তবে নগদ মূল্যে মুকাতাবের মূল্য নির্ধারণ করা হইবে। অতঃপর সেই মূল্যকে (কিস্তিতে) বিভক্ত করা হইবে। তারপর সেই মূল্য হইতে কিতাবাতের প্রারম্ভের এক হাজারের জন্য উহার হিস্সা নির্ধারিত হইবে উহার নির্ধারিত সময়ের যতটা নিকটে তাহা এবং উহার মূল্যের পার্থক্য বিবেচনা করিয়া, অতঃপর দ্বিতীয় হাজারের জন্য (হিস্সা) (ঠিক করা হইবে) যাহা প্রথম হাজারের সংলগ্ন রহিয়াছে উহার মূল্যের পার্থক্য অনুযায়ী, অতঃপর উহার সংলগ্ন হাজারের জন্য উহার মূল্যের পার্থক্য অনুযায়ী। সব শেষ অংশ প্রদান করা পর্যন্ত মুহূর্তের অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যাপারকে ত্বরান্বিত বা দেরী করার বিষয়টির বিবেচনায় কিস্তির প্রতি হাজার উহার পরবর্তী হাজারের তুলনায় উত্তম ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। কারণ পরবর্তী কিস্তির মূল্য মূল্যের দিক দিয়া কম হইবে। অতঃপর (কর্তা কর্তৃক যে এক হাজার দিরহাম কমান হইয়াছে) মূল্য হইতে সেই এক হাজারের পরিমাণ মৃত ব্যক্তির মালের এক-তৃতীয়াংশ হইতে বাদ দেওয়া হইবে। উহার বৃদ্ধি অথবা ঘাটতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হইবে। যদি উহা কমে কিম্বা বৃদ্ধি পায় তবে উহা সেই অনুপাতেই হিসাব করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : জনৈক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির জন্য তাহার মুকাতাবের এক-চতুর্থাংশের ওসীয়্যত করিয়াছে এবং উহার এক-চতুর্থাংশ আযাদ করিয়াছে। অতঃপর সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তারপর মুকাতাবও মারা যায়। তাহার জিম্মায় যে "বদলে কিতাবাত" বাকী রহিয়াছে, তাহা হইতে অধিক মাল রাখিয়া যায়। মালিক (র) বলেন, মুকাতাবের উপর ওয়ারিসগণের যাহা প্রাপ্য রহিয়াছে উহা দেওয়া হইবে ওয়ারিসগণকে এবং তাহাকে যাহার জন্য মুকাতাবের এক-চতুর্থাংশের ওসীয়্যত করা হইয়াছে। ইহার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ইহারা ভাগ করিয়া লইবে। এই অনুপাতে যাহার জন্য মুকাতাবের এক-চতুর্থাংশের ওসীয়্যত করা হইয়াছিল সে পাইবে অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ, আর মুকাতাবের কর্তার ওয়ারিসগণের হইবে দুই-তৃতীয়াংশ।

মালিক (র) বলেন-যে মুকাতাবকে তাহার কর্তা মৃত্যুকালে আযাদ করিয়াছে, যদি মৃত ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ উহার জন্য যথেষ্ট না হয় তবে এক-তৃতীয়াংশে যতটুকু সংকুলান হয় ততটুকু মুকাতাব হইতে আযাদ হইয়া যাইবে এবং মুকাতাব-এর "বদলে কিতাবাত" হইতে সেই পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া হইবে। যদি মুকাতাবের জিম্মায় থাকে পাঁচ হাজার দিরহাম আর উহার মূল্য হয় দুই হাজার দিরহাম নগদ মূল্যে। মৃত ব্যক্তির সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হয় এক হাজার দিরহাম তবে উহার অর্ধেক আযাদ হইবে এবং উহার কারণে কিতাবাতের অর্থের অর্ধেকও কমাইয়া দেওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি তাহার ওসীয়্যতে বলিয়াছে আমার অমুক গোলাম আযাদ এবং অমুককে মুকাতাব করিয়া দিও, মালিক (র) বলেন, আযাদীকে কিতাবাতের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪০

كتاب المدبر

মুদাব্বার অধ্যায়

(١) باب القضاء فى المدبر

পরিচ্ছেদ ১ : মুদাব্বার-এর সন্তানদের ব্যাপারে ফয়সালা

١–**حدّثنى** مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيْمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ فَوَلَدَتْ أَوْلاَدًا بَعْدَ تَدْبِيْرِهِ إِيَّاهَا. ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِى دَبَّرَهَا : إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِى ثَبَتَ لَهَا. وَلاَ يَضُرُّهُمْ هَلاَكُ أُمِّهِمْ. فَإِذَا مَاتَ الَّذِى كَانَ دَبَّرَهَا ، فَقَدْ عَتَقُوْا . إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ.

وَقَالَ مَالِكٌ : كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا. إِنْ كَانَتْ حُرَّةً ، فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا ، فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ. وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ مُكَاتَبَةً ، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِيْنَ ، أَوْ مُخْدَمَةً ، أَوْ بَعْضُهَا حُرًا ، أَوْ مَرْهُوْنَةً ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ. يَعْتِقُوْنَ بِعِتْقِهَا. وَيَرِقُّوْنَ بِرِقِّهَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى مُدَبَّرَةٍ دُبِّرَتْ وَهِىَ حَامِلٌ : إِنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةً لَهُ وَهِىَ حَامِلٌ . وَلَمْ يَعْلَمْ بِحَمْلِهَا.

قَالَ مَالِكٌ : فَالسُّنَّةُ فِيْهَا أَنَّ وَلَدَهَا يَتْبَعُهَا وَيَعْتِقُ بِعِتْقِهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ جَارِيَةً وَهِىَ حَامِلٌ ، فَالْوَلِيْدَةُ وَمَا فِى بَطْنِهَا لِمَنِ ابْتَاعَهَا. اشْتَرَطَ ذٰلِكَ الْمُبْتَاعُ، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يَحِلُّ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِىَ مَا فِى بَطْنِهَا. لأَنَّ ذٰلِكَ غَرَرٌ . يَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا. وَلاَ يَدْرِى أَيَصِلُ ذٰلِكَ إِلَيْهِ أَمْ لاَ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ بَاعَ جَنِيْنًا فِىْ بَطْنِ أُمِّهِ. وَذٰلِكَ لاَ يَحِلُّ لَهُ. لأَنَّهُ غَرَرٌ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً . فَوَطِئَهَا. فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ.

قَالَ : وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ . يَعْتِقُوْنَ بِعِتْقِهِ . وَيَرِقُّوْنَ بِرِقِّهِ.

قَالَ مَالِكٌ : فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ. فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ. يُسَلِّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ.

রেওয়ায়ত ১

মালিক (র) বলিয়াছেন : আমাদের নিকট সেই ব্যক্তি সম্পর্কে মাসআলা এই, যে ব্যক্তি তাহার ক্রীতদাসীকে "মুদাব্বারা" (مدبرة) করিয়াছে এবং কর্তা কর্তৃক উহাকে মুদাব্বারা করার পর সে সন্তান জন্মাইয়াছে। অতঃপর সে (কর্তা) উহাকে মুদাব্বারা করিয়াছে তাহার পূর্বে ক্রীতদাসীর মৃত্যু হইয়াছে, তবে উহার সন্তানদের ব্যাপারে উহার মতোই হইবে, অর্থাৎ যেই শর্ত উহার (মুদাব্বারা ক্রীতদাসীর) জন্য ছিল সেই শর্ত ইহাদের (সন্তানদের) জন্যও প্রযোজ্য হইবে। এবং ইহাদের মাতার মৃত্যুর কারণে ইহাদের কোন ক্ষতি হইবে না, অতঃপর যে মুদাব্বার (কর্তা) করিয়াছে তাহার মৃত্যু হইলে তবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ (সম্পত্তিতে) সংকুলান হইলে ইহারা আযাদ হইয়া যাইবে।[১]

মালিক (র) বলেন : প্রত্যেক জননীর আওলাদ শর্ত ইত্যাদির ব্যাপারে উহাদের মাতার সমতুল্য হইবে। জননী যদি আযাদী লাভ করে এবং আযাদী লাভের পর সন্তান জন্মায়, তবে উহার সন্তানরা আযাদ (গণ্য) হইবে। আর জননী যদি মুদাব্বারা অথবা মুকাতাবা হয় কিংবা কয়েক বৎসরের খেদমতের শর্তে আযাদী প্রাপ্তা হয় অথবা উহার অংশবিশেষ আযাদ করা হয়, অথবা তাহাকে বন্ধক দেওয়া হইয়াছে এমন হয় অথবা সে উম্মে-ওয়ালাদ হয়, তবে উহাদের প্রত্যেকের সন্তান মাতার মতো মর্যাদা লাভ করিবে। মাতা আযাদ হইলে ইহারাও আযাদ (গণ্য) হইবে। মাতা ক্রীতদাসী হইলে ইহারাও ক্রীতদাস হইবে।

---

১. যে ক্রীতদাসীকে উহার কর্তা বলে, "আমার মৃত্যু হইলে পর তুমি আযাদ হইয়া যাইবে" এই অবস্থায় ক্রীতদাসী হইলে "মুদাব্বার" এবং ক্রীতদাস হইলে "মুদাব্বির" বলা হয়। কর্তাকে বলা হয় "মুদাব্বির"। উক্ত কার্যকে বলা হয় তাদ্‌বীর।

মালিক (র) বলেন : যে ক্রীতদাসীকে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় 'মুদাব্বারা' করা হইয়াছে, তাহার সন্তান তাহারই মতো (গণ্য করা) হইবে। ইহা যেন এইরূপ — যেমন কোন ব্যক্তি আপন ক্রীতদাসীকে আযাদ করিয়াছে সে তখন অন্তঃসত্ত্বা, কর্তা উহার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর রাখে না। মালিক (র) বলেন, এই ব্যাপারে সুন্নত (রীতি) এই, উহার সন্তান উহাকে অনুসরণ করিবে এবং উহার আযাদী লাভে সেও আযাদী লাভ করিবে।

মালিক (র) বলেন : তদ্রূপ যদি কোন ব্যক্তি অন্তঃসত্ত্বা ক্রীতদাসীকে খরিদ করে, তবে ক্রীতদাসী এবং উহার গর্ভে যাহা রহিয়াছে, তাহা ক্রেতারই হইবে। ক্রেতা উহার শর্ত করুক কিম্বা না করুক।

মালিক (র) বলেন : বিক্রেতার পক্ষে ক্রীতদাসীর গর্ভের সন্তানকে (বিক্রয় হইতে) বাদ রাখা হালাল নহে ইহা প্রতারণা বটে। কারণ, সে ক্রীতদাসীর মূল্য হইতে মূল্য কমাইবার উদ্দেশ্যে ইহা করিতে চাহে, অথচ সে নিজেও জানে না এই সন্তান সে লাভ করিবে কি, না? ইহা এইরূপ যেমন কেহ মাতার গর্ভস্থ সন্তান বিক্রয় করিল, ইহা তাহার জন্য হালাল নহে; কারণ ইহা প্রতারণা।

মালিক (র) বলেন : যেই মুকাতাব অথবা মুদাব্বারা : তাহাদের একজন একটি ক্রীতদাসী খরিদ করিয়াছে। অতঃপর উহার সহিত সঙ্গম করিয়াছে, ফলে দাসীটি অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং সন্তান জন্মায়। মালিক (র) বলেন, এমতাবস্থায় এই ক্রীতদাসীর গর্ভের সন্তান তাহার মতোই হইবে [অর্থাৎ উহার মতো মর্যাদা লাভ করিবে]। সে আযাদ হইলে সন্তানেরাও আযাদ হইবে। আর সে ক্রীতদাসী হইলে সন্তানেরাও ক্রীতদাস হইবে। মালিক (র) বলেন, সে আযাদ হইলে তাহার "উম্মে-ওয়ালাদ" তাহারই সম্পদ হইবে। তাহার আযাদীর পর উহাকে তাহার নিকট সোপর্দ করা হইবে।

(٢) باب جامع ما فى التدبير

পরিচ্ছেদ ২ : মুদাব্বারকরণের বিবিধ প্রসঙ্গ

٢-قَالَ مَالِكٌ ، فِي مُدَبَّرٍ قَالَ لِسَيِّدِهِ : عَجِّلْ لِي الْعِتْقَ. وَأُعْطِيكَ خَمْسِينَ مِنْهَا مُنَجَّمَةً عَلَيَّ. فَقَالَ سَيِّدُهُ : نَعَمْ. أَنْتَ حُرٌّ. وَعَلَيْكَ خَمْسُونَ دِينَارًا. تُؤَدِّي إِلَيَّ كُلَّ عَامٍ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ. فَرَضِيَ بِذٰلِكَ ، الْعَبْدُ. ثُمَّ هَلَكَ السَّيِّدُ بَعْدَ ذٰلِكَ بِيَوْمٍ أَوْيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ.

قَالَ مَالِكٌ : يَثْبُتُ لَهُ الْعِتْقُ. وَصَارَتِ الْخَمْسُونَ دِينَارًا دَيْنًا عَلَيْهِ. وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ. وَثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ. وَمِيرَاثُهُ وَحُدُودُهُ. وَلاَ يَضَعُ عَنْهُ، مَوْتُ سَيِّدِهِ، شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ الدَّيْنِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ. فَمَاتَ السَّيِّدُ. وَلَهُ مَالٌ حَاضِرٌ وَمَالٌ غَائِبٌ. فَلَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ الْحَاضِرِ مَايَخْرُجُ فِيهِ الْمُدَبَّرُ.

قَالَ : يُوْقَفُ الْمُدَبَّرُ بِمَالِهِ. وَيُجْمَعُ خَرَاجُهُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمَالِ الْغَائِبِ. فَإِنْ كَانَ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ ، مِمَّا يَحْمِلُهُ الثُّلُثُ. عَتَقَ بِمَالِهِ. وَبِمَا جُمِعَ مِنْ خَرَاجِهِ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيمَا تَرَكَ سَيِّدُهُ مَايَحْمِلُهُ، عَتَقَ مِنْهُ قَدْرُ الثُّلُثِ وَتُرِكَ مَالُهُ فِي يَدَيْهِ.

রেওয়ায়ত ২

মালিক (র) বলিয়াছেন : একজন মুদাব্বার তাহার কর্তাকে বলিল, আমার আযাদী ত্বরান্বিত করুন। আমি (ইহার জন্য) আপনাকে কিস্তি কিস্তি করিয়া পঞ্চাশ দীনার আদায় করিব। তাহার কর্তা বলিল, হাঁ, তুমি আযাদ এবং তোমার উপর পঞ্চাশ দীনার আদায় করা জরুরী হইল, প্রতি বৎসর দশ দীনার করিয়া (কিস্তি আদায় করিবে) ক্রীতদাস ইহাতে সম্মত হইল। অতঃপর ইহার দুই কিম্বা তিন দিন পর কর্তার মৃত্যু হইল।

মালিক (র) বলেন : সে আযাদ হইয়া গিয়াছে এবং ঐ পঞ্চাশ দীনার তাহার জিম্মায় ঋণ রহিয়াছে এবং তাহার সাক্ষ্যদান গ্রহণযোগ্য হইবে, তাহার ব্যক্তিমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইল। সে উত্তরাধিকার লাভ করিবে এবং তাহার উপর শরীয়তের বিধান জারি হইবে। আর কর্তার মৃত্যুর কারণে তাহার জিম্মায় যে ঋণ রহিয়াছে উহার কিছুই কমান হইবে না।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি তাহার জনৈক গোলামকে মুদাব্বার করিল। তারপর কর্তার মৃত্যু হইল। আর তাহার সম্পদও রহিয়াছে নিকট ও দূরে। কিন্তু কর্তার নিকট যে মাল আছে উহা মুদাব্বার আযাদ হইবার মতো যথেষ্ট নহে। তবে মুদাব্বারের আযাদী স্থগিত রাখা হইবে। তাহার সম্পদও আটক থাকিবে এবং ঐ সম্পদের খাজনা সঞ্চয় করা হইবে। আর ইহা চালু থাকিবে দূরবর্তী সম্পদ হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত। (ইহার পর বিবেচনা করা হইবে) কর্তা যে মাল রাখিয়া গিয়াছে যদি উহার এক-তৃতীয়াংশের (মুদাব্বারের মূল্যের) অর্থ যোগাড় হয়, তবে সে তাহার সম্পদ ও সঞ্চিত খাজনাসহ আযাদ হইয়া যাইবে। আর যদি কর্তার রাখিয়া যাওয়া সম্পদে ইহার যোগাড় না হয় তবে কর্তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ দ্বারা মুদাব্বার হইতে যতটুকু আযাদ হওয়া যায় ততটুকু তাহার আযাদ হইয়া যাইবে এবং তাহার সম্পদ ছাড়িয়া তাহারই হস্তে দেওয়া হইবে।

(٣) باب الوصية فى التدبير

পরিচ্ছেদ ৩ : তদবীর সম্পর্কে ওসীয়্যত

٣-قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّ كُلَّ عَتَاقَةٍ أَعْتَقَهَا رَجُلٌ. فِي وَصِيَّةٍ أَوْصَى بِهَا، فِي صِحَّةٍ أَوْمَرَضٍ : أَنَّهُ يَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ، وَيُغَيِّرُهَا مَتَى شَاءَ. مَالَمْ يَكُنْ تَدْبِيْرًا . فَإِذَا دَبَّرَ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ إِلَى رَدِّمَا دَبَّرَ.

قَالَ مَالِكٌ : وَكُلُّ وَلَدٍ وَلَدَتْهُ أَمَةٌ ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا وَلَمْ تُدَبَّرْ. فَإِنَّ وَلَدَهَا لاَ يَعْتِقُوْنَ مَعَهَا إِذَا عَتَقَتْ. وَذٰلِكَ أَنَّ سَيِّدَهَا يُغَيِّرُ وَصِيَّتَهُ إِنْ شَاءَ. وَيَرُدُّهَا مَتَى شَاءَ. وَلَمْ

يَثْبُتْ لَهَا عَتَاقَةٌ. وَإِنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ قَالَ لِجَارِيَتِهِ : إِنْ بَقِيتِ عِنْدِي فُلاَنَةُ حَتَّى أَمُوْتَ ، فَهِيَ حُرَّةٌ.

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ أَدْرَكَتْ ذٰلِكَ ، كَانَ لَهَا ذٰلِكَ. وَإِنْ شَاءَ، قَبْلَ ذٰلِكَ، بَاعَهَا وَوَلَدَهَا. لأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْ وَلَدَهَا فِي شَيْءٍ مِمَّا جَعَلَ لَهَا.

قَالَ : وَالْوَصِيَّةُ فِي الْعَتَاقَةِ مُخَالِفَةٌ لِلتَّدْبِيرِ. فَرَقَ بَيْنَ ذٰلِكَ ، مَا مَضَى مِنَ السُّنَّةِ.

قَالَ : وَلَوْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِمَنْزِلَةِ التَّدْبِيْرِ. كَانَ كُلُّ مُوْصٍ لاَ يَقْدِرُ عَلَى تَغْيِيْرِ وَصِيَّتِهِ. وَمَا ذُكِرَ فِيْهَا مِنَ الْعَتَاقَةِ. وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ مَالاَ يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ رَقِيْقًا لَهُ جَمِيْعًا فِي صِحَّتِهِ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ : إِنْ كَانَ دَبَّرَ بَعْضَهُمْ قَبْلَ بَعْضٍ، بُدِئَ بِالْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ. حَتَّى يَبْلُغَ الثُّلُثَ . وَإِنْ كَانَ دَبَّرَ هُمْ جَمِيْعًا فِي مَرَضِهِ. فَقَالَ : فُلاَنٌ حُرٌّ. وَفُلاَنٌ حُرٌّ. وَفُلاَنٌ حُرٌّ . فِي كَلاَمٍ وَاحِدٍ. إِنْ حَدَثَ بِي فِي مَرَضِي هٰذَا حَدَثُ مَوْتٍ . أَوْدَبَّرَهُمْ جَمِيْعًا فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ. تَحَاصُّوْا فِي الثُّلُثِ. وَلَمْ يُبَدَّأْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَبْلَ صَاحِبِهِ . وَإِنَّمَا هِيَ وَصِيَّةٌ . وَإِنَّمَا لَهُمُ الثُّلُثُ . يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ . ثُمَّ يَعْتِقُ مِنْهُمُ الثُّلُثُ. بَالِغًا مَابَلَغَ.

قَالَ : وَلاَ يُبَدَّأُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ كُلُّهُ فِي مَرَضِهِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلاَمًا لَهُ. فَهَلَكَ السَّيِّدُ وَلاَ مَالَ لَهُ إِلاَّ الْعَبْدُ الْمُدَبَّرُ. وَلِلْعَبْدِ مَالٌ. قَالَ : يُعْتَقُ ثُلُثُ الْمُدَبَّرِ. وَيُوْقَفُ مَالَهُ بِيَدَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي مُدَبَّرٍ كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ.

قَالَ مَالِكٌ : يُعْتَقُ مِنْهُ ثُلُثُهُ. وَيُوْضَعُ عَنْهُ ثُلُثُ كِتَابَتِهِ. وَيَكُوْنُ عَلَيْهِ ثُلُثَاهَا.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ لَهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ. فَبَتَّ عِتْقَ نِصْفِهِ. أَوْبَتَّ عِتْقَهُ كُلَّهُ. وَقَدْ كَانَ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ آخَرَ قَبْلَ ذٰلِكَ.

قَالَ : يُبْدَأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِى أَعْتَقَهُ وَهُوَ مَرِيْضٌ. وَذٰلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَادَبَّرَ. وَلاَ أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ. فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ. فَلْيَكُنْ مَا بَقِىَ مِنَ الثُّلُثِ فِى الَّذِى أَعْتَقَ شَطْرَهُ. حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ. فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ. عَتَقَ مِنْهُ مَابَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ. بَعْدَ عِتْقِ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ.

রেওয়ায়ত ৩

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, মালিক (র) বলিয়াছেন, সর্বপ্রকার আযাদী প্রদান সম্বন্ধে আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই, যে ব্যক্তি গোলামকে ওসীয়্যত দ্বারা আযাদ করিয়াছে, সেই ওসীয়্যত সুস্থাবস্থায় কিংবা পীড়িতাবস্থায় করিয়া থাকুক, যদি সেই ওসীয়্যত মুদাব্বার করার ওসীয়্যত না হয় তবে সে যখন ইচ্ছা উহাকে রদ করিতে পারে এবং যখন ইচ্ছা উহাকে পরিবর্তন করিতে পারে। আর যদি মুদাব্বার করিয়া থাকে, তবে উহা রদ করার ইখতিয়ার থাকিবে না।

মালিক (র) বলেন : এক ক্রীতদাসীকে আযাদ করার ওসীয়্যত করা হইয়াছে কিন্তু মুদাব্বারা করা হয় নাই, সেই দাসী যে সন্তান জন্মাইবে, ক্রীতদাসী যখন আযাদ হইবে উহারা (সন্তানগণ) তাহার সহিত আযাদ হইবে না। কারণ তাহার কর্তা ইচ্ছা করিলে ওসীয়্যত পরিবর্তন করিতে পারে, আর যখন ইচ্ছা উহাকে রদও করিয়া দিতে পারে। আর দাসী (এখন পর্যন্ত) আযাদও হয় নাই। (সন্তানেরা কিরূপে আযাদ হইবে?) ইহা এইরূপ যেমন কোন লোক নিজের এক দাসীকে বলিল, এই দাসী যদি আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমার নিকট থাকে তবে সে আযাদ।

মালিক (র) বলেন : অতঃপর সে যদি মৃত্যু পর্যন্ত উহার নিকট থাকে তবে সে আযাদ হইয়া যাইবে, আর কর্তা যদি ইচ্ছা করে তবে মৃত্যুর পূর্বে দাসী এবং উহার সন্তানকে বিক্রয় করিতে পারিবে। কারণ দাসীর জন্য যাহা করা হইয়াছে সন্তান উহার কোন কিছুরই অন্তর্ভুক্ত নহে। ফলে, (দাসীকে) আযাদী দাসের ওসীয়্যত এবং উহাকে মুদাব্বারা করা এই দুইটি ভিন্ন ব্যাপার। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও নীতিমালা ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। মালিক (র) বলেন, ওসীয়্যত যদি তদবীরের মতো হইত তবে কোন ওসীয়্যতকারী ওসীয়্যত পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখিত না এবং আযাদী প্রদানের ওসীয়্যত যাহা উল্লিখিত হইয়াছে উহাতেও পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকিত না। (অথচ মাসআলা এইরূপ নহে বরং ওসীয়্যত পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকে) ইহা এইরূপ যেমন — কোন কারণে কাহারও মাল আটক রাখা হইয়াছে, অথচ উহা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না।

মালিক (র) বলেন : যে ব্যক্তি সুস্থাবস্থায় তাহার সকল ক্রীতদাসীকে মুদাব্বার করিয়াছে, (অন্যদিকে) তাহার নিকট ঐ সব ক্রীতদাস ব্যতীত অন্য কোন সম্পদ নাই, সে যদি কতককে কতকের পূর্বে মুদাব্বার করিয়া থাকে, তবে সর্বপ্রথম যাহাকে মুদাব্বার করা হইয়াছে উহা হইতে আযাদী আরম্ভ করা হইবে। তারপর তাহার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ যতজনের আযাদীর জন্য পর্যাপ্ত ততজন আযাদী পাইবে। শর্ত এই, যাহাকে বা যাহাদিগকে প্রথমে মুদাব্বার করা হইয়াছে সে বা তাহারা প্রথমে আযাদী পাইবে।

আর যদি সকলকে কর্তার পীড়িতাবস্থায় মুদাব্বার করিয়াছে এবং বলিয়াছে যদি এই রোগে আমার মৃত্যু হয়, তবে অমুক আযাদ, অমুক আযাদ, এই উক্তিতে সকলকে মুদাব্বার করিয়াছে তবে তাহার সম্পর্কে এক-তৃতীয়াংশে উহারা সকলে শরীক হইবে, কেহ কাহারও আগে আযাদ হইবে না। ইহা (মুদাব্বার হিসাবে আযাদ করিবে) ওসীয়্যত বটে, উহাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ নির্ধারিত হইবে যাহা হিস্‌সা অনুযায়ী উহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর উহাদের মধ্য হইতে এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হইবে, যেই পর্যন্ত ঐ সম্পদ পর্যাপ্ত হয়। উহাদের মধ্যে কাহাকেও পূর্বে আযাদ করা হইবে না। ইহা হইল যদি সকলকে পীড়িতাবস্থায় মুদাব্বার করিয়া থাকে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি তাহার গোলামকে মুদাব্বার করিয়াছে, অতঃপর তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আর এই মুদাব্বার গোলাম ব্যতীত অন্য কোন মাল তাহার নাই, কিন্তু গোলামের নিকট সম্পদ রহিয়াছে। মালিক (র) বলেন : মুদাব্বারের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হইবে এবং তাহার মাল তাহার অধিকারে রাখা হইবে।

মালিক (র) বলেন : যে মুদাব্বারের সহিত তাহার কর্তা কিতাবাত করিয়াছে, অতঃপর কর্তার মৃত্যু হইয়াছে এবং সে এই ক্রীতদাস ছাড়া অন্য কোন মাল রাখিয়া যায় নাই। মালিক (র) বলেন-গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হইবে এবং কিতাবাতের অর্থের এক-তৃতীয়াংশ উহা হইতে মাফ করা হইবে, (অবশিষ্ট) দুই-তৃতীয়াংশ উহার জিম্মায় থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তি রোগশয্যায় আপন ক্রীতদাসের অর্ধেক অথবা পূর্ণ আযাদ করিয়াছে। সে ইতিপূর্বে তাহার অন্য এক ক্রীতদাসকে মুদাব্বার করিয়াছিল। মালিক (র) বলিয়াছেন, রোগশয্যায় যাহাকে আযাদ করিয়াছে, উহার পূর্বে মুদাব্বারকে আযাদ করা হইবে। ইহা এইজন্য যে, মুদাব্বার করার পর কোন ব্যক্তির পক্ষে উহাকে রদ করার ইখতিয়ার থাকে না এবং উহাকে কোন কারণে পিছাইয়াও দেওয়া যায় না, যদ্দরুন উহা বাতিল হইয়া যায়। অতঃপর মুদাব্বার আযাদ হইয়া গেলে এক-তৃতীয়াংশ হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকে উহা যাহার অর্ধেক আযাদ করা হইয়াছে উহার জন্য ব্যয় করা হইবে, যেন এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা উহার পূর্ণ আযাদীর ব্যবস্থা করিতে পারে। আর যদি এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ আযাদী লাভের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তবে প্রথম মুদাব্বারের আযাদী পর (দ্বিতীয় ক্রীতদাস হইতে) এক-তৃতীয়াংশের অবশিষ্ট দ্বারা যতটুকু কুলায় ততটুকু আযাদ হইয়া যাইবে।

(٤) باب من الرجل وليدته إذا دبرها

পরিচ্ছেদ ৪ : মুদাব্বারা করার পর স্বীয় ক্রীতদাসীর সহিত সঙ্গম করা প্রসঙ্গে

٤–حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ. فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ.

রেওয়ায়ত ৪

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) তাঁহার দুইজন ক্রীতদাসীকে মুদাব্বারা করিয়াছিলেন, অতঃপর তিনি উভয়ের সহিত মিলিত হইতেন অথচ উহারা উভয়ে ছিল মুদাব্বারা।

٥-وحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُوْلُ : إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ. فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيْعَهَا وَلاَ يَهَبَهَا . وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا.

রেওয়ায়ত ৫

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিতেন, কোন ব্যক্তি নিজ ক্রীতদাসীকে মুদাব্বারা করিলে তাহার জন্য ইহার সহিত সঙ্গম করা জায়েয আছে। কিন্তু উহাকে বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং হেবাও (দান) করিতে পারিবে না; আর মুদাব্বারার সন্তান মুদাব্বারার মতো হইবে (উহার বিক্রয় এবং দান জায়েয হইবে না)।

(٥) باب بيع المدبر

পরিচ্ছেদ ৫ : মুদাব্বারকে বিক্রয় করা

٦-قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ. أَنَّ صَاحِبَهُ لاَ يَبِيْعُهُ. وَلاَ يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيْهِ. وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ. فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لاَ يَقْدِرُوْنَ عَلَى بَيْعِهِ. مَاعَاشَ سَيِّدُهُ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلاَ دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ. لاَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ. فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيَاتَهُ. ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلٰى وَرَثَتِهِ. إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ. وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ، وَلاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُ. عَتَقَ ثُلُثُهُ. وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ. فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ. وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيْطٌ بِالْمُدَبَّرِ. بِيْعَ فِي دَيْنِهِ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثُّلُثِ.

قَالَ : فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لاَ يُحِيْطُ إِلاَّ بِنِصْفِ الْعَبْدِ. بِيْعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ. ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَيَجُوْزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ. وَلاَ يَجُوْزُ لأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ. إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ. فَيَكُوْنُ ذٰلِكَ جَائِزًا لَهُ أَوْيُعْطِي أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالاً. وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ. فَذٰلِكَ يَجُوْزُ لَهُ أَيْضًا.

قَالَ مَالِكٌ : وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَيَجُوْزُ بَيْعُ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ. لأَنَّهُ غَرَرٌ . إِذْلاَيُدْرَى كَمْ يَعِيْشُ سَيِّدُهُ. فَذٰلِكَ غَرَرٌ لاَيَصْلُحُ.

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِى الْعَبْدِ يَكُوْنُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ. فَيُدَبِّرُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ : إِنَّهُمَا يَتَقَاوَمَانِهِ. فَإِنِ اشْتَرَاهُ الَّذِى دَبَّرَهُ، كَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ. وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ، انْتَقَضَ تَدْبِيْرُهُ. إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ الَّذِى بَقِىَ لَهُ فِيهِ الرِّقُّ. أَنْ يُعْطِيَهُ شَرِيكَهُ الَّذِى دَبَّرَهُ بِقِيمَتِهِ. فَإِنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِقِيْمَتِهِ، لَزِمَهُ ذٰلِكَ. وَكَانَ مُدَبَّرًا كُلَّهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِى رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ دَبَّرَ عَبْدًا لَهُ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَ الْعَبْدُ.

قَالَ مَالِكٌ : يَحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَبْدِ. وَيُخَارَجُ عَلَى سَيِّدِهِ لِنَّصْرَانِيِّ. وَلاَ يُبَاعُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَمْرُهُ. فَإِنْ هَلَكَ النَّصْرَانِيُّ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، قُضِىَ دَيْنُهُ مِنْ ثَمَنِ الْمُدَبَّرِ. إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِى مَالِهِ مَا يَحْمِلُ الدَّيْنَ . فَيَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ.

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র) বলেন : মুদাব্বারের ব্যাপারে আমাদের নিকট সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই — তাহার কর্তা তাহাকে বিক্রয় করিবে না। উহাকে যেই স্থানে মুদাব্বার করিয়াছে সেই স্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাইবে না; এবং তাহার কর্তার উপর যদি ঋণের চাপ থাকে তবে তাহার কর্তা যতদিন জীবিত থাকিবে ততদিন কর্তার ঋণদাতাগণ তাহাকে বিক্রয় করিবে না। কর্তার যদি মৃত্যু হয় এবং তাহার জিম্মায় ঋণ না থাকে তবে মুদাব্বার কর্তার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতে আযাদ হইবে। কারণ সে তাহার জীবিতকাল পর্যন্ত ক্রীতদাসের আযাদী হইতে তাহার খেদমতে পৃথক করিয়াছিল, তাই তাহার জন্য ক্রীতদাস হইতে জীবদ্দশায় খেদমত গ্রহণ করা বৈধ নহে। অতঃপর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে (যখন উহা ওয়ারিসদের হক হইবার সময় উপস্থিত তখন) তাহার সম্পূর্ণ সম্পদ হইতে ওয়ারিসদের মীরাসের উপর হস্তক্ষেপ করিয়া উহাকে আযাদ করিয়া দিবে। আর যদি মুদাব্বারের কর্তার মৃত্যু হয় এই অবস্থায় যে মুদাব্বার ব্যতীত তাহার আর কোন সম্পদ নাই, তবে উহার এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হইবে এবং ওয়ারিসদের জন্য হইবে (অবশিষ্ট) দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি মুদাব্বারের কর্তার মৃত্যু হয় এমতাবস্থায় যে তাহার ঋণ রহিয়াছে, আর সেই ঋণ মুদাব্বারের (মূল্যের) সমপরিমাণ হয়, তবে উহাকে কর্তার ঋণ পরিশোধের জন্য বিক্রয় করা হইবে। কারণ উহাকে আযাদ করা হয় এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ হইতে, আর যদি ঋণ মুদাব্বারের অর্ধেক পরিমাণ হয়, তবে উহার অর্ধেক ঋণের জন্য বিক্রয় করা হইবে। অতঃপর ঋণের পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে উহার এক-তৃতীয়াংশ হইতে তাহাকে আযাদ করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : মুদাব্বারকে বিক্রয় করা জায়েয নহে এবং কাহারো পক্ষে উহা খরিদ করাও জায়েয নহে, কিন্তু মুদাব্বার যদি নিজেকে কর্তা হইতে ক্রয় করিয়া লয়, তবে উহা জায়েয হইবে। অথবা কেহ মুদাব্বারের কর্তাকে অর্থ দিল, মুদাব্বারকারী কর্তা উহাকে আযাদ করিয়া দিল, তবে ইহাও তাহার জন্য বৈধ হইবে। মালিক (র) বলেন-উহার (অর্থাৎ মুদাব্বারের) উত্তরাধিকার হইবে সেই কর্তার, যে কর্তা তাহাকে মুদাব্বার করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : মুদাব্বারের খেদমত বিক্রয় জায়েয নহে এবং ইহা এক প্রকার প্রতারণা। কারণ উহার কর্তা কতদিন জীবিত থাকিবে তাহা অজানা, কাজেই উহা (এক প্রকার) প্রতারণা যাহা মঙ্গল নহে।

মালিক (র) বলেন : একটি ক্রীতদাস দুইজনের শরীকানায় রহিয়াছে। উহাদের একজন তাহার হিস্সাকে মুদাব্বার করিয়া দিল। তবে তাহারা উভয়ে উহার মূল্য ধার্য করিবে (ইহার পর) যে মুদাব্বার করিয়াছে সে যদি (অপর অংশী হইতে) ক্রয় করিয়া লয়, তবে উহা পূর্ণ মুদাব্বার হইয়া যাইবে। আর যদি উহাকে ক্রয় না করে তবে মুদাব্বার করা বাতিল হইয়া যাইবে। কিন্তু যদি যে অংশীর মালিকানা অংশ উহাতে বহাল রহিয়াছে সে যদি তাহার যে শরীক মুদাব্বার করিয়াছে সে শরীকের নিকট হইতে তাহার অংশের মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে (ক্রীতদাসকে পূর্ণরূপে) দিয়া দেয় তবে তাহার (যে মুদাব্বার করিয়াছে) জন্য উহা গ্রহণ করা জরুরী হইবে। ফলে ক্রীতদাস পূর্ণরূপে মুদাব্বার হইয়া যাইবে।

মালিক (র) বলেন : কোন খ্রিস্টান ক্রীতদাসকে মুদাব্বার করিয়াছে, অতঃপর ক্রীতদাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। মালিক (র) বলেন : পৃথক করা হইবে সেই খ্রিস্টান ও তাহার ক্রীতদাসকে, আর তাহার কর্তার পক্ষে ক্রীতদাসটি খাজনা আদায় করিবে। কর্তার অবস্থা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তাহাকে (ক্রীতদাসকে) বিক্রয় করা হইবে না। আর যদি তাহার কর্তার মৃত্যু হয় এবং তাহার ঋণ থাকে তবে তাহার ঋণ শোধ করা হইবে মুদাব্বারের মূল্য হইতে। কিন্তু ঋণ শোধ করিবার মতো যদি তাহার সম্পদ থাকে তবে সম্পদ হইতে ঋণ শোধ করা হইবে এবং মুদাব্বার আযাদ হইয়া যাইবে (এক-তৃতীয়াংশ হইতে)।

(٦) باب جراح المدبر

পরিচ্ছেদ ৬ : মুদাব্বারের (অন্যকে) জখম করা প্রসঙ্গে

٧–حدّثنى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَضَى فِى الْمُدبَّرِ إِذَا جَرَحَ. أَنَّ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُسَلِّمَ مَا يَمْلِكُ مِنْهُ إِلَى الْمَجْرُوْحِ. فَيَخْتَدِمُهُ الْمَجْرُوْحُ. وَيُقَاصُّهُ بِجِرَاحِهِ. مِنْ دِيَةِ جَرْحِهِ. فَإِنْ أَدَّى قَبْلَ أَنْ يَهْلِكَ سَيِّدُهُ، رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ.

قَالَ مَالِكُ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ. وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. أَنَّهُ يُعْتَقُ ثُلُثُهُ. ثُمَّ يُقْسَمُ عَقْلُ الْجَرْحِ أَثْلاَثًا. فَيَكُوْنُ ثُلُثُ الْعَقْلِ عَلَى الثُّلُثِ الَّذِى عَتَقَ مِنْهُ. وَيَكُوْنُ ثُلُثَاهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ اللَّذَيْنِ بِأَيْدِى الْوَرَثَةِ. إِنْ شَاؤُا أَسْلَمُوا الَّذِى لَهُمْ مِنْهُ إِلَى صَاحِبِ الْجَرْحِ. وَإِنْ شَاؤُا أَعْطَوْهُ ثُلُثَىِ الْعَقْلِ. وَأَمْسَكُوْا نَصِيْبَهُمْ مِنَ الْعَبْدِ. وَذٰلِكَ أَنَّ عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ. إِنَّمَا كَانَتْ جِنَايَتُهُ مِنَ الْعَبْدِ. وَلَمْ تَكُنْ دَيْنًا عَلَى السَّيِّدِ. فَلَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ الَّذِى أَحْدَثَ الْعَبْدُ. بِالَّذِى يُبْطِلُ مَا صَنَعَ السَّيِّدُ مِنْ عِتْقِهِ وَتَدْبِيرِهِ. فَإِنْ كَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ دَيْنٌ لِلنَّاسِ. مَعَ جِنَايَةِ الْعَبْدِ. بِيعَ مِنَ الْمُدَبَّرِ

بِقَدْرِ عَقْلِ الْجَرْحِ. وَقَدْرِ الدَّيْنِ. ثُمَّ يُبَدَّأُ بِالْعَقْلِ الَّذِى كَانَ فِى جِنَايَةِ الْعَبْدِ. فَيُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَهُ لِلْوَرَثَةِ. وَذٰلِكَ أَنَّ جِنَايَةَ الْعَبْدِ هِىَ أَوْلٰى مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا هَلَكَ. وَتَرَكَ عَبْدًا مُدَبَّرًا. قِيمَتُهُ خَمْسُوْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ. وَكَانَ الْعَبْدُ قَدْ شَجَّ رَجُلاً حُرًّا مُوضِحَةً. عَقْلُهَا خَمْسُوْنَ دِيْنَارًا ، وَكَانَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ مِنَ الدَّيْنِ خَمْسُوْنَ دِيْنَارًا.

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّهُ يُبْدَأُ بِالْخَمْسِيْنَ دِينَارًا، الَّتِى فِى عَقْلِ السَّجَّةِ. فَتُقْضَى مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ. ثُمَّ يُقْضَى دَيْنُ سَيِّدِهِ. ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا بَقِىَ مِنَ الْعَبْدِ. فَيَعْتِقُ ثُلُثُهُ. وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ. فَالْعَقْلُ أَوْجَبُ فِى رَقَبَتِهِ مِنْ دَيْنِ سَيِّدِهِ وَدَيْنُ سَيِّدِهِ أَوْجَبُ مِنَ التَّدْبِيْرِ الَّذِى إِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ فِى ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ. فَلاَ يَنْبَغِى أَنْ يَجُوْزَ شَىْءٌ مِنَ التَّدْبِيرِ، وَعَلَى سَيِّدِ الْمُدَبَّرِ دَيْنٌ لَمْ يُقْضَ. وَإِنَّمَا هُوَ وَصِيَّةٌ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ- مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ-.

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ كَانَ فِى ثُلُثِ الْمَيِّتِ مَا يَعْتِقُ فِيْهِ الْمُدَبَّرُ كُلُّهُ، عَتَقَ. وَكَانَ عَقْلُ جِنَايَتِهِ دَيْنًا عَلَيْهِ. يُتَّبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ. وَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْعَقْلُ الدِّيَةَ كَامِلَةً. وَذٰلِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ.

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ رَجُلاً فَأَسْلَمَهُ سَيِّدُهُ إِلَى الْمَجْرُوْحِ. ثُمَّ هَلَكَ سَيِّدُهُ وَعَلَيْهِ. دَيْنٌ. وَلَمْ يَتْرُكْ مَالاً غَيْرَهُ. فَقَالَ الْوَرَثَةُ : نَحْنُ نُسَلِّمُهُ إِلَى صَاحِبِ الْجُرْحِ. وَقَالَ صَاحِبُ الدَّيْنِ : أَنَا أَزِيدُ عَلَى ذٰلِكَ : إِنَّهُ إِذَا زَادَ الْغَرِيْمُ شَيْئًا فَهُوَ أَوْلٰى بِهِ. وَيُحَطُّ عَنِ الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، قَدْرُ مَا زَادَ الْغَرِيْمُ عَلَى دِيَةِ الْجَرْحِ. فَإِنْ لَمْ يَزِدْ شَيْئًا ، لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدَ.

وَقَالَ مَالِكٌ ، فِى الْمُدَبَّرِ إِذَا جَرَحَ وَلَهُ مَالٌ. فَأَبٰى سَيِّدُهُ أَنْ يَفْتَدِيَهُ. فَإِنَّ الْمَجْرَوْحَ يَأْخُذُ مَالَ الْمُدَبَّرِ فِى دِيَةِ جُرْحِهِ. فَإِنْ كَانَ فِيْهِ وَفَاءٌ، اسْتَوْفَى الْمَجْرُوْحُ

دِيَةَ جُرْحِهِ ، وَرَدَّ الْمُدَبَّرَ إِلَى سَيِّدِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ ، اقْتَضَاهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ ، وَاسْتَعْمَلَ الْمُدَبَّرَ بِمَا بَقِيَ لَهُ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ.

রেওয়ায়ত ৭

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) মুদাব্বারের ব্যাপারে ফয়সালা করিয়াছেন যে, সে জখম করিলে তাহার কর্তার জন্য ওয়াজিব হইবে উহা হইতে, সে যে বস্তুর মালিক [অর্থাৎ ক্রীতদাসের খেদমত] তাহা জখমী ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করিয়া দেওয়া। জখমী ব্যক্তি উহা (মুদাব্বারের ক্রীতদাস) হইতে আদায় করিবে এবং উহাকে জখমের কিসাস গণ্য করিবে জখমের দীয়্যত [খেসারত] বাবদ। অতঃপর খেদমত দ্বারা তাহার কর্তার মৃত্যুর পূর্বে যদি দীয়্যত পরিশোধ হইয়া যায় তবে (পরিশোধের পর) তাহার কর্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে।

মালিক (র) বলেন : মুদাব্বারের ব্যাপারে আমাদের নিকট মাস্আলা এই, মুদাব্বার যদি (কাহাকেও) জখম করে তারপর তাহার কর্তা পরলোকগমন করে এবং তাহার কর্তার নিকট সে ব্যতীত অন্য কোন মাল নাই, তবে মুদাব্বারের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হইবে। অতঃপর জখমের দীয়্যতকে তিন অংশে ভাগ করা হইবে। তারপর দীয়্যতের এক-তৃতীয়াংশ হইবে মুদাব্বারের যে এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হইয়াছে সেই অংশের ভাগে [অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ মুদাব্বার আদায় করিবে] অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ হইবে ওয়ারিসদের হস্তে যে দুই-তৃতীয়াংশ (মুদাব্বারের) রহিয়াছে সেই দুই-তৃতীয়াংশের ভাগে। তাহাদের ইচ্ছা হইলে তাহারা তাহাদের অংশ জখমী ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করিবে [সে দুই-তৃতীয়াংশ হইবে দীয়্যত পরিমাণ খেদমত আদায় করিবে] কিংবা ইচ্ছা করিলে তাহারা দীয়্যতের দুই-তৃতীয়াংশ জখমী ব্যক্তিকে প্রদান করিবে এবং ক্রীতদাস হইতে নিজেদের অংশ ২/৩ নিজেদের দখলে রাখিবে।

ইহার কারণ এই, জখম করাটা অপরাধ ছিল ক্রীতদাসের, এই জখমের দীয়্যত গোলামের কর্তার উপর ঋণ হইবে না (এই দীয়্যত গোলামকেই আদায় করিতে হইবে)। তাই তাহার কর্তা যে কার্য সম্পাদন করিয়াছে তাহাকে মুদাব্বার করিয়া ও তাহার আযাদীর ব্যবস্থা করিয়া উহা মুদাব্বারের সদ্য অপরাধের ফলে বাতিল হইয়া যাইবে না। যদি ক্রীতদাসের কর্তার জিম্মায় লোকের ঋণ থাকে — ক্রীতদাসের অপরাধের খেসারতসহ, তবে জখমের দীয়্যত ও (কর্তার) ঋণ পরিমাণ অংশ দাস হইতে বিক্রয় করা হইবে, তারপর সর্বপ্রথম গোলামের অপরাধের খেসারত আদায় করা হইবে গোলামের মূল্য হইতে; তারপর তাহার কর্তার ঋণ পরিশোধ করা হইবে। তারপর গোলাম হইতে অবশিষ্ট যাহা রহিল উহার ব্যবস্থা হইবে এই — উহা হইতে এক-তৃতীয়াংশ আযাদ হইয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ হইবে কর্তার ওয়ারিসদের জন্য। মোটকথা, গোলামের অপরাধের খেসারত কর্তার ঋণের আগে পরিশোধ করিতে হইবে, যেমন কোন এক ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, সে একজন মুদাব্বার দাস রাখিয়া গিয়াছে যাহার মূল্য দেড়শত দীনার। সে একজন আযাদ ব্যক্তিকে এইরূপ জখম করিয়াছে যাহাতে হাড় দৃষ্ট হয়, উহার দীয়্যত হইতেছে পঞ্চাশ দীনার, আর দাসের কর্তার ঋণ ছিল পঞ্চাশ দীনার। মালিক (র) বলেন, এই অবস্থায় সর্বপ্রথম জখমের দীয়্যত পঞ্চাশ দীনার পরিশোধ করা হইবে গোলামের মূল্য হইতে, অতঃপর তাহার কর্তার ঋণ শোধ করা হইবে, তারপর গোলাম হইতে (৫০

দীনার) যাহা অবশিষ্ট রহিল উহার ব্যবস্থা করা হইবে এইভাবে যে, উহা হইতে গোলামের এক-তৃতীয়াংশ আযাদ করা হইবে, অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ থাকিবে কর্তার ওয়ারিসদের জন্য। দীয়্যত মুদাব্বারের জিম্মায় কর্তার ঋণের তুলনায় বেশি দরকারী, আর মুদাব্বারের কর্তার ঋণ মুদাব্বারের তদবীর (অর্থাৎ আযাদী) হইতে বেশি জরুরী; যাহা মৃত ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশ মাল হইতে ওসীয়্যত বটে, তাই মুদাব্বারের কর্তার জিম্মায় ঋণ অপরিশোধিত রাখিয়া মুদাব্বারের তদবীর (আযাদী) কার্যকর করা জায়েয হইবে না। কারণ আযাদী প্রদানের চুক্তি হইতেছে ওসীয়্যত। এই সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُّوصِىْ بِهَا اَوْدَيْنٍ.

ওসীয়্যত অথবা ঋণ পরিশোধের পর (ঋণ সর্বসম্মতভাবে ওসীয়্যতের উপর অগ্রাধিকার লাভ করে)।

মালিক (র) বলেন : যদি মৃত ব্যক্তির এক-তৃতীয়াংশে মুদাব্বারের সম্পূর্ণ আযাদ হওয়ার সংকুলান হয় তবে (মুদাব্বার সম্পূর্ণ) আযাদ হইয়া যাইবে, আর তাহার অপরাধের খেসারত তাহার উপর ঋণ থাকিবে। জখমী ব্যক্তি আযাদী লাভের পর (খেসারত আদায়ের জন্য) তাহাকে বাধ্য করিবে, যদিওবা সেই খেসারত পূর্ণ দীয়্যত হইয়া থাকে। কিন্তু কর্তার জিম্মায় ঋণ না থাকিলে তখন এই ব্যবস্থা (অন্যথায় ঋণ পরিশোধের বিষয়টি অগ্রাধিকার পাইবে)।

মালিক (র) বলেন : যে মুদাব্বার কোন ব্যক্তিকে জখম করিয়াছে, অতঃপর তাহার কর্তা তাহাকে জখমী ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করিয়াছে; তারপর তাহার কর্তার মৃত্যু হইয়াছে। কর্তার উপর রহিয়াছে ঋণ আর সে এই দাস ব্যতীত অন্য কোন মাল রাখিয়া যায় নাই। অতঃপর ওয়ারিসগণ বলিল — আমরা ইহাকে জখমী ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করিব। ঋণদাতা বলিল, আমি ইহার মূল্য বাড়াইয়া দিব। মালিক (র) বলে, (ঋণদাতা যখন মূল্য বাড়াইয়া দিল, তবে মুদাব্বারকে পাওয়ার অধিক উপযুক্ত পাত্র সেই। জখমের দীয়্যতের উপর ঋণদাতা যাহা বৃদ্ধি করিল উহা যাহার উপর ঋণ রহিয়াছে [ঋণগ্রহীতা কর্তা] তাহার ঋণ হইতে কমানো হইবে। আর মূল্য কিছু বৃদ্ধি না করিলে তবে সে দাস গ্রহণ করিবে না।

মালিক (র) বলেন : মুদাব্বার যদি কাহাকেও জখম করে এবং তাহার নিকট মাল থাকে, অতঃপর তাহার কর্তা তাহার খেসারত বহন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তবে জখমী ব্যক্তি জখমের দীয়্যত বাবদ মুদাব্বারের মাল কব্জা করিবে। যদি সেই মালের খেসারত পূর্ণভাবে আদায় হইয়া যায় তবে জখমী ব্যক্তি (তথা হইতে) জখমের দীয়্যত পূর্ণ গ্রহণ করিবে এবং মুদাব্বারকে তাহার কর্তার নিকট ফিরাইয়া দিবে।

আর যদি উহাতে খেসারত পূর্ণ আদায় হওয়ার মতো সম্পদ না থাকে তবে যাহা উশুল হয় সেই পরিমাণ খেসারত বাবদ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টের জন্য ক্রীতদাস হইতে খেদমত লইবে।

(٧) باب ما جاء في جراح أم الولد

পরিচ্ছেদ ৭ : উম্মে ওয়ালাদ কর্তৃক জখম প্রসঙ্গ

٨–قَالَ مَالِكٌ ، فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَجْرَحُ : إِنَّ عَقْلَ ذٰلِكَ الْجَرْحِ ضَامِنٌ عَلَى سَيِّدِهَا فِي مَالِهِ. إِلاَ أَنْ يَكُوْنَ عَقْلُ ذٰلِكَ الْجَرْحِ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ أُمِّ الْوَلَدِ. فَلَيْسَ عَلَى سَيِّدِهَا أَنْ

يُخْرِجَ أَكْثَرَ مِنْ قِيْمَتِهَا . وَذٰلِكَ أَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ أَوِ الْوَلِيْدَةِ. إِذَا أَسْلَمَ غُلَامَهُ أَوْ وَلِيْدَتَهُ، بِجُرْحٍ أَصَابَهُ وَاحِدُ مِنْهُمَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ ، وَإِنْ كَثُرَ الْعَقْلُ. فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ سَيِّدِ أُمّ الْوَلَدِ أَنْ يُسَلِّمَهَا، لِمَا مَضَى فِى ذٰلِكَ مِنَ السُّنَّةِ، فَإِنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ قِيَمَتَهَا ، فَكَأَ نَّهُ أَسْلَمَهَا. فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ.

وهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ. وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.

রেওয়ায়ত ৮

মালিক (র) বলেন : উম্মে ওয়ালাদ যদি কাহাকেও জখম করে তবে এই জখমের দীয়্যত কর্তাকে নিজ মাল হইতে পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু উম্মে ওয়ালাদের মূল্য হইতে জখমের দীয়্যত যদি অধিক হয়, তবে কর্তার জিম্মায় উহার মূল্যের অধিক দেওয়া জরুরী হইবে না। কারণ ক্রীতদাস এবং দাসীর কর্তা উহাদের একজন কর্তৃক কাহাকেও জখম করার দরুন যদি দাস বা দাসীকে জখমী ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করিয়া দেয় তবে ইহার অতিরিক্ত তাহার উপর আর কিছু জরুরী হইবে না। জখমের দীয়্যত বেশি হইয়া থাকিলেও (অতিরিক্ত দীয়্যতের জন্য) কর্তা উম্মে ওয়ালাদকে জখমী ব্যক্তির নিকট সোপর্দ করিতে পারিবে না, ইহাই নিয়ম। (উম্মে ওয়ালাদকে বিক্রি করা, দান করা জায়েয নহে), কেননা, যখন সে উম্মে ওয়ালাদের মূল্য দিয়া দিল, তবে যেন সে উম্মে ওয়ালাদকেই সোপর্দ করিয়া দিল, তাহার উপর ইহার অধিক কিছু জরুরী নহে। ইহাই সুন্দরতম যাহা (এই বিষয়ে) আমি শুনিয়াছি। কর্তার জিম্মায় উম্মে ওয়ালাদের মূল্যের অধিক কোন খেসারত বহন করার দায়িত্ব নাই।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪১

كتاب الحدود

হুদুদের অধ্যায়

(١) باب ماجاء فى بالرجم

পরিচ্ছেদ ১ : প্রস্তরাঘাত করা

١ – حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ الْيَهُوْدُ إِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرُوْا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا . فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَا تَجِدُوْنَ فِيْ التَّوْرَاتِ شَأْنِ الرَّجْمَ ؟ » فَقَالُوْا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُوْنَ . فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ . إِنَّ فِيْهَا الرَّجْمِ . فَأْتُوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوْهَا . فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى أٰيَةِ الرَّجْمَ . ثُمَّ قَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَكَ . فَرَفَعَ يَدَهُ ، فَإِذَا فِيْهَا أٰيَةَ الرَّجْمِ . فَقَالُوْا : صَدَقَ . يَامُحَمَّدُ . فِيْهَا أٰيَةُ الرَّجْمِ . فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَا .

فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَحْنِى عَلَى الْمَرْأَةِ . يَقِيْهَا الْحِجَارَةَ .

قَالَ مَالِكٌ : يَعْنِيْ يَحْنِيْ يُكِبُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَقَعَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهِ.

রেওয়ায়ত ১

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, ইহুদীদের একদল রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, তাহাদের একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন : রজম বা প্রস্তরাঘাতের ব্যাপারে তাওরাতে কি আদেশ রহিয়াছে ? তাহারা বলিল : আমরা ব্যভিচারকারীকে লজ্জিত করি এবং বেত্রাঘাত করিয়া থাকি। আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম বলিলেন, তোমরা মিথ্যা বলিতেছ। তাওরাতে প্রস্তরাঘাতের শাস্তি রহিয়াছে। তাওরাত আনয়ন কর, উহা পড়িয়া দেখ। অতঃপর তাহারা তাওরাত খুলিল। এক ব্যক্তি বেত্রাঘাতের উপর হাত রাখিয়া পূর্বাপর অবশিষ্ট আয়াত পড়িয়া শুনাইল। আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম তাহাকে বলিল : তোমার হাত উঠাও তো। সে তাহার হাত উঠাইলে দেখা গেল উহাতে প্রস্তরাঘাতের আয়াত রহিয়াছে। অতঃপর সকল ইহুদীই স্বীকার করিল যে, আবদুল্লাহ্ ইবন সালাম ঠিকই বলিয়াছেন, তাওরাতে প্রস্তরাঘাতের আয়াত বিদ্যমান রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উভয়কে প্রস্তরাঘাতের আদেশ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আদেশে উভয়কে প্রস্তরাঘাত করা হইল। আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা) বলেন : আমি দেখিলাম, পুরুষটি ঐ নারীকে আঘাত হইতে রক্ষা করিতে তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল।

মালিক (র) বলেন : উহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল অর্থ পুরুষ নিজে প্রস্তরাঘাত সহ্য করিয়াও ঐ নারীকে প্রস্তরাঘাত হইতে রক্ষা করিতে যাইয়া তাহার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল।

٢ – **حَدَّثَنِيْ** مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ جَاءَ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْأَخِرَ زَنَى فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ : هَلْ ذَكَرْتَ هٰذَا لِأَحَدٍ غَيْرِيْ ؟ فَقَالَ : لاَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ : فَتُبْ إِلَى اللّٰهِ . وَاسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ . فَإِنَّ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ . فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتّٰى أَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ . فَقَالَ لَهُ عُمَرَ مِثْلَ مَا قَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ . فَلَمْ تُقْرِرْهُ نَفْسُهُ حَتّٰى جَاءَ إِلَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ لَهُ : إِنَّ الْأَخِرَ زَنٰى . فَقَالَ سَعِيْدٌ : فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . كُلُّ ذٰلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . حَتّٰى إِذَا أَكْثَرَ عَلَيْهِ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ : « أَيَشْتَكِيْ أَمْ بِهِ جِنَّةٌ ؟ » فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ . وَاللّٰهُ إِنَّهُ لَصَحِيْحٌ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَبِكْرٌ أَمْ ثَيِّبٌ ؟ » فَقَالُوْا : بَلْ ثَيِّبٌ . يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ . فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَ .

রেওয়ায়ত ২

সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) বলেন, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি আবূ বকর (রা)-এর নিকট আসিয়া বলিল, এই অধম ব্যক্তি[১] ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে। আবূ বকর (রা) তাহাকে বলিলেন : আমাকে ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট ইহা প্রকাশ কর নাই তো ? সে ব্যক্তি বলিল : না। তিনি বলিলেন :

১. বক্তা নিজেই; সে নিজেকে অধম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। কারণ এই অন্যায় কাজে সে লিপ্ত হইয়াছে।

আল্লাহ্‌র নিকট তওবা কর আর আল্লাহ্‌র পর্দার আড়ালে লুকাইয়া থাক। কেননা আল্লাহ্ পাক স্বীয় বান্দাদের তওবা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু ইহাতে তাহার প্রবোধ হইল না। সে অতঃপর উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইল এবং আবূ বকর (রা)-এর নিকট যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিল তদ্রূপ বর্ণনা করিল। উমরও তাহাকে ঐরূপই বলিলেন, যেরূপ আবূ বকর (রা) বলিয়াছিলেন। ইহাতেও তাহার মনে প্রবোধ মানিল না। অগত্যা সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল : এই হতভাগা ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে। সাঈদ বলেন : ইহা শ্রবণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সে ব্যক্তি তাঁহার নিকট তিনবার এইরূপ বলিল। তিনবারই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহা হইতে মুখ ফিরাইয়া লইলেন। অতঃপর যখন সে বলিতেই থাকিল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহার পরিবারের নিকট লোক পাঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : এ ব্যক্তি কি রোগাক্রান্ত ? এ ব্যক্তি উন্মাদ তো হইয়া যায় নাই ? তাঁহারা বলিলেন : এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ রহিয়াছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার বিবাহ হইয়াছে কি ? রাবী বলেন, উপস্থিত লোকগণ বলিল : তাহার বিবাহ হইয়াছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! অতঃপর তাহার সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রস্তরাঘাতের আদেশ করিলে তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা হইল।

٣ – حدَّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ يَسْأَلُ لَهُ هَزَّالُ . يَا هَزَّالُ . لَوْ سَتَرْتَهُ بِرِدَائِكَ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ قَالَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ يَزِيْدُ بْنِ نُعَيْمٍ بْنِ هَزَّالٍ الأَسْلَمِيِّ فَقَالَ يَزِيْدُ : هَزَالُ جَدِّيْ وَهذَا الْحَدِيْثِ حَقٌّ .

রেওয়ায়ত ৩

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাহার নাম হায্‌যাল ছিল, বলিলেন, "হে হায্‌যাল, যদি তুমি ঐ খবরটি (মা'ইয়ের ব্যভিচারের খবর) গোপন রাখিতে তাহা হইলে উহা তোমার জন্য ভালই হইত।"

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে সায়ীদ (র) বলেন : আমি এক সময় এক সভাস্থলে এই ঘটনা বর্ণনা করিলাম। তথায় ইয়াযীদ ইব্‌নে নু'য়াইম ইব্‌নে হায্‌যালও উপস্থিত ছিল। তখন ইয়াযীদ বলিল : হায্‌যাল আমার পিতামহ ছিলেন। এই হাদীস সত্য।

٤ – حدَّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَرُجِمَ .

রেওয়ায়ত ৪

ইব্‌নে শিহাব যুহরী (র) বলিয়াছেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়ে এক ব্যক্তি নিজে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার কথা চারিবার স্বীকার করিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আদেশে তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা হইল। ইব্‌নে শিহাব বলেন : এজন্যই কোন ব্যক্তি নিজ অপরাধ করিলে উহা দ্বারা তাহার শাস্তি হইয়া থাকে।

٥ – **حدّثنى** مَالِكُ عَنْ يَعْقُوْبُ بْنُ زَيْدبْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيْهِ زَيْدبْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ مُلَيْكَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ الَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا زَنَتْ. وَهِىَ حَامِلُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «اذْهَبِىْ حَتّٰى تَضَعْنِى» فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ . فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «ذَهَبِىْ حَتّٰى تُرْضِعِيْهِ» فَلَمَّا اَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ . فَقَالَ «أَذْهَبِىْ فَاسْتَوْدَعِيْهِ» قَالَ فَاسْتَوْدَعَتْهُ . ثُمَّ جَاءَتْ نَامَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ .

রেওয়ায়ত ৫

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে আবী মুলাইকা (র) বলেন : এক স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ব্যভিচারের কথা স্বীকার করিল। সে মহিলা তখন অন্তঃসত্ত্বা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে বলিলেন : তোমার সন্তান প্রসবের পর আসিও। অতঃপর ঐ স্ত্রীলোকটি প্রসবের পর আসিল। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন : এখন যাও, সন্তানের দুধ ছাড়া হলে আসিও। সন্তানের দুধ ছাড়ানোর পর ঐ মহিলাটি আবার আসিল। এবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহাকে বলিলেন : যাও, এই সন্তানকে কাহারও তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আস। সে তাহাকে কাহারও তত্ত্বাবধানে রাখিয়া আসিল। অতঃপর তাঁহার আদেশে তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা হইল।

٦ – **حدّثنى** مَالِكُ عَنِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ أَحَدُهُمَا : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ اَقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ . وَقَالَ الْآخَرُ ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا : أَجَلْ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ . فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاِئْذَنْ لِىْ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ «تَكَلَّمْ» فَقَالَ : إِنَّ ابْنِىْ كَانَ عَسِيْفًا عَلَى هٰذَا . فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ . فَأَخْبَرَنِىْ أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِىْ . ثُمَّ إِنِّىْ سَأَلْتُ أَهْلُ الْعِلْمِ فَأَخْبَرَوْنِى : أَنَّ مَا عَلَى ابْنِى جِلْدُ مِائَةٌ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ . وَأَخْبَرُوْنِىْ أَنَّمَا الرَّجْمُ

عَلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ : « أَمَّا وَالَّذِىْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللّٰهِ . أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ». وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا . وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ . فَإِنِ اعْتَرَفَتْ ، رَجَمَهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا . قَالَ مَالِكٌ : وَالْعَسِيْفِ الْأَجِيْرُ .

রেওয়ায়ত ৬

আবূ হুরায়রা (রা) ও খালিদ জুহানী (রা) বলেন : দুই ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া হইয়া তাহারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হইল। তাহাদের একজন বলিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্র কিতাবের আইন অনুসারে আমাদের মীমাংসা করিয়া দিন। দ্বিতীয় ব্যক্তি খুব চতুর ছিল, বলিতে লাগিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা), আল্লাহ্র কিতাব অনুসারে মীমাংসা করুন এবং আমাকে কথা বলিতে দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : তুমি কি বলিতে চাও বল। সে বলিল : আমার ছেলে এই ব্যক্তির এখানে চাকর ছিল। সে এ ব্যক্তির স্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিয়াছে। অনেকে বলিল : তোমার ছেলেকে প্রস্তরাঘাত করা হইবে। আমি তাহার পক্ষ হইতে একশত বকরী এবং একটি দাসী ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করিলাম। অতঃপর আমি আলিমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন : তোমার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত করা হইবে এবং এ বৎসরের জন্য নির্বাসন দেওয়া হইবে। আর তাহার স্ত্রীকে প্রস্তরাঘাত করা হইবে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : আল্লাহ্র কিতাব অনুসারেই আমি তোমাদের ফয়সালা করিব। তোমার বকরী ও দাসী তুমি ফেরত লইয়া যাও। ইহা তোমার মাল। অতঃপর তাহার ছেলেকে একশত বেত্রাঘাত লাগান হইল আর এক বৎসরের জন্য দেশ ত্যাগের আদেশ দিলেন এবং আনীস আসলামীকে দ্বিতীয় ব্যক্তির স্ত্রীকে হাযির করিতে নির্দেশ দেওয়া হইল। সেই স্ত্রীলোক অপরাধ স্বীকার করিলে তাহাকে প্রস্তারাঘাত করিতে বলা হইল। স্ত্রীলোকটি অপরাধ স্বীকার করায় তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা হইল।

মালিক (র) বলেন : উক্ত হাদীসে যে 'আসীফ' (العسيف) শব্দ রহিয়াছে. উহার অর্থ ভৃত্য।

٧ – **حَدَّثَنِى** مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّى وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِى رَجُلاً ، أَأُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « نَعَمْ » .

রেওয়ায়ত ৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, সা'দ ইব্ন উবাদা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি আমার স্ত্রীর নিকট কোন ব্যক্তিকে পাই, তবে কি চারিজন সাক্ষী আনা পর্যন্ত তাহাকে সময় দিব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : হ্যাঁ।

সা'দ বলিলেন : আমি ঐ আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলিতেছি, যিনি আপনাকে নবী করিয়া পাঠাইয়াছেন, আমি তো তাহাকে দেখামাত্র তলোয়ার দ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : হে

আনসারগণ, তোমাদের নেতা কি বলিতেছে শোন, সে তাহাকে বড় আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মনে করে। আমি তো তাহা অপেক্ষা আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আর আল্লাহ্ পাক আমা অপেক্ষা অধিক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন।

٨ - حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُوْلُ : الرَّجْمُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ . إِذَا أُحْصِنَ . إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ. أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ .

রেওয়ায়ত ৮

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, আল্লাহ্‌র কিতাবে প্রস্তরাঘাতের যে বিধান রহিয়াছে উহা বাস্তব সত্য। যে ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হয় সে পুরুষ হউক অথবা নারী, যদি বিবাহিতা হয় আর চারিজন সাক্ষী পাওয়া যায় অথবা তাহার পেটে বাচ্চা হয় বা স্বীকার করে, তবে প্রস্তরাঘাত করা হইবে।

٩- حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَاهُ رَجُلٌ ، وَهُوَ بِالشَّامِ . فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً . فَبَعَثَ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِىَّ إِلَى امْرَأَتِهِ . يَسْأَلُهَا عَنْ ذٰلِكَ . فَأَتَاهَا وَعِنْدَهَا نِسْوَةٌ حَوْلَهُ فَذَكَرَ لَهَا الَّذِىْ قَالَ زَوْجُهَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا لاَ تُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ . وَجَعَلَ يُلَقِّنُهَا أَشْبَاهَ ذٰلِكَ لِتَنْزِعَ . فَأَبَتْ أَنْ تَنْزِعَ ، وَتَمَّتْ عَلَى الاِعْتِرَافِ . فَأَمَرَ بِهَا عُمَرَ فَرُجِمَتْ .

রেওয়ায়ত ৯

আবূ ওয়াকিদ পাঠনী (র) বর্ণনা করেন : উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রা) যখন সিরিয়ায় ছিলেন এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল : আমি আমার স্ত্রীর নিকট এক ব্যক্তিকে পাইলাম। উমর (রা) আবূ ওয়াকিদ লাইসীকে ঐ স্ত্রীলোকটির নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন। আবূ ওয়াকিদ তাহার নিকট যাইয়া দেখিলেন আরও কয়েকজন নারী বসিয়া আছে। আবূ ওয়াকিদ স্ত্রীলোকটির নিকট তাহার স্বামী উমর (রা)-এর নিকট যাহা বর্ণনা করিয়াছে তাহা বলিলেন। তিনি ইহাও বলিলেন : তোমার স্বামীর কথায় তোমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে না, যদি না তুমি স্বীকার কর। অতঃপর আরও এই জাতীয় নানা কথা তাহাকে শিখাইতে লাগিলেন, যাহাতে সে স্বীকার না করে। কিন্তু সে ইহা মানিল না, বরং ব্যভিচারের কথা স্বীকার করিল। অতঃপর উমর (রা)-এর আদেশে তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা হইল।

١٠– حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : لَمَّا صَدَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ مِنًى أَنَاخَ بِالْأَبْطَحِ . ثُمَّ كَوَّمَ كُوْمَةً بَطْحَاءَ . ثُمَّ طَرَحَ عَلَيْهَا رِدَاءَهُ وَاسْتَلْقَى . ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّى . وَضَعُفَتْ قُوَّتِى . وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِى . فَاقْبِضْنِىْ اِلَيْكَ غَيْرَ مُضَيِّعٍ وَلاَ مُفَرِّطٍ . ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَخَطَبَ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ . قَدْ سُنَّتْ لَكُمُ السُّنَنُ . وَفُرِضَتْ لَكُمُ الْفَرَائِضُ . وَتُرِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَةِ . إِلاَّ أَنْ تَضِلُّوْا بِالنَّاسِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً . وَضَرَبَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرى ثُمَّ قَالَ : إِيَّاكُمْ أَنْ تَهْلِكُوْا عَنْ أٰيَةِ الرَّجْمِ . أَنْ يَقُوْلُ قَائِلٌ لاَ نَجِدُ حَدَّيْنِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ . فَقَدْ رَجَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، وَرَجَمْنَا وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ ، لَوْلاَ أَنْ يَقُوْلَ النَّاسُ : زَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ، لَكَتَبْتُهَا (اَلشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوْهُمَا أَلْبَتَّةَ) فَإِنَّا قَدْ قَرَأْنَاهَا .

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ : قَالَ سَعِيْدَ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَمَا انْسَلَخَ ذُو الْحِجَّةِ حَتّٰى قُتِلَ عُمَرُ . رَحِمَهُ اللّٰهُ .

قَالَ يَحْيٰى سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ قَوْلُهُ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ ، يَعْنِىْ اَلثَّيِّبُ وَالثَّيِّبَةُ فَارْجُمُوْهُمَا أَلْبَتَّةَ .

রেওয়ায়ত ১০

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) বর্ণনা করেন : উমর (রা) যখন মিনা হইতে প্রত্যাবর্তন (২৩ হিজরী) করিলেন তখন তিনি (মক্কার অনতিদূরে) আবতাহ্‌ নাম স্থানে তাঁহার উট বসাইলেন। আর এদিকে কতকগুলি পাথর একত্র করিলেন। উহার উপর একখানা চাদর রাখিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িলেন। অতঃপর আকাশের দিকে স্বীয় হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিলেন : হে আল্লাহ্‌! আমার অনেক বয়স হইয়াছে। শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে, প্রজাবৃন্দ অনেক হইয়া গিয়াছে। এ সময় আপনি আমাকে আপনার সন্নিধানে ডাকিয়া লউন, যাহাতে আমা দ্বারা আপনার কোন আদেশ অমান্য না হইয়া যায় এবং আপনার ইবাদতে অনিচ্ছা প্রকাশ হইয়া পড়ে। অতঃপর তিনি মদীনা চলিয়া গেলেন, মদীনার লোকদের সম্মুখে খুতবা দিতে যাইয়া বলিলেন : হে উপস্থিত ভ্রাতৃবৃন্দ! তোমাদের সম্মুখে সমস্ত পথই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে; যত রকম ফরয কাজ ছিল সমস্তই নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে। তোমরা পরিষ্কার সোজা পথে চালিত হইয়াছ। এখন তোমরা পথ ভুলিয়া যেন এদিক-ওদিক বিপথগামী না হইয়া যাও। তিনি তাঁহার এক হাত অন্য হাতের উপর রাখিয়া বলিলেন : দেখ, তোমরা

প্রস্তরাঘাতের আয়াতটি ভুলিয়া যাইও না। কেহ যেন না বলে, আমরা আল্লাহ্র কিতাবে প্রস্তরাঘাতের আয়াত দেখিতেছি না। দেখ আল্লাহ্র রাসূল প্রস্তরাঘাত করিয়াছেন। ঐ আল্লাহ্র কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি মানুষ এ কথা না বলিত যে, উমর আল্লাহ্র কিতাবে অতিরিক্ত করিয়াছে তাহা হইলে আমি الشيخ و الشيخة اذا زنا فارجموا هما البتة (অর্থাৎ যখন বিবাহিত পুরুষ অথবা নারী ব্যভিচার করে তবে তাহাদেরকে প্রস্তরাঘাত কর) আয়াতটি কুরআনে লিখাইয়া দিতাম।

আমরা এই আয়াত পাঠ করিয়াছি। অতঃপর উহার তিলাওয়াত রহিত হইয়া গিয়াছে (কিন্তু ইহার হুকুম কিয়ামত পর্যন্ত থাকিবে)। সাঈদ বলেন, অতঃপর যিলহজ্জ মাস শেষ না হইতেই উমর (রা) নিহত হইলেন।

١١- **حدَّثني** مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ أُتِىَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ فِىْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ . فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تَرْجُمُ . فَقَالَ لَهُ عَلِيّ بْنِ أَبِىْ طَالِبٍ : لَيْسَ ذٰلِكَ عَلَيْهَا . إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ فِىْ كِتَابِهِ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْرًا وَقَالَ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ - فَالْحَمْلُ يَكُوْنُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ . فَلاَ رَجَمَ عَلَيْهَا . فَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِىْ أَثَرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ رُجِمَتْ .

حَدَّثَنِيْ مَالِكُ أَنَّهُ سَأَلَ بْنِ شِهَابٍ عَنِ الَّذِىْ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : عَلَيْهِ الرَّجْمُ . أُحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ .

রেওয়ায়ত ১১

মালিক (র)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছিয়াছে যে, উসমান (রা)-এর নিকট একটি স্ত্রীলোককে আনা হইয়াছিল, ছয় মাসেই যাহার সন্তান প্রসব হইয়াছে। উসমান (রা) তাহাকে প্রস্তরাঘাত করার আদেশ দিয়া দিলেন। আলী (রা) তাঁহাকে বলিলেন : তাহার উপর প্রস্তরাঘাত করা যাইবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে বলিয়াছেন : حمله وفصاله ثلثون شهرا

"সন্তানের মাতৃগর্ভে অবস্থান এবং মাতৃস্তন ছাড়াইবার সময় ৩০ মাস।"

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে : "মা তাহার সন্তানকে পূর্ণ দুই বৎসর দুধ দান করিবে। (অতএব ৩০ মাস হইতে ২৪ মাস বাদ দিলে ৬ মাস থাকে) তাহা হইলে সন্তানের মাতৃউদরে অবস্থানকাল ৬ মাস হইল। অতএব তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা যাইতে পারে না।

ইহা শুনিয়া উসমান (রা) তাহার নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা যাইয়া দেখিল, ততক্ষণে তাহাকে প্রস্তরাঘাত করা হইয়াছে।

আলী (রা)-এর এই ইজতিহাদ দ্বারা সন্তানের মাতৃউদরে অবস্থান সর্বদা ছয় মাস অনিবার্য হইয়া পড়ে, অথচ তাহা হইল সর্বনিম্ন সময়, বরং এই আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, পৌনে দুই বৎসর স্তন দানের এবং নয়

মাস উদরে অবস্থানের সময় যে উহা পূর্ণ করিতে চায়। কেননা স্তন দান দুই বৎসরের অতিরিক্ত হওয়া প্রমাণিত নহে।

মালিক (র) ইব্‌ন শিহাবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পুং মৈথুন করিলে তাহার শাস্তি কি? তিনি বলিলেন, তাহাকেও প্রস্তরাঘাত করিতে হইবে, সে বিবাহিত হউক বা অবিবাহিত।[১]

(٢) باب ماجاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا

পরিচ্ছেদ ২ : ব্যভিচার স্বীকারকারী

١٢- حدّثني مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ ، أنَّ رَجُلاً اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . فَدَعَا لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِسَوْطٍ فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مَكْسُوْرٍ . «فَقَالَ فَوْقَ هٰذَا» فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيْدٍ ، لَمْ تُقْطَعُ ثَمَرَتَهُ . فَقَالَ «دُوْنَ هٰذَا» فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ رُكِبَ بِهِ وَلاَنَ . فَمَرَّ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَجُلِدَ . ثُمَّ قَالَ «أَيُّهَا النَّاسُ . قَدْ أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوْا عَنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ . مَنْ أَصَابَ مِنْ هٰذِهِ الْقَاذُوْرَاتِ مِثْلَيْهَا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللّٰهِ فَإِنَّهُ مَنْ يَبْدِيُ لَنَا صَفْحَتُهُ ، نُقِمُ عَلَيْهِ كِتَابِ اللّٰهِ» .

রেওয়ায়ত ১২

যায়দ ইব্‌ন আসলাম (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময়ে এক ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিল। রাসূলুল্লাহ্ তাহার জন্য একটি বেত্র আনাইতে চাহিলে তাঁহার নিকট একটি নূতন বেত্র আনা হইল যাহার মাথা এখনও কাটা হয় নাই। তিনি বলিলেন : ইহা হইতে নরম একটি লও। অতঃপর একটি ভাঙ্গা বেত্র আনা হইল। তিনি বলিলেন : ইহা হইতে শক্ত একটি বেত্র আনয়ন কর। অতঃপর এমন একটি বেত্র আনা হইল যাহা বাহনে ব্যবহার করা হইয়াছে তজ্জন্য নরম হইয়া গিয়াছে। অতঃপর তাঁহার আদেশে তাহাকে বেত্রাঘাত করা হইল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : এখন সময় আসিয়াছে তোমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা হইতে ফিরিয়া আসিবে। যদি কেহ এইরূপ কোন কিছু করিয়া বসে তবে তাহাকে আল্লাহ্‌র পর্দার আড়ালে লুকাইয়া থাকা উচিত। যে ব্যক্তি স্বীয় পর্দা উন্মোচন করিবে তবে আমরা তাহার উপর আল্লাহ্‌র কিতাবের নির্ধারিত শাস্তি জারি করিব।

١٣- حدّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أنَّ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِيْ عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا . ثُمَّ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا . وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنُ . فَأَمَرَ بِهِ أَبُوْ بَكْرٍ فَجُلِدَ الْحَدَّ . ثُمَّ نُفِيَ إِلَى فَدَكَ .

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে ইহার জন্য কোন নির্ধারিত হাদ্দ (শাস্তি) নাই; তবে কাযী বা শাসনকর্তা অবস্থা অনুসারে প্রতিরোধের প্রয়োজনীয় শাস্তি (تعزير)-র ব্যবস্থা করিবেন।

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الَّذِىْ يَعْتَرِفُ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَا . ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْ ذٰلِكَ وَيَقُوْلُ : لَمْ أَفْعَلُ . وَإِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ مِنِّىْ عَلَى وَجْهِ كَذَا وَكَذَا . لِشَىْءٍ يَذْكُرُهُ : إِنَّ ذٰلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ . وَلاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَذٰلِكَ أَنَّ الْحَدَّ الَّذِىْ هُوَ لِلّٰهِ ، لاَ يُؤْخَذُ إِلاَّ بِأَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ تُثْبِتُ عَلَى صَاحِبِهَا . وَإِمَّا بِاعْتِرَافٍ يُقِيْمُ عَلَيْهِ . حَتّٰى يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَإِنْ أَقَامَ عَلَى اعْتِرَافِهِ ، أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

قَالَ مَالِكٌ : الَّذِىْ أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنَّهُ لاَ نَفْىَ عَلَى الْعَبِيْدِ إِذَا زَنَوْا .

রেওয়ায়ত ১৩

সফীয়া বিনত আবূ উরায়দ (রা) বর্ণনা করেন : আবূ বকর (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হইল। সে একটি কুমারী বালিকার সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া তাহাকে গর্ভবতী করিয়াছিল। অতঃপর সে ব্যভিচারের কথা স্বীকার করিল। সে বিবাহিত ছিল না। আবূ বকর (রা) তাহাকে কোড়া লাগাইবার আদেশ করিলেন। ইহার পর ঐ লোকটি ফিদক নামক স্থানে চলিয়া গেল।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি ব্যভিচারের কথা স্বীকার করার পর আবার অস্বীকার করিয়া বলে যে, আমি ব্যভিচার করি নাই, তাহা হইলে তাহা হইতে শাস্তি রহিত হইয়া যাইবে। কেননা ব্যভিচারের শাস্তির জন্য হয় চারিজন উপযুক্ত সাক্ষী হইবে, না হয় তাহার স্বীকারোক্তি হইতে হইবে যাহার উপর সে শাস্তির সময় পর্যন্ত স্থির থাকে।

মালিক (র) বলেন : আমার দেশের উলামার মত হইল যে, যদি গোলাম ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাহাকে দেশান্তরিত করা হইবে না।

(٣) باب جامع ماجاء فى حد الزنا

পরিচ্ছেদ ৩ : ব্যভিচারের শাস্তির বিভিন্ন হাদীস

١٤ – **حَدَّثَنِى** مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِىِّ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ، سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ فَقَالَ : إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا . ثُمَّ إِنَّ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا . ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا . ثُمَّ بِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ .

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لاَأَدْرِى أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : وَالضَّفِيْرُ الْحَبْلُ.

রেওয়ায়ত ১৪

আবূ হুরায়রা (রা) ও যায়দ ইব্ন খালিদ জুহানী (রা) বলেন : কেহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অবিবাহিতা দাসী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিল যে, যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তবে তাহার বিধান কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : যদি সে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে হইবে। তিনবার তিনি এইরূপ বলিলেন। অতঃপর তাহাকে বিক্রয় করিয়া ফেল, যদি তাহার মূল্য একটি রশির তুল্যও হয়।

মালিক (র) বলেন : ইব্ন শিহাব বলেন, তিনি কি তিনবারের পর এ কথা বলিয়াছেন, না চারিবারের পর, তাহা আমার স্মরণ নাই।

١٥– **حدّثني** مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَقُوْمُ عَلَى رَقِيْقِ الْخُمُسِ . وَأَنَّهُ اسْتَكْرَهَ جَارِيَةً مِنْ ذٰلِكَ الرَّقِيْقِ . فَوَقَعَ بِهَا . فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنَفَاهُ . وَلَمْ يَجْلِدِ الْوَلِيْدَةَ . لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا .

রেওয়ায়ত ১৫

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত আছে যে, গনীমতের এক-পঞ্চমাংশের মালের মধ্যে যে সকল দাসদাসী ছিল তাহাদের মধ্যে এক দাস ও এক দাসীর সহিত বলপূর্বক ব্যভিচার করিয়াছিল। উমর (রা) তাহাকে বেত্রাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন, (কিন্তু) তিনি দাসীকে প্রহার করিলেন না। কারণ তাহার উপর বল প্রয়োগ করা হইয়াছিল।

١٦– **حدّثني** مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشِ ابْنِ أَبِيْ رَبِيْعَةَ الْمَخْزُوْمِيَّ قَالَ : أَمَرَنِيْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فِيْ فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَجَلَدْنَا وَلاَئِدَ مِنْ وَلاَئِدِ الْإِمَارَةِ خَمْسِيْنَ خَمْسِيْنَ . فِي الزِّنَا .

রেওয়ায়ত ১৬

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আইয়্যাস ইব্ন আবি রবি'য়া মাখযুমী (র) বলেন : উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) আমাকে এবং আরও কতিপয় কুরাইশী যুবককে ব্যভিচারের দায়ে প্রহার করিতে আদেশ দিলে আমরা ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে বায়তুলমালের দাসীদেরকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ বেত্রাঘাত করিতাম।

(٤) باب ماجاء في المغتصبة

পরিচ্ছেদ ৪ : কোন নারীকে হরণ করিয়া বল প্রয়োগে সহবাস করা হইলে তাহার হুকুম

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ تُوْجَدُ حَامِلاً وَلاَ زَوْجَ لَهَا . فَتَقُوْلُ : قَدِ اسْتُكْرِهْتُ . أَوْ تَقُوْلُ : تَزَوَّجْتُ . إِنَّ ذٰلِكَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهَا وَإِنَّهَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ . إِلاَّ أَنْ

يَكُوْنَ لَهَا عَلَى مَا ادَّعَتْ مِنَ النِّكَاحِ بَيِّنَةُ . أَوْ عَلَى أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ . أَوْ جَاءَتْ تَدْمَى ، إِنْ كَانَتْ بِكْرًا . أَوِ اسْتَغَاثَتْ حَتَّى أُتِيَتْ وَهِيَ عَلَى ذٰلِكَ الْحَالِ . أَوْ مَا أَشْبَهَ هٰذَا . مِنَ الْأَمْرِ الَّذِيْ تَبْلُغُ فِيْهِ فَضِيْحَةَ نَفْسِهَا. قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا أُقِيْمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ . وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهَا مَا ادَّعَتْ مِنْ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْمُغْتَصَبَةُ لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا بِثَلاَثِ حِيَضٍ .

قَالَ : فَإِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، فَلاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيْبَةِ.

মালিক (র) বলেন : যে সমস্ত রমণী গর্ভবতী হয়, অথচ তাহাদের কোন স্বামী না থাকে আর তাহাদের কেহ বলে, তাহার সহিত বলপূর্বক ব্যভিচার করা হইয়াছে অথবা বলে, আমি বিবাহ করিয়াছি, তবে তাহার এই কথা ধর্তব্য নহে, বরং তাহার উপর শাস্তির বিধান করা হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে বিবাহের কোন সাক্ষী উপস্থিত করিতে অসমর্থ হইবে অথবা সে নিজের অসমর্থতার জন্য সাক্ষী না আনিবে। যেমন এক অবিবাহিতা রমণী এই অবস্থায় কাঁদিতে কাঁদিতে আসিবে যে, তাহার লজ্জাস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতেছে, আর সে কুমারী ছিল (ব্যভিচারের সময়) অথবা চিৎকার করিবে আর লোক একত্র হইয়া তাহার এই অবস্থা দেখিবে অথবা এই ধরনের অন্য কোন নিদর্শন। এই সব কিছুই সে না করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইবে, আর তাহার কথা বিশ্বাস করা হইবে না।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ কোন রমণীর সহিত বলপূর্বক সহবাস করে, তবে তিন হায়েয অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সে বিবাহ করিবে না। যদি গর্ভ হওয়ার সন্দেহ হয়, তবে গর্ভের সন্দেহ দূর না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ করিবে না।

(٥) باب الحد فى القذف والنفى والتعريض

পরিচ্ছেদ ৫ : অপবাদের শাস্তি, নসব অস্বীকার, ইশারায় কাহাকেও গালি দেওয়া সম্পর্কিত মাস'আলা

١٧- **حَدَّثَنِى** مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، أَنَّهُ قَالَ : جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَبْدًا ، فِىْ فِرْيَةٍ ، ثَمَانِيْنَ .

قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : أَدْرَكْتُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَالْخُلَفَاءِ هَلُمَّ جَرًّا . فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِىْ فِرْيَةٍ ، أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ .

রেওয়ায়ত ১৭

আবূ যিনাদ (রা) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) এক দাসকে অপবাদের শাস্তি হিসাবে আশিটি বেত্রাঘাত করিয়াছিলেন। আবূ যিনাদ বলেন : আমি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা

করিলাম। তিনি বলিলেন : আমি উমর ও উসমান (রা)-কে এবং তাহাদের পর অপর দুই খলীফাকে দেখিয়াছি কেহই কোন দাসকে অপবাদের শাস্তি হিসাবে চল্লিশ বেত্রাঘাতের বেশি মারেন নাই।[১]

১৮– **حدّثنى** مَالِكٌ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيْمِ الْأَيْلِيِّ ، أَنَّ رَجُلاً ، يُقَالُ لَهُ مِصْبَاحٌ ، اسْتَعَانَ ابْنَالَهُ . فَكَأَنَّهُ اسْتَبْطَأَهُ . فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ لَهُ : يَازَانٍ . قَالَ زُرَيْقٌ : فَاسْتَعْدَانِيْ عَلَيْهِ . فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَجْلِدَهُ ، قَالَ ابْنُهُ : وَاللّٰهُ لَئِنْ جَلَدْتَهُ لَأَبُوْءَنَّ عَلَى نَفْسِي بِالزِّنَا . فَلَمَّا قَالَ ذٰلِكَ أَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ . فَكَتَبْتُ فِيْهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ . وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ . أَذْكُرُ لَهُ ذٰلِكَ . فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنْ أَجِزْ عَفْوَهُ .

قَالَ زُرَيْقٌ وَكَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ أَيْضًا : أَرَأَيْتَ رَجُلاً افْتُرِىَ عَلَيْهِ أَوْ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا . قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ : إِنْ عَفَا فَأَجْزِ عَفْوَهُ فِي نَفْسِهِ . وَإِنِ افْتَرِىَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَقَدْ هَلَكَا أَوْ أَحَدُهُمَا فَخُذْ لَهُ بِكِتَابِ اللّٰهِ . إِلاَّ أَنْ يُرِيْدَ سِتْرًا .

قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : وَذٰلِكَ أَنْ يَكُوْنُ الرَّجُلُ الْمُفْتَرَى عَلَيْهِ يَخَافُ إِنْ كُشِفَ ذٰلِكَ مِنْهُ أَنْ تَقُوْمَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ . فَإِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَعَفَا ، جَازَ عُفْوُهُ .

রেওয়ায়ত ১৮

যুরাইক ইব্‌ন হাকিম (র) বলেন : এক ব্যক্তি, যাহার নাম মিসবাহ, স্বীয় ছেলেকে কোন কাজে ডাকিলেন। সে আসিতে বিলম্ব করিল। যখন আসিল তখন মিসবাহ বলিল : হে ব্যভিচারী! যুরাইক বলেন : ঐ ছেলেটি আমার নিকট ফরিয়াদ করিল। আমি যখন তাহার পিতাকে শাস্তি দিতে চাহিলাম, সে বলিতে লাগিল : যদি তুমি আমার পিতাকে বেত্রাঘাত কর, তাহা হইলে আমি ব্যভিচারের স্বীকারোক্তি করিব। ইহা শুনিয়া আমি অস্থির হইলাম আর এই ঝগড়ার ফয়সালা করা কষ্টকর হইয়া পড়িল। আমি উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-কে লিখিলাম। ঐ সময় তিনি মদীনার শাসনকর্তা ছিলেন। উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) উত্তরে লিখিলেন : ছেলেকে ক্ষমা কর। যুরাইক বলেন : আমি উমরকে ইহাও লিখিলাম, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও অথবা তাহার পিতাকে অথবা তাহার মাতাকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয় আর তাহার মাতাপিতা মৃত্যুবরণ করে অথবা তাহাদের একজন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তখন উমর (রা) উত্তরে লিখিলেন, যাহাকে অপবাদ দেওয়া হইয়াছে যদি সে ক্ষমা করে, তবে ক্ষমা ঠিকই হইবে। হ্যাঁ, যদি তাহার মাতাপিতা উভয়ে অথবা কোন একজন মৃত্যুবরণ করিয়া থাকে, তবে আল্লাহ্‌র কিতাবের বিধান মতে তাহার শাস্তি হইবে। হ্যাঁ, যদি ছেলে স্বীয় পিতার অবস্থা লুকাইবার জন্য ক্ষমা করে তবে ক্ষমা বৈধ হইবে।

১. কেননা চল্লিশ আশির অর্ধেক, দাসের শাস্তি স্বাধীনের শাস্তির অর্ধেক।

١٩- حدّثنى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ تَفَرَّقُوْا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ .

حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اسْتَبَّا فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ : وَاللّٰهِ مَا أَبِيْ بِزَانٍ ، وَلاَ أُمِّيْ بِزَانِيَةٍ . فَاسْتَشَارَ فِيْ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ قَائِلٌ : مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ . وَقَالَ أٰخَرُوْنَ : قَدْ كَانَ لأَبِيْهِ وَأُمِّهِ مَدَحٌ غَيْرُ هٰذَا . نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ الْحَدَّ . فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ ، ثَمَانِيْنَ .

قَالَ مَالِكٌ : لاَ حَدَّ عِنْدَنَا إِلاَّ فِيْ نَفْيٍ أَوْ قَذْفٍ . أَوْ تَعْرِيْضٍ يُرَى أَنَّ قَائِلَهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِذٰلِكَ نَفْيًا . أَوْ قَذْفًا . فَعَلَى مَنْ قَالَ ذٰلِكَ ، الْحَدُّ تَامًّا .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا نَفَى رَجُلٌ رَجُلاً مِنْ أَبِيْهِ . فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَإِنْ كَانَتْ أُمُّ الَّذِيْ نَفَى مَمْلُوْكَةً . فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ .

রেওয়ায়ত ১৯

উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) বলেন : যে ব্যক্তি এক কথায়ই অনেক লোকের উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, যেমন বলিল : তোমরা সকলে ব্যভিচারী অথবা হে ব্যভিচারীর দল, তাহা হইলে তাহার উপর অপবাদের এক শাস্তিই হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি তাহারা পৃথকও হইয়া যায় তবুও একই শাস্তি হইবে।

আমারা বিন্‌তে আবদুর রহমান (র) বলেন, উমর (রা)-এর সময় দুই ব্যক্তির মধ্যে গালমন্দ হইল। একজন অপরজনকে বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, আমার পিতা বদকার ছিল না, আমার মাও বদকার ছিল না। উমর (রা) এ ব্যাপারে পরামর্শ করিলেন। এক ব্যক্তি বলিল, ইহাতে সে মন্দ কি বলিল। সে তো স্বীয় মাতাপিতার ভালই বর্ণনা করিল। অন্যরা বলিল, তাহার পিতার কি এই গুণ অবশিষ্ট ছিল যে, বর্ণনা করিবে? আমাদের মতে তাহাকে অপবাদের শাস্তি দিতে হইবে। অবশেষে উমর (রা) তাহাকে আশি বেত্রাঘাত লাগাইলেন। (কেননা তাহার এই কথায় অন্যের মাতাপিতার উপর অপবাদ ছিল। আবূ হানীফা ও শাফেয়ীর মতে শাস্তি অনিবার্য হইবে না। মালিক (র) বলেন : আমার মতে অপবাদ, অস্বীকার ও ইশারায় গালি ছাড়া অন্য কোন কথায় শাস্তি অনিবার্য হয় না।)

মালিক (র) বলেন : আমার মতে যদি কেহ কাহাকেও তাহার পিতার বংশের অস্বীকার করে তাহা হইলে শাস্তি ওয়াজিব হইবে, তাহার মা দাসী হইলেও।

(٦) باب ما لا حد فيه

পরিচ্ছেদ ৬ : যে সমস্ত ব্যাপারে কোন শাস্তি নাই

قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ أَحْسَنَ مَا سُمِعَ فِي الأُمَّةِ يَقَعُ بِهَا الرَّجُلُ . وَلَهُ فِيهَا شِرْكٌ . أَنَّهُ لاَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَأَنَّهُ يَلْحِقُ بِهِ الْوَلَدُ . وَتَقَوَّمُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ حِيْنَ حَمَلَتْ فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ مِنَ الثَّمَنِ . وَتَكُوْنُ الْجَارِيَةُ لَهُ . وَعَلَى هٰذَا ، الأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ جَارِيَتَهُ : أَنَّهُ إِنْ أَصَابَهَا الَّذِيْ أُحِلَّتْ لَهُ قُوِّمَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ أَصَابَهَا . حَمَلَتْ أَوْلَمْ تَحْمِلْ . وَدُرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِذٰلِكَ . فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ أَوِ بْنَتِهِ : أَنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ . وَتُقَامُ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ . حَمَلَتْ أَوَ لَمْ تَحْمِلُ .

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ এমন দাসীর সহিত সহবাস করে যাহাতে সে অংশীদার রহিয়াছে, তবে তাহাতে শাস্তি নাই। ইহাতে যে সন্তান জন্মলাভ করিবে সে সন্তান এই সহবাসকারীর বলিয়া ধরা হইবে। আর ঐ দাসীর মূল্য নির্ধারিত করিয়া অন্যান্য অংশীদারের অংশ অনুপাতে তাহাদের মূল্য আদায় করিয়া দিবে। অতঃপর সে দাসীর সে একাই মালিক হইয়া যাইবে। ইহাই আমাদের মত।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ কাহাকেও স্বীয় দাসী হালাল করিয়া দেয় (সহবাস করিবার অনুমতি দিয়া দেয়, অথচ তাহা অবৈধ) আর ঐ ব্যক্তি ঐ দাসীর সহিত সহবাস করে তাহা হইলে ঐ দাসীর মূল্য দিতে হইবে গর্ভবতী হউক অথবা না হউক। হ্যাঁ, ইহাতে কোন শাস্তি বর্তিবে না। যদি দাসী গর্ভ ধারণ করে, তবে ঐ সন্তানের বংশ এ সহবাসকারীর সহিত সাব্যস্ত হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ স্বীয় ছেলের অথবা কন্যার দাসীর সহিত সহবাস করে তাহা হইলে তাহাকে ব্যভিচারের শাস্তি দেওয়া হইবে না। তবে এই দাসীর দাম দিতে হইবে গর্ভবতী হউক অথবা না হউক।

২০- **حدّثنى** مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنُ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ بِجَارِيَةٍ لاِمْرَأَتِهِ مَعَهُ فِيْ سَفَرٍ . فَأَصَابَهَا . فَغَارَتِ امْرَأَتُهُ . فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ

لِعَمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : وَهَبْتَهَالِيْ فَقَالَ عُمَرَ : لَتَأْتِيْنِي بِالْبَيِّنَةِ . أَوْ لأَرْمِيَنَّكَ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ فَاعْتَرَفَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ .

রেওয়ায়ত ২০

রবীআ ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর দাসীকে সঙ্গে লইয়া সফরে যাত্রা করিল। তথায় সে তাহার সহিত সহবাস করিয়া বসিল। স্ত্রী হিংসার বশবর্তী হইয়া উমর (রা)-এর নিকট বলিয়া দিল। উমর (রা) তাহাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করিলে সে বলিল : আমার স্ত্রী এই দাসীটি আমাকে দান করিয়াছে। উমর (রা) বলিলেন : তুমি দানের সাক্ষী আন, না হয় তোমাকে প্রস্তরাঘাত করা হইবে। তখন স্ত্রীলোকটি বলিল : আমি তাহাকে দান করিয়াছি।

(٧) باب ما يجب فيه القطع

পরিচ্ছেদ ৭ : কোন্ প্রকারের বস্তু চুরি করিলে হাত কাটা ওয়াজিব হয়

٢١ – **حدّثني** مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَطَعَ فِيْ مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

রেওয়ায়ত ২১

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি ঢালের মূল্যের বিনিময়ে যাহার মূল্য তিন দিরহাম ছিল হাত কাটার আদেশ করিয়াছেন।

٢٢ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ حُسَيْنِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ قَطَعَ فِيْ ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ . وَلاَ فِيْ حَرِيْسَةِ جَبَلٍ » فَإِذَا آوَاهُ الْمَرَاحُ أَوِالْجَرِيْنُ فَالْقَطْعُ فِيْمَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ .

রেওয়ায়ত ২২

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুর রহমান মক্কী (র) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, গাছে যে ফল ঝুলিতেছে অথবা যে ছাগল পাহাড়ে উঠিয়া আছে উহা চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে না। যখন ছাগল ঘরে আসে অথবা ফল শুকাইবার জন্য রাখা হয়, অতঃপর উহাকে কেহ চুরি করে, তখন হাত কাটা যাইবে, যদি উহার মূল্য ঢালের মূল্যের সমান হয়।

(ইহা ঐ সময়ে প্রযোজ্য যখন ছাগলের কোন রক্ষক না থাকে এবং উহাদের নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে)।

٢٣ – وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ أَتْرُجَّةً فَأَمَرَ بِهَا عُثْمَانِ بْنِ عَفَّانَ أَنْ تُقَوَّمُ . فَقُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ . مِنْ صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ . فَقَطَعَ عُثْمَانُ يَدَهُ .

রেওয়ায়ত ২৩

উমরা বিন্‌তে আবদুর রহমান (র) বলেন, উসমান (রা)-এর সময় এক ব্যক্তি একটি উত্‌রজ (স্বর্ণনির্মিত শিশুদের গলার জাব) চুরি করিয়াছিল। হযরত উসমান (রা) তাহার মূল্য বার দিরহাম ধার্য করিলেন। উসমান (রা) ইহার জন্য তাহার হাত কাটিয়াছিলেন।

٢٤ – حدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا طَالَ عَلَيَّ وَمَا نَسِيتُ « الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . »

রেওয়ায়ত ২৪

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, এখনও এত বেশি দিন হয় নাই, আমিও ভুলি নাই। চোরের হাত এক-চতুর্থাংশ দীনার বা তদূর্ধ্বের জন্য কাটা যাইবে।[১]

٢٥ – حدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجَتْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَكَّةَ . وَمَعَهَا مَوْلَاتَانِ لَهَا . وَمَعَهَا غُلَامُ لِبَنِي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَبَعَثَتْ مَعَ الْمَوْلَاتَيْنِ بِبُرْدٍ مَرَجَّلٍ . قَدْ خِيطَ عَلَيْهِ خِرْقَةُ خَضْرَاءُ . قَالَتْ : فَأَخَذَ الْغُلَامَ الْبُرْدِ . فَفَتَقَ عَنْهُ فَاسْتَخْرَجَهُ . وَجَعَلَ مَكَانَهُ لِبْدًا أَوْ فَرْوَةَ . وَخَاطَ عَلَيْهِ. فَلَمَّا قَدَّمَتِ الْمَوْلَاتَانِ الْمَدِينَةُ دَفَعْتَا ذٰلِكَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا فَتَقُوْا عَنْهُ وَجَدُوْا فِيهِ اللِّبَدَ وَلَمْ يَجِدُوْا الْبُرْدُ . فَكَلَّمُوا الْمَرْأَتَيْنِ .

---

১. এই রেওয়ায়তটি আয়েশা (রা) হইতে মরফূ বর্ণিত আছে। ঐ সময় এক দীনারের মূল্য বার দিরহাম হইত আর এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ তিন দিরহাম হইবে।

فَكَلَّمْتَا عَائِشَةَ ، زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ، أَوْ كَتَبْتَا إِلَيْهَا ، وَاتَّهَمَتَا الْعَبْدَ . فَسُئِلَ الْعَبْدُ عَنْ ذَٰلِكَ فَاعْتَرَفَ . فَأَمَرَتْ بِهِ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ ، فَقُطِّعَتْ يَدُهُ . وَقَالَتْ عَائِشَةُ : الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

وَقَالَ مَالِكٌ أَحَبُّ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِلَيَّ . ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . وَإِنِ ارْتَفَعَ الصَّرْفُ أَوِ اتَّضَعَ . وَذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ . وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَطَعَ فِي أُتْرُجَّةٍ قُوِّمَتْ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ . وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ২৫

আমরা বিন্‌তে আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত আছে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার দুইটি দাসীও ছিল, যাহাদেরকে মুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকরের একজন দাসও তাঁহার সহিত ছিল। তিনি ঐ দাসীদের হাতে মক্কা হইতে একখানা চাদর পাঠাইলেন যাহাতে পুরুষের ছবি অঙ্কিত ছিল এবং উহাকে একখানা সবুজ কাপড়ে জড়াইয়া সেলাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ দাসটি ঐ সেলাই খুলিয়া উহা হইতে চাদর বাহির করিয়া লইল আর তদস্থলে একটা চামড়া রাখিয়া উহাকে পুনরায় সেলাই করিয়া দিল। দাসীদ্বয় মদীনায় আসিয়া উহার মালিকের নিকট উহা অর্পণ করিল। তাহারা উহা খুলিয়া দেখিল চাদরের পরিবর্তে একখানা চামড়া, পরে ঐ দাসীদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইলে তাহারা আয়েশা (রা)-র নিকট লিখিয়া দিল যে, উহা ঐ দাস লইয়া গিয়াছে। যখন ঐ দাসকে প্রশ্ন করা হইল সে স্বীকার করিল। অতঃপর আয়েশা (রা)-এর আদেশে তাহার হাত কাটা হইল। আয়েশা (রা) বলেন, দীনারের চতুর্থাংশ বা তদূর্ধ্বের পরিবর্তে হাত কর্তন করা হইবে।[১]

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে যদি চোর তিন দিরহাম বা তদূর্ধ্ব মূল্যের মাল চুরি করে, তখন তাহার হাত কর্তন করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি ঢালের বিনিময়ে হাত কর্তনের আদেশ দিয়াছেন, যাহার মূল্য তিন দিরহাম ছিল। উসমান (রা) একটি সাতরানজের বিনিময়ে হাত কাটিয়াছিলেন যাহার মূল্য তিন দিরহাম ছিল। সমস্ত মতের মধ্যে এই মতই উত্তম বলিয়া গণ্য।

---

১. কেহ কেহ বলিয়াছেন, ঐ চাদরে মানুষের ছবি ছিল না, বরং উটের হাওদা ইত্যাদির ছবি ছিল। যরকানী বলেন : কোন জন্তুর আধা ছবি থাকিলে কোন দোষ নাই, পূর্ণ ছবি থাকিলে তাহা নিষেধ। যরকানী আরও বলেন, অত্র হাদীসের দ্বারা কেহ যেন ছবি রাখা জায়েয মনে না করে। কেননা প্রথমত জানদারের ছবি সন্দেহজনক, তদুপরি অর্ধ ছবি থাকিলে উহাতে কোন দোষ নাই, পূর্ণ ছবিই নিষেধের আওতায় পড়ে।

(٨) باب ماجاء فى قطع الآبق والسارق

পরিচ্ছেদ ৮ : পলাতক দাস ও চোরের হাত কাটা সম্পর্কিত মাস'আলা

٢٦ – **حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنْ عَبْدًا لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ سَرَقَ وَهُوَ آبِقٌ . فَأَرْسَلَ بِهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ ، وَهُوَ أَمِيْرُ الْمَدِيْنَةِ ، لِيَقْطَعَ يَدَهُ . فَأَبَى سَعِيْدُ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ . وَقَالَ : لاَ تُقْطَعُ يَدُ الْآبِقِ السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : فِيْ أَيِّ كِتَابِ اللّٰهِ وَجَدْتَ هٰذَا ؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ ، فَقُطِعَتْ يَدَهُ .

রেওয়ায়ত ২৬

নাফি' (র) হইতে বর্ণিত আছে, ইব্‌ন উমর (রা)-এর একটি দাস পলাইয়া গেল, সে চুরি করিয়াছিল। ইব্‌ন উমর (রা) তাহাকে মদীনার গভর্নর সাঈদ ইব্‌ন আসের নিকট হাত কর্তনের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। সাঈদ ইহা মানিলেন না। তিনি বলিলেন, পলাতক দাসের হাত কর্তন করা হইবে না। ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, তুমি আল্লাহ্‌র কোন কিতাবে ইহা পাইয়াছ? অতঃপর ইব্‌ন উমরের আদেশে তাহার হাত কাটা হইল।

٢٧ – **حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَكِيْمٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ أَخَذَ عَبْدًا أُبِقًا قَدْ سَرَقَ . قَالَ فَأَشْكَلَ عَلَيَّ أَمْرُهُ . قَالَ فَكَتَبْتُ فِيْهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ . أَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ . وَهُوَ الْوَالِي يَوْمَئِذٍ . قَالَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّنِيْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقَ إِذَا سَرَقَ وَهُوَ آبِقَ لَمْ تُقْطَعُ يَدَهُ . قَالَ فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ نَقِيْضَ كِتَابِيْ ، يَقُوْلُ : كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنَّكَ كُنْتَ تَسْمَعُ أَنَّ الْعَبْدَ الْآبِقَ إِذَا سَرَقَ لَمْ تُقْطَعْ يَدَهُ . وَأَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ فِيْ كِتَابِهِ – اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّٰهِ ، وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ – فَإِنْ بَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا ، فَاقْطَعْ يَدَهُ .

وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ الْقَاسِمَ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ : إِذَا سَرَقَ الْعَبْدَ الْأَبِقُ مَا يَجِبُ فِيْهِ الْقَطْعُ ، قُطِعَ .

قَالَ مَالِكُ : وَذٰلِكَ الْأَمْرُ الَّذِيْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْعَبْدَ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيْهِ الْقَطَعُ ، قُطِعَ

রেওয়ায়ত ২৭

যুরায়ক ইব্ন হাকিম (র) একজন পলাতক গোলামকে ধরিয়া ফেলিলেন যে চুরি করিয়াছিল। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে বিচার করা আমার জন্য কষ্টসাধ্য ছিল। আমি তজ্জন্য উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-কে লিখিলাম, আমি শুনিতেছি যখন পলাতক কোন দাস চুরি করে, তখন তাহার হাত কাটা যাইবে না। তিনি বলেন : উমর (রা) আমার লেখার হাওলা দিয়া উত্তরে লিখিলেন : তুমি লিখিয়াছ, তুমি শুনিয়াছ, পলাতক দাস চুরি করিলে তাহার হাত কাটা যাইবে না, অথচ আল্লাহ্ পাক স্বয়ং বলিতেছেন : চোর পুরুষ হউক বা নারী হউক তাহার হাত কাট। ইহা তাহার ঐ কাজের শাস্তি আর আল্লাহ্র পক্ষ হইতে আযাব। আল্লাহ্ ক্ষমতাবান হেকমতওয়ালা। যদি ঐ দাস এক দীনারের চতুর্থাংশ বা তদূর্ধ্ব চুরি করে, তবে তাহার হাত কাটিয়া ফেল। কেননা আল্লাহ পাক বলেন :

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللّٰهِ ،

কাসেম ইব্ন মুহাম্মদ, সালেম ইব্ন আবদুল্লাহ ও উরওয়া ইব্ন যুবায়ের (র) বলেন : যদি পলাতক দাস সেই পরিমাণ মাল চুরি করে যাহাতে হাত কাটা ওয়াজিব হয়, তবে তাহার হাত কাটা যাইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মধ্যে ইহাতে কোন মতপার্থক্য নাই।

(٩) باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان

পরিচ্ছেদ ৯ : যখন চোর বিচারকের নিকট উপস্থিত হইয়া যায় তখন তাহার জন্য সুপারিশ করা অবৈধ

٢٨ – **وَحَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَفْوَانَ ، أَنَّ صَفْوَانَ ابْنُ أُمَيَّةَ قِيْلَ لَهُ : إِنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ . فَقَدِمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ الْمَدِيْنَةَ . فَنَامَ فِى الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ . فَجَاءَ سَارِقٌ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ . فَأَخَذَ صَفْوَانُ السَّارِقَ . فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا ؟» قَالَ : نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُقْطَعَ يَدَهُ . فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ : إِنِّىْ لَمْ أُرِدْ هٰذَا يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . هُوَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِيْ بِهِ .»

রেওয়ায়ত ২৮

সফওয়ান ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সফওয়ান (র) হইতে বর্ণিত, কেহ সফওয়ান ইব্ন উমাইয়া (রা)-কে বলিল, যে ব্যক্তি হিজরত করে নাই সে ধ্বংস হউক। অতঃপর সফওয়ান আগমন করিয়া স্বীয় চাদর মাথার নিচে রাখিয়া মসজিদে নববীতে শুইয়া পড়িল। ইত্যবসরে এক চোর তাহার চাদর চুরি করিল। সফওয়ান চোরকে ধরিয়া ফেলিল, তাহাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে লইয়া

গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম চোরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি সফওয়ানের চাদর চুরি করিয়াছ? সে বলিল, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহার হস্ত কর্তনের আদেশ দিলেন। সফওয়ান বলিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার এই নিয়ত ছিল না। আমি তাহাকে চাদরখানা সদ্‌কা করিলাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমার নিকট তাহাকে আনার পূর্বে তোমার এ কথা বলা উচিত ছিল।

٢٩ – **وَحَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَقِيَ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ سَارِقًا . وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِهِ إِلَى السُّلْطَانِ . فَشَفَعَ لَهُ الزُّبَيْرُ لِيُرْسِلَهُ . فَقَالَ : لاَ . حَتّٰى أَبْلُغَ بِهِ السُّلْطَانَ . فَقَالَ الزُّبَيْرُ : إِذَا بَلَغْتَ بِهِ السُّلْطَانَ ، فَلَعَنَ اللّٰهُ الشَّافِعَ الْمُشَفِّعَ .

রেওয়ায়ত ২৯

রবীআ ইব্‌ন আবূ আবদুর রহমান (র) হইতে বর্ণিত, যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম এক ব্যক্তিকে দেখিল, সে চোরকে ধরিয়া বিচারকের নিকট লইয়া যাইতেছে। যুবাইর বলিল : উহাকে ছাড়িয়া দাও। সে বলিল : বিচারকের নিকট না নিয়া আমি তাহাকে ছাড়িব না। যুবাইর বলিল : তুমি তাহাকে বিচারকের নিকট লইয়া গেলে সুপারিশকারী ও সুপারিশ মান্যকারীর উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।[১]

(١٠) باب جامع القطع

পরিচ্ছেদ ১০ : হস্ত কর্তনের বিভিন্ন মাসায়েল

٣٠ – **حَدَّثَنِيْ** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، أَقْطَعَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، قَدِمَ . فَنَزَلَ عَلَى أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ . فَشَكَا إِلَيْهِ أَنَّ عَامِلَ الْيَمَنِ قَدْ ظَلَمَهُ . فَكَانَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ . فَيَقُوْلُ أَبُوْ بَكْرٍ : وَأَبِيْكَ . مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ . ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوْا عِقْدًا لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ . امْرَأَةِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَطُوْفُ مَعَهُمْ وَيَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِمَنْ بَيَّتَ أَهْلَ هٰذَا الْبَيْتِ الصَّالِحِ . فَوَجَدُوْا الْحُلِيَّ عِنْدَ صَائِغٍ ، زَعَمَ أَنَّ الأَقْطَعَ جَاءَهُ بِهِ . فَاعْتَرَفَ بِهِ الأَقْطَعُ . أَوْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِهِ . فَأَمَرَ بِهِ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ . فَقُطِعَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى . وَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : وَاللّٰهُ لَدُعَاؤُهُ عَلَى نَفْسِهِ أَشَدُّ عِنْدِيْ عَلَيْهِ مِنْ سَرِقَتِهِ .

---

১. বোঝা গেল বিচারালয়ে মুকাদ্দমা দায়ের হওয়ার পর সুপারিশ অবৈধ হইয়া যায়।

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : اَلْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِيْ يَسْرِقُ مِرَارًا ثُمَّ يُسْتَعْدَى عَلَيْهِ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ . لِجَمِيْعِ مَنْ سَرَقَ مِنْهُ . إِذَا لَمْ يَكُنْ أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . فَإِنْ كَانَ قَدْ أُقِيْمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ قَبْلَ ذٰلِكَ ، ثُمَّ سَرَقَ مَا يَجِبُ فِيْهِ الْقَطْعُ ، قُطِعَ أَيْضًا .

রেওয়ায়ত ৩০

কাসিম ইব্‌ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি ইয়ামান হইতে মদীনায় আগমন করিল, যাহার এক হাত এক পা কাটা ছিল।[১] আবূ বকর (রা)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া সে বলিতে লাগিল, বিচারক আমার উপর অত্যাচার করিয়াছে। এই ইয়ামানী ব্যক্তি রাত্রে নামায পড়িত। আবূ বকর (রা) তাহাকে বলিলেন : আল্লাহ্‌র কসম, তোমার রাত চোরের রাত নহে। ঘটনাক্রমে আসমা (রা)-এর একখানা হার হারাইয়া গেল, অন্যান্য লোকের সহিত ঐ পঙ্গু লোকটিও উহা তালাশ করিতেছিল আর বলিতেছিল, হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই সম্ভ্রান্ত পরিবারের হার চুরি করিয়াছে তাহাকে ধ্বংস কর। অবশেষে এক স্বর্ণকারের দোকানে উক্ত হার পাওয়া গেল। স্বর্ণকার বলিল : ইহা তো আমাকে ঐ পঙ্গু লোকটি দিয়াছে। অতঃপর ঐ পঙ্গু লোকটি হয় স্বীকার করিয়াছে অথবা সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হইয়াছে যে, এ কাজ ঐ ব্যক্তিরই। আবূ বকর (রা)-এর আদেশে ঐ পঙ্গু লোকটির বাম হাত কাটা গেল।[২] আবূ বকর (রা) বলিলেন : আল্লাহ্‌র কসম, এই লোকটি যে নিজের উপর বদ দোয়া করিতেছিল উহা তাহার চুরি হইতেও আমার নিকট কঠিন মনে হইতেছিল।

মালিক (র) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি কয়েকবার চুরি করে, তৎপর সে ধৃত হয়, তবে এই কয়েক বারের পরিবর্তে শুধু এক হাতই কাটা যাইবে।

٣١ – **وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ أَبَا الزِّنَادِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَامِلاً لِعُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ أَخَذَ نَاسًا فِىْ حِرَابَةٍ . وَلَمْ يَقْتُلُوْا أَحَدًا . فَأَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ أَوْ يَقْتُلَ . فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ فِىْ ذٰلِكَ . فَكَتَبَ اِلَيْهِ عُمَرَ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيْزِ : لَوْ أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذٰلِكَ .

قَالَ يَحْيٰى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : الأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الَّذِى يَسْرِقُ أَمْتِعَةَ النَّاسِ . الَّتِيْ تَكُوْنُ مَوْضُوْعَةً بِالأَسْوَاقِ مُحْرَزَةً . قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُهَا فِىْ أَوْعِيَتِهِمْ . وَضَمُّوْا

১. এই লোকটির ডান হাত ও বাম পা কাটা ছিল। মনে হয় দুইবার চুরি করিয়াছে। এইবার তৃতীয়বারে তাহার বাম হাতও কাটা গেল। শুধু ডান পা রহিল।

২. মালিক, শাফিয়ী ও অন্যান্য অধিকাংশ উলামার মতে প্রথমত চোরের ডান হাত, অতঃপর বাম পা, অতঃপর বাম হাত, তৎপর ডান পা কাটা যাইবে। কিন্তু আবূ হানীফা (র)-এর মতে তৃতীয় বারের পরে আর তাহার হাত পা কর্তিত হইবে না। হ্যাঁ, কিছু শাস্তি তাহাকে দিতে হইবে।

بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ : إِنَّهُ مَنْ سَرَقَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا مِنْ حِرْزِهِ . فَبَلَغَ قِيْمَتُهُ مَا يَجِبُ فِيْهِ الْقَطْعُ . فَإِنَّ عَلَيْهِ الْقَطْعُ . كَانَ صَاحِبُ الْمَتَاعِ عِنْدَ مَتَاعِهِ أَوَ لَمْ يَكُنْ لَيْلاً ذٰلِكَ أَوْ نَهَارًا .

قَالَ مَالِكُ ، فِي الَّذِيْ يَسْرِقُ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيْهِ الْقَطْعُ . ثُمَّ يُوْجَدُ مَعَهُ مَا سَرَقَ فَيُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ : إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدَهُ .

قَالَ مَالِكُ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ كَيْفَ تُقْطَعُ يَدَهُ وَقَدْ أُخِذَ الْمَتَاعُ مِنْهُ وَدُفِعَ إِلَى صَاحِبِهِ ؟ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الشَّارِبُ يُوْجَدُ مِنْهُ رِيْحُ الشَّرَابِ الْمُسْكِرِ وَلَيْسَ بِهِ سُكْرٌ . فَيُجْلَدُ الْحَدَّ .

قَالَ وَإِنَّمَا يُجْلَدُ الْحَدَّ فِي الْمُسْكِرِ إِذَا شَرِبَهُ وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْهُ وَذٰلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا شَرِبَهُ لِيُسْكِرَهُ . فَكَذٰلِكَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقُ فِي السَّرِقَةِ الَّتِيْ أُخِذَتْ مِنْهُ . وَلَوْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا . وَرَجَعَتْ إِلَى صَاحِبِهَا . وَإِنَّمَا سَرَقَهَا حِيْنَ سَرَقَهَا لِيَذْهَبَ بِهَا .

قَالَ مَالِكُ ، فِي الْقَوْمِ يَأْتُوْنَ إِلَى الْبَيْتِ فَيَسْرِقُوْنَ مِنْهُ جَمِيْعًا . فَيَخْرُجُوْنَ بِالْعِدْلِ يَحْمِلُوْنَهُ جَمِيْعًا . أَوِ الصُّنْدُوْقِ أَوِ الْخَشَبَةِ أَوْ بِالْمِكْتَلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذٰلِكَ مِمَّا يَحْمِلُهُ الْقَوْمُ جَمِيْعًا . إِنَّهُمْ إِذَا أَخْرَجُوْا ذُلِكَ مِنْ حِرْزِهِ وَهُمْ يَحْمِلُوْنَهُ جَمِيْعًا . فَبَلَغَ ثَمَنُ مَا خَرَجُوْا بِهِ مِنْ ذٰلِكَ مَا يَجِبُ فِيْهِ الْقَطْعُ . وَذٰلِكَ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا . فَعَلَيْهِمُ الْقَطْعُ جَمِيْعًا .

قَالَ : وَإِنْ خَرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِمَتَاعٍ عَلَى حِدَتِهِ . فَمَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا . فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ . وَمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُمْ بِمَا تَبْلُغُ قِيْمَتُهُ ثَلاَثَةَ دَرَاهِمَ فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ .

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ دَارُ رَجُلٍ مُغْلَقَةً عَلَيْهِ ، لَيْسَ مَعَهُ فِيْهَا غَيْرُهُ ، فَإِنَّهُ لاَ يَجِبُ ، عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْهَا شَيْئًا ، الْقَطْعُ . حَتّٰى يَخْرُجَ بِهِ

مِنَ الدَّارِ كُلِّهَا . وَذٰلِكَ أَنَّ الدَّارَ كُلَّهَا هِيَ حِرْزُهُ . فَإِنْ كَانَ مَعَهُ فِي الدَّارِ سَاكِنٌ غَيْرُهُ ، وَكَانَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ يُغْلِقُ عَلَيْهِ بَابَهُ ، وَكَانَتْ حِرْزًا لَّهُمْ جَمِيعًا ، فَمَنْ سَرَقَ مِنْ بُيُوتِ تِلْكَ الدَّارِ شَيْئًا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَخَرَجَ بِهِ إِلَى الدَّارِ ، فَقَدْ أَخْرَجَهُ مِنْ حِرْزِهِ إِلَى غَيْرِ حِرْزِهِ . وَوَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْقَطْعُ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ . ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهِ . وَكَذٰلِكَ الْأَمَةُ ، إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا ، لاَ قَطْعَ عَلَيْهَا .

وَقَالَ ، فِي الْعَبْدِ لاَ يَكُونُ مِنْ خَدَمِهِ وَلاَ مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ ، فَدَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَةِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ إِنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ .

قَالَ : وَكَذٰلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ . إِذَا كَانَتْ لَيْسَتْ بِخَادِمٍ لَهَا وَلاَ لِزَوْجِهَا . وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا . فَدَخَلَتْ سِرًّا . فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ . فَلاَ قَطْعَ عَلَيْهَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ أَمَةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ تَكُونُ مِنْ خَدَمِهَا. وَلاَ مِمَّنْ تَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهَا. فَدَخَلَتْ سِرًّا. فَسَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِ سَيِّدَتِهَا مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ : أَنَّهَا تُقْطَعُ يَدُهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ الرَّجُلُ . يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ امْرَأَتِهِ . أَوِ الْمَرْأَةُ . تَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ زَوْجِهَا . مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ : إِنْ كَانَ الَّذِي سَرَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ ، فِي بَيْتٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي يُغْلِقَانِ عَلَيْهِمَا . وَكَانَ فِي حِرْزٍ سِوَى الْبَيْتِ الَّذِي هُمَا فِيهِ فَإِنَّ مَنْ سَرَقَ مِنْهُمَا مِنْ مَتَاعِ صَاحِبِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ فِيهِ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ وَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لاَ يُفْصِحُ : أَنَّهُمَا إِذَا سُرِقَا مِنْ حِرْزِهِمَا اَوْغَلْقِهِمَا ، فَعَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا الْقَطْعُ . وَإِنْ خَرَجَا مِنْ حِرْزِهِمَا وَغَلْقِهِمَا ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَهُمَا قَطْعٌ .

قَالَ : وَإِنَّمَا هُمَا بِمَنْزِلَةِ حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ وَالثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا ، فِي بِالَّذِيْ يَنْبِشُ الْقُبُوْرَ : أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ مَا أَخْرَجَ مِنَ الْقَبْرِ مَايَجِبُ فِيْهِ الْقَطْعُ . فَعَلَيْهِ فِيْهِ الْقَطْعُ .

وَقَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ أَنَّ الْقَبْرَ حِرْزٌ لِمَا فِيْهِ . كَمَا أَنَّ الْبُيُوْتَ حِرْزٌ لِمَا فِيْهَا .

قَالَ : وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْقَبْرِ .

রেওয়ায়ত ৩১

আবূ যিনাদ্ (রা) হইতে বর্ণিত, উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র)-এর একজন কর্মচারী ডাকাতির দায়ে কয়েকজনকে গ্রেফতার করিলেন। কিন্তু কাহাকেও হত্যা করেন নাই। এ কর্মচারী ইচ্ছা করিলেন তাহাদের হস্ত কর্তন করিতে অথবা তাহাদেরকে হত্যা করিতে। কিন্তু কোনটি করা ঠিক হইবে সাব্যস্ত করিয়া অবশেষে এ ব্যাপারটি উমর (রা)-কে লিখিয়া জানাইলেন। উমর (রা) উত্তরে লিখিলেন : যদি তুমি সহজ শাস্তি প্রদান কর তবে তাহাই উত্তম হইবে।[১]

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে যদি কোন ব্যক্তি বাজারের সামগ্রী হইতে এক-চতুর্থাংশ দীনারের সমমানের মাল চুরি করে যাহা উহার মালিক একটি পাত্রে রাখিয়াছে এবং একটিকে অন্যটির সহিত মিলাইয়া রাখিয়াছে, তবে চোরের হাত কাটা যাইবে, ঐ মালের মালিক তথায় উপস্থিত থাকুক অথবা না থাকুক, দিনে চুরি হইয়া থাকুক অথবা রাত্রে।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি চুরি করে এমন কিছু যাহার মূল্য দীনারের এক-চতুর্থাংশ। অতঃপর সে ধরা পড়ে উহা মালের প্রকৃত মালিককে প্রত্যর্পণ করে, তবুও তাহার হাত কাটা যাইবে। ইহার উদাহরণ এইরূপ : যেমন কোন ব্যক্তি কোন মাদক দ্রব্য পান করিল, যাহার গন্ধ তাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, কিন্তু মাতাল হইতেছে না, তবে তাহার উপর শাস্তির আদেশ জারি হইবে। কেননা সে ব্যক্তি উহা মাদকতার জন্যই খাইয়াছিল যদিও সে মাতাল হয় নাই। তদ্রূপ চোরও মাল লইয়া যাওয়ার জন্যই চুরি করিয়াছিল, যদিও লইয়া যাইতে সক্ষম হয় নাই।

মালিক (র) বলিয়াছেন : যদি কতিপয় ব্যক্তি কোন ঘরে চুরি করার নিমিত্তে প্রবেশ করে আর তথা হইতে একটি বাক্স বা কাষ্ঠ অথবা টুকরি সকলে মিলিয়া উঠাইয়া লয় যদি উহার মূল্য এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ পরিমাণ হয় তাহা হইলে ঐ সকল ব্যক্তির হাত কাটিতে হইবে। যদি প্রত্যেকে পৃথক পৃথক মাল লইয়া বাহির হয়, তবে যাহার এক-চতুর্থাংশ দীনারের পরিমাণ হয় তাহার হাত কাটা যাইবে। আর যাহার মাল এই পরিমাণের না হইবে তাহার হাত কাটা যাইবে না।

---

১. ডাকাতের শাস্তি হত্যা, শূল, হস্ত কর্তন অথবা দেশান্তরিত করা, ইহাদের মধ্যে দেশান্তর বা কয়েদ সহজ শাস্তি, অন্যান্য শাস্তি কঠিন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মত এই যে, যদি কোন ঘরে শুধু একজন লোকই থাকে আর ঐ ঘর হইতে চোর কোন দ্রব্য চুরি করে, কিন্তু ঘরের বাহিরে লইয়া যাইতে সক্ষম না হয় তবে তাহার হাত কর্তন করা হইবে না, যতক্ষণ না ঐ মাল ঘরের বাহিরে লইয়া যায়। যদি ঘরে পৃথক পৃথক কয়েকটি কামরা থাকে আর প্রতি কামরায় লোক থাকে, এমতাবস্থায় যদি চোর কোন কামরা হইতে কাহারও মাল চুরি করিয়া কামরার বাহিরে লইয়া যায়, কিন্তু ঘরের বাহিরে লইয়া যায় নাই, তবুও তাহার হাত কাটা হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে যে দাস-দাসী ঘরে যাতায়াত করে আর তাহার প্রভু তাহার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল থাকে, যদি সে স্বীয় প্রভুর কোন মাল চুরি করে তাহা হইলে তাহার হাত কাটিতে হইবে না। এইরূপে যে দাস বা দাসী ঘরে যাতায়াত করে না, আর প্রভু তাহার উপর নির্ভরও করে না, সেও যদি স্বীয় প্রভুর মাল চুরি করিয়া থাকে তবে তাহার হাত কাটিতে হইবে না। যদি ঐ দাস বা দাসী স্বীয় প্রভুর স্ত্রীর মাল অথবা স্বীয় প্রভুর স্বামীর মাল চুরি করে তাহা হইলেও তাহার হাত কাটিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : অনুরূপভাবে যদি স্বামী স্ত্রীর এমন মাল চুরি করে যাহা যেই ঘরে তাহারা উভয়ে অবস্থান করে সেই ঘরে রক্ষিত নহে, বরং অন্য কোন ঘরে রক্ষিত অথবা স্ত্রী স্বীয় স্বামীর এমন মাল চুরি করে যাহা অন্য ঘরে রহিয়াছে তাহা হইলে হাত কাটিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : বালক-বালিকা অথবা কোন বিদেশী ব্যক্তি যে এই দেশের কথা বলিতে পারে না যদি কোন চোর ইহাদের ঘর হইতে চুরি করে তাহা হইলে হাত কাটিতে হইবে। যদি রাস্তা হইতে অথবা ঘরের বাহির হইতে লইয়া যায় তাহা হইলে হাত কাটিতে হইবে না। ইহাদের হুকুম পাহাড়ের ছাগল ও গাছের লটকানো ফলের মতো হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কবর খুলিয়া দীনারের চতুর্থাংশ পরিমাণ মাল চুরি করিয়া নেয় তবে চোরের হাত কাটা হইবে। কেননা কবরও ঘরের মতো একটি রক্ষিত স্থান। কিন্তু যতক্ষণ না কাফন কবর হইতে বাহির করিয়া আনিবে ততক্ষণ হাত কাটিতে হইবে না।

(١١) باب مالا قطع فيه

পরিচ্ছেদ ১১ : যে অবস্থায় হাত কাটা হইবে না

٣٢ – وَحَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، أَنَّ عَبْدًا سَرَقَ وَدِيًا مِنْ حَائِطِ رَجُلٍ . فَغَرَسَهُ فِي حَائِطِ سَيِّدِهِ . فَخَرَجَ صَاحِبُ الْوَدِيِّ يَلْتَمِسُ وَدِيَّهُ فَوَجَدَهُ . فَاسْتَعْدَى عَلَى الْعَبْدِ ، مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ . فَسَجَنَ مَرْوَانُ الْعَبْدَ . وَأَرَادَ قَطْعَ يَدِهِ فَانْطَلَقَ سَيِّدُ الْعَبْدِ إِلَى رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ . فَسَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ « لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ » وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ . فَقَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَخَذَ غُلاَمًا لِي وَهُوَ يُرِيدُ قَطْعَهُ . وَأَنَا

أُحِبُّ أَنْ تَمْشِيَ مَعِيَ إِلَيْهِ فَتُخْبِرَهُ بِالَّذِيْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَشَى مَعَهُ رَافِعٌ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ . فَقَالَ : أَخَذْتَ غُلاَمًا لِهٰذَا ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَ : فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بِهِ؟ قَالَ : أَرَدْتُ قَطْعَ يَدِهِ . فَقَالَ لَهُ رَافِعٌ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « لاَ قَطْعَ فِيْ ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ » فَأَمَرَ مَرْوَانُ بِالْعَبْدِ فَأُرْسِلَ .

রেওয়ায়ত ৩২

মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন হিব্বান (র) হইতে বর্ণিত, এক দাস একটি বাগান হইতে একটি খেজুরের চারা চুরি করিয়া স্বীয় প্রভুর বাগানে রোপণ করিল। পরে ঐ বাগানের মালিক তাহার চারার অন্বেষণে বাহির হইল এবং ঐ বাগানে আসিয়া তাহার চারা পাইল। সেই ব্যক্তি ঐ দাসের ব্যাপারে মারওয়ানের নিকট নালিশ করিল। মারওয়ান ঐ দাসকে ডাকিয়া বন্দী করিল এবং তাহার হস্ত কর্তনের ইচ্ছা করিল। ঐ দাসের প্রভু রাফি ইব্‌ন খাদীজের নিকট উপস্থিত হইয়া আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। রাফি বলিলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, ফল কিংবা কোন চারা গাছের জন্য হাত কাটা হইবে না। সে বলিল, মারওয়ান আমার দাসকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে এবং তাহার হাত কাটিতে চায়। আমার ইচ্ছা আপনি আমার সহিত মারওয়ানের নিকট যাইয়া তাহাকে এই হাদীসটি শোনাইয়া দিন। অবশেষে রাফি তাঁহার সহিত মারওয়ানের নিকট গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি তাহার দাসকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ? মারওয়ান বলিল : হ্যাঁ, রাফি বলিলেন, কি করিবে? মারওয়ান বলিল, তাহার হাত কাটিয়া ফেলিব। রাফি বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন : ফল ও চারা গাছের জন্য হাত কাটা যাইবে না। ইহা শুনিয়া মারওয়ান ঐ গোলামকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিল।

٣٣ – **حَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ ، أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَو ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ جَاءَ بِغُلاَمٍ لَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَقَالَ لَهُ : اقْطَعْ يَدَ غُلاَمِي هٰذَا . فَإِنَّهُ سَرَقَ . فَقَالَ لَهُ عُمَرَ : مَا ذَا سَرَقَ ؟ فَقَالَ سَرَقَ مِرْآةً لِإِمْرَأَتِيْ . ثَمَنُهَا سِتُّوْنَ دِرْهَمًا . فَقَالَ عُمَرَ : أَرْسِلْهُ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ . خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ .

রেওয়ায়ত ৩৩

সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হায্‌রামী (রা) স্বীয় দাসকে উমর (রা)-এর নিকট নিয়া আসিল এবং বলিল, আপনি আমার এই দাসের হাত কাটিয়া ফেলুন। কেননা সে চুরি করিয়াছে। তিনি বলিলেন, কি চুরি করিয়াছে? তিনি বলিলেন, সে আমার স্ত্রীর আয়না চুরি করিয়াছে, যাহার মূল্য হইবে ষষ্ঠ দিরহাম। উমর (রা) বলিলেন, তাহাকে ছাড়িয়া দাও, তাহার হাত কাটা যাইবে না। সে তোমার চাকর ছিল, তোমার মাল চুরি করিয়াছে।[১]

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র) এবং সকলের সম্মিলিত মত ইহাই। কিন্তু মালিক (র)-এর মতে যদি স্বামীর দাস তাহার স্ত্রীর মাল চুরি করে তবে তাহার হাত কাটা হইবে।

٣٤ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أُتِىَ بِإِنْسَانٍ قَدِ اخْتَلَسَ مَتَاعًا . فَأَرَادَ قَطْعَ يَدَهُ . فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لَيْسَ فِى الْخُلْسَةِ قَطْعٌ .

রেওয়ায়ত ৩৪

ইব্‌ন শিহাব বর্ণিত, মারওয়ানের নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হইল, যে ব্যক্তি কাহারও মাল অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। মারওয়ান তাহার হাত কাটিতে মনস্থ করিল। অতঃপর ইহার বিধান জিজ্ঞাসা করিবার জন্য যায়দ ইব্‌ন সাবিত (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে পাঠাইল। তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি কাহারও মাল অপহরণ করে তাহার হাত কাটা হইবে না।[১]

٣٥ – وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَخَذَ نَبَطِيًا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيْدٍ . فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدُهُ . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ عَمْرَةُ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، مَوْلاَةً لَهَا . يُقَالُ لَهَا أُمَيَّةُ . قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : فَجَاءَتْنِىْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَىِ النَّاسِ . فَقَالَتْ : تَقُوْلُ لَكَ خَالَتُكَ عَمْرَةَ : يَا ابْنَ أُخْتِىْ . أَخَذَتَ نَبَطِيًا فِىْ شَىْءٍ يَسِيْرٍ ذُكِرَ لِىْ . فَأَرَدْتَ قَطْعَ يَدَهُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . قَالَتْ : فَإِنَّ عَمْرَةَ تَقُوْلُ لَكَ : لاَ قَطْعَ إِلاَّ فِىْ رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا . قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : فَأَرْسَلْتُ النَّبَطِىَّ .

قَالَ مَالِكُ : وَالاَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِى اعْتِرَافِ الْعَبِيْدِ ، أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَىْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ وَالْعُقُوْبَةُ فِيْهِ فِىْ جَسَدِهِ . فَإِنِ اعْتَرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ، وَلاَ يُتَّهَمُ أَنْ يُوْقِعَ لِىْ نَفْسِهِ هٰذَا .

قَالَ مَالِكُ : وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُوْنُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ . فَإِنِ اعْتَرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ .

---

১. ইব্‌ন মাজাহ্ হাদীস গ্রন্থে আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) হইতে একটি মারফু' হাদীস রহিয়াছে যে, অপহরণকারীর হাত কাটা হইবে। অধিকাংশ আলিমের ইহাই মত। আবূ হানীফা (র)-এর মযহাবে কাফন চোরের হাত কাটা হইবে না, তবে লুণ্ঠনকারী ও অপহরণকারীর হাত কাটা হইবে।

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ عَلَى الْأَجِيرِ وَلَا عَلَى الرَّجُلِ يَكُونَانِ مَعَ الْقَوْمِ يَخْدُمَانِهِمْ ، إِنْ سَرَقَاهُمْ ، قَطْعٌ . لِأَنَّ حَالَهُمَا لَيْسَتْ بِحَالِ السَّارِقِ . وَإِنَّمَا حَالُهُمَا حَالُ الْخَائِنِ . وَلَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ .

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يَسْتَعِيرُ الْعَارِيَةَ فَيَجْحَدُهَا : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَحَدَهُ ذٰلِكَ . فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا جَحَدَهُ قَطْعٌ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ . قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ . وَمَثَلُ ذٰلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنِ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا . وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا . فَلَمْ يَفْعَلْ . وَلَمْ يَبْلُغْ ذٰلِكَ مِنْهَا . فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا ، فِي ذٰلِكَ ، حَدٌّ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخُلْسَةِ قَطْعٌ . بَلَغَ ثَمَنُهَا مَا يُقْطَعُ فِيهِ ، أَوْ لَمْ يَبْلُغْ .

রেওয়ায়ত ৩৫

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আমর ইব্ন হাযম এক নিবাতী ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিল, যে লোহার আংটি চুরি করিয়াছে। তাহাকে হাত কাটিতে ধরিয়া রাখিল.। উমরা বিনতে আবদুর রহমান (রা) তাঁহার উমাইয়া নামক মুক্ত দাসীকে আবূ বকর (রা)-এর নিকট পাঠাইলেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন : আমি কয়েকজন লোকের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম। ইত্যবসরে ঐ দাসী আমার নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, আপনার খালা উমরা বলিয়াছেন, ভাগনে! তুমি অল্প কিছু মালের জন্য একজন গ্রাম্য লোককে আটকাইয়া রাখিয়াছ আর তাহার হাত কাটিতে চাহিতেছ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। সে বলিল, উমরা বলিয়াছেন যে, এক-চতুর্থাংশ দীনারের বিনিময়েই হাত কাটা হইয়া থাকে। অতঃপর আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন দাস এইরূপ কোন অন্যায় স্বীকার করে, যাহাতে তাহার উপর হাদ্দ জারি হয় অথবা শাস্তি বর্তায় যাহা তাহার দৈহিক ক্ষতি সাধন করে, (যথা : হাত কাটা যায়), তবে তাহা বৈধ। তাহাকে এই দোষারোপ করা হইবে না যে, সে তাহার প্রভুর অনিষ্ট সাধনের নিমিত্ত এই ধরনের অপরাধ স্বীকার করিয়াছে, প্রকৃতপক্ষে সে উহা করে নাই।

মালিক (র) বলেন, কোন দাস যদি এইরূপ কোন অন্যায় স্বীকার করে যাহার জন্য তাহার প্রভুকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় এইভাবে যে, প্রভুকে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তবে তাহার এই স্বীকারোক্তি বৈধ ধরা যাইবে না।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন শ্রমিক অথবা অন্য কোন ব্যক্তি যে এমন সব লোকের মধ্যে থাকে, যাহাদের সে খিদমত করে সে তাহাদের কোন বস্তু চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে না। কেননা সে খেয়ানতকারীর মতো হইল। আর খেয়ানতকারী ব্যক্তির হাত কাটা হয় না।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ কাহারও কোন দ্রব্য চাহিয়া নেয়, অতঃপর তাহা অস্বীকার করে, তবে তাহার হাত কাটা হইবে না। ইহার উদাহরণ এইরূপ : যেমন কেহ কাহারও নিকট হইতে ঋণ লইয়া তাহা অস্বীকার করিল তখন তাহার হাত কাটা হইবে না।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিধান যে, যদি চোর ঘরে ঢুকিয়া মাল একত্র করিয়া নেয় কিন্তু উহা ঘর হইতে বাহির করিল না, তাহা হইলে তাহার হাত কাটা হইবে না। ইহার উদাহরণ এইরূপ : যেমন কাহারও সম্মুখে পান করিবার জন্য মদ রাখা আছে, কিন্তু সে এখনও উহা পান করে নাই; এমতাবস্থায় তাহাকে মদ্য পানের শাস্তি দেওয়া হইবে না। উহার উদাহরণ এইরূপও হইতে পারে, যেমন কেহ কোন স্ত্রীলোকের নিকট সহবাস করিতে উপবেশন করিল, কিন্তু তাহার লজ্জাস্থানে স্বীয় লজ্জাস্থান প্রবেশ করায় নাই, এমতাবস্থায় তাহার উপর ব্যভিচারের শাস্তি বর্তিবে না।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট একটি সর্বসম্মত বিধান এই যে, ছিনাইয়া লইলে হাত কাটা হইবে না, যদিও ঐ দ্রব্যের মূল্য এক দীনারের চতুর্থাংশ বা তাহার চাইতে অধিক হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪২

كتاب الأشربة

শরাবের বর্ণনা অধ্যায়

(١) باب الحد في الخمر

পরিচ্ছেদ ১ : মদ্য পানের শাস্তি

١–**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ : إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ رِيحَ شَرَابٍ. فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاَءِ. وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ. فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ. فَجَلَدَهُ عُمَرُ الْحَدَّ تَامًّا.

রেওয়ায়ত ১

সায়িব ইব্‌ন ইয়াযীদ (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে, হযরত উমর (রা) তাহাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, আমি অমুকের (উমর-তনয় উবায়দুল্লাহ্‌র) মুখ হইতে মদের গন্ধ পাইলাম। সে বলে, আমি আঙ্গুরের রস পান করিয়াছি। আমি বলিলাম, যদি উহাতে মাদকতা থাকে তাহা হইলে শাস্তি দিব। অতঃপর উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) তাহাকে পূর্ণ শাস্তি প্রদান করিলেন।[১]

٢–**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِبْنِ زَيْدٍ الدَّيْلِّي ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ. فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِيْنَ. فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ. وَإِذَا سَكِرَ هَذَى . وَإِذَا هَذَى افْتَرَى. أَوْكَمَا قَالَ. فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِيْنَ.

---

১. মূলে (طـلا) শব্দ রহিয়াছে। যদি আঙ্গুরকে এত পাকান হয় যে, তাহা গাঢ় হইয়া যায়, যেমন দুই-তৃতীয়াংশ শুকাইয়া এক-তৃতীয়াংশ থাকিয়া যায় তখন উহাকে (طـلا) বলে। উবায়দুল্লাহকে আশিটি বেত্রাঘাত মারা হইয়াছিল।

রেওয়ায়ত ২

সওর ইব্‌নে যাইদ (র) হইতে বর্ণিত আছে, উমর (রা) মদ্য পানের শাস্তির ব্যাপারে সাহাবীদের নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। হযরত আলী (রা) বলিলেন, আমার মতে বেত্রাঘাত লাগান যাইতে পারে। কেননা মানুষ মদ্য পান করিয়া মাতাল অবস্থায় অকথ্য কথা বলিবে বা কোন গালিই দিয়া বলিবে। অতঃপর উমর (রা) মদ্য পানের শাস্তি আশি বেত্রাঘাত নির্ধারিত করিলেন।

٢–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَدِّ الْعَبْدِ فِى الْخَمْرِ. فَقَالَ: بَلَغَنِى أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِى الْخَمْرِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ، قَدْ جَلَدُوا عَبِيْدَهُمْ ، نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ فِى الْخَمْرِ.

রেওয়ায়ত ৩

ইব্‌ন শিহাবকে প্রশ্ন করা হইল, যদি কোন দাস মদ্য পান করে তবে তাহার শাস্তি কি? তিনি বলিলেন, আমি জানি দাসের শাস্তি স্বাধীন লোকের অর্ধেক। আর উমর ইব্‌নে খাত্তাব, উসমান ইব্‌ন আফ্‌ফান ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) মদ্য পানের জন্য নিজেদের দাসদেরকে অর্ধেক শাস্তি দিয়াছিলেন।

٤–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ : مَا مِنْ شَىْءٍ إِلاَّ اللّٰهُ يُحِبُّ أَنْ يُعْفَى عَنْهُ. مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا.

قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا ، أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرِبَ شَرَابًا مُسْكِرًا ، فَسَكِرَ أَوْ لَمْ يَسْكَرْ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.

রেওয়ায়ত ৪

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব বলিতেন : হদ্দ বা নির্ধারিত শাস্তি ব্যতীত এমন কোন গুনাহ নাই যাহা আল্লাহ্ ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করেন না।

মালিক (র) বলেন, আমাদের মতে এই আদেশ ঐ মদের বেলায় প্রযোজ্য, যে মদের মধ্যে মাদকতা রহিয়াছে, পানকারী মাতাল হউক বা না হউক।

(٢) بابماينهى أن ينبذ فيه

পরিচ্ছেদ ২ : যে পাত্রে নবীয প্রস্তুত করা নিষেধ

٥–**حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَطَبَ النَّاسَ فِى بَعْضِ مَغَازِيهِ. قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ. فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ . فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ ؟ فَقِيلَ لِى : نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ فِى الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

রেওয়ায়ত ৫

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কোন যুদ্ধে ভাষণ দান করিতেছিলেন। আমিও উহা শ্রবণের নিমিত্ত সেই দিকে রওয়ানা হইলাম। কিন্তু আমার তথায় উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তিনি ভাষণ শেষ করিয়া ফেলিলেন। আমি অন্যান্য লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, রাসূলুল্লাহ্ (স) কি বলিয়াছেন? তাহারা বলিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লাউয়ের খোল এবং বাহিরে আলকাতরা মাখা পাত্রে নবীয প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

٦–**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ.

রেওয়ায়ত ৬

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তুম্ব (লাউয়ের খোল) ও বহিরাংশে আলকাতরা মাখা পাত্রে নবীয প্রস্তুত করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(٣) باب مايكره أن ينبذ جميعًا

পরিচ্ছেদ ৩ : যে দুই বস্তু মিলাইয়া নবীয বানান নিষিদ্ধ

٧–**وحدّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ الرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا.

রেওয়ায়ত ৭

আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কাঁচা ও পাকা খেজুর একত্রে ভিজাইয়া রাখিতেন এবং আঙ্গুর ও খেজুর একত্রে ভিজাইয়া রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন। কেননা ইহাতে সত্বর মাদকতা আসার সন্দেহ রহিয়াছে।

٨–**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا. أَنَّهُ يُكْرَهُ ذٰلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَنْهُ.

রেওয়ায়ত ৮

আবূ কাতাদা আনসারী হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুর ও খেজুর মিলাইয়া নবীয তৈরি করিয়া পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন, আমাদের এতদঞ্চলের আলিমগণ ইহাকে মাকরূহ মনে করেন। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা নিষেধ করিয়াছেন।

(٤) باب تحريم الخمر

পরিচ্ছেদ ৪ : মদ্য পান হারাম হওয়া

٩-**وحدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ ؟ فَقَالَ « كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ ».

রেওয়ায়ত ৯

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট মধু দ্বারা প্রস্তুত নবীয সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিলেন, যে পানীয় মাদকতা আনয়ন করে তাহাই হারাম।

١٠-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْغُبَيْرَاءِ ؟ فَقَالَ « لاَ خَيْرَ فِيهَا » وَنَهٰى عَنْهَا.

قَالَ مَالِكٌ : فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ : مَا الْغُبَيْرَاءُ ؟ فَقَالَ : هِيَ الْأُسْكَرْكَةُ.

রেওয়ায়ত ১০

আতা ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, সুবায়রা (জোয়ার হইতে প্রস্তুত) শরাব সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-কে কেহ প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, উহাতে কোন উপকারিতা নাই। তিনি উহা পান করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

١١-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا ، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ ».

রেওয়ায়ত ১১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি পৃথিবীতে মদ্য পান করিবে, অতঃপর তওবা না করিবে, সেই ব্যক্তি আখিরাতের শরাব হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

(٥) باب جامع تحريم الخمر

পরিচ্ছেদ ৫ : মদ হারাম হওয়া সম্পর্কে

١٢-**حدّثنى** يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيِّ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَهْدَى رَجُلٌ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهَا

؟ » قَالَ : لاَ. فَسَارَّهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ . فَقَالَ لَهُ ﷺ «بِمَ سَارَرْتَهُ ؟ » فَقَالَ : أَمَرْتُهُ أَنْ يَبِيْعَهَا . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا ، حَرَّمَ بَيْعَهَا » فَفَتَحَ الرَّجُلُ الْمَزَادَتَيْنِ. حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيْهِمَا.

রেওয়ায়ত ১২

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) ইব্ন ও'য়ালা মিসরী হইতে বর্ণনা করেন, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-কে আঙ্গুরের রস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি উপঢৌকনস্বরূপ এক মুশ্ক মদ্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন : তুমি কি জান না আল্লাহ্ পাক ইহা হারাম করিয়াছেন? সে ব্যক্তি বলিল : আমার তো তাহা জানা ছিল না। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি চুপি চুপি কি যেন তাহার কানে বলিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তুমি কি বলিলে? সে বলিল : আমি তাহাকে উহা বিক্রয় করিতে বলিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : যিনি উহা পান করা হারাম করিয়াছেন তিনি উহার বিক্রয় করাও হারাম করিয়াছেন। এতদশ্রবণে ঐ ব্যক্তি মুশ্কের মুখ খুলিয়া দিল আর সমস্ত শরাব বহিয়া গেল।

١٣–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسْقِى أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ. وَأَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِىَّ. وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ. شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ وَتَمْرٍ. قَالَ فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ : إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : يَاأَنَسُ. قُمْ إِلَى هٰذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا. فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ.

রেওয়াত ১৩

আনাস ইব্ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিলেন : আমি আবূ উবায়দা ইব্ন জার্রাহ, আবূ তালহা আনসারী ও উবাই ইব্ন কা'বকে তাজা খেজুরের শরাব পান করাইতাম। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, শরাব হারাম হইয়া গিয়াছে। ইহা শুনিয়া আবূ তালহা বলিলেন, আনাস, উঠিয়া ঐ সমস্ত ঘটি ভাঙ্গিয়া ফেল। আমি উঠিয়া মিহরাস[১] দ্বারা সমস্ত ঘটি ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।

١٤–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِىِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ قَدِمَ الشَّامَ، شَكَا إِلَيْهِ أَهْلُ الشَّامِ وَبَاءَ الْأَرْضِ وَثِقَلَهَا. وَقَالُوْا : لاَيُصْلِحُنَا إِلاَّ هٰذَا الشَّرَابُ. فَقَالَ عُمَرُ : اشْرَبُوْا هٰذَا الْعَسَلَ. قَالُوْا : لاَيُصْلِحُنَا الْعَسَلُ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ : هَلْ لَكَ أَنْ نَجْعَلَ لَكَ مِنْ هٰذَا الشَّرَابِ شَيْئًا لاَ يُسْكِرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ. فَطَبَخُوْهُ

১. মিহ্রাস প্রস্তরখণ্ড যাহাতে গর্ত থাকে। উহাতে পানি ভরিয়া ওযূ করা হয়।

حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَبَقِيَ الثُّلُثُ. فَأَتَوْا بِهِ عُمَرَ. فَأَدْخَلَ فِيْهِ عُمَرُ إِصْبَعَهُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ. فَتَبِعَهَا يَتَمَطَّطُ. فَقَالَ : هٰذَا الطِّلاَءُ. هٰذَا مِثْلُ طِلاَءِ الإِبِلِ. فَأَمَرَ هُمْ عُمَرُ أَنْ يَشْرَبُوْهُ. فَقَالَ لَهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ : اَحَلَلْتَهَا وَاللّٰهِ. فَقَالَ عُمَرُ : كَلاَّ وَاللّٰهِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّى لاَ أُحِلُّ لَهُمْ شَيْئًا حَرَّمْتَهُ عَلَيْهِمْ. وَلاَ أُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا أَحْلَلْتَهُ لَهُمْ.

রেওয়ায় ১৪

মাহমুদ ইব্‌ন লবীদ আনসারী (র) হইতে বর্ণিত, উমর (রা) যখন শাম দেশে আগমন করিলেন তখন শামের বাসিন্দার মধ্যে কেহ তাঁহার নিকট শাম দেশের মহামারী ও আবহাওয়া সম্বন্ধে অভিযোগ করিল এবং বলিল, এখানে শরাব পান করা ছাড়া স্বাস্থ্য ঠিক থাকে না। উমর (রা) বলিলেন : তোমরা মধু পান কর। তাহারা বলিল, মধুও স্বাস্থ্য ঠিক রাখিতে পারে না। এমন সময় এক ব্যক্তি বলিল, আমি উহা আপনার জন্য এমন এমনভাবে তৈরি করিব যাহাতে মাদকতা থাকিবে না। তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। তাহারা উহাকে এমনভাবে বানাইল যে, উহার দুই-তৃতীয়াংশ শুকাইয়া এক-তৃতীয়াংশ রহিল। অতঃপর উহা উমর (রা)-এর নিকট আনয়ন করিল। তিনি উহাতে আঙ্গুল দিয়া দেখিলেন, উহা চপ চপ করিতেছে! তিনি বলিলেন, এই রস তো উটের রসের মতোই হইল। তিনি উহা পান করিবার অনুমতি দান করিলেন। উবাদাহ ইব্‌ন সামিত (রা) বলেন, আপনি কি উহা হালাল করিয়া দিলেন? উমর (রা) বলিলেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! হে আল্লাহ, আমি কখনও ঐ বস্তু হালাল করি নাই যাহা আপনি হারাম করিয়াছেন, আর না এমন বস্তু হারাম করিয়াছি যাহা আপনি হালাল করিয়াছেন।

١٥–**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالُوْا لَهُ : يَاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ. إِنَّا نَبْتَاعُ مِنْ ثَمَرِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ. فَنَعْصِرُهُ خَمْرًا فَنَبِيعُهَا. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : إِنِّى أُشْهِدُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتَهُ وَمَنْ سَمِعَ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ. أَنِّى لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَبِيعُوْهَا. وَلاَ تَبْتَاعُوْهَا. وَلاَ تَعْصِرُوْهَا. وَلاَ تَشْرَبُوْهَا. وَلاَ تَسْقُوْهَا. فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

রেওয়ায়ত ১৫

আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, তাঁহার নিকট ইরাকের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, আমরা খেজুর ও আঙ্গুরের বাগান ক্রয় করিয়া থাকি। আর উহার শরাব বানাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি। আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌কে ও তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণকে আর যে জিন ও মানুষ শুনিতেছে তাহাদেরকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, আমি তোমাদেরকে উহা বিক্রয় করিবার, খরিদ করিবার, প্রস্তুত করিবার, পান করিবার ও কাহাকেও পান করাইবার অনুমতি দিতেছি না। কেননা শরাব নাপাক ও শয়তানী কাজ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪৩

كتاب العقول

দিয়াত অধ্যায়

(١) باب ذكر العقول

পরিচ্ছেদ ১ : দিয়াত সম্পর্কিত আলোচনা

١-**حدّثني** يَحْيٰي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّ فِى الْكِتَابِ الَّذِى كَتَبَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِى الْعُقُوْلِ : إَنَّ فِى النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِى الْأَنْفِ ، إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِى الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. وَفِى الْجَائِفَةِ مِثْلُهَا. وَفِى الْعيْنِ خَمْسُوْنَ. وَفِى الْيَدِ خَمْسُوْنَ وَ فِى الرِّجْلِ خَمْسُوْنَ . وَ فِى كُلِّ أُصْبُعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. وَفِى السِّنِّ خَمْسٌ . وَ فِى الْمُوْضِحَةِ خَمْسٌ.

রেওয়ায়ত ১

আব্দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ বকর ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হাযম (র) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন যে, দিয়াতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে পত্র তাহাকে লিখিয়াছিলেন উহাতে উল্লেখ ছিল, জীবনের দিয়াত বা বিনিময় এক শত উট। যখন পূর্ণ নাক কাটা যায় এবং স্থানটি সম্পূর্ণ সমান হইয়া যায় তখন উহার দিয়াত একশত উট। যখন মাথার পিছে পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে উহাতে $\frac{1}{3}$ দিয়াত, পেটের যখমেও দিয়াতের $\frac{1}{3}$। চক্ষুর দিয়াত পঞ্চাশ উট, হাত এবং পায়েরও পঞ্চাশ উট করিয়া দিয়াত রহিয়াছে। প্রতিটি অঙ্গুলির দিয়াত দশ উট। প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচ উট। হাড় বাহির করিয়া দিয়াছে এমন যখমের দিয়াত পাঁচ উট।

(٢) باب العمل فى الديت

পরিচ্ছেদ ২ : দিয়াত কিভাবে গ্রহণ করা হইবে?

٢-حدّثنى مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى. فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِيْنَارٍ. وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَىْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

قَالَ مَالِكٌ : فَأَهْلُ الذَّهَبِ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ مِصْرَ. وَأَهْلُ الْوَرِقِ أَهْلُ الْعِرَاقِ.

وحدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ؛ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ فِى ثَلاَثِ سِنِيْنَ أَوْأَرْبَعِ سِنِيْنَ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالثَّلاَثُ أَحَبُّ مَاسَمِعْتُ إِلَيَّ فِى ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ؛ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى ، فِى الدِّيَةِ ، الْإِبِلُ. وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْعَمُوْدِ ، الذَّهَبُ وَلا الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ ، الْوَرِقُ وَلاَ مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ ، الذَّهَبُ.

রেওয়ায়ত ২

মালিক (র) বলেন : উমর (রা) যখন ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোকের উপর দিয়াতের মূল্য লাগাইতেন যাহাদের নিকট স্বর্ণ হইত তখন স্বর্ণওয়ালাদের উপর এক হাজার দীনার এবং রৌপ্যওয়ালাদের উপর বার হাজার দিরহাম নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন।

মালিক (র) বলেন : শাম ও মিসরের অধিবাসিগণ স্বর্ণওয়ালা, আর ইরাকের অধিবাসিগণ রৌপ্যওয়ালা।

মালিক (র) পর্যন্ত খবর পৌঁছিয়াছে যে, লোকের নিকট হইতে তিন অথবা চারি বৎসরের মধ্যে দিয়াত উশুল করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমার তিন বৎসরে দিয়াত উশুল করা পছন্দনীয় ।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিষয় যে, দিয়াতে স্বর্ণ-রৌপ্যওয়ালাদের নিকট হইতে উট লওয়া হইবে না। আর উটওয়ালাদোর নিকট হইতে সোনা চান্দি লওয়া হইবে না। আর স্বর্ণওয়ালাদের নিকট হইতে রৌপ্য এবং রৌপ্যওয়ালাদের নিকট হইতে স্বর্ণ লওয়া হইবে না।

(٣) باب ما جاء فى دية العمد اذا قبلت وجناية المجنون

পরিচ্ছেদ ৩ : ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত যখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস দিয়াতের উপর সম্মত হয় এবং পাগলের দিয়াত

حدّثنى يَحْيٰي عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُوْلُ : فِى دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُوْنَ حِقَّةً. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

মালিক (র) বলেন : যখন ইচ্ছাকৃত হত্যার নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ দিয়াতের উপর সম্মত হইয়া যায় তখন দিয়াত পঁচিশটি বিন্‌ত মাখায, পঁচিশটি বিন্‌ত লবুন, পঁচিশটি হিক্‌কা ও পঁচিশটি জায্‌আ হইবে।

বিন্‌ত মাখায, বিন্‌ত লবুন, হিককা ও জায্‌আ ইহাদের সম্পর্কে যাকাত অধ্যায়ে বর্ণনা করা হইয়াছে।

٣-وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُوْنٍ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : أَنِ اعْقِلْهُ وَلاَ تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُوْنٍ قَوَدٌ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيْرِ وَالصَّغِيْرِ إِذَا قَتَلاَ رَجُلاً جَمِيْعًا عَمَدًا : أَنَّ عَلَى الْكَبِيْرِ أَنْ يُقْتَلَ. وَعَلَى الصَّغِيْرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَكَذٰلِكَ الْحُرُّ وَالْعبْدُ يَقْتُلاَنِ الْعَبْدَ فَيُقْتَلُ الْعبْدُ وَيَكُوْنُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ.

রেওয়ায়ত ৩

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (রা) হইতে বর্ণিত, মারওয়ান মু'আবিয়াকে লিখিলেন : আমার নিকট এক উন্মাদকে আনা হইয়াছে, সে এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। মু'আবিয়া উত্তরে লিখিলেন : তাহাকে বন্দী করিয়া রাখ, তাহা হইতে কিসাস লইও না। কেনা উন্মাদের[১] কিসাস নাই।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন বালেগ ও নাবালেগ মিলিত হইয়া কাহাকেও ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে বালেগ হইতে কিসাস লওয়া হইবে আর নাবালেগের উপর অর্ধদিয়াত ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন : যদি কোন স্বাধীন ও দাস মিলিত হইয়া কোন দাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে গোলামকে তো কিসাসে হত্যা করা হইবে, আর স্বাধীন ব্যক্তির উপর ঐ গোলামের অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হইবে।

(٤) باب دية الخطأ في القتل

পরিচ্ছেদ ৪ : ভুলে হত্যা করার দিয়াত প্রসঙ্গে

٤-حدّثني يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَىْ إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে নাবালেগের উপর কিসাস ওয়াজিব হইবে না। অর্থাৎ হত্যাকারীর ভুল হইয়া গেলে, যেমন জন্তু মনে করিয়া তীর নিক্ষেপ করিল আর তাহা কোন মুসলমানের গায়ে বিদ্ধ হইল ইহাকে "খাতা ফিল মহল" বলে। যেমন লক্ষ্যস্থলে তীর নিক্ষেপ করিয়া ইহা কোন লোকের গায়ে লাগিল কিংবা ঘোড়ার উপর সওয়ার ছিল আর ঘোড়া এমনভাবে হাকাইল যাহাতে ঐ ঘোড়া কোন লোককে নিষ্পেষিত করিল অথবা হাতে কোন ভারি বস্তু ছিল উহা কোন ব্যক্তির উপর এমনভাবে যাইয়া পড়িল যাহাতে ঐ ব্যক্তি মরিয়া গেল।

جُهَيْنَةَ . فَنُزِيَ مِنْهَا فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِي الدُّعِيَ عَلَيْهِمْ : أَتَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا مَا مَا تَ مِنْهَا ؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوْا. وَقَالَ لِلْاٰخَرِيْنَ : أَتَحْلِفُوْنَ أَنْتُمْ ؟ فَأَبَوْا. فقضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّيْنَ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هٰذَا.

وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَرَبِيْعَةَ بْنَ أَبِى عَبْدِالرَّحْمٰنِ كَانُوْا يَقُوْلُونَ : دِيَةُ الْخَطَاءِ عِشْرُوْنَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَعِشْرُوْنَ بِنْتَ لَبُوْنٍ. وَعِشْرُوْنَ ابْنَ لَبُوْنٍ ذَكَرًا . وَعِشْرُوْنَ حِقَّةً. وَعِشْرُوْنَ جَذَعَةً.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ نَا أَنَّهُ لاَ قَوَدَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ. وَإِنَّ عَمَدَهُمْ خَطَأٌ. مَالَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ وَيَبْلُغُوا الْحُلُمَ. وَإِنَّ قَتْلَ الصَّبِيِّ لاَ يَكُوْنُ إِلاَّ خَطَأً . وَذٰلِكَ لَوْ أَنَّ صَبِيًّا وَكَبِيْرًا قَتَلاَ رَجُلاً حُرًّا خَطَأً. كَانَ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ قَتَلَ خَطَأً فَإِنَّمَا عَقْلُهُ مَالٌ لاَ قَوَدَ فِيْهِ. وَإِنَّمَا هُوَ كَغَيْرِهِ مِنْ مَالِهِ. يُقْضَى بِهِ دَيْنُهُ. وَيُجَوَّزُ فِيهِ وَصِيَّتُهُ. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَكُونُ الدِّ يَةُ قَدْرَ ثُلُثِهِ، ثُمَّ عُفِيَ عَنْ دِيَتِهِ، فَذٰلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُ دِيَتِهِ جَازَ لَهُ مِنْ ذٰلِكَ ، الثُّلُثُ. إِذَا عُفِيَ عَنْهُ، وَأَوْصَى بِهِ.

রেওয়ায়ত ৪

ইরাক ইব্ন মালিক ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, বনি সা'দের এক ব্যক্তি ঘোড়া দৌড়াইল যাহাতে জুহায়ন গোত্রের এক ব্যক্তির অঙ্গুলি নষ্ট করিয়া দিল; অঙ্গুলি হইতে এত রক্ত ঝরিল যে, তাহাতে ঐ ব্যক্তি মারা গেল। উমর (রা) প্রথমে তো বনী সা'দকে বলিলেন : তুমি এই কথার উপর পঞ্চাশ বার কসম করিতে পার যে, এই ব্যক্তি অঙ্গুলি নষ্ট হওয়ার দরুন মরে নাই; তাহারা ইহাতে সম্মত হইল না। যখন তাহারা কসম করিল না তিনি জুহায়নী গোত্রের লোকদের বলিলেন : তোমরা কসম করিবে কি? তাহারাও ইহাতে সম্মত হইল না। অতঃপর তিনি বনী সা'দ হইতে অর্ধেক দিয়াত দেওয়াইয়া দিলেন।

মালিক (র) বলেন : এই হাদীসের উপর আমল করা হইবে না। ইব্ন শিহাব, সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার ও রবী'আ ইব্ন আবী আবদুর রহমান বলেন : ভুলবশত হত্যার দিয়াতে কুড়িটি বিন্ত মাখায, কুড়িটি বিন্ত লবুন, কুড়িটি ইব্ন কবুননের, কুড়িটি হক্কা এবং কুড়িটি জায'আ দেওয়া হইয়া থাকে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, নাবালেগদের হইতে কিসাস লওয়া হইবে না, যদিও সে স্বেচ্ছায় হত্যা করে। এই ধরনের হত্যা ভুলবশত হত্যার পর্যায়ে পড়িবে। বালেগ না হওয়া পর্যন্ত এই হুকুম অর্থাৎ তাহার উপর শাস্তি বর্তাইবে না তাহার বালেগ হওয়া পর্যন্ত।

এইজন্যই যদি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে কাহাকেও হত্যা করে, তবে ইহা ভুলক্রমে হত্যা হইয়াছে মনে করিতে হইবে। যদি নাবালেগ ও বালেগ মিলিতভাবে কাহাকেও হত্যা করে, প্রত্যেকের জন্য অর্ধেক দিয়াত নির্ধারিত হইবে।

মালিক (র) বলেন, যে ব্যক্তি ভুলক্রমে নিহত হয় তাহার দিয়াত তাহার ও তাহার মালের পরিমাণে হইবে, যাহা দ্বারা তাহার ফরয আদায় করা হইবে, তাহার ওসীয়ত আদায় করা হইবে যদি তাহার নিকট দিয়াতের সমান মাল থাকে আর দিয়াত ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহা বৈধ। যদি এত মাল না থাকে তবে $\frac{১}{৩}$ -এর পরিমাণ ক্ষমা করিতে পারে। অবশিষ্ট যাহা থাকে উহা ওয়ারিসদের হক।

(٥) باب عقل الجراح فى الخطأ

পরিচ্ছেদ ৫ : ভুলে কাহাকেও আহত করার দিয়াত

حدّثنى مَالِكُ : أَنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ فِى الْخَطَإِ أَنَّهُ لاَ يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرَوْحُ وَيَصِحَّ وَأَنَّهُ إِنْ كُسِرَ عَظْمٌ مِنَ الْإِنْسَانِ يَدٌ أَوْ رِجْلٌ أَوْ غَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الْجَسَدِ، خَطَأً . فَبَرَأَ وَصَحَّ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ. فَلَيْسَ فِيْهِ عَقْلٌ. فَإِنْ نَقَصَ أَوْ كَانَ فِيْهِ عَثَلٌ فَفِيْهِ مِنْ عَقْلِهِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهُ.

قَالَ مَالِكُ : فَإِنْ كَانَ ذٰلِكَ الْعَظْمُ مِمَّا جَاءَ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَقْلٌ مُسَمًّى ، فَبِحِسَابِ مَافَرَضَ فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ . وَمَا كَانَ مِمَّا لَمْ يَأْتِ فِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ عَقْلٌ مُسَمًّى ، وَلَمْ تَمْضِ فِيهِ سُنَّةٌ وَلاَ عَقْلٌ مُسَمًّى ، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِى الْجِرَاحِ فِى الْجَسَدِ ، إِذَا كَانَتْ خَطَأً ، عَقْلٌ. إِذَا بَرَأَ الْجُرْحُ عَادَ لِهَيْئَتِهِ. فَإِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ ذٰلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ . فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيْهِ. إِلاَّ الْجَائِفَةَ. فَإِنَّ فِيْهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِى مُنَقِّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ . وَهِىَ مِثْلُ مُوْضِحَةِ الْجَسَدِ.

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيْبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشْفَةَ ، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِى تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ . وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيْبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذٰلِكَ ، فَفِيْهِ الْعَقْلُ.

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে ভুলের এই একটি সর্বসম্মত বিধান রহিয়াছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আঘাতের ক্ষত ভাল না হইয়া যায় ততক্ষণ ঐ আঘাতজনিত ক্ষতের দিয়াতের হুকুম হইবে না। যদি হাত অথবা পায়ের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়, অতঃপর পুনঃ জোড়া লাগিয়া পূর্বের মতো ভাল হইয়া যায়, তবে উহাতে দিয়াত নাই। যদি কোন প্রকার ত্রুটি থাকিয়া যায় তবে ত্রুটির পরিমাণ দিয়াত হইবে। যদি ঐ হাড় এইরূপ হয় যে, যাহার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা) হইতে দিয়াত সাব্যস্ত হইয়াছে তবে ঐ পরিমাণ দিয়াত অনিবার্যভাবে নির্ধারিত হইবে। অন্যথায় বিবেচনান্তে উপযুক্ত দিয়াত গ্রহণ করা হইবে।

মালিক (র) বলেন : ভুলক্রমে শরীরে যে আঘাতজনিত ক্ষত হইয়াছে যদি তাহা এমনভাবে ভাল হইয়া যায় যে, আঘাতের কোন চিহ্নও না থাকে তবে দিয়াত নাই। যদি কোন ত্রুটি বা কোন ক্ষতের চিহ্ন থাকিয়া যায় তবে তাহার উপযুক্ত দিয়াত দিতে হইবে। পেটের ক্ষতে ১/৩ দিয়াত অনিবার্য দেওয়া হইবে আর যে আঘাত লাগার দরুন জোড়া খুলিয়া যায়, হাড় স্থানচ্যুত হইয়া যায় উহাতে দিয়াত নাই। যেমন ঐ আঘাতে দিয়াত নাই যাহাতে হাড় বাহির হইয়া যায়।

মালিক (র) বলেন : ইহা আমাদের নিকট একটি সর্বসম্মত বিধান যে, যদি হাজ্জাম খত্না করিবার সময় ভুলে অতিরিক্ত জায়গা কাটিয়া ফেলে তবে তাহার দিয়াত দিতে হইবে। এইরূপে যদি চিকিৎসক ভুলে কোন ত্রুটি করিয়া ফেলে, তবে তাহাতে দিয়াত দিতে হইবে (যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ করে তবে কিসাস হইবে)।

(٦) باب عقل المرأة

পরিচ্ছেদ ৬ : স্ত্রীলোকের দিয়াত

وحدّثني يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : تَعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُها كَمُنَقِّلَتِهِ..

وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَبْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُوْلاَنِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةَ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيْرُ ذٰلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ. وَمَا دُوْنَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا. مِمَّا يَكُونُ فِيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا. فَإِذَا بَلَغَتْ ذٰلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذٰلِكَ ، النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ.

وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذٰلِكَ الْجُرْحِ. وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.

وحدثني عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُوْلُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذٰلِكَ الْجُرْحِ. وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا ذٰلِكَ فِي الْخَطَإِ. أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَيُصِيْبَهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَالَمْ يَتَعَمَّدْ. كَمَا يَضْرِبُهَا بِسَوْطٍ فَيَفْقَأُ عَيْنَهَا. وَنَحْوَ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يَكُوْنُ لَهَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَلَيْسَ عَلَى زَوْجِهَا ، إِذَا كَانَ مِنْ قَبِيْلَةٍ أُخْرَى ، مِنْ عَقْلِ جِنَايَتِهَا شَيْءٌ. وَلاَ عَلَى وَلَدِهَا إِذَا كَانُوْا مِنْ غَيْرِقَوْمِهَا. وَلاَ عَلَى إِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا إِذَا كَانُوْا مِنْ غَيْرِ عَصَبَتِهَا وَلاَ قَوْمِهَا. فَهٰؤُلاَءِ أَحَقُّ بِمِيْرَاثِهَا. وَالْعَصَبَةُ عَلَيْهِمُ الْعقْلُ مُنْذُ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْيَوْمِ. وَكَذٰلِكَ مَوَالِي الْمَرْأَةِ. مِيْرَاثُهُمْ لِوَلَدِ الْمَرْأَةِ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ غَيْرِ قَبِيْلَتِهَا. وَعَقْلُ جِنَايَةِ الْمَوَالِي عَلَى قَبِيْلَتِهَا.

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিতেন, ⅓ পর্যন্ত পুরুষ স্ত্রী উভয়ের দিয়াত সমান। যেমন দিয়াত সাব্যস্ত করার করার ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অঙ্গুলি পুরুষের অঙ্গুলির মতো, স্ত্রীলোকের দাঁত পুরুষের দাঁতের মতো। স্ত্রীদের মাওযেহা (ঐ যখম যাহাতে হাড় দেখা যায়) পুরুষদের মাওযেহার মতো, অনুরূপভাবে স্ত্রীলোকের মুনকিলাহ (ঐ যখন যাহাতে হাড় স্থানচ্যুত হইয়া যায়) পুরুষের মুনকিলাহ্‌র মতো।

ইব্‌ন শিহাব ও উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) স্ত্রীদের ব্যাপারে সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাবের মতো বলিতেন যে, স্ত্রীগণ ⅓ দিয়াত পর্যন্ত পুরুষদের মতো হইবে, অতঃপর পুরুষদের অর্ধ দিয়াতের সমপরিমাণ হইবে।

ইব্‌ন শিহাব (র) বলিতেন : এই নিয়ম চলিয়া আসিয়াছে যে, যদি পুরুষ নিজের স্ত্রীকে আঘাত দ্বারা ক্ষতি করিয়া দেয়, তবে তাহা হইতে দিয়াত লওয়া হইবে, কিন্তু কিসাস হইবে না।

মালিক (র) বলেন, এই ব্যবস্থা তখনই হইবে যখন পুরুষ ভুলে ক্ষত করে। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ করে তবে কিসাস অনিবার্য দেয় হইবে।

মালিক (র) বলেন, যে স্ত্রীলোকের স্বামী বা সন্তান তাহার সম্প্রদায়ের না হয় সেই স্ত্রীলোক স্ত্রীলোকদের অপরাধের দিয়াতে শরীক হইবে না। এইরূপে তাহার বাচ্চা ও বৈমাত্রেয় ভাই যখন ভিন্ন গোত্রের হইবে সেও দিয়াতে শরীক হইবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সমগোত্রের উপরই দিয়াত হইয়া থাকে। কিন্তু মীরাসে সন্তান ও বৈমাত্রেয় ভাই মালিক হইবে। যেমন স্ত্রীলোকের মুক্ত দাসের মীরাস তাহার সন্তানকে দেওয়া হইবে যদিও তাহার গোত্রের না হয়। কিন্তু তাহাদের অপরাধের দিয়াত স্ত্রীর স্বগোত্রের উপর বর্তাইবে।

(٧) باب عقل الجنين

পরিচ্ছেদ ৭ : গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত

٥- **وحدّثنى** يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فَطَرَحَتْ جَنِيْنَهَا. فَقَضَى فِيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ.

রেওয়ায়ত ৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, হুযাইলের দুই স্ত্রীলোক পরস্পর মারামারি করিতে যাইয়া একে অপরের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করিল যাহাতে তাহার পেটের বাচ্চা বাহির হইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দিয়াত একটি দাস বা একটা দাসী দেওয়াইলেন।

٦- **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِي الْجَنِيْنَ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيْدَةٍ. فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ :كَيْفَ أَغْرَمُ مَالاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ. وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلْ . وَمِثْلُ ذٰلِكَ بَطَلْ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّمَا هٰذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ».

وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِيْنَ دِيْنَارًا أَوْ سِتَّمَاءَةِ دِرْهَمٍ. وَدِيَةُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ خَمْسُمَاءَةِ دِيْنَارٍ أَوْ سِتَّةُ آلاَفِ دِرْهَمٍ.

قَالَ مَالِكٌ : فَدِيَةُ جَنِينِ الْحُرَّةِ عُشْرُ دِيَتِهَا. وَالْعُشْرُ خَمْسُوْنَ دِينَارًا أَوْ سِتُّمِائَةِ دِرْهَمٍ .

قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِيْنَ لاَ تَكُوْنُ فِيْهِ الْغُرَّةُ ، حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ وَيَسْقُطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا.

قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِيْنُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيْهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ حَيَاةَ لِلْجَنِينِ إِلاَّ بِالْاِسْتِهْلاَلِ. فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَنَرَى أَنَّ فِيْ جَنِيْنِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً عَمَدًا. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، عَمَدًا أَوْ خَطَأً. فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. فَإِنْ قُتِلَتْ عَمَدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ. وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.

وحدثني يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ جَنِينِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ يُطْرَحُ ؟ فَقَالَ : أَرَى أَنَّ فِيهِ عُشْرَ دِيَةِ أُمِّهِ.

রেওয়ায়ত ৬

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গর্ভস্থ সন্তান হত্যার ব্যাপারে একটি দাস অথবা দাসী দিয়াত দেওয়ার আদেশ করিয়াছেন। যাহার উপর দিয়াতের আদেশ হইয়াছে সে বলিল : আমি এই সন্তানের রক্তপণ কিরূপে আদায় করিব, যে খায় নাই, পান করে নাই, কথা বলে নাই, না ক্রন্দন করিয়াছে। এইরূপ সন্তানের তো খুন মাফ করা হইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : লোকটি তো (কাহিন) যাদুকরের ভাই।

রবী'আ ইব্ন আবী আবিদের রহমান বলিতেন, দাস বা দাসীর মূল্য যাহা গর্ভস্থ শিশুর জন্য দেওয়া হয় পঞ্চাশ দীনার অথবা ছয় শত দিরহাম হওয়া উচিত, আর স্বাধীন মুসলমানের স্ত্রীর দিয়াত পাঁচ শত দীনার বা ছয় হাজার দিরহাম।

মালিক (র) বলেন, স্বাধীনা রমণীর গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়াত স্ত্রীলোকের দিয়াতের দশমাংশ আর উহা পঞ্চাশ দীনার বা ছয় শত দিরহাম। গর্ভস্থ বাচ্চার দিয়াত ঐ সময় দেওয়া অনিবার্য হয় যখন বাচ্চা মরিয়া পেট হইতে বাহির হইয়া পড়ে। আমি ইহাতে কাহাকেও ইখতিলাফ করিতে দেখি নাই। যদি বাচ্চা পেট হইতে জীবিত বাহির হইয়া মারা যায় তবে পূর্ণ দিয়াত দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, গর্ভস্থ সন্তানের ক্রন্দন দ্বারা বুঝা যাইবে যে, সে জীবিত না মৃত। যদি ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে পূর্ণ দিয়াত দেওয়া অনিবার্য হইবে। দাসীর পেটের সন্তানের বেলায় দাসীর মূল্যের দশমাংশ দিয়াত দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি গর্ভবতী স্ত্রী কোন পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে হত্যা করে, তবে তাহার সন্তান প্রসবের পূর্বে তাহার হইতে কিসাস লওয়া হইবে না। যদি গর্ভবতী স্ত্রীলোককে কেহ হত্যা করে, ইচ্ছাকৃতই হউক বা ভুলক্রমেই হউক, তাহার গর্ভস্থ সন্তানের দিয়াত অনিবার্য হইবে না, বরং যদি তাহাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হইয়া থাকে, তবে হত্যাকারীকে হত্যা করা হইবে আর যদি ভুলক্রমে হত্যা করা হইয়া থাকে, তবে দিয়াত দিতে হইবে।

মালিক (র)-কে প্রশ্ন করা হইয়াছিল : যদি কেহ ইহুদী বা খৃস্টান স্ত্রীলোকের গর্ভস্থ বাচ্চাকে হত্যা করিয়া বাহির করিয়া দেয় উহার হুকুম কি? তিনি উত্তর দিলেন, তাহার মাতার দিয়াতের $\frac{১}{১০}$ অংশ দিতে হইবে।

(٨) باب ما فيه الدية كاملة

পরিচ্ছেদ ৮ : যাহাতে পূর্ণ দিয়াত দেওয়া জরুরী হয়

حدثنى يَحْيٰي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : فِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيْهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ.

حدثنى يَحْيٰي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيْدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ . وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِيْنَارٍ. أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

وحدثنى يَحْيٰي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِى كُلِّ زَوْجٍ مِنَ الْإِنْسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً . وَأَنَّ فِى اللِّسَانِ الدِّيَةَ كَامِلَةً . وَأَنَّ فِى الْأُذُنَيْنِ ، إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهُمَا ، الدِّيَةَ كَامِلَةً . اصْطُلِمَتَا أَوْ لَمْ تُصْطَلَمَا. وَ فِى ذَكَرِ الرَّجُلِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. وَ فِى الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً .

وحدثنى يَحْيَىٰ عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ فِى ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.

قَالَ مَالِكٌ : وَأَخَفُّ ذٰلِكَ عِنْدِى الْحَاجِبَانِ. وَثَدْيَا الرَّجُلِ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أُصِيْبَ مِنْ أَطْرَافِهِ أَكْثَرُ مِنْ دِيَتِهِ فَذٰلِكَ لَهُ. إِذَا أُصِيبَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ وَعَيْنَاهُ فَلَهُ ثَلَاثُ دِيَاتٍ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى عَيْنِ الْأَعْوَرِ الصَّحِيْحَةِ إِذَا فُقِئَتْ خَطَأً : إِنَّ فِيْهَا الدِّيَةَ كَامِلَةً.

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিতেন, উভয় ঠোঁটে পূর্ণ দিয়াত রহিয়াছে। যদি নিচের ঠোঁট কাটিয়া ফেলা হইয়া থাকে তবে উহাতে এক-তৃতীয়াংশ দিয়াত দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমি ইব্‌ন শিহাব যুহরীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, যদি কোন কানা কোন চক্ষুবিশিষ্ট লোকের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলে, তবে কি হুকুম? তিনি বলিলেন, যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তবে তাহার চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিতে পারে। আর যদি ইচ্ছায় না হয় তবে এক হাজার দীনার বা বার হাজার দিরহাম লইবে।

মালিক (র) বলেন : আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, যে অঙ্গ শরীরে দুই দুইটি রহিয়াছে, যদি কেহ উভয়টি নষ্ট করিয়া দেয়, তবে পূর্ণ দিয়াত দিতে হইবে, আর জিহ্বাতে পূর্ণ দিয়াত হয়। যদি কানে এইরূপ চোট লাগে যাহাতে শ্রবণশক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় যদিও কান কাটা না যায় তবুও পূর্ণ দিয়াত দিতে হয়। এইরূপে লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষের পূর্ণ দিয়াত রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : আমার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, যদি কোন মহিলার স্তনদ্বয় কাটিয়া ফেলা হয়, তবে উহাতে হইবে পূর্ণ দিয়াত। আর যদি ভ্রু কামাইয়া ফেলে এবং পুরুষের উভয় স্তন কাটিয়া ফেলে, তবে পূর্ণ দিয়াত হইবে না।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তির উভয় হাত, উভয় পা এবং উভয় চক্ষু নষ্ট করিয়া দেয়, তবে ভিন্ন ভিন্নভাবে পূর্ণ দিয়াত দিতে হইবে, পায়ের ভিন্ন, হাতের ভিন্ন এবং চক্ষুর ভিন্ন ভিন্ন দিয়াত দিতে হইবে অর্থাৎ তিন দিয়াত অথবা তিন হাজার দীনার বা ৩৬ হাজার দিরহাম দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ এক চোখ কানা ব্যক্তির ভাল চক্ষু ভুলে নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে পূর্ণ দিয়াত দিতে হইবে।

(৯) باب ماجاء فى عقل العين اذا ذهب بصرها

পরিচ্ছেদ ৯ : চক্ষু ঠিক রাখিয়া যদি চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে উহার দিয়াত সম্বন্ধে হুকুম

حدّثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُوْلُ : فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طَفِئَتْ مِائَةُ دِيْنَارٍ.

قَالَ يَحْيٰى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ شَتَرِ الْعَيْنِ وَحِجَاجِ الْعَيْنِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ فِى ذٰلِكَ إِلاَّ الْاِجْتِهَادُ. إِلاَّ أَنْ يَنْقُصَ بَصَرُ الْعَيْنِ . فَيَكُوْنُ لَهُ بِقَدْرِ مَانَقَصَ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ.

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءِ إِذَا طَفِئَتْ. وَفِى الْيَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ. إِنَّهُ لَيْسَ فِى ذٰلِكَ إِلاَّ الْاِجْتِهَادُ. وَلَيْسَ فِى ذٰلِكَ عَقْلٌ مُسَمًّى.

যায়দ ইব্ন সাবিত (রা) বলিতেন, যদি চক্ষু ঠিক থাকে কিন্তু দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায় তবে এক শত দীনার দিয়াত দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ কাহারও চক্ষুর উপরের চামড়া কাটিয়া ফেলে অথবা চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বের গোল হাড় ভাঙ্গিয়া ফেলে তবে উহা চিন্তা করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ দিয়াত দিতে হইবে। যদি দৃষ্টিশক্তি যাইতে থাকে তবে ক্ষতির পরিমাণ দিয়াত দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ কাহারও ঐ চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলে যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে ঠিক থাকিলেও উহাতে দৃষ্টিশক্তি ছিল না অথবা ঐরূপ একটি হাত কাটিয়া ফেলে যাহা কার্যক্ষম ছিল, তবে দিয়াত দেওয়া অনিবার্য হইবে না। হ্যাঁ, বিচারকের (মতো) বিচারে যাহা স্থির হয় সেইরূপ দিয়াত দিতে হইবে।

(১০) باب ماجاء فى عقل الشجاج

পরিচ্ছেদ ১০ : ক্ষত করার দিয়াত

وحدّثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ : أَنَّ الْمُوْضِحَةَ فِى الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِى الرَّأْسِ. إِلاَّ أَنْ تَعِيْبَ الْوَجْهَ

فَيُزَادُ فِى عَقْلِهَا ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوْضِحَةِ فِى الرَّأْسِ. فَيَكُوْنُ فِيْهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُوْنَ دِيْنَارًا.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِى الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيْضَةً.

قَالَ : وَالْمُنَقِّلَةُ الَّتِى يَطِيْرُ فَرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ. وَلاَ تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ. وَهْىَ تَكُوْنُ فِى الرَّأْسِ وَفِى الْوَجْهِ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُوْمَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيْهِمَا قَوَدٌ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَيْسَ فِى الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَأْمُوْمَةُ مَاخَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ. وَلاَ تَكُوْنُ الْمَأْمُوْمَةُ إِلاَّ فِى الرَّأْسِ. وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ مِنَ الشِّجَاجِ عَقْلٌ . حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوْضِحَةَ. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِى الْمُوْضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا. وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ انْتَهٰى إِلَى الْمُوْضِحَةِ ، فِى كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. فَجَعَلَ فِيْهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ . وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيْمِ وَلاَ فِى الْحَدِيْثِ، فِيْمَا دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ، بِعَقْلٍ.

وحدَّثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ نَافِذَةٍ فِىْ عُضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فَفِيْهَا ثُلُثُ عَقْلِ ذٰلِكَ الْعُضْوِ.

حدَّثنى مَالِكٌ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ يَرَى ذٰلِكَ. وَأَنَا لاَ أَرَى فِى نَافِذَةٍ فِى عَضْوٍ مِنَ الْأَعْضَاءِ فِى الْجَسَدِ أَمْرًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ. وَلٰكِنِّى أَرَى فِيْهَا الْاِ جْتِهَادَ. يَجْتَهِدُ الْإِمَامُ فِىْ ذٰلِكَ. وَلَيْسَ فِىْ ذٰلِكَ أَمْرٌ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُوْمَةَ وَالْمُنَقِّلَةَ وَالْمُوضِحَةَ لاَتَكُونُ إِلاَّ فِى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ. فَمَا كَانَ فِى الْجَسَدِ مِنْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ فِيْهِ إِلاَّ الاِجْتِهَادُ .

قَالَ مَالِكٌ : فَلاَ أَرَى اللَّحْيَ الأَسْفَلَ وَالأَنْفَ مِنَ الرَّأْسِ فِي جِرَاحِهِمَا. لأَنَّهُمَا عَظْمَانِ مُنْفَرِدَانِ. وَالرَّأْسُ، بَعْدَهُمَا ، عَظْمٌ وَاحِدٌ.

وحدّثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ أَقَادَ مِنَ الْمُنَقِّلَةِ.

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি বলিতেন, চেহারার ক্ষত যাহাতে হাড় দেখা যায়, মাথার হাড় দেখা যাওয়া অবস্থায় যখমের মতো, কিন্তু তাহার জন্য যদি চেহারা দেখিতে বিকৃত হইয়া যায়, তবে দিয়াত বাড়াইয়া দেওয়া হইবে। মাথার অর্ধেক পর্যন্ত যে ক্ষত হইবে উহার জন্য ৭৫ দীনার দেওয়া জরুরী হয়।

মালিক (র) বলেন : আমাদের মতে ইহা একটি সর্বসম্মত বিধান যে, 'মুনকালা' হইলে ১৫ উট দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, মুনকালা ঐ ক্ষতকে বলে যাহাতে হাড় স্থানচ্যুত হইয়া যায়, আর এই আঘাত মাথার মগজ পর্যন্ত না পৌঁছে। এই আঘাত মাথা ও চেহারায় সীমিত থাকে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট এই বিধান সর্বসম্মত যে, মাসুমা ও জায়িকায় কিসাস নাই, যুহরীও এইরূপ বলিয়াছেন।

মালিক (র) বলেন, মাসুমা ঐ ক্ষতকে বলা হয় যাহাতে হাড় ভাঙ্গিয়া মাথার মগজ পর্যন্ত পৌঁছে আর এই ক্ষম মাথায়ই হইয়া থাকে। অবশ্য এই আঘাতে হাড় ভাঙ্গিলেও উহা মগজের ক্ষতি করে না।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা সর্বসম্মত বিধান যে, মুযিহা হইতে অল্প ক্ষতে দিয়াত নাই যতক্ষণ উহা মুযিহা পর্যন্ত না পৌঁছে। মুযিহা বা তদূর্ধ্ব ক্ষতে দিয়াত দিতে হইবে। কেননা আমর ইব্‌ন হাযমের হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : মুযেহায় পাঁচ উট; ইহার নিম্নের পরিমাণ বর্ণনা করেন নাই। আর কোন ইমামও বর্তমানে বা অতীতে মুযিহার নিম্ন পরিমাণ দিয়াতের আদেশ করেন নাই।

মালিক (র) বলেন, ইব্‌ন শিহাব যুহরীরও মত ইহাই। মালিক (র) বলেন : আমার নিকটও একটি ক্ষতের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই, বরং ইহা বিচারকের বিচারের উপর নির্ভর করিবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা সর্বসম্মত বিধান যে, মাসুমা, মুনকালা ও মুযিহা শুধু মাথা ও চেহারায় হইয়া থাকে। যদি অন্য কোন স্থানে হয় তবে বিচারকের রায়ের উপর আমল করা হইবে।

ইব্‌ন যুবাইর মুনাকালার কিসাস লইয়াছেন।

মালিক (র) বলেন, নিচের চোয়াল ও নাক মাথায় ধরা হইবে না, বরং এই দুইটি পৃথক অঙ্গ। ইহাদের অতিরিক্ত মাথা আর একটি পৃথক হাড়।

(١١) باب ماجاء فى عقل الأصابع

পরিচ্ছেদ ১১ : অঙ্গুলির দিয়াত

وحدّثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِى إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ : كَمْ فِى إِصْبَعَيْنِ ؟ قَالَ : عِشْرُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ : كَمْ فِى ثَلَاثٍ ؟ فَقَالَ : ثَلَاثُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ : كَمْ فِى أَرْبَعٍ ؟ قَالَ : عِشْرُوْنَ مِنَ الْإِبِلِ. فَقُلْتُ : حِيْنَ عَظُمَ جُرْحُهَا وَاشْتَدَّتْ مُصِيْبَتُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا ؟ فَقَالَ سَعِيْدٌ : أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ ؟ فَقُلْتُ : بَلْ عَالِمٌ مُتَثَبِّتٌ. أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلِّمٌ. فَقَالَ سَعِيْدٌ : هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِيْ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى أَصَابِعِ الْكَفِّ إِذَا قُطِعَتْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا. وَذٰلِكَ أَنَّ خَمْسَ الْأَصَابِعِ إِذَا قُطِعَتْ، كَانَ عَقْلُهَا عَقْلَ الْكَفِّ. خَمْسِيْنَ مِنَ الْإِبِلِ. فِى كُلِّ إِصْبَعٍ عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَحِسَابُ الْأَصَابِعِ ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُوْنَ دِينَارٍ. فِى كُلِّ أَنْمُلَةٍ. وَهِيَ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُ فَرَائِضَ وَثُلُثُ فَرِيْضَةٍ.

রবীআ ইব্‌ন আবদির রহমান (র) সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র)-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহিলাদের অঙ্গুলির দিয়াত কি? তিনি বলিলেন, দশটি উট। আমি আবার প্রশ্ন করিলাম : দুই অঙ্গুলিতে? তিনি বলিলেন : কুড়িটি উট। আমি আবার বলিলাম, তিন অঙ্গুলিতে? তিনি বলিলেন : ত্রিশটি উট। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম : চারিটি অঙ্গুলিতে? তিনি বলিলেন : কুড়িটি উট। আমি বলিলাম : যখন ক্ষত বর্ধিত হইল, কষ্ট বাড়িয়া গেল, তখন দিয়াত কমিয়া গেল? সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যিব (রা) বলিলেন : তুমি ইরাকের অধিবাসী?[১] আমি বলিলাম : না, আমি যতটুকু জানি উহাতে স্থির থাকি। আর যাহা জানি না উহা জিজ্ঞাসা করিয়া লই। সাঈদ বলিলেন : ভাতিজা, সুন্নত ইহাই।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিধান যে, যখন পূর্ণ এক হাতের সমস্ত অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলা হয়, তবে প্রতিটি অঙ্গুলি দশ উটের হিসাবে দিয়াত দিতে হইবে। তাহা হইলে পঞ্চাশ উট দিতে হইবে। যদি সমস্ত অঙ্গুলিই কাটা হয় তখনও ইহার দিয়াত পূর্ণ হাতের তথা ৫০ উট হইবে। যদি হাতসহ কাটা যায় তবে দীনারের হিসাবে তত দীনার হইবে।

১. ইরাকের লোকের বদনাম ছিল যে, তাঁহারা হাদীস ছাড়িয়া প্রতিটি বিষয়ে যুক্তি অনুসন্ধান করিতেন। তাই সাঈদ জিজ্ঞাসা করিলেন : তুমিও কি ইরাকী লোক যে, হাদীসের কথা শুনিয়াও প্রশ্ন করিতেছ?

(١٢) باب جامع عقل الأسنان

পরিচ্ছেদ ১২ : দাঁতের দিয়াত

٧–وحدّثني يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِى الضِّرْسِ بِجَمَلٍ. وَفِى التَّرْقُوَةِ بِجَمَلٍ. وَفِى الضِّلَعِ بِجَمَلٍ.

وحدّثني يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُوْلُ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الْأَضْرَاسِ بِبَعِيْرٍ بَعِيْرٍ. وَقَضَى مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ فِى الْأَضْرَاسِ بِخَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ، خَمْسَةِ أَبْعِرَةٍ.

قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِى قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيْدُ فِى قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ. فَلَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ فِى الْأَضْرَاسِ بَعِيْرَيْنِ بَعِيْرَيْنِ. فَتِلْكَ الدِّيَةُ سَوَاءٌ. وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ مَأْجُورٌ.

وحدّثني يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : إِذَا أُصِيْبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا. فَإِنْ طَرِحَتْ بَعْدَ أَنْ تَسْوَدَّ فَفِيْهَا عَقْلُهَا أَيْضًا تَامًّا.

রেওয়ায়ত ৭

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর গোলাম আসলাম (রা) হইতে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব একটি দাঁতে এক উট, হাঁসুলির হাড়ের জন্য এক উট এবং পাঁজরের জন্য এক দিয়াতের আদেশ করিয়াছেন।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (রা) শুনিয়াছেন, সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) বলিতেন, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) প্রতি দাঁতে এক উটের আদেশ করিতেন। মুআবিয়া ইব্ন আবী সুফিয়ান (রা) প্রতি দাঁতে পাঁচ উটের আদেশ করিতেন। উমর (রা) কমাইয়া দিয়াছেন আর মুআবিয়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। আমি হইলে প্রতি দাঁতে দুই দুই উট ধার্য করিতাম যেন দিয়াত পূর্ণ হইয়া যায়।[১]

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (রা) বলিতেন, যখন দাঁতে আঘাত লাগে আর উহা কাল হইয়া যায়, তবে পূর্ণ দিয়াত দিতে হইবে। যদি কাল হইয়া পড়িয়া যায় তবুও পূর্ণ দিয়াত দিতে হইবে।

---

১. উপরের বারটি বড় দাঁত প্রতিটি দাঁতে ৫ উট হইলে ১২ × ৫ =৬০ উট এবং দুই দিকের ২০টি দাঁতের প্রতিটি দাঁতে ২টি করিয়া ২০ × ২ =৪০ উট হইল। ৬০+৪০=১০০ উটের দিয়াত পূর্ণ হইয়া যাইবে।

(١٣) باب العمل فى عقل الأسنان

পরিচ্ছেদ ১৩ : দাঁতের দিয়াত সম্পর্কে আরও জানার বিষয়

٨- **وحدّثنى** يَحْيَي عَنْ مَالِك ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِيْ غَطَفَانَ بْنِ طَرِيْفِ الْمُرِّيِّ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ. يَسْأَلُهُ مَاذَا فِى الضِّرْسِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبَّاسٍ : فِيْهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَ فَرَدَّنِى مَرْوَانُ الَي عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ. فَقَالَ . أَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الْأَضْرَاسِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ : لَوْ لَمْ تَعْتَبِرْ ذٰلِكَ إِلاَّ بِالأَصَابِعِ. عَقْلُهَا سَوَاءٌ.

وحدّثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يُسَوِّىْ بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِى الْعَقْلِ. وَلاَ يُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ مُقَدَّمَ الْفَمِ وَالأَضْرَاسِ وَالْأَنْيَابِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ. وَذٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «فِى السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ» وَالضِّرْسُ سِنٌّ مِنَ الْأَسْنَانِ. لاَيَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ.

রেওয়ায়ত ৮

আবূ গাতফান ইব্ন তারীফ মুররী (র) হইতে বর্ণিত, মারওয়ান ইব্ন হাকাম তাঁহাকে আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন যে, অদরাস দাঁতের দিয়াত কি? আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলিলেন, পাঁচ উট। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন যে, সম্মুখের দাঁত ও মাঢ়ীর দাঁতের দিয়াত কি সমান হইবে? ইব্ন আব্বাস বলিলেন : যদি তোমরা দাঁতের ব্যাপারে অঙ্গুলির সহিত সমঞ্জস করিয়া লইতে তবে ভাল ছিল।[১]

হিশাম ইব্ন উরওয়া (র) তাহার পিতা উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণনা করেন, পূর্ব যুগে সমস্ত দাঁতের দিয়াত সমান ছিল, কোন দাঁতের বেশি কোন দাঁতের কম ছিল না।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট মাঢ়ীর দাঁত, সম্মুখের বড় দাঁত ও পাশের ছোট দাঁত সমস্তই এক সমান। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রতি দাঁতে পাঁচ উট দিয়াতের আদেশ করিয়াছেন। মাঢ়ীর দাঁত বা অন্য কোন দাঁতেরই কোন দাঁতের উপ শ্রেষ্ঠত্ব নাই।

(١٤) باب ماجاء فى دية جراح العبد

পরিচ্ছেদ ১৪ : দাসদের যখমের দিয়াত

وحدّثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُوْلاَنِ : فِى مُوْضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.

১. হাতের অঙ্গুলির ছোট বড় হওয়া সত্ত্বেও এবং কোনটি বেশি উপকারী, কোনটি কম উপকারী হওয়া সত্ত্বেও উহাদের দিয়াত সমান। অতএব দাঁতও কোনটি বেশি দরকারী, কোনটি কম দরকারী হওয়া সত্ত্বেও তাহাদের দিয়াত সমান হইবে।

وحدثنى مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِى فِى الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ : أَنَّ عَلَى مَنْ جَرَحَهُ قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِى مُوْضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ. وَفِى مُنَقِّلَتِهِ الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ مِنْ ثَمَنِهِ. وَفِى مَأْمُوْمَتِهِ وَجَائِفَتِهِ ، فِى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُلُثُ ثَمَنِهِ. وَفِيْمَا سِوَى هٰذِهِ الْخِصَالِ الْأَرْبَعِ ، مِمَّا يُصَابُ بِهِ الْعَبْدُ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهِ يُنْظَرُ فِى ذٰلِكَ. بَعْدَ مَا يَصِحُّ الْعَبْدُ وَيَبْرَأُ. كَمْ بَيْنَ قِيمَةِ الْعَبْدِ بَعْدَ أَنْ اصَابَهُ الْجُرْحُ، وَقِيْمَتِهِ صَحِيْحًا قَبْلَ أَنْ يُصِيْبَهُ هذَا ؟ ثُمَّ يَغْرَمُ الَّذِى أَصَابَهُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ.

قَالَ مَالَكٌ ، فِى الْعَبْدِ إِذَا كُسِرَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ثُمَّ صَحَّ كَسْرُهُ. فَلَيْسَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ شَئٌ. فَإِنْ أَصَابَ كَسْرَهُ ذٰلِكَ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ، كَانَ عَلَى مَنْ أَصَابَهُ قَدْرُ مَانَقَصَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيْكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ. نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ. فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمَدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُوْلِ. فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ . وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ. فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْدَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ. وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِىَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ. وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ . فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذٰلِكَ. وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُوْلِ، إِذَا اَخَذَالْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِىَ بِهِ ، أَنْ يَقْتُلَهُ. وَذٰلِكَ فِى الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيْدِ. فِى قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذٰلِكَ ، بِمَنْزِلَتِهِ فِى الْقَتْلِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ يَجْرَحُ الْيَهُوْدِىَّ أَوِ النَّصْرَانِىَّ : إِنَّ سَيِّدَ الْعَبْدِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ مَا قَدْ أَصَابَ فَعَلَ. أَوْ أَسْلَمَهُ. فَيُبَاعُ. فَيُعْطِى الْيَهُوْدِىَّ أَوِ النَّصْرَانِىَّ ، مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ ، دِيَةَ جُرْحِهِ. أَوْ ثَمَنَهُ كُلَّهُ ، إِنْ أَحَاطَ بِثَمَنِهِ. وَلاَ يُعْطِى الْيَهُوْدِىَّ وَلاَ النَّصْرَانِىَّ عَبْدًا مُسْلِمًا.

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) ও সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহারা উভয়ে বলিতেন, দাসের ক্ষতে তাহার মূল্যের ১/২০ অংশ হইবে।

মালিক (র) বলেন, মারওয়ান ইব্‌ন হাকাম ঐ ব্যক্তিকে, যে কোন দাসকে ক্ষত করিয়া দিত, আদেশ করিতেন যে, এই ক্ষতের দরুন তাহার মূল্যের যতটুকু কম পড়িল তাহাকে উহা দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদেন নিকট সিদ্ধান্ত এই যে, দাসের ক্ষতে তাহার মূল্যের ১/২০ আর যে ক্ষতের দরুন হাড় স্থানচ্যুত হয় উহাতে তাহার মূল্যের ১/১০ ও ১/২০ আর মাসুমায়[১] ও জাইফার প্রতিটার জন্য তাহার মূল্যের ১/৩ দিতে হইবে। উহা ব্যতীত প্রতি প্রকার ক্ষত করার জন্য তাহার মূল্যে ক্ষতের যে ক্ষতি হইবে তাহা আদায় করিতে হইবে। যখন দাস সুস্থ হইয়া যাইবে, তখন দেখিতে হইবে ক্ষতের পূর্বে কি মূল্য ছিল এবং ক্ষতের জন্য কত কম হইল, উহা দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ দাসের হাত-পা ভাঙ্গিয়া ফেলে, পরে সে ভাল হইয়া যায়, তবে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। হ্যাঁ, যদি কোন ত্রুটি থাকিয়া যায় তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, দাস ও দাসীর ব্যাপারে স্বাধীনদের মতো কিসাস দিতে হইবে। যদি দাস ইচ্ছাকৃতভাবে কোন দাসীকে হত্যা করে, তবে দাসকেও কিসাসে হত্যা করিতে হইবে। যদি ক্ষত করিয়া দেয় তদ্রূপ ক্ষত তাহারও করা হইবে। যদি এক দাস অন্য কোন দাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে মারিয়া ফেলে, তবে নিহতের প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, হয় হত্যাকারীকে হত্যা করিবে অথবা দিয়াত অর্থাৎ গোলামের মূল্য লইয়া লইবে। অনুরূপভাবে হত্যাকারীর প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, হয় নিহত ব্যক্তির মূল্য আদায় করিবে এবং হত্যাকারীকে নিজের নিকট থাকিতে দিবে অথবা নিহতের প্রভু দিয়াতের উপর রাযী হইয়া হত্যাকারীকে লইয়া লইবে, তাহা হইলে তাহাকে হত্যা করিবে না।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন মুসলমান দাস কোন ইহুদী অথবা খ্রিস্টানকে যখম করিয়া ফেলে তবে দাসের প্রভু ইচ্ছা করিলে দিয়াত দিয়া দিবে বা ঐ দাস বিনিময়ে দিয়া দিবে এবং দাসকে বিক্রয় করিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিবে। কিন্তু ঐ মুসলমান গোলামকে অমুসলমানের নিকট থাকিতে দেওয়া হইবে না।

(١٥) باب ماجا فى دية أهل الذمة

পরিচ্ছেদ ১৫ : কাফির যিম্মীর দিয়াত

وحدثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِالنَّصْرَانِيِّ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا ، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنْ لاَيُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. إِلاَّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ. فَيُقْتَلُ بِهِ.

১. মস্তকে আঘাত পাইলে মাসুমা বলা হয়।

وحدّثني يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَ يَقُولُ: دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِى مِائَةِ دِرْهَمٍ.

قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَجِرَاحُ الْيَهُوْدِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوْسِيِّ فِى دِيَاتِهِمْ عَلَى حِسَابِ جِرَاحِ الْمُسْلِمِيْنَ فِى دِيَاتِهِمْ. الْمُوْضِحَةُ نِصْفُ عُشْرِ دِيَتِهِ. وَالْمَأْمُوْمَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ دِيَتِهِ. فَعَلَى حِسَابِ ذٰلِكَ ، جِرَاحَاتُهُمْ كُلُّهَا.

মালিক (র) বলিয়াছেন, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) বলিতেন, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দিয়াত যখন তাহারা একে অন্যকে হত্যা করে, স্বাধীন মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট বিধান এই যে, কোন মুসলমানকে কাফিরের পরিবর্তে হত্যা করা হইবে না। হ্যাঁ, যদি ধোঁকা দিয়া সে যিম্মীকে হত্যা করে তবে তাহাকে হত্যা করা হইবে।

সুলায়মান ইব্‌ন ইয়াসার (র) বলিতেন, অগ্নিউপাসকদের দিয়াত আট শত দিরহাম। মালিক (র) বলেন, ইহাই আমাদের নিকট বিধান।

মালিক (র) বলেন, ইহুদী ও খ্রিস্টানদের ক্ষত করার দিয়াত মুসলমানদের ক্ষত করার দিয়াতের হিসাবে মুযিহার $\frac{১}{২}$ এবং মাসুমা ও জাইকায় $\frac{১}{৩}$। ইহার উপর অন্যগুলির অনুমান করা যায়।

(١٦) باب مايوجب العقل على الرجل فى خاصة ماله

পরিচ্ছেদ ১৬ : যে সমস্ত কাজের দিয়াত হত্যাকারীর স্বীয় মাল হইতে দিতে হয়

حدّثني يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِى قَتْلِ الْعَمَدِ. إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَإِ.

وحدّثني يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لاَ تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمَدِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا ذٰلِكَ.

وحدّثني يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، مِثْلَ ذٰلِكَ.

قَالَ مَالِكٌ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِيْنَ يَعْفُوْ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُوْنُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً . إِلاَّ أَنْ تُعِيْنَهُ الْعَاقِلَةُ ، عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ مِنْهَا.

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لاَ تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا. فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا كَانَ دُوْنَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا ، فِيمَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمَدِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيْهَا الْقِصَاصُ : أَنَّ عَقْلَ ذٰلِكَ لاَ يَكُوْنُ عَلَى الْعَاقِلَةِ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا. وَإِنَّمَا عَقْلُ ذٰلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً. إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ. فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ لَهُ مَالٌ ، كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ. وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ. إِلاَّ أَنْ يَشَاؤُا.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمَدًا أَوْ خَطَأً، بِشَيْءٍ. وَعَلَى ذٰلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا. وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمَدِ شَيْئًا. وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ فِي كِتَابِهِ - فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ- فَتَفْسِيْرُ ذٰلِكَ ، فِيمَا نُرَى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ : أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِ . فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوْفِ. وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لاَ مَالَ لَهُ. وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ مَالَ لَهَا. إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُوْنَ الثُّلُثِ : إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ وَالْمَرْأَةِ فِيْ مَا لِهِمَا خَاصَّةً. إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ. وَإِلاَّ فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ. لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٍ. وَلاَ يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ . وَلَيْسَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ.

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لاَاخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيْهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ. وَلاَ تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا. قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا ذٰلِكَ عَلَى

الَّذِى أَصَابَهُ فِى مَالِهِ خَاصَّةً. بَالِغًا مَابَلَغَ. وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ،
فَذٰلِكَ عَلَيْهِ فِى مَالِهِ. وَذٰلِكَ لأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ.

হিশাম ইব্‌ন উরওয়া (র) তদীয় পিতা উরওয়া ইব্‌ন যুবায়র (র) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলিতেন, ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার দিয়াত উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তিবে না (হত্যাকারীর নিজের উপর বর্তিবে)। ভুলক্রমে হত্যার দিয়াত উত্তরাধিকারীদের উপর বর্তিবে।

ইব্‌ন শিহাব (র) বলিয়াছেন, উত্তরাধিকারীদের উপর ইচ্ছাকৃত হত্যার বোঝা চাপানো যাইবে না, হ্যাঁ, যখন তাহারা স্বেচ্ছায় দিতে ইচ্ছা করে।

ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন সাঈদ (র)-ও এইরূপ বলিতেন।

মালিক (র) বলেন, ইব্‌ন শিহাব (র) বলিতেন, সুন্নত ইহাই যে, যখন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস ইচ্ছাকৃত হত্যার কিসাস মাফ করিয়া দেয় এবং দিয়াত লইতে ইচ্ছা করে, তখন ঐ দিয়াত হত্যাকারীর মাল হইতে লওয়া হইবে। উত্তরাধিকারীদের উপর পড়িবে না, যদি তাহারা স্বেচ্ছায় দিতে রাযী হয়।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট এই বিধান রহিয়াছে যে, যদি দিয়াত ১/৩ হয় বা তদূর্ধ্বে হয়, তবে উত্তরাধিকারীদের হইতে লওয়া হইবে, আর যদি দিয়াত ১/৩ হইতে কম হয়, তবে হত্যাকারীর মাল হইতে লওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন, আমাদের নিকট এই বিধান সর্বসম্মত যে, ইচ্ছাকৃত হত্যার বা অন্য কোন ক্ষত করায় যাহাতে কিসাস অনিবার্য হয় যদি দিয়াত লইতে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তবে উহা হত্যাকারী বা ক্ষতকারীর উপরই বর্তিবে, ওয়ারিসদের উপর বর্তিবে না। যদি তাহার নিকট মাল থাকে, তাহা না হইলে তাহার উপর কিসাস থাকিয়া যাইবে। হ্যাঁ, যদি ওয়ারিসগণ স্বেচ্ছায় দিতে রাযী হয় তবে দিতে পারে।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে ক্ষত করিয়া দেয়, তবে তাহার দিয়াত ওয়ারিসকে দিতে হইবে না। আমি কাহাকেও ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়াত ওয়ারিসদের দ্বারা দেওয়াইতে শুনি নাই। এইজন্যই আল্লাহ্ পাক ইচ্ছাকৃত হত্যার ব্যাপারে বলিয়াছেন :

فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ

ইহার তফসীর আমাদের মতে এই — আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাত, যাহার ভাই কিছু ক্ষমা করিয়া দেয় (কিসাস না লয়) তবে নিয়ম মতো তাহার অনুসরণ করা উচিত। আর দিয়াত ভালভাবে আদায় করা উচিত (বোঝা গেল, হত্যাকারীর উচিত উত্তম দিয়াত আদায় করা)।

মালিক (র) বলেন, যে বাচ্চা ও স্ত্রীলোকের নিকট যদি কোন মাল না থাকে, যদি সে এমন কোন অপরাধ করিয়া বসে যাহাতে এক-তৃতীয়াংশের কম দিয়াত ওয়াজিব হয়, তবে দিয়াত তাহাদের মালের উপর হইবে এবং তাহাদের উপর উহা ফরয থাকিয়া যাইবে। এমতাবস্থায় কোন ওয়ারিস বা পিতার উপর দিয়াত আসিবে না।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিধান এই যে, গোলামকে যখন হত্যা করা হয়, তখন হত্যার দিনে তাহার যে মূল্য তাহা দিতে হইবে। হত্যাকারীর ওয়ারিসদের উপর কিছুই হইবে না। হত্যাকারীর নিজস্ব মাল হইতে দিয়াত আদায় করিতে হইবে, যদিও ঐ দাসের মূল্য দিয়াত হইতে অধিক হয়।

(١٧) باب ماجاء فى ميراث العقل والتغليظ فيه

পরিচ্ছেদ ১৭ : দিয়াত হইতে মীরাস দেওয়া এবং উহাতে কাঠিন্য করা

٩-حدثنى يَحْيٰي عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى. مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلاَبِيُّ فَقَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ. فَقَضَى بِذٰلِكَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً.

রেওয়ায়ত ৯

ইব্‌ন শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) মিনার দিন লোকদেরকে ডাকিয়া বলিলেন : দিয়াতের ব্যাপারে যাহার কিছু জানা আছে সে যেন আমাকে তাহা বলে। ইত্যবসরে যাহ্‌হাক ইব্‌ন সুফিয়ান (রা) দাঁড়াইয়া বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে লিখিয়াছেন যে, আমি যেন আশয়াম যবাবীর স্ত্রীকে তাহার দিয়াত হইতে মীরাস দেই। উমর (রা) বলিলেন : তুমি আমার আসা পর্যন্ত তাঁবুতে অপেক্ষা কর। উমর (রা) আসিলে যাহ্‌হাক উহাই বলিলেন। অতঃপর উমর (রা) এই আদেশই জারি করিলেন। ইব্‌ন শিহাব বলেন, আশয়াম ভুলে নিহত হইয়াছিল।

١٠- وحدثنى مَالِكٍ ؛ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ يُقَالُ لَهُ قَتَادَةُ . حَذَفَ ابْنَهُ بِالسَّيْفِ. فَأَصَابَ سَاقَهُ. فَنُزِيَ فِي جُرْحِهِ فَمَاتَ. فَقَدِمَ سُرَاقَةُ ابْنُ جُعْشُمٍ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : اعْدُدْ ، عَلَى مَاءِ قُدَيْدٍ، عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ بَعِيْرٍ. حَتَّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ. فَلَمَّا قَدِمَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَخَذَ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ ثَلاَثِيْنَ حِقَّةً ، وَثَلاَثِيْنَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعِيْنَ خَلِفَةً. ثُمَّ قَالَ : أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ ؟ قَالَ : هأَنَذَا. قَالَ : خُذْهَا. فَإِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ ».

وحدّثني مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلاَ : أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ؟ فَقَالاَ : لاَ. وَلٰكِنْ يُزَادُ فِيْهَا لِلْحُرْمَةِ. فَقِيْلَ لِسَعِيْدٍ : هَلْ يُزَادُ فِي الْجِرَاحِ كَمَا يُزَادُ فِي النَّفْسِ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ.

قَالَ مَالِكٌ : أُرَاهُمَا أَرَادَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، فِي عَقْدِ الْمُدْلِجِيِّ ، حِيْنَ أَصَابَ ابْنَهُ.

রেওয়ায়ত ১০

আমর ইব্ন শুআয়েব (র) বনী মদলজের এক ব্যক্তি, যাহার নাম ছিল কাতাদা, নিজের ছেলেকে তলোয়ারে আঘাত করিল, যাহাতে ঐ ছেলের পায়ে আঘাত লাগিল। ক্ষতস্থান হইতে রক্ত বন্ধ না হইয়া ছেলেটি মারা গেল। সুরাকা ইব্ন জাশাম উমর (রা)-এর নিকট আসিয়া ঘটনা বর্ণনা করিল। উমর (রা) তাহাকে বলিলেন : আমার কাদীদের কূপের নিকট আসা পর্যন্ত ১শত ২০টি উট যোগাড় করিয়া রাখ। যখন তিনি তথায় আসিলেন ঐ উটের ৩০ হক্কা, ২০টি জাযআ, ৪০টি গর্ভবতী উটনী লইলেন এবং বলিলেন : নিহত ব্যক্তির ভাই কোথায়? সে বলিল, আমি উপস্থিত আছি। তিনি বলিলেন, তুমি এই উট লইয়া যাও। হত্যাকারী মীরাস পায় না।[১]

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) ও সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি কেহ হারাম মাসসমূহে কাহাকেও হত্যা করে তবে তাহার দিয়াতের ব্যাপারে কি কঠোরতা অবলম্বন করা হইবে? তিনি বলিলেন, না, বরং ঐ সকল মাস হারাম মাস হওয়ার দরুন দিয়াত বাড়াইয়া লওয়া হইবে। অতঃপর সাঈদের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি কেহ এই মাসে কাহাকেও ক্ষত করিয়া দেয়, তবু সেই হত্যার মতো উহার দিয়াতও বৃদ্ধি পাইবে? সাঈদ বলিলেন : হ্যাঁ।

মালিক (র) বলেন : আমার মনে হয় বাড়াইয়া দেওয়ারও উহাই উদ্দেশ্য যেমন মদলজীর দিয়াত উমর (রা) করিয়াছেন যখন সে তাহার ছেলেকে মারিয়াছিল।[২]

١١- وحدّثني مَالِكٍ ؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أُحَيْحَةُ بْنُ الْجُلاَحِ. كَانَ لَهُ عَمٌّ صَغِيْرٌ . هُوَ أَصْغَرُ مِنْ أُحَيْحَةَ. وَكَانَ عِنْدَ أَخْوَالِهِ. فَأَخَذَهُ أُحَيْحَةُ فَقَتَلَهُ. فَقَالَ أَخْوَالُهُ : كُنَّا أَهْلَ ثُمِّهِ وَرُمِّهِ . حَتَّى إِذَا اسْتَوَى عَلَى عُمَمِهِ. غَلَبَنَا حَقُّ امْرِئٍ فِي عَمِّهِ .

قَالَ عُرْوَةُ : فَلِذٰلِكَ لاَ يَرِثُ قَاتِلُ مَنْ قَتَلَ.

১. তাহার পিতা উপস্থিত থাকিলেও যেহেতু সে-ই হত্যা করিয়াছে সেইজন্য মীরাস হইতে বঞ্চিত রহিল, শুধু ভাই-ই পাইল।
২. অর্থাৎ দিয়াতের একশত উট ঠিকই রহিল, কিন্তু তিন প্রকারের উট লওয়ায় তাহাতে কাঠিন্য হইল।

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ قَاتِلَ الْعَمَدِ لاَيَرِثُ مِنْ دِيَةِ مَنْ قَتَلَ شَيْئًا. وَلاَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَحْجُبُ أَحَدًا وَقَعَ لَهُ مِيرَاثٌ. وَأَنَّ الَّذِى يَقْتُلُ خَطَأً لاَ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا. وَقَدِ اخْتُلِفَ فِى أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. لأَنَّهُ لاَ يُتَّهَمُ عَلَى أَنَّهُ قَتَلَهُ لِيَرِثَهُ . وَلِيَأْخُذَ مَالَهُ . فَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَرِثَ مِنْ مَالِهِ. وَلاَ يَرِثُ مِنْ دِيَتِهِ .

রেওয়ায়ত ১১

উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, এক আনসার ব্যক্তি ছিলেন। তাহার নাম ছিল উহায়হা ইব্‌ন জুলাহ্। উহায়হার একজন চাচা ছিল। সে উহায়হা হইতে বয়সে ছোট ছিল। সে তাহার নানার বাড়িতে বাস করিত। উহায়হা তাহাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলিল (হত্যা করিল)। তাহার মামারা বলিল : আমরা তাহাকে লালল-পালন করিয়াছি, যখন সে জওয়ান হইল তখন তাহার ভাতিজা আমাদের উপর বিজয়ী হইল এবং সে দিয়াত লইয়া ফেলিল। উরওয়া বলেন : এইজন্যই হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হয় না।[১]

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিধান যে, ইচ্ছাকৃত হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হয় না। দিয়াত হউক বা অন্য কোন মাল হউক, এমন কি সে কোন ওয়ারিসকে বঞ্চিতও করিতে পারে। ভুলবশত হত্যায়ও হত্যাকারীর দিয়াতের ওয়ারিস হয় না। আমার মতে অন্যান্য মালের ওয়ারিস হয়।

(١٨) باب جامع العقل

পরিচ্ছেদ ১৮ : দিয়াতের বিভিন্ন বিধান

١٢–وحدّثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ. وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ . وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ».

قَالَ مَالِكُ : وَتَفْسِيْرُ الْجُبَارِ أَنَّهُ لاَ دِيَةَ فِيْهِ.

وَقَالَ مَالِكُ : الْقَائِدُ وَالسَّائِقُ وَالرَّاكِبُ، كُلُّهُمْ ضَامِنُوْنَ لِمَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ. إِلاَّ أَنْ تَرْمَحَ الدَّابَّةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا شَىْءٌ تَرْمَحُ لَهُ. وَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِى الَّذِى أَجْرَى فَرَسَهُ بِالْعَقْلِ.

---

১. উহায়হা তাহাকে হত্যা করা সত্ত্বেও তাহার দিয়াতের ওয়ারিস হইল, আর যাহারা লালন-পালন করিয়াছে তাহার দিয়াত হইতে বঞ্চিত রহিল। জাহিলী যুগে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হইত। কিন্তু ইসলামে হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস হয় না।

قَالَ مَالِكُ : فَالْقَائِدُ وَالرَّاكِبُ وَالسَّائِقُ أَحْرَى، أَنْ يَغْرَمُوْا ، مِنَ الَّذِي أَجْرَى فَرَسَهُ.

قَالَ مَالِكُ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الَّذِي يَحْفِرُ الْبِئْرَ عَلَى الطَّرِيْقِ ، أَوْيَرْبِطُ الدَّابَّةَ ، أَوْ يَصْنَعُ أَشْبَاهَ هٰذَا عَلَى طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ. أَنَّ مَا صَنَعَ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا لاَ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أُصِيْبَ فِي ذٰلِكَ مِنْ جَرْحٍ أَوْ غَيْرِهِ. فَمَا كَانَ مِنْ ذٰلِكَ عَقْلُهُ دُوْنَ ثُلُثِ الدِّيَةِ، فَهُوَ فِي مَالِهِ خَاصَّةً. وَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا، فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. وَمَا صَنَعَ مِنْ ذٰلِكَ مِمَّا يَجُوْزُلَهُ أَنْ يَصْنَعَهُ عَلَى طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيْهِ. وَلاَ غُرْمَ. وَمِنْ ذٰلِكَ ، الْبِئْرُ يَحْفِرُهَا الرَّجُلُ لِلْمَطَرِ. وَالدَّابَّةُ ، يَنْزِلُ عَنْهَا الرَّجُلُ لِلْحَاجَةِ . فَيَقِفُهَا عَلَى الطَّرِيْقِ. فَلَيْسَ عَلَى اَحَدٍ فِي هٰذَا غُرْمٌ.

وَقَالَ مَالِكُ ، فِي الرَّجُلِ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ. فَيُدْرِكُهُ رَجُلٌ اٰخَرُ فِي أَثَرِهِ. فَيَجْبِذُ الْأَسْفَلُ الْأَعْلَى. فَيَخِرَّانِ فِي الْبِئْرِ. فَيَهْلِكَانِ جَمِيْعًا : أَنْ عَلَى عَاقِلَةِ الَّذِي جَبَذَهُ ، الدِّيَةَ.

قَالَ مَالِكُ ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ، فَيَهْلِكُ فِي ذٰلِكَ : أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلاَكٍ أَوْغَيْرِهِ.

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا. أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ عَقْلٌ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْقِلُوْهُ مَعَ الْعَاقِلَةِ. فِيْمَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ. مِنَ الدِّيَاتِ. وَإِنَّمَا يَجِبُ الْعَقْلُ عَلَى مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ مِنَ الرِّجَالِ.

وَقَالَ مَالِكُ ، فِي عَقْلِ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ اِنْ شَاؤُا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيْوَانٍ أَوْمُقْطَعِيْنَ. وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ. قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيْوَانٌ. وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيْوَانُ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيْهِ. لِأَنَّ الْوَلاَءَ لاَ يَنْتَقِلُ . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» .

قَالَ مَالِكُ : وَالْوَلاَءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ .

قَالَ مَالِكُ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، قَدْرَ مَانَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.

قَالَ مَالِكُ ، فِى الرَّجُلِ يَكُوْنُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدًّا مِنَ الْحُدُوْدِ : أَنَّهُ لاَ يُؤْخَذُ بِهِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِى عَلَى ذٰلِكَ كُلِّهِ. إِلاَّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ. يُقَالُ لَهُ : مَالَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ ؟ فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ. ثُمَّ يُقْتَلَ. وَلاَ أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِى شَىْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلاَّ الْقَتْلَ. لأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِى عَلَى ذٰلِكَ كُلِّهِ.

وَقَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيْلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَ انَىْ قَوْمٍ فِى قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. لَمْ يُؤْخَذْ بِهِ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَارًا. وَلاَ مَكَانًا. وَذٰلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيْلُ. ثُمَّ يُلْقٰى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوْا بِهِ. فَلَيْسَ يُؤَاخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكُ ، فِى جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوا . فَانْكَشَفُوا. وَبَيْنَهُمْ قَتِيلٌ أَوْ جَرِيْحٌ. لاَ يُدْرَى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ بِهِ : إِنَّ أَحْسَنَ مَاسُمِعَ فِى ذٰلِكَ أَنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ عَقْلَهُ عَلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ نَازَعُوْهُ. وَإِنْ كَانَ الْجَرِيْحُ أَوِ الْقَتِيْلُ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْقَيْنِ. فَعَقْلُهُ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ جَمِيْعًا.

রেওয়ায়ত ১২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন পশুর যখম করার বদলা নাই। কূপে পড়িয়া মৃত্যুবরণ করার বদলা নাই। খনিতে পড়িয়া মৃত্যুবরণ করিলে বদলা নাই আর মাটির নিচে প্রোথিত মালের পঞ্চমাংশ রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন, جبار (জবার) শব্দের ব্যাখ্যা হইল যে, উহাতে দিয়াত নাই।

মালিক (র) বলেন, যে ব্যক্তি কোন পশুকে সম্মুখ দিক হইতে টানিয়া নেয় বা পিছন দিক হইতে তাঁকাইয়া লইয়া যায় বা উহার উপর আরোহণ অবস্থায় থাকে, সেই জন্তু কাহাকেও যখম করিলে ঐ ব্যক্তিকে উহার দিয়াত দিতে হইবে। উক্ত জন্তু নিজেই কাহাকেও লাথি মারে বা শিং দিয়া আঘাত করে তবে ঐ জন্তুর মালিকের উপর ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। যে ব্যক্তি ঘোড়া দৌড়াইয়া যাইবার কালে কাহাকেও পদদলিত করে তাহাকে দিয়াত দিতে হইবে। হযরত উমর (রা) উহার দিয়াত দেওয়াইয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন, যখন ঘোড়া দৌড়ানেওয়ালার দিয়াত দিতে হইল, তখন সম্মুখ ও পিছনের দিক হইতে হাকাইয়া লইয়া গেলে তো তাহাকে দিয়াত দিতে হইবেই।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিধান যে, যদি কেহ রাস্তায় কূপ খনন করিল বা পশু বাঁধিয়া রাখিল বা কেহ এমন কাজ করিল যাহা রাস্তায় করা অন্যায় মনে করা হয়। আর উহার কারণে কাহারও কোন কষ্ট হইল তবে এই ব্যক্তি দায়ী হইবে, ⅓ পর্যন্ত দিয়াত সে নিজের মাল হইতে দিবে। আর উহা হইতে বেশি হইলে আকিলাদের সম্পদ হইতে দেওয়াইতে হইবে। কিন্তু যদি এমন কোন কাজ করে যাহা সাধারণত অন্যায় মনে করা হয় না, তবে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না, যেমন বৃষ্টির জন্য গর্ত করিল বা পশু হইতে নামিয়া পশুটিকে রাস্তায় দাঁড় করাইয়া রাখিল।

মালিক (র) বলেন, কোন ব্যক্তি কূপে অবতরণ করিল, পরে আর এক ব্যক্তি অবতরণ করিল, অতঃপর নিচের ব্যক্তি উপরের ব্যক্তিকে টানিল। ইহাতে উভয়ে পড়িয়া মারা গেল। এখন যে টানিয়াছিল তাহার ওয়ারিসদের উপর দিয়াত দেওয়া অনিবার্য হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ বাচ্চাকে কূপে নামায় কিংবা গাছে উঠায় এবং ইহাতে বাচ্চাটি মারা পড়ে তবে তাহাকে দিয়াত দিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিধান এই যে, দিয়াতদাতা স্ত্রীলোক এবং বাচ্চা হইবে না। আর বালেগ ব্যক্তি হইতে দিয়াত উশুল করা হইবে।

মালিক (র) বলেন, মুক্ত দাসের দিয়াত তাহার ওয়ারিসদের উপর বর্তিবে যদিও সে সরকারী দফতরে বেতনভোগী হউক না কেন, যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও আবূ বকর (রা)-এর সময়ে ছিল। কেননা দফতর উমর (রা)-এর আবিষ্কার। অতএব প্রত্যেকের দিয়াত তাহাদের প্রভু এবং সম্প্রদায় আদায় করিবে। কেননা ইহাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তিও তাহারাই পাইয়া থাকে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, দাসের পরিত্যক্ত মাল তাহার প্রভুই পাইবে, যে তাহাকে মুক্ত করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন, যদি কাহারও পশু কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিল, তবে এই অনিষ্ট সাধনের দ্বারা ঐ বস্তুর মূল্যে যে স্বল্পতা আসিবে তাহা তাহাক আদায় করিতে হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কিসাসে অভিযুক্ত হয়, পরে সে আবার কোন এমন কাজ করিয়া বসে যাহাতে তাহার উপর নির্দিষ্ট শাস্তি ওয়াজিব হয়, তবে তাহার জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট আর শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। তবে অপবাদের শাস্তি তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। অতঃপর হত্যা করা হইবে। যদি সে কাহাকেও ক্ষত করিয়া দেয় তবে ক্ষতের কিসাস লওয়া আবশ্যকীয় নহে, হত্যা করাই যথেষ্ট।

মালিক (র) বলেন : আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, যদি কোন মৃতদেহ কোন গ্রামে পাওয়া যায় অথবা কাহারও দরজায় পাওয়া যায়, তবে ইহা অত্যাবশ্যকীয় নহে যে, ঐ লাশের আশেপাশের লোককে গ্রেফতার করিতে হইবে। কেননা প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে, লোক কাহাকেও মারিয়া অন্যের দরজায় রাখিয়া যায় যেন সে গ্রেফতার হয়।

মালিক (র) বলেন, কয়েকজন লোক পরস্পর ঝগড়া লড়াই করিল। পরে যখন ঝগড়া থামিয়া গেল তখন তাহাদের মধ্যে একজনকে মৃত অথবা আহত অবস্থায় পাওয়া গেল। কিন্তু গোলমালের দরুন কে মারিয়াছে বা ক্ষত করিয়াছে তাহা জানা গেল না। তবে দ্বিতীয় পক্ষের লোকের উপর উহার দিয়াত ওয়াজিব হইবে। যদি এমন হয় যে, ঐ ব্যক্তি কোন পক্ষের লোক নহে, তবে উভয় পক্ষের উপর দিয়াত ওয়াজিব হইবে।[১]

(١٩) باب ماجاء في الغيلة والسحر

পরিচ্ছেদ ১৯ : ধোঁকা দিয়া বা যাদু করিয়া কাহাকেও হত্যা করা

١٣- **وحدثنى** يَحْيٰي عَنْ مَالِك ؛ عَنْ يَحْيَي بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنَ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ قَتَلَ نَفَرًا. خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً. بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوْهُ قَتْلَ غِيْلَةٍ. وَقَالَ عُمَرُ : لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيْعًا.

রেওয়ায়ত ১৩

সাঈদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত আছে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তির পরিবর্তে পাঁচ অথবা সাত ব্যক্তির এক দলকে হত্যা করিয়াছিল, যাহারা ধোঁকা দিয়া সেই ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, যদি এই ব্যক্তির হত্যা কার্যে সমস্ত সানআবাসীও শরীক হইত, তবে আমি সকলকেই হত্যা করিতাম।

١٤- **وحدثنى** يَحْيٰي عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا، سَحَرَتْهَا. وَقَدْ كَانَتْ دَبَّرَتْهَا. فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ.

قَالَ مَالِكٌ : السَّاحِرُ الَّذِى يَعْمَلُ السِّحْرَ. وَلَمْ يَعْمَلْ ذٰلِكَ لَهُ غَيْرُهُ. هُوَ مَثَلُ الَّذِى قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى فِى كِتَابِهِ - وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ - فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذٰلِكَ. إِذَا عَمِلَ ذٰلِكَ هُوَ نَفْسُهُ.

রেওয়ায়ত ১৪

মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদির রহমান ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন যুরারাহ (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা) এক দাসীকে হত্যা করাইয়াছিলেন, যে দাসী তাঁহার উপর জাদু করিয়াছিল। ইহার পূর্বে তিনি উহাকে মুদাব্বার করিয়াছিলেন। পরে তাহাকে হত্যা করাইলেন।

মালিক (র) বলেন, যে জাদু জানে এবং জাদু করে তাহাকে হত্যা করাই উচিত।

---

১. দ্বিতীয় পক্ষ বলিতে ঐ দলকে বুঝাইবে ঐ লোকটি যে দলের নহে।

(٢٠) باب مايجب فى العمد

পরিচ্ছেদ ২০ : ইচ্ছাকৃত হত্যার যাহা ওয়াজিব হয়

١٥– وحدّثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، مَوْ لَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ ابْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِىَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا . فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصًا.

قَالَ مَالِكُ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِى لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا . أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصًا. أَوْرَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمَدًا. فَمَاتَ مِنْ ذٰلِكَ . فَإِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْعَمَدُ وَفِيْهِ الْقِصَاصُ.

قَالَ مَالِكُ : فَقَتْلُ الْعَمَدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ. حَتَّى تَفِيْطَ نَفْسُهُ. وَمِنَ الْعَمَدِ أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِى النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ. فَيُنْزَى فِى ضَرْبِهِ. فَيَمُوْتُ. فَتَكُونُ، فِى ذٰلِكَ ، الْقَسَامَةُ.

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ ، فِى الْعَمَدِ، الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ. وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذٰلِكَ . وَالْعَبِيْدُ بِالْعَبْدِ كَذٰلِكَ.

রেওয়ায়ত ১৫

আয়েশা বিন্‌তে মুদামার আযাদকৃত দাস উমর ইব্‌ন হুসাইন (র) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে একটি মাঠের আঘাতে হত্যা করিল। আবদুল মালিক ইব্‌ন মারওয়ান (র) তাহাকে নিহত ব্যক্তির ওলীর (অভিভাবকের) নিকট সোপর্দ করিলেন। সেও তাহাকে কাঠের আঘাতে হত্যা করিল।

মালিক (র) বলেন, আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বসম্মত বিধান যে, যদি কোন ব্যক্তি কাহাকেও কাঠ অথবা পাথর দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে আর ঐ ব্যক্তি নিহত হয়, তবে কিসাস লওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন, আমাদের নিকট ইচ্ছাকৃত হত্যা এই যে, কেহ কাহাকেও ইচ্ছা করিয়া এত মারে যে, তাহাতে তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যায়। আর ইচ্ছাকৃত হত্যা এক প্রকার ইহাও যে কাহারও সহিত শত্রুতাবশত তাহাকে একটা আঘাত লাগাইল, ফলে ঐ ব্যক্তি তখনকার মতো জীবিত থাকিলেও পরে দেখা গেল ঐ আঘাতেই তাহার প্রাণ বাহির হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কসম লওয়া ওয়াজিব হইবে।

মালিক (র) বলেন, ইচ্ছাকৃত হত্যার স্বাধীন ব্যক্তির পরিবর্তে কয়েকজন স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে যদি তাহারা সকলেই এ আঘাতে শরীক থাকে। স্ত্রীদের ও দাসদেরও এই একই হুকুম।

(٢١) باب القصاص فى القتل

পরিচ্ছেদ ২১ : হত্যার কিসাস লওয়া

حدثنى يَحْيٰي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِىَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ : أَنِ اقْتُلْهُ بِهِ.

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ فِى تَأْوِيْلِ هذهِ الْأَيَةِ ، قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى-الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ-فَهؤُلاَءِ الذُّكُوْرُ-وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى-أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُوْنُ بَيْنَ الْإِنَاثِ كَمَا يَكُوْنُ بَيْنَ الذُّكُوْرِ. وَالْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ. وَالْأَمَةُ تُقْتَلُ بِالْأَمَةِ. كَمَا يُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ . وَالْقِصَاصُ يَكُوْنُ بَيْنَ النِّسَاءِ كَمَا يَكُوْنُ بَيْنَ الرِّجَالِ. وَالْقِصَاصُ أَيْضًا يَكُوْنُ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. وَذٰلِكَ أَنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِى كِتَابِهِ وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بَالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ- فَذَكَرَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. فَنَفْسُ الْمَرْأَةِ إلْحُرَّةِ بِنَفْسِ الرَّجُلِ الْحُرِّ. وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ لِلرَّجُلِ فَيَضْرِبُهُ فَيَمُوْتُ مَكَانَهُ : أَنَّهُ ، إِنْ أَمْسَكَهُ، وَهُوَيَرَى أَنَّهُ يُرِيْدُ قَتْلَهُ قُتِلاَ بِهِ جَمِيْعًا. وَإِنْ أَمْسَكَهُ وَهُوَيَرَى أَنَّهُ إِنَّمَا يُرِيْدُ الضَّرْبَ بِمَّايَضْرِبُ بِهِ النَّاسُ ، لاَيَرَى أَنَّهُ عَمَدَ لِقَتْلِهِ ، فَإِنَّهُ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ. وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ. وَيُسْجَنُ سَنَةً. لأَنَّهُ أَمْسَكَهُ. وَلا يَكُوْنُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمَدًا. أَوْيَفْقَأُ عَيْنَهُ عَمَدًا. فَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ أَوْ تُفْقَأُ عَيْنُ الْفَاقِئِ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ دِيَةٌ وَلاَ قِصَاصٌ. وَإِنَّمَا كَانَ حَقُّ الَّذِى قُتِلَ أَوْفُقِئَتْ عَيْنُهُ فِى الشَّيْءِ، بِالَّذِى ذَهَبَ وَإِنَّمَا ذٰلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمَدًا. ثُمَّ يَمُوْتُ الْقَاتِلُ. فَلاَ يَكُوْنُ لِصَاحِبِ الدَّمِ، إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ، شَيْءٌ. دِيَةٌ وَلاَ غَيْرُهَا. وَذٰلِكَ لِقَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى-كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ-.

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّمَا يَكُوْنُ لَهُ الْقِصَاصُ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِى قَتَلَهُ. وَإِذَا هَلَكَ قَاتِلُهُ الَّذِى قَتَلَهُ، فَلَيْسَ لَهُ قِصَاصٌ وَلاَ دِيَةٌ.

قَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ قَوَدٌ فِى شَىْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ. وَالْعَبْدُ يُقْتَلُ بِالْحُرِّ إِذَا قَتَلَهُ عَمَدًا. وَلاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَإِنْ قَتَلَهُ عَمَدًا. وَهُوَ أَحْسَنُ مَاسَمِعْتُ.

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, মারওয়ান ইব্ন হাকাম (র) মুয়াবিয়া ইব্ন আবি সুফয়ান (রা)-এর নিকট লিখিলেন, এক ব্যক্তি মাতাল অবস্থায় কাহাকেও হত্যা করিল। মুয়াবিয়া (রা) তাহাকে লিখিলেন : তুমিও তাহাকে হত্যা কর।

মালিক (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالاُنْثٰى بِالاُنْثٰى

এই আয়াতের আমি উক্ত তফসীর যাহা শুনিয়াছি তাহা এই, এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলিয়াছেন, স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন ব্যক্তিকে, দাসের পরিবর্তে দাসকে, স্ত্রীলোকের পরিবর্তে স্ত্রীলোককে হত্যা কর। অতএব স্ত্রীদের মধ্যেও পুরুষদের মতো কিসাস লওয়া হইবে। কেননা আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন :

كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ

وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ

অর্থাৎ প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ, চক্ষুর পরিবর্তে চক্ষু, নাকের পরিবর্তে নাক, কানের পরিবর্তে কান, দাঁতের পরিবর্তে দাঁত, ক্ষতের পরিবর্তে ক্ষত।

অতএব, পুরুষের পরিবর্তে স্ত্রী এবং স্ত্রীর পরিবর্তে পুরুষ হত্যা করা হইবে। এইরূপ যখন একে অন্যকে যখম করে তখনও কিসাস লওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন, যদি কেহ কাহাকেও ধরিয়া ফেলে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে হত্যা করে আর যদি সাব্যস্ত হয় যে, ঐ ব্যক্তিও তাহাকে হত্যা করার জন্য ধরিয়াছিল, তবে তাহার পরিবর্তে উভয়কে হত্যা করিতে হইবে। যদি ঐ ব্যক্তি তাহাকে মারিয়া ফেলার জন্য না ধরিয়া থাকে, বরং তাহার ইচ্ছা ছিল দ্বিতীয় ব্যক্তি যাহাকে সে ধরিয়াছে তাহাকে সাধারণভাবে প্রহার করিবে, তবে এই অবস্থায় এই ব্যক্তি হত্যার পরিবর্তে কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হইবে। আর শাস্তির পর এক বৎসর বন্দী থাকিবে। আর হত্যাকারীকে হত্যা করা হইবে।

মালিক (র) বলেন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিয়া হত্যা করিল অথবা তাহার চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলিল। এখন হত্যাকারী হইতে কিসাস লওয়ার পূর্বেই তাহাকে অন্য এক ব্যক্তি হত্যা করিয়া বসিল বা তাহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল; এই অবস্থায় তাহার উপর দিয়াত বা কিসাস কিছুই বর্তিবে না। কেননা যাহাকে হত্যা করা হইয়াছিল তাহার হক ছিল হত্যাকারীর প্রাণে বা চক্ষুতে। এখন হত্যাকারী ব্যক্তিও নাই, তাহার চক্ষুও নাই।

ইহার উপমা এইরূপ, যেমন যদি এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে ইচ্ছা করিয়া হত্যা করে আর হত্যাকারী নিজেই মরিয়া যায় এখন হত্যাকাণ্ডে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিসদের কিছুই মিলিবে না। কেননা যখন হত্যাকারীই মরিয়া গেল এখন না কিসাস রহিল, না দিয়াত।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন দাস স্বেচ্ছায় স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করে সেই দাসকে হত্যা করা হইবে। যদি স্বাধীন ব্যক্তি কোন দাসকে স্বেচ্ছায় হত্যা করে তবে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে না।[১]

(٢٢) باب العفو فى قتل العمد

পরিচ্ছেদ ২২ : ইচ্ছাকৃত হত্যায় ক্ষমা করা

حدّثنى يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ أَدْرَكَ مَنْ يَرْضَى مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُونَ فِى الرَّجُلِ إِذَا أَوْصَى أَنْ يُعْفَى عَنْ قَاتِلِهِ ، إِذَا قَتَلَ عَمَداً : إِنَّ ذٰلِكَ جَائِزٌ لَهُ. وَأَنَّهُ أَوْلَى بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَعْدِهِ.

قَالَ مَالِكُ ، فِى الرَّجُلِ يَعْفُوْ عَنْ قَتْلِ الْعَمَدِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ. وَيَجِبَ لَهُ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتِلِ عَقْلٌ يَلْزَمُهُ. إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ الَّذِى عَفَا عَنْهُ اشْتَرَطَ ذٰلِكَ عِنْدَ الْعَفْوِ عَنْهُ.

قَالَ مَالِكٌ ، فِى الْقَاتِلِ عَمَدًا اذَا عُفِىَ عَنْهُ : أَنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَيُسْجَنُ سَنَةً .

قَالَ مَالِكُ : وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَمَدًا وَقَامَتْ، عَلَى ذٰلِكَ، الْبَيِّنَةُ. وَلِلْمَقْتُوْلِ بَنُوْنَ وَبَنَاتُ. فَعَفَا الْبَنُوْنَ وَأَبَى الْبَنَاتُ أَنْ يَعْفُوْنَ. فَعَفْوُ الْبَنِيْنَ جَائِزٌ عَلَى الْبَنَاتِ. وَلاَ أَمْرَ لِلْبَنَاتِ مَعَ الْبَنِيْنَ فِى الْقِيَامِ بِالدَّمِ وَالْعَفْوِ عَنْهُ.

মালিক (র) কয়েকজন বিশিষ্ট আলিম হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেন, যদি মৃত্যুর মুহূর্তে নিহত ব্যক্তি হন্তাকে ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে ইহা ইচ্ছাকৃত হত্যায় বৈধ হইবে। কেননা ওয়ারিসদের চেয়ে নিহত ব্যক্তির নিজের রক্তের উপর অধিক অধিকার রহিয়াছে।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি হত্যাকারীকে তাহার ইচ্ছাকৃত হত্যা ক্ষমা করিয়া দেয়, তবে হত্যাকারীর উপর দিয়াতের বোঝা থাকিবে না। হ্যাঁ, যদি কিসাস ক্ষমা করিয়া দিয়াত সাব্যস্ত করিয়া লয়, তবে তাহা ভিন্ন কথা।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, আর সাক্ষীদের দ্বারা হত্যা সাব্যস্তও হয় এবং নিহতের ছেলে ও কন্যা থাকে, ছেলেরা তো ক্ষমা করিয়া দেয়, কিন্তু কন্যাগণ ক্ষমা না করে, তবে কোন অসুবিধা থাকিবে না। খুন মাফ হইয়া যাইবে। কেননা ছেলেরা থাকিতে কন্যাগণ ধর্তব্য নহে।

---

১. ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে স্বাধীন ব্যক্তি দাসকে হত্যা করিলে সেই স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে।

(٢٣) باب القصاص فى الجراح

পরিচ্ছেদ ২৩ : ক্ষত করার কিসাস

قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الأَمْرُ الْمُجْتَمِعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ؛ أَنَّ مَنْ كَسَرَ يَدًا أَوْ رِجْلاً عَمْدًا، أَنَّهُ يُقَادُ مِنْهُ وَلاَ يَعْقِلُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلاَ يُقَادُ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحُ صَاحِبِهِ. فَيُقَادُ مِنْهُ . فَإِنْ جَاءَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ. مِنْهُ مِثْلَ جُرْحِ الأَوَّلِ حِينَ يَصِحُّ ، فَهُوَ الْقَوَدُ. وَإِنْ زَادَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ أَوْ مَاتَ، فَلَيْسَ عَلَى الْمَجْرُوحِ الأَوَّلِ الْمُسْتَقِيدِ شَىْءٌ . وَإِنْ بَرَأَ جُرْحُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ. وَشَلَّ الْمَجْرُوحُ الأَوَّلُ. أَوْبَرَأَتْ جِرَاحُهُ وَبِهَا عَيْبٌ أَوْ نَقْصٌ أَوْ عَثَلٌ. فَإِنَّ الْمُسْتَقَادَ مِنْهُ لاَ يَكْسِرُ الثَّانِيَةَ . وَلاَ يُقَادُ بِجُرْحِهِ.

قَالَ : وَلَكِنَّهُ يُعْقَلُ لَهُ بِقَدْرِ مَانَقَصَ مِنْ يَدِ الأَوَّلِ. أَوْ فَسَدَ مِنْهَا. وَالْجِرَاحُ فِي الْجَسَدِ عَلَى مِثْلِ ذٰلِكَ

.قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا. أَوْ كَسَرَ يَدَهَا. أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا. أَوْ شِبْهَ ذٰلِكَ. مُتَعَمِّدًا لِذٰلِكَ. فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ. وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ. أَوْ بِالسَّوْطِ . فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَالَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ. فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَاأَصَابَ مِنْهَا عَلَى هٰذَا الْوَجْهِ. وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ.

وحدثنى يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ ابَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ.

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিধান রহিয়াছে যে, যদি কোন ব্যক্তি কাহারও হাত অথবা পা কাটিয়া ফেলে, তবে তাহার উপর কিসাস ওয়াজিব হইবে, দিয়াত নহে।

মালিক (র) বলেন, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কিসাস লওয়া হইবে না। এখন যদি ক্ষতকারীর যখমও ভাল হইয়া যাহাকে ক্ষত করা হইয়াছে তাহার মতো হইয়া যায় তবে ভালই, আর যদি যে ক্ষত করিয়াছে তাহার ক্ষত বাড়িয়া যায় আর এই ক্ষতের দরুন তাহার মৃত্যু ঘটে, তবে যাহাকে যখম করা হইয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। যদি ক্ষতকারীর ক্ষত একেবারে ভাল হইয়া যায় আর যাহাকে ক্ষত করা হইয়াছে তাহার হাত

একেবারে বেকার হইয়া যায় বা উহাতে অন্য কোন ত্রুটি থাকিয়া যায়, তবে ক্ষত যে করিয়াছে তাহার নিকট হইতে দ্বিতীয়বার কিসাস লওয়া হইবে না। হ্যাঁ, ক্ষতি অনুসারে দিয়াত লওয়া যাইতে পারে।

মালিক (র) বলেন : যদি কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে স্বীয় স্ত্রীর চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল বা হাত ভাঙ্গিয়া দিল বা অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিল তবে তাহার নিকট হইতে কিসাস লওয়া হইবে। যদি তাহাকে সতর্ক করার জন্য রশি অথবা কোড়া দ্বারা প্রহার করা হয় এবং অনিচ্ছায় কোন স্থানে লাগিয়া ক্ষত কিংবা অন্য কোন ক্ষতি হইল তবে দিয়াত ওয়াজিব হইবে, কিসাস ওয়াজিব হইবে না।

(٢٤) باب ماجاء فى دية السائبة وجناية

পরিচ্ছেদ ২৪ : সাইবার[১] অপরাধ ও তাহার দিয়াত

١٦-حدثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحُجَّاجِ. فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَائِذٍ. فَجَاءَ الْعَائِذِىُّ، أَبُو الْمَقْتُوْلِ، إِلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ. فَقَالَ عُمَرُ : لاَ دِيَةَ لَهُ . فَقَالَ الْعَائِذِىُّ : أَرَأَيْتَ لَوْ قَتَلَهُ ابْنِى ؟ فَقَالَ عُمَرُ : إِذَا ، تُخْرِجُوْنَ دِيَتَهُ. فَقَالَ : هُوَ ، إِذًا ، كَالأَرْقَمِ. إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ. وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ.

রেওয়ায়ত ১৬

সুলায়মান ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, এক [১]সাইবা যাহাকে কোন হাজী মুক্ত করিয়া দিয়াছিল — বনী আইযের এক ব্যক্তিকে হত্যা করিল। নিহতের পিতা স্বীয় সন্তানের দিয়াত চাহিবার জন্য হযরত উমর (রা)-এর নিকট আগমন করিল। তিনি বলিলেন : উহার দিয়াত নাই। সে ব্যক্তি বলিল : যদি আমার ছেলে ঐ সাইবাকে হত্যা করিত তবে কি হইত? উমর (রা) বলিলেন : তাহা হইলে তোমাকে তাহার দিয়াত আদায় করিতে হইত। সে ব্যক্তি বলিল : সাইবা কি? : এক বিষধর সর্প, যদি ছাড়িয়া দাও, তবে দংশন করিবে আর যদি মারিয়া ফেল তবে বদলা দিতে হইবে।[২]

১. সাইবা ঐ দাসকে বলা হয় যাহাকে মুক্ত করার সময় তাহার প্রভু এই শর্ত করে : তোমার উত্তরাধিকারী হইব না। এইরূপ দাসের প্রভুর উপর দিয়াত অনিবার্য হয় না।

২. জাহিলিয়া যুগে মানুষের আকীদা ছিল, যে সমস্ত সাপের বদলা লওয়া হয় যদি কেহ সেই ধরনের সাপকে মারিয়া ফেলে সেও মরিয়া যায়। এই সাইবাকে সাপের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪৪

كتاب القسامة

কাসামত বা কসম লওয়া অধ্যায়

(١) باب تبدئة أهل الدم في القسامة

পরিচ্ছেদ ১ : প্রথমে ওয়ারিসদের কসম লওয়া হয়

١ - **حَدَّثَنِي** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي لَيْلَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ سَهْلِ ابْنِ أَبِي حَثْمَةَ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ : أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ . مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ . فَأُتِيَ مُحَيِّصَةُ . فَأُخْبِرَ : أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرِ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ . فَأَتَى يَهُودَ . فَقَالَ : أَنْتُمْ وَاللّٰهِ قَتَلْتُمُوهُ . فَقَالُوا : وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ . فَأَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَي قَوْمِهِ . فَذَكَرَ لَهُمْ ذٰلِكَ . ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ ، وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ . وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «كَبِّرْ كَبِّرْ». يُرِيدُ السِّنَّ . فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ . ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ» فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي ذٰلِكَ . فَكَتَبُوا : إِنَّا وَاللّٰهِ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ ؟» فَقَالُوا : لَا قَالَ «أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ ؟» قَالُوا : لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ . فَوَدَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ . فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ . قَالَ سَهْلٌ : لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ .

قَالَ مَالِكٌ : الْفَقِيرُ هُوَ الْبِئْرُ .

রেওয়ায়ত ১

সহল ইব্ন আবী হাসমা (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহার বংশের কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাকে সংবাদ দিয়াছেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন সহল ও মুহায়্যিসা তাঁহাদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে খায়বরে চলিয়া গিয়াছেন। তথায় মুহায়্যিসার নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, কেহ আবদুল্লাহ্‌কে হত্যা করিয়া কূপে ফেলিয়া দিয়াছে। ইহা শুনিয়া মুহায়্যিসা খায়বরের ইহুদীদের নিকট যাইয়া বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, তোমরাই তাহাকে হত্যা করিয়াছ। ইহুদীরা বলিল, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা তাহাকে হত্যা করি নাই। অতঃপর মুহায়্যিসা নিজের গোত্রের নিকট আসিয়া সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। পরিশেষে মুহায়্যিসা তাহার বড় ভাই হুয়ায়্যিসা ও আবদুর রহমান ইব্নে সহলকে (নিহত ব্যক্তির ভাই) সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উপস্থিত হইল। মুহায়্যিসা যেহেতু খায়বর গিয়াছিল, তাই সে প্রথম কথা বলিতে ইচ্ছা করিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : বড়-র প্রতি লক্ষ্য কর (বড় ভাইকে কথা বলিতে দাও)। তাই প্রথমে হুয়ায়্যিসা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া শুনাইল। শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : ইহুদীরা হয় দিয়াত দিবে, না হয় যুদ্ধ করিবে। অতঃপর তিনি এ ব্যাপারে ইহুদীগণকে লিখিলেন, তাহাদের হইতে উত্তর আসিল : আল্লাহ্‌র কসম, আমরা হত্যা করি নাই। অতঃপর সকলে ঐ তিন ব্যক্তিকে বলিল : তোমরা কসম করিয়া বল যে, ইহুদীরা হত্যা করিয়াছে। তাহা হইলে তোমরা দিয়াতের মালিক হইয়া যাইবে। তাহারা বলিল : আমরা তো কসম খাইতে পারি না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : আচ্ছা, যদি ইহুদী কসম করে যে, তাহারা মারে নাই ? তাহারা বলিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ তাহারা মুসলমান নয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ হইতে দিয়াত আদায় করিলেন। সহল বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, আমার নিকট আমার বাড়িতে একশত উট পাঠাইলেন। উহাদের মধ্য হইতে একটি লাল উষ্ট্রী আমাকে লাথি মারিয়াছিল (আজও আমার উহা স্মরণ আছে)।

٢ – قَالَ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ سَهْلٍ الْأَنْصَارِيَّ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُوْدٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ . فَتَفَرَّقَا فِيْ حَوَائِجِهِمَا . فَقُتِلَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ سَهْلٍ . فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ . فَأَتَى هُوَ ، وَأَخُوْهُ حُوَيِّصَةُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لِيَتَكَلَّمَ . لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيْهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «كَبِّرْ كَبِّرْ» فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ . فَذَكَرَ شَأْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَتَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَتَسْتَحِقُّوْنَ دَمَ صَاحِبِكُمْ أَوْ قَاتِلِكُمْ ؟» قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ . فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «فَتُبْرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا» فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ ؟

قَالَ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ : فَزَعَمَ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ .

قَالَ مَالِكُ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا . وَالَّذِىْ سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِى الْقَسَامَةِ . وَالَّذِىْ اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِى الْقَدِيْمِ وَالْحَدِيْثِ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَانِ ، الْمُدَّعُوْنَ فِى الْقَسَامَةِ . فَيَحْلِفُوْنَ وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لاَ تَجِبُ إِلاَّ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ . إِمَّا أَنْ يَقُوْلُ الْمَقْتُوْلُ : دَمِىْ عِنْدَ فُلاَنٍ . أَوْ يَأْتِىَ وَلاَةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ . وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِىْ يُدَّعَى عَلَيْهِ الدَّمُ . فَهٰذَا يُوْجَبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِيْنَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ . وَلاَ تُجِبُ الْقَسَامَةَ عِنْدَنَا إِلاَّ بِأَحَدِ هٰذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ .

قَالَ مَالِكُ : وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِىْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهَا عِنْدَنَا . وَالَّذِىْ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِيْنَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ . وَلَّذِيْنَ يَدْعُوْنَهُ فِى الْعَمَدِ وَالْخَطَإِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَدَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَرِثِيِّيْنَ فِىْ قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِىْ قَتِلَ بِخَيْبَرَ .

قَالَ مَالِكُ: فَإِنْ حَلَفَ الْمُدَّعُوْنَ اسْتَحَقُّوْا دَمَ صَاحِبِهِمْ وَقَتَلُوْا مَنْ حَلَفُوْا عَلَيْهِ . وَلاَ يَقْتَلُ فِى الْقَسَامَةَ إِلاَّ وَاحِدُ . لاَ يُقْتُلُ فِيْهَا اثْنَانِ . يَحْلِفُ مِنْ وَلاَةِ الدَّمِ خَمْسُوْنَ رَجُلاً خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا . فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُمْ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ . إِلاَّ أَنْ يَنْكُلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الْمَقْتُوْلِ ، وُلاَةِ الدَّمِ ، الَّذِيْنَ يَجُوْزُ لَهُمُ الْعَفْوَ عَنْهُ . فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ أُولٰئِكَ فَلاَ سَبِيْلَ إِلَى الدَّمِ إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ .

قَالَ يَحْيى : قَالَ مَالِكُ : وَإِنَّمَا تُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْهُمْ . إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِمَّنْ لاَ يَجُوْزُ لَهُ عَفْوٌ . فَإِنْ نَكَلَ أَحَدٌ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ الَّذِيْنَ يَجُوْزُ لَهُمُ الْعَفْوَ عَنِ الدَّمِ ، وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا ، فَإِنَّ الْأَيْمَانَ لاَ تُرَدُّ عَلَى مَنْ بَقِىَ مِنْ وُلاَةِ الدَّمِ . إِذَا نَكَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنِ الْأَيْمَانِ . وَلٰكِنَّ الْأَيْمَانَ إِذَا كَانَ ذٰلِكَ ، تُرَدُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ . فَيَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُوْنَ رَجُلاً ، خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا . فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوْا خَمْسِيْنَ رَجُلاً ، رُدَّتِ الْأَيْمَانُ عَلَى مَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ . فَإِنْ لَمْ يُوْجَدْ أَحَدٌ إِلاَّ الَّذِىْ أُدُّعِىَ عَلَيْهِ ، حَلَفَ هُوَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَبَرِئَ .

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا فُرِقَ بَيْنَ الْقَسَامَةِ فِى الدَّمِ وَالْأَيْمَانِ فِى الْحُقُوْقِ . أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَايَنَ الرَّجُلَ اسْتَثْبَتَ عَلَيْهِ فِىْ حَقِّهِ . وَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ قَتْلَ الرَّجُلِ لَمْ يَقْتُلْهُ فِىْ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ . وَإِنَّمَا يَلْتَمِسُ الْخَلْوَةَ . قَالَ : فَلَوْلَمْ تَكُنِ الْقَسَامَةُ إِلاَّ فِيْمَا تَثْبُتُ فِيْهِ الْبَيِّنَةُ . وَلَوْ عُمِلَ فِيْهَا كَمَا يُعْمَلُ فِى الْحُقُوْقِ ، هَلَكَتِ الدِّمَاءِ . وَاجْتَرَأَ النَّاسِ عَلَيْهَا إِذَا عَرَفُوْا الْقَضَاءِ فِيْهَا . وَلٰكِنْ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَةُ إِلَى وُلاَةِ الْمَقْتُوْلِ . يَبْدَؤُنَ بِهَا فِيْهَا لِيَكُفَّ النَّاسُ عَنِ الدَّمِ . وَلِيَحْذَرَ الْقَاتِلُ أَنْ يُؤْخَذُ فِىْ مِثْلُ ذٰلِكَ بِقَوْلِ الْمَقْتُوْلِ .

قَالَ يَحْيٰى : وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ ، فِىْ الْقَوْمِ يَكُوْنُ لَهُمُ الْعَدَدُ يُتَّهَمُوْنَ بِالدَّمِ . فَيَرُدُّ وُلاَةُ الْمَقْتُوْلِ الْأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ . وَهُوَ نَفَرٌ لَهُمْ عَدَدٌ : أَنَّهُ يَحْلِفُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا . وَلاَ تُقْطَعُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ بِقَدَرِ عَدَدِهِمْ . وَلاَ يَبْرَؤُنَ دُوْنَ أَنْ يَحْلِفَ كُلُّ إِنْسَانٍ عَنْ نَفْسِهِ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا .

قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِىْ ذٰلِكَ .

قَالَ : وَالْقَسَامَةُ تَصِيْرُ إِلَى عَصَبَةِ الْمَقْتُوْلِ . وَهُمْ وُلاَةُ الدَّمِ الَّذِيْنَ يَقْسِمُوْنَ عَلَيْهِ . وَالَّذِيْنَ يُقْتَلُ بِقَسَامَتِهِمْ .

রেওয়ায়ত ২

বুশাইর ইব্ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইব্নে সহল আনসারী ও মুহায়্যিসা খায়বর গিয়াছিল, তথায় যাইয়া তাহারা জিনজের কাজে ব্যস্ত হইয়া একে অপর হইতে পৃথক হইয়া গেল। আবদুল্লাহ্কে কেহ হত্যা করিল। মুহায়্যিসা তাহার ভাই হুয়ায়্যিসা আবদুর রহমানকে লইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং আবদুর রহমান স্বীয় ভ্রাতার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট কথা বলিতে চাহিল। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিলেন : যে বড় তাহার প্রতি লক্ষ্য কর। অতঃপর আবদুল্লাহ্র ঘটনা মুহায়্যিসা ও হুয়ায়্যিসা বর্ণনা করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : যদি তোমরা পঞ্চাশবার কসম খাইতে পার তবে তোমরা দিয়াত প্রাপ্ত হইবে। তাঁহারা বলিলেন : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ্ (সা)! আমরা তো তখন তথায় ছিলাম না, আমরা দেখিও নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন: তাহা হইলে ইহুদীরা পঞ্চাশ কসম করিয়া নির্দোষ হইয়া যাইবে। তাহারা বলিল : ইয়া রাসূলাল্লাহ্, তাহারা তো কাফির! তাহাদের কসম কি করিয়া গ্রহণ করা যাইবে? বুশাইর বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজের পক্ষ হইতে দিয়াত আদায় করিলেন।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট ইহা একটি সর্বস্বীকৃত বিষয়, এ ব্যাপারে অনেক আলিমের নিকটও শ্রবণ করিয়াছে এবং পূর্ব যুগের আর পরবর্তী যুগের ইমামগণও ইহাতে একমত হইয়াছেন যে, কসম লওয়ার ব্যাপারে প্রথমত বাদীপক্ষের নিকট হইতেই কসম লইতে হইবে। বাদিগণই প্রথমত কসম করিবে (যদি তাহারা কসম না করে তবে বিবাদী হইতে কসম লইতে হইবে। যদি তাহারা কসম করে, তবে তাহারা নির্দোষ সাব্যস্ত হইবে)।

নিম্নোক্ত দুইটি কারণের যে কোন একটির জন্যই কসম লওয়া অনিবার্য হয়। প্রথমত মৃত্যুর পূর্বে নিহত ব্যক্তি নিজেই বলিবে, যদি তাহার পক্ষে বলা সম্ভব হয় : আমাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করিয়াছে, ইহা তখনই যখন কোন সাক্ষী না থাকে। দ্বিতীয়ত, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ যখন কাহারও উপর হত্যার সন্দেহ করে (অথচ কোন সাক্ষী পাওয়া না যায়)। আমাদের নিকট এই দুইটি কারণেই কসম লওয়া অনিবার্য হয়। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে কসম লওয়া অনিবার্য হয় না।

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট এই সুন্নত সর্বসম্মত এবং ইহার উপর সর্বসাধারণের আমলও রহিয়াছে যে, প্রথমে বাদী পক্ষ হইতেই কসম লইতে হইবে। সেই হত্যা ইচ্ছাকৃত হত্যাই হউক অথবা অনিচ্ছাকৃত হত্যাই হউক।

মালিক (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বনী হারিসের কোন আত্মীয় খায়বরে মারা যাওয়ার পর প্রথমত বনী হারিসকেই কসম করিতে বলিয়াছিলেন।

মালিক (র) বলেন, যদি বাদীপক্ষ কসম করে, তবে তাহারা যাহাদের ব্যাপারে কসম করিয়াছে তাহাদিগকে হত্যা করিতে পারিবে। কিন্তু এমতাবস্থায় প্রথমে বাদী পক্ষ হইতে পঞ্চাশ কসম লওয়া হইবে। যদি তাহারা পঞ্চাশজন হয় তবে প্রত্যেকে একটি কসম করিবে। আর যদি তাহারা সংখ্যায় পঞ্চাশ জনের কম হয় অথবা তাহাদের কেহ কসম করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, তবে তাহাদের হইতে দুই দুইবার অথবা তিন তিনবার কসম লইয়া পঞ্চাশ পূর্ণ করিতে হইবে। কিন্তু যখন নিহত ব্যক্তির এমন ওয়ারিসগণ যাহাদের হত্যাকারীকে ক্ষমা করার অধিকার আছে, তাহাদের একজনও যদি কসম করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তবে এই একজনের কসম করিতে অনিচ্ছা প্রকাশের ফলে কিসাস আর অনিবার্য হইবে না।

মালিক (র) বলেন, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ যাহাদের ক্ষমা করিবার অধিকার নাই এমন ব্যক্তিদের কেহ কসম করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও অবশিষ্ট ব্যক্তিদের হইতে কসম লওয়া হইবে।

মালিক (র) বলেন, যাহাদের ক্ষমা করিবার অধিকার রহিয়াছে এমন ওয়ারিসদের একজনও যদি কসম করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, তবে অবশিষ্ট ব্যক্তিদের হইতে আর কসম লওয়া হইবে না, বরং এমতাবস্থায় বিবাদীগণ হইতে কসম লইতে হইবে, বিবাদীদের পঞ্চাশজন পঞ্চাশ কসম করিবে। যদি তাহাদের সংখ্যা পঞ্চাশজন হইতে কম হয়, তবে দুই দুইবার, তিন তিন বার করিয়া হইলেও পঞ্চাশ পূর্ণ করিতে হইবে। যদি বিবাদী মাত্র একজন হয়, তবে এই একজন হইতেই পঞ্চাশ কসম লইতে হইবে। যদি এই এক ব্যক্তি পঞ্চাশ কসম করিয়া ফেলে, তবে সে নির্দোষ সাব্যস্ত হইবে।

মালিক (র) বলেন, হত্যার বেলায় পঞ্চাশ কসম লওয়া হইয়া থাকে আর অন্যান্য দাবি আদায়ের জন্য শুধু এক কসমই লওয়া হয়। কেননা মানুষ কাহাকেও কাহারও সম্মুখে হত্যা করে না। যদি অন্যান্য দাবির মতো হত্যার বেলায়ও মাত্র একটি কসমই লওয়া হইত তাহা হইলে অনেক হত্যাই বৃথা যাইত এবং মানুষ হত্যার উৎসাহ পাইত। কিন্তু হত্যার কসমের বেলায় প্রথমত বাদী পক্ষ হইতেই কসম লওয়ার প্রথা নির্ধারিত হইয়াছে যেন মানুষ হত্যা করিতে সাহস না করে এবং এই ভাবিয়া ভীত থাকে যে, এ ব্যাপারে তো নিহত ব্যক্তির কথাই ধর্তব্য।

মালিক (র) বলেন, যদি কোন একটি পূর্ণ সম্প্রদায়ের উপর হত্যার অভিযোগ আনা হয় যাহাতে অনেক লোক রহিয়াছে, আর নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণ তাহাদের নিকট হইতে কসম লইতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত লোকের প্রত্যেক ব্যক্তি পঞ্চাশটি করিয়া কসম করিবে। সকলে মিলিয়া পঞ্চাশটি কসম করিলে চলিবে না। এ ব্যাপারে আমি ইহাই উত্তম শ্রবণ করিয়াছি।

মালিক (র) বলেন, নিহত ব্যক্তির আসাবা যাহারা এই হত্যার হকদার তাহাদেরকেই কসম দেওয়া থাকে আর তাহাদের কসম করার পরই কিসাস লওয়া হয়।

(ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে কসমের দ্বারা কিসাস সাব্যস্ত হয় না, শুধু দিয়াত (রক্তপণ) সাব্যস্ত হইয়া থাকে।)

(٢) باب من تجوز قسامة فى العمد من ولاة الدم

পরিচ্ছেদ ২ : নিহত ব্যক্তির কোন্ কোন্ ওয়ারিস হইতে কসম লওয়া হইবে

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِىْ لاَ اخْتِلاَفَ فِيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّهُ لاَ يَحْلِفُ فِى الْقَسَامَةِ فِى الْعَمَدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُوْلِ وُلاَةٌ إِلاَّ النِّسَاءِ . فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِىْ قَتْلِ الْعَمَدِ قَسَامَةٌ وَلاَ عَفْوٌ .

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ ، فِى الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمَدًا : أَنَّهُ إِذَا قَامَ عُصْبَةُ الْمَقْتُوْلِ أَوْ مَوَالِيْهِ ، فَقَالُوْا : نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمُ صَاحِبِنَا . فَذٰلِكَ لَهُمْ .

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ أَرَادَ النِّسَاءِ أَنْ يَعْفُوْنَ عَنْهُ ، فَلَيْسَ ذٰلِكَ لَهُنَّ الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِى أَوْلَى بِذٰلِكَ مِنْهُنَّ . لاَ نَّهُمْ هُمُ الَّذِيْنَ اسْتَحَقُّوْا الدَّمُ وَحَلَفُوْا عَلَيْهِ .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِى ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوْا الدَّمُ ، وَأَبَى النِّسَاءُ ، وَقُلْنَ : لاَ نَدَعُ قَاتِلُ صَاحِبِنَا فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذٰلِكَ . لأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالْعَصَبَةِ إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ .

قَالَ مَالِكٌ ، لاَ يُقْسَمُ فِيْ قَتْلِ الْعَمَدِ مِنَ الْمُدَّعِيْنَ إِلاَّ اثْنَانِ فَصَاعِدًا . تُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا الدَّمُ . وَذٰلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا .

قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلُ حَتّٰى يَمُوْتُ تَحْتَ أَيْدِيْهِمْ قُتِلُوْا بِهِ جَمِيْعًا . فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتِ الْقَسَامَةُ . وَإِذَا كَانَتِ الْقَسَامَةُ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ . وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ . وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ .

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট সর্বসম্মত মাস'আলা এই যে, হত্যার কসমে স্ত্রীলোকদের নিকট হইতে কসম লওয়া হইবে না। যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস শুধু স্ত্রীলোকই হয়, তবে ইচ্ছাকৃত হত্যায় না তাহাদের কসম করার অধিকার থাকে, না ক্ষমা করার।

মালিক (র) বলেন : এক ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হইল, তাহার উত্তরাধিকারী ওয়ারিসগণ বলিল : আমরা কসম করিয়া কিসাস লইব। তবে তাহাদের জন্য ইহা বৈধ হইবে।

মালিক (র) বলেন, এমতাবস্থায় যদি নারিগণ ক্ষমা করিতে ইচ্ছা করে তবে তাহাদের এই ইচ্ছা করা বৃথা। মালিক (র) বলেন, এ ব্যাপারে আসাবা ও ওয়ারিসগণ স্ত্রীগণ অপেক্ষা অগ্রগণ্য। কেননা তাহারা অধিকারী হিসাবে নিহত ব্যক্তির অধিক নিকটবর্তী আর তাহারা কসম করিয়াছে।

মালিক (র) বলেন : যদি আসাবা বা ওয়ারিসগণ কসম করার পর নিজেরাই ক্ষমা করিয়া দেয় আর নারিগণ ক্ষমা না করে, তবে নারিগণের কিসাস লওয়ার অধিকার থাকিবে।

মালিক (র) বলেন : ইচ্ছাকৃত হত্যায় অন্তত দুইজন বাদী হইতে কসম লইতেই হইবে। তাহাদের হইতে পঞ্চাশ কসম লইয়া কিসাসের আদেশ দেওয়া হইবে।

যরকানী বলেন : কিসাস যেরূপ দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না, তদ্রূপ কসমের বেলায়ও দুই অথবা তদূর্ধ্ব বাদী যতক্ষণ পর্যন্ত পঞ্চাশ কসম না করিবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিসাসের আদেশ দেওয়া হইবে না।

মালিক (র) বলেন : যদি কয়েকজন লোক সম্মিলিতভাবে এক ব্যক্তিকে এইভাবে হত্যা করে যে, ঐ ব্যক্তি সকলের আঘাতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে, তাহা হইলে কিসাসে সকলকেই হত্যা করা হইবে। যদি কয়েকদিন পর মারা যায়, তবে কসম লইতে হইবে। আর কসমের দারুন তাহাদের মধ্য হইতে শুধু এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হইবে। কেননা কসমের দ্বারা সর্বদা এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে তো হত্যা করা হইবে, অবশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত করা হইবে।

(٣) باب القسامة فى قتل الخطأ

পরিচ্ছেদ ৩ : অনিচ্ছাকৃত অর্থাৎ ভুলক্রমে হত্যার কসম

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : الْقَسَامَةُ فِيْ قَتْلُ الْخَطَإِ ، يَقْسِمُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ الدَّمَ وَيَسْتَحِقُّوْنَهُ بِقَسَامَتِهِمْ . يَحْلِفُوْنَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا . تَكُوْنُ عَلَى قَسْمِ مَوَارِيْثِهِمْ مِنَ

الدِّيَةِ . فَإِنْ كَانَ فِى الْأَيْمَانِ كُسُوْرٌ إِذَا قُسِمَتْ بَيْنَهُمْ ، نُظِرَ إِلَى الَّذِىْ يَكُوْنُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الْأَيْمَانِ إِذَا قُسِمَتْ . فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ الْيَمِيْنُ .

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُوْلِ وَرَثَةٌ إِلاَّ النِّسَاءُ . فَإِنَّهُنَّ يَحْلِفْنَ وَيَأْخُذْنَ الدِّيَةَ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ ، حَلَفَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَأَخَذَ الدِّيَةَ . وَإِنَّمَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ فِىْ قَتْلِ الْخَطَإِ وَلاَ يَكُوْنُ فِىْ قَتْلِ الْعَمَدِ .

মালিক (র) বলেন, অনিচ্ছাকৃত হত্যায়ও বাদীপক্ষই প্রথমত কসম করিবে। তাহারা নিজেদের দিয়াতের অংশ অনুপাতে কসম করিবে পঞ্চাশ কসম। যেমন মৃত ব্যক্তির এক ছেলে আর তিন কন্যা রহিয়াছে। এখানে ছেলের দুই অংশ আর তিন কন্যার তিন অংশ — মোট পাঁচ অংশ হইল। পঞ্চাশকে পাঁচ ভাগ করিলে প্রতি অংশে দশ কসম আসিল। যেহেতু ছেলে দুই অংশ পাইবে, অতএব তাহাকে বিশ কসম করিতে হইবে আর প্রত্যেক কন্যা করিবে দশ কসম।

যদি কসমে ভগ্নাংশ আসিয়া পড়ে তাহা হইলে যাহার উপর ভগ্নাংশের অংশ বেশি পড়িবে তাহার অংশেই পূর্ণ কসম বর্তাইবে। যেমন মৃত ব্যক্তি মা ও পিতা রাখিয়া গেল। যেহেতু মা $\frac{১}{৩}$ অংশের মালিক, পঞ্চাশকে তিন ভাগ করিলে ১৬$\frac{২}{৩}$ প্রতি অংশে আসে। যেহেতু $\frac{২}{৩}$ ভগ্নাংশের বেশি অংশ, অতএব মার অংশে ১৭ কসম আসিবে আর অবশিষ্ট ৩৩ কসম পিতার অংশে পড়িবে।

মালিক (র) বলেন, নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস যদি শুধু নারীই হয় তাহা হইলে তাহারাই কসম করিয়া দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করিবে।

আর যদি নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস শুধু একজন পুরুষ হয় তবে সে একাই পঞ্চাশ কসম করিয়া দিয়াত গ্রহণ করিবে।

(٤) باب الميراث فى القسامة

পরিচ্ছেদ ৪ : উত্তরাধিকারীর কসম করার ব্যাপারে

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَبِلَ وُلاَةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِىَ مَوْرُوْثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللّٰهِ . يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ . وَمَنْ يَرِثُهُ مِنَ النِّسَاءِ . فَإِنْ لَمْ يُحْرِزِ النِّسَاءِ مِيْرَاثَهُ كَانَ مَا بَقِىَ مِنْ دِيَتِهِ لأَوْلَى النَّاسِ بِمِيْرَاثِهِ مَعَ النِّسَاءِ .

قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَامَ بَعْضُ وَرَثَةُ الْمَقْتُوْلِ الَّذِىْ يُقْتَلُ خَطَأً ، يُرِيْدُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الدِّيَةِ بِقَدْرِ حَقِّهِ مِنْهَا . وَأَصْحَابُهُ غَيْبٌ . لَمْ يَأْخُذْ ذٰلِكَ . وَلَمْ يَسْتَحِقُّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا ،

قَالَ وَلاَ كَثُرَ . دُوْنَ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْقَسَامَةَ . يَحْلِفُ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا . فَإِنْ حَلَفَ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا اسْتَحَقَّ حِصَّتَهُ مِنَ الدِّيَةِ. وَذٰلِكَ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَثْبُتُ إِلاَّ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا. وَلاَ تَثْبُتُ الدِّيَةُ حَتّٰى يَثْبُتَ الدَّمُ . فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْوَرَثَةِ أَحَدٌ ، حَلَفَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا بِقَدْرِ مِيْرَاثِهِ . وَأَخَذَ حَقَّهُ حَتّٰى يَسْتَكْمِلَ الْوَرَثَةُ حُقُوْقَهُمْ . اِنْ جَاءَ أَخٌ لأُمٍّ فَلَهُ السُّدُسُ . وَعَلَيْهِ مِنَ الْخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا ، السُّدُسُ . فَمَنْ حَلَفَ اسْتَحَقَّ مِنَ الدِّيَةِ . وَمَنْ نَكَلَ بَطَلَ حَقُّهُ . وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ ، حَلَفَ الَّذِيْنَ حَضَرُوْا خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا . فَإِنْ جَاءَ الْغَائِبُ بَعْدَ ذٰلِكَ ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ الْحُلُمَ ، حَلَفَ كُلٌّ مِنْهُمَا . يَحْلِفُوْنَ عَلَى قَدْرِ حُقُوْقِهِمْ مِنَ الدِّيَةِ . وَعَلَى قَدْرِ مَوَارِيْثِهِمْ مِنْهَا .

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .

মালিক (র) বলেন, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণ দিয়াত (রক্তপণ) গ্রহণ করে তাহা হইলে উহা আল্লাহ্র কিতাবে বর্ণিত নিয়মে বন্টন করা হইবে। মৃত ব্যক্তিকে কন্যাগণ, ভাগ্নিগণ এবং যে সমস্ত নারী তাহার উত্তরাধিকারিণী তাহারা অংশ পাইবে। যদি তাহাদের অংশ দেওয়ার পরও কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে উহা নিকটাত্মীয় আসবাবগণ পাইবে।[১]

মালিক (র) বলেন, যদি নিহত ব্যক্তির কোন উত্তরাধিকারী অনুপস্থিত থাকে, আর কেহ কেহ উপস্থিত থাকে, উপস্থিত উত্তরাধিকারিগণ কসম করিয়া নিজেদের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা সম্পূর্ণ কসম পূর্ণ করার পূর্বে তাহাদের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না, অবশ্য যদি তাহারা পঞ্চাশ কসম পূর্ণ করে, তবে দিয়াতের অংশ যাহা তাহাদের ভাগে পড়ে উহা তাহারা গ্রহণ করিতে পারিবে। কেননা পঞ্চাশ কসমের পূর্বে তো হত্যাই সাব্যস্ত হয় না, আর হত্যা সাব্যস্ত না হইলে দিয়াতও সাব্যস্ত হয় না, এইরূপ সমস্ত উত্তরাধিকারীর প্রাপ্য অংশ পূর্ণ হইয়া যাইবে। যদি বৈপিত্রেয় ভাই আসে, তবে সে $\frac{১}{৬}$ পাইবে এবং পঞ্চাশ কসমের অংশ হারে কসম করিয়া স্বীয় অংশ গ্রহণ করিবে। যদি সে কসম না করে তবে তাহার অংশ সে পাইবে না। যদি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক উত্তরাধিকারী অনুপস্থিত থাকে, তবে উপস্থিত উত্তরাধিকারী হইতে পঞ্চাশ কসম লওয়া হইবে। অতঃপর যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি আসিয়া পড়ে তাহা হইতেও তাহার অংশের অনুপাতে কসম লওয়া হইবে। আর যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালেগ হইয়া যায় তখন সেও স্বীয় অংশ অনুপাতে কসম করিবে। এই ব্যাপারে ইহাই উত্তম সিদ্ধান্ত যাহা আমি শ্রবণ করিয়াছি।

---

১. যেমন মৃত ব্যক্তির দুই কন্যা, এক ভাই ও একজন চাচাত ভাই আছে তখন দুই কন্যা $\frac{১}{৩}$ অংশ এবং ভাই $\frac{১}{২}$ পাইবে।

(٥) باب القسامة فى العبيد

পরিচ্ছেদ ৫ : দাসের ব্যাপারে কসম

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِى الْعَبِيْدِ . أَنَّهُ إِذَا أُصِيْبَ الْعَبْدُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهُ بِشَاهِدٍ ، حَلَفَ مَعَ شَاهِدِهِ يَمِيْنًا وَاحِدَةً ثُمَّ كَانَ لَهُ قِيمَةُ عَبْدِهِ . وَلَيْسَ فِىْ الْعَبِيْدِ قَسَامَةٌ فِىْ عَمَدٍ وَلاَ خَطَإٍ . وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ذٰلِكَ .

قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ قُتِلاَ الْعَبْدُ عَمَدًا أَوْ خَطَأً ، لَمْ يَكُنْ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمَقْتُوْلِ قَسَامَةٌ وَلاَ يَمِيْنٌ . وَلاَ يَسْتَحِقُّ سَيِّدُهُ ذٰلِكَ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ . أَوْ بِشَاهِدٍ . فَيَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِهِ .

قَالَ يَحْيٰى : قَالَ مَالِكٌ : وَهٰذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ .

মালিক (র) বলেন : আমাদের নিকট এই আদেশ রহিয়াছে যে, যদি দাস ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিহত হয়, আর তাহার প্রভু একজন সাক্ষী উপস্থিত করে, তবে সে ঐ সাক্ষীর সহিত একটি কসম করিবে। তাহা হইলে সে দাসের মূল্য প্রাপ্ত হইবে।

দাসদের মধ্যে ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত হত্যায় কসম নাই। তাহাদের কসম লওয়ার কথা আমি কোন আলিমের নিকট শুনি নাই।

মালিক (র) বলেন, যদি দাস ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে নিহত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রভুর উপর কোনরূপ কসম অর্পিত হয় না। প্রভু তখনই মূল্য প্রাপ্ত হইবে যখন সে এক অথবা দুইজন সাক্ষী উপস্থিত করিয়া নিজেও সাক্ষী হিসাবে এক কসম করিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪৫

كتاب الجامع

বিভিন্ন প্রকারের মাস'আলা সম্বলিত অধ্যায়

(١) باب الدعاء للمدينة وأهلها

পরিচ্ছেদ ১ : মদীনা ও মদীনাবাসীদের জন্য দু'আ

١ – **وحدّثني** يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ :

حدّثني مَالِكُ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ "اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مِكْيَالِهِمْ . وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ» يَعْنِي أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ .

রেওয়ায়ত ১

আনাস ইব্‌নে মালিক (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : হে আল্লাহ! মদীনাবাসীদের মাপযন্ত্রে বরকত দান কর। আর তাহাদের সা' ও মুদে বরকত দাও।

٢ – **وحدّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ الثَّمَرِ جَاؤُا بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ ثَمَرِنَا . وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا . وَبَارِكْ لَنَا فِيْ صَاعِنَا . وَبَارِكْ لَنَا فِيْ مُدِّنَا . اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَبْدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيُّكَ . وَإِنِّيْ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ . وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ . وَإِنِّيْ أَدْعُوْكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ لِمَكَّةَ ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ » ثُمَّ يَدْعُوْ أَصْغَرُ وَلِيْدٍ يَرَاهُ . فَيُعْطِيْهِ ذٰلِكَ الثَّمَرَ .

রেওয়ায়ত ২

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যখন কেহ বাগান হইতে প্রথম ফল আনিত তখন তাহা প্রথমত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে লইয়া আসিত। তিনি উহা লইয়া বলিতেন : হে আল্লাহ্, আমাদের ফলে বরকত দান করুন। আমাদের শহরে বরকত দান করুন। হে আল্লাহ্! আপনার বান্দা আপনার বন্ধু ও নবী ইব্রাহীম (আ) মক্কার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন। আমি আপনার নিকট মদীনার জন্য দু'আ করিতেছি। আমি আপনার বান্দা ও নবী যেরূপ ইব্রাহীম (আ) মক্কার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন আমি তদ্রূপ মদীনার জন্য দু'আ করিতেছি। দু'আর শেষে তিনি সকলের চাইতে ছোট যে ছেলেকে তথায় পাইতেন তাহাকে ডাকিয়া উহা তাহাকে দিয়া দিতেন।

(٢) باب ماجاء فى سكنى المدينة والخروج منها

পরিচ্ছেদ ২ : মদীনায় অবস্থান এবং তথা হইতে প্রস্থান

٣ - حَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهَبِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ الأَجْدَعِ ، أَنْ يُحَنِّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ فِى الْفِتْنَةِ فَأَتَتْهُ مَوْلاَةٌ لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ . فَقَالَتْ : إِنِّىْ أَرَدْتُ الْخُرُوْجَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ . اشْتَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ . فَقَالَ لَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ : اقْعُدِىْ لُكَعُ . فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « لاَ يَصْبِرُ عَلَى لأْوَتِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ ، إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا أَوْ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

রেওয়ায়ত ৩

যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা)-এর মুক্ত দাস ইউহান্নাস হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রা)-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তাঁহার এক দাসী আসিয়া বলিল : হে আবূ আবদুর রহমান, আমি মদীনা ছাড়িয়া যাইতে চাই। কেননা এইখানে অভাব-অনটনে কষ্ট পাইতেছি। ইবনে উমর (রা) তাহাকে বলিলেন : হতভাগ্য! বস। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন : যে ব্যক্তি মদীনার অভাব-অনটন ও কষ্ট সহ্য করিবে, আমি কিয়ামতে তাহার সাক্ষী হইব অথবা তাহার জন্য সুপারিশ করিব।

٤ - وحَدَّثَنِى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الإِسْلاَمِ . فَأَصَابَ الأَعْرَابِىَّ وَعْكٌ بِالْمَدِيْنَةِ . فَأَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَقِلْنِىْ بَيْعَتِىْ . فَأَبَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : أَقِلْنِى بَيْعَتِىْ . فَأَبَى . ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ : أَقِلْنِى بَيْعَتِىْ . فَأَبَى فَخَرَجَ الأَعْرَابِىُّ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « إِنَّمَا الْمَدِيْنَةُ كَالْكِيرِ . تَنْفِىْ خَبَثَهَا . وَيَنْصَعُ طِيْبُهَا » .

রেওয়ায়ত ৪

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত, এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট তাহার ইসলাম গ্রহণের বায়'আত করিল, মদীনায় তাহার জ্বর আসিতে লাগিল। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি আমার বায়'আত ভঙ্গ করিয়া দিন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাহা অস্বীকার করিলেন। সে পুনরায় আসিয়া বলিল, হে আল্লাহ্র নবী, আমার বায়'আত ভঙ্গ করিয়া দিন। অতঃপর সে মদীনা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : মদীনা লোহার ভাট্টির[১] মতো, সে ময়লা বাহির করিয়া খাঁটি সোনা বানাইয়া দেয়।

٥ - وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى . يَقُوْلُوْنَ : يَثْرِبُ . وَهِيَ الْمَدِيْنَةُ . تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ » .

রেওয়ায়ত ৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : শুনিয়াছি যে আমাকে এমন লোকালয়ে যাওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্যান্য লোকালয়কে খাইয়া ফেলিবে। লোকে তাহাকে ইয়াস্‌রাব বলিয়া থাকে আর উহা হইল মদীনা। উহা মন্দ লোকদেরকে বাহির করিয়া দেয় যেমন লোহার ভাট্টি লোহার ময়লা বাহির করিয়া দেয়।[২]

٦ - وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ رَغْبَةً عَنْهَا ، إِلاَّ أَبْدَلَهَا اللّٰهُ خَيْرًا مِنْهُ » .

---

১. মদীনায় থাকিবার বায়'আত করিয়াছিল। সে যে মুরতাদ হইয়া গিয়াছিল এমন নহে, মদীনাও মন্দ লোকদেরকে মদীনায় থাকিতে দেয় না এবং ভাল লোকদেরকে যাইতে দেয় না, সেইজন্য মদীনাকে লোহার ভাট্টির সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে।

২. লোকালয়কে খাওয়ার অর্থ বিজয় অর্থাৎ মদীনাবাসীরা অন্য অনেক লোকালয় জয় করিয়া মদীনার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই মক্কা, তায়েফ, ইয়ামান, খায়বর বিজিত হইয়াছিল, শাম, ইরাক ও মিসর, আর মদীনা তখন রাজধানী ছিল।

রেওয়ায়ত ৬

উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি মদীনার প্রতি ঘৃণা করিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া পড়ে, তবে আল্লাহ্ পাক উহাকে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তি দান করিয়া থাকেন।

٧ - **وحدّثني** مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ أَبِيْ زُهَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ «تُفْتَحُ الْيَمَنُ . فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّوْنَ . فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ . وَتُفْتَحُ الشَّامُ . فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّوْنَ . فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ . وَتُفْتَحُ الْعِرَاقُ . فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبِسُّوْنَ . فَيَتَحَمَّلُوْنَ بِأَهْلِيْهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ . وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ» .

রেওয়ায়ত ৭

সুফিয়ান ইবনে আবূ যুহায়র (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন ইয়ামান বিজিত হইবে। তথা হইতে লোক সফর করিয়া মদীনায় আগমন করিবে। তাহারা নিজেদের বাড়িঘর এবং যাহা তাহাদের ইচ্ছা হইবে মদীনা হইতে লইয়া যাইবে, অথচ মদীনা তাহাদের জন্য উত্তম ছিল, যদি তাহারা তাহা বুঝিতে পারিত! শাম বিজিত হইবে, তথা হইতে কিছু লোক মদীনায় আগমন করিবে এবং নিজেদের বাড়িঘর এবং যাহারা তাহাদের কথা মান্য করিবে তাহাদেরকে মদীনা হইতে লইয়া যাইবে, অথচ মদীনা তাহাদের জন্য উত্তম ছিল, যদি তাহারা তাহা বুঝিতে পারিত! ইরাক বিজিত হইবে। তথা হইতে কিছু সংখ্যক লোক সফর করিয়া মদীনা আগমন করিবে এবং তাহাদের বাড়িঘর এবং যাহারা তাহাদের কথা মান্য করিবে তাহাদেরকে মদীনা হইতে লইয়া যাইবে, অথচ মদীনা তাহাদের জন্য উত্তম ছিল, যদি তাহারা জানিতে পারিত!

ইয়ামন, শাম ও ইরাক বিজিত হওয়ার পর অনেকে তথাকার আবহাওয়া ও জিনিসপত্র সস্তা দেখিয়া নিজেদের বাড়িঘর এবং যাহারা তাহাদের সহিত যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল তাহাদেরকে মদীনা হইতে লইয়া গেল এবং তথায় যাইয়া বসতি ঠিক করিল। অতঃপর নানা ফিতনা-ফাসাদে আক্রান্ত হইল।

٨ - **وحدّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ حِمَاسٍ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِيْنَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَاكَانَتْ . حَتّٰى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيُغَذِّيْ عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ . أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالُوْا : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . فَلِمَنْ تَكُوْنُ الثِّمَارُ ذٰلِكَ الزَّمَانِ ؟ قَالَ لِلْعَوَافِيْ . الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ .

রেওয়ায়ত ৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : তোমরা মদীনাকে অতি উত্তম অবস্থায় ত্যাগ করিবে, এমন কি তথায় কুকুর ও ব্যাঘ্র আসিবে এবং মসজিদের খুঁটি ও মিম্বরে পেশাব করিবে। সাহাবায়ে কিরাম প্রশ্ন করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ সময় মদীনার ফলমূল কে ভোগ করিবে ? তিনি বলিলেন, ক্ষুধার্ত জন্তুরা ও পশু পাখিরা।[১]

٩ – وحدّثنى مَالِكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حِيْنَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ اَلْتَفَتَ إِلَيْهَا ، فَبَكَى ثُمَّ قَالَ : يَا مُزَاحِمُ . أَتَخْشَى أَنْ تَكُوْنَ مِمَّنْ نَفَتِ الْمَدِيْنَةُ ؟

রেওয়ায়ত ৯

মলিক (র) বলেন, উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র) যখন মদীনা হইতে যাইতেছিলেন তখন মদীনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া স্বীয় দাস মুযাহিমকে বলিতেছিলেন, হয়ত তুমি ও আমি সমস্ত লোকের মধ্যে হইব যাহাদেরকে মদীনা বাহির করিয়া দিয়াছে।

(٣) باب ماجاء فى تحريم المدينة

পরিচ্ছেদ ৩ : মদীনা শরীফের হরম হওয়া সম্পর্কে বর্ণনা

١٠ – وحدّثنى يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَن عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحَدٌ . فَقَالَ : « هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ اَللّٰهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ . وَأَنَا أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا » .

রেওয়ায়ত ১০

আনাস ইবনে মালিক (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন উহুদ পাহাড়ের প্রতি দৃষ্টি করিতেন তখন বলিতেন, এই পাহাড় আমার প্রিয় আর আমি এই পাহাড়ের প্রিয়। হে আল্লাহ্! ইব্‌রাহীম (আ) মক্কাকে হরম করিয়াছেন, আমি মদীনার উভয় মধ্যস্থলকে হরম করিতেছি।

পার্থক্য এই যে, আল্লাহ্‌র হরমে খিয়ানত করিলে উহার ক্ষতিপূরণ অনিবার্য হয়, আর রাসূলের হরমের খিয়ানত করিলে উহা অনিবার্য হয় না। অনেকের মতে এখানেও উহা অনিবার্য হয়।

١١– وحدّثنى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ بِالْمَدِيْنَةِ تَرْتَعُ مَا ذَعَرْتُهَا . قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَا بَيْنَ لاَ بَتَيْهَا حَرَامٌ » .

---

১. এই অবস্থা কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে হইবে, যখন ইসলামের নাম-নিশানা থাকিবে না, মদীনা উজাড় হইয়া যাইবে।

রেওয়ায়ত ১১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিতেন যদি আমি হরিণ চরিতে দেখি, তাহা হইলে উহাকে কখনও তাড়া করিব না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, মদীনার উভয় দিকের মধ্যবর্তী অংশ হরম।

١٢ - **وحدّثني** مَالِكُ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يُوْسُفَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الأَنْصَارِيِّ ، أَنَّهُ وَجَدَ غِلْمَانًا قَدْ أَلْجَؤُا ثَعْلَبًا إِلَى زَاوِيَةٍ . فَطَرَدَهُمْ عَنْهُ .

قَالَ مَالِكُ : لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : أَفِي حَرَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُصْنَعُ هٰذَا ؟

রেওয়ায়ত ১২

আবূ আয়্যুব আনসারী হইতে বর্ণিত আছে, তিনি দেখিলেন, কয়েকটি ছেলে একটি শিয়ালকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। তিনি ছেলেদেরকে তাড়াইয়া শিয়ালটিকে ছাড়াইয়া দিলেন।

মালিক (র) বলেন, আবূ আয়্যুব ইহাও বলিয়াছেন, রাসূল (সা)-এর হরমেও কি এইরূপ কার্য হইতেছে?

١٣ - **وحدّثني** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، قَالَ دَخَلَ عَلَّى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَنَا بِالأَسْوَافِ . قَدِ اصْطَدْتُ نُهَسًا . فَأَخَذَهُ مِنْ يَدِى فَأَرْسَلَهُ .

রেওয়ায়ত ১৩

এক ব্যক্তি হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার নিকট যায়দ ইবনে সাবিত (রা) আগমন করিলেন, তখন আমি আসওয়াফে (মদীনার একটি গ্রাম) একটি পাখি ধরিয়াছিলাম। তিনি আমার হাত হইতে উহা লইয়া ছাড়িয়া দিলেন।

(٤) باب ماجاء في وباء المدينة

পরিচ্ছেদ ৪ : মদীনার মহামারী সম্বন্ধে রেওয়ায়ত

١٤ - **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ ، وُعِكَ أَبُوْ بَكْرٍ وَبِلاَلٌ . قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَيْهِمَا فَقُلْتُ : يَا أَبَتِ كَيْفَ تَجِدُكَ ؟ وَيَا بِلاَلُ كَيْمَا تَجِدُكَ ؟ قَالَتْ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُوْلُ :

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِيْ أَهْلِهِ . وَالْمَوْتُ أَدْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ .

وكَانَ بِلاَلٌ إِذَا أَقْلَعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيْرَتَهُ فَيَقُوْلُ :

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِىْ هَلْ أَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ ، وَحَوْلِى إِذْخِرُ وَجَلِيْلُ ؟

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجِنَّةٍ ؟ وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةُ وَطَفِيْلُ ؟

قَالَتْ عَائِشَةُ : فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ « اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ » .

রেওয়ায়ত ১৪

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আগমন করিলেন তখন আবূ বকর ও বেলালের জ্বর আসিতে শুরু করিল। আয়েশা (রা) বলেন, আমি উভয়ের নিকট গেলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আব্বা আপনার অবস্থা কিরূপ ? হে বেলাল! আপনার অবস্থা কিরূপ ?

আয়েশা (রা) বলেন, আবূ বকরের যখন জ্বর আসিত তিনি বলিতেন :

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبَّحٌ فِىْ اَهْلِهِ وَالْمَوْتُ اَدْنٰى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

"প্রত্যেকে নিজের পরিজনের মধ্যে প্রভাত করে আর মৃত্যু তাহার জুতার ফিতার চাইতেও তাহার অতি নিকটে থাকে :

আর যখন বেলালের জ্বর হইত তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে এই কবিতা পড়িতেন :

اَلاَ لَيْتَ شِعْرَى هَلْ اَبِيْتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِىْ اِذْخِرُ وَجَلِيْلُ ؟

وَهَلْ اَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهُ مَجِنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوْنَ لِىْ شَامَةُ وَطَفِيْلُ ؟

হায়! যদি আমি জানিতে পারিতাম যে, কখনও আমি এক রাত্রির জন্যও মক্কার উপত্যকায় রাত্রি যাপন করিতে পারিব। আর আমার চতুষ্পার্শ্বে উয্খার ও জলিল নামক ঘাস থাকিবে। আর পুনরায় কখনও মাজিন্না কুয়ার নিকট যাইতে পারিব, আর পুনরায় কখনও শামা ও তফীল পাহাড় আমার দৃষ্টিগোচর হইবে।

আয়েশা (রা) বলেন, আমি ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বর্ণনা করিলাম। তিনি দু'আ করিলেন :

اَللّٰهُمَّ حَبِّبْ اِلَيْنَا الْمَدِيْنَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ اَوْ اَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِىْ صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَانْقُلْ حُمَّاهَا فَاجْعَلْهَا بِالْجُحْفَةِ

হে আল্লাহ্! আমাদের মনে মদীনার মুহব্বত এইরূপ করিয়া দিন যেইরূপ মক্কার মুহব্বত রহিয়াছে, বরং উহা হইতেও প্রগাঢ় ভালবাসা। আর মদীনাকে স্বাস্থ্যকর করিয়া দিন। উহার সা' ও মুদ্দে বরকত দিন, উহার জ্বর রূপ ব্যাধি অন্যত্র লইয়া যান এবং জুহ্ফাতে উহার জ্বরকে সরাইয়া দিন।

আর উহার সা' ও মুদ্দে (পরিমাণ বিশেষ) বরকত দান করুন। আর তথাকার জ্বরকে 'জুহফার দিকে দূর করিয়া দিন।[১]

١٥ – قَالَ مَالِكٌ :

وَحَدَّثَنِى يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : وَكَانَ عَامِرُ بْنِ فُهَيْرَةٍ يَقُوْلُ :

قَدْ رَأَيْتُ الْمَوْتِ قَبْلَ ذَوْقِهِ   إِنَّ الْجَبَانَ حَتْفُهُ مِنْ فَوْقِهِ.

রেওয়ায়ত ১৫

আয়েশা (রা) বলিয়াছেন : আমির ইবনে ফুহাইরা বলিতেন : আমি মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুকে দেখিয়াছি, যাহারা ভীরু তাহাদের মৃত্যু উপর হইতে অবতরণ করে।

١٦ – وَحَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُجْمِرِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلاَئِكَةٌ . لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنَ وَلاَ الدَّجَّالُ .

রেওয়ায়ত ১৬

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : মদীনার দ্বারে ফিরিশতা মোতায়েন রহিয়াছে। উহাতে কখনও মহামারী দেখা দিবে না আর দজ্জালও প্রবেশ করিবে না।

(٥) باب ماجاء فى اجلاء اليهود من المدينة

পরিচ্ছেদ ৫ : মদীনা হইতে ইহুদীদের বহিষ্কার

١٧ – وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْمعِيْلَ بْنِ أَبِىْ حَكِيْمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ يَقُوْلُ : كَانَ مِنْ آخِرِ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ قَالَ «قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قَبُوْرِ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لاَ يَبْقَيَنَّ دِيْنَانِ بَأَرْضِ الْعَرَبِ» .

---

১. ইয্খির ও জালীল - মক্কার ঘাসের নাম। মাজান্না মক্কার অদূরে এক স্থানের নাম। এখানে জাহিলিয়াতের যুগে মেলা বসিত। শামা ও তফীল মক্কার তিন মাইল দূরে দুইটি পাহাড়। জুহফা মক্কা হইতে ৮২ মাইল দূরে একটি লোকালয়ের নাম, তখন তথায় ইহুদীরা বাস করিত।

এই জ্বর মদীনা হইতে কদাকার একটি স্ত্রীলোকের মতো হইয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল। এক ব্যক্তি উহাকে রাস্তায় দেখিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আর কখনও মদীনায় জ্বর প্রত্যাবর্তন করিবে না।

রেওয়ায়ত ১৭

উমর ইবনে আবদুল আযীয (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ কথা যাহা বলিয়াছেন তাহাতে ছিল :

قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ لاَيَبْقَيَنَّ دِيْنَانِ بِاَرْضِ الْعَرَبِ–

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইহুদী ও নাসারাদেরকে ধ্বংস করুন।[১] তাহারা নিজেদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানাইয়া লইয়াছে। তোমরা সতর্ক থাক, আরবের মাটিতে যেন দুই ধর্ম হইতে না পারে।

١٨ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ » .

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَفَحَصَ عَنْ ذٰلِكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَتّٰى أَتَاهُ الثَّلْجُ وَالْيَقِيْنُ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَجْتَمِعُ دِيْنَانِ فِيْ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَأَجْلَى يَهُوْدَ خَيْبَرَ ».

রেওয়ায়ত ১৮

ইবনে শিহাব হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : মদীনায় দুই ধর্ম একত্র হইতে পারে না।

মালিক (র) বলেন : ইব্ন শিহাব (রা) বলিয়াছেন, উমর (রা) এ ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ইহা সত্যই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী, তখন তিনি খায়বরের ইহুদীদেরকে খায়বর হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন।

١٩ – قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ أَجْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَهُوْدَ نَجْرَانَ وَفَدَكَ فَأَمَّا يَهُوْدُ خَيْبَرَ فَخَرَجُوْا مِنْهَا لَيْسَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ وَلاَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْءٌ . وَأَمَّا يَهُوْدُ فَدَكَ فَكَانَ لَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ . لأَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَى نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ . فَأَقَامَ لَهُمْ عُمَرُ نِصْفُ الثَّمَرِ وَنِصْفُ الْأَرْضِ . قِيْمَةً مِنْ ذَهَبٍ وَوَرِقٍ وَإِبِلٍ وَحِبَالٍ وَأَقْتَابٍ . ثُمَّ أَعْطَاهُمُ الْقِيْمَةَ فَأَجْلاَهُمْ مِنْهَا .

১. তাহারা কবরকে কেবলা বানাইয়া ঐদিকে নামায পড়িত অর্থাৎ কবরকে সিজদা করিত। ইসলামে ইহা হারাম। প্রথম চার খলীফার যুগে আরব হইতে সমস্ত কাফিরকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আজ পর্যন্ত তথায় কেবল ইসলাম ধর্মই বিরাজমান।

রেওয়ায়ত ১৯

উমর (রা) ফিদক ও নাজরান হইতেও ইহুদী বিতাড়িত করিয়াছিলেন। খায়বরের ইহুদীদের না কোন জায়গা ছিল, না বাগান ছিল। ফিদকের ইহুদীদের স্থাবর সম্পত্তির অর্ধেক ছিল এবং অর্ধেক ফল ছিল। উমর (রা) অর্ধেক ফল ও স্থাবর সম্পত্তির দাম নির্ধারিত করিয়া উহা তাহাদেরকে দিয়া দেন এবং তাহাদেরকে তথা হইতে বহিষ্কার করিয়াছিলেন।

(٦) باب جامع ماجاء فى أمر المدينة

পরিচ্ছেদ ৬ : মদীনার ফযীলত

٢٠ - **وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ . فَقَالَ « هٰذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ » .

রেওয়ায়ত ২০

উরওয়া ইবনে যুবায়র (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উহুদ পাহাড় দেখিয়া বলিয়াছেন, এই পাহাড় আমাদের এবং আমরা এই পাহাড়কে ভালবাসি।

٢١ - **وَحَدَّثَنِي** عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، أَنَّ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ زَارَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَيَّاشٍ الْمَخْزُومِيَّ فَرَأَى عِنْدَهُ نَبِيذًا وَهُوَ بِطَرِيقِ مَكَّةَ . فَقَالَ لَهُ أَسْلَمُ : إِنَّ هٰذَا الشَّرَابَ يُحِبُّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ . فَحَمَلَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَيَّاشٍ قَدَحًا عَظِيمًا . فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَوَضَعَهُ فِي يَدَيْهِ . فَقَرَّبَهُ عُمَرُ إِلَى فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ . فَقَالَ عُمَرُ : إِنَّ هَذَا لشَّرَابٌ طَيِّبٌ . فَشَرِبَ مِنْهُ . ثُمَّ نَاوَلَهُ رَجُلاً عَنْ يَمِينِهِ . فَلَمَّا أَدْبَرَ عَبْدُ اللّٰهِ ، نَادَاهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ : أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللّٰهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ . فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَقُولُ فِي بَيْتِ اللّٰهِ وَلاَ فِي حَرَمِهِ شَيْئًا . ثُمَّ قَالَ عُمَرُ : أَأَنْتَ الْقَائِلُ لَمَكَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ هِيَ حَرَمُ اللّٰهِ وَأَمْنُهُ وَفِيهَا بَيْتُهُ . فَقَالَ عُمَرُ : لاَ أَقُولُ فِي حَرَمِ اللّٰهِ وَلاَ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا . ثُمَّ انْصَرَفَ .

রেওয়ায়ত ২১

আবদুর রহমান ইবনে কাসিম (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর মুক্ত দাস আসলাম বলিয়াছেন, তিনি মক্কার রাস্তায় আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আয়াশ আল-মাখযুরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে নবীয দেখিতে পাইলেন। আসলাম বলিলেন, এই পানীয়কে হযরত উমর (রা) খুব পছন্দ করেন। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে আয়াশ (রা) একটি বড় পেয়ালা ভরিয়া উমর (রা)-এর সম্মুখে রাখিলেন। তিনি উহা উঠাইয়া পান করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতঃপর মাথা তুলিয়া বলিলেন, 'এই পানীয় খুব ভাল' ইহা বলিয়া তিনি উহা পান করিলেন। অতঃপর যে তাঁহার ডানদিকে ছিল তাহাকে দান করিলেন। যখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আয়াশ প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন তখন উমর (রা) তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুমি বলিতেছ মদীনা হইতে মক্কা ভাল। আবদুল্লাহ্ বলিলেন, মক্কায় আল্লাহ্‌র হরম এবং উহা শান্তির স্থান আর তথায় তাঁহার ঘর রহিয়াছে। উমর (রা) বলিলেন, আমি আল্লাহ্‌র ঘর ও হরম সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি না। হযরত উমর (রা) আবারও আবদুল্লাহকে তদ্রূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঐ একই উত্তর দিলেন। হযরত উমর (রা) তখন আবার বলিলেন, আল্লাহ্‌র 'হরম' এবং তাঁহার গৃহ সম্বন্ধে কিছুই বলিতেছি না। অতঃপর তিনি চলিয়া গেলেন।[১]

(٧) باب ماجاء فى الطاعون

পরিচ্ছেদ ৭ : মহামারীর বর্ণনা

٢٢ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بِن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِث بْنِ نَوْفَلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ . حَتّٰى إِذَا كَانَ بَسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ . فَأَخْبَرُوْهُ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : اُدْعُ لِى الْمُهَاجِرِيْنَ الْأَوَّلِيْنَ فَدَعَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَأَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ . فَاخْتَلَفُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَدْ خَرَجْتَ لِأَمْرٍ ، وَلاَ نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَلاَ نَرَى أَنْ تُقَدِّمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَإِ . فَقَالَ عُمَرَ : اِرْتَفِعُوْا عَنِّىْ ثُمَّ قَالَ : اُدْعُ لِىْ الْأَنْصَارِ . فَدَعَوْتُهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ فَسَلَكُوْا سَبِيْلِ الْمُهَاجِرِيْنَ . وَاخْتَلَفُوْا كَاخْتِلاَفِهِمْ . فَقَالَ : اِرْتَفِعُوْا عَنِّىْ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِىْ مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ مُشَيْخَةُ قُرَيْشٍ .

১. মক্কা ও মদীনা এই উভয় শহরের মধ্যে কোন্‌টা উত্তম এ ব্যাপারে সে যুগের লোকদের মধ্যেও মতভেদ ছিল। আলিমদের সম্মিলিত মত এই যে, মক্কা উত্তম। আবূ হানীফা, শাফেয়ী ইবনে আবদুল বার প্রমুখের মতও ইহাই। কিন্তু উমর (রা) ও সাহাবায়ে কিরামের এক দলের মতে ও মালিক (র)-এর মতে মদীনা উত্তম।

مِنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ . فَدَعَوْتُهُمْ فَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَيْهِ مِنْهُمْ اثْنَانِ . فَقَالُوْا : نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ وَلاَ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هٰذَا الْوَبَا فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ : إِنَّ مُصْبِحٌ عَلَى ظَهْرٍ فَأَصْبِحُوْا عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُوْ عُبَيْدَ أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ عُمَرَ : لَوْ غَيْرُكَ قَالَهَا يَا أَبَا عُبَيْدَهُ ؟ نَعَمْ . نُفِرُّ مِنْ قَدَرِ اللّٰهِ إِلَى قَدَرِ اللّٰهِ . أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِبِلٍ فَهَبِطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ . إِحْدَاهُمَا مُخْصِبَةٌ وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ ، أَلَيْسَ إِنْ رَعَيْتَ الْخَصِبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ ؟ وَإِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَرِ اللّٰهِ ؟ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَكَانَ غَائِبًا فِيْ بَعْضِ حَاجَتِهِ . فَقَالَ : إِنَّ عِنْدِيْ مِنْ هٰذَا عِلْمًا . سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا ، فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ » قَالَ فَحَمِدَ اللّٰهَ عُمَرُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ

রেওয়ায়ত ২২

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) শাম দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। যখন তিনি সুরগ নামক স্থানে পৌছিলেন তখন বড় বড় সেনাপতি তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, যেমন আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ ও তাঁহার সঙ্গিগণ। ঐ সেনাপতিগণ বলিলেন, আজকাল শাম দেশে মহামারী বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইব্ন আব্বাস বলিলেন্, নেতৃস্থানীয় মুহাজিরদেরকে ডাকিয়া আন যাঁহারা প্রথমে হিজরত করিয়াছেন। উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) বলিলেন তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনা হইল। উমর (রা) তাঁহাদের সহিত শাম দেশের মহামারী সম্বন্ধে পরামর্শ করিলেন। তাঁহাদের কেহ মন্তব্য করিলেন, আপনি কাজের জন্য বাহির হইয়াছেন এখন প্রত্যাবর্তন করা সমীচীন হইবে না। কেহ বলিলেন, আপনার সহিত অন্যান্য লোকও রহিয়াছে আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাহাবীও রহিয়াছেন। তাহাদিগকে এই মহামারীতে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। উমর (রা) তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। অতঃপর বলিলেন, যাও আনসারদেরকে ডাকিয়া আন! অতঃপর ইব্নে আব্বাস আনসারদেরকে ডাকিয়া আনিলেন। উমর (রা) তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলেন। তাঁহারাও মুহাজিরদের মতো মত প্রকাশ করিলেন। উমর (রা) তাঁহাদিগকেও বিদায় দিলেন। অতঃপর বলিলেন, যাও কুরাইশ সর্দারদিগকে ডাকিয়া আন। যাঁহারা মক্কা বিজয়ের পর হিজরত করিয়াছেন, আমি কুরাইশের বয়োবৃদ্ধদের ডাকিয়া আনিলাম। তাঁহাদের দুইজনের মধ্যেও কোন মতাবিরোধ হইল না, বরং সকলেই এক বাক্যে বলিলেন : আমাদের মতে আপনার ফিরিয়া যাওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হইতেছে। লোকদেরকে মহামারিতে লইয়া যাওয়া সমীচীন মনে হইতেছে না। অতঃপর উমর (রা) ঘোষণা করিয়া দিলেন, সকাল বেলায় আমরা ফিরিয়া যাইব।

সকাল বেলা সকলেই সওয়ার হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। সে সময় আবূ উবায়দা (রা) বলিলেন, কি হইল, আল্লাহ্র তকদীর (নির্ধারিত বিধান) হইতে পলাইয়া যাইতেছ ? উমর (রা) বলিলেন, যদি

এই কথা অন্য কেহ বলিত। হাঁ, আমরা আল্লাহ্র তকদীর হইতে আল্লাহ্র তকদীরের প্রতি পলায়ন করিতেছি। যদি তোমার নিকট উট থাকে আর তুমি দুই দিক ঘেরাও করা মাঠে লইয়া যাও, যাহার একদিক শস্য শ্যামল থাকে আর অন্যদিক শুষ্ক ও খালি থাকে। যদি তুমি উটকে শ্যামল দিকে চরাও তখনও তুমি উহা আল্লাহ্র তকদীরেই উহাকে চরাইলে আর যদি শুষ্ক ভূমিতে চরাও তবুও আল্লাহ্র তকদীরেই চরাইলে। এই সময়ে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) আসিয়া পড়িলেন। তিনি কোথাও কোন কাজে গিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, আমার এই ব্যাপারে জানা আছে। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যদি তুমি কোন স্থানে মহামারীর কথা শুনিতে পাও তবে তথায় গমন করিও না। আর যদি কোন স্থানে মহামারী ছড়াইয়া পড়ে আর তুমি সেখানে থাক তবে তথা হইতে পলাইও না। ইবনে আব্বাস বলিলেন, ইহা শুনিয়া উমর (রা) আল্লাহ্র প্রশংসা করিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

٢٣ – **وَحَدَّثَنِيْ** عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَعَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِيْ النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ ابْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ : مَاسَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ الطَّاعُوْنَ ؟ فَقَالَ أُسَامَةَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « الطَّاعُوْنَ رِجْزٌ أُرْسِيْلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ ، أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِ . وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ ».

রেওয়ায়ত ২৩

সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) উসামা ইবনে যায়দের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট মহামারী সম্বন্ধে কি শুনিয়াছ ? তিনি বলিলেন : রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন মহামারী এক প্রকার আযাব যাহা বনী ইসরাইলের এক সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠান হইয়াছে (অথবা বলিয়াছেন) তোমাদের পূর্বেকার লোকদের প্রতি পাঠান হইয়াছে। যখন তোমরা কোন স্থানে মহামারীর কথা শোন তথায় যাইও না, আর যদি কোথাও মহামারী সংক্রামিত হইয়া পড়ে আর তোমরা তথায় থাক, তবে তথা হইতে পলায়ন করিও না। আবূ নসর বলেন, পলায়নের ইচ্ছায় বাহির হইও না।

٢٤ – **وَحَدَّثَنِيْ** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ . فَلَمَّا جَاءَ سَرْغَ ، بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَا قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ . فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ابْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ . وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ » فَرَجَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ .

রেওয়ায়ত ২৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন 'আমির ইবনে রবী'আ (রা) হইতে বর্ণিত, উমর (রা) শাম দেশের দিকে রওয়ানা হইলেন, যখন সুরগ নামক স্থানে পৌছিলেন, তখন জানিতে পারিলেন, শাম দেশে মহামারী বিস্তার লাভ করিয়াছে।

٢٥ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنَّمَا رَجَعَ بِالنَّاسِ مِنْ سَرْغَ عَنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ .

রেওয়ায়ত ২৫

সালেম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ হইতে বর্ণিত, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আবদুর রহমান ইবনে আউফ-এর কথায় সুরগ হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

٢٦ – وَحَدَّثَنِيْ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِيْ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : لَبَيْتٌ بِرُكْبَةَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ بِالشَّامِ .

قَالَ مَالِكٌ : يُرِيْدُ لِطُوْلِ الْاَعْمَارِ وَالْبَقَاءِ . وَلِشِدَّةِ الْوَبَاءِ بِالشَّامِ.

রেওয়ায়ত ২৬

মালিক (র) বলেন, উমর (রা) বলিয়াছেন, রুক্‌বার একটি ঘর আমার নিকট শাম দেশের দশটি ঘর হইতে উৎকৃষ্ট।

মালিক (র) বলেন, ইহা এইজন্য যে, রুকবা স্বাস্থ্যকর স্থান ছিল, সেখানে লোকেরা দীর্ঘায়ু লাভ করিত, আর শামে প্রায়ই মহামারী দেখা দিত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪৬

كتاب القدر

তকদীর অধ্যায়

(١) باب النهى عن القول بالقدر

পরিচ্ছেদ ১ : তকদীরের ব্যাপারে বিতর্ক করা নিষেধ

١–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «تَحَاجَّ آدَمُ وَمُوسَى. فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى. قَالَ لَهُ مُوسَى : أَنْتَ آدَمُ الَّذِى أَغْوَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ لَهُ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى الَّذِى أَعْطَاهُ اللّٰهُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ. وَاصْطَفَاهُ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أَفَتَلُومُنِى عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟ »

রেওয়ায়ত ১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আদম ও মূসা (আ)-এর মধ্যে তর্ক হইয়াছিল। অবশেষে আদম (আ) মূসা (আ)-এর উপর জয়ী হইয়াছিলেন। মূসা (আ) বলিয়াছিলেন, আপনি ঐ আদম যিনি বহু লোককে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন। আর তাহাদেরকে বেহেশত হইতে বাহির করিয়াছেন। আদম (আ) বলিলেন, তুমি ঐ মূসাই তো, তোমাকে আল্লাহ্ সর্বপ্রকার ইলম দান করিয়াছিলেন, তোমাকে নবী বানাইয়াছিলেন। মূসা (আ) বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর আদম (আ) বলিলেন, তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে এমন কাজের ব্যাপারে দোষারোপ করিতেছ যাহা আমার সৃষ্টির পূর্বেই আমার তকদীরে লেখা ছিল।

٢- وحدثني يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارِ الْجُهَنِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ-وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غَافِلِينَ-فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى خَلَقَ آدَمَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ بِيَمِيْنِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ : خَلَقْتُ هٰؤُلاَءِ لِلْجَنَّةِ وبِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ. ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً. فَقَالَ : خَلَقْتُ هٰؤُلاَءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُوْنَ» فَقَالَ رَجُلُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ. فَفِيمَ الْمَعَلُ ؟ قَالَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّ اللّٰهِ إِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ، اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. حَتَّى يُوْتَ عَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ الْجنَّةَ. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ. اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ. حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ. فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ».

রেওয়ায়ত ২

মুসলিম ইব্‌ন ইয়াসার জুহানী (র) হইতে বর্ণিত, উমর (রা)-এর নিকট **واذ اخذ ربك** আয়াত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইল। তিনি বলিলেন, আমি শুনিয়াছি, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-র নিকট এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, আল্লাহ্ পাক আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত দ্বারা মুসেহ করিলেন, অতঃপর আদমের পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার সন্তানদেরকে বাহির করিলেন এবং বলিলেন : আমি ইহাদেরকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। ইহারা বেহেশতের কাজ করিবে। অতঃপর পুনরায় তাঁহার পৃষ্ঠদেশে স্বীয় দক্ষিণ হস্ত বুলাইলেন এবং তাঁহার আর কিছু সংখ্যক সন্তান বাহির করিলেন এবং বলিলেন, আমি ইহাদেরকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করিয়াছি। ইহারা দোযখের কাজ করিবে। এক ব্যক্তি বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহা হইলে আমল করায় লাভ কি ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আল্লাহ্ পাক যখন কোন বান্দাকে বেহেশতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাহার দ্বারা বেহেশতীদের কাজ করান আর মৃত্যুর সময়েও সে নেক কাজ করিয়া মৃত্যুবরণ করে, তখন আল্লাহ্ পাক তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইয়া থাকেন। আর যখন কোন বান্দাকে দোযখের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তাহার

দ্বারা দোযখীদের কাজ করাইয়া থাকেন। অতঃপর মৃত্যুর সময়েও তাহাকে খারাপ কাজ করাইয়াই মৃত্যুবরণ করান। আর আল্লাহ্ তখন তাহাকে দোযখে প্রবেশ করাইয়া থাকেন।

٣– **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا مَسَكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللّٰهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ».

রেওয়ায়ত ৩

মালিক (র) বলেন, তাঁহার নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি তোমাদের নিকট দুইটি বস্তু ছাড়িয়া যাইতেছি। তোমরা যতক্ষণ উহাকে ধরিয়া থাকিবে পথভ্রষ্ট হইবে না। উহা হইল আল্লাহ্র কিতাব ও রাসূলের সুন্নত।

٤– **وحدّثني** يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسِ الْيَمَانِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُوْنَ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ.

قَالَ طَاوُسُ : وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ ، أَوِ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ ».

রেওয়ায়ত ৪

তাউস ইয়ামানী (র) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কয়েকজন সাহাবীকে পাইয়াছি যাঁহারা বলিতেন, প্রতিটি বস্তুই তকদীরের লিখন অনুসারে হইয়া থাকে। তাউস বলেন, আর আমি ইবনে উমর (রা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিতেন, প্রতিটি ব্যাপারই তকদীর অনুযায়ী হইয়া থাকে, এমন কি মানুষের দুর্বল হওয়া এবং বুদ্ধিমান হওয়াও।

٥– **وحدّثني** مَالِكٌ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ فِيْ خُطْبَتِهِ. إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْهَادِي وَالْفَاتِنُ.

রেওয়ায়ত ৫

আমর ইব্ন দীনার (র) বলেন, আমি ইব্ন যুবাইর (র)-এর নিকট শুনিয়াছি, তিনি স্বীয় খুৎবা দেওয়ার সময় বলিতেন, আল্লাহ্ তা'আলাই মানুষকে সৎপথ প্রদর্শনকারী, আর তিনিই পথভ্রষ্টকারী।

(কুরআন শরীফেও বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ পাক যাহাকে ইচ্ছা হিদায়ত দান করেন, যাহাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। সুতরাং ভাল-মন্দ সমস্ত কাজ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু মানুষকে ভাল-মন্দ কাজ বলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং উহা হইতে বাছিয়া লওয়ার ইখতিয়ার দেওয়া হইয়াছে। এই স্বাধীনতার উপরই তাহার সওয়াব ও আযাব হইবে। কদরীয়া[১] ও শীয়া দলের মতে মানুষ নিজের কাজের নিজেই সৃষ্টিকর্তা। এই মতবাদ কুরআন ও হাদীসের বিপরীত।)

٦- **وحدَّثني عَنْ** مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَسِيْرُ مَعَ عُمَرَ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ. فَقَالَ : مَا رَأْيُكَ فِي هٰؤُلاَءِ الْقَدَرِيَّةِ ؟ فَقُلْتُ : رَأْيِي أَنْ تَسْتَتِيْبَهُمْ . فَإِنْ تَابُوْا ، وَإِلاَّ عَرَضْتَهُمْ عَلَى السَّيْفِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَذٰلِكَ رَأْيِي.

قَالَ مَالِكٌ : وَذٰلِكَ رَأْيِي.

রেওয়ায়ত ৬

আবূ সুহাইল ইবনে মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তিনি উমর আবদুল আযীয (র)-এর সহিত কোথাও যাইতেছিলেন। তিনি আবূ সুহাইলকে বলিলেন, কদরিয়া সম্বন্ধে তোমার মত কি ? আমি বলিলাম, আমার মত এই যে, তাহাদেরকে তওবা করানো উচিত। যদি তাহারা তওবা করিয়া ফেলে তবে তো ভাল, না হয় তাহাদেরকে হত্যা করা যাইতে পারে। উমর (র) বলেন, তাহাদের সম্বন্ধে আমার মতও ইহাই।

মালিক (র) বলেন, তাহাদের সম্বন্ধে আমারও মত ইহাই।

(٢) باب جامع ماجاء فى أهل القدر

পরিচ্ছেদ ২ : তকদীর সম্বন্ধে বিভিন্ন রেওয়ায়ত

٧- **وحدَّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لاَتَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ، وَلْتَنْكِحَ . فَإِنَّمَا لَهَا مَاقُدِّرَ لَهَا.

১. কদরীয়া একটি ভ্রষ্ট দল। তাহারা মানুষকে সর্বকাজের সৃষ্টিকর্তা এবং পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী মনে করিয়া থাকে।

রেওয়ায়ত ৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, কোন স্ত্রীলোক যেন তাহার বোনের তালাক কামনা না করে এই উদ্দেশ্যে যে, তাহার পাত্র খালি করিয়া দিবে, বরং তাহার বিবাহ হইবে। কারণ যাহা তাহার ভাগ্যে রহিয়াছে উহাই সে পাইবে।

٨- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ يَزِيْدَ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ . قَالَ : قَالَ مُعَاوِيَةُ ابْنُ أَبِيْ سُفْيَانَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَمَانِعَ لِمَا أَعْطَى اللّٰهُ . وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ اللّٰهُ . وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ. مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ. ثُمَّ قَالَ مُعَاوِيَةُ : سَمِعْتُ هٰؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . عَلَى هٰذِهِ الْأَعْوَادِ.

রেওয়ায়ত ৮

মুহম্মদ ইবনে কাব কুরাযী (র) হইতে বর্ণিত, মুয়াবিয়া (রা) মিম্বরে দাঁড়াইয়া বলিয়াছেন, হে মানুষ! তোমরা জানিয়া রাখ, যাহা আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দান করিবেন কেহই তাহা বাধা দিতে পারিবে না। আর তিনি যাহা দান না করিবেন উহা কেহই দান করিতে পারিবে না। আর কোন মালদারকে তাহার মাল আল্লাহ্র আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। আল্লাহ্ পাক যাহার ভাল চান তাহাকে দীনের জ্ঞান দান করেন। অতঃপর বলিলেন, আমি এই কথাগুলি এই কাঠের (মিম্বর) উপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি।

٩- **وحدّثني** يَحْيَي عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ كَمَا يَنْبَغِيْ. الَّذِي لاَيَعْجَلُ شَيْءٌ أَنَاهُ وَقَدَّرَهُ. حَسْبِيَ اللّٰهُ وَكَفَى. سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ دَعَا. لَيْسَ وَرَاءَ اللّٰهِ مَرْمَى.

রেওয়ায়ত ৯

মালিক (র) বলেন, আমার নিকট এই মর্মে রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, সাহাবীদের যুগে বলা হইত, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য যিনি প্রতিটি বস্তু যেভাবে ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দ্বারা যে সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে উহার পূর্বে কিছুই হইতে পারে না। আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে ডাকে, আল্লাহ্ তাহার কথা শুনিয়া থাকেন। আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কেহ নাই যাহার নিকট দু'আ করা যাইতে পারে, যাহার নিকট কিছু আশা করা যাইতে পারে।

١٠- وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ؛ اَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ أَحَدًا لَنْ يَمُوْتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ.

রেওয়ায়ত ১০

মালিক (র)-এর নিকট এই হাদীস পৌঁছিয়াছে যে, সাহাবীদের যুগে বলা হইত, স্বীয় রিযিক পূর্ণ করার পূর্বে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইতে পারে না। অতএব ধৈর্য সহকারে জীবিকা অন্বেষণ কর অর্থাৎ এই ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না।

জীবিকা অন্বেষণে এত লাগিয়া যাইও না যাহাতে আল্লাহকেও ভুলিয়া যাইতে হয়, হালাল হারামের পার্থক্য থাকে না। যাহা নির্দিষ্ট আছে তাহাই পাইবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪৭

كتاب حسن الخلق

সৎস্বভাব বিষয়ক অধ্যায়

(١) باب ماجاء في حسن الخلق

পরিচ্ছেদ ১ : সৎস্বভাব প্রসঙ্গ

١- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ : آخِرُ مَا أَوْصَانِي بِهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِي فِي الْغَرْزِ . أَنْ قَالَ «أَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ . يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ».

রেওয়ায়ত ১

মু'আয ইব্ন জাবাল (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বশেষ ওসীয়্যত নবী করীম (সা) আমাকে করিয়াছেন যখন আমি ঘোড়ার রেকাবে পা রাখিতেছিলাম। তাহা এই যে, হে মু'আয! মানুষের সহিত সৎ ব্যবহার করিবে।

٢- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ قَالَتْ : مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا. مَالَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا ، كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ. وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللّٰهِ. فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ بِهَا.

রেওয়ায়ত ২

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, যখনই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দুইটি কাজের মধ্যে একটি গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হইত তিনি সহজটি গ্রহণ করিতেন, যদি উহা গুনাহর কাজ না হইত। যদি উহা গুনাহর কাজ হইত, তবে তিনিই সর্বাধিক উহা বর্জন করিয়া চলিতেন।

তিনি নিজের জন্য কাহারও উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু যখন আল্লাহ্‌র হারামের পর্দা ছিদ্র হইত তখন তিনি প্রতিশোধ লইতেন।

٣- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيهِ ».

রেওয়ায়ত ৩

আলী ইব্‌ন হুসাইন হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ইসলামের সৌন্দর্যের মধ্যে ইহাও রহিয়াছে যে, মানুষ অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ ত্যাগ করিবে।

٤- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ : اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَتْ عَائِشَةُ : وَأَنَا مَعَهُ فِى الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ » ثُمَّ أَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ سَمِعْتُ ضَحِكَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَعَهُ. فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلُ. قُلْتُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ، قُلْتَ فِيهِ مَا قُلْتَ. ثُمَّ لَمْ تَنْشَبْ أَنْ ضَحِكْتَ مَعَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « إِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنِ اتَّقَاهُ النَّاسُ لِشَرِّهِ ».

রেওয়ায়ত ৪

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, কেহ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট সাক্ষাৎ করিতে অনুমতি চাহিল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ্‌র ঘরে ছিলাম। তিনি বলিলেন : এই লোকটি মন্দ। অতঃপর তিনি তাহাকে আসিতে অনুমতি দান করিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, বেশিক্ষণ না যাইতেই আমি ঐ লোকটির সহিত রাসূলুল্লাহ্‌কে হাসিতে শুনিতে পাইলাম। তাহার প্রস্থানের পর আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এইমাত্র আপনি তাহাকে মন্দ বলিলেন, আর এখনই আপনি তাহার সহিত হাসিতেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, সকলের চাইতে মন্দ ঐ ব্যক্তি যাহার অনিষ্টকারিতার জন্য লোকে তাহাকে ভয় করে।[১]

٥- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِى سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَحْبَبْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوا مَا لِلْعَبْدِ عِنْدَ رَبِّهِ ، فَانْظُرُوا مَاذَا يَتْبَعُهُ مِنْ حُسْنِ الثَّنَاءِ.

রেওয়ায়ত ৫

কা'ব আহবার (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, কোন বান্দার মর্যাদা তাহার প্রভুর নিকট কিরূপ উহা জানিতে ইচ্ছা করিলে দেখ, অন্যান্য লোক তাহার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করে।

১. অর্থাৎ লোকেরা এই ভয়ে থাকে যে, সে যে কোন সময় কষ্ট দিতে পারে। লোকটি সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর মন্তব্য গীবত ছিল না, বরং এক ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে লোকেরা তাহার সম্পর্কে সতর্ক হইয়া যায়।

٦- وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الْمَرْءِ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الْقَائِمِ بِالَّيْلِ ، الظَّامِي بِالْهَوَاجِرِ.

রেওয়ায়ত ৬

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ হইতে বর্ণিত। তিনি বলিয়াছেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, মানুষ তাহার সৎ চরিত্রের জন্য সারা রাত্রি ইবাদতকারী ও সর্বদা রোযা রাখে, এমন ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করিয়া থাকে।[১]

٧- وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ كَثِيْرٍ مِنَ الصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ ؟ قَالُوْا : بَلَى. قَالَ : إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ. وَإِيَّاكُمْ وَالْبُغْضَةَ. فَإِنَّهَا هِيَ الْحَالِقَةُ.

রেওয়ায়ত ৭

সাঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন : আমি কি তোমাদের এমন কাজের সন্ধান দিব যাহা বহু নামায ও অনেক সদকা হইতেও উৎকৃষ্ট? লোকেরা বলি, নিশ্চয়ই। বলুন। তিনি বলিলেন, পরস্পর আপস করাইয়া দেওয়া। আর তোমরা শত্রুতা ও দুশমনী হইতে দূরে থাক। কারণ এই স্বভাব নেকীকে বিনষ্ট করে।

٨- وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلاَقِ ».

রেওয়ায়ত ৮

মালিক (র) হইতে বর্ণিত, তাঁহার নিকট এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি নৈতিকতাকে পূর্ণতা দান করিবার জন্য নবী হইয়া আগমন করিয়াছি।[২]

(٢) باب ماجاء في الحياء

পরিচ্ছেদ ২ : শরম ও লজ্জা সম্বন্ধীয় বর্ণনা

٩- وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ؛ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الزُّرَقِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ. يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقٌ. وَخُلُقُ الْإِسْلاَمِ الْحَيَاءُ ».

---

১. অর্থাৎ যদি লোকে তাহার প্রশংসা করে তবে বুঝিবে যে, এই ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটও ভাল, আর যদি লোকে তাহাকে মন্দ ধারণা করিয়া থাকে, তবে বুঝিবে আল্লাহ্র নিকটও এই ব্যক্তি মন্দ।

২. এই হাদীসটি আহমদ, হাকিম ও তিবরানী আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।

রেওয়ায়ত ৯

যায়েদ ইব্‌ন তাল্‌হা ইব্‌ন রুকানা (র) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, প্রতিটি ধর্মেরই একটা স্বভাব রহিয়াছে, আর ইসলামের স্বভাব হইল লজ্জা।

١٠- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «دَعْهُ. فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ».

রেওয়ায়ত ১০

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। সে তাহার ভাইকে বেশি লজ্জা না করার জন্য নসীহত করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : এই বিষয়ে তাহাকে নসীহত করা হইতে বিরত থাক। কেননা এই লজ্জা ঈমানের অঙ্গস্বরূপ।[১]

(٣) باب ماجاء في الغضب

পরিচ্ছেদ ৩ : ক্রোধ প্রসঙ্গ

١١- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ عَلِّمْنِي كَلِمَاتٍ أَعِيْشُ بِهِنَّ. وَلاَ تُكْثِرْ عَلَيَّ فَأَنْسَى. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «لاَتَغْضَبْ».

রেওয়ায়ত ১১

হুমাইদ ইব্‌ন আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে এমন কয়েকটি কথা শিখাইয়া দিন যাহা দ্বারা উপকার লাভ করিতে পারি। আর অনেক কথা বলিবেন না, আমি ভুলিয়া যাইব। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : ক্রোধ করিও না।

١٢- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ. إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ».

রেওয়ায়ত ১২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ ব্যক্তি বীর নহে যে অন্যকে ধরাশায়ী করিয়া দেয়, বরং বীর ঐ ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজকে নিয়ন্ত্রণে রাখিতে পারে।

---

১. যাহাকে নসীহত করা হইতেছিল, সে ব্যক্তি ছিল খুবই লাজুক। ঐ ব্যক্তি তাহাকে তাহার লজ্জার জন্য তিরস্কার করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, এইরূপ নসীহত বন্ধ কর। তুমি তাহাকে লজ্জা হইতে বিরত রাখিতেছ, অথচ উহা ঈমানের অঙ্গস্বরূপ।

(٤) باب ماجاء فى المهاجرة

পরিচ্ছেদ ৪ : কাহাকেও ত্যাগ করা প্রসঙ্গে

١٣– وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيّ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْصَارِىّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَيَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ. يَلْتَقِيَانِ. فَيُعْرِضُ هٰذَا. وَيُعْرِضُ هٰذَا. وَخَيْرُهُمَا الَّذِى يَبْدأُ بِالسَّلاَمِ ».

রেওয়ায়ত ১৩

আবূ আয়্যুব আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : কোন মুসলমানের পক্ষে তাহার ভইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তিন দিনের বেশি ত্যাগ করা বৈধ নহে। ইহা এইরূপে যে, তাহাদের একজন মিলিতে আসে তো অন্যজন তাকাইয়া দেখে না বা একজন মিলিতে আসে তো অন্যজন লক্ষ্য করে না — এই উভয়ের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই উত্তম, যে প্রথম সালাম করে।

١٤– وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا. وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُهَاجِرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ ».

قَالَ مَالِكُ : لاَ أَحْسِبُ التَّدَابُرَ إِلاَّ الْإِعْرَاضَ عَنْ أَخِيْكَ الْمُسْلِمِ . فَتُدْبِرَ عَنْهُ بِوَجْهِكَ.

রেওয়ায়ত ১৪

আনাস ইব্‌ন মালিক (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ করিও না এবং একে অন্যের দিকে পিঠ ফিরাইয়া থাকিও না, বরং তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা ভাই ভাই হইয়া থাক; কোন মুসলমানের জন্য তাহার কোন মুসলমান ভাইকে তিন রাত্রির অধিক ত্যাগ করা বৈধ নহে।

١٥– وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ. فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ . وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَنَافَسُوْا وَلاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَكُونُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا ».

রেওয়ায়ত ১৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : তোমরা অনুমান করা হইতে বাঁচিয়া থাক। নিশ্চয়ই অনুমান বড় মিথ্যা। কাহারও ছিদ্রান্বেষণ করিও না, কাহারও সম্বন্ধে

অনুমানভিত্তিক কথা বলিও না। দুনিয়ার জন্য পরস্পর প্রতিযোগিতা করিও না। একে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করিও না এবং অন্যের প্রতি পিঠ ফিরাইয়া থাকিও না। আল্লাহ্র বান্দা সকলে ভাই ভাই হইয়া যাও।

١٦- **وحدثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِى مُسْلِمٍ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «تَصَافَحُوْا يَذْهَبِ الْغِلُّ. وَتَهَادَوْا تَحَابُّوْا، وَتَذْهَبِ الشَّحْنَاءُ».

রেওয়ায়ত ১৬

আতা ইব্ন আবদুল্লাহ্ খুরাসানী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : তোমরা পরস্পর মুসাফাহা (কর মর্দন) কর, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যকার শত্রুতা দূর হইয়া যাইবে। পরস্পর হাদিয়া তোহ্ফা আদান-প্রদান কর, তাহা হইলে পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টি হইবে এবং শত্রুতা দূর হইয়া যাইবে।

١٧- **وحدثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لَايُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا . إِلاَّ رَجُلاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . أَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا».

রেওয়ায়ত ১৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয় এবং যে মুসলমান বান্দা আল্লাহ্র সহিত কাহাকেও শরীক করে না তাহাকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়, তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে নিজ ভাইয়ের সহিত শত্রুতা পোষণ করে। বলা হইতে থাকে, তাহাদের পরস্পর মেলামেশা না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের ব্যাপারে অপেক্ষা কর অর্থাৎ যতক্ষণ তাহারা আপস না করে তাহাদেরকে ক্ষমা করা হইবে না।

١٨- **وحدثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ كُلَّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ. يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ. إِلاَّ عَبْدًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ اتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَفِيْئَا. أَوِ ارْكُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَفِيْئَا.

রেওয়ায়ত ১৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিলেন : সপ্তাহে দুইবার অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও সোমবার বান্দাদের আমল লেখা হইয়া থাকে। তখন প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হইয়া থাকে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত, যে স্বীয় ভ্রাতার সহিত শত্রুতা পোষণ করে। বলা হয়, এই উভয়কে তাহাদের আপস না হওয়া পর্যন্ত ত্যাগ কর (ক্ষমা করিও না)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪৮

كتاب اللباس

পোশাক-পরিচ্ছদ অধ্যায়

(١) باب ما جاء فى لبس الثياب للجمال بها

পরিচ্ছেদ ১ : সৌন্দর্যের জন্য কাপড় পরিধান করা

١- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فِى غَزْوَةِ بَنِى أَنْمَارٍ. قَالَ جَابِرٌ : فَبَيْنَا أَنَا نَازِلٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ ، إِذَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَلُمَّ إِلَى الظِّلِّ. قَالَ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقُمْتُ إِلَى غِرَارَةٍ لَنَا. فَالْتَمَسْتُ فِيْهَا شَيْئًا فَوَجَدْتُ فِيْهَا جِرْوَ قِثَّاءٍ. فَكَسَرْتُهُ. ثُمَّ قَرَّبْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ « مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هٰذَا ؟ » قَالَ فَقُلْتُ : خَرَجْنَا بِهِ يَارَسُولَ اللّٰهِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ. قَالَ جَابِرٌ : وَعِنْدَنَا صَاحِبٌ لَنَا نُجَهِّزُهُ يَذْهَبُ يَرْعَى ظَهْرَنَا. قَالَ فَجَهَّزْتُهُ. ثُمَّ أَدْبَرَ يَذْهَبُ فِى الظَّهْرِ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ لَهُ قَدْ خَلَقَا. قَالَ فَنَظَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِلَيْهِ فَقَالَ « أَمَا لَهُ ثَوْبَانِ غَيْرُ هٰذَيْنِ ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللّٰهِ. لَهُ ثَوْبَانِ فِى الْعَيْبَةِ. كَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا. قَالَ « فَادْعُهُ فَمُرْهُ فَلْيَلْبَسْهُمَا ». قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَلَبِسَهُمَا. ثُمَّ وَلَّى يَذْهَبُ. قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ

« مَالَهُ ضَرَبَ اللّٰهُ عُنُقَهُ. أَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا لَهُ » ؟ قَالَ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « فِي سَبِيلِ اللّٰهِ » قَالَ فَقُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ.

রেওয়ায়ত ১

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বনী আন্‌মার যুদ্ধের[১] জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত রওয়ানা হইলাম। জাবির (রা) বলেন, আমরা একটি বৃক্ষের নিচে অবস্থান করিতেছিলাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখা গেল। আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছায়ায় আসুন। তিনি আসিয়া ছায়ায় দাঁড়াইলেন। আমি আমার টুকরির কাছে যাইয়া উহাতে (কিছু খাদ্য) অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। শেষ পর্যন্ত উহাতে একটি কাকড়ি পাওয়া গেল। আমি উহাকে কাটিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা কোথা হইতে আসিল ? জাবির বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা ইহাকে মদীনা হইতে লইয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। জাবির বলেন, আমাদের সহিত এক ব্যক্তি ছিল যাহার নিকট আমরা সফরের মালপত্র দিয়াছিলাম। সে ব্যক্তি আমাদের জন্তুগুলিও চরাইত। যখন সে আমাদের জন্তুগুলি চরাইতে যাইতে লাগিল, তখন তাহার গায়ে দুইটি পুরান ছেঁড়া চাদর ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা দেখিয়া বলিলেন, এই ব্যক্তির নিকট কি অন্য কোন কাপড় নাই ? জাবির বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! তাহার নিকট ইহা ব্যতীত আরও কাপড় রহিয়াছে যাহা সে পুটলি বাঁধিয়া রাখিয়াছে! উহা আমি তাহাকে পরিতে দিয়াছিলাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহাকে ঐ কাপড় পরিধান করিতে বল। আমি তাহাকে ডাকিয়া উহা পরিধান করিতে বলিলে সে তাহা বাহির করিয়া পরিধান করিল। যখন সে আবার যাইতেছিল তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন : তাহার কি হইয়াছিল যে, কাপড় থাকিতে সে তাহা পরিধান করিল না ? আল্লাহ্ তাহার গর্দান মারুক! এখন কি তাহাকে আগের চাইতে ভাল দেখায় না ? সে ব্যক্তি ইহা শুনিতে পাইয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম! আল্লাহ্‌র রাস্তায় কি আমার গর্দান মারা যাইবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র রাস্তায়। পরে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হইয়া গেল।

٢- وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَى الْقَارِئِ أَبْيَضَ الثِّيَابِ.

---

১. বনী আনমারের যুদ্ধ হিজরী তৃতীয় সনে সংঘটিত হইয়াছিল।

রেওয়ায়ত ২

উমর (রা) বলেন : আমি ক্বারীগণকে (কুরআনের আলিমগণ) শুভ্র পোশাকে দেখিতে পছন্দ করি।

٣- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ أَبِى تَمِيْمَةَ ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ ؛ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِذَا اَوْسَعَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ . جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ .

রেওয়ায়ত ৩

উমর (রা) বলিতেন, যখন তোমাদেরকে আল্লাহ্ সচ্ছলতা দান করিবেন, তখন তোমরাও নিজের উপর সচ্ছলতার নিদর্শন দেখাও। নিজেদের পোশাক তৈরি করিয়া লও।

(٢) باب ماجاء فى لبس الثياب المصبغة والذهب

পরিচ্ছেদ ২ : রঙিন কাপড় ও স্বর্ণ ব্যবহার প্রসঙ্গ

٤- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَصْبُوْغَ بِالْمِشْقِ. وَالْمَصْبُوْغَ بِالزَّعْفَرَانِ.

قَالَ يَحْيٰى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْغِلْمَانُ شَيْئًا مِنَ الذَّهَبِ. لأَنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ.

قَالَ يَحْيٰى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ فِى الْمَلاَحِفِ الْمُعَصْفَرَةِ فِى الْبُيُوْتِ لِلرِّجَالِ ، وَفِى الْأَفْنِيَةِ. قَالَ : لاَ أَعْلَمُ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا حَرَامًا . وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ اللِّبَاسِ أَحَبُّ إِلَىَّ .

রেওয়ায়ত ৪

নাফি' (রা) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) গেরুয়া ও যাফরানী রঙে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করিতেন।

মালিক (র) বলেন, আমার মতে শিশুদেরকে স্বর্ণ পরান মাকরূহ। কেননা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে আমার নিকট এই খবর পৌঁছিয়াছে যে, তিনি সোনার আংটি পরিতে নিষেধ করিয়াছেন। পুরুষ ও ছেলের জন্য সোনা ব্যবহার করা মাকরূহ মনে করি। যরকানী বলেন : বড়দের জন্য সোনা ব্যবহার করা মাকরূহ তাহ্‌রীমা এবং ছোটদের জন্য মাকরূহ তান্‌যীহী। বাচ্চাদেরকে রৌপ্যের অলঙ্কার পরানোও অনেকের মতে মাকরূহ, আবার কাহারও মতে বৈধ।

মালিক (র) বলেন : আমি পুরুষদের জন্য ঘরে ও ঘরের আশেপাশে কুসুম রঙের রঞ্জিত চাদর গায়ে দেওয়া হারাম মনে করি না। কিন্তু আমার মতে না পরাই ভাল, ইহা ব্যতীত অন্য পোশাক পরিধান করাই পছন্দনীয়।

(٣) باب ماجاء فى لبس الخز

পরিচ্ছেদ ৩ : পশমী ও রেশমী কাপড় প্রসঙ্গ

٥– وحدّثنى مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا كَسَتْ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ مِطْرَفَ خَزٍّ كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُهُ.

রেওয়ায়ত ৫

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (রা)-কে একটি কাপড় পরাইয়াছেন, যাহা নিজেও পরিধান করিতেন, উহাতে পশম ও রেশম ছিল।

(٤) باب ما يكره للنساء لبس منه الثياب

পরিচ্ছেদ ৪ : মহিলাদের জন্য কোন্ কোন্ কাপড় নিষেধ

٦– وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : دَخَلَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . وَعَلَى حَفْصَةَ خِمَارٌ رَقِيْقٌ. فَشَقَّتْهُ عَائِشَةُ، وَكَسَتْهَا خِمَارًا كَثِيْفًا.

রেওয়ায়ত ৬

আলকামা ইব্‌ন আবি আলকামা (র)-এর জননী মারজানা হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাফসা বিন্‌তে আবদুর রহমান (রা) একটি মিহিন ওড়না পরিয়া উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলে আয়েশা (রা) উহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন এবং মোটা কাপড়ের ওড়না তাঁহাকে পরাইয়া দিলেন।

٧– وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِىْ مَرْيَمَ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ : نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ . مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ. لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ. وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَرِيحُهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ.

রেওয়ায়ত ৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাপড় পরিহিতা উলঙ্গিনী[১] এবং পুরুষদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্টকারিণী স্ত্রীলোকগণ বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না, বরং তাহারা বেহেশতের সুগন্ধও পাইবে না। অথচ ঐ সুগন্ধ পাঁচশত বৎসরের দূরত্ব হইতে অনুভূত হয়।

٨– وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ. فَنَظَرَ فِى أُفُقِ السَّمَاءِ فَقَالَ « مَاذَا فُتِحَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْخَزَائِنِ ؟ وَمَاذَا وَقَعَ مِنَ الْفِتَنِ ؟ كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِى الدُّنْيَا، عَارِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَيْقِظُوْا صَوَاحِبَ الْحُجَرِ ».

রেওয়ায়ত ৮

ইব্‌নে শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এক রাত্রে জাগরিত হইলেন এবং আকাশের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আল্লাহ্ পাক এই রাত্রে কত ধনাগার খুলিয়া দিয়াছেন এবং কত ফিতনা অবতীর্ণ করিয়াছেন! পৃথিবীতে অনেক কাপড় পরিধানকারিণী স্ত্রীলোক পরকালে উলঙ্গ অবস্থায় উঠিবে।[২] যাহারা কক্ষে রহিয়াছে তাহাদেরকে জাগাইয়া দাও (অর্থাৎ ইবাদতের জন্য)।

(٥) باب ماجاء فى إسبال الرجل ثوبه

পরিচ্ছেদ ৫ : পুরুষদের পরিধেয় কাপড় পায়ের টাখনুর নিচে লটকান প্রসঙ্গে

٩– وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « الَّذِى يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ ، لاَ يَنْظُرُ اللّٰهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

---

১. কাপড় পরিহিতা অথচ উলঙ্গ। কেননা এত পাতলা কাপড় পরিয়া থাকে যে, তাহাতে শরীরের অংগগুলি পরিষ্কার দেখা যায়, যেন সে উলঙ্গই রহিয়াছে।

২. অর্থাৎ আমার উম্মতদের জন্য ধনাগার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, সাথে সাথে ফিতনা-ফাসাদও অবতীর্ণ হইয়াছে। যে সকল নারী অতি পাতলা কাপড় পরিয়া সৌন্দর্য প্রদর্শন করে তাহারা আখিরাতে উলঙ্গ থাকিবে।

রেওয়ায়ত ৯

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : যে ব্যক্তি গর্বভরে স্বীয় কাপড় টাখনুর নিচে লটকায় কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাহাকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখিবেন না।[১]

١٠- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَرًا ».

রেওয়ায়ত ১০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি করিবেন না, যে ব্যক্তি অহঙ্কার করিয়া নিজের কাপড় লটকায়।

١١- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ . كُلُّهُمْ يُخْبِرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ خُيَلاَءَ ».

রেওয়ায়ত ১১

ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমতের দৃষ্টি করিবেন না, যে অহঙ্কার করিয়া নিজের কাপড় নিচের দিকে লটকাইয়া দেয়।

١٢- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ الْإِزَارِ ؟ فَقَالَ : أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ « إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ. لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ. مَا أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِي النَّارِ. مَا أَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَفِي النَّارِ. لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا ».

---

১. ইব্‌ন আবদুল বার বলেন, যদি কেহ গর্বভরে না লটকায় তাহা হইলে সে এই হুকুমে পড়ে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইহাকে মন্দ কাজ জানিয়া পরিহার করা উত্তম।

রেওয়ায়ত ১২

আবদুর রহমান ইবনে ইয়াকুব (র) বলিয়াছেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে লুঙ্গির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছেন, আমার জানা আছে, আমি বলিতেছি। আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলিতে শুনিয়াছি, মু'মিনের লুঙ্গি হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত থাকিবে, টাখনু পর্যন্ত পরিলে ঐ ব্যক্তির প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক রহমতের দৃষ্টি করিবেন না।

(٦) باب ماجاء فى إسبال المرأة ثوبها

পরিচ্ছেদ ৬ : স্ত্রীলোকের কাপড় লটকান প্রসঙ্গ

١٣- **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ اَبِيْهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ ، حِيْنَ ذُكِرَ الْإِزَارُ : فَالْمَرْأَةُ يَارَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ « تُرْخِيْهِ شِبْرًا » قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا. قَالَ « فَذِرَاعًا لاَ تَزِيْدُ عَلَيْهِ ».

রেওয়ায়ত ১৩

উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালমা (রা) যখন নবী করীম (সা)-এর নিকট লুঙ্গি লটকানোর কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! নারীগণ কিরূপে কাপড় পরিধান করিবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তাহারা এক বিঘত নিচু রাখিয়া পারিবে।[১] উম্মু সালমা বলিলেন, ইহাতে তো খুলিয়া যাইবে। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তবে এক হাত নিচু রাখিবে, ইহার অতিরিক্ত নহে।

(٧) باب ماجاء الانتعال

পরিচ্ছেদ ৭ : জুতা পরিধান করা প্রসঙ্গ

١٤- **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَمْشِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ. لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا ».

১. অর্থাৎ টাখনু হইতে এক হাত বা অর্ধ হাত নিচু রাখিবে অথবা হাঁটু হইতে। বাহ্যত হাঁটুর নিচে রাখাই বুঝাইতেছে।

রেওয়ায়ত ১৪

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মুসলমান যেন একটি জুতা পরিধান করিয়া না হাঁটে। হয় উভয় জুতা পরিধান করিবে না হয় উভয় জুতা খুলিয়া রাখিবে।

١٥- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِيْنِ. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. وَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ. وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ ».

রেওয়ায়ত ১৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন : যখন কোন মুসলমান জুতা পরিতে ইচ্ছা করে তখন যেন সে ডান পা প্রথমে পরিধান করে। আর যখন জুতা খোলে তখন যেন বাম পা হইতে খোলে। জুতা পরিধান করিতে ডান পা প্রথমে হইবে, আর জুতা খুলিতে ডান পা শেষে হইবে।

١٦- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَمِّهِ أَبِيْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ ؛ أَنَّ رَجُلاً نَزَعَ نَعْلَيْهِ. فَقَالَ : لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ ؟ لَعَلَّكَ تَأَوَّلْتَ هٰذِهِ الْآيَةَ - فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى-قَالَ ثُمَّ قَالَ كَعْبٌ لِلرَّجُلِ : أَتَدْرِي مَا كَانَتْ نَعْلاَ مُوسٰى ؟

قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَدْرِي مَا أَجَابَهُ الرَّجُلُ . فَقَالَ كَعْبٌ : كَانَتَا مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ مَيِّتٍ.

রেওয়ায়ত ১৬

কা'ব আহবার (র) হইতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নিজের জুতা খুলিল, কা'ব তাহাকে বলিল, তুমি তোমার জুতা কেন খুলিয়া ফেলিয়াছ ? হয়ত তুমি :

اِنِّي اَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

অর্থাৎ "আমি তোমার প্রভু। তুমি তোমার জুতা খুলিয়া ফেল। কেননা তুমি 'তুয়া' নামক পবিত্র ভূমিতে আছ।" এই আয়াত দেখিয়া জুতা খুলিয়াছ। অতঃপর কা'ব বলিলেন, তোমার জানা আছে কি মূসা (আ)-এর জুতা কিসের ছিল ? মালিক (র) বলিলেন, আমার জানা নাই, ঐ ব্যক্তি কি উত্তর দিয়াছিল। অতঃপর কা'ব বলিলেন : উহা মৃত গাধার চামড়া দ্বারা প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

(٨) باب ما جاء فى لبس الثياب

পরিচ্ছেদ ৮ : কাপড় পরিধান প্রসঙ্গ

١٧- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : نَهى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ. وَعَنْ بِيْعَتَيْنِ. عَنِ الْمُلاَ مَسَةِ وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ. وَعَنْ أَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ. وَعَنْ أَنْ يَشْتَمِلَ الرَّجُلُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ.

রেওয়ায়ত ১৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দুই প্রকার পোশাক এবং দুই প্রকার বিক্রয় হইতে নিষেধ করিয়াছেন (ইহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে)। আর মানুষের এমনভাবে বসা যাহাতে তাহার হাঁটু খাড়া থাকে এবং তাহার লজ্জাস্থানের উপর কোন কাপড় না থাকে এই প্রকার বসা নিষেধ। আর এক কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর ঢাকিয়া লইতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন (যাহাতে সতর না খুলিয়া হাত বাহির করা যায় না)।

١٨- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ . فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ. لَوِ اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ» ثُمَّ جَاءَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ مِنْهَا حُلَلٌ. فَأَعْطَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً. فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَكَسَوْتَنِيْهَا وَقَدْ قُلْتَ فِى حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَاقُلْتَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا" فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا بِمَكَّةَ.

রেওয়ায়ত ১৮

আবদুল্লাহ্ ইব্‌নে উমর (রা) হইতে বর্ণিত যে, উমর (রা) একখানা রেশমী কাপড় মসজিদের সম্মুখে বিক্রি হইতে দেখিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! যদি আপনি এই রেশমী কাপড়খানা খরিদ করিয়া লইতেন তাহা হইলে শুক্রবারে উহা পরিধান করিতে পারিতেন

অথবা কোন বৈদেশিক দূত আসিলে তাহা পরিতে পারিতেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, ইহা ঐ ব্যক্তিই পরিধান করিবে পরকালে যাহার কোন অংশ থাকিবে না। পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট ঐরূপ আরও কাপড় আসিলে তিনি তাহা হইতে একখানা কাপড় উমর (রা)-কে দান করিলেন।

উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি 'আতারদের কাপড় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, ঐ ধরনের কাপড় পরিধানকারীর জন্য আখিরাতে কোন অংশ নাই। আর এখন আমাকে উহা দান করিতেছেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমি তোমাকে উহা পরিতে দেই নাই। অতঃপর উমর (রা) ঐ কাপড় স্বীয় এক কাফির ভাই যে ছিল মক্কায় তাহাকে দান করিয়া দিলেন।

১৭- وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرُقَعٍ ثَلَاثٍ. لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ.

রেওয়ায়ত ১৯

আনাস ইব্‌নে মালিক (রা) বলেন, আমি উমর (রা)-কে দেখিয়াছি যখন তিনি আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। আর তখন তাঁহার জামায় উভয় স্কন্ধের মধ্যস্থলে পর পর তিনটি তালি লাগানো ছিল।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৪৯

كتاب صفة النبى صلى الله عليه وسلم

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হুলিয়া মুবারক

(١) باب ماجاء فى صفة النبى صلى الله عليه وسلم

পরিচ্ছেদ ১ : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হুলিয়া মুবারক

١ – **حدثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِالطَّوِيْلِ الْبَائِنِ وَلاَ بِالْقَصِيْرِ . وَلَيْسَ بِالْأَبْيَضِ الْأَمْهَقِ وَلاَ بِالْآدَمِ . وَلاَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ . بَعَثَهُ اللّٰهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً . فَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشَرَ سِنِيْنَ . وَبِالْمَدِيْنَةِ عَشَرَ سِنِيْنَ وَتَوَفَّاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَأْسِ سِتِّيْنَ سَنَةً. وَلَيْسَ فِيْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ .

রেওয়ায়ত ১

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম অধিক লম্বা বা অধিক খাটো ছিলেন না। আর না তিনি চুনের মতো সাদা ছিলেন, না একেবারে শ্যাম বর্ণ ছিলেন (বরং সাদা লাল মিশান রং ছিল)। তাঁহার চুল মুবারক (হাবশীদের মতো) খুব কোঁকড়ানও ছিল না আর একেবারে সোজাও ছিল না। যখন তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সের হইলেন তখন আল্লাহ্ পাক তাঁহাকে নবী করিলেন। নবী হওয়ার পর দশ বৎসর তিনি মক্কায় অবস্থান করিলেন। ষাট বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন।[১] ঐ সময় তাঁহার চুল ও দাড়ির ২০টি চুলও সাদা হয় নাই।

---

১. মুসলিম শরীফে আছে, তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। বুখারী-মুসলিমেও আয়েশা (রা) কর্তৃক তাঁহার এই বয়সই বর্ণিত হইয়াছে। নবী হওয়ার পর তিনি মক্কায় ১৩ বৎসর এবং মদীনায় ১০ বৎসর ছিলেন।

(٢) باب ماجاء فى صفة عيسى بن مريم عليه السلام ، والدجال

পরিচ্ছেদ ২ : ‘ঈসা (আ) ও দজ্জালের বিবরণ

٢ – وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «أَرَانِى اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ . فَرَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ. لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِىَ تَقْطُرُ مَاءً . مُتَّكِئًا عَلَى رَجُلَيْنِ، أَوْ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ . يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ . فَسَأَلْتُ : مَنْ هٰذَا ؟ قِيْلَ : هٰذَا الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ . ثُمَّ إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ . أَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنَى . كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ . فَسَأَلْتُ . مَنْ هٰذَا ؟ فَقِيْلَ لِىْ : هٰذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ» .

রেওয়ায়ত ২

আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আজ রাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমি কাবার কাছে রহিয়াছি এবং সেই অবস্থায় আমি মেটে রঙের একজন লোক দেখিলাম যেরূপ মেটে রঙের সুশ্রী লোক হইয়া থাকে। তাহার স্কন্ধদেশ পর্যন্ত চুল বিলম্বিত। তাহার চুলে তিনি চিরুনী দিয়া আঁচড়াইয়াছেন এবং উহা হইতে তখনও পানি ঝরিতেছে। তিনি দুইজন লোকের উপর ভর করিয়া অথবা তিনি বলিয়াছেন দুইজন লোকের স্কন্ধে ভর করিয়া কা‘বার তাওয়াফ করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কে? আমাকে উত্তর দেওয়া হইল, ইনি মসীহ ইব্ন মরিয়ম।[১] অতঃপর আমি অন্য একজন লোককে দেখিলাম (যাহার) চুল খুব কোঁকড়ান। ডান চোখ তাহার কানা যেন ঐ চক্ষু ফোলা আঙ্গুর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই ব্যক্তি কে? কেহ উত্তর দিল, ইনি মসীহ্ দাজ্জাল।

(٣) باب ماجاء فى الصفة فى الفطرة

পরিচ্ছেদ ৩ : ফিতরাত বা স্বভাব প্রসঙ্গ

٣ – وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِىِّ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ، قَالَ : خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ . تَقْلِيْمُ الْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَالْاِخْتِتَانُ .

---

২. ঈসা (আ) জীবনে ঘর তৈরি করেন নি। তিনি জংগলে থাকিতেন। এইজন্য অথবা তাঁহার স্পর্শদ্বারা রুগ্ন ব্যক্তি সুস্থ হইয়া যাইত, এইজন্য তাঁহাকে মসীহ্ বলা হইত। দজ্জালকে মসীহ বলার কারণ এই যে, সে ৪০ দিনের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া আসিবে। ঈসা (আ) ও দজ্জাল কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে আগমন করিবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উভয়ের চিহ্ন বলিয়া দিয়াছেন যেন মুসলমান চিনিতে পারে এবং ধোঁকায় পতিত না হয়।

রেওয়ায়ত ৩

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, প্রকৃতিগত সুন্নত পাঁচটি : (১) নখ কাটা, (২) গোঁফ কাটা, (৩) বগলের পশম উপড়াইয়া ফেলা, (৪) নাভীর নিচের চুল কামান, (৫) খাতনা করা।

٤ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَوَّلَ النَّاسِ ضَيَّفَ الضَّيْفَ . وَأَوَّلَ النَّاسِ اخْتَتَنَ . وَأَوَّلَ النَّاسِ قَصَّ الشَّارِبَ . وَأَوَّلَ النَّاسِ رَأَى الشَّيْبَ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ . مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : وَقَارٌ يَا إِبْرَاهِيْمُ . فَقَالَ : رَبِّ زِدْنِيْ وَقَارًا .

قَالَ يَحْيٰى وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : يُؤْخَذُ مِنَ الشَّارِبِ حَتّٰى يَبْدُوَ طَرَفُ الشَّفَةِ . وَهُوَ الْإِطَارُ . وَلاَ يَجُزُّهُ فَيُمَثِّلُ بِنَفْسِهِ .

রেওয়ায়ত ৪

সায়ীদ ইব্‌ন মুসায়্যাব (র) বলিয়াছেন, ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম মেহমানদারী করিয়াছেন, সর্বপ্রথম খাত্‌না করিয়াছেন, সর্বপ্রথম গোঁফ কাটিয়াছেন, আর সর্বপ্রথম সাদা চুল দেখিয়া বলিয়াছেন, ইয়া আল্লাহ্, ইহা কি? আল্লাহ্ পাক বলিলেন : ইহা ইজ্জত ও সম্মান। ইবরাহীম (আ) বলিলেন : হে প্রভু, আমার সম্মান বাড়াইয়া দাও।

মালিক (র) বলেন, গোঁফ এমনভাবে কাটা উচিত যেন ঠোঁটের কিনারা দেখা যায়। একেবারে কামাইয়া ফেলিবে না।[1]

(٤) باب النهى عن الأكل بالشمال

পরিচ্ছেদ ৪ : বাম হাতে খাওয়া নিষেধ প্রসঙ্গ

٥ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ السَّلْمِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ . أَوْ يَمْشِيْ فِيْ نَعْلٍ وَاحِدَةٍ . وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ . وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ .

রেওয়ায়ত ৫

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বাম হাতে খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনি এক জুতা পরিধান করিয়া চলিতে, এক কাপড়ে নিজেকে ঢাকিয়া লইতে যাহাতে লজ্জাস্থানে কোন কাপড় না থাকে নিষেধ করিয়াছেন।

---

১. ইমাম মালিক (র)-এর মতে গোঁফ কামান সুন্নত। আর আবূ হানীফা (র)-এর মতে ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলা উত্তম।

٦ - وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِيْنِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهِ . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » .

রেওয়ায়ত ৬

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন মুসলমান খাইতে বসে তখন ডান হাতে তাহার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা উচিত। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় এবং পান করে।

(٥) باب ماجاء في المساكين

পরিচ্ছেদ ৫ : মিসকীন সম্বন্ধীয় রেওয়ায়ত

٧ - وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ بِهٰذَا الطَّوَّافِ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ فَتَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ . وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ » قَالُوْا : فَمَا الْمِسْكِيْنُ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ؟ قَالَ « الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ . وَلاَ يَفْطَنُ النَّاسُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ . وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ ».

রেওয়ায়ত ৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে সে মিসকীন নহে, যাহাকে এক লোকমা, দুই লোকমা একটি খেজুর বা দুইটি খেজুর দান করা হয়। সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহা হইলে মিসকীন কাহারা? তিনি বলিলেন : যাহার নিকট এই পরিমাণ মাল নাই যাহা সে নিজের প্রয়োজন মিটাইতে পারে আর তাহার অবস্থা কাহারও জানা নাই যে, তাহাকে সাদকা দেওয়া যাইতে পারে, আর না সে লোকের নিকট চাহিয়া বেড়ায়।

٨ - وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ بُجَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْحَارِثِيِّ عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « رُدُّوْا الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ » .

রেওয়ায়ত ৮

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে, তিনি ইব্ন বুজাইদ আনসারী আল হারেসী (রা) হইতে এবং তিনি তাঁহার দাদা হইতে রেওয়ায়ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন যে, মিসকীনদেরকে (যাহা কিছু সম্ভব হয়) দাও, যদিও পোড়া খুর হউক না কেন।[১]

---

১. পোড়া খুর বা আগুনে জ্বলিয়া গিয়াছে এমন খুর বলিতে মামুলী বস্তুকে বুঝায় অর্থাৎ মিসকীনকে উল্লেখযোগ্য কিছু দান করিতে সমর্থ না হইলে অন্তত যৎকিঞ্চিৎ বস্তুও যদি দিতে পারা যায়, তবে তাহাই দাও।

(٦) باب ماجاء فى معى الكافر

পরিচ্ছেদ ৬ : কাফিরের অন্ত্র প্রসঙ্গ

٩ – وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ «يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِىْ مِعًى وَاحِدٍ . وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِىْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ» .

রেওয়ায়ত ৯

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, মুসলমান এক অন্ত্রে খায় এবং কাফির সাত অন্ত্রে খায়।[১]

١٠– وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ نَايَاحَ عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ اَنْ يَحْلِبَ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا . ثُمَّ اُخْرَى فَشَرِبَهُ . ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ . حَتّى شَرِبَ حَلاَبَ سَبْعَ شِيَاهٍ . ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ . فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ بِشَاةٍ . فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ قِلاَبِهَا . ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ «الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِىْ مَعًى وَاحِدًا وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِىْ سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ».

রেওয়ায়ত ১০

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, জনৈক কাফির (জাহজা ইব্ন সা'ঈদ গেফারী) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মেহমান হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি ছাগলের দুধ দোহন করিতে নির্দেশ দান করিলেন। (কাফির) মেহমান সমস্ত দুধ পান করিল। আবার দ্বিতীয় ছাগলের দুধ দোহন করা হইলে পর লোকটি উহাও সব পান করিল। অতঃপর তৃতীয় ছাগলের দুধও সব পান করিল। এইভাবে একে একে সাতটি ছাগলের দুধ সে (একাই) পান করিল। পরদিন সকালে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে একটি ছাগলের দুধ পান করিতে দিলেন। কিন্তু সে তাহা পান করিতে সক্ষম হইল না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমাইলেন, মুসলমান এক নাড়ীভুঁড়িতে পান করে, কিন্তু কাফির সাত নাড়ীভুঁড়িতে পান করে।

(٧) باب النهى عن الشرب فى آنية الفضة والنفخ فى الشراب

পরিচ্ছেদ ৭ : রৌপ্য পাত্রে পান করা এবং পানীয় বস্তুতে নিঃশ্বাস ফেলা নিষেধ

١١ – وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِىْ بَكْرِ الصِّدّيْقِ ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ ﷺ أَنَّ

---

১. প্রকৃত মুসলমান সবর করে। আর কাফির পেট পুরিয়া খায়। অধিক খাওয়া অবৈধ নহে। তবে পেট পূর্ণ করিয়া খাওয়া শরীরের জন্য ক্ষতিকর। কাজেই পরিমাণ মতো খাওয়াই উত্তম। লোভের বশবর্তী হইয়া অধিক খাওয়া মন্দ কর্মের শামিল।

رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «الَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ».

রেওয়ায়ত ১১

উম্মে সালমা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি রৌপ্যের (অথবা স্বর্ণের) পাত্রে করিয়া পানাহার করে, সে স্বীয় পেটে ঘটাঘট জাহান্নামের আগুন ভরিয়া লয়।

১২ – **وحدثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَيُّوْبَ بْنِ حَبِيْبٍ مَوْلَى سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِي الْمُثَنَّى الْجُهَنِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتَ عِنْدَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ . فَقَالَ لَهُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ : أَسَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِيْ الشَّرَابِ ؟ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ سَعِيْدٍ : نَعَمْ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : يَارَسُوْلُ اللّٰهِ إِنِّيْ لاَ أَرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «فَأَبِنِ الْقَدَحَ عَنْ فِيْكَ ثُمَّ تَنَفَّسْ» قَالَ فَإِنِّيْ أَرَى الْقَذَاةَ فِيْهِ . قَالَ «فَأَهْرِقْهَا» .

রেওয়ায়ত ১২

আবূ মুসান্না জুহনী (র) বলেন, আমি মারওয়ান ইব্ন হাকাম (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় আবূ সাঈদ খুদরী (রা) আগমন করিলেন, তখন মারওয়ান তাঁহাকে বলিলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনিয়াছেন যে, তিনি পানিতে (কিংবা পানীয় বস্তুতে) শ্বাস ফেলিতে (ফুঁ দিতে) নিষেধ করিয়াছেন? আবূ সাঈদ (রা) উত্তর দিলেন : জি হ্যাঁ। এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি এক নিশ্বাসে (পানি পান করিয়া) তৃপ্ত হই না। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, পাত্রটিকে মুখ হইতে পৃথক করিয়া নিশ্বাস গ্রহণ কর। সেই ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, পানিতে কোন ময়লা (জাতীয় কিছু ভাসিতে) দেখিলে তখন কি করিব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন (কিছু পানিসহ) সেইটা বাহিরে ফেলিয়া দাও।[১]

(٨) باب ماجاء في شرب الرجل وهو قائم

পরিচ্ছেদ ৮ : দাঁড়াইয়া পান করা প্রসঙ্গ

১৩ – **وحدثني** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنِ أَبِيْ طَالِبِ وَعُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ كَانُوْا يَشْرَبُوْنَ قِيَامًا .

১. পানিতে অন্য কোন খারাপ বস্তু পড়িলে উহাকে ফুঁ দিয়া বাহির করিতে নাই, বরং পানির কিছু অংশ এমনভাবে ফেলিয়া দেবে যে, সেই সঙ্গে ঐ বস্তুও বাহির হইয়া যায়।

রেওয়ায়ত ১৩

মালিক (র) সংবাদ পাইয়াছেন যে, উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা), আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা) ও উসমান ইব্‌ন আফফান (রা) দাঁড়াইয়া পানি পান করিতেন।

١٤ - **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ بْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَسَعْدَ بْنَ أَبِى وَقَّاصٍ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِشُرْبِ الْإِنْسَانِ ، وَهُوَ قَائِمٌ ، بَأْسًا .

রেওয়ায়ত ১৪

ইব্‌ন শিহাব (র)-এর বর্ণনা হইল যে, উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) ও সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) দাঁড়াইয়া পানি পান করাকে খারাপ মনে করিতেন না।

١٥ - **وحدّثني** مَالِكٌ ، عَنْ أَبِىْ جَعْفَرِ الْقَارِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ يَشْرَبُ قَائِمًا .

রেওয়ায়ত ১৫

আবূ জাফর কারী (র) বলিয়াছেন যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-কে দাঁড়াইয়া পানি পান করিতে দেখিয়াছেন।

١٦ - **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا

রেওয়ায়ত ১৬

আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যুবাইর (রা) বর্ণনা করেন যে, তাঁহার পিতা দাঁড়াইয়া পানি পান করিতেন।

(٩) باب السنة فى الشرب ومناولة عن اليمين

পরিচ্ছেদ ৯ : পানীয় বস্তু ডান দিক হইতে বিতরণ আরম্ভ করা সুন্নত

١٧ - **حدّثني** عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُتِىَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيْبَ بِمَاءٍ مِنَ الْبِئْرِ . وَعَنْ يَمِيْنِهِ أَعْرَابِىٌّ . وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ . فَشَرِبَ . ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِىَّ . وَقَالَ « الْاَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ » .

রেওয়ায়ত ১৭

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে দুগ্ধ আনয়ন করা হইল। উহাতে পানি মিশ্রিত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ডান দিকে উপবিষ্ট ছিলেন জনৈক মরুবাসী এবং বাম দিকে ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক (রা)। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সা) দুগ্ধ পান করিলেন এবং সেই মরুবাসী লোকটিকে পান করিতে দিলেন আর বলিলেন, ডান দিক হইতে পরিবেশন কর।[১]

---

১. অথচ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) উক্ত মরুবাসী লোকটির তুলনায় মর্যাদার দিক দিয়া বহু উর্ধ্বে ছিলেন। তথাপি রাসূলুল্লাহ্ (সা) ডান দিকে বেদুঈনকে দেওয়া পছন্দ করিয়াছেন। যে কোন ভাল কাজ ডানদিক হইতে আরম্ভ করাকে তিনি ভালবাসিতেন।

١٨ - وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ. فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِيْ أَنْ أُعْطِيَ هٰؤُلَاءِ ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ لَا وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيْبِيْ مِنْكَ أَحَدًا . قَالَ فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ يَدِهِ .

রেওয়ায়ত ১৮

সাহল ইব্‌ন সা'দ আনসারী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে দুগ্ধ আনয়ন করা হইল। তিনি পান করিলেন। তাঁহার ডান দিকে একটি বালক এবং বাম দিকে কয়েকজন বৃদ্ধা লোক ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বালকটিকে বলিলেন, তুমি অনুমতি দিলে আমি আগে এই (বাম দিকের) বৃদ্ধ লোকদেরকে দিই? বালকটি বলিল, না, আল্লাহ্‌র কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ্, আপনার উচ্ছিষ্ট হইতে আমার অংশ আমি কাহাকেও দিতে চাহি না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আগে তাহাকেই দিলেন।

(١٠) باب جامع ماجاء في الطعام والشراب

পরিচ্ছেদ ১০ : পানাহার সম্বন্ধীয় বিবিধ বর্ণনা

١٩ - وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ . قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ : لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ضَعِيْفًا. أَعْرِفُ فِيْهِ الْجُوْعَ . فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ : نَعَمْ . فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيْرٍ . ثُمَّ أَخَذَتْ خِمَارًا لَهَا . فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ . ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ يَدِيْ وَرَدَّتْنِيْ بِبَعْضِهِ . ثُمَّ أَرْسَلَتْنِيْ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ . فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ . فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ ؟ » قَالَ فَقُلْتُ : نَعَمْ قَالَ « لِلطَّعَامِ ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ « قُوْمُوْا » قَالَ فَانْطَلَقَ . وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ . حَتّٰى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ : يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ . وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ . فَقَالَتْ : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُوْ طَلْحَةَ ، حَتّٰى لَقِيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَأَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَأَبُوْ طَلْحَةَ مَعَهُ حَتّٰي دَخَلَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « هَلُمِّيْ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ . مَا عِنْدَكِ » ؟ فَأَتَتْ بِذٰلِكَ الْخُبْزِ . فَأَمَرَ

بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ اُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا . فَاَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ . ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ بِالدُّخُوْلِ » فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا . ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا . ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰى شَبِعُوْا ثُمَّ خَرَجُوْا ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ » فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوْا حَتّٰي شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوْا . ثُمَّ قَالَ « ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ حَتّٰى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوْا . وَالْقَوْمُ سَبْعُوْنَ رَجُلاً ، أَوْ ثَمَانُوْنَ رَجُلاً .

রেওয়ায়ত ১৯

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে বর্ণিত, আবূ তালহা (আনাস ইবন মালিকের মাতা-উম্মে সুলাইম-এর দ্বিতীয় স্বামী) উম্মে সুলাইমকে বলিলেন যে, আমি দেখিলাম, ক্ষুধার কারণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আওয়ায বাহির হইতেছে না। তোমার কাছে কিছু খাবার আছে কি? (ইহা শুনিয়া) উম্মে সুলাইম বলিল, হ্যাঁ আছে। অতঃপর যবের তৈরি কিছু রুটি সে বাহির করিল এবং একখানা কাপড়ে আবৃত করিয়া আমার (আনাসের) হাতে দিয়া দিল। অতঃপর আমার গায়ে একখানা কাপড় পরাইয়া আমাকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে পাঠাইয়া দিল। আমি উহা লইয়া যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাযির হইলাম, তখন তিনি মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। অনেক লোক তাঁহার কাছে বসা ছিল। আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে আবূ তালহা পাঠাইয়াছে কি? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি (আবার) জিজ্ঞাসা করিলেন, খাদ্য লইয়া পাঠাইয়াছে? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (উপস্থিত) সকলকে বলিলেন, তোমরা সকলেই উঠ। অতএব সকলেই উঠিল। আমি আগে আগে ছিলাম (আর উহারা আমার পিছনে পিছনে আসিতেছিলেন)। আমি (আনাস) আবূ তালহাকে গিয়া খবর দিলাম। আবূ তালহা উম্মে সুলাইমকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মানুষজন সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। অথচ আমাদের কাছে এই পরিমাণ খাবার নাই যে, তাঁহাদের সকলকে খাওয়াইতে পারি! উম্মে সুলাইম বলিলেন, আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূল খুব ভাল অবগত আছেন। আবূ তালহা বাহির হইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ তালহার সঙ্গে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। চল, আল্লাহ্ বরকত দিবেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হে উম্মে সুলাইম! তোমার কাছে যাহা কিছু আছে আমার কাছে নিয়া আস। উম্মে সুলাইম সেই রুটি লইয়া আসিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা (খণ্ড খণ্ড) করার নির্দেশ দিলেন। উম্মে সুলাইম রুটির সেই খণ্ডগুলিতে এক কুপি ঘৃত ছিটাইয়া দিলেন তখন উহা মলীদা হইয়া গেল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'আল্লাহ্ যাহা চাহেন তাহা' বলিলেন,[১] (পড়িলেন)। তৎপর ইরশাদ করিলেন, দশজনকে ডাক। অতএব দশজনকে ডাকা হইল। তাঁহারা সকলেই খাইয়া তৃপ্ত হইয়া চলিয়া

১. মুসলিমের রেওয়ায়তে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) সেই মলীদায় হাত বুলাইয়া বরকতের জন্য দোয়া করিয়াছিলেন। ইমাম আহমদ (র)-এর রেওয়ায়ত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা) যখন বরকতের জন্য দোয়া করিতেছিলেন তখন আমি সেই মলীদা দেখিলাম যে, ফুলিয়া বর্ধিত হইতেছে।

গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আর দশজনকে ডাকিতে বলিলেন। সেই দশজনও আসিয়া তৃপ্ত হইয়া খাইলেন এবং চলিয়া গেলেন। এইভাবে আরও দশজনকে ডাকিতে বলিলেন। তাঁহারাও তৃপ্ত হইয়া খাইলেন এবং চলিয়া গেলেন। এমন কি যতজন মানুষ সঙ্গে আসিয়াছিলেন সত্তর কিংবা আশিজন সকলেই তৃপ্ত হইয়া খাইলেন।[১]

٢٠ – **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ كَافِى الثَّلَاثَةِ . وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِى الْأَرْبَعَةِ».

রেওয়ায়ত ২০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, দুইজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারিজনের জন্য যথেষ্ট।

٢١ – **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ أَغْلِقُوا الْبَابَ . وَأَوْكُو السِّقَاءِ وَأَكْفِؤُا الْإِنَاءِ ، أَوْ خَمِّرُوْا الْإِنَاءِ . وَأَطْفِئُوْا الْمِصْبَاحَ . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَايَفْتَحُ غَلَقًا . وَلاَ يَحُلُّ وِكَاءً . وَلاَ يَكْشِفُ إِنَاءَ . وَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ عَلَى النَّاسِ بَيْتَهُمْ .

রেওয়ায়ত ২১

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ আসলামী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, (ঘরের) দরজা বন্ধ কর, মোশকের মুখ বন্ধ কর, বরতন ঢাকিয়া রাখ এবং চেরাগ নিভাইয়া দাও। কেননা শয়তান বন্ধ দরজা খোলে না, (মোশকের মুখে দেয়া) ছিপি খোলে না, ঢাকা বরতন উল্টায় না। স্মরণ রাখ, ইঁদুর লোকদের ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দেয়।[২]

٢٢ – **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِى شُرَيْحِ الْكَعْبِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ . وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ . جَائِزَتَهُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . وَضِيَافَتُهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ . فَمَا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ . وَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِىَ عِنْدَهُ حَتّٰى يُحْرِجَهُ .

১. স্থান সংকুলান হইতেছিল না বলিয়া দশজন দশজন করিয়া খাওয়াইতে হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত খাবার একটি বরতনে ছিল। উহাতে বড় জোর দশজন চারিদিকে বসিতে পারে। ইহার অধিক হইলে সকলের জন্য অসুবিধা হইত। ইহা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মু'জিযা।

২. ইঁদুর অনেক সময় বাতি (চেরাগ) লইয়া যায়। এমতাবস্থায় চেরাগ জ্বলন্ত অবস্থায় থাকিলে ঘরে আগুন লাগিয়া যাওয়ার আশংকা থাকে।

রেওয়ায়ত ২২

আবূ শুরাইহ আল কা'বী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামতের উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে, সে যেন ভাল কথা বলে নতুবা নীরব থাকে। যেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে, সে যেন তাহার প্রতিবেশীর সহিত সদ্ব্যবহার করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনয়ন করিয়াছে, সে যেন তাহার মেহমানের সম্মান করে। একদিন এক রাত ভাল মতো মেহমানদারী করিবে এবং তিন দিন পর্যন্ত যাহা আছে উহা দ্বারা মেহমানদারী করিবে। ইহা অধিক সওয়াবের কাজ। আর মেহমানের জন্য ইহা শোভনীয় নহে যে, মেযবানকে (যাহার কাছে মেহমান হইয়াছে তাহাকে) কষ্ট দিয়া বেশি দিন তাহার কাছে অবস্থান করিবে।[১]

٢٣ – وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ إِذِ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئْرًا . فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، وَخَرَجَ . فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ . يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ . فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ مِنِّي . فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ . ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ . فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ . فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ . وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ . لأَجْرًا ؟ فَقَالَ « فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ » .

রেওয়ায়ত ২৩

আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি পথ চলিতেছিল। সে খুব বেশি পিপাসা বোধ করিল। একটি কূপ দেখিল এবং উহাতে অবতরণ করিয়া পানি পান করিল। এরপর কূপ হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিল যে, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হইয়া হাঁপাইতেছে এবং কাদা লেহন করিতেছে। লোকটি (মনে মনে) বলিল, আমার মতো এই কুকুরটিও পিপাসায় কাতর হইয়াছে। অতঃপর লোকটি (পুনরায়) কূপে নামিয়া তাহার মোজায় পানি মুখে ভর্তি করিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিল।[২] অতঃপর লোকটি কুকুরটিকে পানি পান করাইল। (তাহার এই কাজে) আল্লাহ্ পাক তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! জানোয়ারকে (জীবজন্তুকে) পানি খাওয়াইলে আমাদের সওয়াব হইবে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, নিশ্চয়ই! প্রাণী মাত্রকেই পানি পান করানোর মধ্যে সওয়াব হয়।[৩]

---

১. অর্থাৎ মেহমান আসিলে তাহাকে হাসিমুখে স্বাগত জানাইবে, তাহার আরামে থাকার ব্যবস্থা করিবে, সাধ্যমতো ভাল খাবার খাওয়াইবে এবং কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবে। তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা সুন্নত। ইহার অধিক সওয়াবের কাজ বটে।

২. চামড়ার মোজায় পানি ভরিয়া রাখা যায়। কূপের ভিতরে গিয়া মোজায় পানি লইয়া বাহির হইতে অসুবিধা হয় বিধায় পানি ভর্তি মোজাকে হাতে রাখিতে পারে নাই, বরং মুখে করিয়া আনিতে হইয়াছে।

৩. পিপাসার্ত মুসলমান হউক কিংবা কাফির হউক অথবা অপর কোন জীবজন্তু হউক, তাহাদের প্রতি সদয় হওয়া সওয়াবের কাজ — মানবীয় দায়িত্বও বটে। সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন এমনই ব্যাপার, যাহা আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়। উহা কখনও বিফল হয় না। তবে ঐ সমস্ত জীবজন্তু এই নিয়মবহির্ভূত যাহারা মানুষের শত্রু। যেমন সাপ, বিচ্ছু, বাঘ, ভল্লুক ইত্যাদি। এইগুলির প্রতি সদয় হইতে নাই, বরং এইগুলিকে যেখানেই পাওয়া যায় মারিয়া ফেলাই সওয়াবের কাজ। অন্যথায় ইহারা মানুষের প্রাণ সংহার করিবে।

٢٤ – وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ، أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَعْثًا قِبَلَ السَّاحِلِ . فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ . وَهُمْ ثَلَاثُمِائَةٍ . قَالَ وَأَنَا فِيهِمْ . قَالَ فَخَرَجْنَا . حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ فَنِيَ الزَّادُ . فَأَمَرَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ ذٰلِكَ الْجَيْشِ فَجَمَعَ ذٰلِكَ كُلُّهُ . فَكَانَ مِزْوَدَيْ تَمْرٍ . قَالَ فَكَانَ يُقَوِّتُنَاهُ كُلَّ يَوْمٍ قَلِيْلاً قَلِيْلاً . حَتّٰى فَنِيَ . وَلَمْ تُصِبْنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ فَقُلْتُ : وَمَا تُغْنِي تَمْرَةٌ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَنِيَتْ . قَالَ ثُمَّ انْتَهَيْنَا إِلَى الْبَحْرِ . فَإِذَا حُوْتٌ مِثْلَ الظَّرِبِ فَأَكَلَ مِنْهُ ذٰلِكَ الْجَيْشُ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ لَيْلَةً . ثُمَّ أَمَرَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ بِضِلَعَيْنِ مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنُصِبَا . ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَتْ . ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا وَلَمْ تُصِبْهُمَا .

قَالَ مَالِكٌ : الظَّرِبُ الْجُبَيْلُ.

রেওয়ায়ত ২৪

জাবির ইব্‌নে আবদুল্লাহ্ (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি সেনাবাহিনী সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায় প্রেরণ করিলেন। আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)-কে সেই বাহিনীর নেতা মনোনীত করিলেন। সেই বাহিনীতে তিন শত সৈনিক ছিল। আমিও (অর্থাৎ জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ) সেই দলে শামিল ছিলাম। পথিমধ্যে (আমাদের) আহার্য ফুরাইয়া গেল। আবূ উবায়দা (রা) যেই পরিমাণ খাদ্য অবশিষ্ট আছে উহা একত্র করার আদেশ করিলেন। অতএব সব একত্র করা হইলে পর দেখা গেল যে, দুই বরতন খেজুর মাত্র আছে। আবূ উবায়দা (রা) আমাদেরকে প্রতিদিন অল্প অল্প দিতেন। শেষ পর্যন্ত জনপ্রতি (মাত্র) একটি করিয়া খেজুর পাওয়া যাইতে লাগিল। অতঃপর তাহাও নিঃশেষ হইয়া গেল। ওয়াহাব ইব্‌নে কীসান (রা) বলেন, আমি জাবির (রা)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম, একটি করিয়া খেজুরে কি হয়? (কিছুই তো হয় না)। তিনি বলেন, সেইটাও যখন শেষ হইয়া গেল, এখন সেইটার কদর বুঝিতে পারিলাম। অতঃপর আমরা যখন সমুদ্র তীরে পৌছিলাম, তখন সেখানে পাহাড়সম এক বিরাট মৎস্য পাওয়া গেল। গোটা বাহিনী আঠার দিন পর্যন্ত সেই মৎস্য খাইল। অতঃপর আবূ উবায়দা সেই মৎস্যের হাড় (কাঁটা) দাঁড় করাইবার নির্দেশ দিলেন। পাঁজরের দুইটি হাড় মুখোমুখি করিয়া দাঁড় করাইয়া রাখা হইল। উহার নিচে দিয়া উষ্ট্র চলিয়া গেল, উষ্ট্রের গায়ে হাড় লাগিল না।[১]

ইমাম মালিক (র) বলেন, الظرب। অর্থ পাহাড়।

১. বুখারী শরীফের রেওয়ায়তে আছে যে, অতঃপর আমরা যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিলাম এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করিলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন : আল্লাহ্ তোমাদের রিযিকের ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেইটা খাও। যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে আমাকেও দাও। বাহিনীর লোকদের কেহ কেহ কিছু গোশত সঙ্গে নিয়া আসিয়াছিল; রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা খাইলেন।

٢٥ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ، عَنْ جَدَّتِهِ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «يَانِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ . لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرِقًا» .

রেওয়ায়ত ২৫

সা'দ ইব্‌নে মা'আযের দাদী হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, হে মুসলিম মহিলাগণ! তোমাদের কেহই যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে তুচ্ছ না করে, যদিও সে ছাগলের পোড়া খুর পাঠায় না কেন।[১]

٢٦ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ . نُهُوًا عَنْ أَكْلِ الشَّحْمِ فَبَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ» .

রেওয়ায়ত ২৬

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবী বকর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, ইহুদীগণকে আল্লাহ্ ধ্বংস করুন, তাহাদের উপর চর্বি খাওয়া হারাম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া মূল্য খাইয়াছে।[২]

٢٧ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمُ كَانَ يَقُوْلُ : يَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ عَلَيْكُمْ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ . وَالْبَقْلِ الْبَرِّيِّ . وَخُبْزُ الشَّعِيْرِ . وَإِيَّاكُمْ وَخُبْزَ الْبُرِّ . فَإِنَّكُمْ لَنْ تَقُوْمُوْا بِشُكْرِهِ .

রেওয়ায়ত ২৭

ঈসা ইব্‌নে মরিয়ম আলায়হিস্ সালাম বলিতেন : হে বনী ইসরাঈল ! তোমরা স্বচ্ছ পানি, শাকপাতা ও যবের রুটি খাও; গমের (আটার) রুটি খাইও না। কেননা তোমরা উহার শোকর আদায় করিতে পারিবে না।

٢٨ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَ فِيْهِ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . فَسَأَلَهُمَا . فَقَالاَ : أَخْرَجْنَا الْجُوْعُ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «وَأَنَا أَخْرَجَنِي الْجُوْعُ فَذَهَبُوْا إِلَى أَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ الأَنْصَارِيِّ . فَأَمَرَ لَهُمْ بِشَعِيْرٍ عِنْدَهُ يُعْمَلُ . وَقَامَ يَذْبَحُ لَهُمْ شَاةً . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «نَكِّبْ عَنْ

---

১. অর্থাৎ কেহ কোন মামুলী বস্তুও যদি প্রতিবেশীর জন্য পাঠায়, উহাকে তুচ্ছ করিয়া অগ্রাহ্য করিবে না, বরং যাহাই দেয় তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে কবুল করিতে হয়।

২. বোঝা গেল যে, যাহা খাওয়া হারাম উহা বিক্রয় করাও হারাম।

ذَاتِ الدَّرِّ » فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً . وَاسْتَعْذَبَ لَهُمْ مَاءً . فَعُلِّقَ فِي نَخْلَةٍ . ثُمَّ أُتُوْا بِذٰلِكَ الطَّعَامِ . فَأَكَلُوْا مِنْهُ . وَشَرِبُوْا مِنْ ذٰلِكَ الْمَاءِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتُسْئَلُنَّ عَنْ نَعِيْمِ هٰذَا الْيَوْمِ » .

রেওয়ায়ত ২৮

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি আবূ বকর সিদ্দীক এবং উমর ইব্‌নে খাত্তাব (রা)-কে উপস্থিত পাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহাদের কাছে মসজিদে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, ক্ষুধার তাড়নায় আসিয়াছি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমাকেও ক্ষুধায় এখানে নিয়া আসিয়াছে। অতঃপর তাঁহারা [রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম, আবূ বকর ও উমর (রা)] আবুল হাইশম ইব্‌ন তাইহান আনসারী (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি যবের রুটি তৈরি করার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে একটি ছাগল জবাই করার জন্য উদ্যত হইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, দুধের ছাগল জবাই করিও না। অতঃপর তিনি (আবুল হাইশম) আর একটি ছাগল জবাই করিলেন এবং মোশকে মিষ্ট পানি ভরিয়া (ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য) একটি খেজুর গাছে ঝুলাইয়া রাখিলেন। অতঃপর খাবার পরিবেশিত হইলে সকলে খাইলেন এবং সেই পানি পান করিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, ইহা সেই নিয়ামত। রোজ কিয়ামতে যাহার সম্বন্ধে তোমরা জিজ্ঞাসিত হইবে।[১]

২৯ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْكُلُ خُبْزًا بِسَمْنٍ . فَدَعَا رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ وَيَتَّبِعُ بِاللُّقْمَةِ وَضَرَ الصَّحْفَةِ . فَقَالَ عُمَرُ : كَأَنَّكَ مُقْفِرٌ . فَقَالَ : وَاللّٰهِ مَا أَكَلْتُ سَمْنًا وَلاَ رَأَيْتُ أَكْلاً بِهِ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ عُمَرَ : لاَ آكُلُ السَّمْنَ حَتّٰى يَحْيَا النَّاسُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَحْيَوْنَ .

রেওয়ায়ত ২৯

ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সায়ীদ (র) বর্ণনা করেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) একদা রুটিতে ঘৃত মাখিয়া খাইতেছিলেন। এমন সময় জনৈক গ্রাম্য লোক আসিল। তিনি তাহাকেও ডাকিলেন। গ্রাম্য লোকটিও রুটি খাইতে লাগিল এবং রুটির সহিত ঘৃতের সেই ময়লাও খাইতে লগিল, যাহা ঘৃতের পাত্রে লাগিয়াছিল। উমর (রা) তাহাকে বলিলেন, তুমি কোনদিন কিছু খাও নাই মনে হইতেছে! লোকটি বলিল, আল্লাহ্‌র কসম! আমি অনেক দিন ধরিয়া ঘৃত খাই নাই এবং ঘৃত দিয়া রুটি খাইতে কাহাকেও দেখিও নাই। অতঃপর উমর (রা) বলিলেন, যতদিন পর্যন্ত জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা পূর্বে যেমন ছিল তেমন না হয়, ততদিন পর্যন্ত আমিও ঘৃত খাইব না।[২]

---

১. এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক বলেন ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم অতঃপর নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে নিয়ামত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইবে। এখানে نعيم অর্থ নিয়ামত।

২. তখন দেশে খাদ্যাভাব ছিল। জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। তাই অনেকদিন ধরিয়া জনগণ ভাল খাবার খাইতে পারে নাই। গ্রাম্য লোকটি সেই কথাই বলিয়াছিল। পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা) প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করিয়া জনগণের আর্থিক অবস্থা পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত ঘৃত খাইবেন না বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

٣٠ - **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِىْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ ، يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُ حَتّٰى يَأْكُلُ حَشَفَهَا .

وحدثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : سُئِلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ : وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِىْ قَفْعَةً . نَأْكُلُ مِنْهُ .

রেওয়ায়ত ৩০

আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) যখন আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে এক সা' খেজুর রাখা হইত; আর তিনি উহা খাইতেন। এমন কি খারাপ ও শুকনা খেজুরও খাইতেন।

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-কে যখন ফড়িং সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল (ইহা কি হালাল, না হারাম) ? । তিনি বলিলেন, আমি পছন্দ করি যে, যদি আমার কাছে এক থলি ফড়িং হইত তবে আমি উহা খাইতাম (অর্থাৎ ফড়িং খাওয়া হালাল এবং উহা বেশ ভাল খাদ্য)। (ইহা পঙ্গপাল, এক বিশেষ ধরনের ফড়িং।)

٣١ - **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِىْ هُرَيْرَةَ بِأَرْضِهِ بِالْعَقِيْقِ . فَأَتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ عَلَى دَوَابَّ . فَنَزَلُوْا عِنْدَهُ . قَالَ حُمَيْدٌ ، فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : أَذْهَبْ إِلَى أُمِّى فَقُلْ : إِنَّ ابْنَكِ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ : أَطْعِمِيْنَا شَيْئًا . قَالَ فَوَضَعَتْ ثَلَاثَةَ أَقْرَاصٍ فِىْ صَحْفَةٍ ، وَشَيْئًا مِنْ زَيْتٍ وَمِلْحٍ ، ثُمَّ وَضَعَتْهَا عَلَى رَأْسِىْ ، وَحَمَلْتُهَا إِلَيْهِمْ . فَلَمَّا وَضَعْتُهَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ ، كَبَّرَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ . وَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَشْبَعَنَا مِنَ الْخُبْزِ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ طَعَامُنَا إِلاَّ ٱلاَسْوَدَيْنِ الْمَاءَ وَالتَّمْرَ . فَلَمْ يُصِبِ الْقَوْمُ مِنَ الطَّعَامِ شَيْئًا . فَلَمَّا انْصَرَفُوْا ، قَالَ : يَاابْنَ أَخِىْ . أَحْسِنْ إِلَى غَنَمِكَ . وَامْسَحِ الرُّعَامَ عَنْهَا . وَأَطِبْ مُرَاحَهَا . وَصَلِّى فِىْ نَاحِيَتِهَا فَإِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ . وَالَّذِىْ نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوْشِكُ أَنْ يَأْتِىَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُوْنُ الثُّلَّةُ مِنَ الْغَنَمِ أَحَبَّ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ دَارِ مَرْوَانَ .

রেওয়ায়ত ৩১

হুমাইদ ইবনে মালিক (রা) হইতে বর্ণিত, আমি আবূ হুরায়রা (রা)-এর নিকট তাঁহার আকীকস্ত (জায়গার নাম) যমীনের খামারে বসিয়াছিলাম। এমন সময় তাঁহার নিকট কিছুসংখ্যক মদীনাবাসী সওয়ারীর উপর সওয়ার হইয়া আসিল এবং সেখানে নামিল। হুমাইদ বলেন, আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বলিলেন, আমার আম্মার নিকট গিয়া আমার সালাম বল এবং আমাদেরকে কিছু খাওয়াইতে বল। হুমাইদ বলেন, (আমি তাঁহার আম্মার নিকট গিয়া উক্ত সংবাদ জানাইলাম)। তিনি তিনটি রুটি, কিছু যাইতুনের তেল এবং সামান্য লবণ পাত্রে রাখিয়া উহা আমার মাথার উপর রাখিলেন। উহা লইয়া আমি তাঁহাদের (আবূ হুরায়রা প্রমুখের) নিকট পৌঁছিলাম এবং তাঁহাদের সম্মুখে উহা রাখিলাম। আবূ হুরায়রা (রা) উহা দেখিয়া 'আল্লাহু আকবর' বলিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি পেট ভরিয়া রুটি খাওয়াইয়াছেন। ইতিপূর্বে আমাদের অবস্থা এই ছিল যে, খেজুর পানি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। উক্ত খাবার আগন্তুকদের জন্য যথেষ্ট হয় নাই। অতঃপর তাহারা চলিয়া গেল, আবূ হুরায়রা (রা) আমাকে বলিলেন, ভাতিজা! ছাগলগুলিকে ভালমতে যত্ন করিও, উহাদের নাক মুছিয়া দিও, উহাদের থাকার স্থানটা পরিষ্কার রাখিও এবং সেখানেই এক কোণে নামায পড়িও। কেননা উহা বেহেশতী জীব। সেই পাক জাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, অদূর ভবিষ্যতে জনসাধারণের উপর এমনই এক সময় আসিবে, যখন মারওয়ানের (আড়ম্বরপূর্ণ) ঘরের চেয়ে ছাগলের ছোট একটি পাল অধিক প্রিয় হইবে।[১]

٣٢ – **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِىْ نُعَيْمٍ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، قَالَ أُتِىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِطَعَامٍ ، وَمَعَهُ رَبِيْبُهُ عُمَرُ بْنُ سَلَمَةَ . فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «سَمِّ اللّٰهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ» .

রেওয়ায়ত ৩২

আবূ নঈম ওয়াহব ইব্‌ন কাইসান (রা) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লামের নিকট খাবার আনয়ন করা হইল। তাঁহার সহিত তাঁহার পালক ছেলে উমর ইব্‌ন আবী সালমাও ছিলেন । অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে বলিলেন, বিসমিল্লাহ্ বলিয়া তোমার সামনের দিক হইতে খাও।

٣٣ – **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُوْلُ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ : إِنَّ لِىْ يَتِيْمًا . وَلَهُ إِبِلٌ . أَفَأَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ إِبِلِهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ كُنْتَ تَبْغِى ضَالَّةَ إِبِلِهِ . وَتَهْنَاءُ

১. মারওয়ান তখন মদীনার গভর্নর ছিলেন। তাঁহার ঘর সেই হিসাবে আড়ম্বরপূর্ণ হইবে এবং বিরাট হইবে। উদ্দেশ্য এই যে, ফিতনা-ফাসাদের যুগে ঘরের কোণে কিংবা মাঠে-জঙ্গলে তথা নির্জনে আল্লাহ্‌র ইবাদতে মশগুল থাকা রাজত্বের চেয়েও উত্তম হইবে।

جَرْبَاهَا، وَتَلُطُّ حَوْضَهَا ، وَتَسْقِيْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا ، فَأَشْرَبْ غَيْرَ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلاَ نَاهِكٍ فِيْ الْحَلَبِ .

রেওয়ায়ত ৩৩

ইয়াহ্ইয়া ইব্নে সাঈদ (র) বলেন, আমি কাসিম ইব্নে মুহাম্মদকে বলিতে শুনিয়াছি যে, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইব্নে আব্বাস (র)-এর নিকট আসিয়া বলিল, আমার নিকট একটি ইয়াতীম বালক আছে। তাহার উট আছে। আমি উহার দুগ্ধ পান করিব কি? ইব্নে আব্বাস (রা) বলিলেন, যদি তুমি তাহার হারাইয়া যাওয়া উট তালাশ কর এবং উটের অসুখে-বিসুখে ঔষধ সেবন করাও, উহার (খড়-কুড়া ও পানির) হাউজ লেপন কর এবং পানের সময় পানি দাও তবে তুমি উহার দুগ্ধ এইভাবে পান করিতে পার যে, উটের বাচ্চার যেন ক্ষতি না হয় কিংবা উটের বংশ বৃদ্ধির জন্য উহা ক্ষতিকর না হয়।

٣٤ – **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يُؤْتَى أَبَدًا بِطَعَامٍ وَلاَ شَرَابٍ ، حَتَّى الدَّوَاءُ ، فَيَطْعَمَهُ أَوْ يَشْرَبَهُ ، إِلاَّ قَالَ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ هَدَانَا . وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا . وَنَعَّمَنَا . اَللّٰهُ أَكْبَرُ . اَللّٰهُمَّ أَلْفَتْنَا نِعْمَتُكَ بِكُلِّ شَرٍّ . فَأَصْبَحْنَا مِنْهَا وَأَمْسَيْنَا بِكُلِّ خَيْرٍ . نَسْأَلُكَ تَمَامَهَا شُكْرَهَا . لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ . وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ . إِلٰهَ الصَّالِحِيْنَ . وَرَبُّ الْعَالَمِيْنَ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ . وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ . مَا شَاءَ اللّٰهُ . وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا . وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ .

রেওয়ায়ত ৩৪

উরওয়া ইব্ন যুবাইর (রা)-এর কাছে যখন কোন খাবার কিংবা পানীয় বস্তু আসিত, এমন কি ঔষধও আসিত, তবে তিনি উহা খাইতেন এবং পান করিতেন আর বলিতেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যই, যিনি আমাদেরকে হিদায়ত করিয়াছেন, খাওয়াইয়াছেন, পান করাইয়াছেন এবং নিয়ামত দান করিয়াছেন। তিনি সর্বাপেক্ষা বড়। ইয়া পরওয়ারদিগার! তোমার নিয়ামত আমরা তখন পাইয়াছি, যখন আমরা পাপাচারে লিপ্ত ছিলাম। সেই নিয়ামতেই সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়াছি। আমরা তোমার কাছে সেই নিয়ামত আমাদের জন্য পূর্ণ করিয়া দিতে এবং আমাদেরকে শোকর আদায় করার তৌফিক দানের প্রার্থনা করিতেছি। তোমার উত্তম (দানের) চাইতে আর কিছুই উত্তম নাই এবং তুমি ব্যতীত কেহই মাবুদ নাই। হে নেক বান্দাদের এবং সারা জাহানের প্রতিপালক! সমস্ত প্রশংসা (তুমি) আল্লাহ্র জন্যই, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোনই মা'বুদ নাই। আল্লাহ্ যাহা চান তাহাই হয়, আল্লাহ্ ছাড়া আর কাহারও কোন ক্ষমতা নাই। হে পরওয়ারদিগার! আমাদের রুজি-রোজগারে বরকত দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আযাব হইতে রক্ষা কর।

٣٥ - **قال يحيى** : سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا أَوْ مَعَ غُلاَمِهَا ؟ فَقَالَ مَالِكٌ : لَيْسَ بِذٰلِكَ بَأْسٌ . إِذَا كَانَ ذٰلِكَ عَلَى وَجْهِ مَا يُعْرَفُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ .

قَالَ : وَقَدْ تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا . وَمَعَ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُؤَاكِلُهُ . أَوْ مَعَ أَخِيهَا عَلَى مِثْلُ ذٰلِكَ . وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ مَعَ الرَّجُلِ ، لَيْس بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا حُرْمَةٌ .

রেওয়ায়ত ৩৫

মালিক (র)-এর কাছে কেহ জিজ্ঞাসা করিল, যদি কোন স্ত্রীলোক গায়রে মোহরম পুরুষের সাথে (অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরীয়তসম্মত, তাহার সাথে) কিংবা স্বয়ং তাহার গোলামের সাথে খাবার খায়, তবে কি উহা জায়েয আছে ? অতঃপর তিনি (ইমাম মালিক) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি প্রচলিত প্রথানুযায়ী হয় এবং সেখানে অপরাপর মানুষও থাকে তবে কোন অসুবিধা নাই। মহিলা কখনও তাহার স্বামীর সাথে খায় এবং কখনও বা সেই সমস্ত লোকের সাথেও খায়, যাহাদেরকে তাহার স্বামী খাওয়ায়, আবার কখনও স্বীয় ভ্রাতার সহিত খায়। তবে স্ত্রীলোকের জন্য গায়রে মোহরমের সহিত নির্জনে থাকা মকরূহ (তাহরীমা)।

(١١) باب ماجاء فى أكل اللحم

পরিচ্ছেদ ১১ : গোশ্ত খাওয়া প্রসঙ্গে

٣٦ - **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَاللَّحْمَ . فَإِنَّ لَهُ ضَرَاوَةً كَضَرَاوَةِ الْخَمْرِ .

وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَدْرَكَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَمَعَهُ حِمَالُ لَحْمٍ . فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ : يَا أَمِيْرَالْمُؤْمِنِيْنَ . قَرِمْنَا إِلَى اللَّحْمِ . فَاشْتَرَيْتُ بِدِرْهَمٍ لَحْمًا . فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا يُرِيدُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَطْوِى بَطْنَهُ عَنْ جَارِهِ أَوِ ابْنِ عَمِّهِ ؟ أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هذه الْآيَةُ - أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا .

রেওয়ায়ত ৩৬

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলেন, উমর ইব্নে খাত্তাব (রা) বলিয়াছেন, গোশ্ত খাওয়া হইতে বিরত থাক। কেননা শরাবের (মদের) মতো গোশ্ত খাওয়ারও একটা নেশা হয়।[১]

---

১. উদ্দেশ্য এই যে, গোশ্ত খাওয়া যদিও ভাল, কিন্তু এমনভাবে খাওয়া ভাল নয় যে, উহা অভ্যাসে পরিণত হয়। এমন কি উহা ব্যতীত আর কিছু খাইতেই মনে চায় না।

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) বলেন, উমর ইব্ন খাত্তাব (রা) জাবির ইব্নে আবদুল্লাহ আনসারী (রা)-কে এমন অবস্থায় দেখিলেন যে, তখন তাহার (জাবিরের) সাথে গোশ্তের একটা পূর্ণ থলি ছিল। উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহা কি ? জাবির (রা) জওয়াব দিলেন, ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! আমার গোশ্ত খাওয়ার ইচ্ছা হইল, তাই এক দিরহামের গোশ্ত ক্রয় করিলাম। উমর (রা) বলিলেন, তোমাদের কেহই ইহা চায় না যে, নিজে না খাইয়া প্রতিবেশীকে খাওয়াইবে কিংবা তাহার চাচাত ভাইকে দিবে। তোমাদের নিকট হইতে এই আয়াতটি কোথায় গেল [(যেখানে বলা হইয়াছে যে) اذهبتم طيباتكم তোমরা পার্থিব জীবনে দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করিলে এবং বেশ উপকৃত হইলে (অতএব আজ উহার পরিণাম ভোগ কর)।

(١٢) باب ماجاء فى لبس الخاتم

পরিচ্ছেদ ১২ : আংটি পরিধান প্রসঙ্গে

٣٧ – **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ . ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَنَبَذَهُ . وَقَالَ « لاَ أَلْبِسَهُ أَبَدًا » . قَالَ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ .

রেওয়ায়ত ৩৭

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম স্বর্ণের একটি আংটি পরিধান করিতেন। একদা তিনি দাঁড়াইয়া উক্ত আংটি ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, আর কখনও ইহা পরিধান করিব না। (ইহা দেখিয়া) অন্যান্য সকলেই নিজ নিজ আংটি খুলিয়া ফেলিলেন।[১]

٣٨ – **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ : سَعِيْدَ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ لُبْسِ الْخَاتَمِ ؟ فَقَالَ الْبَسْهُ : وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنِّيْ أَفْتَيْتُكَ بِذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ৩৮

সাদাকা ইবনে ইয়াসার (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (রা)–এর কাছে আংটি পরিধান করার বৈধতা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, পরিধান কর এবং লোকজনকে জানাইয়া দাও যে, আমি তোমাকে আংটি পরিধান করার পক্ষে ফতওয়া দিয়াছি।

১. বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়তে আছে যে, ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) রৌপ্যের আংটি তৈরি করাইয়াছিলেন। অতঃপর সাহাবীগণও রৌপ্যের আংটি তৈরি করাইয়াছিলেন।

(١٣) باب ماجاء في نزع المعالين والجرس من العنق

পরিচ্ছেদ ১৩ : জন্তুর গলার হার ও ঘন্টা খুলিয়া ফেলা

٣٩ - **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ ، عَنْ عَبَّادَ بْنِ تَمِيْمٍ ، أَنَّ أَبَا بَشِيْرِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَعْضِ أَسْفَارِهِ . قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَسُوْلاً . قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ : حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالنَّاسُ فِيْ مَقِيْلِهِمْ لاَ تَبْقَيَنَّ فِيْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْقِلاَدَةٌ، إِلاَّ قُطِعَتْ .

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : أَرَى ذٰلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

রেওয়ায়ত ৩৯

আবূ বসীর আনসারী আব্বাদ ইবনে তমীমকে বলিয়াছেন, তিনি (আবূ বসীর) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে কোনও একটি সফরে ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একজনকে কাজে পাঠাইলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর (রা) বলেন, আমার বিশ্বাস যে, তখন সমস্ত লোক ঘুমাইয়াছিল। কাজটি ছিল কোন উটের গলায় কোন হার, তাবীয কিংবা ঘন্টা যেন না থাকে। থাকিলে কাটিয়া ফেলিতে বলেন।[১]

১. ইমাম মালিক (র) বলেন, সেই তাবীয কিংবা হার ইত্যাদি যাহা বদ নজর হইতে রক্ষার জন্য ব্যবহার করা হইত। উহাতে ঘন্টা বাঁধিয়া দেওয়া হইত। ফলে উটের অসুবিধা হইত এবং ঘন্টার শব্দে শত্রুরাও সাবধান হইয়া যাইত।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫০

كتاب العين

বদনজর সংক্রান্ত অধ্যায়

(١) باب الوضوء من العين

পরিচ্ছেদ ১ : বদ নজরের প্রভাব হইতে মুক্তির জন্য ওযূ করা প্রসঙ্গে

١– **وحدّثنى** يَحْيٰى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِىْ أُمَامَةَ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُوْلُ : اغْتَسَلَ أَبِىْ ، سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ ، بِالْخَرَّارِ. لَنَزَعَ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ. وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ يَنْظُرُ. قَالَ وَكَانَ سَهْلٌ رَجُلاً أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِلْدِ قَالَ فَقَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ رَبِيْعَةَ : مَارَأَيْتُ كَالْيَوْمِ. وَلاَ جِلْدَ عَذْرَاءَ. قَالَ فَوُعِكَ سَهْلٌ مَكَانَهُ. وَاشْتَدَّ وَعْكُهُ. فَأُتِىَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَأُخْبِرَ : أَنَّ سَهْلاً وُعِكَ. وَأَنَّهُ غَيْرُ رَائِحٍ مَعَكَ يَارَسُولَ اللّٰهِ . فَأَتَاهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَأَخْبَرَهُ سَهْلٌ بِالَّذِى كَانَ مِنْ شَأْنِ عَامِرٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلاَّبَرَّكْتَ. إِنَّ الْعَيْنَ حَقٌ. تَوَضَّأْ لَهُ » فَتَوَضَّأَ لَهُ عَامِرٌ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

রেওয়ায়ত ১

আবূ উমামা ইবনে সহল ইবনে হুনাইফ (র) বলেন, (জুহফার নিকটবর্তী) হেরার নামক স্থানে আমার পিতা আবূ সহল (ইবনে হানীফ) গোসল করার মনস্থ করিয়া জুব্বা খুলিয়া ফেলিলেন। আমির ইবনে রবীয়া দেখিতেছিলেন। আমার পিতা সহল সুন্দর ও সুদর্শন লোক ছিলেন। আমির বলিলেন, আজিকার মতো আর

কোনদিন আমি এত সুন্দর মানুষ দেখি নাই, এমন কি এত সুন্দর দেহবিশিষ্ট কোন যুবতীও দেখি নাই। (আমিরের এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই) তৎক্ষণাৎ সহলের গায়ে জ্বর আসিল এবং জ্বরের বেগ ভীষণ হইল। অতঃপর এক ব্যক্তি আসিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে বলিল, সহলের জ্বর আসিয়াছে এবং সে আপনার সঙ্গে যাইতে পারিবে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) সহলের নিকট আগমন করিলেন, সহল আমিরের সেই কথা নকল করিয়া শোনাইলেন। ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, কোন মুসলমান নিজের ভাইকে কেন হত্যা করে ? অতঃপর আমিরকে বলিলেন, তুমি بَارَكَ اللّٰهُ (বারাকাল্লাহ) বলিলে না কেন ? বদ নজর (কুদৃষ্টি) সত্য। সহলের জন্য ওযূ কর। আমির সহলের জন্য ওযূ করিলেন। অতঃপর সহল ভাল হইয়া গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে গেলেন, আর তাঁহার কোন অসুবিধা তখন ছিল না।[১]

২– **وحدثني** مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: رَأَى عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ يَغْتَسِلُ . فَقَالَ : مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ وَلاَ جِلْدَ مُخْبَأَةٍ . فَلُبِطَ سَهْلٌ. فَأُتِيَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ. هَلْ لَكَ فِي سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ. وَاللّٰهِ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ. فَقَالَ « هَلْ تَتَّهِمُونَ لَهُ أَحَدًا » قَالُوا : نَتَّهِمُ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ. قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَامِرًا، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ. وَقَالَ « عَلاَمَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ؟ أَلاَّ بَرَّكْتَ. اغْتَسِلْ لَهُ » فَغَسَلَ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمِرْفَقَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ، وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ، وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ ، فِي قَدَحٍ . ثُمَّ صُبَّ عَلَيْهِ. فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ، لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

রেওয়ায়ত ২

আবূ উসামা ইব্‌ন সহল (র)-এর রেওয়ায়ত : 'আমির ইবনে রবী'আ সহল ইবনে হানীফকে গোসল করিতে দেখিয়া বলিলেন, আজ আমি যেই সুন্দর মানুষ দেখিলাম, এই রকম কাহাকেও দেখি নাই, এমন কি সুন্দরী যুবতীও এত সুন্দর দেহবিশিষ্ট দেখি নাই। ('আমিরের) এই কথা বলার সাথে সাথে সহল সেখানে লুটাইয়া পড়িল। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি সহল ইবনে হুনাইফ (বা হানীফ)-এর কিছু খবর রাখেন কি ? আল্লাহ্‌র কসম! সে

১. অপর এক রেওয়ায়তে بارك الله -এর পরিবর্তে ماشاء الله لاقوة الا بالله বর্ণিত হইয়াছে অর্থাৎ بارك الله অথবা ماشاء الله لاقوة الا بالله বলিলে বদনজর লাগে না। আর যদি বদনজর লাগিয়া যায়, তাহা হইলে ওযূ করিলে উহা সরিয়া যায়।

মস্তক উত্তোলন করিতে পারিতেছে না। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, তুমি কি মনে করিতেছ যে, তাহাকে কেহ বদনজর দিয়াছে? লোকটি বলিল, হ্যাঁ, আমর ইব্ন রবী'আ (বদনজর দিয়াছে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'আমির ইব্ন রবী'আকে ডাকিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, তোমাদের কেহ নিজের মুসলমান ভাইকে কেন নিহত করিতেছ? তুমি "بارك الله" কেন বলিলে না? এইবার তুমি তাহার জন্য গোসল কর। অতএব 'আমির হাত, মুখ, হাতের কনুই, হাঁটু, পায়ের আশেপাশের স্থান এবং লুঙ্গির নিচের আবৃত দেহাংশ ধৌত করিয়া ঐ পানি একটি বরতনে জমা করিল। সেই পানি সহলের দেহে ঢালিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর সদল সুস্থ হইয়া গেল এবং সকলের সঙ্গে রওয়ানা হইল।

(٢) باب الرقية من العين

পরিচ্ছেদ ২ : বদ নজরের জন্য ঝাড়ফুঁক করা প্রসঙ্গে

٣- حدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : دُخِلَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِابْنَيْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ. فَقَالَ لِحَاضِنَتِهِمَا « مَالِى أَرَاهُمَا ضَارِعَيْنِ » فَقَالَتْ حَاضِنَتُهُمَا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ. إِنَّهُ تَسْرَعُ إِلَيْهِمَا الْعَيْنُ. وَلَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَسْتَرْقِىَ لَهُمَا إِلاَّ أَنَّا لاَ نَدْرِى مَا يُوَافِقُكَ مِنْ ذٰلِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « اسْتَرْقُوْا لَهُمَا. فَإِنَّهُ لَوْ سَبَقَ شَىْءٌ الْقَدَرَ ، لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ».

রেওয়ায়ত ৩

হুমাইদ ইব্ন কাইস মক্কী (র) বলেন, জা'ফর ইবনে আবী তালিব (রা)-এর দুইটি ছেলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আসিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদের আয়া (মহিলা খাদেম)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ছেলেরা এত জীর্ণশীর্ণ (দুর্বল) কেন? আয়া উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাহাদের উপর খুব তাড়াতাড়ি (খুব সহজেই) বদ নজর লাগিয়া যায়। আর তাহাদেরকে কোন রকম ঝাড়ফুঁক করাই নাই। কারণ হয়ত বা আপনি উহা পছন্দ করেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, ইহাদের জন্য ঝাড়ফুঁকের ব্যবস্থা কর। কেননা যদি কোন বস্তু তকদীরের (কপালের লেখার) অগ্রে কোন কর্ম সম্পন্ন করিতে পারিত তবে উহা বদনজর।[১]

---

১. তকদীরে যাহা লেখা আছে তাহাই হয়। তাবীয-দোয়া ও ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিতে যদি শরীআত-বিরুদ্ধ কোন শব্দ বা বাক্য না থাকে, তবে ঐসব তাবীয-দোয়া বা ঝাড়ফুঁক করানোতে ক্ষতির কিছু নাই।

উদ্দেশ্য এই যে, রোগাক্রান্ত হইয়া এমন কোনও কথা বলিতে নাই, যাহা দ্বারা আল্লাহ্র নাশোকরী বোঝা যায় কিংবা অধৈর্য হওয়া বোঝায় বা আল্লাহ্র প্রতি অভিযোগ করা বোঝা যায়, বরং রোগীর জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা এবং সবর করা একান্ত প্রয়োজন।

٤- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ دَخَلَ بَيْتَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . وَفِي الْبَيْتِ صَبِيٌّ يَبْكِي. فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ بِهِ الْعَيْنَ. قَالَ عُرْوَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ «أَلاَ تَسْتَرْقُونَ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ؟ »

রেওয়ায়ত ৪

উরওয়া ইব্ন যুবাইর (র) বর্ণিত, নবী-পত্নী উম্মে সালমা (রা)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করিলেন। তখন ঘরে একটি বাচ্চা ক্রন্দন করিতেছিল। লোকেরা আরয করিল, বাচ্চাটির উপর বদনজর লাগিয়াছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, বদনজরের জন্য ঝাড়ফুঁক করাইতেছ না কেন?

(٣) باب ما جاء في أجر المريض

পরিচ্ছেদ ৩ : রুগ্ন ব্যক্তি সওয়াবের আশা করিতে পারে

٥- وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ بَعَثَ اللّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ . فَقَالَ : انْظُرَا مَاذَا يَقُولُ لِعُوَّادِهِ. فَإِنْ هُوَ ، إِذَا جَاؤُهُ، حَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. رَفَعَا ذٰلِكَ إِلَى اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَهُوَ أَعْلَمُ. فَيَقُولُ : لِعَبْدِي عَلَيَّ ، إِنْ تَوَفَّيْتُهُ، أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَإِنْ أَنَا شَفَيْتُهُ أَنْ أُبْدِلَ لَهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ. وَأَنْ أُكَفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ».

রেওয়ায়ত ৫

আতা ইব্ন ইয়াসার (র) বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যখন কোন (আল্লাহ্র) বান্দা রোগাক্রান্ত হয় তখন আল্লাহ্ পাক তাহার কাছে দুইজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন এবং বলেন, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যাহারা তাহাকে দেখিতে আসে সেই সমস্ত লোককে কি বলে দেখ, যদি সে আগন্তুকদের কাছে আল্লাহ্র প্রশংসা করে তখন উক্ত দুইজন ফেরেশতা সেই প্রশংসা লইয়া আল্লাহ্র দরবারে হাজির হয়। (অতঃপর আল্লাহ্ পাক সেই ফেরেশতাদ্বয়ের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, সে কি বলিয়াছে?) অথচ তিনি উহা সবচাইতে বেশি অবগত আছেন। অতঃপর (ফেরেশতা যখন সেই প্রশংসার কথা বলেন তখন) আল্লাহ্ বলেন, যদি আমি আমার সেই (রুগ্ন) বান্দাকে (এই রোগের মাধ্যমে) ওফাত দান করি, তবে আমি

তাহাকে বেহেশতে প্রবেশ করাইব। আর যদি সুস্থ করিয়া দিই, তবে আগের চাইতে অধিক গোশ্‌ত ও রক্ত দান করিব (অর্থাৎ ভাল স্বাস্থ্য দান করিব) এবং তাহার গুনাহ মাফ করিয়া দিব।[১]

٦- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَقُوْلُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « لاَ يُصِيْبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ مُصِيْبَةٍ. حَتَّى الشَّوْكَةُ . إِلاَّ قُصَّا بِهَا. أَوْ كُفِّرَبِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ». لاَ يَدْرِي يَزِيْدُ، أَيُّهُمَا قَالَ عُرْوَةُ.

রেওয়ায়ত ৬

নবী-পত্নী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মু'মিন যদি কোন মুসিবতে পতিত হয়, এমন কি যদি (সামান্য) একটি কাঁটাও বিঁধে, তবে তাহার গুনাহ মাফ করা হয়।

٧- **وحدّثني** مَالِكٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ؛ انَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيْدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ ».

রেওয়ায়ত ৭

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক যাহার মঙ্গল চাহেন তাহার উপর মুসিবত ঢালিয়া দেন।

٨- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ الْمَوْتُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ . فَقَالَ رَجُلٌ : هَنِيْئًالَهُ. مَاتَ وَلَمْ يُبْتَلَ بِمَرَضٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « وَيْحَكَ. وَمَا يُدْرِيْكَ لَوْ أَنَّ اللّٰهَ ابْتَلاَهُ بِمَرَضٍ، يُكَفِّرُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ ».

রেওয়ায়ত ৮

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি মারা গেল, তখন অপর এক ব্যক্তি বলিল, বাহ্! কী চমৎকার মৃত্যুবরণ করিল! কোন রকম রোগে আক্রান্তও হইল

১. সুতরাং যাহার উপর কোন মুসিবত আসে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি প্রকৃত ঈমানদার হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, এই মুসিবত তাহার জন্য মঙ্গলময় হইবে।

না! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি ইহা কি বলিতেছ? তুমি কি জান আল্লাহ্ পাক যদি তাহাকে কোন রোগে আক্রান্ত করিতেন, তবে তাহার গুনাহ্ মাফ হইয়া যাইত?

(٤) باب التعوذ والرقية فى المرض

পরিচ্ছেদ ৪ : রোগের সময় তা' বীয বা ঝাড়ফুঁক করা প্রসঙ্গে

৯- **حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ؛ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ السَّلَمِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِيْ الْعَاصِ ؛ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ عُثْمَانُ : وَبِى وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْلِكُنِيْ قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «امْسَحْهُ بِيَمِيْنِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَقُلْ : أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَاأَجِدُ» قَالَ فَقُلْتُ ذٰلِكَ فَأَذْهَبَ اللّٰهُ مَا كَانَ بِى. فَلَمْ أَزَلْ آمُرُ بِهَا أَهْلِى وَغَيْرَهُمْ.

রেওয়ায়ত ৯

উসমান ইবনে আবিল আস (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়াছিলাম, আর (তখন) আমার এমন ব্যথা হইতেছিল যে, আমি যেন মারা যাইব! অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমার (হৃদযন্ত্রের উপর) ডান হস্ত রাখিয়া সাতবার এই দোয়া পড়িয়া মালিশ কর :

اعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا اجِدُ

আমি যাহা অনুভব করিতেছি উহার ক্ষতি হইতে আল্লাহ্র ইজ্জত ও কুদরতের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি। (উসমান বলেন) আমি তাহাই করিলাম। আল্লাহ্ পাক আমার ব্যথা দূর করিয়া দিলেন। অতঃপর আমি সর্বদা পরিবারের সকলকে এবং অপরাপর মানুষকে সেইরূপ করার নির্দেশ দিতাম।[১]

১০- **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه ﷺ كَانَ ، إِذَا اشْتَكَى ، يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَيَنْفُثُ. قَالَتْ فَلَمَّا اشْتَدَّ وَجَعُهُ. كُنْتُ أَنَا أَقْرَأُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُ عَلَيْهِ بِيَمِيْنِهِ. رَجَاءَ بَرَكَتِهَا.

---

১. উসমান ইব্ন আবিল আস-এর হৃদযন্ত্রে ব্যথা ছিল বিধায় উহার উপর হাত রাখিয়া মালিশ করার নির্দেশ দান করা হইয়াছে। তাই বোঝা গেল যে, শরীরের যেই স্থানে ব্যথা হয় সেই স্থানে ডান হাত দ্বারা উক্ত আমল করিলে নিশ্চয়ই ব্যথার উপশম হইবে ইন্শাআল্লাহ্।

রেওয়ায়ত ১০

আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখনই অসুস্থ হইতেন তখন সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়িয়া (নিজের উপর) দম করিতেন। আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ব্যথা অধিক হইত, তখন আমি নিজে সেই সূরাদ্বয় পড়িয়া বরকতের জন্য তাঁহার (প্রিয় নবীর) ডান হাত দিয়া মালিশ করিয়া দিতাম।

١١– **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ وَهْيَ تَشْتَكِي. وَيَهُوْدِيَّةٌ تَرْقِيْهَا. فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : ارْقِيْهَا بِكِتَابِ اللّٰهِ.

রেওয়ায়ত ১১

আমর বিনতে আবদুর রহমান (রা) বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক (রা) আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলেন। তখন তিনি (আয়েশা) অসুস্থা ছিলেন এবং জনৈক ইহুদী মহিলা (কিছু) পাঠ করিয়া তাঁহার উপর দম করিতেছিলেন। আবূ বকর (রা) বলিলেন, কালামুল্লাহ্ (তাওরাত বা কুরআন) পড়িয়া দম কর।[১]

(٥) باب تعالج المريض

পরিচ্ছেদ ৫ : রোগীর চিকিৎসা সম্বন্ধে

١٢– **حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ رَجُلاً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ أَصَابَهُ جُرْحٌ . فَاحْتَقَنَ الْجُرْحُ الدَّمَ . وَأَنَّ الرَّجُلَ دَعَا رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي أَنْمَارٍ. فَنَظَرَا إِلَيْهِ. فَزَعَمَا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهُمَا « أَيُّكُمَا أَطَبُّ؟ » فَقَالاَ : أَوَ فِي الطِّبِّ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « أَنْزَلَ الدَّوَاءَ الَّذِي أَنْزَلَ الْأَدْوَاءَ ».

---

১. অত্র রেওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যাইতেছে যে, পবিত্র কুরআন ছাড়া অপরাপর আসমানী (ঐশী) কিতাব দ্বারাও ঝাড়ফুঁক কিংবা তাবীয ইত্যাদি করা জায়েয আছে। উলামায়ে আহলে সুন্নতের এই মত যে, তিনটি শর্ত সাপেক্ষে ঝাড়ফুঁক বা তাবীয গণ্ডা জায়েয আছে। যথা : (১) ঝাড়ফুঁকে আল্লাহ্র নাম কিংবা তাঁহার গুণবাচক নাম হইতে হইবে। (২) আরবী ভাষা হইতে হইবে কিংবা এমন ভাষা হইতে হইবে যাহা নিজে বলিতে সক্ষম হয় এবং উহাতে শরীয়ত বিরোধী কোন কথা না থাকে। (৩) বিশ্বাস থাকিতে হইবে যে, মন্ত্র বা তাবীয ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের উসীলা মাত্র। ইহাতে রোগ নিবারণের কোন ক্ষমতা নাই। প্রকৃত রোগ নিরাময়কারী স্বয়ং আল্লাহ্।

রেওয়ায়ত ১২

যায়দ ইবনে আসলাম (র)-এর বর্ণনা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে এক ব্যক্তির (শরীর) যখম হইয়াছিল। সেই যখমে রক্ত জমিয়া গিয়াছিল। অতঃপর লোকটি বনী আনযাম গোত্রের দুই ব্যক্তিকে (উহার চিকিৎসার জন্য) ডাকাইল। তাহারা আসিয়া (যখন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া) দেখিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের উভয়ের মধ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞান কে অধিক জানে? তাহারা বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোন উপকার আছে কি? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ঔষধ তো তিনিই নাযিল করিয়াছেন, যিনি রোগ নাযিল করিয়াছেন।

١٣- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ اكْتَوَى فِي زَمَانِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الذُّبَحَةِ، فَمَاتَ.

রেওয়ায়ত ১৩

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, আমার কাছে রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের যুগে সা'দ ইবনে যুরারা (রা) খান্নাক রোগে (গলার ব্যাধি) আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসা হিসাবে লোহা পোড়াইয়া দাগাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মারা যান।

١٤- **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اكْتَوَى مِنَ اللَّقْوَةِ. وَرُقِيَ مِنَ الْعَقْرَبِ.

রেওয়ায়ত ১৪

নাফি' (র)-এর বর্ণনা, আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) লকওয়া-এর জন্য লোহা পোড়াইয়া দাগ লাগাইয়াছিলেন এবং বিচ্ছুর (দংশনের) জন্য ঝাড়ফুঁক করিয়াছিলেন।[১]

(٦) باب الغسل بالماء من الحمى

পরিচ্ছেদ ৬ : জ্বরে গোসল করা প্রসঙ্গে

١٥- **حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ؛ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ ، إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ وَقَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا ، أَخَذَتِ الْمَاءَ فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا . وَقَالَتْ : إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُبْرِدَهَا بِالْمَاءِ.

---

১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) লকওয়া রোগে দাগ লাগাইয়াছিলেন। লকওয়া এক ধরনের জটিল রোগ, যাহা সাধারণত মুখমণ্ডল আক্রমণ করে। ফলে মুখমণ্ডল বাঁকা হইয়া যায়। সাধারণত ইহা প্যারালাইসিস রোগের মতো হয়, বরং প্যারালাইসিসের সঙ্গে এই রোগও আক্রমণ করে। তখন রোগ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

রেওয়ায়ত ১৫

ফাতিমা বিন্‌ত মুনযির আসমা বিনতে আবূ বকর (রা)-এর নিকট যখনই কোন জ্বরাক্রান্ত স্ত্রীলোক আসিত, তিনি পানি আনাইয়া তাহার বুকের উপর ঢালিয়া দিতেন এবং বলিতেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জ্বরকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা করিবার নির্দেশ দিতেন।

١٦- **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوْهَا بِالْمَاءِ».

রেওয়ায়ত ১৬

উরওয়া ইবনে যুবাইর (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, জ্বর হইল জাহান্নামের উদ্‌গিরণ। অতএব উহাকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।

وحدّثنى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاَطْفِئُوْهَا بِالْمَاءِ».

নাফি' (র) হইতে ইব্‌ন উমর (রা) সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, জ্বর হইল জাহান্নামের উদগিরণ। অতএব উহাকে পানি দ্বারা ঠাণ্ডা কর।

(٧) باب عيادة المريضى والطيرة

পরিচ্ছেদ ৭ : রোগী দেখিতে যাওয়া ও অশুভ লক্ষণ প্রসঙ্গ

١٧- **حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «إِذَا عَادَ الرَّجُلُ الْمَرِيْضَ خَاضَ الرَّحْمَةَ. حَتَّى إِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ قَرَّتْ فِيْهِ». أَوْ نَحْوَ هٰذَا.

রেওয়ায়ত ১৭

জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের মধ্যে যখন কেহ রোগী দেখিতে যায়, তখন সে আল্লাহ্‌র রহমতের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। অতঃপর যখন সে সেখানে বসে, তখন সেই রহমত তাহার ভিতরে অবস্থান করে কিংবা এই রকমই কিছু তিনি বলিয়াছেন।[১]

১. এখানে বর্ণনাকারীর সন্দেহ হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কি বলিয়াছিলেন, "তখন সেই রহমত তাহার ভিতরে অবস্থান করে" বলিয়াছিলেন কিংবা এই জাতীয় বা এই অর্থজ্ঞাপক অন্য কোন বাক্য। এই কথায় কোন সন্দেহ নাই যে, রোগী দেখিতে যাওয়া, রোগীর অবস্থাদি জিজ্ঞাসা করা, রোগীকে সান্ত্বনা দান করা, তাহার কাছে দোয়ার প্রার্থী হওয়া ইত্যাদি অধিক সওয়াবের কাজ।

١٨- حدّثني عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ: أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَعَدْوَى وَلاَ هَامَ وَلاَ صَفَرَ. وَلاَ يَحُلُّ الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ وَلْيَحْلُلِ الْمُصِحُّ حَيْثُ شَاءَ » فَقَالُوْا : يَا رَسُولَ اللّٰهِ. وَمَا ذَاكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « إِنَّهُ أَذًى ».

রেওয়ায়ত ১৮

ইব্‌ন আতিয়া (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, রোগের ছোঁয়াচ বা সংক্রমণ বলিয়া কিছুই নাই। পেঁচা অশুভ পাখি এবং সফর মাসে অমঙ্গলজনক কিছুই নাই। তবে রোগা উটকে সুস্থ উটের সহিত রাখিও না (বা বাঁধিও না)। অবশ্য সুস্থ উটকে যেখানে ইচ্ছা রাখিতে পার। অতঃপর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এই রকম কেন? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, রোগ একটি কষ্ট বিশেষ।[১]

---

১. আরবে, বিশেষত অন্ধকার যুগে সাধারণ মানুষ বিশেষ বস্তু দেখিলে উহাকে অশুভ বলিয়া বিশ্বাস করিত। যেমন পেঁচা দেখিয়া তাহারা ধারণা করিত যে, আজ অমঙ্গলজনক কিছু ঘটিবে। পেঁচা ঘরের ছাঁদে বসিলে মনে করিত যে, এই ঘর বিরান হইয়া যাইবে অথবা এই ঘরে অচিরেই কেহ মারা যাইবে। এইগুলিকে এতদ্ব্যতীত অন্ধকার যুগের আরবরা সফর চাঁদকেও মনহুস বা অমঙ্গলজনক বলিয়া ধারণা পোষণ করিত, অথচ শরীয়তে এই সবের কোনই আমল নাই। আরবের কাফিরদের বিশ্বাস ছিল, রোগের মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যে, সে ইচ্ছা করিলে যে কোন মানুষের দেহে প্রবেশ করিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। অথচ ইহাও ভুল। আমাদের দেশেও এই জাতীয় অনেক রকমের কুধারণা সাধারণ মানুষের অন্তরে বিরাজ করিতেছে। শরীয়তে এই সমস্তের কোনই অস্তিত্ব নাই, বরং এইগুলিকে খারাপ আকীদা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, যেমন উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। অবশ্য এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ (সা) রোগা উটকে সুস্থ উটের সাথে বাঁধিতে এইজন্য নিষেধ করিয়াছেন যে, একটির রোগ অপরটির জন্য কষ্টের কারণ হয় কিংবা দেখিতে বিশ্রী দেখায় বলিয়া ঘৃণার উদ্রেক হয়। যেমন যখমে পচন ধরিলে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ফলে সুস্থ উটের জন্য ইহা কষ্টের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই উদ্দেশ্যে বলেন নাই যে, একটির রোগ আর একটির মধ্যে প্রবেশ করিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫১

كتاب الشّعر

চুল বিষয়ক অধ্যায়

(١) باب السنة فى الشعر

পরিচ্ছেদ ১ : চুলের সুন্নত প্রসঙ্গে

١–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِىْ بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيْهِ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحَى.

রেওয়ায়ত ১

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা)-এর রেওয়ায়ত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম গোঁফ কামাইতে এবং দাড়ি বাড়াইতে নির্দেশ দিয়াছেন।[১]

٢–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِىْ سُفْيَانَ ، عَامَ حَجَّ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ كَانَتْ فِى يَدِ حَرَسِيِّ يَقُوْلُ : يَاأَهْلَ الْمَدِيْنَةِ . أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هٰذِهِ. وَيَقُوْلُ « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ اتَّخَذَ هٰذِهِ نِسَاؤُهُمْ ».

---

১. গোঁফ কামান এবং ছাঁটের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কাহারও মতে ছাঁটিয়া ফেলা ভাল এবং আর কাহারও মতে মুড়াইয়া ফেলা উত্তম। স্বয়ং সাহাবীগণের মধ্যেও এই মতবিরোধ ছিল। তাঁহাদের মধ্যেও কেহ মুড়াইতেন আর কেহ ছাঁটিতেন। তিরমিযীর রেওয়ায়ত মুতাবিক রাসূলুল্লাহ্ (সা) ছাঁটিতেন।

দাড়ি এক মুষ্টি অর্থাৎ চারি অঙ্গুলি পরিমাণ বাড়াইবে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) এই রকমই রেওয়ায়ত করিয়াছেন। তিনি চারি অঙ্গুলির অধিক হইলে উহা কাটিয়া ফেলিতেন। তিরমিযী শরীফের রেওয়ায়তে আছে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ হইতে ছাঁটির সমান করিতেন যেন গোল ও সুন্দর হয়।

রেওয়ায়ত ২

আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি মু'আবিয়া ইব্‌ন আবূ সুফিয়ান (রা)-এর নিকট সেই বৎসর শুনিয়াছেন, যেই বৎসর তিনি (মু'আবিয়া) হজ্জব্রত পালন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি মিম্বরের উপর উপবিষ্ট হইয়া খাদেমের হাত হইতে চুলের একটি গুচ্ছ লইয়া বলিলেন, হে মদীনাবাসিগণ! তোমাদের উলামায়ে কিরাম কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে ইহা হইতে নিষেধ করিতে শ্রবণ করিয়াছি। তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্) ইহাও বলিয়াছেন যে, বনী ইসরাঈলের মহিলাগণ এই কাজ করিয়াছিল বিধায় তাহারা ধ্বংস হইয়াছে।[১]

٣-وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : سَدَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ نَاصِيَتَهُ مَاشَاءَ اللّٰهِ. ثُمَّ فَرَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ.

রেওয়ায়ত ৩

ইবনে শিহাব (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রথমে বেশ কিছু কাল পর্যন্ত স্বীয় চুল (মুবারক) কপালের দিকে ঝুলাইয়া রাখিতেন। পরে উহাতে সিঁথি বানাইয়া দিতেন (অর্থাৎ চিরুণি দ্বারা চুলকে মাথার মধ্যভাগে দুই ভাগ করিয়া দিতেন)।

মালিক (র) বলেন, পুত্রবধু অথবা শাশুড়ীর চুলের দিকে তাকাইলে গুনাহ হয় না।

٤-وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْإِخْصَاءَ. وَيَقُولُ : فِيهِ تَمَامُ الْخَلْقِ.

রেওয়ায়ত ৪

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) জীবজন্তু খাসি করানোকে খারাপ মনে করিতেন এবং বলিতেন যে, অণ্ডকোষ রাখার অর্থ বংশ জারি রাখা।

٥-وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ « أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ ، لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ . إِذَا اتَّقَى » وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.

রেওয়ায়ত ৫

সফওয়ান ইবনে সুলাইম (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক — এই অভিভাবক সংশ্লিষ্ট ইয়াতীমের আত্মীয় হউক কিংবা অনাত্মীয়, যদি তাহারা আল্লাহ্কে ভয় করে, তবে বেহেশতে আমরা একে অপরের এমন নিকট হইব যেমন এই দুইটি অঙ্গুলি। এই বলিয়া তিনি [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম] শাহাদতের অঙ্গুলি ও মধ্যমার দিকে ইঙ্গিত করিলেন।[২]

---

১. বুখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়তে আছে যে, চুলে জোর লাগানেওয়ালি এবং গুদানেওয়ানী স্ত্রীলোকদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।

২. অর্থাৎ ইয়াতীমের অভিভাবক যদি আল্লাহ্‌ভীরু হয় এবং ইয়াতীমের মালের রক্ষণাবেক্ষণে ঈমানদারী ও আল্লাহ্‌ভীরুতার পরিচয় দেয়, তাহা হইলে সে বেহেশতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পার্শ্বেই অবস্থান করিবে।

(٢) باب إصلاح الشعر

পরিচ্ছেদ ২ : চুলে চিরনি করা প্রসঙ্গ

٦-**حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ لِيْ جُمَّةً. أَفَأُ رَجِّلُهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «نَعَمْ. وَأَكْرِمْهَا» فَكَانَ أَبُوْ قَتَادَةَ رُبَّمَا دَهَنَهَا فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ. لِمَا قَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «وَأَكْرِمْهَا».

রেওয়ায়ত ৬

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র) বলেন, একদা আবূ কাতাদা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বলিলেন, আমার চুল কাঁধ পর্যন্ত (অর্থাৎ বাবরী চুল) আছে। তবে কি আমি উহাতে চিরনি করিব? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, চিরনি কর এবং চুলের সম্মান কর। অতঃপর আবূ কাতাদা কোন কোন সময় দিনে দুইবার চুলে তৈল লাগাইতেন। কারণ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছিলেন, চুলের সম্মান কর।

٧-**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ. فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ. فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ. كَأَنَّهُ يَعْنِي إِصْلَاحَ شَعَرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «أَلَيْسَ هٰذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ؟»

রেওয়ায়ত ৭

আতা ইবনে ইয়াসার (র) বলিয়াছেন : রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মসজিদে বসিয়াছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসিল যাহার চুল ও দাড়ি এলোমেলো ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে হাতে ইশারা করিয়া বলিলেন, মসজিদের বাহিরে গিয়া চুল-দাড়ি ঠিক করিয়া আস। লোকটি তাহাই করিল এবং (চুল-দাড়ি ঠিক করিয়া) পুনরায় আসিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমাদের কেহ স্বীয় চুল-দাড়ি এলোমেলো অবস্থায় শয়তানের মতো থাকার তুলনায় ইহা (চুল-দাড়ি) ঠিক করিয়া রাখা উত্তম নয় কি?[১]

---

১. চুল ও দাঁড়িকে এলোমেলোভাবে রাখা এবং উহার যত্ন না করা বা উহার সম্মান না করাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) শয়তানের মতো হওয়া বলিয়া ফরমাইয়াছেন। আমাদের দেশে যেই সকল যুবক লম্বা চুল, গোঁফ ও নখ রাখে তাহাদের অত্র হাদীসের মর্ম উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি।

(٣) باب ما جاء فى صبغ الشعر

পরিচ্ছেদ ৩ : চুলে রং লাগানো প্রসঙ্গ

٨-حدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوْثَ قَالَ : وَكَانَ جَلِيْسًا لَهُمْ. وَكَانَ أَبْيَضَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ. قَالَ : فَغَدَا عَلَيْهِمْ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ حَمَّرَهُمَا. قَالَ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : هٰذَا أَحْسَنُ. فَقَالَ : إِنَّ أُمِّى عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ ، أَرْسَلَتْ إِلَىَّ الْبَارِحَةَ جَارِيَتَهَا نُخَيْلَةَ . فَأَقْسَمَتْ عَلَيَّ لَأَصْبُغَنَّ . وَأَخْبَرَتْنِى اَنَّ اَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ كَانَ يَصْبُغُ .

قَالَ يَحْيٰى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ ، فِى صَبْغَ الشَّعَرِ بِالسَّوَادِ : لَمْ أَسْمَعْ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا مَعْلُوْمًا. وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنَ الصَّبْغِ أَحَبُّ إِلَىَّ.

قَالَ : وَتَرْكُ الصَّبْغِ كُلِّهِ وَاسِعٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ. لَيْسَ عَلَى النَّاسِ فِيْهِ ضَيِقٌ.

قَالَ : وَسَمِعْتُ مَا لِكًا يَقُوْلُ : فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ بَيَانُ أَنْ رَسُولَ اللّٰهِ لَمْ يَصْبُغْ . وَلَوْ صَبَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لأَرْسَلَتْ بِذٰلِكَ عَائِشَةَ إِلَى عَبْدِ الرَّ حْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

রেওয়ায়ত ৮

আবূ সালমা ইব্‌ন আবদুর রহমান (র) বলেন, আবদুর রহমান ইব্‌ন আসওয়াদ আমার সঙ্গী ছিলেন। তাঁহার চুল ও দাড়ি সাদা ছিল। একদা তিনি চুলে লাল রং (লাল খেজাব বা মেহেদী) লাগাইয়া সকালে আগমন করিলেন। তখন সকলে বলিল, ইহা বেশ ভাল। তিনি বলিলেন, আমার আম্মা নবী-পত্নী আয়েশা (রা) স্বীয় বাঁদী নুখাইলাকে কসম করিয়া বলিয়া সকালে (আমার কাছে) পাঠাইয়াছেন, খেজাব কর। আর ইহাও বয়ান করিয়াছেন যে, আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-ও রং (খেজাব) লাগাইতেন।

মালিক (র) বলেন, কাল খেজাব সম্বন্ধে কোন হাদীস শুনি নাই। কাল রঙের খেজাব ব্যতীত অন্য রঙ হইলে ভাল। আল্লাহ্ চাহেন তো কোন রকম খেজাব না লাগানোই সবচেয়ে উত্তম। ইহাতে জনগণের কোন অসুবিধা নাই।[১]

১. মুসলিম শরীফে হযরত আবূ বকর (রা)-এর পিতা হযরত আবূ কুহাফা (রা)-এর আলোচনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, চুলের এই সাদা রং বদলাইয়া ফেলুন; তবে কাল রং লাগাইবেন না। আবূ দাউদ এবং নাসায়ী শরীফে আছে যে, শেষ যুগে এক জাতি কাল খেজাব লাগাইবে। তাহারা বেহেশতের গন্ধও পাইবে না। এই প্রসঙ্গে প্রকৃত কথা এই যে, কাল খেজাব লাগানো জায়েয নহে। তবে যেই কাল রং-এ লাল মিশ্রিত আছে, উহা অবশ্য জায়েয আছে।

মালিক (র) বলেন, এই হাদীস দ্বারা বুঝা যইতেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম খেজাব লাগান নাই। আর যদি তিনি খেজাব লাগাইতেন, তবে আয়েশা (রা) আবদুর রহমান ইবনে আসওয়াদের নিকট নিশ্চয়ই উহা বলিয়া পাঠাইতেন।

(٤) باب ما يؤمر به من التعوذ

পরিচ্ছেদ ৪ : শোয়ার প্রাক্কালে শয়তান হইতে আশ্রয় প্রার্থনার হুকুম

٩-**حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : بَلَغَنِى أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ قَالَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ : إِنِّىْ أُرَوَّعُ فِى مَنَامِى. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «قُلْ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ. مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ. وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ. وَأَنْ يَحْضُرُوْنِ».

রেওয়ায়ত ৯

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র)-এর বর্ণনা–আমার কাছে রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, খালিদ ইবনে ওলীদ (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলিলেন, আমি নিদ্রাবস্থায় (স্বপ্নে) ভয় পাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি (শোয়ার সময়) এই দোয়া পাঠ কর :

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَحْضُرُوْنِ .

আমি আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও আযাব হইতে, তাঁহার বান্দাগণের উপদ্রব হইতে, শয়তানের প্ররোচনা হইতে এবং আমার নিকট শয়তানের আগমন হইতে আল্লাহ্‌র পূর্ণ কলেমাসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

١٠-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أُسْرِىَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَرَأَى عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ. يَطْلُبُهُ بِشُعْلَةٍ مِنْ نَارٍ. كُلَّمَا الْتَفَتَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ رَآهُ. فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ. أَفَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُوْلُهُنَّ. إِذَا قُلْتَهُنَّ طَفِئَتْ شُعْلَتُهُ ، وَخَرَّ لِفِيْهِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «بَلَى» فَقَالَ جِبْرِيلُ : فَقُلْ : أَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ. وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ. اللاَّتِى لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ. مِنْ شَرِّمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَشَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا. وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِى الْأَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا . وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الاَّ طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ. يَارَحْمٰنُ.

রেওয়ায়ত ১০

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র)-এর রেওয়ায়ত–মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি দৈত্য দেখিতে পাইলেন। তাহার হাতে আগুনের লেলিহান শিখা ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহার দিকে দেখিলে মনে হইত যেন সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। অতঃপর জিবরীল (আ) প্রীয় নবীকে বলিলেন, আমি আপনাকে এমন কতকগুলো শব্দ শিক্ষা দিব কি যাহা পাঠ করিলে এই দৈত্যের আগুন নিভিয়া যাইবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, নিশ্চয়ই শিক্ষা দিবেন। অতঃপর জিবরীল (আ) বলিলেন, পড়ুন :

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ اللاَّتِىْ لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَّلاَفَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَايَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَشَرِّ مَاذَرَأَ فِى الْاَرْضِ وَشَرِّمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَ اللنَّهَارِ اِلاَّطَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَارَحْمٰنُ.

আমি আসমান হইতে আগত ও আসমানের দিকে ধাবিত বস্তুর অমঙ্গল হইতে, মাটিতে সৃষ্ট ও মাটি হইতে বহির্গত বস্তুর অমঙ্গল হইতে, রাত্র-দিনের বালা-মুসিবত হইতে ও রাত্র-দিনের ঘটনাপ্রবাহ হইতে — তবে উত্তম ঘটনা হইতে নয়— হে দয়াময়! (আমি) আল্লাহ্র সম্মানিত সত্তার ও তাঁহার সেই পূর্ণ কলেমা-সমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি, যাহা পুণ্যবান ও পাপী কেহই অতিক্রম করিতে পারে না।[১]

١١–**وحدّثنى** مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِىْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَجلاً مِنْ أَسْلَمَ قَالَ · مَا نِمْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « مِنْ أَىِّ شَىْءٍ ؟ » فَقَالَ : لَدَغَتْنِى عَقْرَبُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « أَمَا إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمْسَيْتَ : أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ ، لَمْ تَضُرُّكَ ».

রেওয়ায়ত ১১

আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত, আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি বলিল, আমি রাত্রে ঘুমাই নাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন ঘুমাও নাই? সে উত্তর দিল, আমাকে কিছু দংশন করিয়াছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন যে, তুমি যদি পড়িতে।

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

১. নাসায়ী শরীফে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই দোয়া পাঠ করিলেন এবং সেই দৈত্য উপুড় হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইল এবং তাহার আগুন নিভিয়া গেল।

(আমি সৃষ্টের অপকারিতা হইতে আল্লাহ্‌র পূর্ণ কলেমাসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি) তাহা হইলে তোমার কোন ক্ষতি হইত না।

١٢–وحدّثنى عَنْ مَـالِكٍ ، عَنْ سُـمَـىٍّ مَـوْلَـى أَبِـى بَكْرٍ، عَنِ الْقَـعْـقَـاعِ بْنِ حَكِيـمٍ ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ قَـالَ : لَوْلاَ كَلِمَاتٌ أَقُولُهُنَّ لَجَعَلَتْنِى يَهُوْدُ حِمَارًا . فَقِيْلَ لَهُ : وَمَـاهُنَّ؟ فَـقَالَ : أَعُـوْذُ بِوَجْـهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِى لَيْسَ شَىْءٌ أَعْظَمَ مِنْهُ. وَبِكَلِمَـاتِ اللّٰهِ التَّـامَّـاتِ الَّتِى لاَ يُجَاوِزُهنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ . وَبِأَسْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنَى كُلِّهَا. مَـا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَـا لَمْ أَعْلَمُ. مِنْ شَـرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَأَ وَذَرَأَ.

রেওয়ায়ত ১২

কা'কা' ইবনে হাকীম (র) বলেন, কা'বে আহবার (র) [তিনি ইহুদীদের বড় আলিম ছিলেন। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন] বলিয়াছেন যে, যদি আমি কয়েকটি শব্দ (কলেমা) পাঠ না করিতাম, তাহা হইলে ইহুদীগণ (যাদু করিয়া) আমাকে গাধা বানাইয়া দিত। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, সেই শব্দগুলি কি? তিনি বলিলেন :

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ الَّذِىْ لَيْسَ شَيْئٌ اَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الَّتِى لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّوَّلا فَاجِرٌ وَبِاَ سْمَاءِ اللّٰهِ الْحُسْنٰى كُلِّهَا مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ اَعْلَمُ مِنْ شَرِّ خَلَقَ وَبَرَاَ وَذَرَاَ

আমি সেই আল্লাহ্‌র মহান সত্তার আশ্রয় প্রর্থনা করিতেছি যাঁহার চাইতে কোন বস্তুই বড় নয়। আর তাঁহার পূর্ণ কলেমাসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি যাহার আগে কোন ভাল কিংবা মন্দ যাইতে পারে না, আর তাঁহার সমুদয় সুন্দর নামের আশ্রয় প্রর্থনা করিতেছি যাহা আমার জানা আছে এবং যাহা আমার জানা নাই; সেই সৃষ্টির অপকারিতা হইতে, যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বিস্তৃত করিয়াছেন।

(٥) باب ماجاء فى المتحابين فى الله

পরিচ্ছেদ ৫ : আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা

١٣–وحدّثنى عَنْ مَـالِكٍ ، عَنْ عَـبْـدِ اللّٰهِ بْنِ عَـبْـدِ الرَّحْـمٰنِ بْنِ مَـعْـمَـرٍ، عَنْ أَبِى الْحُبَـابِ سَعِيْـدِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّـهُ قَـالَ : قَـالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : «إِنَّ اللّٰهَ تَبَـارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَـةِ : أَيْنَ الْمُتَحَـابُّونَ لِجَلاَلِى. الْيَـوْمَ أُظِلُّهُمْ فِى ظِلِّى. يَوْمَ لاَ ظِلَّ الاَّ ظِلِّى».

রেওয়ায়ত ১৩

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক কিয়ামত দিবসে বলিবেন, সেই সমস্ত মানুষ কোথায়, যাহারা আমার বুযুর্গীর জন্য পস্পর পরস্পরকে ভালবাসিত? আজ আমি তাহাদেরকে (আমার আরশের) ছায়াতলে স্থান দান করিব। আজকার দিনটা এমন যে, আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোথাও কোন ছায়া নাই।

١٤-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَوْ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِى ظِلِّهِ. يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ. إِمَامٌ عَادِلٌ. وَشَابٌّ نَشَأَ فِى عِبَادَةِ اللّٰهِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْجِدِ، إِذَاخَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُوْدَ إِلَيْهِ. وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ، اجْتَمَعَا عَلَى ذٰلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ. فَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ اللّٰهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ».

রেওয়ায়ত ১৪

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) অথবা আবূ হুরায়রা[১] (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যেই দিন আল্লাহ্র (আরশের) ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না, সেই দিন আল্লাহ্ পাক সাত প্রকারের মানুষকে তাঁহার ছায়াতলে স্থান দান করিবেন-(১) ন্যায় বিচারক ইমাম (শাসনকর্তা), (২) ঐ যুবক, যে আল্লাহ্র ইবাদতের ভিতর দিয়া লালিত-পালিত হইয়াছে, (৩) ঐ ব্যক্তি, যে নামায পড়িয়া মসজিদ হইতে বাহির হইলে পর আবার মসজিদে কখন যাইবে, এই চিন্তায় তাহার মন মসজিদের প্রতি আকৃষ্ট থাকে অর্থাৎ আবার কখন মসজিদে যাইবে এই কথা বার বার তাহার মনে জাগে, (৪) সেই দুই ব্যক্তি, যাহারা পরস্পরকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসে; তাহারা একত্র হয় আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ্র জন্যই পৃথক হয়, (৫) যেই ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আল্লাহ্র ভয়ে তাহার দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়, (৬) সেই ব্যক্তি, যাহাকে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের রূপসী রমণী (স্বীয় কামভাব চরিতার্থ করার নিমিত্ত) আহ্বান করে, তবে সে এই বলিয়া (উক্ত আহ্বান) প্রত্যাখ্যান করে যে, আমি আল্লাহ্কে ভয় করি, (৭) সেই ব্যক্তি, যে (আন্তরিকতা সহকারে) কিছু সদকা এমনভাবে গোপনে করিয়াছে যে, তাহার ডান হস্ত কি সদকা করিয়াছে উহা তাহার বাম হস্ত পর্যন্ত জানিতে পারে নাই।[২]

---

১. এখানে আবূ সাঈদ খুদরী অথবা আবূ হুরায়রার রেওয়ায়ত বলিয়া এই দুইজনের মধ্যে সন্দেহ পোষণ করা হইয়াছে যে, এতদুভয়ের যেকোন একজন কর্তৃক অত্র হাদীস বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আবূ হুরায়রা (রা)-এর উল্লেখ রহিয়াছে।

২. ডান হস্ত কি সদকা করিয়াছে উহা তাহার বাম হস্ত জানিতে পারে নাই— ইহার অর্থ অতি গোপনে সদকা করা হইয়াছে, যেন রিয়া বা লোক দেখানোর আশংকা না থাকে।

١٥–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «إِذَا أَحَبَّ اللّٰهُ الْعَبْدَ، قَالَ لِجِبْرِيْلَ : قَدْ أَحْبَبْتُ فُلاَنًا فَأَحِبَّهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ. ثُمَّ يُنَادِى فِى أَهْلِ السَّمَاءِ : إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَبَّ فُلاَنًا فَأَحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ. ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْأَرْضِ.

وَإِذَا أَبْغَضَ اللّٰهُ الْعَبْدَ. قَالَ مَالِكُ : لاَ أَحْسِبُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فِى الْبُغْضِ مِثْلَ ذٰلِكَ.

রেওয়ায়ত ১৫

আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ যখন তাঁহার কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন জিবরীলকে বলেন, হে জিবরীল! আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালবাসি। অতএব তুমিও তাহাকে ভালবাস। তখন জিবরীলও তাহাকে ভালবাসেন এবং আসমানের অধিবাসীদের (ফিরিশতাগণের) মধ্যে ঘোষণা করেন যে, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ পাক ভালবাসেন, অতএব তোমরাও তাহাকে ভালবাস। সুতরাং আসমানের অধিবাসিগণও তাহাকে ভালবাসেন এবং তাহার জন্য যমিনে জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করা হয় (ফলে সে ব্যক্তি জনপ্রিয় হয়) আর যখন আল্লাহ্ পাক কাহারও প্রতি রাগান্বিত হন; মালিক (র) বলেন, আমার মনে হয় সেই অবস্থাতেও এই প্রকার কিছু সংঘটিত হয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।[১]

١٦–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِىْ حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ أَبِىْ إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ. فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَايَا. وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ، إِذَا اخْتَلَفُوْا فِى شَىْءٍ، أَسْنَدُوا إِلَيْهِ. وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيْلَ : هٰذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، هَجَّرْتُ . فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِى بِالتَّهْجِيرِ. وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّى. قَالَ فَانْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. ثُمَّ قُلْتُ. وَاللّٰهِ إِنِى لأُحِبُّكَ لِلّٰهِ. فَقَالَ : آللّٰهِ ؟ فَقُلْتُ : آللّٰهِ. فَقَالَ : آللّٰهِ ؟ فَقُلْتُ : آللّٰهِ. قَالَ، فَأَخَذَ بِحُبْوَةِ رِدَائِى فَجَبَذَنِى إِلَيْهِ . وَقَالَ : أَبْشِرْ. فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ «قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتِى لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ. وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ. وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ. وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ».

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন কাহারও প্রতি রাগ করেন তখন জিবরীল (আ), ফেরেশতা, মানুষ ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিও তাহাকে অপছন্দ করে এবং তাহার সহিত শত্রুতা করিতে থাকে।

রেওয়ায়ত ১৬

আবূ ইদরীস খাওলানী (র) বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে প্রবেশ করিলাম। সেখানে জনৈক যুবককে দেখিলাম, তাহার দাঁতগুলি অতি উজ্জ্বল সাদা (মুক্তার মতো)। তাঁহার সঙ্গে অনেক মানুষ ছিল। যখনই কোন ব্যাপারে মতবিরোধ হইত, উক্ত যুবকের কথাকেই সনদ (নির্ভরযোগ্য) বলিয়া গণ্য করা হইত এবং তাঁহার কথার উপরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হইত। আমি (আবূ ইদরীস) লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই যুবকটি কে? তাহারা বলিল, ইনি হইলেন মুআয ইবনে জবল (রা)। পরদিন প্রাতঃকালে আমি (মসজিদে) যাইয়া দেখি যে, তিনি (হযরত মু'আয ইবনে জবল) আমার আগেই সেখানে পৌঁছিয়াছেন এবং নামায পড়িতেছেন। আমি অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি নামায পড়িয়া শেষ করিলে পর আমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া পৌঁছিলাম। অতঃপর তাঁহাকে সালাম করিয়া বলিলাম, আল্লাহ্র কসম! আমি আপনাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসি। তিনি বলিলেন, আল্লাহ্রই জন্য? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্র জন্যই। তিনি (পুনরায়) বলিলেন, আল্লাহ্রই জন্য? আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আল্লাহ্রই জন্য। অতঃপর তিনি আমার চাঁদরের এক কোণা ধরিয়া (আমাকে) নিজের দিকে টানিলেন এবং বলিলেন, আনন্দিত হও! আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনিয়াছি, তিনি বলিতেছিলেন, আল্লাহ্ পাক বলেন, আমার ভালবাসা সেই সমস্ত লোকের জন্য ওয়াজিব হইয়াছে যাহারা আমার (সন্তুষ্টির) জন্য পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, আমারই জন্য একত্রে বলে, আমারই জন্য একে অন্যকে দেয় এবং আমারই জন্য একে অন্যের জন্য খরচ করে।

١٧—وحدّثني عَنْ مَالِك ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاس؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : الْقَصْدُ وَالتُّؤَدَةُ وَحُسْنُ السَّمْتِ، جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ.

রেওয়ায়ত ১৭

আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন : মধ্যম পন্থাবলম্বন, একে অন্যকে ভালবাসা এবং সুন্দরভাবে মৌনতা অবলম্বন নবুয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগের সমান।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫২

كتاب الرؤيا

স্বপ্ন সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب ماجاء فى الرؤيا

পরিচ্ছেদ ১ : স্বপ্ন প্রসঙ্গ

١–**حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَارِىِّ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ ، مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ، جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بِمِثْلِ ذٰلِكَ .

রেওয়ায়ত ১

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, নেককার মানুষের ভাল স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ সমতুল্য।[১]

আবূ হুরায়রা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হইতে অনুরূপ (অর্থাৎ পূর্বোক্ত হাদীস) রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

---

১. যেকোন ব্যক্তির স্বপ্ন যে ঠিক হইবে, এমন কথা বলা যায় না। তবে নেককার মানুষের ভাল স্বপ্ন সাধারণত ঠিক হয় অর্থাৎ যাহা দেখে তাহাই হয়। অত্র হাদীসে অনুরূপ স্বপ্নের কথা বলা হইয়াছে যে, যদি স্বপ্ন ভাল হয় এবং নেককার মানুষের হয় আর উহার তা'বীর মুতাবিক ফলাফলও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে সেই স্বপ্নের মর্যাদা এত অধিক যে, উহা নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ সমতুল্য। কিন্তু নবুয়তকে ভাগ করা যায় না। তাই এখানে নবুয়তের সময়কে ভাগ করিতে হইবে। অতএব নবুয়তের মোট সময় ছিল তেইশ বৎসর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ছয় মাস পর্যন্ত সত্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সুতরাং এই ছয় মাসকে এক ভাগ ধরিলে মোট তেইশ বৎসরে ছেচল্লিশ ভাগ হয়। তাই অত্র হাদীসে বলা হইয়াছে যে, নেককার মানুষের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ সমান।

٢-حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ زُفَرَ بْنِ صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ، إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، يَقُولُ «هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا ؟» وَيَقُولُ «لَيْسَ يَبْقَى بَعْدِى مِنَ النُّبُوَّةِ، إِلاَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ».

রেওয়ায়ত ২

আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায শেষে (উপস্থিত সাহাবীগণকে) জিজ্ঞাসা করিতেন, তোমাদের কেহ রাত্রে কোন স্বপ্ন দেখিয়াছ কি? অতঃপর বলিতেন যে, আমার পরে ভাল (সত্য) স্বপ্ন ব্যতীত নবুয়তের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না (অর্থাৎ ভাল স্বপ্নও নবুয়তের একটি অংশ)।

٣-**حَدَّثَنِى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «لَنْ يَبْقَى بَعْدِى مِنَ النُّبُوَّةِ إِلاَّ الْمُبَشِّرَاتُ» فَقَالُوْا : وَمَا الْمُبَشِّرَاتُ يَارَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ . أَوْ تُرَى لَهُ. جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

রেওয়ায়ত ৩

আতা ইবনে ইয়াসার (রা)-এর রেওয়ায়ত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পরে মুবাশ্‌শাত (সুসংবাদসমূহ) ব্যতীত নবুয়তের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মুবাশ্‌শাত কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, এমন ভাল ও শুভ স্বপ্ন যাহা কোন নেককার মানুষে দেখে কিংবা অপর কেহ তাঁহার (উক্ত নেককার) সম্বন্ধে দেখে। ইহা নবুয়তের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

٤-**حَدَّثَنِى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٍّ يَقُوْلُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللّٰهِ. وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الشَّيْءَ يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ إِذَا اسْتَيْقَظَ. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا. فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ» قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ : إِنْ كُنْتُ لأَرَى الرُّؤْيَا هِيَ أَثْقَلُ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ. فَلَمَّا سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ ، فَمَا كُنْتُ أُبَالِيْهَا.

রেওয়ায়ত ৪

আবূ কাতাদা ইবনে রিবয়ী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যে ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে হয় এবং দুঃস্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হইতে হয়।

সুতরাং তোমাদের কেহ যদি কোন খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহা হইলে সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে এবং উহার অমঙ্গল হইতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে। কারণ আল্লাহ্ চাহেন তো উহা আর তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আবূ সালমা বলেন, আগে আমি এমন স্বপ্ন দেখিতাম, যাহা আমার উপর পাহাড়ের চাইতেও অধিক বোঝা হইত। কিন্তু যখন হইতে এই হাদীস শ্রবণ করিয়াছি, আমি আর সেই দিকে ভ্রূক্ষেপও করি নাই।

٥-**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ " أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ ، فِي هٰذِهِ الْاٰيَةِ-لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ-.

قَالَ : هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ.

রেওয়ায়ত ৫

উরওয়া ইব্‌ন যুবাইর (র) এই আয়াত সম্বন্ধে لهم البشرى فى الحيوة الدنيا وفى الاخرة (তাহাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে সুসংবাদ রহিয়াছে) বলেন যে, ইহার অর্থ হইল ঐ সমস্ত ভাল স্বপ্ন, যাহা নেককার মানুষে দেখে কিংবা অপর কেহ তাহার সম্বন্ধে (বা তাহার জন্য) দেখে।

(٢) باب ماجاء فى النرد

পরিচ্ছেদ ২ : শতরঞ্জ (দাবা) খেলা প্রসঙ্গে

٦-**حدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ ».

وحدّثني عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهَا : أَنَّ أَهْلَ بَيْتٍ فِي دَارِهَا كَانُوا سُكَّانًا فِيهَا. وَعِنْدَهُمْ نَرْدٌ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ : لَئِنْ لَمْ تُخْرِجُوْهَا لأُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ دَارِي وَأَنْكَرَتْ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ.

রেওয়ায়ত ৬

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দাবা খেলা খেলিল, সে আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের নাফরমানী করিল (অবাধ্য হইল)।[১]

১. শতরঞ্জ বলিতে শুধু ছক্কা খেলাকেই বোঝায় না, বরং আমাদের দেশে প্রচলিত দাবা খেলা, তাস খেলা, বাঘ-গুটি খেলা ইত্যাদি সমস্তই ইহার অন্তর্ভুক্ত। এই সমস্ত খেলার মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে শত্রুতাও পয়দা হয়। ইহাতে মত্ত হইয়া আল্লাহকে ভুলিয়া যায়, নামায কাযা হইয়া যায় এবং আরও নানা রকমের পাপাচারে লিপ্ত হয়। এক হাদীসে আছে, যে ব্যক্তি শতরঞ্জ খেলিয়াছে সে নিজের হস্তকে শূকরের গোশত ও রক্তে রঞ্জিত করিয়াছে। এই জন্য বুজুর্গানে দীন ইহাকে হারাম বলিয়াছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র), ইমাম মালিক (র) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র) এই জাতীয় খেলাকে সম্পূর্ণরূপে হারাম বলিয়াছেন। ইমাম শাফিয়ী (র) বলেন যে, যদি এই খেলার কারণে আল্লাহ্‌র কোন ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় কিংবা ইহা অভ্যাসে পরিণত হয়, তাহা হইলে ইহা হারাম, অন্যথায় মকরূহ তানযীহ।

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, তাঁহার বাড়ির একটি ঘরে কিছুসংখ্যক লোক বাস করিত। তিনি শুনিয়াছেন যে, উহাদের নিকট শতরঞ্জ রহিয়াছে। অতঃপর তিনি তাহাদের নিকট বলিয়া পাঠাইলেন, তোমরা উহা (শতরঞ্জ) দূর কর। অন্যথায় আমি তোমাদেরকে আমার ঘর হইতে বাহির করিয়া দিব। তিনি উহাকে অত্যন্ত খারাপ মনে করিয়াছেন।

٧-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ ، إِذَا وَجَدَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِهِ يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ، ضَرَبَهُ وَكَسَرَهَا.

قَالَ يَحْيى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ : لاَ خَيْرَ فِى الشَّطْرَنْجِ. وَكَرِهَهَا

وَسَمِعْتُهُ يَكْرَهُ اللَّعِبَ بِهَا وَبِغَيْرِهَا مِنَ الْبَاطِلِ. وَيَتْلُو هٰذِهِ الاية-فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ .

রেওয়ায়ত ৭

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) তাঁহার পরিবারের কাহাকেও শতরঞ্জ খেলিতে দেখিলে তাহাকে মারিতেন এবং শতরঞ্জ ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন।

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, আমি মালিক (র) হইতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, শতরঞ্জ খেলা ভাল নহে। তিনি উহাকে মাকরূহ মনে করিতেন। আমি (ইমাম) মালিক (র)-এর নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিতেন যে, শতরঞ্জ খেলা, অপরাপর সকল অনর্থ এবং উদ্দেশ্যহীন খেলা মকরূহ। অতঃপর এই আয়াত তিলাওয়াত করিতেন فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الْضَلَالُ (হক-এর পর পথভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছু নাই)।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫৩

كتاب السلام

সালাম সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب العمل فى السلام

পরিচ্ছেদ ১ : সালাম প্রসঙ্গ

١–حدّثنى عَنْ مالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ. وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الْقَوْمِ وَاحِدٌ أَجْزَأَ عَنْهُمْ».

রেওয়ায়ত ১

যায়দ ইব্ন আসলাম (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, সওয়ার ব্যক্তি পথচারীকে সালাম করিবে। আর যখন দলের কোন এক ব্যক্তি সালাম করে, উহা সকলের পক্ষ হইতে যথেষ্ট হইবে।[১]

٢–وحدّثنى عَنْ مالِكٍ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ. فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ . فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. ثُمَّ زَادَ شَيْئًا مَعَ ذٰلِكَ أَيْضًا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ.

---

১. অত্র হাদীসের মর্ম এই যে, আরোহণকারী পথচারীকে এবং পথচারী বসা ব্যক্তিকে বরং আরোহণকারী পথচারী এবং বসা ব্যক্তিকে সালাম করিবে। অবশ্য এর বিপরীতও জায়েয আছে অর্থাৎ বসা ব্যক্তি পথচারীকে কিংবা সওয়ারকে এবং পথচারী সওয়ারকে সালাম দিতে পারে। তবে সালাম দেওয়া সুন্নত এবং উহার জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব। কোন দলের এক ব্যক্তি সালাম দিলে উহা সকলের পক্ষ হইতে হইয়া যায়। অনুরূপভাবে সালামের সওয়াব দলের কোন একজনে দিলেও সকলের পক্ষ হইতে আদায় হইয়া যায়।

وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ : مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا : هٰذَا الْيَمَانِيُّ الَّذِي يَغْشَاكَ. فَعَرَّفُوهُ إِيَّاهُ. قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ السَّلاَمَ انْتَهٰى إِلَى الْبَرَكَةِ.

قَالَ يَحْيَى : سُئِلَ مَالِكٌ ، هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ، فَلاَ أَكْرَهُ ذٰلِكَ. وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلاَأُحِبُّ ذٰلِكَ.

রেওয়ায়ত ২

মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে আতা (র) বর্ণনা করেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট ছিলাম; এমন সময় ইয়ামনের অধিবাসী এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু।" আরও কয়েকটি শব্দ ইহার সহিত সংযোজন করিল। তখনকার সময়ে ইবনে আব্বাসের দৃষ্টিশক্তি ছিল না। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কে ? উপস্থিত সকলে বলিল, ইনি সেই ইয়ামনী লোক, যে আপনার কাছে (সর্বদা) আসা-যাওয়া করে। এই বলিয়া তাহারা লোকটির পরিচয় করাইয়া দিল। তখন ইবনে আব্বাস (রা) লোকটিকে চিনতে পারিলেন। অতঃপর ইবনে আব্বাস লোকটিকে বলিলেন, "বরকত" পর্যন্ত সালাম শেষ হয়।"[১]

ইয়াহ্ইয়া (র) বলেন, মালিক (র)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, পুরুষ স্ত্রীলোককে (কিংবা স্ত্রীলোক পুরুষকে) সালাম করিবে কি ? তিনি উত্তর দিলেন যে, বৃদ্ধের জন্য তো ইহা খারাপ নহে, তবে যুবক (যুবতী)-এর জন্য ভাল নয়।[২]

(٢) باب ماجاء فى السلام على اليهودىّ والنصرانىّ

পরিচ্ছেদ ২ : ইহুদী ও খৃস্টানকে সালাম দেওয়া প্রসঙ্গ

٣-حَدَّثَنِى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّ الْيَهُوْدَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَحَدُهُمْ، فَإِنَّمَا يَقُوْلُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ. فَقُلْ : عَلَيْكَ».

১. অর্থাৎ "আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু" বলাই হইল পূর্ণ সালাম। এর অধিক কিছু বলা ঠিক নহে। কম পক্ষে "আসসালামু আলাইকুম" বলিবে।

২. অত্র হাদীসে গাইরে মাহরমের কথা বলা হইয়াছে। মাহরম হইলে যুবক কিংবা যুবতী উভয়েই পরস্পরকে সালাম দেওয়াতে কোন অসুবিধা নাই।

قَالَ يَحْيٰى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى الْيَهُوْدِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيْلُهُ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ : لاَ.

রেওয়ায়ত ৩

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ইহুদীদের কেহ তোমাদেরকে সালাম দিলে তাহারা বলে "আস্‌সামু আলাইকুম" (অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হউক)। এতদুত্তরে তোমরা কেবল "ওয়ালাইকুম" বলিবে (অর্থাৎ মৃত্যু তোমাদের হউক)।

মালিক(র)-এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হইল, যদি কেহ কোন ইহুদী অথবা খ্রিস্টানকে সালাম করে, তবে কি উহা গৃহীত হইবে ? এতদুত্তরে তিনি বলিলেন, না।

(٣) باب جامع السلام

পরিচ্ছেদ ৩ : সালাম সম্বন্ধীয় বিভিন্ন হাদীস

٤-**حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِىْ مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ ابْنِ أَبِى طَالِبٍ، عَنْ أَبِى وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ ، بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ. إِذْ أَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ. فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. فَلَمَّا وَقَفَا عَلَى مَجْلِسِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ سَلَّمَا. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيْهَا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ. وَأُمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « أَلاَ أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللّٰهِ فَآوَاهُ اللّٰهُ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ. وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ ».

রেওয়ায়ত ৪

আবূ ওয়াকিদ লাইসী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ছিলেন, আরও বহু লোক তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ইত্যবসরে তিন ব্যক্তিবিশিষ্ট একটি দল সেখানে আগমন

করিল। ইহাদের মধ্যে দুইজন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম -এর দিকে অগ্রসর হইল এবং একজন চলিয়া গেল (প্রত্যাবর্তন করিল)। অতঃপর ঐ দুইজন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়া সালাম করিল। তাহাদের একজন (সাহাবীগণের) হালকায় স্থান পাইয়া সেখানে বসিল এবং অপরজন তাঁহাদের পিছনে বসিল। তৃতীয়জন তো আগেই চলিয়া গিয়াছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তা'লীম হইতে ফারিগ হইলেন এবং বলিলেন আমি তোমাদেরকে এই (আগন্তুক) তিনজনের অবস্থা বলিব কি? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই বলিব)। উহাদের একজন আল্লাহ্র কাছে আগমন করিয়াছে। আল্লাহ্ও তাহাকে স্থান দান করিয়াছেন আর একজন লজ্জা করিয়াছে (এবং মানুষকে কষ্ট দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে নাই, বরং পিছনে রহিয়াছে) আল্লাহ্ পাকও লজ্জা করিয়াছেন (এবং তাহার প্রতি রহমত নাযিল করিয়াছেন)। আর একজন ফিরিয়া গিয়াছে ; অতঃপর আল্লাহ পাকও তাহার দিক হইতে ফিরিয়া গিয়াছেন।

٥ – **وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ أَبِيْ طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلُ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ . ثُمَّ سَأَلَ عُمَرُ الرَّجُلَ : كَيْفَ أَنْتَ ؟ فَقَالَ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّٰهَ . فَقَالَ عُمَرُ : ذٰلِكَ الَّذِى أَرَدْتُ مِنْكَ .

রেওয়ায়ত ৫

আনাস ইবনে মালিক (রা) উমর (রা) হইতে শুনিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁহাকে (হযরত উমরকে) সালাম করিলে পর তিনি সালামের জওয়াব দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন আছ ? লোকটি বলিল, আল্লাহ্র শোকর (ভাল আছি)। উমর (রা) বলিলেন, আমি তোমার কাছে ইহাই কামনা করিয়াছিলাম।

٦–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ؛ أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أُبَيِّ ابْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ . فَيَغْدُوْ مَعَهُ إِلَى السُّوْقِ . قَالَ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوْقِ ، لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى سَقَاطٍ وَلاَ صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلاَ مِسْكِيْنٍ وَلاَ أَحَدٍ إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ . قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا .

فَاسْتَتْبَعَنِى إِلَى السُّوْقِ . فَقُلْتُ لَهُ : وَمَا تَصْنَعُ فِى السُّوْقِ ، وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى الْبَيِّعِ ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ، وَلاَ تَسُومُ بِهَا، وَلاَ تَجْلِسُ فِى مَجَالِسِ السُّوْقِ ؟ قَالَ وَأَقُوْلُ : اجْلِسْ بِنَا هٰهُنَا نَتَحَدَّثْ. قَالَ فَقَالَ لِى عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : يَا أَبَا بَطْنٍ ! وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ : إِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ أَجْلِ السَّلاَمِ. نُسَلِّمُ عَلَى مَنْ لَقِيَنَا.

রেওয়ায়ত ৬

ইসহাক ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ তালহা (র) বলেন, তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (র) সকালে সকালে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট আসিতেন এবং তাঁহার সঙ্গে বাজারে গমন করিতেন। তুফাইল (রা) বলেন, আমরা বাজারে পৌছিলে ইবনে উমর (রা) যে কোন মামুলী জিনিস বিক্রেতাকে যেকোন দোকানদারকে, যেকোন মিসকীনকে, এমন কি প্রত্যেককে সালাম দিতেন। তুফাইল বলেন, একদা আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর নিকট গেলাম। পরে তিনি আমাকে বাজারে লইয়া যাইতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, আপনি বাজারে যাইয়া কি করিবেন ? বেচাকেনার নিকটে আপনি যান না, কোন বস্তু সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না, কোন জিনিসের দামও জিজ্ঞাসা করেন না কিংবা বাজারের কোন মজলিসেও বসেন না। ইহার চাইতে এখানে বসিয়া থাকুন এবং আমরা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করি। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলিলেন : হে ভুঁড়িওয়ালা! (তুফাইলের পেট মোটা ছিল বলিয়া এই রকম বলিলেন) আমি সালাম করিবার জন্যই বাজারে যাই, যাহার সাথে সাক্ষাৎ হয় তাহাকে সালাম করি।

٧–**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّ رَجُلاً سَلَّمَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ. فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ. وَالْغَادِيَاتُ وَالرَّائِحَاتُ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ : وَعَلَيْكَ ، أَلْفًا. ثُمَّ كَأَنَّهُ كَرِهَ ذٰلِكَ.

রেওয়ায়ত ৭

ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ (র) বলেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে উমরকে এই বলিয়া সালাম করিল, "আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু ওয়াল গাদিয়াতু ওয়ার রায়িহাতু।" (অর্থাৎ আপনার

উপর শান্তি হউক, আল্লাহ্‌র রহমত এবং বরকতসমূহ ও সকালে-বিকালে আগত ও বিগত নিয়ামতরাশি)। এতদুত্তরে আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলিলেন, "ওয়া আলাইকা আলফান" (অর্থাৎ তোমার উপর ইহার এক হাজার গুণ)। তিনি উহাকে (অর্থাৎ সেই ব্যক্তির দেয়া সালামকে) খারাপ মনে করিয়াছিলেন।[১]

٨–وحدّثني عَنْ مالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : إِذَا دُخِلَ الْبَيْتُ غَيْرُ الْمَسْكُوْنِ يُقَالُ : السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ.

রেওয়ায়ত ৮

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, যদি কেহ কোন খালি ঘরে যায়, তবে "আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন" বলিবে অর্থাৎ আমাদের উপর এবং আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের উপর সালাম।[২]

---

১. অর্থাৎ "বরকাতুহু" পর্যন্ত সালাম শেষ হয়। অতএব উহার উপর আরও কিছু সংযোজন করা ঠিক নহে। তাই তিনি সংযোজিত শব্দদ্বয়ের কারণে উক্ত রকম সওয়াব দান করিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহার অসন্তুষ্টির লক্ষণ সুস্পষ্ট ছিল।

২. আল্লাহ্ পাক বলেন, واذا دخلتم بيوتا فسلموا على اهلها অর্থাৎ কোন ঘরে তোমরা প্রবেশ করিলে সেই ঘরের অধিবাসিগণকে সালাম করিবে। অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, ঘর খালি হইলেও সালাম দিতে হয়, তবে তখন সালাম নিজেকে ও আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদেরকে দিবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫৪

كتاب الاستئذان

ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি গ্রহণ বিষয়ক অধ্যায়

(١) باب الاستئذان

পরিচ্ছেদ ১ : ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি প্রসঙ্গ

١-**حدّثني** مَالِكٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي ؟ فَقَالَ «نَعَمْ» قَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا» فَقَالَ الرَّجُلُ : إِنِّي خَادِمُهَا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا. أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟» قَالَ : لاَ. قَالَ «فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا».

রেওয়ায় ১

'আতা ইব্‌ন ইয়াসার (র)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি ঘরে প্রবেশ করার জন্য আমার আম্মার কাছে অনুমতি চাহিব কি ? অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, হ্যাঁ। লোকটি বলিল, আমি তো তাঁহার সাথে একই ঘরে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, অনুমতি লইয়া যাও। লোকটি আবার বলিল, আমি তো তাঁহার সাথে একই ঘরে থাকি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, অনুমতি লইয়া যাও। তুমি কি তোমার আম্মাকে উলঙ্গ দেখিতে চাও? লোকটি বলিল, না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তবে অনুমতি লইয়া যাও।[১]

---

১. ঘরে যে কেহ থাকুক না কেন, অনুমতি গ্রহণ ব্যতীত প্রবেশ করা বৈধ নয়। অনুমতি লইয়া প্রবেশ করিবে। কারণ ঘরে যদি কেহ থাকে, তবে সে সব সময় যে পরিধেয় বস্ত্র ঠিক রাখিবে, এমন কথা সুনিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাই ঘরে প্রবেশ করিতে অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

٢-وحدّثني مَالِكُ عَنْ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ،عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «الاِ سْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ. وَإِلاَّ فَارْجِعْ».

রেওয়ায়ত ২

আবূ মূসা আশ'আরী (রা) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, তিনবার অনুমতি নিতে হয়। অতঃপর অনুমতি হইলে প্রবেশ করিবে, অন্যথায় প্রত্যাবর্তন করিবে।

٣-حدّثني مَالِكُ عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمْ ؛ أَنَّ أَبَامُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَى عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ. فَاسْتَأْذَنَ ثَلاَثًا ثُمَّ رَجَعَ. فَأَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَثَرِهِ فَقَالَ : مَالَكَ لَمْ تَدْخُلْ ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسٰى : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ «الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ». فَقَالَ عُمَرُ : وَمَنْ يَعْلَمُ هٰذَا ؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ ذٰلِكَ لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَاوكَذَا. فَخَرَجَ أَبُو مُوسٰى حَتّٰى جَاءَ مَجْلِسًا فِي الْمَسْجِدِ يُقَالُ لَهُ مَجْلِسُ الْأَنْصَارِ. فَقَالَ : إِنِّي أَخْبَرْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ؛ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ «الاِسْتِئْذَانُ ثَلاَثٌ. فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ وَإِلاَّ فَارْجِعْ» فَقَالَ : لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِمَنْ يَعْلَمُ هٰذَا لأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كَانَ سَمِعَ ذٰلِكَ أَحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَقُمْ مَعِي. فَقَالُوْا لأَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ : قُمْ مَعَهُ. وَكَانَ أَبُوْ سَعِيْدٍ أَصْغَرَهُمْ. فَقَامَ مَعَهُ. فَأَخْبَرَ بِذٰلِكَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لأَبِي مُوسٰى : أَمَا إِنِّي لَمْ أَتَّهِمْكَ وَلٰكِنْ خَشِيْتُ أَنْ يَتَقَوَّلَ النَّاسُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

রেওয়ায়ত ৩

রবীয়া ইব্ন আবদুর রহমান (র) এবং আরো অনেক আলিম হইতে বর্ণিত, আবূ মূসা আশ'আরী (রা) উমর ইব্ন খাত্তাব (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করার জন্য তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনবারেও অনুমতি না পাইয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) তাঁহাকে (আবূ মূসাকে) ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহার পিছনে মানুষ প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি আসার পর উমর (রা) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ঘরে প্রবেশ করিলে না কেন? আবূ মূসা (রা) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, তিনবার অনুমতি চাহিতে হয়। অনুমতি দিলে প্রবেশ কর, অন্যথায় ফিরিয়া যাও। অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলিলেন, তুমি ছাড়া এই হাদীস আর কেহ শ্রবণ করিয়াছে কি? যে শ্রবণ করিয়াছে তাহাকে লইয়া আস। যদি তুমি তাহা না কর, তবে আমি তোমাকে শাস্তি দিব। অবশেষে আবূ

মূসা বাহির হইয়া আসিলেন যে, মসজিদে অনেক লোক বসা আছে। ইহারা সকলেই আনসারগণের এক মজলিসে বসিয়াছিল। সেখানে যাইয়া (আবূ মূসা আশ'আরী) বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে, (ঘরে প্রবেশ করার জন্য) তিনবার অনুমতি চাহিতে হয়। অনুমতি পাইলে প্রবেশ করিবে অন্যথায় ফিরিয়া যাইবে। আমি উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর নিকট এই হাদীস বর্ণনা করার পর তিনি বলিলেন, এই হাদীস অপর কেহ শ্রবণ করিলে তাহাকে লইয়া আস নতুবা আমি তোমাকে শাস্তি দিব। অতএব তোমাদের মধ্যে যদি কেহ এই হাদীস শ্রবণ করিয়া থাক, তবে (মেহেরবানী করিয়া) আমার সঙ্গে আস। (উপস্থিত) সকলেই আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে বলিল, তুমি যাও। আবূ সাঈদ খুদরী (রা) তাঁহাদের মধ্যে বয়সে সকলের ছোট ছিলেন। অতঃপর আবূ সাঈদ (রা) আবূ মূসা (রা)-এর সঙ্গে উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর নিকট আসিয়া উক্ত হাদীস বর্ণনা করিলেন। অতঃপর উমর (রা) আবূ মূসা আশ'আরীকে বলিলেন, আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করি নাই। তবে আমার ভয় ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের হাদীসের সাথে কেহ অন্য কোন কথা সংযোজন করিবে।[১]

(٢) باب التسميت فى العطاس

পরিচ্ছেদ ২ : হাঁচির জওয়াব দান প্রসঙ্গ

٤–حدّثنى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَشَمِّتْهُ. ثُمَّ إِنْ عَطَسَ فَقُلْ : إِنَّكَ مَضْنُوْكٌ». قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ : لاَأَدْرِى. أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ؟

রেওয়ায়ত ৪

আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ বকর (রা) নিজের পিতার নিকট হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, যদি কেহ হাঁচি দেয়, তবে তাহাকে (উহার) জওয়াব দাও (অর্থাৎ হাঁচির পর সে যখন "আল হামদুলিল্লাহ্" বলিবে, তোমরা তখন "ইয়ারহামুকুমুল্লাহ্" বলিবে। সে আবার হাঁচি দিলে, তবে জওয়াব দিবে। আবার হাঁচি দিলে জওয়াব দিবে। আবার হাঁচি দিলে বলিবে যে, তোমার সর্দি হইয়াছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবূ বকর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তৃতীয়বারের পর, চতুর্থবারের পর এই কথা বলিতে হুকুম করিয়াছেন তাহা আমার ভাল স্মরণ নাই।

٥–وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا عَطَسَ ، فَقِيْلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ اللّٰهُ . قَالَ : يَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَإِيَّاكُمْ، وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ.

---

১. ইহা হযরত উমর (রা)-এর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ছিল। কারণ এমন কিছু কথা রসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সহিত সম্পর্কিত করার চেষ্টা করা হইয়াছে যাহা তাঁহার কথা ছিল না। এইজন্য উমর (রা) আবূ মূসা (রা)-এর একার বর্ণনা গ্রহণ করেন নাই, যাহাতে মিথ্যাবাদিগণ সংযত ও সতর্ক হয়। অন্যথায় আবূ মূসা (রা) উচ্চ মর্যাদার সাহাবী ছিলেন। তিনি যে কখনও মিথ্যা বলিবেন, ইহা কল্পনাও করা যায় না।

রেওয়ায়ত ৫

নাফি' (র)-এর রেওয়ায়ত-আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর হাঁচি আসিলে (তাঁহার আলহামদুলিল্লাহ্‌র জওয়াবে) কেহ "ইয়ারহামুকাল্লাহ্" বলিলে তিনি "ইয়ারহামনা ওয়া ইয়্যাকুম ওয়া ইয়াগফির লানা ওয়ালাকুম يَرْحَمْنَا وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرْ لَنَا وَلَكُمْ " বলিতেন।[১]

(٣) باب ما جاء فى الصور والتماثيل

পরিচ্ছেদ ৩ : ছবি ও মূর্তি প্রসঙ্গ

٦–**حدّثنى** مَالِكُ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ؛ أَنَّ رَافِعَ بْنَ إِسْحٰقَ مَوْلَى الشِّفَاءِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ أَبِىْ طَلْحَةَ عَلَى أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ نَعُوْدُهُ. فَقَالَ لَنَا أَبُوْ سَعِيدٍ : أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيلُ أَوْ تَصَاوِيْرُ» شَكَّ إِسْحٰقُ لاَ يَدْرِى، أَيَّتَهُمَا قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ.

রেওয়ায়ত ৬

শেফা (র)-এর আযাদকৃত গোলাম রাফি' ইবনে ইসহাক (র) বলেন, আমি ও আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবূ তালহা (রা) আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-কে যিনি অসুস্থ ছিলেন — দেখিতে গেলাম। অতঃপর আবূ সাঈদ (রা) বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলিয়াছেন যে, যেই ঘরে ছবি কিংবা মূর্তি থাকে, সেই ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করেন না।

٧–**وحدّثنى** مَالِكُ عَنْ أَبِى النَّضْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِىْ طَلْحَةَ الأَنْصَارِىِّ يَعُوْدُهُ. قَالَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ. فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا. فَنَزَعَ نَمَطًا مِنْ تَحْتِهِ. فَقَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ : لِمَ تَنْزِعُهُ؟ قَالَ : لأَنَّ فِيْهِ تَصَاوِيْرَ. وَقَدْ قَالَ فِيْهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَاقَدْعَلِمْتَ. فَقَالَ سَهْلٌ : أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «إِلاَّمَا كَانَ رَقْمًا فِى ثَوْبٍ» قَالَ : بَلٰى. وَلٰكِنَّهُ ؟ أَطْيَبُ لِنَفْسِى.

রেওয়ায়ত ৭

উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উতবা ইব্‌ন মাসউদ (র) হইতে বর্ণিত, আবূ তালহা আনসারী (রা)-কে দেখিতে গেলাম (তিনি অসুস্থ ছিলেন)। সেখানে সহল ইবনে হুনাইফকেও দেখিলাম। আবূ তালহা একজনকে

---

১. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মস'উদ (রা) হইতে তবরানী (র) অনুরূপ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। ইমাম বুখারী (র) আদাবুল মুফরাদে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তোমাদের কেহ হাঁচি দিলে সে নিজে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলিবে। তাহার নিকটে যে থাকিবে সে তখন يَرْحَمُكَ اللّٰه বলিবে। অতঃপর হাঁচিওয়ালা পুনরায় يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ বলিবে।

ডাকিয়া আমার (পায়ের) নিচ হইতে শতরঞ্জী তুলিয়া লইতে নির্দেশ দিলেন। সহল ইবনে হানীফ বলিলেন, কেন তুলিয়া লইতেছ ? আবূ তালহা বলিলেন, এইজন্য যে, ইহাতে ছবি রহিয়াছে আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছবি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন উহা আপনার জানা আছে। সহল বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইহা কি বলেন নাই যে, কাপড়ে অঙ্কিত হইলে কোন অসুবিধা নাই। আবূ তালহা বলিলেন, হ্যাঁ, বলিয়াছেন। তবে আমি যেকোন রকমের ছবি হইতে বাঁচিয়া থাকিতে চাই।

৮–وحدّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرِقَةً فِيهَا تَصَاوِيْرُ . فَلَمَّا رَاهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ. فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ. وَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ أَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ. وَإِلَى رَسُوْلِهِ. فَمَاذَا أَذْنَبْتُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «فَمَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرِقَةِ ؟» قَالَتْ : اشْتَرَيْتُهَا لَكَ تَقْعُدُ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّ أَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ» ثُمَّ قَالَ : «إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ».

রেওয়ায়ত ৮

নবী-পত্নী আয়েশা (রা) একটি ছোট বালিশ ক্রয় করিয়াছিলেন। উহাতে ছবি অঙ্কিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম (বাহির হইতে আগমন করিয়া ঘরে প্রবেশ করার সময়) যখন উহা দেখিলেন, তখন ঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া গেলেন এবং ঘরে পবেশ করিলেন না। আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চেহারা মুবারকে উহার অপছন্দ হওয়ার লক্ষণ দেখিলেন এবং বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ ও তাহার রাসূলের কাছে তওবা করিতেছি; আমি অপরাধ করিয়াছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, ইহা কি রকম গদি ? (হযরত) আয়েশা (রা) উত্তর দিলেন, এই গদিটি আমি আপনার জন্য ক্রয় করিয়াছি যে, আপনি উহার উপর বসিবেন এবং উহাতে হেলান দিবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, ছবি অঙ্কনকারীকে রোজ হাশরে আযাব দেওয়া হইবে এবং তাহাদেরকে বলা হইবে যে, তোমরা যাহা সৃষ্টি করিয়াছ, উহাকে জীবিত কর (অর্থাৎ উহাতে প্রাণ সঞ্চার কর)। অতঃপর তিনি বলিলেন, যেই ঘরে ছবি থাকে, সেই ঘরে ফেরেশতা আসে না।

(٤) باب ماجاء فى أكل الضب

পরিচ্ছেদ ৪ : সান্ডার গোশ্ত খাওয়া প্রসঙ্গ

৯–حدّثني مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ابْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ

الْحَارِث. فَإِذَا ضِبَابٌ فِيهَا بَيْضٌ. وَمَعَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ. فَقَالَ «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هٰذَا ؟» فَقَالَتْ : أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِيْ هُزَيْلَةُ بِنْتُ الْحَارِث. فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ «كُلاَ» فَقَالاَ : أَوَلاَ تَأْكُلُ أَنْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ «إِنِّي تَحْضُرُنِي مِنَ اللّٰهِ حَاضِرَةٌ» قَالَتْ مَيْمُوْنَةُ : أَنَسْقِيكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ مِنْ لَبَنٍ عِنْدَنَا؟ فَقَالَ «نَعَمْ» فَلَمَّا شَرِبَ قَالَ «مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هٰذَا» فَقَالَتْ : أَهْدَتْهُ لِي أُخْتِي هُزَيْلَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «أَرَأَيْتِكِ جَارِيَتَكِ الَّتِي كُنْتِ اسْتَأْمَرْتِيْنِي فِي عِتْقِهَا. أَعْطِيْهَا أُخْتَكِ. وَصِلِي بِهَا رَحِمَكِ تَرْعَى عَلَيْهَا. فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكِ».

রেওয়ায়ত ৯

সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মায়মুনা বিন্ত হারিস (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি সান্ডার সাদা গোশত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) ও খালিদ ইবনে ওলীদ (রা) ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নিকট এই গোশত কোথা হইতে আসিল? মায়মুনা (রা) উত্তর দিলেন, আমার ভগ্নি হুযায়লা বিনতে হারিস (রা) আমার নিকট হাদিয়া পাঠাইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) ও খালিদ ইবনে ওলীদকে বলিলেন, তোমরা খাও। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি খাইবেন না? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, আমার নিকট আল্লাহ্র পক্ষ হইতে কেহ না কেহ আগমন করেন। (ইহাতে এক প্রকার গন্ধ আছে, ফলে আগমনকারীর কষ্ট হইবে; তাই আমি খাইব না।) মায়মুনা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে দুধ পান করাইব কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ। অতঃপর দুধ পান করিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুধ তোমার নিকট কোথা হইতে আসিল? মায়মুনা (রা) বলিলেন, আমার ভগ্নি হুযায়লা আমার নিকট হাদিয়া পাঠাইয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, যদি তুমি তোমার সেই দাসী তোমার ভগ্নিকে দিয়া দাও যাহাকে আযাদ করা সম্বন্ধে তুমি আমার নিকট পরামর্শ চাহিয়াছিলে, আত্মীয়তার খাতির কর এবং সেই দাসী তাহার ছাগল চরাইবে, তাহা হইলে উহা তোমার জন্য খুবই উত্তম হইবে।[১]

١٠–**وحدّثني** مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ ؛ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ . فَأُتِيَ بِضَبٍّ مَحْنُوْذٍ. فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهِ . فَقَالَ بَعْضُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ : أَخْبِرُوْا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ بِمَا يُرِيْدُ أَنْ

---

১. সান্ডাকে আরবীতে ضب বলে। ইহা এক প্রকার প্রাণী, যাহা টিকটিকিসদৃশ। তবে টিকটিকির চাইতে বড়। ইহারা সাত শত বৎসর পর্যন্ত বাঁচে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, জীবনে কোন সময় পানি খায় না বা পানির নিকটেও যায় না। বৎসরে দুই একবার এক আধ বিন্দু কুয়াশা খায়। চল্লিশ দিন অন্তর এক বিন্দু প্রস্রাব করে। ইহারা ঘরে, গাছে কিংবা পাহাড়ে থাকে। ইহার তৈল সংগ্রহ করিয়া অনেকেই ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করে। মালিকী মযহাবে ইহার গোশত খাওয়া জায়েয আছে।

يَأْكُلَ مِنْهُ. فَقِيْلَ : هُوَ ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. فَرَفَعَ يَدَهُ. فَقُلْتُ : أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ فَقَالَ « لاَ. وَلٰكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. » قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ. وَرَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَنْظُرُ.

রেওয়ায়ত ১০

খালিদ ইব্‌ন ওলীদ ইবনে মুগীরা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী মায়মুনা (রা)-এর ঘরে গমন করিলেন। সেখানে একটি ভুনা সান্ডা আনয়ন করা হইল। রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উহা খাওয়ার জন্য সেই দিকে হাত বাড়াইলেন। তখন মায়মুনা (রা)-এর ঘরে আগত মহিলাদের মধ্যে কেহ বলিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে জানাইয়া দাও যে, তিনি যাহা খাইতে চাহিতেছেন, উহা কিসের গোশ্ত। তখন তাঁহাকে বলা হইল যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা সান্ডার গোশ্ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হাত তুলিয়া লইলেন (এবং খাইলেন না)। আমি (খালিদ) জিজ্ঞাসা করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ইহা কি হারাম? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, না। তবে যেহেতু আমাদের দেশে ইহা হয় না, তাই আমার পছন্দ হইতেছে না। খালিদ (রা) বলেন, আমি উহা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া খাইলাম, আর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম দেখিতেছিলেন।[১]

١١–وحَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَجُلاً نَادَى رَسُولَ اللّٰهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! مَاتَرَى فِي الضَّبِّ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلاَ بِمُحَرِّمِهِ ».

রেওয়ায়ত ১১

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সান্ডার গোশ্ত সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমি উহা খাই না, তবে হারামও বলি না।

(٥) باب ماجاء في أمر الكلاب

পরিচ্ছেদ ৫ : কুকুর পালন প্রসঙ্গ

١٢–حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ ؛ أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ ابْنَ أَبِي زُهَيْرٍ ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ أَزْدِ شَنُوْءَةَ ، مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ،

---

১. হযরত খালিদ (রা) উহা খাইতেছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহাতে তাঁহাকে কোন নিষেধ করেন নাই। তাই বোঝা যাইতেছে যে, সান্ডার গোশত হালাল। ইমাম তাহাবী (র) ইহাকে হালাল বলিয়াছেন। এমন কি প্রতিটি মাযহাবে ইহাকে হালাল বলা হইয়াছে। অবশ্য হিদায়া গ্রন্থে ইহাকে মকরূহ বলা হইয়াছে। কারণ এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে ইহা খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু হাদীসটি দুর্বল, ইমাম নববী (র) হারাম বলিয়াছেন। (যুরকানী)

وَهُوَيُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يَقُولُ « مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لاَ يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ » قَالَ : أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالَ : إِي وَرَبِّ هٰذَا الْمَسْجِدِ .

রেওয়ায়ত ১২

সুফিয়ান ইব্ন আবূ যুহাইর (রা) মসজিদে নববীর দরজায় হাদীস বয়ান করিতেছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কুকুর পালে, (তাহার এই কুকুর পালন) খেত-খামার ও ছাগলের হিফাজতের জন্য না হয়, তাহা হইলে তাহার নেক আমল হইতে প্রতিদিন এক কীরাত সমান কমিতে থাকিবে। সুফিয়ানের নিকট হাদীসের রাবী সায়েক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই হাদীস রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বলিলেন, এই মসজিদের পরওয়ারদিগারের কসম! আমি নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়াছি।

١٣–وحدّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا. إِلاَّ كَلْبًا ضَارِيًا. أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ. نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ».

রেওয়ায়ত ১৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে ব্যক্তি শিকার অথবা খেত-খামারের হিফাজতের উদ্দেশ্য ব্যতীত কুকুর (অনর্থক) পালন করে তবে তাহার নেক আমল হইতে প্রতিদিন দুই কীরাত সমান ক্ষতি হইবে (কমিয়া যাইবে)।

١٤–وحدّثني مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ .

রেওয়ায়ত ১৪

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা)-এর রেওয়ায়ত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়াছেন।

(٦) باب ماجاء فى أمر الغنم

পরিচ্ছেদ ৬ : ছাগল পালন প্রসঙ্গ

١٥–حدّثني مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « رَأْسُ الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلاَءُ فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ ، وَالْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبَرِ . وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ».

রেওয়ায়ত ১৫

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, কুফরীর গোড়া হইল পূর্বদিকে। ঘোড়া ও উটওয়ালাদের মধ্যে অহঙ্কার আছে যাহাদের আওয়াজ বড় (কর্কশ) এবং জঙ্গলে (মাঠে) থাকে। আর নম্রতা ও শান্তি ছাগলওয়ালাদের মধ্যে আছে।

١٦-**وحدّثنى** مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى صَعْصَعَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمًا يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ. يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ».

রেওয়ায়ত ১৬

আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে কয়েকটি ছাগলই মুসলমানদের উত্তম মাল (বলিয়া বিবেচিত) হইবে। তাহারা ফিতনা-ফাসাদ হইতে নিজেদের দীন রক্ষা করার নিমিত্ত পর্বতের চুড়ায় চলিয়া যাইবে অথবা কোন উপত্যকায় গিয়া আশ্রয় নিবে।

١٧-**وحدّثنى** مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «لاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خَزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ ؟ وَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوْعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ. فَلاَ يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ».

রেওয়ায়ত ১৭

ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে, মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে তোমরা কোন পশুর দুগ্ধ দোহন করিবে না। তোমাদের কেহ ইহা পছন্দ করিবে কি, কেহ তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া তাহার সম্পদ ও খাদ্যসামগ্রী লইয়া যাইবে ? (অর্থাৎ কখনও পছন্দ করিবে না) পশুর (দুধের) উহার মালিকের খাবারের সিন্দুক (বা গোলা)। সুতরাং মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে কেহ কাহারও জানোয়ারের দুগ্ধ দোহন করিবে না।

١٨-**وحدّثنى** مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ رَعَى غَنَمًا، قِيْلَ : وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ؟ قَالَ «وَأَنَا».

রেওয়ায়ত ১৮

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, এমন কোন নবী নাই যিনি ছাগল চরান নাই। জিজ্ঞাসা করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনিও কি (চরাইয়াছেন?) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, (হ্যাঁ) আমিও (চরাইয়াছি)।

(٧) باب ماجاء فى الفأرة نقع فى السمن. والبدو بالأكل قبل الصلاة

পরিচ্ছেদ ৭ : ঘৃতে ইঁদুর পতিত হইলে কি করা যাইবে, নামাযের সময় খাবার আসিলে আগে খাইবে

١٩–وحدّثنى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَرَّبُ إِلَيْهِ عَشَاؤُهُ. فَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَهُوَ فِى بَيْتِهِ. فَلَا يَعْجَلُ عَنْ طَعَامِهِ حَتَّى يَقْضِىَ حَاجَتَهُ مِنْهُ.

রেওয়ায়ত ১৯

নাফি' (রা) হইতে বর্ণিত, ইবনে উমর (রা)-এর কাছে রাতের খাবার পেশ করা হইত। তিনি তাঁহার ঘরে বসিয়া ইমামের (ইশার নামাযের) কিরাত শ্রবণ করিতেন। কিন্তু যতক্ষণ তৃপ্ত হইয়া না খাইতেন, খাওয়ার সময় (নামাযের জন্য) তাড়াহুড়া করিতেন না।

٢٠–وحدّثنى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِى السَّمْنِ فَقَالَ « انْزِعُوهَا . وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ ».

রেওয়ায়ত ২০

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী মায়মুনা (রা)-এর বর্ণনা, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, ঘৃতে ইঁদুর পতিত হইলে কি করিতে হইবে? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, উহা বাহিরে ফেলিয়া দাও এবং উহার আশেপাশের ঘৃতও ফেলিয়া দাও।[১]

(٨) باب ما يتقى من الشؤم

পরিচ্ছেদ ৮ : অশুভ হইতে বাঁচিয়া থাকা প্রসঙ্গ

٢١–وحدّثنى مَالِكُ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِنْ كَانَ ، فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمَسْكَنِ » يَعْنِى الشُّؤْمَ.

---

১. অবশিষ্ট ব্যবহার কর অর্থাৎ ঘৃত জমিয়া থাকিলে উহাতে যদি ইঁদুর পতিত হয় তবে ইঁদুর বাহির করিয়া ফেলিয়া দিবে এবং ইঁদুর যেখানে পতিত হইয়াছিল উহার আশেপাশের ঘৃতও তুলিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে। এইভাবে অবশিষ্ট ঘৃত ব্যবহারোপযোগী হয়। আর যদি ঘৃত তরল হয়, তবে সমস্ত ঘৃতই নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সমস্তই ফেলিয়া দিতে হইবে। অবশ্য ইমাম যুহরী (রা) ও ইমাম আওযায়ী (র)-এর মতে তখনও সমস্ত ঘৃত নষ্ট হইবে না। অন্যান্য তৈলের বেলায়ও সেই একই হুকুম হইবে।

রেওয়ায়ত ২১

সহল ইবনে সা'দ সা'য়েদী (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি অশুভ (নহুসত) বলিতে কিছু হইত, তবে ঘোড়া, স্ত্রীলোক ও ঘর (এই তিন বস্তু)-এ হইতে।

٢٢-وحدّثني مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَمْزَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ».

রেওয়ায়ত ২২

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন যে ঘর, স্ত্রীলোক ও ঘোড়া (অর্থাৎ এই তিন বস্তুতে) অশুভ বিষয় আছে।

٢٣-وحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! دَارٌسَكَنَّاهَا وَالْعَدَدُ كَثِيرٌ وَالْمَالُ وَافِرٌ ، فَقَلَّ الْعَدَدُ وَذَهَبَ الْمَالُ. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « دَعُوْهَا ذَمِيمَةً ».

রেওয়ায়ত ২৩

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জনৈকা স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! একটি ঘরে আমরা বাস করিতেছিলাম। (পরিবারে) আমরা সংখ্যায় অধিক ছিলাম এবং মালও ছিল বিপুল। এখন জনসংখ্যা কমিয়া গিয়াছে (অর্থাৎ অনেকেই মারা গিয়াছে) এবং মালও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, সেই ঘরকে যখন তুমি খারাপ মনে করিতেছ, তখন উহা ছাড়িয়া দাও।

(٩) باب مايكره من الأسماء

পরিচ্ছেদ ৯ : খারাপ নাম সম্পর্কীয় বয়ান

٢٤-حدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ لِلَقْحَةٍ تُحْلَبُ « مَنْ يَحْلُبُ هٰذِهِ ؟ » فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « مَا اسْمُكَ؟ » فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : مُرَّةُ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « اجْلِسْ » ثُمَّ قَالَ « مَنْ يَحْلُبُ هٰذِهِ؟ » فَقَامَ رَجُلٌ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « مَا اسْمُكَ » فَقَالَ : حَرْبٌ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « اجْلِسْ » ثُمَّ قَالَ « مَنْ يَحْلُبُ هٰذِهِ؟ » فَقَامَ رَجُلٌ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « مَا اسْمُكَ » فَقَالَ : يَعِيشُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ « احْلُبْ ».

রেওয়ায়ত ২৪

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম একটি দুধের উষ্ট্রীর দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন, এই উষ্ট্রীর দুগ্ধ কে দোহন করিবে ? অতঃপর এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? লোকটি বলিল, মুর্‌রা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি বস। (তিনি লোকটির নাম খারাপ মনে করিলেন। কারণ মুররা শব্দের অর্থ হইল তিক্ত)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কে দুগ্ধ দোহন করিবে ? (অপর) এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইল। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? লোকটি বলিল, হারব। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তুমি বস। আবার বলিলেন. এই উষ্ট্রীর দুগ্ধ কে দোহন করিবে ? (আর) এক ব্যক্তি দাঁড়াইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? লোকটি বলিল, ইয়াঈশ। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, যাও, দুগ্ধ দোহন কর।

٢٥-وحدّثني مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِرَجُلٍ : مَا اسْمُكَ ؟ فَقَالَ : جَمْرَةُ. فَقَالَ : ابْنُ مَنْ ؟ فَقَالَ : ابْنُ شِهَابٍ. قَالَ : مِمَّنْ ؟ قَالَ. مِنَ الْحُرَقَةِ. قَالَ : أَيْنَ مَسْكَنُكَ ؟ قَالَ : بِحَرَّةِ النَّارِ. قَالَ : بِأَيِّهَا ؟ قَالَ : بِذَاتِ لَظًى. قَالَ عُمَرُ : أَدْرِكْ أَهْلَكَ فَقَدِ احْتَرَقُوا. قَالَ فَكَانَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ .

রেওয়ায়ত ২৫

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ? লোকটি বলিল, জম্‌রা (ইহার অর্থ আগুনের কয়লা বা অঙ্গার)। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পিতার নাম কি ? লোকটি বলিল, শিহাব (অগ্নিশিখা)। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ গোত্রের ? লোকটি বলিল, হারাকা (জ্বলন্ত)। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় বাস কর ? লোকটি বলিল, হার্‌রাতুন্নারে (দোযখের গরমে)। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই স্থানটা কোথায় ? লোকটি বলিল, যাতে লাযা (লাযা নামক দোযখে)। উমর (রা) বলিলেন : যাও, গিয়া তোমার খবর লও; তাহারা সকলেই জ্বলিয়া গিয়াছে। লোকটি গিয়া দেখিল যে, সত্যই উমর ইবনে খাত্তাব (রা) যাহা বলিয়াছেন, তাহাই হইয়াছে (অর্থাৎ সকলেই জ্বলিয়া গিয়াছে)।

(١٠) باب ماجاء فى الحجامة وأجرة الحجام

পরিচ্ছেদ ১০ : সিঙ্গা লাগানো ও উহার পারিশ্রমিক প্রসঙ্গে

٢٦-حدّثني مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيْلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : احْتَجَمَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ. فَأَمَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمَرٍ. وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ.

রেওয়ায়ত ২৬

আনাস ইবনে মালেক (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবূ তায়েবার হাতে সিঙ্গা লাগাইয়াছিলেন এবং তাহাকে (আবূ তায়েবাকে) পারিশ্রমিকস্বরূপ এক সা'(আনুমানিক সাড়ে তিন সের) খেজুর দিবার জন্য বলিয়াছিলেন এবং তাহার মালিকদেরকে তাহার কর[১] কম করার নির্দেশ দান করিলেন।

٢٧–**وحدّثني** مَالِكٌ : أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِنْ كَانَ دَوَاءٌ يَبْلُغُ الدَّاءَ ، فَإِنَّ الْحِجَامَةَ تَبْلُغُهُ ».

রেওয়ায়ত ২৭

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন ঔষধ সত্যই রোগ নিবারণে সক্ষম হইত, তবে নিশ্চয়ই উহা হইত "সিঙ্গা"।

٢٨–**وحدّثني** مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدِ بَنِي حَارِثَةَ ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ « اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ ». يَعْنِي رَقِيْقَكَ.

রেওয়ায়ত ২৮

ইব্ন মুহাইয়েসা আনসারী (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, হাজ্জামের (যে সিঙ্গা লাগানোর কাজ করে তাহার) পারিশ্রমিক নিজের খরচের জন্য ব্যবহার করা কি রকম ? (উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাঁহার গোলাম আবূ তায়েবা এই কাজ করিত। ইবনে মুহাইয়েসা তাহার গোলামের এই কাজের পারিশ্রমিক নিজের খরচে ব্যবহার করিতে চাহিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উহা নিষেধ করিলেন। ইব্ন মুহাইয়েসা সর্বদা ইহা জিজ্ঞাসা করিতেন। অবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহার (আবূ তায়েবার) আয় তুমি তোমার উটের ও গোলাম-দাসীর খোরাকে খরচ কর।

(١١) باب ماجاء في المشرق

পরিচ্ছেদ ১১ : পূর্বদিক প্রসঙ্গ

٢٩–**حدّثني** مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ يُشِيْرُ إِلَى الْمَشْرِقِ وَيَقُوْلُ « هَا. إِنَّ الْفِتْنَةَ ههُنَا. إِنَّ الْفِتْنَةَ هٰهُنَا. مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانُ ».

১. সে দাস ছিল, তাহার মনিব তাহাকে দিয়া নিজের কাজ করাইত না। কাজ না করানোর বিনিময়ে নির্ধারিত হারে অর্থ গ্রহণ করিত।

রেওয়ায়ত ২৯

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন আমি দেখিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পূর্বদিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিতেছিলেন, ফিৎনা এইদিকে, ফিৎনা এইদিকে যেই দিকে শয়তানের শিং বাহির হয়।

٣٠–**وحدّثنى** مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ الْخُرُوْجَ إِلَى الْعِرَاقِ. فَقَالَ لَهُ كَعْبُ الْأَحْبَارِ : لاَ تَخْرُجْ إِلَيْهَا يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ . فَإِنَّ بِهَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ السِّحْرِ. وَبِهَا فَسَقَةُ الْجِنِّ. وَبِهَا الدَّاءُ الْعُضَالُ.

রেওয়ায়ত ৩০

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ইরাক গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতঃপর কাবা আহবার তাঁহাকে বলিলেন, ইয়া আমীরুল মু'মিনীন! আপনি সেই দিকে গমন করিবেন না। কারণ সেই দেশে নয়-দশমাংশ যাদু আছে, সেখানে দুষ্ট প্রকৃতির জ্বিন আছে এবং সেখানে এক প্রকারের (মারাত্মক) রোগ আছে যাহার কোন চিকিৎসা (ঔষধ) নাই।

(١٢) باب ماجاء فى قتل الحيات وما يقال فى ذلك

পরিচ্ছেদ ১২ : সর্প মারিয়া ফেলা সম্পর্কিত মাসাইল

٣١–**حدّثنى** مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِى لُبَابَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِى فِى الْبُيُوْتِ.

রেওয়ায়ত ৩১

আবূ লুবাবা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত সর্প ঘরে বাস করে উহাদেরকে মারিতে (হত্যা করিতে) নিষেধ করিয়াছেন।[১]

٣٢–**وحدّثنى** مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سَائِبَةَ ، مَوْلاَةٍ لِعَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ الَّتِىْ فِى الْبُيُوْتِ. إِلاَّ اذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ. فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ. وَيَطْرَحَانِ مَافِى بُطُوْنِ النِّسَاءِ.

---

১. প্রথমে দেখিতেই মারিয়া ফেলা উচিত নহে, বরং তিনবার তাহাকে চলিয়া যাওয়ার নির্দেশ দিবে। তারপরও না গেলে মারিয়া ফেলা চাই। তাহাকে চলিয়া যাইতে এইজন্য নির্দেশ দিবে যে, অনেক সময় জ্বিন জাতিও সর্পের আকৃতি ধারণ করে। অবশ্য কেহ কেহ ইহাকে মদীনার সর্পের জন্য বলিয়াছেন।

রেওয়ায়ত ৩২

আয়েশা (রা) কর্তৃক আযাদকৃত বাঁদী সায়েবা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই সমস্ত সর্পকে মারিতে নিষেধ করিয়াছেন, যাহা ঘরে বাস করে। তবে যুত্‌তুফয়াতাইন ও আবতর জাতীয় সর্প মারিতে নিষেধ করেন নাই। কেননা এই দুই প্রকার সর্প চক্ষু নষ্ট করে এবং মহিলাদের গর্ভ নষ্ট করে।[১]

٣٣-**وحدّثني** مَالِكٌ عَنْ صَيْفِيٍّ مَوْلَى ابْنِ أَفْلَحَ ، عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ. فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيْ. فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ. فَسَمِعْتُ تَحْرِيْكًا تَحْتَ سَرِيرٍ فِي بَيْتِهِ. فَإِذَا حَيَّةٌ فَقُمْتُ لأَقْتُلَهَا. فَأَشَارَ أَبُو سَعِيْدٍ أَنِ اجْلِسْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتٍ فِي الدَّارِ. فَقَالَ : أَتَرَى هٰذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ. قَالَ : إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيْهِ فَتًى حَدِيْثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ. فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ. فَبَيْنَا هُوَ بِهِ إِذْ أَتَاهُ الْفَتَى يَسْتَأْذِنُهُ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِي أُحْدِثُ بِأَهْلِي عَهْدًا. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . وَقَالَ « خُذْ عَلَيْكَ سِلاَحَكَ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ بَنِي قُرَيْظَةَ » فَانْطَلَقَ الْفَتَى إِلَى أَهْلِهِ. فَوَجَدَامْرَأَتَهُ قَائِمَةً بَيْنَ الْبَابَيْنِ. فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ لِيَطْعُنَهَا. وَأَدْرَكَتْهُ غَيْرَةٌ. فَقَالَتْ : لاَ تَعْجَلْ حَتَّى تَدْخُلَ وَتَنْظُرَ مَافِي بَيْتِكَ . فَدَخَلَ فَإِذَا هُوَ بِحَيَّةٍ مُنْطَوِيَةٍ عَلَى فِرَاشِهِ . فَرَكَزَ فِيْهَا رُمْحَهُ. ثُمَّ خَرَجَ بِهَا فَنَصَبَهُ فِي الدَّارِ. فَاضْطَرَبَتِ الْحَيَّةُ فِي الرُّمْحِ . وَخَرَّ الْفَتَى مَيِّتًا . فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا. الْفَتَى أَمِ الْحَيَّةُ ؟ فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ « إِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ جِنًّا قَدْ أَسْلَمُوْا. فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُمْ شَيْئًا فَآذِنُوهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ . فَإِنْ بَدَا لَكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاقْتُلُوْهُ. فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ».

রেওয়ায়ত ৩৩

হিশামের আযাদকৃত গোলাম আবূ সায়েব (রা) হইতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গেলাম। তিনি নামায পড়িতেছিলেন। আমি তাঁহার নামায হইতে অবসর হইবার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। তিনি যখন নামায শেষ করিলেন তখন আমি তাঁহার ঘরের চৌকির নিচে সরসর শুনিতে

১. "যুত্‌তুফয়াতাইন" ঐ সর্পকে বলা হয়, যাহার পেটে দুইটি লম্বা সাদা ধারি আছে যাহা মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত লম্বা। "আবতর" লেজকাটা সর্পকে বলা হয় এবং ঐ সমস্ত সর্পকেও আবতর বলা হয়, যাহা আকারে খাট। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত হয়। এই সমস্ত সর্পের শ্বাস-প্রশ্বাসেও বিষ আছে, দেখিলে মানুষের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং গর্ভবতী দেখিলে গর্ভও নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য এই সমস্ত সর্পকে নিহত করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

পাইলাম। আমি তাকাইয়া দেখিলাম যে, উহা একটি সর্প। আমি উহাকে মারিতে উদ্যত হইলাম। আবূ সাঈদ (রা) আমাকে ইশারা করিলেন যে বস (অর্থাৎ মারিও না)। অতঃপর তিনি (আমার দিকে) ফিরিয়া ঘরের একটি কামরার দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন : ঐ ঘরটি দেখিতেছ ? আমি বলিলাম, হ্যাঁ। তিনি বলিলেন, সেই ঘরে জনৈক যুবক বাস করিত, নূতন বিবাহ্ করিয়াছিল। সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে পরিখা যুদ্ধে গমন করিয়াছিল। ইহার পর হঠাৎ এক সময় সে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাকে একটু অনুমতি দান করুন, আমি আমার পরিবারের সঙ্গে একটু কথা বলিয়া আসি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাকে অনুমতি দান করিলেন এবং বলিলেন, যুদ্ধাস্ত্র সঙ্গে রাখ। কেননা বনু কুরায়যার আশঙ্কা রহিয়াছে (বনু কুরায়যা সেই ইহুদী গোত্র, যাহারা পরিখা যুদ্ধের সময় ওয়াদা ভঙ্গ করিয়া মক্কাবাসীদের সঙ্গে মিলিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল)। যুবকটি অস্ত্রসহ রওয়ানা হইয়া গেল। ঘরে পৌছিয়া সে তাহার স্ত্রীকে ঘরের দুই দরজার মধ্যবর্তী স্থানে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইল। স্ত্রীকে এই অবস্থায় দেখিয়া সে ক্রোধান্বিত হইল এবং বর্শা দিয়া স্ত্রীকে হত্যা করিতে উদ্যত হইল। স্ত্রী বলিল, (আমাকে মারিতে এত) তাড়াহুড়া করিও না, বরং আগে ঘরের ভিতরে যাইয়া দেখ। অতঃপর সে ঘরের ভিতরে গিয়া দেখিল যে, কুণ্ডলী পাকাইয়া একটি সর্প তাহার বিছানায় বসিয়া আছে। সে বর্শা দিয়া সর্পটিকে গাঁথিয়া ফেলিল এবং বর্শাটিকে ঘরে দাঁড় করাইয়া রাখিয়া দিয়া নিজে বাহির হইয়া আসিল। সর্পটি বর্শার ফলায় পেঁচাইতেছিল, আর তখনই যুবকটি মারা গেল। তবে ইহা জানা যায় নাই যে, যুবকটি আগে মারা গেল, না সর্পটি ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট উক্ত ঘটনা বিবৃত করা হইলে পরে তিনি বলিলেন, মদীনায় জ্বিন ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। অতএব তোমরা যদি সর্প দেখ তবে তিনদিন পর্যন্ত তাহাকে সতর্ক কর। তারপরেও যদি তাহাকে দেখ, তবে তাহাকে হত্যা কর। কেননা সে শয়তান।

(١٣) باب ما يؤمر به من الكلام فى السفر

পরিচ্ছেদ ১৩ : সফরের দোয়া প্রসঙ্গ

٣٤-**حدّثنى** مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِى الْغَرْزِ وَهُوَ يُرِيدُ السَّفَرَ يَقُولُ «بِاسْمِ اللّٰهِ. اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ. وَالْخَلِيفَةُ فِى الْأَهْلِ. اللّٰهُمَّ ازْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ. اللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ . وَمِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ. وَمِنْ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ».

وحدّثنى مَالِكٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ ، عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً فَلْيَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لَنْ يَضُرَّهُ شَىْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ».

রেওয়ায়ত ৩৪

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সফরের উদ্দেশ্যে রেকাবে পা রাখার প্রাক্কালে এই দোয়া করিতেন :

بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى أْلاَهْلِ اللّٰهُمَّ ازْوِلَنَا الْاَرْضَ وَهَوِّنَ عَلَيْنَا السَّفَرَ اللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَمِنْ كَاٰبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَمِنْ سُوْءِ الْمَنْظَرِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ.

আমি আল্লাহর নামে সফর আরম্ভ করিতেছি। হে আল্লাহ্! তুমি আমার সফরের সাথী আমার পরিবারের জন্য আমার স্থলাভিষিক্ত। হে আল্লাহ্! আমার গন্তব্যস্থল নিকটে করিয়া দাও, আমার সফর সহজ করিয়া দাও। হে আল্লাহ্! আমি সফরের কষ্ট এবং সফর হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিবার এবং মাল ও পরিবারের অনিষ্ট হইতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।

খাওলা বিনতে হাকীম (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কোন মুসাফির কোন স্থানে অবতরণ করে তবে সে যেন এই দোয়া পাঠ করে :

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ

('আমি সৃষ্টির অনিষ্ট হইতে আল্লাহ্র পূর্ণ কলেমাসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি।') তাহা হইলে সেখান হইতে প্রস্থান করা পর্যন্ত কোন কিছুই তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

(١٤) باب ماجاء فى الوحدة فى السفر للرجال والنساء

পরিচ্ছেদ ১৪ : নারী ও পুরুষের জন্য একা সফর করার নিষেধাজ্ঞা

٣٥–**حدّثنى** مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ. وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ. وَالثَّلاَثَةُ رَكْبٌ».

রেওয়ায়ত ৩৫

আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, একা সফরকারী শয়তান, দুইজন একত্রে সফরকারীর দুইজনই শয়তান আর তিনজন হইল একটি দল।

٣٦–**وحدّثنى** مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «الشَّيْطَانُ يَهُمُّ بِالْوَاحِدِ وَالاِثْنَيْنِ. فَإِذَاكَانُوا ثَلاَثَةً لَمْ يَهُمَّ بِهِمْ».

রেওয়ায়ত ৩৬

সাঈদ ইবনে মুসায়্যাব (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, শয়তান একজন কিংবা দুইজনকে ক্ষতি করিবার ইচ্ছা করে। তিনজন হইলে ইচ্ছা করে না (কারণ তিনজন হইলে জমা'আত হয়, আর কোন জমা'আতে সে ক্ষতি করিতে পারে না)।

٣٧–**وحدّثنى** مَالِكٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. تُسَافِرُ مَسِيْرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مِنْهَا ».

রেওয়ায়ত ৩৭

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যেই স্ত্রীলোক আল্লাহ্ ও শেষ বিচারের দিনের প্রতি ঈমান আনয়ন করিয়াছে, তাহার জন্য মাহরম ব্যতীত একাকী সফর করা হালাল নহে।

(١٥) باب ما يؤمر به من العمل فى السفر

পরিচ্ছেদ ১৫ : সফরের আহকাম

٣٨–**حدّثنى** مَالِكٌ عَنْ أَبِى عُبَيْدٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ؛ يَرْفَعُهُ « إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيَرْضَى بِهِ. وَيُعِيْنُ عَلَيْهِ مَا لاَ يُعِيْنُ عَلَى الْعُنْفِ . فَإِذَا رَكِبْتُمْ هٰذِهِ الدَّوَابَّ الْعُجْمَ. فَأَنْزِلُوْهَا مَنَازِلَهَا. فَإِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ جَدْبَةً فَانْجُوْا عَلَيْهَا بِنِقْيِهَا. وَعَلَيْكُمْ بِسَيْرِ اللَّيْلِ. فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ مَالاَ تُطْوَى بِالنَّهَارِ. وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعْرِيْسَ عَلَى الطَّرِيْقِ . فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْحَيَّاتِ ».

রেওয়ায়ত ৩৮

খালেদ ইব্‌ন মা'দান (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক নম্রতা প্রদর্শন করেন, নম্রতা পছন্দ করেন, নম্রতায় আনন্দিত হন এবং নম্রতায় সাহায্য করেন, যাহা কঠোরতায় করেন না। যখন তোমরা এই সব বাকশক্তিহীন সওয়ারীর উপর আরোহণ কর, তখন উহাকে সাধারণ মঞ্জিলে নামাও (অর্থাৎ স্বাভাবিক দূরত্বের অধিক চালাইয়া উহাকে অধিক কষ্ট দিও না)। যেখানে বিশ্রাম করিবে, সেখানকার জায়গা যদি পরিষ্কার হয় এবং ঘাস না থাকে তবে শীঘ্রই সেখান হইতে উহাকে বাহির করিয়া লইয়া যাও নতুবা উহার হাড় শুকাইয়া যাইবে। (অর্থাৎ ঘাসপাতাহীন জায়গায় বিলম্ব করিলে উহারা না খাইয়া শুকাইয়া যাইবে। ফলে হাঁটিতে পারিবে না)। আর তোমাদের জন্য রাত্রে ভ্রমণ করাই উচিত। কারণ রাত্রে যেই পরিমাণ পথ অতিক্রম করা যায়, দিনে তাহা হয় না। রাত্রে যদি কোন স্থানে অবস্থান কর, তবে পথে অবস্থানে করিও না। কেননা সেখানে জীবজন্তু চলাফেরা করে এবং সর্প বাস করে।

٣٩–وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُوَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ. يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ».

রেওয়ায়ত ৩৯

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, সফর হইল আযাবের এক অংশ। ইহা মানুষকে পানাহার ও নিদ্রায় বাধা দান করে। তোমাদের কেহ যদি কোন প্রয়োজনে সফরে গমন করে, তবে কাজ হইয়া গেলেই যেন সে পরিবারের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

(١٦) باب الأمر بالرفق بالمملوك

পরিচ্ছেদ ১৬ : দাসদাসীর সহিত নম্র ব্যবহার প্রসঙ্গ

٤٠–حدّثنى مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ. وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيْقُ».

রেওয়ায়ত ৪০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, মম্‌লুককে (অর্থাৎ দাসদাসীকে) ঠিকমত খাদ্য ও পোশাক দিতে হইবে। তাহা দ্বারা এমন কোন কাজ লওয়া হইবে না, যাহা ক্ষমতাবহির্ভূত (অর্থাৎ তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ সে করিবে, সাধ্যাতীত কাজ দেওয়া বৈধ নহে)।

٤١–وحدّثنى مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى الْعَوَالِي كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ. فَإِذَا وَجَدَ عَبْدًا فِي عَمَلٍ لاَ يُطِيْقُهُ ، وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ.

রেওয়ায়াত ৪১

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) প্রতি শনিবারে মদীনার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে গমন করিতেন (এবং বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ ইত্যাদি অনুসন্ধান করিতেন)। যদি কোন গোলামকে এমন কাজ করিতে দেখিতেন যাহা তাহার শক্তির বাহিরে হইত, তবে তিনি উহা কম করিয়া দিতেন (অর্থাৎ কাজ কমাইয়া গোলামের বোঝা হালকা করিয়া দিতেন)।

٤٢–وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِيْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَهُوَ يَخْطُبُ ، وَهُوَ يَقُوْلُ : لاَ تُكَلِّفُوْا الْأَمَةَ ، غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ، الْكَسْبَ. فَإِنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذٰلِكَ، كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا. وَلاَ تُكَلِّفُوْا الصَّغِيْرَ الْكَسْبَ. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ. وَعِفُّوْا إِذَأ عَفَّكُمُ اللَّهُ . وَعَلَيْكُمْ، مِنَ الْمَطَاعِمِ ، بِمَا طَابَ مِنْهَا.

রেওয়ায়ত ৪২

মালিক ইবনে আবী 'আমির আসবাহী (রা) উসমান ইবনে আফফান (রা)-এর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি খুৎবায় বলিয়াছেন, যেই সমস্ত দাসী হস্তশিল্পী নহে, তাহাদেরকে আয়-রোজগারে বাধ্য করিও না। কেননা তোমরা তাহাদেরকে রোজগার করিতে বাধ্য করিলে তাহারা হারাম পদ্ধতিতে রোজগার করিবে। অপ্রাপ্ত বয়স্ক গোলামদেরকেও রোজগারের জন্য বাধ্য করিও না। কেননা তোমরা তাহাদেরকে রোজগার করিতে বাধ্য করিলে তাহারা বাধ্য হইয়া চুরি করিবে। আল্লাহ্ যখন তোমাদেরকে ঠিকমত রুজি দান করিতেছেন, তখন তোমরাও তাহাদের মাফ করিয়া দাও, যেমন আল্লাহ্ তোমাদের মাফ করিয়াছেন। তোমাদের উচিত যাহা হালাল (পাক) তাহাই গ্রহণ করা।

(١٧) باب ماجاء فى المملوك وهبة

পরিচ্ছেদ ১৭ : দাসদাসী ও তাহাদের বেশভূষা প্রসঙ্গ

٤٣–وحدّثنى مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «الْعَبْدُ. إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ. وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللّٰهِ . فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ»

রেওয়ায়ত ৪৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, গোলাম যদি তাহার মালিকের মঙ্গল কামনা করে এবং রীতিমত আল্লাহ্র ইবাদত করে, তবে তাহার দ্বিগুণ সওয়াব হইবে।

٤٤–وحدّثنى مَالِكُ أَنَّهُ بَلَغَهُ ؛ أَنَّ أَمَةً كَانَتْ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. رَآهَا عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ. فَدَخَلَ عَلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ. فَقَالَ : أَلَمْ أَرَ جَارِيَةَ أَخِيْكِ تَجُوْسُ النَّاسَ ، وَقَدْ تَهَيَّأَتْ بِهَيْئَةِ الْحَرَائِرِ ؟ وَأَنْكَرَ ذٰلِكَ عُمَرُ.

রেওয়ায়ত ৪৪

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা)-এর একজন দাসী ছিল। সে নিজে আযাদ মহিলাদের মতো সাজিয়াছিল। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) তাহাকে আযাদ মহিলার মতো সাজিতে দেখিয়া তাঁহার কন্যা (উম্মুল মু'মিনীন) হাফসা (রা)-এর নিকট যাইয়া বলিলেন, আমি তোমার ভ্রাতার দাসীকে দেখিলাম যে, সে আযাদ মহিলাদের মতো সাজসজ্জা করিয়া লোকজনের মধ্যে চলাফেরা করিতেছে। উমর ইবনে খাত্তাব (রা) ইহাকে খারাপ মনে করিয়াছেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫৫

كتاب البيعة

বায়'আত অধ্যায়

(١) باب ماجاء فى البيعة

পরিচ্ছেদ ১ : বায়'আত সম্পর্কিত বিবরণ

١ - وحدّثنى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ أَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، يَقُوْلُ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ » .

রেওয়ায়ত ১

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) বলিয়াছেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট তাঁহার কথা শ্রবণ করিব এবং মানিয়া চলিব বলিয়া বায়'আত গ্রহণ করিতাম তখন তিনি বলিতেন, তোমরা যাহা পার (অর্থাৎ যতটুকু তোমাদের শক্তিতে কুলায় ততটুকু আমল করিবে)।

٢ - وحدّثنى مَالِكٌ عَن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ ، أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ . فَقُلْنَ : يَارَسُوْلُ اللّٰهِ ! نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ شَيْئًا ، وَلاَ نَسْرِقَ ، وَلاَ نَزْنِىَ ، وَلاَ نَقْتُلَ أَوْلاَدَنَا ، وَلاَ نَأْتِىَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيْهِ بَيْنَ أَيْدِيْنَا وَأَرْجُلِنَا ، وَلاَ نَعْصِيَكَ فِىْ مَعْرُوْفٍ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ » قَالَتْ فَقُلْنَ : اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ

أَنْفُسِنَا . هَلُمَّ تُبَايِعْكَ يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ! فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « إِنِّىْ لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءِ . إِنَّمَا قَوْلِىْ لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِىْ لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ . أَوْ مِثْلِ قَوْلِىْ لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ » .

রেওয়ায়ত ২

উমাইয়া বিন্‌ত রুকাইকা (রা) বলেন, আমি অপরাপর মহিলার সহিত রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট বায়'আত গ্রহণের জন্য গমন করিলাম। অতঃপর তাহারা (মহিলাগণ) আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা আপনার নিকট এই কথার বায়'আত গ্রহণ করিতেছি যে, আমরা আল্লাহ্‌র সহিত অপর কোন বস্তুকে শরীক করিব না, চুরি করিব না, যেনা (ব্যভিচার) করিব না, আমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করিব না। আমরা নিজে কাহারও বিরুদ্ধে অপবাদ রটাইব না এবং যেকোন ভাল কাজে আপনার নাফরমানী (বিরুদ্ধাচরণ) করিব না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমাদের সাধ্যানুযায়ী করিবে। অতঃপর তাহারা বলিল, আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূল আমাদের প্রতি আমাদের নিজেদের চাইতেও অধিক দয়ালু। অতএব, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আসুন, আমরা আপনার সাথে হাত মিলাই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমি স্ত্রীলোকদের সহিত হাত মিলাই না। আমার কথা এক শত মহিলার জন্য যেই রকম, একজনের জন্যও ঠিক সেই রকম।

٣ - وحَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ دِيْنَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ مَرْوَانَ يُبَايِعُهُ . فَكَاتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . أَمَّا بَعْدُ . لِعَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ سَلاَمٌ عَلَيْكَ . فَإِنِّىْ أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ . وَأُقِرُّلَكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ . فِيْمَا اسْتَطَعْتُ .

রেওয়ায়ত ৩

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন দীনার (র) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের নিকট এই মর্মে একটি বায়'আতনামা লিখিলেন — বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, আল্লাহ্‌র বান্দা আবদুল মালিকের নিকট, যিনি মুসলমানদের আমীর। আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক, আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেছি, যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। আমি এই কথার স্বীকারোক্তি দিতেছি, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী আপনার কথা শ্রবণ করিব এবং মানিব যদি আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক হয়।[১]

১. এখানে বুঝা যাইতেছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক যতক্ষণ আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক চলিবেন এবং তাঁহার আদেশ-নির্দেশ শরী'য়ত মুতাবিক হইবে, ততক্ষণ নাগরিকদের জন্য তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করা ওয়াজিব।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫৬

كتاب الكلام
কথাবার্তা সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب مايكره من الكلام

পরিচ্ছেদ ১ : খারাপ কথাবার্তা সম্পর্কীয় বয়ান

١ – **وحدّثني** مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ قَالَ لأَخِيْهِ : يَا كَافِرُ ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا » .

রেওয়ায়ত ১

আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি কেহ নিজের কোন ভাইকে কাফের বলে, তবে এতদুভয়ের মধ্যে একজন (নিশ্চয়ই) কাফের হইল।[১]

٢ – **وحدّثني** مَالِكٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِيْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ يَقُوْلُ : هَلَكَ النَّاسُ . فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ » .

রেওয়ায়ত ২

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি তুমি কাহাকেও এই কথা বলিতে শুনিতে পাও যে, মানুষ ধ্বংস হইয়াছে, তাহা হইলে সে সবচাইতে অধিক ধ্বংস হইয়াছে।[২]

---

১. অর্থাৎ কাহাকেও কাফের বলিয়া ফতোয়া দিলে ইহা আর ব্যর্থ বা অনর্থ হয় না। সুতরাং যাহাকে কাফের বলা হইয়াছে সে যদি প্রকৃতপক্ষে কাফের হয়, তবে ফতোয়া ঠিক। অন্যথায় কাফের বলিয়া যে ফতোয়া দিয়াছে ফতোয়া তাহার দিকে ফিরিয়া আসিবে। অতএব, কাফের হওয়ার ফতোয়া দিবার বেলায় অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন করা অপরিহার্য।

২. অর্থাৎ নিজেকে ভাল মনে করিয়া অপরকে খারাপ মনে করিলে বুঝিতে হইবে যে, আসলে সে-ই সর্বাপেক্ষা খারাপ।

٣ – وحدّثني مَالكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ . فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرِ » .

রেওয়ায়ত ৩

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, তোমাদের কেহই যেন দাহ্রকে (যুগ বা জমানাকে) মন্দ না বলে। কেননা আল্লাহ্ই দাহ্র (যুগ)।[১]

٤ – وحدّثني مَالكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، أَنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ لَقِيَ خِنْزِيْرًا بِالطَّرِيْقِ . فَقَالَ لَهُ : انْفُذْ بِسَلاَمٍ . فَقِيْلَ لَهُ : تَقُوْلُ هٰذَا لِخِنْزِيْرٍ ؟ فَقَالَ عِيْسَى : إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِي النُّطْقَ بِالسُّوْءِ .

রেওয়ায়ত ৪

ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ (র) হইতে বর্ণিত, 'ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ)-এর সম্মুখে পথে একটি শূকর আসিল। তিনি তখন বলিলেন, নিরাপদে তুমি চলিয়া যাও। লোকেরা তাঁহাকে বলিল, আপনি শূকরের সাথে কথা বলিতেছেন ? (অথচ ইহা সর্বনিকৃষ্ট অশুচি জীব। ইহাকে তো মারিয়া এবং গালমন্দ দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া দরকার!) অতঃপর তিনি বলিলেন, ইহাতে আমার মুখ খারাপ কথায় অভ্যস্ত হইবে বলিয়া আমি ভয় করিতেছি।

(٢) باب ما يؤمر به من التحفظ في الكلام

পরিচ্ছেদ ২ : বুঝিয়া কথা বলা প্রসঙ্গে

٥ – وحدّثني مَالكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ الْحَارِثِ الْمَزَنِيِّ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ . مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ . يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاهُ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ . مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَاه » .

রেওয়ায়ত ৫

বিলাল ইবনে হারিস মুযানী (রা) হইতে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, (অনেক সময়) মানুষ কথা বলে, কিন্তু সেই কথা কোথায় তাহাকে পৌঁছাইবে, সে তাহা জানে না। অথচ সেই

---

১. মুশরিকদের অভ্যাস ছিল যে, তাহারা কোন মুসিবতে পতিত হইলে কাল বা যুগকে মন্দ বলিত। রাসূলুল্লাহ্ (সা) উহা নিষেধ করিয়াছেন। কেননা যুগ কাহাকেও কিছু করিতে পারে না। যাহা কিছু ভাল বা মন্দ হয়, সব আল্লাহ্র পক্ষ হইতেই হয়।

কথার জন্য আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য স্বীয় সন্তুষ্টি কিয়ামত পর্যন্ত লিখিয়া দেন। আবার কোন সময় এমন কথা কেহ বলে, সেই কথা কোথায় গিয়া ক্রিয়া করে সে তাহা জানে না, অথচ সেই কথার জন্য আল্লাহ্ পাক তাহার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় অসন্তুষ্টি লিখিয়া দেন।[১]

٦ – وحدّثني مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِى صَالِحِ السَّمَّانِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ . وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يُلْقِى لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ اللّٰهُ بِهَا فِى الْجَنَّةِ .

রেওয়ায়ত ৬

আবূ সালেহ সাম্মান (র) হইতে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা (রা) বলিয়াছেন যে, (অনেক সময়) মানুষ চিন্তা না করিয়া কথা বলে, পরিণামে সে জাহান্নামে পতিত হয় ; আবার চিন্তা না করিয়া (এমন) কথা কেহ বলে, যাহার ফলে সে বেহেশতে গমন করে।[২]

(٣) باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله

পরিচ্ছেদ ৩ : অনর্থক কথা বলার দোষ প্রসঙ্গ

٧ – وحدّثني مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ رَجُلاَنِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا . فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا » أَوْ قَالَ « إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ لَسِحْرٌ ».

রেওয়ায়ত ৭

যায়দ ইবনে আসলম আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে, পূর্বদিক হইতে দুইজন লোক আগমন করিল। তাহারা বক্তৃতা দান করিল এবং তাহাদের বক্তৃতায় জনসাধারণ আশ্চর্যান্বিত হইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, নিঃসন্দেহে কোন কোন বক্তৃতা যাদুর মতো ক্রিয়া করে।

٨ – وحدّثني مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ كَانَ يَقُوْلُ : لاَ تُكْثِرُوا الْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فَتَقْسُوَ قُلُوْبُكُمْ . فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِىَ بَعِيدٌ مِنَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لاَ تَعْلَمُوْنَ .

---

১. না বুঝিয়া কথা বলিলে অনেক সময় উহার ফলাফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়। তাই কথা বলার আগে চিন্তা করিতে হয়, আমি যাহা বলিতেছি, উহার কি তাৎপর্য হইতে পারে।

২. প্রবাদ আছে, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না' অর্থাৎ কিছু বলার আগে চিন্তা-ভাবনা কর। পরে চিন্তা-ভাবনা দ্বারা কোন লাভ হয় না।

وَلاَ تَنْظُرُوْا فِيْ ذُنُوْبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ . وَانْظُرُوْا فِيَ ذُنُوْبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيْدٌ . فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلِيً وَمُعَافِي . فَارْحَمُوْا أَهْلَ الْبَلاَءِ وَاحْمَدُوْا اللّٰهَ عَلَى الْعَافِيَةِ .

রেওয়ায়ত ৮

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) বলিতেন, আল্লাহ্‌র যিকির ব্যতীত অনর্থক বেশি কথা বলিও না। অন্যথায় তোমাদের অন্তর কঠিন হইয়া যাইবে। আর কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তি আল্লাহ্ হইতে দূরে থাকে, অথচ তোমরা তাহা জান না। আর তোমরা অপরের গুনাহের দিকে (এইভাবে) তাকাইও না যেন তোমরা তাহাদের প্রভু! তোমরা নিজেদের গুনাহের দিকে (এইভাবে) তাকাও, যেন তোমরা গোলাম । কেননা মানুষ অনেক রকমের হয়। কেহ রোগী আর কেহ সুস্থ। অতএব, রোগীদের প্রতি সদয় হও এবং নিজের সুস্থতার জন্য আল্লাহ্‌র শোকর আদায় কর।[১]

٩ - وحدّثني مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ كَانَتْ تُرْسِلُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِهَا بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَتَقُوْلُ : إِلاَ تُرِيْحُوْنَ الْكُتَّابَ ؟

রেওয়ায়ত ৯

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) ইশার নামাযের পর আপনজনদের কাছে বলিয়া পাঠাইতেন যে, লেখক ফেরেশতাদেরকে এখনও আরাম (অবসর) দিবে না?[২]

(٤) باب ماجاء فى الغيبة

পরিচ্ছেদ ৪ : গীবত সম্বন্ধীয় বয়ান

١٠ - وحدّثني مَالِكٌ ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ صَيَّادٍ ، أَنَّ الْمُطَّلِبَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبَ الْمَخْزُوْمِيَّ أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : مَا الْغِيْبَةُ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «أَنْ تَذْكُرَ مِنَ الْمَرْءِ مَا يَكْرَهُ أَنْ يَسْمَعَ» قَالَ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِذَا قُلْتُ بَاطِلاً فَذٰلِكَ الْبُهْتَانُ» .

রেওয়ায়ত ১০

মুত্তালিব ইবনে আবদুল্লাহ্ মাখযুমী (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল : গীবত কি (বা গীবত কাহাকে বলে)? এতদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি

---

১. প্রভু হইয়া থাকিও না, বরং বান্দা হইয়া থাক অর্থাৎ যেকোন কাজে নিজেকে বড় মনে করিও না, বরং সর্বদা নিজকে ছোট মনে কর, তাহা হইলে আল্লাহ্‌র কাছে তোমার মর্যাদা বড় হইবে।

২. অর্থাৎ ইশার পর অনর্থক গল্প করিও না। মুনকার-নকীর ফেরেশতাকে অবসর দান কর এবং শুইয়া পড়। অনর্থক বিলম্বে শুইলে সকালে জাগ্রত হইতে পারিবে না।

ওয়া সাল্লাম বলিলেন, কাহারও অবর্তমানে তাহার এমন কথা প্রকাশ করা যাহা সে শুনিলে অসন্তুষ্ট হইবে। অতঃপর লোকটি (আবার) বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কথা যদি সত্য হয় (অর্থাৎ যাহা বলা হইতেছে উহা যদি মিথ্যা না হয়, বরং সত্য হয় তাহা হইলেও কি উহা গীবত হইবে)? তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, যদি মিথ্যা হয়, (তবে উহাকে গীবত বলা হয় না; বরং) উহা বুহ্তান (অপবাদ)।[১]

(٥) باب ماجاء فيما يخاف من اللسان

পরিচ্ছেদ ৫ : জিহ্বার গুনাহ প্রসঙ্গে

١١ – وحدّثني مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ » فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لاَ تُخْبِرْنَا . فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ .ثُمَّ عَادَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُوْلَى . فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لاَ تُخْبِرْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِثْلَ ذٰلِكَ أَيْضًا . فَقَالَ الرَّجُلُ : لاَ تُخْبِرْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ . ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِثْلُ ذٰلِكَ أَيْضًا. ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُوْلُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُوْلَى فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ . فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ وَقَاهُ اللّٰهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ . مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ » .

রেওয়ায়ত ১১

আ'তা ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক যাহাকে দুইটি জিনিসের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন সে বেহেশতে যাইবে। (ইহা শুনিয়া) এক ব্যক্তি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সেই দুইটি জিনিস কি? আপনি কি আমাদেরকে বলিবেন না? অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নীরব হইয়া গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই প্রথম কথার পুনরাবৃত্তি করিলেন। লোকটি আবার বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদেরকে উহা বলিবেন না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নীরব হইয়া গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পুনরায় সেই কথা বলিলেন। লোকটি আবার বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদেরকে বলিবেন না? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবার সেই কথা বলিলেন। লোকটিও সেই একই কথা বলিল (অর্থাৎ আপনি আমাদেরকে উহা বলিবেন না?) অতঃপর লোকটির পার্শ্বে উপবিষ্ট এক ব্যক্তি তাহাকে চুপ

১. কোন ব্যক্তির এমন দোষের কথা যাহা উক্ত ব্যক্তির মধ্যে আছে, তাহার অবর্তমানে প্রকাশ করার নামই গীবত। অবশ্য সৎ পথে আনার নিয়তে হইলে উহা জায়েয আছে, অন্যথায় হারাম। আর যদি উহা মিথ্যা হয় তবে উহা অপবাদ বা বুহ্তান, ইহা গীবতের চাইতেও মারাত্মক।

করাইল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলিলেন, "আল্লাহ্ পাক যাহাকে দুইটি জিনিসের অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবেন সে বেহেশতে যাইবে। একটি হইল দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (জিহ্বা), অপরটি হইল দুই রানের মধ্যবর্তী বস্তু" (লজ্জাস্থান)। এই কথাটি তিনবার বলিলেন।[১]

١٢ - **وحدّثنى** مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَخَلَ عَلَى أَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ . فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ : إِنَّ هٰذَا أَوْرَدَنِى الْمَوَارِدَ .

রেওয়ায়ত ১২

যাইদ ইবনে আসলম (রা) তাঁহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন. উমর ইবনে খাত্তাব (রা) আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট গিয়া দেখিলেন যে, আবূ বকর (রা) স্বীয় জিহ্বা ধরিয়া টানিতেছেন। উমর (রা) বলিলেন, রাখুন (অর্থাৎ এই রকম করিবেন না), আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর আবূ বকর (রা) বলিলেন, এই জিহ্বাই তো আমাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছে!

(٦) باب ماجاء فى مناجاة اثنين دون واحد

পরিচ্ছেদ ৬ : একজনকে বাদ দিয়া দুইজন পরস্পরে কানে কানে কথা বলা প্রসঙ্গে

١٣ - **وحدّثنى** مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ ، قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ ابْنِ عُقْبَةَ الَّتِىْ بِالسُّوْقِ . فَجَاءَ رَجُلٌ يُّرِيْدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ . وَلَيْسَ مَعَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِىْ ، وَغَيْرَ الرَّجُلِ الَّذِىْ يُرِيْدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ . فَدَعَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً آخَرَ حَتّٰى كُنَّا أَرْبَعَةً . فَقَالَ لِىْ وَلِلرَّجُلِ الَّذِىْ دَعَاهُ : اسْتَأْخِرَا شَيْئًا . فَإِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ » .

রেওয়ায়ত ১৩

আবদুল্লাহ্ ইব্ন দীনার (র) বলেন, আমি ও আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) খালিদ ইব্ন উকবা (রা)-এর সেই ঘরের নিকটে ছিলাম যাহা বাজারে অবস্থিত ছিল। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার সহিত কানে কানে কিছু কথা বলিতে ইচ্ছা করিল। আবদুল্লাহ্ (ইবনে উমর)-এর সঙ্গে আমি ও সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে তাহার সহিত কানে কানে কথা বলিতে চাহিয়াছিল, আর কেহ ছিল না। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) অপর এক ব্যক্তিকে ডাকিয়া লইলেন। এখন আমরা চারিজন হইলাম এবং তিনি আমাকে ও সেই ব্যক্তিকে

১. অর্থাৎ জিহ্বা সংযত রাখ এবং চরিত্রের হিফাযত কর।

একটু সরিয়া যাইতে বলিলেন, যাহাকে ডাকিয়া লইয়াছিলেন এবং বলিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, দুইজন একজনকে একা ছাড়িয়া কানে কানে কথা বলিবে না। ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি দুঃখিত হয়।

١٤ – **وحدّثني** مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ وَاحِدٍ» .

রেওয়ায়ত ১৪

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যদি তিনজন এক সঙ্গে হয়, তবে একজনকে ছাড়িয়া অবশিষ্ট দুইজন কানে কানে কথা বলিবে না।

(٧) باب ماجاء فى الصدق والكزب

পরিচ্ছেদ ৭ : সত্য মিথ্যা কথা বলা প্রসঙ্গে

١٥ – **حدّثني** مَالِكٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ أَكْذِبُ امْرَأَتِيْ يَا رَسُوْلُ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «لاَ خَيْرَ فِى الْكَذِبِ» فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ أَعِدُهَا وَأَقُوْلُ لَهَا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «لاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ» .

রেওয়ায়ত ১৫

সাফওয়ান ইবনে সুলাইম (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল, আমি আমার স্ত্রীর সাথে মিথ্যা বলিতে পারিব কি? এতদুত্তরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, মিথ্যা কথায় কোন উপকার নাই। লোকটি আবার বলিল, আমি তাহার সাথে ওয়াদা তো করিতে পারিব যে, আমি তোমাকে এই জিনিস দিব। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ইহাতে কোন দোষ নাই।[১]

١٦ – **وحدّثني** مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ : عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِى إِلَى الْبِرِّ . وَالْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ . وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبِ . فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ . وَالْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ . أَلاَ تَرَى أَنَّهُ يُقَالُ : صَدَقَ وَبَرَّ . وَكَذَبَ وَفَجَرَ .

---

১. অর্থাৎ ওয়াদা করিতে কোন আপত্তি নাই। তবে ওয়াদা করিয়া সেই ওয়াদা পূরণ না করিলে নিশ্চয়ই গুনাহগার হইবে। মিথ্যা ওয়াদা কখনও জায়েয নাই, বরং উহা মুনাফিকের আলামত।

রেওয়ায়ত ১৬

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলিতেন, তোমরা সত্য বলা নিজের উপর ওয়াজিব (অনিবার্য) করিয়া লও। কেননা সত্য কথা নেকীর দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং নেকী বেহেশতের পথ সুগম করে। আর তোমরা মিথ্যা বলা হইতে সংযত হও। কেননা মিথ্যা কথা গুনাহর দিকে পথ প্রদর্শন করে এবং গুনাহ দোযখের পথ সুগম করে। তুমি কি শোন নাই, ইহা বলা হয় যে, সত্যই নেকী এবং মিথ্যাই গুনাহ?

১৭ - **وحدّثنى** مَالِكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانَ : مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرَى ؟ يُرِيْدُوْنَ الْفَضْلَ . فَقَالَ لُقْمَانُ : صِدْقُ الْحَدِيْثِ وَأَدَاءُ الأَمَانَةِ . وَتَرْكُ مَالاَ يَعْنِيْنِي .

রেওয়ায়ত ১৭

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, লুকমান (আ)-এর নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল, কিসের কারণে আপনি এই এত বুযুর্গী পাইলেন? লুকমান (আ) বলিলেন, সত্য কথা বলা, আমানতদারী এবং অনর্থক কাজ পরিহার করার কারণে।

১৮ - **وحدّثنى** مَالِكُ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ كَانَ يَقُوْلُ : لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ وَتُنْكَتُ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةُ سَوْدَاءُ ، حَتّي يَسْوَدَّ قَلْبُهُ كُلُّهُ فَيُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ .

রেওয়ায়ত ১৮

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলিতেন, মানুষ মিথ্যা কথা বলে। শেষ পর্যন্ত তাহার অন্তরে একটা কাল দাগ পড়ে যাহার কারণে গোটা অন্তরই কাল হইয়া যায়। অবশেষে আল্লাহ্র নিকট তাহার নাম মিথ্যাবাদীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ হয়।

১৯ - **وحدّثنى** مَالِكُ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قِيْلَ لِرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟ فَقَالَ « نَعَمْ » فَقِيْلَ لَهُ : أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلاً ؟ فَقَالَ « نَعَمْ » فَقِيْلَ لَهُ : أَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ؟ فَقَالَ « لاَ » .

রেওয়ায়ত ১৯

সফওয়ান ইবনে সুলাইম (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট কেহ জিজ্ঞাসা করিল, মু'মিন সাহসহীন বা ভীরু হইতে পারে কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, মু'মিন কৃপণ (বখিল) হইতে পারে কি? বলিলেন, হ্যাঁ। আবার জিজ্ঞাসা করা হইল, মু'মিন মিথ্যাবাদী হইতে পারে কি? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, না।

(٨) باب ماجاء في إضاعة المال وذى الوجهين

পরিচ্ছেদ ৮ : অপব্যয় ও দোমুখো মানুষ প্রসঙ্গে

٢٠ – وحدّثني مَالِكٌ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللّٰهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلاَثًا . وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلاَثًا . يَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا . وَأَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا . وَأَنْ تَنَاصَحُوْا مَنْ وَلاَّهُ اللّٰهُ أَمَرَكُمْ . وَيَسْخَطُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ . وَإِضَاعَةَ الْمَالِ . وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ .

রেওয়ায়ত ২০

সুহাইল ইব্‌ন আবী সালেহ (র) তাঁহার পিতা হইতে, তিনি আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের তিনটি কাজে সন্তুষ্ট হন এবং তিনটি কাজে অসন্তুষ্ট হন। যেসব কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন সেইগুলি হইল : (১) তোমরা তাঁহারই ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সাথে আর কাহাকেও শরীক করিবে না। (২) আল্লাহ্‌র রজ্জু (অর্থাৎ কুরআন) মজবুত করিয়া ধরিবে। (৩) আল্লাহ্ যাহাকে শাসনের ভার দিয়াছেন তাহাকে নসীহত করিবে। যেসব কাজে তিনি অসন্তুষ্ট হন, সেইগুলি হইল : (১) কথা অধিক বলা, (২) অপব্যয় করা, (৩) অধিক যাচ্‌না করা (ভিক্ষা করা)।

٢١ – وحدّثني مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ . الَّذِيْ يَأْتِي هٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلاَءِ بِوَجْهٍ ».

রেওয়ায়ত ২১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, দোমুখো মানুষই নিকৃষ্টতম ব্যক্তি অর্থাৎ যে এক দলের সঙ্গে এক রকম কথা বলে এবং অপর দলের সঙ্গে আরেক রকম কথা বলে।

(٩) باب ماجاء في عذاب العامة بعمل الخاصة

পরিচ্ছেদ ৯ : কয়েকজনের গুনাহের কারণে সকলের ভোগান্তি

٢٢ – حدثني مَالِكٌ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ : يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « نَعَمْ . إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ » .

রেওয়ায়ত ২২

নবী করীম (সা)-এর সহধর্মিণী উম্মে সালমা (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (কিছু সংখ্যক লোকের কৃতকর্মের দরুন আসন্ন বিপদে) আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব কি? অথচ আমাদের মধ্যে অনেক নেককার মানুষও আছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, হ্যাঁ, গুনাহ যখন অধিক হয়, তখন (উহার শাস্তি সকলকেই ভোগ করিতে হয়)।

٢٣ - **حدثنى** مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَقُولُ : كَانَ يُقَالُ : إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ . وَلٰكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرُ جِهَارًا اسْتَحَقُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ .

রেওয়ায়ত ২৩

উমর ইব্ন আবদুল আযীয (র) বলিতেন, বিশেষ লোকের গুনাহের কারণে আল্লাহ্ পাক জনসাধারণকে আযাব দেন না। তবে পাপাচার যদি প্রকাশ্যে হইতে থাকে, তখন সকলেই আযাবের যোগ্য হয়।[১]

(١٠) باب ماجاء فى التقى

পরিচ্ছেদ ১০ : তাকওয়া প্রসঙ্গ

٢٤ - **حدثنى** مَالِكٌ عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ حَائِطًا فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ جِدَارٌ ، وَهُوَ فِي جَوْفِ الْحَائِطِ : عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ! بَخٍ بَخٍ . وَاللّٰهُ لَتَتَّقِيَنَّ اللّٰهُ أَوْ لَيُعَذِّ بَنَّكَ .

রেওয়ায়ত ২৪

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, আমি উমরের সঙ্গে ছিলাম। তিনি একটি বাগানে গেলেন। আমি ও তাঁহার মধ্যে বাগানের একটি দেয়াল ছিল। আমি শ্রবণ করিতেছিলাম, তিনি নিজেকেই সম্বোধন করিয়া বলিতেছিলেন, হে উমর! আমীরুল মু'মিনীন! বাহ্বা! হে খাত্তাবের পুত্র, হয় তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর, না হয় তিনি তোমাকে আযাব দিবেন।

٢٥ - **حدثنى** مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَقُولُ : أَدْرَكْتَ النَّاسَ وَمَا يَعْجَبُوْنَ بِالْقَوْلِ .

---

১. যে পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছে সে তাহার পাপের দরুন আযাব ভোগ করিবে। আর যাহারা পাপাচারে লিপ্ত হয় নাই তাহারা আযাব ভোগ করিবে এইজন্য যে, তাহারা পাপাচারে বাধা দেয় নাই।

قَالَ مَالِكٌ : يُرِيْدُ ، بِذٰلِكَ ، الْعَمَلَ . إِنَّمَا يُنْظَرُ إِلَى عَمَلِهِ وَلاَ يُنْظَرُ إِلَى قَوْلِهِ .

রেওয়ায়ত ২৫

কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (রা) বলেন, আমি দেখিলাম যে, মানুষ কথায় মোহিত হয় না। মালিক (র) বলেন, ইহার অর্থ এই যে, তাঁহার কাজের (আমলের) দিকে তাকাইতেন, কথার দিকে তাঁহাদের তেমন দৃষ্টি ছিল না।

(١١) باب القول إذا سمعت الرعد

পরিচ্ছেদ ১১ : বজ্রপাতের সময় কি পড়িতে হয়

٢٦ - **حدّثني** مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ : سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ . ثُمَّ يَقُوْلُ : إِنَّ هٰذَا لَوَعِيْدٌ . لِأَهْلِ الْأَرْضِ شَدِيْدٌ .

রেওয়ায়ত ২৬

আমির ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর (র) বজ্রের শব্দ শুনিলে কথা বলা বন্ধ করিয়া এই দোয়া পাঠ করিতেন :

سُبْحَانَ الَّذِيْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ .

বজ্র নির্ঘোষ ও ফেরেশতাগণ ভয়ে তাহার প্রশংসা মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করে।

অতঃপর তিনি (আমির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্) বলিতেন, যমীনের অধিবাসীদের জন্য এই আওয়ায অত্যন্ত কঠিন আযাবের সংবাদ।[১]

(١٢) باب ماجاء فى تركة النبى صلى الله عليه وسلم

পরিচ্ছেদ ১২ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি

٢٧ - **حدّثني** مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ ، أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ حِيْنَ تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ

১. মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী ও তিরমিযীতে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, রা'দ কি? এতদুত্তরে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন, "রাদ জনৈক ফেরেশতা যিনি মেঘের উপর নিয়োজিত আছেন। তাঁহার হাতে আগুনের একটি চাবুক আছে। সেই চাবুক দ্বারা উক্ত ফেরেশতা মেঘখণ্ডগুলিকে আল্লাহ্ যেইদিকে নির্দেশ দেন সেইদিকে লইয়া যান।" ইহুদীগণ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এই গর্জন কিসের? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন, ইহা সেই রা'দ ফেরেশতারই গর্জন। ইহুদীগণ বলিল, আপনি ঠিকই বলিয়াছেন।

بْنِ عَفَّانَ إِلَى أَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ . فَيَسْأَلْنَهُ مِيْرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةَ : أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « لاَ نُوْرَثُ . مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ » .

রেওয়ায়ত ২৭

মু'মিন জননী আয়েশা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর তাঁহার বিবিগণ ইচ্ছা করিলেন, উসমান ইবনে আফফান (রা)-কে আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট পাঠাইয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দাবি করিবেন। অতঃপর আয়েশা (রা) তাঁহাদেরকে বলিলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কি এই কথা বলেন নাই আমাদের কেহ ওয়ারিস হয় না, আমরা যাহা কিছু মাল রাখিয়া যাই, উহা সদকায় পরিণত হয়।[১]

২৮ – **حَدَّثَنِي** مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِيْ دَنَانِيْرَ . مَا تَرَكْتُ ، بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِيْ وَمُؤْنَةِ عَامِلِيْ ، فَهُوَ صَدَقَةٌ » .

রেওয়ায়ত ২৮

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পরে আমার ওয়ারিসগণ আমার সম্পত্তি ভাগ করিবে না। আমি যাহা কিছু রাখিয়া যাইব, উহা হইতে আমার বিবিগণের খাওয়া-পরা ও কর্মচারীর খরচ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, উহা সদকা।

১. নবী-রাসূলগণের পরিত্যক্ত সম্পত্তির কেহ ওয়ারিস হয় না। যাহা কিছু তাঁহারা রাখিয়া যান উহা সদকা হয়। অবশ্য সত্যিকারের উলামা নবীগণের ইলম ও ধর্ম প্রচারের ওয়ারিস হন। নবীর পরে তাঁহার ধর্ম প্রচার করার দায়িত্ব উলামাদের উপরেই ন্যস্ত হয়।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫৭

كتاب جهنم

জাহান্নাম অধ্যায়

(١) باب ماجاء فى صفة جهنم

পরিচ্ছেদ ১ : জাহান্নামের বিবরণ

١ – حدّثنى مَالِكُ عَنْ أَبِى الزِّ نَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « نَارُ بَنِى أٰدَمَ ، الَّتِىْ يُوْقِدُوْنَ ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ » فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلُ اللّٰهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً . قَالَ « إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّيْنَ جُزْأً » .

রেওয়ায়ত ১

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আদম সন্তান যে আগুন প্রজ্বলিত করে (ব্যবহার করে) উহা জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগের সমান। সাহাবীগণ আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! (জ্বালাইবার জন্য তো) দুনিয়ার এই আগুনই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, (জাহান্নামের) সেই আগুন (ক্ষমতার দিক দিয়া) দুনিয়ার এই আগুনের চাইতে আরও উনসত্তর গুণ অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন।

٢ – حدّثني مَالِكٌ عَنْ عَمِّهِ أَبِيْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَتُرَوْنَهَا حَمْرَاءَ كَنَارِكُمْ هٰذِهِ ؟ لَهِيَ أَسْوَدُ مِنَ الْقَارِ وَالْقَارُ الزِّفْتُ .

রেওয়ায়ত ২

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, জাহান্নামের আগুনকে তোমরা দুনিয়ার এই আগুনের মতো লাল মনে করিতেছ। অথচ উহা আলকাতরা হইতেও অধিক কালো।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫৮

كتاب الصدقة

সদকা সম্পর্কিত অধ্যায়

(١) باب الترغيب فى الصدقة

পরিচ্ছেদ ১ : সদকার ফযীলত প্রসঙ্গে

١–**حدثنى** مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ ، عَنْ أَبِى الْحُبَابِ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ، وَلاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ إِلاَّ طَيِّبًا ، كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِى كَفِّ الرَّحْمٰنِ. يُرَبِّيْهَا كَمَا يُرَبِّىْ أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيْلَهُ . حَتَّى تَكُوْنَ مِثْلَ الْجَبَلِ ».

রেওয়ায়ত ১

সায়ীদ ইবনে ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে অর্জিত মাল সদকা করে, আল্লাহ্ পাক হালাল অর্থাৎ পবিত্রকেই কবূল করেন — তাহা হইলে উক্ত সদকা সে আল্লাহ্র হাতে দিল। আল্লাহ্ পাক তাহাকে এইভাবে লালন-পালন করেন, যেইভাবে তোমরা ঘোড়ার বাচ্চা কিংবা উটের বাচ্চা লালন-পালন কর। শেষ পর্যন্ত সেই সদকা (বর্ধিত হইয়া) পর্বতসমান হইয়া যায়।

٢–**وحدثنى** مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ ؛أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِىٍّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ. وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ. وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ. وَكَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ – لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ

حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ-قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ! إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُوْلُ-لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ-وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِى إِلَيَّ بِيْرُ حَاءَ. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ. أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ. فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ حَيْثُ شِئْتَ. قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «بَخْ ! ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ. ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيْهِ. وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِى أَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ.

রেওয়ায়ত ২

আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, মদীনার আনসারগণের মধ্যে আবূ তালহা (রা) ছিলেন সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। তাঁহার সবচাইতে অধিক খেজুর বৃক্ষ ছিল। সমুদয় বাগানের মধ্যে "বাইরহা" নামক বাগানটি ছিল তাঁহার (আবূ তালহার) অধিক পছন্দনীয়। বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই অবস্থিত ছিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সেই বাগানে প্রায়ই আসা-যাওয়া করিতেন। সেখানকার পানি খুবই উত্তম ছিল, তিনি তাহা পান করিতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হইল :

لَنْ تَنَالُوْا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

অর্থাৎ যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্র রাহে) খরচ না করিবে, ততক্ষণ তোমরা সওয়াব পাইবে না)। তখন আবূ তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট আসিয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ পাক বলেন যে, যতক্ষণ তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্র রাহে) খরচ না করিবে, ততক্ষণ তোমরা সওয়াব পাইবে না। আর আমার প্রিয় বস্তু হইল এই 'বাইরহা'। আমি ইহাকে আল্লাহর রাস্তায় সদকা করিলাম। ইহার বিনিময়ে আমি নেকীর আশা রাখি এবং ইহা আল্লাহ্র নিকট জমা রাখিতেছি। সুতরাং ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি ইহাকে যেভাবে ইচ্ছা কবূল করুন। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, বাহ্বা! ইহা অত্যন্ত লাভজনক মাল, ইহা অত্যন্ত লাভজনক মাল। তুমি এই বাগান সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছ আমি উহা শ্রবণ করিয়াছি। আমার মনে হয়, তুমি ইহাকে তোমার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও। আবূ তালহা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি উহা বিতরণ করিয়া দিব। অতএব আবূ তালহা (রা) তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও চাচাত ভাইগণের মধ্যে উহা বন্টন করিয়া দিলেন।

٣-**وحدّثنى** مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «أَعْطُوا السَّائِلَ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ».

রেওয়ায়ত ৩

যায়দ ইবনে আসলাম (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, ভিক্ষুককে দাও যদিও সে ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া আসে।

٤–وحدّثنى مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُعَاذٍ الْأَشْهَلِيِّ ، عَنْ جَدَّتِهِ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «يَا نِسَاءَ الْمُؤْمِنَاتِ. لاَ تَحْقِرَنَّ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تُهْدِيَ لِجَارَتِهَا وَلَوْ كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا».

রেওয়ায়ত ৪

আ'মর ইবনে মুয়াজ আশহালী তাঁহার দাদী হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, হে মু'মিন মহিলাগণ! তোমাদের কেহ যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে তুচ্ছ মনে না করে, যদিও সে ছাগলের একটি পোড়া খুর পাঠায় (তাহাও কবূল কর)।

٥–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّ مِسْكِينًا سَأَلَهَا وَهِيَ صَائِمَةٌ. وَلَيْسَ فِي بَيْتِهَا إِلاَّ رَغِيفٌ . فَقَالَتْ لِمَوْلاَةٍ لَهَا : أَعْطِيهِ إِيَّاهُ فَقَالَتْ : لَيْسَ لَكِ مَاتُفْطِرِيْنَ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ : أَعْطِيْهِ إِيَّاهُ. قَالَتْ فَفَعَلْتُ. قَالَتْ : فَلَمَّا أَمْسَيْنَا أَهْدَى لَنَا أَهْلُ بَيْتٍ ، أَوْإِنْسَانٌ ، مَا كَانَ يُهْدِي لَنَا ، شَاةً وَكَفَنَهَا. فَدَعَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَالَتْ : كُلِي مِنْ هَذَا. هذَا خَيْرٌ مِنْ قُرْصِكِ .

রেওয়ায়ত ৫

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট জনৈক ভিক্ষুক আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। তিনি (আয়েশা) রোযা রাখিয়াছিলেন। ঘরে একটি রুটি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি স্বীয় দাসীকে বলিলেন, উহা ফকীরকে দিয়া দাও। দাসী বলিল, আপনার ইফতারের জন্য আর কিছুই থাকিবে না। তিনি বলিলেন, (যাহা হউক) দিয়া দাও। অতঃপর দাসী সেই রুটি ফকীরকে দিয়া দিল। দাসীটি বলে, সন্ধ্যার সময় কোন বাড়ি হইতে বা কোন এক ব্যক্তি হাদিয়া পাঠাইয়া দিল ছাগলের ভুনা গোশ্ত। আয়েশা (রা) আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, খাও। ইহা তোমার রুটি হইতে উত্তম।

٦–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ مِسْكِينًا اسْتَطْعَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَبَيْنَ يَدَيْهَا عِنَبٌ. فَقَالَتْ لِإِنْسَانٍ : خُذْ حَبَّةً فَأَعْطِهِ إِيَّاهَا. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَعْجَبُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ : أَتَعْجَبُ ؟ كَمْ تَرَى فِي هٰذِهِ الْحَبَّةِ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ ؟

রেওয়ায়ত ৬

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, জনৈক মিসকীন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিণী আয়েশা (রা)-এর নিকট আসিয়া কিছু ভিক্ষা চাহিল। তাঁহার সম্মুখে তখন আঙ্গুর ছিল। আয়েশা (রা) এক ব্যক্তিকে বলিলেন, একটি আঙ্গুর নিয়া ঐ মিসকীনকে দিয়া দাও। লোকটি আশ্চর্যবোধ

করিতে লাগিল (মাত্র একটি আঙ্গুর দিতেছেন!)। আয়েশা (রা) লোকটির মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, তুমি আশ্চর্যবোধ করিতেছ ? এই একটি আঙ্গুর কত অণু পরিমাণ হইবে বলিয়া তুমি মনে কর ?[১]

(٢) باب ماجاء فى التعفف عن المسئلة

পরিচ্ছেদ ২ : ভিক্ষা করা হইতে বিরত থাকা প্রসঙ্গ

٧–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ أَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ. ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ. حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ ثُمَّ قَالَ « مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ. وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ. وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ. وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً هُوَ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ ».

রেওয়ায়ত ৭

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) হইতে বর্ণিত, আনসারের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু চাহিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাহাদেরকে কিছু দান করিলেন ; তাহারা পুনরায় কিছু চাহিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আবার কিছু দান করিলেন। এইভাবে তিনবার দান করিলেন ; এমন কি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট যাহা কিছু ছিল, সব নিঃশেষ হইয়া গেল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আমার নিকট যেই পরিমাণ মাল থাকিবে, উহা তোমাদের না দিয়া আমি কখনও জমা করিয়া রাখিব না। তবে যে ভিক্ষা চাওয়া হইতে বিরত থাকিবে, আল্লাহ্ তাহাকে রক্ষা করেন। যে সবর করিয়া কাহারও মুখাপেক্ষী নহে বলিয়া কার্যত প্রকাশ করিবে, আল্লাহ্ তাহাকে ধনী করিয়া দিবেন। যে সবর করিবে, আল্লাহ্ পাক তাহাকে সবরের তওফীক দান করিবেন। মানুষকে যাহা কিছু দান করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সবরের চাইতে বড় ও উত্তম আর কিছু নাই।

٨–وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ ، « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى. وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِىَ الْمُنْفِقَةُ. وَالسُّفْلَى هِىَ السَّائِلَةُ ».

রেওয়ায়ত ৮

আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের উপর আরোহণ করিয়া বলিলেন, তিনি তখন সদকা ও ভিক্ষাবৃত্তি হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া রাখা সম্পর্কে কথা বলিতেছিলেন, নিচের হাতের চাইতে উপরের হাত উত্তম। উপরের হাত হইল দাতার হাত এবং নিচের হাত হইল ভিক্ষুকের হাত।

১. অর্থাৎ ইহাই বা কম কি ? আল্লাহ্র জন্য দেওয়া হইলে আল্লাহ্ তাহা কবূল করেন পরিমাণ নহে — নিয়তই আসল বস্তু। তবে সামর্থ্যানুযায়ী দেওয়াই সমীচীন।

৯- وحدّثنى عَنْ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِعَطَاءٍ. فَرَدَّهُ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ «لِمَ رَدَدْتَهُ ؟» فَقَالَ : يَارَسُولَ اللّٰهِ اَلَيْسَ أَخْبَرْتَنَا أَنَّ خَيْرًا لأَحَدِنَا أَنْ لاَ يَأْخُذَ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ «إِنَّمَا ذٰلِكَ عَنِ الْمَسْئَلَةِ. فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ يَرْزُقُكَهُ اللّٰهُ» فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَمَّا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، لاَ أَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا ، وَلاَ يَأْتِينِىْ شَىْءٌ مِنْ غَيْرِ مَسْئَلَةٍ إِلاَّ اَخَذْتَهُ.

রেওয়ায়ত ৯

আ'তা ইব্‌ন ইয়াসার (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উমর ইবনে খাত্তাব (রা)-এর নিকট কিছু দান (বা তুহফা) প্রেরণ করিলেন। উমর (রা) উহা (গ্রহণ করিলেন না বরং) ফেরত পাঠাইলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ফেরত পাঠাইলে কেন? উমর (রা) বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে বলিয়াছিলেন যে, ঐ লোকটি উত্তম, যে কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করে না। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, ইহার অর্থ এই যে, ভিক্ষা চাহিয়া কিছু গ্রহণ করিবে না। আর চাওয়া ছাড়া যদি পাওয়া যায় উহা আল্লাহ্র দান। অতঃপর উমর ইবনে খাত্তাব (রা) বলিলেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, ভবিষ্যতে আমি কাহারও নিকট কিছু চাহিব না এবং চাওয়া ছাড়া কিছু পাওয়া গেলে উহা গ্রহণ করিব।

١٠-وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِى الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ. لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِىَ رَجُلاً أَعْطَاهُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ. فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ».

রেওয়ায়ত ১০

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, সেই পাক যাতের কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি কোন মুসলমান রশি দিয়া জ্বালানি কাঠের বোঝা বাঁধিয়া উহা স্বীয় পৃষ্ঠে তুলিয়া লয় (এবং উহাকে বিক্রি করিয়া রোজগার করে), তাহা সেই ব্যক্তির জন্য ইহা হইতে উত্তম যে, সে এমন কোন ব্যক্তির নিকট গিয়া কিছু (ভিক্ষা) চায়, যাহাকে আল্লাহ্ পাক মাল দিয়াছেন, সে তাহাকে কিছু দিক বা না দিক।[১]

১. ভিক্ষা করার চাইতে নিজে পরিশ্রম করিয়া রোজগার করা সর্বাপেক্ষা উত্তম। কেননা পরিশ্রমে লজ্জার কিছু নাই; কিন্তু ভিক্ষায় লজ্জা আছে এবং ভিক্ষা মানহানিকরও বটে।

١١-**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَنَّهُ قَالَ : نَزَلْتُ أَنَا وَأَهْلِي بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ. فَقَالَ لِي أَهْلِي : اذْهَبْ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَاسْأَلْهُ لَنَا شَيْئًا نَأْكُلُهُ . وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ مِنْ حَاجَتِهِمْ . فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ . فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلاً يَسْأَلُهُ. وَرَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ « لاَ أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ » فَتَوَلَّى الرَّجُلُ عَنْهُ وَهُوَ مُغْضَبٌ : وَهُوَ يَقُولُ : لَعَمْرِي إِنَّكَ لَتُعْطِي مَنْ شِئْتَ. فَقَالَ رَسُو اللّهِ ﷺ «إِنَّهُ لَيَغْضَبُ عَلَيَّ أَنْ لاَ أَجِدُ مَاأُعْطِيهِ. مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عِدْلُهَا فَقَدْسَأَلَ إِلْحَافًا » قَالَ الْأَسَدِيُّ : فَقُلْتُ لِلَقْحَةُ لَنَا خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ.

قَالَ مَالِكٌ : وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا.

قَالَ : فَرَجَعْتُ وَلَمْ أَسْأَلْهُ. فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ بِشَعِيرٍ وَزَبِيبٍ. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ حَتَّى أَغْنَانَا اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

রেওয়ায়ত ১১

আসাদ গোত্রীয় এক ব্যক্তির নিকট হইতে আ'তা ইবনে ইয়াসার (র) রেওয়ায়ত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি ও আমার পরিবার বকীউল-গরকদে (মদীনার প্রসিদ্ধ কবরস্থান) অবস্থান করিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে বলিল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়া আমাদের খাওয়ার জন্য কিছু চাহিয়া আন এবং আমাদের দৈন্যের কথা বর্ণনা কর। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট গিয়া দেখি যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু ভিক্ষা চাহিতেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিতেছেন, আমার নিকট এমন কিছু নাই যে, আমি তোমাকে দিতে পারি। (ইহা শুনিয়া) লোকটি ক্রোধান্বিত হইয়া এই বলিতে বলিতে ফিরিয়া গেল, আমার জীবনের কসম! তুমি যাহাকে দিতে চাও তাহাকেই দাও। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, এই লোকটি আমার উপর এইজন্য রাগ করিয়া চলিয়া গেল যে, তাহাকে কিছু দেওয়ার মতো আমার কাছে কিছু নাই। যেই মুসলমানের নিকট চল্লিশ দিরহাম (এক উকিয়া) কিংবা সেই পরিমাণ মাল আছে, সে যদি ভিক্ষা চায় তবে সে কাকুতি মিনতি করিয়া ভিক্ষা চাহিল। আসাদ গোত্রীয় লোকটি বলিল, একটি দুধের উষ্ট্রী আমার জন্য এক উকিয়া (চল্লিশ দিরহাম) হইতে উত্তম। মালিক (র) বলেন, চল্লিশ দিরহামে এক উকিয়া হয়। আসাদ লোকটি বলিল, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট কিছু না চাহিয়া প্রত্যাবর্তন করিলাম। ইহার পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট যব ও শুকনা আঙ্গুর আসিল এবং তিনি আমাদেরকেও সেইগুলি হইতে দিলেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ পাক আমাদেরেকে ধনী করিয়া দিলেন।

١٢-وعَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الْعَلاَءِبْنِ عَبْدِ الرَّ حْمٰنِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ. وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا . وَمَاتَوَاضَعَ عَبْدٌ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ.

قَالَ مَالِكٌ : لاَ أَدْرِى أَيُرْفَعُ هٰذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمْ لاَ.

রেওয়ায়ত ১২

আ'লা ইব্ন আবদুর রহমান (রা) বলেন, আল্লাহ্র পথে মাল সদকা করিলে মাল কমিয়া যায় না। মাফ করিলে সম্মান বৃদ্ধি হয় এবং নম্রতা প্রদর্শনকারীর মর্যাদা আল্লাহ্ পাক বাড়াইয়া দেন।

মালিক (র) বলেন, এই হাদীসটির সনদ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছিয়াছে কি না, তাহা আমার জানা নাই।

(٣) باب مايكره من الصدقة

পরিচ্ছেদ ৩ : যেই সদকা মাকরূহ

١٣-**حدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ « لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ».

রেওয়ায়ত ১৩

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, মুহাম্মদ (সা)-এর পরিবারের জন্য সদকা হালাল নহে; উহা (সদকা) মানুষের হাতের ময়লা।[১]

١٤-**وحدّثنى** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَهُ إِبِلاً مِنَ الصَّدَقَةِ. فَغَضِبَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ. وَكَانَ مِمَّا يُعْرَفُ بِهِ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ أَنْ تَحْمَرَّ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ « إِنَّ الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي مَالاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَهُ. فَإِنْ مَنَعْتُهُ كَرِهْتُ الْمَنْعَ. وَإِنْ أَعْطَيْتُهُ، أَعْطَيْتُهُ مَالاَ يَصْلُحُ لِي وَلاَ لَهُ » فَقَالَ الرَّجُلُ : يَارَسُولَ اللّٰهِ لاَ أَسْأَلُكَ مِنْهَا شَيْئًا أَبَدًا.

রেওয়ায়ত ১৪

আবূ বকর ইব্ন মুহাম্মদ (র) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বনী আবদিল আশহাল গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে সদকা উশুল করার জন্য আমিল (কর্মচারী) নিযুক্ত করিলেন। লোকটি (কাজ

১. নবী-পরিবার বলিতে বনী হাশিমকে বোঝায়। কেহ কেহ বনী মুত্তালিবও উল্লেখ করিয়াছেন অর্থাৎ ইহাদের জন্য সদকার-মাল খাওয়া হারাম।

শেষে) প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিকট (তাহার পরিশ্রম ছাড়া) সদকার একটি উট চাহিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রাগান্বিত হইলেন; তাঁহার চেহারা মুবারকে ক্রোধের লক্ষণ দৃষ্ট হইল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ক্রোধের লক্ষণ এই ছিল যে, তখন তাঁহার চক্ষু মুবারক লাল হইয়া যাইত। অতঃপর রসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, কেহ কেহ আমার কাছে এমন কিছু চায় যাহা আমার জন্য দেওয়া অনুচিত এবং তাহার পক্ষে চাওয়াও অনুচিত। আমি যদি না দেই, তবে উহা আমার খারাপ লাগে, আর যদি দেই, তবে আমার পক্ষে দেওয়া অনুচিত, তাহার পক্ষে নেওয়াও অনুচিত। অতঃপর লোকটি বলিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আপনার নিকট আর কখনও কিছু চাহিব না।

১৫-**وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيْهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْأَرْقَمِ : أَدْلُلْنِي عَلَى بَعِيْرٍ مِنَ الْمَطَايَا أَسْتَحْمِلُ عَلَيْهِ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَقُلْتُ : نَعَمْ. جَمَلاً مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الأَرْقَمِ : أَتُحِبُّ أَنَّ رَجُلاً بَادِنًا فِي يَوْمٍ حَرٍّ غَسَلَ لَكَ مَا تَحْتَ إِزَارِهِ وَرُفْغَيْهِ ثُمَّ أَعْطَاكَهُ فَشَرِبْتَهُ ؟ قَالَ : فَغَضِبْتُ وَقُلْتُ : يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ. أَتَقُوْلُ لِي مِثْلَ هٰذَا ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ الأَرْقَمِ : إِنَّمَا الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ. يَغْسِلُوْنَهَا عَنْهُمْ.

রেওয়ায়ত-১৫

যায়দ ইবনে আসলামের পিতা হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে আরকম (রা) আমাকে বলিলেন, আমাকে কোন সওয়ারীর উট দেখাও। আমি উহা আমীরুল মু'মিনীনকে বলিয়া ব্যবহার করিব। আমি বলিলাম, হ্যাঁ, আছে। তবে উহা সদকার উট। অতঃপর আবদুল্লাহ্ ইবনে আরকম বলিলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ করিবে ? গরমের দিনে কেহ স্বীয় লজ্জাস্থান এবং রানের গোড়া ধুইয়া সেই পানি তোমাকে খাওয়াইতে চাহিলে তুমি উহা খাইবে ? আসলামের পিতা বলেন, আমার বড় রাগ হইল, তাহাকে বলিলাম, আল্লাহ্ তোমাকে মাফ করুন, তুমি আমাকে এই রকম কথা বলিতেছ ? আবদুল্লাহ্ বলিলেন, সদকাও মানুষের ময়লা ধোয়া পানি।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৫৯

كتاب العلم

ইলম অধ্যায়

(١) باب ماجاء فى طلب العلم

পরিচ্ছেদ ১ : ইলম তলব করা প্রসঙ্গ

١ - وحدّثنى عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيْمِ أَوْصَى ابْنَهُ فَقَالَ : يَابُنَىَّ جَالِسِ الْعُلَمَاءَ وَزَاحِمْهُمْ بِرُكْبَتَيْكَ . فَإِنَّ اللّٰهَ يُحْيِى الْقُلُوْبَ بِنُوْرِ الْحِكْمَةِ . كَمَا يُحْيِى اللّٰهُ الْأَرْضَ الْمَيْتَةَ بِوَابِلِ السَّمَاءِ .

রেওয়ায়ত ১

মালিক (র)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে, লুকমান হাকীম (আ) স্বীয় ছেলেকে (মৃত্যুকালে) উপদেশ দিয়াছেন, বৎস! আলিমগণের মজলিসে বসিও এবং তাঁহাদের নিকটে হাঁটু পাতিয়া (আদব সহকারে) বসিও। কেননা আল্লাহ পাক হিকমতের নূর দ্বারা হৃদয়কে এমনভাবে সঞ্জীবিত করেন যেমন মৃত যমীনকে বৃষ্টির পানি দ্বারা জীবিত করেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৬০

كتاب دعوة المظلوم

মযলুমের বদ দোয়া অধ্যায়

(١) باب مايتقى من دعوة المظلوم

পরিচ্ছেদ ১ : মযলুমের বদ দোয়া হইতে বাঁচিয়া থাকা প্রসঙ্গে

١ - **وحدّثني** عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيْهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى . فَقَالَ : يَاهُنَىُّ . اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ النَّاسِ . وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ مُسْتَجَابَةٌ ؛ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ . وَإِيَّاىَ وَنَعَمَ ابْنَ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ . فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ . وَإِنْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ . إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِى بِبَنِيْهِ فَيَقُوْلُ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ! يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَفْتَارِكُهُمْ أَنَا؟ لاَ أَبَالَكَ . فَالْمَاءُ وَالْكَلاَءُ أَيْسَرُ عَلَىَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ . وَايْمُ اللّٰهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّى قَدْ ظَلَمْتُهُمْ . إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ . قَاتَلُوْا عَلَيْهَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ . وَأَسْلَمُوْا عَلَيْهَا فِى الإِسْلاَمِ . وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْمَالُ الَّذِىْ أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا .

রেওয়ায়ত ১

আসলাম (র) হইতে বর্ণিত, উমর ইবনে খাত্তাব (রা) স্বীয় আযাদকৃত গোলাম, যাহাকে হুনী বলা হইত, সরকারী চারণভূমিতে (রক্ষক) নিযুক্ত করিলেন এবং বলিলেন, হে হুনী! জনসাধারণের দিক হইতে স্বীয় বাহু সংকুচিত কর (তাহাদের উপর যুলুম করিও না), মযলুমের (অত্যাচারিতের) বদ দোয়াকে ভয় কর। কেননা মযলুমের দোয়া কবূল হয়। যাহাদের নিকট সুরাইম (অল্প সংখ্যক উট) এবং গুনাইম (অল্প সংখ্যক ছাগল) আছে তাহাদেরকে উহা (সরকারী চারণভূমিতে) চরাইতে বাধা দিও না। (উসমান) ইবনে আফফান (রা) ও (আবদুর রহমান) ইবনে আউফ (রা)-এর জানোয়ারের প্রতি রেওয়ায়ত করিবে না। কেননা তাঁহাদের জানোয়ার ধ্বংস হইয়া গেলে তাহাদের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। তখন তাহারা মদীনায় নিজেদের বাগানে এবং ক্ষেত-খামারে চলিয়া যাইবে। কিন্তু কয়েকটি উট ও ছাগলওয়ালা (এই পশুসম্পদ) ধ্বংস হইয়া গেলে তাহারা তাহাদের সন্তানাদি লইয়া আমার নিকট আসিবে এবং 'হে আমীরুল মু'মিনীন' বলিয়া ডাক দিবে, তখন কি আমি তাহাদেরকে (কিছু না দিয়া এমনিই) ছাড়িয়া দিব? পানি ও ঘাস দেওয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য দেওয়ার তুলনায় আমার কাছে খুবই সহজ। আল্লাহ্র কসম! যাহারা মনে করিবে যে, আমি তাহাদের উপর যুলুম করিয়াছি, অথচ এই শহর এই পানি তাহাদেরই, ইহারই জন্য তাহারা অন্ধকার যুগে যুদ্ধ করিয়াছে এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে। সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁহার হাতে আমার প্রাণ রহিয়াছে, যদি সদকার এই উটগুলি না হইত যাহার উপর আমি মুজাহিদীনকে সওয়ার করাই, তাহা হইলে তাহাদের যমীন হইতে আমি এক বিঘতও গ্রহণ করিতাম না।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ৬১

كتاب أسماء النبى صلى الله عليه وسلم
নবী (সা)-র পবিত্র নামসমূহ অধ্যায়

(١) باب أسماء النبى صلى الله عليه وسلم
পরিচ্ছেদ ১ : নবী (সা)-এর পবিত্র নামসমূহের বর্ণনা

١ - وحدّثنى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لِيْ خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ . أَنَا مُحَمَّدٌ . وَأَنَا أَحْمَدُ . وَأَنَا الْمَاحِيَ الَّذِيْ يَمْحُو اللّٰهُ بِيَ الْكُفْرَ . وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِيْ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِيْ . وَأَنَا الْعَاقِبُ » .

রেওয়ায়ত ১

মুহম্মদ ইব্‌ন যুবাইর ইব্‌ন মুত্‌ইম (র) হইতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলিয়াছেন, আমার পাঁচটি নাম রহিয়াছে।[১] আমি মুহাম্মদ[২] আর আমি আহমাদ,[৩] আমি মাহী — আমা দ্বারা আল্লাহ্ কুফরকে বিলুপ্ত করিবেন, আর আমি হাশির — লোকের পুনরুত্থান অনুষ্ঠিত হইবে আমার কদমের উপর[৪] আর আমি আকিব।[৫]

---

১. অর্থাৎ বিগত উম্মতের মধ্যে আমার এই পাঁচ নাম অতি প্রসিদ্ধ, ইহার এই অর্থ নয় যে, কেবল পাঁচটি নামই তাঁহার রহিয়াছে, আর কোন নাম তাঁহার নাই, ইবনুল আরাবী (র) নবী (সা)-এর এক হাজার নাম আছে বলিয়া কোন কোন সূফী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আল্লামা সয়ূতী পৃথক একটি পুস্তিকায় নবী (সা)-এর পাঁচশত নাম উল্লেখ করিয়াছেন, নামের আধিক্য সম্মানের প্রতীক।

২. যেহেতু নবী (সা)-এর গুণাবলি অনেক, যেহেতু তাঁহার প্রচুর প্রশংসা বারংবার করা হইয়াছে, যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং এবং নবীগণ, ফেরেশতাগণ ও আওলিয়াগণ তাঁহার প্রচুর ও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন তাই তাঁহার নাম মুহম্মদ বা বহুল প্রশংসিত।

৩. সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসাকারী।

৪. আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম নবী (সা)-কে তাঁহার পবিত্র রওযা হইতে উঠাইবেন, অন্য সব লোকের পুনরুত্থান হইবে তাঁহার পর।

৫. আকিব— যাঁহার পর কোন নবীর আগমন হইবে না।

اخر كتاب المؤطا الجامع الحمد لله وحده حمدا كثيرا لا يقطعه العدد ولايحصره الابد كما ينبغى لجلال وجهه وعظم جلاله.

وصلى الله وسلم على النبى محمد اكرم مولود وافضل من فى الوجود وعلى اله ذوى الكرم والجود وعلى اصحابه ذوى العظم والاحسان والحمد لله رب العلمين وصلى الله عليه وعلى اله اصحابه الطيبين الطاهرين

تم كتاب الجامع بتمام جميع كتاب المؤطا رواية يحيى الليثى عن مالك بن انس بن ابى عامر الاصبحى رضى الله عنه ونفعنا ببركات علومه اللهم اختم لنا ولمن اوصانا بالايمان وهو حسن الختام.

ইফাবা—২০০১-২০০২—প্র/৪৪৩৯(উ)—৩২৫০



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ